প্রথম অধ্যায়

অজামিলের উপাখ্যান

শ্রীমদ্ভাগবতে সর্গ, বিসর্গ আদি দশটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতের বক্তা শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তৃতীয়, চতুর্থ এং পঞ্চম স্কন্ধে সর্গ, বিসর্গ এবং স্থান বর্ণনা করেছেন। এখন, উনিশটি অধ্যায় সমন্বিত ষষ্ঠ স্কন্ধে তিনি পোষণ সম্বন্ধে বর্ণনা করবেন।

এই অধ্যায়ে অজামিলের ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। অজামিল ছিল মহাপাপী, কিন্তু চারজন বিষ্ণুদূত যখন যমদূতদের হাত থেকে তাঁকে উদ্ধার করতে আসেন, তখন তিনি তাঁর পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যান। তিনি যে কিভাবে তাঁর পাপকর্মের ফল থেকে মুক্ত হয়েছিলেন, তার পূর্ণ বর্ণনা এই অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। পাপকর্মের ফল ইহলোক এবং পরলোক উভয় লোকেই যন্ত্রণাদায়ক। আমাদের নিশ্চিতভাবে জেনে রাখা উচিত যে, জীবনের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার কারণ হচ্ছে পাপকর্ম। সকাম কর্মের মার্গে অবধারিতভাবে পাপ হয়, এবং তাই কর্মমার্গে নানা প্রকার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা রয়েছে। এই সমস্ত প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পাপ বিনষ্ট হলেও পাপের মূল অবিদ্যা বিনষ্ট হয় না। তার ফলে প্রায়শ্চিত্ত করার পরেও মানুষ আবার পাপকর্মে প্রবৃত্ত হয়। তাই পবিত্র হওয়ার জন্য প্রায়শ্চিত্ত যথেষ্ট নয়। জ্ঞানমার্গে যথাযথভাবে বস্তুজ্ঞান হওয়ার ফলে পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তাই জ্ঞানমার্গে জ্ঞানই প্রায়শ্চিত্তরূপে বিবেচিত হয়। সকাম কর্ম অনুষ্ঠান করার সময় তপশ্চর্যা, ব্রহ্মচর্য, শম, দম, দান, সত্য, যম, নিয়ম প্রভৃতির দ্বারা পাপবীজ ভস্মীভূত হয়। জ্ঞানের উন্মেষেও পাপবীজ বিনষ্ট হয়। কিন্তু এই উভয় পন্থাও, মানুষকে পাপকর্মের প্রবণতা থেকে মুক্ত করতে পারে না।

ভক্তিযোগের দ্বারাই কেবল সম্পূর্ণরূপে পাপকর্মের প্রবণতা থেকে মুক্ত হওয়া যায়, অন্য কোনও উপায়ে নয়। তাই বৈদিক শাস্ত্রে কর্ম এবং জ্ঞান থেকে ভক্তির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হয়েছে। ভক্তির পথই সকলের পক্ষে পরম মঙ্গলদায়ক। সকাম কর্ম এবং জ্ঞান স্বতন্ত্রভাবে মুক্তি প্রদান করতে পারে না। কিন্তু ভক্তি কর্ম এবং জ্ঞানের অপেক্ষা না করেই মুক্তি প্রদান করতে পারে। ভক্তি এতই বলবতী যে, কেউ যদি তাঁর মনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে নিবদ্ধ করেন, তা হলে স্বপ্নেও তাঁকে যমদূতদের দর্শন করতে হয় না।

ভগবদ্ভক্তির মহিমা প্রমাণ করার জন্য শ্রীল শুকদেব গোস্বামী অজামিলের উপাখ্যান বর্ণনা করেছেন। অজামিল ছিলেন কান্যকুব্জের (বর্তমান কনৌজের) অধিবাসী। তাঁর পিতা-মাতা তাঁকে বেদ অধ্যয়ন এবং বিধিনিষেধ পালনের মাধ্যমে সদাচার সম্পন্ন ব্রাহ্মণে পরিণত হওয়ার শিক্ষা দিয়েছিলেন, কিন্তু প্রাক্তন কর্মফলে এক বেশ্যার প্রতি আসক্তিপূর্বক তিনি সদাচার ভ্রষ্ট হয়ে অধঃপতিত হয়েছিলেন। সেই বেশ্যার গর্ভে অজামিলের দশটি পুত্র হয়, এবং তার মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্রটির নাম ছিল নারায়ণ। মৃত্যুর সময় যমদূতেরা যখন অজামিলকে নিতে আসে, তখন অজামিল ভয়ে উচ্চস্বরে তাঁর প্রিয়তম পুত্র নারায়ণকে ডাকতে থাকেন। তার ফলে তাঁর ভগবান নারায়ণের বা শ্রীবিষ্ণুর স্মৃতির উদয় হয়। যদিও তিনি পূর্ণরূপে অপরাধ মুক্ত হয়ে নারায়ণকে ডাকেননি, তবুও তিনি নাম উচ্চারণের সুফল লাভ করেছিলেন। নারায়ণের নাম উচ্চারণ করা মাত্রই সেখানে বিষ্ণুদূতেরা এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তখন বিষ্ণুদূত এবং যমদূতদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়, এবং সেই আলোচনা শুনে অজামিল মুক্ত হয়েছিলেন। তিনি কর্মমার্গের নিকৃষ্টতা এবং ভগবদ্ভক্তির শ্রেষ্ঠতা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ

নিবৃত্তিমার্গঃ কথিত আদৌ ভগবতা যথা।
ক্রমযোগোপলব্ধেন ব্রহ্মণা যদসংসৃতিঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-পরীক্ষিৎ উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন; **নিবৃত্তি-মার্গঃ**—মুক্তির পথ; **কথিতঃ**—বর্ণনা করেছেন; **আদৌ**—পূর্বে; **ভগবতা**—আপনার দ্বারা; **যথা**—যথাযথভাবে; **ক্রম**—ক্রমশ; **যোগ-উপলব্ধেন**—যোগের দ্বারা লব্ধ; **ব্রহ্মণা**—(ব্রহ্মালোক প্রাপ্ত হওয়ার পর) ব্রহ্মার সঙ্গে; **যৎ**—যেই মার্গের দ্বারা; **অসংসৃতিঃ**—সংসারচক্রের সমাপ্তি।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—হে প্রভু, হে শুকদেব গোস্বামী, আপনি পূর্বে (দ্বিতীয় স্কন্ধে) মুক্তির পথ (নিবৃত্তিমার্গ) বর্ণনা করেছেন। সেই পথ অনুসরণ করে অবশ্যই ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক ব্রহ্মলোকে উন্নীত হওয়া যায়, এবং সেখান থেকে ব্রহ্মার সঙ্গে চিৎ-জগতে উন্নীত হওয়া যায়। এইভাবে জীবের জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি লাভ হয়।

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিৎ যেহেতু বৈষ্ণব ছিলেন, তাই পঞ্চম স্কন্ধের শেষে বিভিন্ন প্রকার নরকের বর্ণনা শ্রবণ করার পর, বদ্ধ জীবদের কিভাবে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করে ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সেই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তান্বিত হয়েছিলেন। তাই তিনি তাঁর গুরুদেব শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে দ্বিতীয় স্কন্ধে বর্ণিত নিবৃত্তি-মার্গের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ সৌভাগ্যক্রমে তাঁর মৃত্যুর সময় শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন এবং সেই সঙ্কটময় মুহূর্তে তাঁর কাছে মুক্তির পন্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন। শুকদেব গোস্বামী তাঁর প্রশ্নের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর প্রশংসা করে বলেছিলেন—

বরীয়ানেষ তে প্রশ্নঃ কৃতো লোকহিতং নৃপ ।
আত্মবিৎসম্মতঃ পুংসাং শ্রোতব্যাদিষু যঃ পরঃ ॥

"হে রাজন্, আপনার প্রশ্ন যথার্থই মহিমান্বিত, কেননা তা সমস্ত মানুষের পরম হিতকর। এই বিষয়টি সমস্ত শ্রবণীয় বিষয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞ মুক্তকুল কর্তৃক অনুমোদিত।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ২/১/১)

জীব যে বদ্ধ অবস্থায় ভগবদ্ভক্তিরূপ মুক্তির পন্থা অবলম্বন না করে নানা প্রকার নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে, তা দেখে পরীক্ষিৎ মহারাজ অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছিলেন। এটিই হচ্ছে বৈষ্ণবের লক্ষণ। *বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ*—বৈষ্ণব হচ্ছেন কৃপার সমুদ্র। পরদুঃখে দুঃখী—তিনি অন্যের দুঃখ দর্শন করে দুঃখিত হন। তাই বদ্ধ জীবদের নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে দেখে পরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে অনুরোধ করেছিলেন তিনি যেন পূর্ববর্ণিত মুক্তির পন্থা পুনরায় বর্ণনা করেন। এই সম্বন্ধে *অসংসৃতি* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *সংসৃতি* শব্দটির অর্থ হচ্ছে সংসার-চক্র বা জন্ম-মৃত্যুর চক্র। *অসংসৃতি* শব্দটি তার ঠিক বিপরীত অর্থাৎ নিবৃত্তিমার্গ, যার ফলে জন্ম-মৃত্যুর চক্র নিরস্ত হয় এবং ধীরে ধীরে ব্রহ্মলোকে উন্নীত হওয়া যায়। শুদ্ধ ভক্ত না হওয়া পর্যন্ত উচ্চতর লোকে উন্নীত হওয়ার বাসনা থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। শুদ্ধ ভক্তই কেবল ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের ফলে সরাসরিভাবে ভগবদ্ধামে ফিরে যান (*ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি*)। তাই পরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর কাছ থেকে বদ্ধ জীবদের মুক্তির পথ সম্বন্ধে শ্রবণ করতে অত্যন্ত আগ্রহী হয়েছিলেন।

আচার্যদের মতে, *ক্রমযোগোপলব্ধেন* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, প্রথমে কর্মযোগ, তারপর জ্ঞানযোগ এবং অবশেষে ভক্তিযোগের স্তরে উন্নীত হওয়ার ফলেই কেবল মুক্তি লাভ করা যায়। ভক্তিযোগের কিন্তু এমনই প্রভাব যে, তা কর্মযোগ এবং

জ্ঞানযোগের উপর নির্ভর করে না। ভক্তিযোগের প্রভাবে কর্মযোগরূপ সম্পদ-বিহীন পাপী অথবা জ্ঞানযোগের সম্পদবিহীন মূর্খও চিৎ-জগতে উন্নীত হতে পারে। *মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ। ভগবদ্‌গীতায়* (৮/৭) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করার ফলে চিৎ-জগতে ফিরে যাওয়া যায়। যোগীরা কিন্তু সরাসরিভাবে চিৎ-জগতে না গিয়ে, কখনও কখনও অন্য সমস্ত লোক দর্শন করতে চান এবং তাই ব্রহ্মলোকে উন্নীত হন, যে কথা এই শ্লোকে *ব্রহ্মণা* শব্দটির মাধ্যমে সূচীত হয়েছে। প্রলয়ের সময় ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকের অধিবাসীদের সঙ্গে সরাসরিভাবে চিৎ-জগতে ফিরে যান। সেই কথা *বেদে* এইভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে—

ব্রহ্মণা সহ তে সর্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে ।
পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্ ॥

"ব্রহ্মলোকের অধিবাসীরা এতই উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত যে, প্রলয়ের সময় তাঁরা ব্রহ্মাসহ সরাসরিভাবে ভগবদ্ধামে ফিরে যান।"

শ্লোক ২

প্রবৃত্তিলক্ষণশ্চৈব ত্রৈগুণ্যবিষয়ো মুনে ।
যোঽসাবলীনপ্রকৃতের্গুণসর্গঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ২ ॥

প্রবৃত্তি—প্রবৃত্তির দ্বারা; **লক্ষণঃ**—লক্ষণযুক্ত; **চ**—এবং; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **ত্রৈগুণ্য**—জড়া প্রকৃতির তিন গুণ; **বিষয়ঃ**—বিষয়; **মুনে**—হে মহর্ষে; **যঃ**—যা; **অসৌ**—তা; **অলীন-প্রকৃতেঃ**—যে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত নয় তার; **গুণ-সর্গঃ**—যাতে জড় দেহের সৃষ্টি হয়; **পুনঃ পুনঃ**—বার বার।

অনুবাদ

হে মহর্ষি শুকদেব গোস্বামী, জীব যতক্ষণ পর্যন্ত জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত না হয়, ততক্ষণ তাকে সুখ-দুঃখ ভোগ করার জন্য বিভিন্ন প্রকার শরীর ধারণ করতে হয়, এবং সেই শরীর অনুসারে তার বিভিন্ন প্রকার প্রবৃত্তি হয়। এই প্রবৃত্তি অনুসরণ করে সে প্রবৃত্তিমার্গে ভ্রমণ করে এবং স্বর্গাদি লোক প্রাপ্ত হয়, যে কথা পূর্বেই (তৃতীয় স্কন্ধে) বর্ণিত হয়েছে।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় (৯/২৫) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশ্লেষণ করেছেন—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥

"দেবতাদের উপাসকেরা দেবলোক প্রাপ্ত হবেন; যারা ভূত-প্রেত আদির উপাসক তারা ভূতলোকই লাভ করে; যারা পিতৃপুরুষদের উপাসক, তারা অনিত্য পিতৃলোক লাভ করে; এবং যাঁরা আমার উপাসনা করেন, তাঁরা আমাকেই লাভ করেন।" জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের প্রভাবে জীবদের বিভিন্ন প্রকার প্রবৃত্তি বা প্রবণতা হয়, এবং তার ফলে তারা বিভিন্ন প্রকার গতি প্রাপ্ত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত জীবের জড়াসক্তি থাকে, ততক্ষণ সে স্বর্গলোকে উন্নীত হতে চায়। কিন্তু ভগবান ঘোষণা করেছেন, "যাঁরা আমার পূজা করেন, তাঁরা আমার কাছে ফিরে আসেন।" যদি কারও ভগবান এবং তাঁর ধাম সম্বন্ধে কোন ধারণা না থাকে, তা হলে সে উচ্চতর লোকে জড় সুখভোগের চেষ্টা করে, কিন্তু যখন কেউ বুঝতে পারেন যে, এই জড় জগতে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই নেই, তখন তিনি ভগদ্ধামে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কেউ যখন সেই স্থিতি লাভ করেন, তখন আর তাঁকে এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না (*যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম*)। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (*মধ্যলীলা* ১৯/১৫১) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥

"জীব তার কর্ম অনুসারে সারা ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করছে। কখনও সে স্বর্গলোকে উন্নীত হয়, আবার কখনও সে নরকে অধঃপতিত হয়। এই প্রকার কোটি কোটি ভ্রাম্যমাণ জীবের মধ্যে কোন অতি ভাগ্যবান জীব শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সদ্গুরুর সঙ্গ লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীগুরুদেব উভয়ের কৃপার ফলে, তিনি তখন ভক্তিলতার বীজ প্রাপ্ত হন।" সমস্ত জীব ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ভ্রমণ করছে। কখনও তারা উচ্চলোকে উন্নীত হচ্ছে, আবার কখনও তারা নিম্নলোকে অধঃপতিত হচ্ছে। এটিই হচ্ছে ভবরোগ, যাকে বলা হয় *প্রবৃত্তিমার্গ*। কেউ যখন সদ্বুদ্ধি লাভ করেন, তখন তিনি নিবৃত্তিমার্গ বা মুক্তির পথ অবলম্বন করেন, এবং তার ফলে ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণের পরিবর্তে তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যান। এটিই আবশ্যক।

শ্লোক ৩

অধর্মলক্ষণা নানা নরকাশ্চানুবর্ণিতাঃ ।
মন্বন্তরশ্চ ব্যাখ্যাত আদ্যঃ স্বায়ম্ভুবো যতঃ ॥ ৩ ॥

অধর্ম-লক্ষণাঃ—অধর্মস্বরূপ; **নানা**—বিবিধ; **নরকাঃ**—নরক; **চ**—ও; **অনুবর্ণিতাঃ**—বর্ণিত হয়েছে; **মন্বন্তরঃ**—মনুদের পরিবর্তন (ব্রহ্মার এক দিনে চোদ্দজন মনুর

আবির্ভাব হয়); **চ**—এবং; **ব্যাখ্যাতঃ**—বর্ণিত হয়েছে; **আদ্যঃ**—আদি; **স্বায়ম্ভুবঃ**—ব্রহ্মার পুত্র; **যতঃ**—যাতে।

অনুবাদ

আপনি (পঞ্চম স্কন্ধের শেষে) অধর্মস্বরূপ যে নানাবিধ নরক রয়েছে, তারও বর্ণনা করেছেন, এবং আপনি (চতুর্থ স্কন্ধে) প্রথম যে মন্বন্তরে ব্রহ্মার পুত্র স্বায়ম্ভুব মনু আবির্ভূত হন, সেই আদ্য মন্বন্তরের কথাও বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৪-৫

প্রিয়ব্রতোত্তানপদোর্বংশস্তচ্চরিতানি চ ।
দ্বীপবর্ষসমুদ্রাদ্রিনদ্যুদ্যানবনস্পতীন্ ॥ ৪ ॥
ধরামণ্ডলসংস্থানং ভাগলক্ষণমানতঃ ।
জ্যোতিষাং বিবরাণাং চ যথেদমসৃজদ্বিভুঃ ॥ ৫ ॥

প্রিয়ব্রত—প্রিয়ব্রত; **উত্তানপদোঃ**—এবং উত্তানপাদের; **বংশঃ**—বংশ; **তৎ-চরিতানি**—এবং তাদের চরিত্র; **চ**—ও; **দ্বীপ**—বিভিন্ন লোক; **বর্ষ**—বর্ষ; **সমুদ্র**—সমুদ্র; **অদ্রি**—পর্বত; **নদী**—নদী; **উদ্যান**—উদ্যান; **বনস্পতীন্**—বৃক্ষরাজি; **ধরা-মণ্ডল**—পৃথিবীর; **সংস্থানম্**—অবস্থান; **ভাগ**—বিভাগ অনুসারে; **লক্ষণ**—বিভিন্ন লক্ষণ; **মানতঃ**—এবং আয়তন; **জ্যোতিষাম্**—সূর্য এবং অন্যান্য জ্যোতিষ্কের; **বিবরাণাম্**—পাতালের; **চ**—এবং; **যথা**—যেমন; **ইদম্**—এই; **অসৃজৎ**—সৃষ্টি করেছেন; **বিভুঃ**—ভগবান।

অনুবাদ

হে প্রভু, আপনি প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদের বংশ এবং চরিত্র বর্ণনা করেছেন। পরমেশ্বর ভগবান যেভাবে বিভাগ, লক্ষণ এবং পরিমাণ নির্দেশ করে বিভিন্ন লোক, বর্ষ, নদী, উদ্যান, বনস্পতি প্রভৃতি সৃষ্টি করেছেন এবং যেভাবে ভূমণ্ডল, জ্যোতিষচক্র ও পাতাল আদি লোকের সংস্থান করেছেন, আপনি তাও বর্ণনা করেছেন।

তাৎপর্য

এখানে *যথেদমসৃজদ্বিভুঃ* শব্দগুলি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে, সর্বশক্তিমান ভগবান বিভিন্ন লোক, নক্ষত্র আদি সমন্বিত সমস্ত জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন। নাস্তিকেরা

প্রতিটি সৃষ্টির পিছনে যে ভগবানের হাত রয়েছে, সেই কথা অস্বীকার করতে চায়, কিন্তু তারা বিশ্লেষণ করতে পারে না ভগবানের শক্তি এবং বুদ্ধিমত্তা ব্যতীত কিভাবে এই জগৎ সৃষ্টি হতে পারে। কেবল কল্পনা করা অথবা অনুমান করা সময়ের অপচয় মাত্র। *ভগবদ্গীতায়* (১০/৮) ভগবান বলেছেন, *অহং সর্বস্য প্রভবো*—"আমিই সব কিছুর উৎস।" *মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে*—"এই সৃষ্টিতে যা কিছু বিদ্যমান তা সব আমার থেকেই প্রকাশ হয়েছে।" *ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ*—"কেউ যখন পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, সর্বশক্তিমান আমিই সব কিছু সৃষ্টি করেছি, তখন সে আমার প্রতি দৃঢ় ভক্তিপরায়ণ হয়ে আমার শরণাগত হয়।" দুর্ভাগ্যবশত মূর্খ মানুষেরা শ্রীকৃষ্ণের সর্বশক্তিমত্তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা যদি ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করে এবং প্রামাণিক গ্রন্থাবলী পাঠ করে, তা হলে বহু জন্ম-জন্মান্তর লাগলেও, ধীরে ধীরে তারা যথার্থ তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারবে। সেই সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৯) বলেছেন—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে ।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥

"বহু জন্মের পর তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে সর্বকারণের পরম কারণরূপে জেনে আমার শরণাগত হন। সেইরূপ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।" বাসুদেব বা শ্রীকৃষ্ণ সব কিছুর স্রষ্টা, এবং তাঁরই শক্তি বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* (৭/৪-৫) সেই কথা বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে যে, জড়া শক্তি (*ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ*) এবং পরা শক্তি সম্ভূত জীবভূত—এই দুই-এর সমন্বয় সমগ্র সৃষ্টিতে বিরাজ করছে। অতএব সেই একই তত্ত্ব, জড় উপাদানসমূহ এবং পরম আত্মা—এই দুই-এর সমন্বয়ই, সৃষ্টির কারণ।

শ্লোক ৬

অধুনেহ মহাভাগ যথৈব নরকান্নরঃ ।
নানোগ্রযাতনান্ নেয়াৎ তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৬ ॥

অধুনা—এখন; **ইহ**—এই জড় জগতে; **মহাভাগ**—হে মহাভাগ্যবান শুকদেব গোস্বামী; **যথা**—যাতে; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **নরকান্**—সেই সমস্ত নরকে, যেখানে পাপীদের যন্ত্রণা দেওয়া হয়; **নরঃ**—মানুষ; **নানা**—বিবিধ; **উগ্র**—ভয়ঙ্কর; **যাতনান্**—যন্ত্রণা; **ন ঈয়াৎ**—ভোগ করতে না হয়; **তৎ**—তা; **মে**—আমার কাছে; **ব্যাখ্যাতুম্ অর্হসি**—দয়া করে বর্ণনা করুন।

অনুবাদ

হে মহাভাগ শুকদেব গোস্বামী, যে উপায় অবলম্বন করলে মানুষকে নানা প্রকার অসহ্য যন্ত্রণাময় নরকে পতিত হতে হয় না, এখন আপনি আমার কাছে সেই উপায় কৃপাপূর্বক ব্যাখ্যা করুন।

তাৎপর্য

পঞ্চম স্কন্ধের ষড়্‌বিংশতি অধ্যায়ে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বিশ্লেষণ করেছেন যে, যারা পাপ আচরণ করে তাদের নরকে নানা প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। এখন ভগবদ্ভক্ত পরীক্ষিৎ মহারাজ চিন্তান্বিত হয়েছেন কিভাবে মানুষকে সেই নরক-যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করা যায়। বৈষ্ণব পর দুঃখে দুঃখী; অর্থাৎ তাঁর নিজের কোন দুঃখ নেই, কিন্তু যখন তিনি অন্যদের দুঃখ দর্শন করেন, তখন তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন। প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন, "হে ভগবান, আমার নিজের কোন সমস্যা নেই, কারণ আমি আপনার দিব্য গুণাবলী কীর্তন করার ফলে অপার আনন্দ আস্বাদন করছি। কিন্তু, যে সমস্ত মূর্খ মায়াসুখে আচ্ছন্ন হয়ে আপনার প্রতি ভক্তিপরায়ণ নয়, তাদের কথা চিন্তা করেই কেবল আমার দুঃখ হচ্ছে।" বৈষ্ণব এই রকম সমস্যার সম্মুখীন হন। বৈষ্ণব যেহেতু সর্বতোভাবে ভগবানের শরণ গ্রহণ করেন, তাই তাঁর কোন সমস্যা থাকে না; কিন্তু যেহেতু তিনি অধঃপতিত বদ্ধ জীবদের প্রতি কৃপাপরায়ণ, তাই সর্বদা তিনি ইহলোকে এবং পরলোকে কিভাবে তাদের নারকীয় জীবন থেকে রক্ষা করা যায়, সেই চিন্তা করেন। তাই পরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর কাছে ব্যাকুলভাবে জানতে চেয়েছেন, কিভাবে মানুষকে নরকে অধঃপতিত হওয়া থেকে উদ্ধার করা যায়। শুকদেব গোস্বামী পূর্বেই বিশ্লেষণ করেছেন, মানুষ কিভাবে নরকে পতিত হয় এবং কিভাবে সেখান থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়, সেই উপায়ও তিনি বিশ্লেষণ করতে পারেন। বুদ্ধিমান মানুষদের এই সমস্ত উপদেশের সদ্ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভক্তির প্রচণ্ড অভাব এবং তাই অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে জীবেরা নানা রকম দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করছে এবং তারা বিশ্বাস পর্যন্ত করে না যে, এই জীবনের পরে আর একটি জীবন রয়েছে। পরলোক সম্বন্ধে তাদের প্রত্যয় উৎপাদন করা অত্যন্ত কঠিন, কারণ জড় সুখের প্রচেষ্টায় তারা উন্মাদ হয়ে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের, প্রতিটি সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন মানুষের কর্তব্য হচ্ছে তাদের উদ্ধার করা। যাঁরা তাদের উদ্ধার করতে পারেন, মহারাজ পরীক্ষিৎ হচ্ছেন তাঁদেরই প্রতিনিধি।

শ্লোক ৭

শ্রীশুক উবাচ

ন চেদিহৈবাপচিতিং যথাংহসঃ
কৃতস্য কুর্যান্মনউক্তপাণিভিঃ
ধ্রুবং স বৈ প্রেত্য নরকানুপৈতি
যে কীর্তিতা মে ভবতস্তিগ্মযাতনাঃ ॥ ৭ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ন**—না; **চেৎ**—যদি; **ইহ**—এই জীবনে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অপচিতিম্**—প্রায়শ্চিত্ত; **যথা**—যথাযথভাবে; **অংহসঃ কৃতস্য**—পাপকর্ম করে; **কুর্যাৎ**—অনুষ্ঠান করে; **মনঃ**—মন; **উক্ত**—বাণী; **পাণিভিঃ**—এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; **ধ্রুবম্**—নিঃসন্দেহে; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **প্রেত্য**—মৃত্যুর পর; **নরকান্**—বিভিন্ন প্রকার নরক; **উপৈতি**—প্রাপ্ত হয়; **যে**—যা; **কীর্তিতাঃ**—পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে; **মে**—আমার দ্বারা; **ভবতঃ**—আপনাকে; **তিগ্ম-যাতনাঃ**—অসহ্য যন্ত্রণাপূর্ণ।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী উত্তর দিলেন—হে রাজন্, মৃত্যুর পূর্বে এই জীবনেই মন, বাক্য এবং শরীর দ্বারা যে পাপ আচরণ করা হয়েছে, মনুসংহিতা এবং অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে মানুষ যদি যথাযথভাবে তার প্রায়শ্চিত্ত না করে, তা হলে মৃত্যুর পরে তাকে নরকে অসহ্য যন্ত্রণাভোগ করতে হবে, যে কথা আমি পূর্বেই আপনার কাছে বর্ণনা করেছি।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, মহারাজ পরীক্ষিৎ যদিও শুদ্ধ ভক্ত ছিলেন, তবুও শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তখনই তাঁকে ভগবদ্ভক্তির প্রভাব সম্বন্ধে বলেননি। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১৪/২৬) উল্লেখ করা হয়েছে—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

ভগবদ্ভক্তির এমনই প্রভাব যে, কেউ যদি সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়ে তাঁর প্রতি পূর্ণরূপে ভক্তিপরায়ণ হন, তা হলে তিনি তাঁর সমস্ত পাপকর্মের ফল থেকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়ে যাবেন।

ভগবদ্গীতায় অন্যত্র (১৮/৬৬) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, কেউ যদি অন্য সমস্ত কর্তব্যকর্ম পরিত্যাগ করে সর্বতোভাবে তাঁর শরণাগত হন, তা হলে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, *অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি*—"আমি তোমার সমস্ত পাপের ফল থেকে তোমাকে মুক্ত করব।" তাই পরীক্ষিৎ মহারাজের প্রশ্নের উত্তরে তাঁর গুরুদেব শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তৎক্ষণাৎ ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য বিশ্লেষণ করতে পারতেন। কিন্তু পরীক্ষিৎ মহারাজের বুদ্ধির পরীক্ষা করার জন্য তিনি প্রথমে কর্মকাণ্ডের সকাম কর্মের মার্গ অনুসারে প্রায়শ্চিত্তের বিধান বর্ণনা করেছেন। কর্মকাণ্ডের জন্য *মনুসংহিতা* আদি আশিটি প্রামাণিক শাস্ত্র রয়েছে, যেগুলিকে বলা হয় ধর্মশাস্ত্র। এই সমস্ত শাস্ত্রে বিভিন্ন প্রকার সকাম কর্মের দ্বারা পাপকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। শুকদেব গোস্বামী প্রথমে পরীক্ষিৎ মহারাজের কাছে সেই পন্থা বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এই কথাও সত্যি যে, ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন না করলে, এই সমস্ত ধর্মশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অনুসারে পাপকর্মের প্রতিকারের জন্য পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান করতে হয়। তাকে বলা হয় প্রায়শ্চিত্ত।

শ্লোক ৮

তস্মাৎ পুরৈবাশ্বিহ পাপনিষ্কৃতৌ
যতেত মৃত্যোরবিপদ্যতাত্মনা ।
দোষস্য দৃষ্ট্বা গুরুলাঘবং যথা
ভিষক্ চিকিৎসেত রুজাং নিদানবিৎ ॥ ৮ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **পুরা**—পূর্বে; **এব**—প্রকৃতপক্ষে; **আশু**—অতি শীঘ্র; **ইহ**—এই জীবনে; **পাপ-নিষ্কৃতৌ**—পাপকর্মের ফল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য; **যতেত**—যত্ন করা উচিত; **মৃত্যোঃ**—মৃত্যু; **অবিপদ্যত**—জরা এবং ব্যাধিগ্রস্ত না হয়ে; **আত্মনা**—দেহের দ্বারা; **দোষস্য**—পাপের; **দৃষ্ট্বা**—বিবেচনা করে; **গুরু-লাঘবম্**—গুরুত্ব অথবা লঘুত্ব; **যথা**—ঠিক যেমন; **ভিষক্**—বৈদ্য; **চিকিৎসেত**—চিকিৎসা করেন; **রুজাম্**—রোগের; **নিদানবিৎ**—নিরূপণ করতে অভিজ্ঞ।

অনুবাদ

অতএব মৃত্যুর পূর্বেই, শরীর সুস্থ থাকতে থাকতে, শীঘ্রই শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানে যত্নবান হওয়া উচিত; তা না হলে সময় নষ্ট হয়ে যাবে এবং

পাপের ফল বর্ধিত হবে। অভিজ্ঞ চিকিৎসক যেমন রোগের গুরুত্ব এবং লঘুত্ব বিবেচনা করে চিকিৎসা করেন, তেমনই পাপের মহত্ত্ব এবং অল্পত্ব বিবেচনা করে সেই অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত করা কর্তব্য।

তাৎপর্য

মনুসংহিতা আদি ধর্মশাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, হত্যাকারীকে ফাঁসি দেওয়া উচিত এবং এইভাবে তার জীবন উৎসর্গ করার ফলে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। পূর্বে এই প্রথাটি সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচলিত ছিল, কিন্তু যেহেতু এখন মানুষেরা নাস্তিক হয়ে গেছে, তাই প্রাণদণ্ড বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই বিবেচনাটি মোটেই বিচক্ষণ নয়। এখানে বলা হয়েছে যে, রোগনির্ণয়ে সক্ষম বৈদ্য রোগ অনুসারে ঔষধ দেন। রোগ যদি কঠিন হয়, তা হলে তার ওষুধটিও অবশ্যই কড়া হবে। হত্যাকারীর পাপের ভার অত্যন্ত বিশাল, তাই মনুসংহিতা অনুসারে হত্যাকারীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা অবশ্য কর্তব্য। হত্যাকারীকে প্রাণদণ্ড দিয়ে সরকার তার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করে, কারণ এই জীবনে যদি তাকে প্রাণদণ্ড না দেওয়া হয়, তা হলে তার পরবর্তী জীবনে তাকে নৃশংসভাবে নিহত হতে হবে এবং বহু দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হবে। যেহেতু মানুষ পরলোক এবং প্রকৃতির জটিল কার্যকলাপের কথা কিছুই জানে না, তাই তারা তাদের নিজেদের মনগড়া আইন তৈরি করে, কিন্তু তাদের কর্তব্য শাস্ত্রের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আইনগুলি যথাযথভাবে আলোচনা করে সেই অনুসারে আচরণ করা। ভারতবর্ষে আজও হিন্দুসমাজ পাপের বোঝা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কিভাবে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, সেই সম্বন্ধে অভিজ্ঞ পণ্ডিতদের উপদেশ গ্রহণ করেন। খ্রিস্টধর্মেও পাদ্রীর কাছে পাপস্বীকার এবং প্রায়শ্চিত্ত করার প্রথা রয়েছে। অতএব পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা প্রয়োজন এবং পাপের গুরুত্ব অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত।

শ্লোক ৯

শ্রীরাজোবাচ

দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং যৎ পাপং জানন্নপ্যাত্মনোঽহিতম্ ।
করোতি ভূয়ো বিবশঃ প্রায়শ্চিত্তমথো কথম্ ॥ ৯ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন; **দৃষ্ট**—দর্শন করে; **শ্রুতাভ্যাম্**—(শাস্ত্র অথবা আইনের গ্রন্থ থেকে) শ্রবণ করে; **যৎ**—যেহেতু; **পাপম্**—পাপ, অপরাধজনক

কার্য; **জানন্**—জেনে; **অপি**—যদিও; **আত্মনঃ**—নিজের; **অহিতম্**—ক্ষতিকর; **করোতি**—সে আচরণ করে; **ভূয়ঃ**—বার বার; **বিবশঃ**—নিজেকে সংযত করতে না পেরে; **প্রায়শ্চিত্তম্**—প্রায়শ্চিত্ত; **অথো**—অতএব; **কথম্**—তার কি মূল্য।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—মানুষ জানে যে, পাপকর্ম করা তার পক্ষে অকল্যাণকর, কারণ সে দেখতে পায় যে, রাষ্ট্রের আইনে পাপী দণ্ডিত হয়, সাধারণ মানুষেরা তাকে তিরস্কার নিন্দা করে এবং শাস্ত্র ও তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকে সে জানতে পারে যে, পাপীকে পরবর্তী জীবনে নরকে যন্ত্রণাভোগ করতে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ বার বার পাপকর্মে লিপ্ত হয়, এমন কি প্রায়শ্চিত্ত করার পরেও। অতএব, এই প্রকার প্রায়শ্চিত্তের কি মূল্য আছে?

তাৎপর্য

কোন কোন ধর্মে পাপী ব্যক্তি পুরোহিতের কাছে গিয়ে তার পাপ স্বীকার করে এবং কিছু জরিমানা দেয়, তারপর আবার সে পাপকর্ম করে পুরোহিতের কাছে সেই পাপের কথা স্বীকার করতে যায়। এইগুলি হচ্ছে পেশাদারী পাপীদের আচরণ। মহারাজ পরীক্ষিতের এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, পাঁচ হাজার বছর আগেও অপরাধীরা তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে আবার পাপকর্মে লিপ্ত হত, যেন তা করতে তারা বাধ্য হত। তাই তার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে পরীক্ষিৎ মহারাজ দেখেছিলেন যে, বার বার পাপ করে প্রায়শ্চিত্ত করার প্রথাটি অর্থহীন। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত, সে যত বড়ই দণ্ডভোগ করুক না কেন, ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ থেকে বিরত হওয়ার শিক্ষা প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সে বার বার সেই পাপকর্ম করতে থাকবে। এখানে ব্যবহৃত *বিবশঃ* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, পাপকর্ম করতে অনিচ্ছুক হলেও অভ্যাসবশত মানুষ পাপকর্ম করতে বাধ্য হয়। পরীক্ষিৎ মহারাজ তাই বিবেচনা করেছেন যে, পাপ আচরণ থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য প্রায়শ্চিত্তের পন্থা মোটেই তেমন কার্যকরী নয়। পরবর্তী শ্লোকে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন কেন তিনি এই পন্থাটি পরিত্যাগ করছেন।

শ্লোক ১০

ক্বচিন্নিবর্ততেঽভদ্রাৎ ক্বচিচ্চরতি তৎ পুনঃ ।
প্রায়শ্চিত্তমথোঽপার্থং মন্যে কুঞ্জরশৌচবৎ ॥ ১০ ॥

ক্বচিৎ—কখনও কখনও; **নিবর্ততে**—নিবৃত্ত হয়; **অভদ্রাৎ**—পাপকর্ম থেকে; **ক্বচিৎ**—কখনও; **চরতি**—আচরণ করে; **তৎ**—তা (পাপকর্ম); **পুনঃ**—পুনরায়; **প্রায়শ্চিত্তম্**—প্রায়শ্চিত্তের পন্থা; **অথো**—অতএব; **অপার্থম্**—নিরর্থক; **মন্যে**—আমি মনে করি; **কুঞ্জর-শৌচবৎ**—হস্তীস্নানের মতো।

অনুবাদ

পাপকর্ম না করার ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ব্যক্তিও কখনও কখনও পুনরায় পাপকর্মে লিপ্ত হয়, তাই আমি এই প্রায়শ্চিত্তের পন্থাকে হস্তীস্নানের মতো নিরর্থক বলে মনে করি। কারণ হস্তী স্নান করার পর ডাঙ্গায় উঠে এসেই তার মাথায় এবং গায়ে ধূলি নিক্ষেপ করে।

তাৎপর্য

পরীক্ষিৎ মহারাজ যখন প্রশ্ন করেছিলেন কিভাবে পাপকর্ম থেকে মুক্ত হওয়া যায় যাতে মৃত্যুর পর নরকে না যেতে হয়, তার উত্তরে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রায়শ্চিত্তের পন্থা বর্ণনা করেছিলেন। এইভাবে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজের বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা করেছিলেন এবং পরীক্ষিৎ মহারাজ সেই পন্থাটি যথার্থ বলে স্বীকার না করে, সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এখন পরীক্ষিৎ মহারাজ তাঁর গুরুদেব শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর কাছ থেকে অন্য একটি উত্তরের প্রত্যাশা করছেন।

শ্লোক ১১

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

কর্মণা কর্মনির্হারো ন হ্যাত্যন্তিক ইষ্যতে ।
অবিদ্বদধিকারিত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তং বিমর্শনম্ ॥ ১১ ॥

শ্রী-বাদরায়ণিঃ উবাচ—বেদব্যাস-নন্দন শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **কর্মণা**—সকাম কর্মের দ্বারা; **কর্ম-নির্হারঃ**—সকাম কর্মের নিবৃত্তি; **ন**—না; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **আত্যন্তিকঃ**—অন্তিম; **ইষ্যতে**—সম্ভব হয়; **অবিদ্বৎ-অধিকারিত্বাৎ**—অজ্ঞান হওয়ার ফলে; **প্রায়শ্চিত্তম্**—প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত; **বিমর্শনম্**—বেদান্তের পূর্ণজ্ঞান।

অনুবাদ

বেদব্যাস-নন্দন শ্রীল শুকদেব গোস্বামী উত্তর দিলেন—হে রাজন্, যেহেতু পাপকর্মের ফল নিষ্ক্রিয় করার এই পন্থাটিও সকাম কর্ম, তাই তার দ্বারা কর্মের

বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। যারা প্রায়শ্চিত্তের বিধি অনুসরণ করে, তারা মোটেই বুদ্ধিমান নয়। প্রকৃতপক্ষে, তারা তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ তমোগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত না হয়, ততক্ষণ একটি কর্মের দ্বারা অন্য কর্মের প্রতিকারের চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়, কেননা তার ফলে কর্মবাসনা সমূলে উৎপাটিত হয় না। আপাতদৃষ্টিতে সেই সমস্ত ব্যক্তিদের পুণ্যবান বলে মনে হলেও তারা পুনরায় পাপকর্মে লিপ্ত হবে, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। তাই প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে বেদান্তের পূর্ণজ্ঞান লাভ করা, যার দ্বারা পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

তাৎপর্য

পরীক্ষিৎ মহারাজের গুরুদেব শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তাঁকে পরীক্ষা করেছিলেন এবং আমরা দেখতে পাই যে, পরীক্ষিৎ মহারাজ প্রায়শ্চিত্তের পন্থাকে সকাম কর্ম বলে বুঝতে পেরে তা প্রত্যাখ্যান করে, সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এখন শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মনোধর্মী জ্ঞানের বিষয়ে বলছেন। কর্মকাণ্ড থেকে জ্ঞানকাণ্ডে অগ্রসর হয়ে তিনি প্রস্তাব করছেন *প্রায়শ্চিত্তং বিমর্শনম্*—"পূর্ণজ্ঞান হচ্ছে প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত।" *বিমর্শনম্* শব্দটির অর্থ মনোধর্মী জ্ঞানের অনুশীলন। *ভগবদ্গীতায়* জ্ঞানহীন কর্মীদের গর্দভের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৫) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥

"মূঢ়, নরাধম, মায়ার দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে এবং যারা আসুরিক ভাবসম্পন্ন, সেই সমস্ত দুষ্কৃতকারীরা কখনও আমার শরণাগত হয় না।" এইভাবে পাপকর্মে লিপ্ত কর্মীদের এবং জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যারা অবগত নয়, তাদের *মূঢ়* বা গর্দভ বলা হয়েছে। *বিমর্শন* শব্দটির বিশ্লেষণ *ভগবদ্গীতাতেও* (১৫/১৫) করা হয়েছে, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*—বেদ অধ্যয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে জানা। কেউ যদি বেদান্ত অধ্যয়ন করে কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানকে না জেনে কেবল মনোধর্মী জ্ঞানের পথে কিছুটা অগ্রসর হয়, তা হলে সে মূঢ়ই থেকে যায়। *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৯) বলা হয়েছে যে, প্রকৃত জ্ঞান মানুষ তখনই লাভ করেন, যখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে জেনে তাঁর শরণাগত হন (*বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে*)। প্রকৃত জ্ঞান লাভ করার জন্য এবং জড় কলুষ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তাই শ্রীকৃষ্ণকে জানার

চেষ্টা করা উচিত। কারণ তার ফলে মানুষ সমস্ত পাপ এবং পুণ্যকর্মের ফল থেকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হতে পারে।

শ্লোক ১২

নাশ্নতঃ পথ্যমেবান্নং ব্যাধয়োঽভিভবন্তি হি ।
এবং নিয়মকৃদ্রাজন্ শনৈঃ ক্ষেমায় কল্পতে ॥ ১২ ॥

ন—না; **অশ্নতঃ**—যে আহার করে; **পথ্যম্**—উপযুক্ত পথ্য; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **অন্নম্**—অন্ন; **ব্যাধয়ঃ**—বিভিন্ন প্রকার রোগ; **অভিভবন্তি**—দমন করে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **এবম্**—তেমনই; **নিয়মকৃৎ**—নিয়ম পালনকারী; **রাজন্**—হে রাজন্; **শনৈঃ**—ক্রমশ; **ক্ষেমায়**—মঙ্গলের জন্য; **কল্পতে**—উপযুক্ত হন।

অনুবাদ

হে রাজন্, রোগী যেমন চিকিৎসকের দেওয়া পথ্য আহারের ফলে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে এবং তাকে যেমন ব্যাধি আর আক্রমণ করতে পারে না, তেমনই, যিনি জ্ঞানের বিধি-নিষেধগুলি পালন করে চলেন, তিনি ক্রমে ক্রমে জড় কলুষ থেকে মুক্তির পথে অগ্রসর হন।

তাৎপর্য

কেউ যদি মনোধর্মী জ্ঞানেরও অনুশীলন করেন এবং শাস্ত্র-নির্দেশিত বিধি-নিষেধগুলি পালন করেন, তা হলে তিনি ক্রমশ শুদ্ধ হবেন, যে কথা পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাই কর্মমার্গ থেকে জ্ঞানমার্গ শ্রেষ্ঠ। কর্মের স্তর থেকে নরকে অধঃপতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু জ্ঞানের স্তরে, সম্পূর্ণরূপে ভবরোগ থেকে মুক্ত না হলেও, নরকে অধঃপতনের সম্ভাবনা থাকে না। তবে অসুবিধাটি হচ্ছে এই যে, জ্ঞানের স্তরে মানুষ মনে করে সে মুক্ত হয়ে গেছে এবং নারায়ণ অথবা ভগবান হয়ে গেছে। এটি আর এক প্রকার অবিদ্যা।

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০/২/৩২)

অজ্ঞানতাবশত জড় কলুষ থেকে মুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও, সে নিজেকে মুক্ত বলে অভিমান করে। তাই ব্রহ্মজ্ঞানের স্তরে উন্নীত হওয়া সত্ত্বেও, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ না করার ফলে তার পুনরায় অধঃপতন হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও, জ্ঞানীরা অন্তত জানেন পুণ্যকর্ম কি এবং পাপকর্ম কি এবং তাঁরা অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে শাস্ত্রনির্দেশ অনুসারে আচরণ করেন।

শ্লোক ১৩-১৪

তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শমেন চ দমেন চ।
ত্যাগেন সত্যশৌচাভ্যাং যমেন নিয়মেন বা ॥ ১৩ ॥
দেহবাগ্‌বুদ্ধিজং ধীরা ধর্মজ্ঞাঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
ক্ষিপন্ত্যঘং মহদপি বেণুগুল্মমিবানলঃ ॥ ১৪ ॥

তপসা—তপস্যা বা স্বেচ্ছায় জড় সুখ ত্যাগ করার দ্বারা; **ব্রহ্মচর্যেণ**—ব্রহ্মচর্যের দ্বারা; **শমেন**—মনঃসংযমের দ্বারা; **চ**—এবং; **দমেন**—পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা; **চ**—ও; **ত্যাগেন**—সদুদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় দান করার দ্বারা; **সত্য**—সত্যের দ্বারা; **শৌচাভ্যাম্**—বিধি-বিধান পালনের দ্বারা অন্তরে এবং বাইরে নিজেকে পরিষ্কার রাখার দ্বারা; **যমেন**—অহিংসার দ্বারা; **নিয়মেন**—নিয়মিতভাবে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনের দ্বারা; **বা**—এবং; **দেহ-বাক্-বুদ্ধিজম্**—দেহ, বাণী এবং বুদ্ধির দ্বারা অনুষ্ঠিত; **ধীরাঃ**—ধীর ব্যক্তিগণ; **ধর্মজ্ঞাঃ**—ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁরা পূর্ণরূপে অবগত; **শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ**—শ্রদ্ধা সমন্বিত; **ক্ষিপন্তি**—ধ্বংস করে; **অঘম্**—সর্বপ্রকার পাপ; **মহৎ অপি**—অত্যন্ত জঘন্য হলেও; **বেণুগুল্মম্**—বাঁশগাছের নীচের শুষ্ক লতা; **ইব**—সদৃশ; **অনলঃ**—অগ্নি।

অনুবাদ

মনকে একাগ্র করার জন্য ব্রহ্মচর্য পালন অবশ্য কর্তব্য এবং কখনও সেই স্তর থেকে পতিত হওয়া উচিত নয়। স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইন্দ্রিয়সুখ পরিত্যাগ করে তপশ্চর্যা করা উচিত। মন এবং ইন্দ্রিয় সংযত করা উচিত। দান করা উচিত, সত্যনিষ্ঠ হওয়া উচিত, শুচি এবং অহিংস হওয়া উচিত, বিধি-নিষেধ পালন করা উচিত এবং নিয়মিতভাবে ভগবানের দিব্য নাম জপ করা উচিত। এইভাবে ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত শ্রদ্ধা সমন্বিত ধীর ব্যক্তি তাঁর দেহ, বাণী এবং মনের দ্বারা কৃত সমস্ত পাপ থেকে সাময়িকভাবে পবিত্র হন। সেই পাপগুলি বাঁশঝাড়ের নীচে

শুকনো লতার মতো, যেগুলি আগুনে পোড়ানো হলেও তাদের মূল থেকে প্রথম সুযোগেই আবার সেই লতাগুলি গজাতে থাকে।

তাৎপর্য

স্মৃতিশাস্ত্রে তপঃ শব্দটির বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে—*মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাং চ ঐকাগ্র্যং পরমং তপঃ*। "মন ও ইন্দ্রিয়ের পূর্ণ সংযম এবং কোন কার্যে তার পূর্ণ একাগ্রতাকে বলা হয় *তপঃ*।" আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে মানুষকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে কিভাবে মনকে ভগবানের সেবায় একাগ্র করতে হয়। সেটিই হচ্ছে সর্বোত্তম *তপঃ*। ব্রহ্মচর্যের আটটি অঙ্গ—মেয়েদের কথা চিন্তা না করা, যৌন জীবন সম্বন্ধে আলোচনা না করা, মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা না করা, কামপূর্ণ দৃষ্টিতে মেয়েদের দিকে না দেখা, মেয়েদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে কথা না বলা, মৈথুন বিষয়ে সংকল্প না করা, মৈথুনের চেষ্টা না করা অথবা মৈথুনে লিপ্ত না হওয়া। মেয়েদের কথা চিন্তা করা উচিত নয় অথবা তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত নয়, সুতরাং তাদের সঙ্গে কথা বলা তো দূরের কথা। এটিই হচ্ছে সর্বোত্তম ব্রহ্মচর্য। ব্রহ্মচারী অথবা সন্ন্যাসী যদি কোনও রমণীর সঙ্গে নির্জন স্থানে কথা বলে, তা হলে স্বাভাবিকভাবেই সকলের অজান্তে যৌন সম্পর্কের সম্ভাবনা থাকবে। তাই আদর্শ ব্রহ্মচারী ঠিক বিপরীতভাবে আচরণ করবেন। কেউ যদি যথাযথভাবে ব্রহ্মচর্য পালন করেন, তা হলে তিনি অনায়াসে তাঁর মন এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করতে পারবেন এবং দান, সত্যবাদিতা আদি আচরণগুলিও অনুষ্ঠান করতে পারবেন। কিন্তু শুরুতেই জিহ্বা এবং আহার সংযত করা অবশ্য কর্তব্য।

ভক্তিমার্গে প্রথমেই জিহ্বা সংযত করার মাধ্যমে বিধি-নিষেধগুলি অনুসরণ করা কর্তব্য (*সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ*)। অন্য কোনও বিষয়ে আলোচনা না করে কেবল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে এবং শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন না করে কোনও খাদ্য গ্রহণ না করার মাধ্যমে জিহ্বাকে সংযত করা যায়। কেউ যদি এইভাবে জিহ্বাকে সংযত করে, তা হলে ব্রহ্মচর্য এবং চিত্তশুদ্ধির অন্যান্য সমস্ত সাধনগুলি আপনা থেকেই সাধিত হবে। পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হবে যে, ভগবদ্ভক্তির পন্থা সর্বতোভাবে পূর্ণ এবং তাই তা কর্ম ও জ্ঞানের পন্থা থেকে শ্রেষ্ঠ। *বেদ* থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে শ্রীল বীররাঘব আচার্য বিশ্লেষণ করেছেন যে, যতখানি সম্ভব পূর্ণরূপে উপবাসের মাধ্যমে তপশ্চর্যা সম্পাদিত হয় (*তপসানাশকেন*)। শ্রীল রূপ গোস্বামীও উপদেশ দিয়েছেন, অত্যাহার পারমার্থিক জীবনে অগ্রসর হওয়ার একটি মস্ত বড় প্রতিবন্ধক। *ভগবদ্গীতাতেও* (৬/১৭)

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু ।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥

"যিনি পরিমিত আহার ও বিহার করেন, পরিমিত প্রয়াস করেন, যাঁর নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিত, তিনিই যোগ অভ্যাসের দ্বারা সমস্ত জড়-জাগতিক দুঃখের নিবৃত্তিসাধন করতে পারেন।"

চতুর্দশ শ্লোকে *ধীরাঃ* শব্দটি, অর্থাৎ 'যাঁরা সর্ব অবস্থাতেই অবিচলিত থাকেন', অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (২/১৪) অর্জুনকে বলেছেন—

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥

"হে কৌন্তেয়, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগের ফলে অনিত্য সুখ এবং দুঃখের অনুভব হয়, সেইগুলি ঠিক যেন শীত এবং গ্রীষ্ম ঋতুর গমনাগমনের মতো। হে ভরতকুল-প্রদীপ, সেই ইন্দ্রিয়জাত অনুভূতির দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সেগুলি সহ্য করার চেষ্টা কর।" বদ্ধ জীবনে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক বহু প্রকার ক্লেশ রয়েছে। কিন্তু যিনি এই সমস্ত ক্লেশ সত্ত্বেও সর্ব অবস্থাতেই অবিচলিত থাকেন, তাঁকে বলা হয় *ধীর* ।

শ্লোক ১৫

কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ ।
অঘং ধুন্বন্তি কার্ৎস্ন্যেন নীহারমিব ভাস্করঃ ॥ ১৫ ॥

কেচিৎ—কোন কোন মানুষ; **কেবলয়া ভক্ত্যা**—অহৈতুকী ভক্তি সম্পাদনের দ্বারা; **বাসুদেব**—সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **পরায়ণাঃ**—(তপশ্চর্যা, জ্ঞানের প্রয়াস অথবা সকাম কর্মের প্রচেষ্টা ইত্যাদির উপর নির্ভর না করে কেবল ভগবদ্ভক্তিতেই) সম্পূর্ণরূপে আসক্ত; **অঘম্**—সর্বপ্রকার পাপকর্ম; **ধুন্বন্তি**—বিনষ্ট করে; **কার্ৎস্ন্যেন**—সম্পূর্ণরূপে (পাপ বাসনার পুনরুদ্গমের সম্ভাবনা রহিত হয়ে); **নীহারম্**—কুয়াশা; **ইব**—সদৃশ; **ভাস্করঃ**—সূর্য।

অনুবাদ

যাঁরা সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেছেন, তাঁরাই কেবল পাপকর্মরূপ আগাছাকে সমূলে উৎপাটিত করতে পারেন এবং সেই আগাছাগুলির

পুনরুদ্গমের আর কোন সম্ভাবনা থাকে না। ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের প্রভাবেই কেবল তা সম্ভব হয়, ঠিক যেমন সূর্য তার কিরণের দ্বারা অচিরেই কুয়াশা দূর করে দেয়।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বাঁশগাছের ঝাড়ের তলায় শুকনো লতাগুল্ম যেমন আগুনে ভস্মীভূত করা হলেও, মাটিতে তার শিকড় থাকার ফলে পুনরায় তাদের গজিয়ে ওঠার সম্ভাবনার দৃষ্টান্তটি দিয়েছেন। তেমনই, জ্ঞানাগ্নির দ্বারা পাপরূপ লতাগুল্ম দগ্ধ হলেও ভগবদ্ভক্তির স্বাদ না পাওয়া পর্যন্ত পাপের মূল বিনষ্ট হয় না এবং তাই পাপ-বাসনার পুনরুদ্গমের সম্ভাবনা থাকে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/১৪/৪) উল্লেখ করা হয়েছে—

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে ॥

মনোধর্মী জ্ঞানীরা পাপ এবং পুণ্য কর্মের পার্থক্য নিরূপণ করার মাধ্যমে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জড় জগৎকে জানবার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে, কিন্তু ভগবদ্ভক্তিতে স্থিত না হওয়া পর্যন্ত জড়-জাগতিক কার্যকলাপের প্রবণতা থেকে যায়। তারা অধঃপতিত হয়ে সকাম কর্মে লিপ্ত হতে পারে। কিন্তু কেউ যদি ভগবদ্ভক্তি পরায়ণ হন, তা হলে পৃথকভাবে প্রচেষ্টা না করা সত্ত্বেও তাঁর জড় সুখভোগের বাসনা আপনা থেকেই দূর হয়ে যায়। *ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চ*—কেউ যদি কৃষ্ণভক্তির পথে অগ্রসর হন, তা হলে পাপ এবং পুণ্য উভয় প্রকার জড়-জাগতিক কর্মের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা আসবে। সেটিই হচ্ছে কৃষ্ণভক্তির স্বাদ। পুণ্য এবং পাপ উভয় প্রকার কর্মই অবিদ্যাজনিত। কারণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাসরূপে জীবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের উদ্দেশ্যে কোন কর্ম করার প্রয়োজন হয় না। তাই কেউ যখন ভগবদ্ভক্তির স্তরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন, তখন তিনি পাপ এবং পুণ্য উভয় প্রকার কর্মের প্রতি অনাসক্ত হয়ে কেবল শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানেই আগ্রহ করেন। এই ভক্তির পন্থা (*বাসুদেবপরায়ণ*) সমস্ত কর্মের ফল থেকে মানুষকে মুক্ত করে।

মহারাজ পরীক্ষিৎ যেহেতু একজন মহান ভক্ত ছিলেন, তাই কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড সম্বন্ধে তাঁর গুরুদেব শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর উত্তরগুলি তাঁর সন্তুষ্টিবিধান করতে পারেনি। তাই শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তাঁর শিষ্যের অন্তরের কথা খুব ভালভাবে অবগত হয়ে, ভগবদ্ভক্তির দিব্য আনন্দময় পন্থা তাঁর কাছে বিশ্লেষণ করেছেন। এই শ্লোকে ব্যবহৃত *কেচিৎ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'অতি অল্প কয়েকজন'।

সকলেই কৃষ্ণভক্ত হতে পারে না। *ভগবদ্‌গীতায়* (৭/৩) শ্রীকৃষ্ণ বিশ্লেষণ করেছেন—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে ।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥

"হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কদাচিৎ কোন একজন সিদ্ধি লাভের জন্য যত্ন করেন, আর হাজার হাজার সিদ্ধদের মধ্যে কদাচিৎ একজন আমাকে অর্থাৎ আমার ভগবৎ-স্বরূপকে তত্ত্বত অবগত হন।" বস্তুতপক্ষে, কেউই শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণরূপে জানতে পারে না, কারণ পুণ্যকর্মের দ্বারা অথবা সর্বোচ্চ স্তরের জ্ঞান লাভ করার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে জানা যায় না। প্রকৃতপক্ষে, সর্বোত্তম জ্ঞান হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে জানা।, যে সমস্ত নির্বোধ মানুষেরা শ্রীকৃষ্ণকে জানে না, তারা অহঙ্কারে মত্ত হয়ে মনে করে যে, তারা মুক্ত হয়ে গেছে কিংবা কৃষ্ণ অথবা নারায়ণ হয়ে গেছে। এটিই হচ্ছে অবিদ্যা।

ভগবদ্ভক্তির শুদ্ধতা বিশ্লেষণ করে শ্রীল রূপ গোস্বামী *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (১/১/১১) বলেছেন—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্ ।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

"সকাম কর্ম অথবা দার্শনিক জ্ঞানের প্রয়াসের দ্বারা কোন রকম জাগতিক লাভের প্রত্যাশা না করে, অনুকূলভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করা উচিত। তাকে বলা হয় শুদ্ধ ভক্তি।" শ্রীল রূপ গোস্বামী আরও বিশ্লেষণ করেছেন যে, ভক্তি হচ্ছে *ক্লেশঘ্নী শুভদা,* অর্থাৎ কেউ যখন ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন, তখন সব রকম অনর্থক পরিশ্রম এবং জড়-জাগতিক ক্লেশের সর্বতোভাবে নিবৃত্তি হয় এবং সমস্ত সৌভাগ্যের উদয় হয়। ভক্তি এতই শক্তিশালী যে, তাকে বলা হয় *মোক্ষলঘুতাকৃৎ;* অর্থাৎ, তা মোক্ষকেও তুচ্ছ করে দেয়।

অভক্তদের নানা প্রকার জড়-জাগতিক ক্লেশ সহ্য করতে হয়, কারণ তারা পাপকর্ম করে। অবিদ্যাবশত তাদের হৃদয়ে পাপকর্ম করার বাসনা থাকে। এই সমস্ত পাপকর্মগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—*পাতক, মহাপাতক* ও *অতিপাতক* এবং সেগুলিকেও আবার দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—*প্রারব্ধ* ও *অপ্রারব্ধ* । *প্রারব্ধ* হচ্ছে সেই পাপকর্ম যার ফল এখন ভোগ হচ্ছে, এবং *অপ্রারব্ধ* হচ্ছে সেই সমস্ত পাপ যার ফল পরে ভোগ হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত পাপবীজ অঙ্কুরিত হয় না, তাকে বলা হয় *অপ্রারব্ধ* । এই সমস্ত পাপবীজ অদৃশ্য কিন্তু সেগুলি অসংখ্য এবং কখন যে তাদের প্রথম সূচনা হয়েছিল তা কেউই নির্ধারণ করতে

পারে না। যে পাপ ইতিমধ্যেই ফলপ্রসূ হয়েছে, সেই প্রারব্ধ কর্মের ফলে নীচকুলে জন্ম অথবা নানা প্রকার দুঃখকষ্ট ভোগ করতে দেখা যায়।

কিন্তু কেউ যখন ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন, তখন প্রারব্ধ, অপ্রারব্ধ এবং বীজ, সর্বপ্রকার পাপ বিনষ্ট হয়ে যায়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/১৪/১৯) শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেছেন—

যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ ॥

"হে উদ্ধব, আমার প্রতি ভক্তি জ্বলন্ত অগ্নির মতো সমস্ত পাপকে ভস্মীভূত করতে পারে।" ভগবদ্ভক্তি যে কিভাবে সমস্ত পাপকে বিনষ্ট করে, তা *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৩/৩৩/৬) 'কপিল-দেবহূতি সংবাদে' বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দেবহূতি বলেছেন—

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্তনাদ্
যৎপ্রহ্বণাদ্ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ ॥

"কুকুরভোজী পরিবারে যার জন্ম হয়েছে, সেও যদি একবার পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য নাম উচ্চারণ করে, তাঁর লীলা শ্রবণ করে, তাঁকে প্রণতি নিবেদন করে অথবা তাঁকে স্মরণ করে, তা হলে সে তৎক্ষণাৎ বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানের যোগ্য হয়, অতএব যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেন, তাঁদের আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে কি আর বলার আছে?"

পদ্মপুরাণে উল্লেখ করা হয়েছে, যাঁর চিত্ত সর্বদা ভগবদ্ভক্তিতে আসক্ত, তিনি অচিরেই সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন। এই পাপ চার প্রকার—ফলোন্মুখ, বীজ, কূট এবং অপ্রারব্ধ। এই সমস্ত পাপ ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়ে যায়। কারও হৃদয়ে যখন ভগবদ্ভক্তি বিরাজ করে, তখন আর সেখানে কোন পাপ-বাসনার স্থান থাকে না। অবিদ্যা অর্থাৎ ভগবানের নিত্যদাসরূপে নিজের স্বরূপ বিস্মৃতির ফলে পাপের উদয় হয়। কিন্তু কেউ যখন পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হন, তখন তিনি নিজেকে ভগবানের নিত্যদাসরূপে চিনতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে, ভক্তি দুই প্রকার— (১) সন্ততা (সর্বদা বর্তমান ও নিষ্ঠাময়ী) এবং (২) কাদাচিৎকী (যা সর্বদা বর্তমান নয়, কখনও কখনও উদিত হয়)। সন্ততা ভক্তি আবার দুই প্রকার—(১) স্বল্প আসক্তিযুক্ত এবং (২) রাগময়ী। কাদাচিৎকী ভক্তি তিন প্রকার—(১) রাগাভাসময়ী,

(২) রাগাভাসশূন্য-স্বরূপভূতা এবং (৩) আভাসরূপা। এই আভাসরূপা ভক্তিতেই প্রায়শ্চিত্ত করার সমস্ত প্রয়োজন দূর হয়ে যায়। অতএব, যিনি কাদাচিৎকী ভক্তির উন্নত স্তর প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁর পক্ষে প্রায়শ্চিত্ত করা সম্পূর্ণরূপে নিষ্প্রয়োজন। আভাসরূপা ভক্তির স্তরেই সমস্ত পাপ সমূলে উৎপাটিত হয়ে যায়। শ্রীল জীব গোস্বামী উল্লেখ করেছেন যে, *কার্ৎস্ন্যেন* শব্দটির অর্থ হচ্ছে পাপকর্ম করার বাসনা থাকলেও তা আভাসরূপা ভক্তির স্তরেই সমূলে উৎপাটিত হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে ভাস্কর বা সূর্যের দৃষ্টান্তটি অতি সুন্দর। ভক্তির আভাসের তুলনা করা হয় অরুণোদয়ের পূর্বে ক্ষীণ আলোকের সঙ্গে এবং পুঞ্জীভূত পাপের তুলনা করা হয় কুয়াশার সঙ্গে। কুয়াশা যেহেতু সমস্ত আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকে না, তাই সূর্যকে কেবলমাত্র তার সেই কিরণ বিতরণের থেকে অধিক আর কিছু করতে হয় না, এবং তার ফলেই কুয়াশা তৎক্ষণাৎ দূর হয়ে যায়। তেমনই, অল্পমাত্রায় ভগবদ্ভক্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়া মাত্রই পাপরূপ কুয়াশা তৎক্ষণাৎ দূর হয়ে যায়।

শ্লোক ১৬

ন তথা হ্যঘবান্ রাজন্ পূয়েত তপআদিভিঃ ।
যথা কৃষ্ণার্পিতপ্রাণস্তৎপুরুষনিষেবয়া ॥ ১৬ ॥

ন—না; **তথা**—ততখানি; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অঘবান্**—পাপী; **রাজন্**—হে রাজন্; **পূয়েত**—পবিত্র হতে পারে; **তপঃ-আদিভিঃ**—তপশ্চর্যা, ব্রহ্মচর্য এবং শুদ্ধিকরণের অন্যান্য পন্থার দ্বারা; **যথা**—যতখানি; **কৃষ্ণ-অর্পিত-প্রাণঃ**—পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত; **তৎ-পুরুষ-নিষেবয়া**—শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধির সেবায় আত্মসমর্পণ করার দ্বারা।

অনুবাদ

হে রাজন্, কোন পাপী যদি ভগবদ্ভক্তের সেবায় যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করেন, তা হলে তিনি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হতে পারেন। আমি পূর্বেই বলেছি যে তপশ্চর্যা, ব্রহ্মচর্য এবং প্রায়শ্চিত্তের অন্যান্য পন্থার দ্বারা পবিত্র হওয়া যায় না।

তাৎপর্য

তৎপুরুষ শব্দটি শ্রীগুরুদেব-সদৃশ কৃষ্ণভক্তির প্রচারককে বোঝায়। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন, *ছাড়িয়া বৈষ্ণব সেবা নিস্তার পায়েছে কেবা*—"আদর্শ বৈষ্ণব সদ্‌গুরুর সেবা না করে, কে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে?" এই সিদ্ধান্তটি অন্যান্য বহু স্থানেও ব্যক্ত হয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৫/৫/২) বলা হয়েছে, *মহৎসেবাং*

দ্বারমাহুর্বিমুক্তেঃ—কেউ যদি মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চায়, তা হলে তাকে অবশ্যই শুদ্ধ ভক্ত-মহাত্মার সেবা করতে হবে। দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই যিনি ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, তিনিই হচ্ছেন মহাত্মা। সেই সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৯/১৩) বলেছেন—

মহাত্মনস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥

"হে পার্থ, মোহমুক্ত মহাত্মাগণ আমার দৈবী প্রকৃতি আশ্রয় করেন। তাঁরা আমাকে সর্বভূতের কারণ ও অবিনাশী জেনে অনন্যচিত্তে আমার ভজনা করেন।" অতএব মহাত্মার লক্ষণ হচ্ছে যে, শ্রীকৃষ্ণের সেবা ব্যতীত তাঁর আর অন্য কোন কৃত্য নেই। পাপকর্মের ফল থেকে মুক্ত হতে হলে বৈষ্ণবের সেবা করতে হয়, কৃষ্ণভক্তি জাগরিত করতে হয় এবং কি করে শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসতে হয় সেই শিক্ষা লাভ করতে হয়। মহাত্মা-সেবার এটিই ফল। অবশ্য কেউ যদি শুদ্ধ ভক্তের সেবা করেন, তা হলে আপনা থেকেই তাঁর সমস্ত পাপ দূর হয়ে যায়। ভগবদ্ভক্তির আবশ্যকতা নগণ্য পাপপুঞ্জ দূর করার জন্য নয়, পক্ষান্তরে সুপ্ত কৃষ্ণপ্রেম জাগরিত করার জন্য। সূর্যকিরণের প্রথম ঝলকেই যেমন কুয়াশা দূর হয়ে যায়, তেমনই শুদ্ধ ভক্তের সেবা করতে শুরু করা মাত্রই সমস্ত পাপ আপনা থেকেই দূর হয়ে যায়; সেই জন্য অন্য কোন রকম প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না।

কৃষ্ণার্পিতপ্রাণঃ শব্দটি সেই ভক্তকে ইঙ্গিত করে, যিনি নরক থেকে উদ্ধার লাভের জন্য নয়, পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার জন্য তাঁর জীবন সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিবেদন করেন। ভগবদ্ভক্ত *নারায়ণপরায়ণ* বা *বাসুদেবপরায়ণ*, যার অর্থ, বাসুদেবের পন্থা বা ভগবদ্ভক্তির পন্থা হচ্ছে তাঁর জীবনসর্বস্ব। *নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৬/১৭/২৮)—এই প্রকার ভক্ত কোথাও যেতে ভীত হন না। একটি পথ উচ্চতর লোকে যাওয়ার এবং অন্যটি নরকে যাওয়ার, কিন্তু *নারায়ণপর* ভক্তকে যেখানেই পাঠানো হোক না কেন তিনি কেবল শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে চান। এই প্রকার ভক্ত স্বর্গ এবং নরকের বিচার করেন না; তিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবার প্রতি আসক্ত। ভক্তকে যদি নরকেও যেতে হয়, তিনি তা শ্রীকৃষ্ণের কৃপা বলেই মনে করেন—*তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/১৪/৮)। তিনি কখনও প্রতিবাদ করেন না, "আমি এত বড় কৃষ্ণভক্ত, আমাকে কেন এই দুঃখ কষ্ট দেওয়া হচ্ছে?" পক্ষান্তরে তিনি ভাবেন, "এটিই হচ্ছে কৃষ্ণের কৃপা।" শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধির সেবায় যিনি যুক্ত হয়েছেন, তাঁর পক্ষেই কেবল এই প্রকার মনোভাব সম্ভব। এটিই হচ্ছে সাফল্যের রহস্য।

শ্লোক ১৭

সধ্রীচীনো হ্যয়ং লোকে পন্থাঃ ক্ষেমোঽকুতোভয়ঃ ।
সুশীলাঃ সাধবো যত্র নারায়ণপরায়ণাঃ ॥ ১৭ ॥

সধ্রীচীনঃ—সমীচীন; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অয়ম্**—এই; **লোকে**—এই জগতে; **পন্থাঃ**—পথ; **ক্ষেমঃ**—শুভ; **অকুতঃ-ভয়ঃ**—নির্ভীক; **সুশীলাঃ**—সদাচারী; **সাধবঃ**—সাধু; **যত্র**—যেখানে; **নারায়ণপরায়ণাঃ**—যাঁরা নারায়ণের পথ ভগবদ্ভক্তিকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছেন।

অনুবাদ

সুশীল এবং সদ্‌গুণ-সম্পন্ন শুদ্ধ ভক্ত যে পথ অনুসরণ করেন, সেটিই এই জগতে সব চাইতে মঙ্গলময় পথ। সেই পথ ভয়বিহীন এবং শাস্ত্রের দ্বারা স্বীকৃত।

তাৎপর্য

কখনও মনে করা উচিত নয় যে, ভক্তিমার্গের অনুগামী ব্যক্তি বেদের কর্মকাণ্ডীয় নির্দেশ অনুষ্ঠান করতে পারেন না এবং জ্ঞানমার্গীয় আধ্যাত্মিক বিষয়ে জল্পনা-কল্পনা করার মতো যথেষ্ট শিক্ষা তাঁর নেই। মায়াবাদীরা বলে যে, ভক্তির পথ স্ত্রী এবং অশিক্ষিতদের জন্য। তাদের এই বিচারটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। গোস্বামীগণ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, রামানুজাচার্য প্রমুখ মহাপণ্ডিতেরা ভক্তির পথ অনুসরণ করেছিলেন। তাঁরাই হচ্ছেন ভক্তিমার্গের প্রকৃত অনুগামী। উচ্চশিক্ষা অথবা উচ্চকুল নির্বিশেষে সকলেরই কর্তব্য তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। *মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ*—মহাজনদের পথ অনুগমন করা অবশ্য কর্তব্য। মহাজন হচ্ছেন তাঁরা, যাঁরা ভগবদ্ভক্তির পথ অবলম্বন করেছেন (*সুশীলাঃ সাধবো যত্র নারায়ণপরায়ণাঃ*), কারণ এই সমস্ত মহাত্মারাই হচ্ছেন আদর্শ ব্যক্তি। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৫/১৮/১২) উল্লেখ করা হয়েছে—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ ।

"যাঁরা ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তিপরায়ণ, তাঁদের মধ্যে দেবতাদের সমস্ত সদ্‌গুণের সমাবেশ হয়।" কিন্তু মূর্খলোকেরা ভ্রান্তিবশত মনে করে যে, ভক্তির পথ তাদের জন্য যারা কর্মকাণ্ডীয় যাগযজ্ঞ অথবা জ্ঞানকাণ্ডীয় জল্পনা-কল্পনা করতে পারে না। এখানে *সধ্রীচীনঃ* শব্দটির মাধ্যমে প্রতিপন্ন হয় যে, ভক্তিই হচ্ছে সমীচীন পথ, কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড নয়। মায়াবাদীরা *সুশীলাঃ সাধবঃ* হতে

পারে, কিন্তু তারা যে প্রকৃতই পারমার্থিক মার্গে উন্নতি সাধন করছে, সেই সম্বন্ধে সন্দেহ রয়েছে, কারণ তারা ভক্তির পথ অবলম্বন করেনি। পক্ষান্তরে, যাঁরা আচার্যদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেন, তাঁরা *সুশীলাঃ* ও *সাধবঃ* এবং অধিকন্তু তাঁরা *অকুতোভয়,* অর্থাৎ তাঁরা সব রকম ভয় থেকে মুক্ত। নির্ভয়ে দ্বাদশ মহাজন এবং তাঁদের পরম্পরার ধারা অনুসরণ করা উচিত এবং তার ফলে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ১৮

প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি নারায়ণপরাঙ্মুখম্ ।
ন নিষ্পুনন্তি রাজেন্দ্র সুরাকুম্ভমিবাপগাঃ ॥ ১৮ ॥

প্রায়শ্চিত্তানি—প্রায়শ্চিত্তের পন্থা; **চীর্ণানি**—অতি সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত; **নারায়ণ-পরাঙ্মুখম্**—অভক্ত; **ন নিষ্পুনন্তি**—পবিত্র হতে পারে না; **রাজেন্দ্র**—হে রাজন্; **সুরা-কুম্ভম্**—মদের ভাণ্ড; **ইব**—সদৃশ; **আপ-গাঃ**—নদীর জল।

অনুবাদ

হে রাজন্, সুরাভাণ্ড যেমন বহু নদীর জলে ধৌত করলেও শুদ্ধ হয় না, তেমনই অতি সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত প্রায়শ্চিত্তের পন্থার দ্বারা অভক্ত পবিত্র হতে পারে না।

তাৎপর্য

প্রায়শ্চিত্তের পন্থার সুযোগ গ্রহণ করতে হলে, কিছুটা অন্তত ভক্ত হওয়া উচিত। তা না হলে পবিত্র হওয়ার কোনও সম্ভাবনা থাকে না। এই শ্লোকটি থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, যারা কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ডের সুযোগ গ্রহণ করে, অথচ স্বল্প পরিমাণেও ভক্তিপরায়ণ না হয়, তা হলে কেবল সেই পন্থাগুলি অনুসরণ করার ফলে পবিত্র হতে পারে না। *প্রায়শ্চিত্তানি* শব্দটি বহুবচনাত্মক এবং তা কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড উভয়কেই বোঝাচ্ছে। নরোত্তম দাস ঠাকুর তাই বলেছেন, *কর্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড কেবল বিষের ভাণ্ড* । এইভাবে নরোত্তম দাস ঠাকুর কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ডের পন্থাকে বিষের ভাণ্ডের সাথে তুলনা করেছেন। সুরা এবং বিষ উভয়েই সমান। *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই শ্লোকটির বর্ণনা অনুসারে, যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তির পন্থা সম্বন্ধে যথেষ্ট শ্রবণ করেছে কিন্তু আসক্ত হয়নি অর্থাৎ যে কৃষ্ণভক্ত নয়, সে একটি সুরার ভাণ্ডের মতো। ভগবদ্ভক্তির কিঞ্চিৎ স্পর্শ ব্যতীত সে পবিত্র হতে পারে না।

শ্লোক ১৯

সকৃন্মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্নিবেশিতং তদ্গুণরাগি যৈরিহ ।
ন তে যমং পাশভৃতশ্চ তদ্ভটান্
স্বপ্নেঽপি পশ্যন্তি হি চীর্ণনিষ্কৃতাঃ ॥ ১৯ ॥

সকৃৎ—কেবল একবার; **মনঃ**—মন; **কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ**—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে; **নিবেশিতম্**—সর্বতোভাবে শরণাগত; **তৎ**—শ্রীকৃষ্ণের; **গুণরাগি**—গুণ, নাম, যশ, পরিকর আদির প্রতি যে কিছুটা আসক্ত; **যৈঃ**—যার দ্বারা; **ইহ**—এই জগতে; **ন**—না; **তে**—সেই ব্যক্তি; **যমম্**—যমরাজ; **পাশ-ভৃতঃ**—পাপীদের বন্ধন করার জন্য যারা পাশ বহন করে; **চ**—এবং; **তৎ**—তাঁর; **ভটান্**—আজ্ঞাবাহক; **স্বপ্নে অপি**—স্বপ্নেও; **পশ্যন্তি**—দেখে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **চীর্ণ-নিষ্কৃতাঃ**—যারা যথাযথভাবে প্রায়শ্চিত্ত করেছে।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি না করলেও যাঁরা অন্তত একবার তাঁর শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হয়েছেন এবং তাঁর নাম, রূপ, গুণ ও লীলার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, তাঁরা সম্পূর্ণরূপে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত, কারণ তাঁরা প্রায়শ্চিত্তের প্রকৃত পন্থা অবলম্বন করেছেন। সেই শরণাগত ব্যক্তি স্বপ্নেও পাপীদের বন্ধন করার জন্য পাশ-বহনকারী যমদূতদের দর্শন করেন না।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬৬) বলেছেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

"সর্বপ্রকার ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। ভয় পেয়ো না।" এখানেও সেই একই কথা বলা হয়েছে (*সকৃন্মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ*)। *ভগবদ্গীতা* পাঠ করে কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হতে মনস্থ করেন, তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হবেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী যে *বাসুদেবপরায়ণ* এবং *নারায়ণপরায়ণ* শব্দ দুটি কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করে অবশেষে বলেছেন *কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ*, সেই

বিষয়টি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এইভাবে তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন নারায়ণ এবং বাসুদেব উভয়েরই উৎস। যদিও নারায়ণ এবং বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন নন, কেবল শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়ার ফলেই নারায়ণ, বাসুদেব, গোবিন্দ আদি তাঁর সমস্ত অবতারদের কাছেও পূর্ণরূপে শরণাগত হওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৭/৭) বলেছেন, *মত্তঃ পরতরং নান্যৎ*—"আমার থেকে পরতর সত্য আর কিছু নেই।" ভগবানের বহু নাম এবং রূপ রয়েছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন তাঁর পরম রূপ (*কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্*)। তাই শ্রীকৃষ্ণ নবীন ভক্তদের নির্দেশ দিয়েছেন, তারা যেন কেবল তাঁরই শরণাগত হয় (*মাম্ একম্*)। যেহেতু নবীন ভক্তেরা নারায়ণ, বাসুদেব এবং গোবিন্দের রূপ যে কি তা বুঝতে পারে না, তাই শ্রীকৃষ্ণ তাদের সরাসরি বলেছেন, *মাম্ একম্* । এখানে সেই তত্ত্বটি *কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ* শব্দটির দ্বারা প্রতিপন্ন হয়েছে। নারায়ণ স্বয়ং কথা বলেন না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বা বাসুদেব বলেন। তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে *ভগবদ্গীতা* । তাই, *ভগবদ্গীতার* নির্দেশ অনুসরণ করার অর্থ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া এবং এই শরণাগতিই ভক্তিযোগের চরম সিদ্ধি।

পরীক্ষিৎ মহারাজ শুকদেব গোস্বামীর কাছে জিজ্ঞাসা করেছেন, কিভাবে নরক থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। এই শ্লোকে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তাঁর উত্তরে বলেছেন যে, কেউ যখন শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন, তখন আর তাঁকে নরকে যেতে হয় না। সেখানে যাওয়ার কি কথা, তাঁরা স্বপ্নেও যমরাজ অথবা যারা পাপীদের নরকে নিয়ে যায়, সেই দূতদেরও দর্শন করেন না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, কেউ যদি নরকে অধঃপতিত হওয়ার থেকে নিজেকে রক্ষা করতে চায়, তা হলে তাকে সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হতে হবে। এখানে *সকৃৎ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ কারণ তা ইঙ্গিত করে যে, কেউ যদি নিষ্ঠা সহকারে একবার মাত্র শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন, তা হলে তিনি দৈবক্রমে পাপকর্ম করলেও উদ্ধার পেয়ে যাবেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩০) বলেছেন—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ ।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥

"অতি দুরাচারী ব্যক্তিও যদি অনন্য ভক্তি সহকারে আমাকে ভজনা করেন, তাকে সাধু বলে মনে করবে, কারণ তিনি যথার্থ মার্গে অবস্থিত।" কেউ যদি ক্ষণিকের জন্যও শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে না যান, তিনি দৈবক্রমে অধঃপতিত হলেও রক্ষা পেয়ে যাবেন।

ভগবদ্গীতার (২/৪০) দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন—

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে ।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥

"ভক্তিযোগের অনুশীলন কখনও ব্যর্থ হয় না এবং তার কোনও ক্ষয় নেই। তার স্বল্প অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠাতাকে সংসাররূপ মহাভয় থেকে পরিত্রাণ করে।"

ভগবদ্গীতার অন্যত্র (৬/৪০) ভগবান বলেছেন, *ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি*—"যিনি কল্যাণকর কার্য অনুষ্ঠান করেন, তাঁর কখনও কোন রকম দুর্গতি হয় না।" সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণকর কার্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগতি। সেটিই হচ্ছে একমাত্র পন্থা, যার দ্বারা নরক থেকে উদ্ধার লাভ করা যায়। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলেছেন—

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপুরাকাশপুষ্পায়তে
দুর্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে ।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎ কারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ ॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়েছেন, তাঁর পাপকর্মকে বিষদন্তহীন সর্পের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে (*প্রোৎখাতদ্রংষ্ট্রায়তে*)। সেই সাপের থেকে আর কোনও ভয় থাকে না। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়ার অছিলায় পাপকর্ম করা উচিত নয়। কিন্তু, শরণাগত ব্যক্তি যদি কখনও পূর্বের অভ্যাসবশত পাপকর্ম করে ফেলে, তা হলে সেই পাপকর্মের ফল তাঁর ভক্তিকে নষ্ট করে দেবে না। তাই দৃঢ় নিষ্ঠা সহকারে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম আঁকড়ে ধরে থাকা উচিত এবং শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে তাঁর সেবা করা উচিত। এইভাবে সর্ব অবস্থাতেই অকুতোভয় হওয়া যায়।

শ্লোক ২০

অত্র চোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
দূতানাং বিষ্ণুযময়োঃ সংবাদস্তং নিবোধ মে ॥ ২০ ॥

অত্র—এই বিষয়ে; **চ**—ও; **উদাহরন্তি**—একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়; **ইমম্**—এই; **ইতিহাসম্**—ইতিহাস (অজামিলের); **পুরাতনম্**—অতি প্রাচীন; **দূতানাম্**—দূতদের; **বিষ্ণু**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **যময়োঃ**—এবং যমরাজের; **সংবাদঃ**—আলোচনা; **তম্**—তা; **নিবোধ**—বোঝার চেষ্টা করুন; **মে**—আমার কাছ থেকে।

অনুবাদ

এই বিষয়ে পণ্ডিত এবং মহাত্মারা একটি পুরাতন ইতিহাস দৃষ্টান্তস্বরূপ বর্ণনা করেন। বিষ্ণুদূত ও যমদূতের আলোচনা সমন্বিত সেই ঘটনাটি আপনি আমার কাছে শ্রবণ করুন।

তাৎপর্য

মূর্খ মানুষেরা অনেক সময় *পুরাণ* বা প্রাচীন ইতিহাসকে রূপকথা বলে মনে করে কোন রকম গুরুত্ব দেয় না। প্রকৃতপক্ষে *পুরাণ* বা ব্রহ্মাণ্ডের প্রাচীন ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে না হলেও তা সত্য ঘটনা। লক্ষ লক্ষ বছর আগে, কেবল এই পৃথিবীতেই নয়, ব্রহ্মাণ্ডের অন্যান্য লোকেও যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল, তার ইতিবৃত্ত হচ্ছে *পুরাণ*। তাই বৈদিক পণ্ডিত এবং তত্ত্ববেত্তা পুরুষেরা পুরাণের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উপদেশ দেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী পুরাণগুলিকে বেদের মতোই গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকার করেছেন। তাই *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে তিনি *ব্রহ্মযামল* থেকে নিম্নলিখিত শ্লোকটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা ।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥

"যে ভগবদ্ভক্তি *উপনিষদ, পুরাণ, নারদ-পঞ্চরাত্র* আদি প্রামাণিক বৈদিক শাস্ত্রকে উপেক্ষা করে, তা কেবল সমাজে অনর্থক উৎপাতেরই সৃষ্টি করে।" কৃষ্ণভক্ত কেবল বেদই নয়, সমস্ত পুরাণগুলিও স্বীকার করেন। কখনও মূর্খতাবশত মনে করা উচিত নয় যে, পুরাণগুলি হচ্ছে কতকগুলি রূপকথা। তা যদি রূপকথা হত, তা হলে শুকদেব গোস্বামী অজামিলের উপাখ্যান বর্ণনা করতেন না। সেই ইতিহাসটি হচ্ছে এই রকম।

শ্লোক ২১

কান্যকুব্জে দ্বিজঃ কশ্চিদ্দাসীপতিরজামিলঃ ।
নাম্না নষ্টসদাচারো দাস্যাঃ সংসর্গদূষিতঃ ॥ ২১ ॥

কান্যকুব্জে—কান্যকুব্জ নগরে (কানপুরের নিকটবর্তী কনৌজে); **দ্বিজঃ**—ব্রাহ্মণ; **কশ্চিৎ**—কোন; **দাসীপতিঃ**—শূদ্রাণী বা বেশ্যার পতি; **অজামিলঃ**—অজামিল; **নাম্না**—নামক; **নষ্ট-সদাচারঃ**—যে তার সমস্ত ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী হারিয়েছিল; **দাস্যাঃ**—দাসী বা বেশ্যার; **সংসর্গ-দূষিতঃ**—সঙ্গ প্রভাবে কলুষিত।

অনুবাদ

কান্যকুব্জ নগরে অজামিল নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করত। সে এক বেশ্যা দাসীকে বিবাহ করে তার সঙ্গ প্রভাবে সমস্ত ব্রাহ্মণোচিত সদ্‌গুণ হারিয়েছিল।

তাৎপর্য

অবৈধ স্ত্রীসঙ্গের ফলে ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী নষ্ট হয়ে যায়। ভারতবর্ষে এখনও এক শ্রেণীর সেবক রয়েছে, যাদের বলা হয় শূদ্র এবং তাদের পত্নীদের বলা হয় শূদ্রাণী। যারা অত্যন্ত কামুক, তারা এই ধরনের শূদ্রাণী এবং মেথরাণীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, কারণ সমাজের উচ্চস্তরে মেয়েদের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ রয়েছে। অজামিল ছিল ব্রাহ্মণোচিত গুণসম্পন্ন যুবক। বেশ্যার সঙ্গ প্রভাবে সে তার সমস্ত ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী হারিয়ে ফেলে, কিন্তু তার জীবনের শেষ পর্যায়ে ভক্তিযোগ অনুশীলন শুরু করায় সে রক্ষা পেয়েছিল। তাই পূর্ববর্তী শ্লোকে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী সেই রকম মানুষের কথা বলেছেন, যে অন্তত একবার ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হয়েছে (*মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ*) অথবা ভক্তিযোগের পন্থা অনুশীলন করতে শুরু করেছে। ভক্তিযোগ শুরু হয় *শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ* থেকে, অর্থাৎ **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে,**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর এই নাম শ্রবণ এবং কীর্তন করে। কীর্তন থেকে ভক্তিযোগের শুরু হয়, তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঘোষণা করেছেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

"কলহ এবং প্রবঞ্চনাপূর্ণ এই কলিযুগে, ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করাই উদ্ধার লাভের একমাত্র উপায়। এ ছাড়া আর কোনও গতি নেই, আর কোনও গতি নেই, আর কোনও গতি নেই।" হরিনাম কীর্তনের প্রভাব অপূর্ব, বিশেষ করে এই কলিযুগে। তার ব্যবহারিক প্রভাব শ্রীল শুকদেব গোস্বামী অজামিলের ইতিহাসের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। অজামিল ছিল এক মহাপাপী। কিন্তু নারায়ণের দিব্য নাম উচ্চারণ করার ফলে সে যমদূতদের কবল থেকে মুক্ত হয়েছিল। পরীক্ষিৎ মহারাজের মূল প্রশ্নটি ছিল, কিভাবে নরক থেকে বা যমদূতদের কবল থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তার উত্তরে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এই প্রাচীন ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তটির মাধ্যমে ভক্তিযোগের প্রভাব বর্ণনা করেছেন, যার শুরু হয়

ভগবানের নাম কীর্তন থেকে। ভক্তিযোগের সমস্ত মহান আচার্যেরা উপদেশ দিয়েছেন যে, কৃষ্ণনাম কীর্তনের মাধ্যমেই ভগবদ্ভক্তির পন্থা শুরু হয় (*তন্নামগ্রহণাদিভিঃ*)।

শ্লোক ২২

বন্দ্যক্ষৈঃ কৈতবৈশ্চৌর্যৈর্গর্হিতাং বৃত্তিমাস্থিতঃ ।
বিভ্রৎ কুটুম্বমশুচির্যাতয়ামাস দেহিনঃ ॥ ২২ ॥

বন্দী-অক্ষৈঃ—কাউকে অনর্থক বন্ধন করে; **কৈতবৈঃ**—দ্যূতক্রীড়ার দ্বারা প্রবঞ্চনা করে; **চৌর্যৈঃ**—চুরি করে; **গর্হিতাম্**—নিন্দিত; **বৃত্তিম্**—জীবিকা; **আস্থিতঃ**—গ্রহণ করেছিল (বেশ্যার সঙ্গ প্রভাবে); **বিভ্রৎ**—পালন করে; **কুটুম্বম্**—তার স্ত্রী-পুত্রদের; **অশুচিঃ**—মহাপাপী; **যাতয়ামাস**—সে যন্ত্রণা দিত; **দেহিনঃ**—অন্য জীবদের।

অনুবাদ

এই অধঃপতিত ব্রাহ্মণ অজামিল মানুষকে বন্দী করে, দ্যূতক্রীড়ায় প্রবঞ্চনা করে অথবা সরাসরিভাবে লুণ্ঠন করে অন্যদের কষ্ট দিত। এইভাবে সে তার স্ত্রী-পুত্রদের ভরণ-পোষণ করার জন্য জীবিকা উপার্জন করত।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, কেবল বেশ্যার সঙ্গে অবৈধ যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হওয়ার ফলে মানুষ কিভাবে অধঃপতিত হয়। সৎ-চরিত্রা অথবা সম্ভ্রান্ত রমণীদের সঙ্গে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ সম্ভব নয়। তা কেবল অসতী শূদ্রাণীদের সঙ্গেই সম্ভব। সমাজে বেশ্যাবৃত্তি এবং অবৈধ স্ত্রীসঙ্গের যতই স্বীকৃতি দেওয়া হবে, ততই প্রতারক, চোর, ডাকাত, নেশাখোর এবং জুয়ারীদের প্রভাব বাড়বে। তাই আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘে আমাদের শিষ্যদের আমরা অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ বর্জন করার উপদেশ দিই। কারণ এই অবৈধ স্ত্রীসঙ্গই হচ্ছে সব রকম জঘন্য কার্যকলাপের মূল। অবৈধ স্ত্রীসঙ্গের ফলে মানুষ ক্রমশ মাংসাহার, দ্যূতক্রীড়া এবং আসবপানে প্রবৃত্ত হয়। এই সমস্ত কর্ম থেকে নিবৃত্ত হওয়া অবশ্যই অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু কেউ যদি সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন, তা হলে তা সহজেই সম্ভব হয়, কারণ কৃষ্ণভক্তের কাছে এই সমস্ত জঘন্য অভ্যাসগুলি ক্রমশ অরুচিকর বলে মনে হয়। সমাজে যদি অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ বৃদ্ধি পেতে দেওয়া হয়, তা হলে সমগ্র সমাজ অত্যন্ত কলুষিত হয়ে উঠবে, কারণ সমাজ তখন দস্যু, তস্কর, প্রবঞ্চক ইত্যাদিতে ভরে যাবে।

শ্লোক ২৩

এবং নিবসতস্তস্য লালয়ানস্য তৎসুতান্ ।
কালোঽত্যগান্মহান্ রাজন্নষ্টাশীত্যায়ুষঃ সমাঃ ॥ ২৩ ॥

এবম্—এইভাবে; **নিবসতঃ**—জীবন যাপন করে; **তস্য**—তার (অজামিলের); **লালয়ানস্য**—লালনপালন করে; **তৎ**—তার (শূদ্রাণীর); **সুতান্**—পুত্রদের; **কালঃ**—কাল; **অত্যগাৎ**—অতিবাহিত হয়েছিল; **মহান্**—সুদীর্ঘ; **রাজন্**—হে রাজন্; **অষ্টাশীত্যা**—অষ্টাশি; **আয়ুষঃ**—আয়ু; **সমাঃ**—বৎসর।

অনুবাদ

হে রাজন্, বহু পুত্রসমন্বিত তার পরিবারের লালন-পালন করার জন্য নানা রকম জঘন্য পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে তার ৮৮ বৎসর দীর্ঘ আয়ু অতিক্রান্ত হয়েছিল।

শ্লোক ২৪

তস্য প্রবয়সঃ পুত্রা দশ তেষাং তু যোঽবমঃ ।
বালো নারায়ণো নাম্না পিত্রোশ্চ দয়িতো ভৃশম্ ॥ ২৪ ॥

তস্য—তার (অজামিলের); **প্রবয়সঃ**—অতি বৃদ্ধ; **পুত্রাঃ**—পুত্র; **দশ**—দশ; **তেষাম্**—তাদের সকলের; **তু**—কিন্তু; **যঃ**—যে; **অবমঃ**—সর্বকনিষ্ঠ; **বালঃ**—শিশু; **নারায়ণঃ**—নারায়ণ; **নাম্না**—নামক; **পিত্রোঃ**—তার পিতা-মাতার; **চ**—এবং; **দয়িতঃ**—প্রিয়; **ভৃশম্**—অত্যন্ত।

অনুবাদ

বৃদ্ধ অজামিলের দশটি পুত্র ছিল, তার মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ পুত্রটির নাম ছিল নারায়ণ। যেহেতু নারায়ণ ছিল তার পুত্রদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ, তাই সে পিতা-মাতার অত্যন্ত প্রিয় ছিল।

তাৎপর্য

প্রবয়সঃ শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, অজামিল কত পাপী ছিল, কারণ ৮৮ বছর বয়স হওয়া সত্ত্বেও তার একটি অত্যন্ত ছোট পুত্র ছিল। বৈদিক সংস্কৃতিতে ৫০ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তখন আর গৃহে থেকে সন্তান-

সন্ততি উৎপাদনের কার্যে লিপ্ত থাকা উচিত নয়। ২৫ বছর থেকে ৪৫ বছর অথবা বড় জোর ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত বৈধ পত্নীর সঙ্গ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তারপর মৈথুন আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে গৃহত্যাগ করে বানপ্রস্থ আশ্রম এবং তারপর যথাযথভাবে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করা উচিত। অজামিল কিন্তু বেশ্যার সঙ্গ প্রভাবে, তথাকথিত গৃহস্থ-জীবনেই, তার সমস্ত ব্রাহ্মণোচিত গুণ ও সংস্কৃতি হারিয়ে মহাপাপীতে পরিণত হয়েছিল।

শ্লোক ২৫

স বদ্ধহৃদয়স্তস্মিন্নর্ভকে কলভাষিণি।
নিরীক্ষমাণস্তল্লীলাং মুমুদে জরঠো ভৃশম্ ॥ ২৫ ॥

সঃ—সে; **বদ্ধ-হৃদয়ঃ**—অত্যন্ত আসক্ত হয়ে; **তস্মিন্**—সেই; **অর্ভকে**—শিশুটির প্রতি; **কল-ভাষিণি**—যে আধ আধভাবে কথা বলত; **নিরীক্ষমাণঃ**—দর্শন করে; **তৎ**—তার; **লীলাম্**—শিশুসুলভ চেষ্টা (যেমন হাঁটা এবং কথা বলা); **মুমুদে**—আনন্দ উপভোগ করত; **জরঠঃ**—বৃদ্ধ; **ভৃশম্**—অত্যন্ত।

অনুবাদ

বৃদ্ধ অজামিলের চিত্ত সেই অস্ফুট মধুরভাষী শিশুটির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকত। সে সর্বদা সেই শিশুটিকে নিয়ে থাকত এবং শিশুসুলভ কার্যকলাপ দেখে আনন্দিত হত।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নারায়ণ নামক অজামিলের পুত্রটি এতই ছোট ছিল যে, সে স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারত না অথবা হাঁটতে পারত না। বৃদ্ধ অজামিল সেই শিশুটির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হওয়ার ফলে, তার শিশুসুলভ চেষ্টা দর্শন করে অত্যন্ত আনন্দিত হত, এবং যেহেতু সেই শিশুটির নাম ছিল নারায়ণ, তাই সেই বৃদ্ধ সর্বদা নারায়ণের নাম উচ্চারণ করত। যদিও সে ভগবান নারায়ণকে না ডেকে সেই শিশুটিকে সম্বোধন করে সেই নাম উচ্চারণ করত, তবুও নারায়ণ নাম এতই শক্তিশালী যে, তার ফলেই সে পবিত্র হয়ে গিয়েছিল (*হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্*)। শ্রীল রূপ গোস্বামী তাই ঘোষণা করেছেন যে, কারও মন যদি কোন না কোন ক্রমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নামের

প্রতি আকৃষ্ট হয় (*তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ*), তা হলে সে মুক্তির পথে অগ্রসর হবে। তাই হিন্দু সমাজে কৃষ্ণদাস, গোবিন্দ দাস, নারায়ণ দাস, বৃন্দাবন দাস ইত্যাদি নামকরণের প্রথা রয়েছে। তার ফলে কৃষ্ণ, গোবিন্দ, নারায়ণ এবং বৃন্দাবনের নাম কীর্তন করার মাধ্যমে পবিত্র হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

শ্লোক ২৬

ভুঞ্জানঃ প্রপিবন্ খাদন্ বালকং স্নেহযন্ত্রিতঃ ।
ভোজয়ন্ পায়য়ন্ মূঢ়ো ন বেদাগতমন্তকম্ ॥ ২৬ ॥

ভুঞ্জানঃ—আহার করার সময়; **প্রপিবন্**—পান করার সময়; **খাদন্**—চর্বণ করার সময়; **বালকম্**—শিশুটিকে; **স্নেহ-যন্ত্রিতঃ**—স্নেহাসক্ত হয়ে; **ভোজয়ন্**—খাওয়াত; **পায়য়ন্**—পান করাত; **মূঢ়ঃ**—মূর্খ ব্যক্তিটি; **ন**—না; **বেদ**—বুঝতে পেরে; **আগতম্**—উপস্থিত হয়েছে; **অন্তকম্**—মৃত্যু।

অনুবাদ

অজামিল নিজে যখন কোন কিছু আহার করত, অথবা পান করত, তখন সে সেই শিশুটিকেও ভোজন করাত এবং পান করাত। এইভাবে শিশুটির লালন-পালন করে এবং তার নারায়ণ নাম উচ্চারণ করে অজামিল সর্বদা ব্যস্ত থাকত এবং সে বুঝতে পারেনি যে, এখন তার আয়ু সমাপ্ত হয়ে মৃত্যু আসন্ন হয়েছে।

তাৎপর্য

ভগবান বদ্ধ জীবদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ। অজামিল সম্পূর্ণভাবে নারায়ণকে ভুলে গেলেও, সে যখন তার শিশুটিকে ডাকত, "নারায়ণ, এখানে এসে এই খাবারটি খাও। নারায়ণ, এই দুধটি খেয়ে নাও।" তখন সে কোন না কোনভাবে নারায়ণের নামের প্রতি আসক্ত হচ্ছিল। একে বলা হয় *অজ্ঞাত-সুকৃতি*। তার পুত্রের নাম ধরে ডাকলেও অজ্ঞাতসারে সে নারায়ণের নাম উচ্চারণ করছিল, এবং ভগবানের দিব্য নামের এমনই চিন্ময় প্রভাব যে, তার সেই নামের হিসাব রাখা হচ্ছিল।

শ্লোক ২৭

স এবং বর্তমানোঽজ্ঞো মৃত্যুকাল উপস্থিতে ।
মতিং চকার তনয়ে বালে নারায়ণাহ্বয়ে ॥ ২৭ ॥

সঃ—সেই অজামিল; **এবম্**—এইভাবে; **বর্তমানঃ**—জীবন যাপন করে; **অজ্ঞঃ**—মূর্খ; **মৃত্যু-কালে**—মৃত্যুর সময়; **উপস্থিতে**—উপস্থিত হয়েছিল; **মতিম্ চকার**—তার মনকে একাগ্র করেছিল; **তনয়ে**—তার পুত্রের প্রতি; **বালে**—শিশু; **নারায়ণ-আহ্বয়ে**—যার নাম ছিল নারায়ণ।

অনুবাদ

যখন মূর্খ অজামিলের মৃত্যুকাল উপস্থিত হল, তখন সে কেবল তার পুত্র নারায়ণের কথা চিন্তা করতে লাগল।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে (২/১/৬) শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলেছেন—

এতাবান্ সাংখ্যযোগাভ্যাং স্বধর্মপরিনিষ্ঠয়া ।
জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ ॥

"জড় এবং চেতন সম্বন্ধীয় যথাযথ জ্ঞান লাভের পন্থা বা সাংখ্যজ্ঞান, যোগ অনুশীলন অথবা যথাযথভাবে বর্ণাশ্রম অনুশীলন—এই সব কয়টি পন্থারই পরম উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্তিম সময়ে পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করা।" জ্ঞাতসারে হোক অথবা অজ্ঞাতসারে হোক, কোন না কোন ক্রমে অজামিল তার মৃত্যুর সময় নারায়ণের নাম উচ্চারণ করেছিল (*অন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ*), এবং তাই সে কেবল নারায়ণের নামে তার মনকে একাগ্র করার ফলে সর্বসিদ্ধি লাভ করেছিল।

তা থেকে এই সিদ্ধান্তও করা যায় যে, ব্রাহ্মণ সন্তান অজামিল তার যৌবনে নারায়ণের পূজা করত, কারণ প্রতিটি ব্রাহ্মণের গৃহে নারায়ণ-শিলার পূজা হয়। সেই প্রথা ভারতবর্ষে এখনও প্রচলিত রয়েছে; নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণদের গৃহে নিয়মিতভাবে নারায়ণ সেবা হয়। তাই, অধঃপতিত হওয়া সত্ত্বেও তার পুত্রের নাম ধরে ডাকার ফলে যে নারায়ণকে তিনি তার যৌবনে নিষ্ঠাভরে আরাধনা করেছিলেন, তাঁকে স্মরণ হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলেছেন—*এতচ্চ তদুপলালনাদি-শ্রীনারায়ণ-নামোচ্চারণমাহাত্ম্যেন তদ্ভক্তিরেবাভূদিতি সিদ্ধান্তোপযোগিত্বেনাপি দ্রষ্টব্যম্* । "ভক্তি-সিদ্ধান্ত অনুসারে বিচার করতে হবে যে, অজামিল যেহেতু নিরন্তর তার পুত্রের নাম নারায়ণ উচ্চারণ করেছিল, তাই সে অজ্ঞাতসারে হলেও ভক্তির স্তরে উন্নীত হয়, যদিও সে তা জানত না।" তেমনই, শ্রীল বীররাঘব আচার্য বলেছেন—*এবং বর্তমানঃ স দ্বিজঃ মৃত্যুকালে উপস্থিতে সত্যজ্ঞো নারায়ণাখ্যে পুত্র এব মতিং চকার*

মতিম্ আসক্তম্ অকরোদ্ ইত্যর্থঃ। "মৃত্যুর সময় যদিও সে তার পুত্রকে ডাকছিল, তবুও তার মন দিব্য নারায়ণ নামে একাগ্রীভূত হয়েছিল।" শ্রীল বিজয়ধ্বজ তীর্থও সেই মতই প্রকাশ করেছেন—

মৃত্যুকালে দেহবিয়োগলক্ষণকালে মৃত্যোঃ সর্বদোষপাপহরস্য হরেরনুগ্রহাৎ কালে দণ্ডজ্ঞানলক্ষণে উপস্থিতে হৃদি প্রকাশিতে তনয়ে পূর্ণজ্ঞানে বালে পঞ্চবর্ষকল্পে প্রাদেশমাত্রে নারায়ণাহ্বয়ে মূর্তিবিশেষে মতিং স্মরণসমর্থং চিত্তং চকার ভক্ত্যাস্মরদ্ ইত্যর্থঃ।

প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে অজামিল তার মৃত্যুর সময়ে নারায়ণকে স্মরণ করেছিল (*অন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ*)।

শ্লোক ২৮-২৯

স পাশহস্তাংস্ত্রীন্ দৃষ্ট্বা পুরুষানতিদারুণান্ ।
বক্রতুণ্ডানূর্ধ্বরোম্ণ আত্মানং নেতুমাগতান্ ॥ ২৮ ॥
দূরে ক্রীড়নকাসক্তং পুত্রং নারায়ণাহ্বয়ম্ ।
প্লাবিতেন স্বরেণোচ্চৈরাজুহাবাকুলেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২৯ ॥

সঃ—সেই ব্যক্তি (অজামিল); **পাশ-হস্তান্**—তাদের হাতে দড়ি; **ত্রীন্**—তিন; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **পুরুষান্**—ব্যক্তিদের; **অতি-দারুণান্**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দর্শন; **বক্র-তুণ্ডান্**—তাদের মুখ বক্র; **ঊর্ধ্ব-রোম্ণঃ**—ঊর্ধ্বরোমা; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **নেতুম্**—নিয়ে যাওয়ার জন্য; **আগতান্**—উপস্থিত; **দূরে**—কিছু দূরে; **ক্রীড়নক-আসক্তম্**—খেলায় মগ্ন; **পুত্রম্**—তার পুত্রকে; **নারায়ণ-আহ্বয়ম্**—নারায়ণ নামক; **প্লাবিতেন**—অশ্রুপূর্ণ নয়নে; **স্বরেণ**—স্বরে; **উচ্চৈঃ**—অতি উচ্চস্বরে; **আজুহাব**—ডেকেছিল; **আকুল-ইন্দ্রিয়ঃ**—ব্যাকুলভাবে।

অনুবাদ

অজামিল তখন দেখতে পেল যে, তিনজন পাশহস্ত, বক্রমুখ, ঊর্ধ্বরোমা, অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দর্শন পুরুষ তাকে যমালয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছে। তাদের দেখে অজামিল অত্যন্ত বিভ্রান্ত হয়েছিল এবং কিছু দূরে খেলায় মগ্ন তার পুত্রটির প্রতি আসক্তিবশত অজামিল উচ্চস্বরে তার নাম ধরে ডাকতে শুরু করে। এইভাবে অশ্রুপূর্ণ নয়নে সে নারায়ণের নাম উচ্চারণ করেছিল।

তাৎপর্য

মানুষ তার দেহ, মন এবং বাক্যের দ্বারা পাপকর্ম করে। তাই অজামিলকে যমালয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনজন যমদূত এসেছিল। সৌভাগ্যক্রমে, তার পুত্রের নাম ধরে ডাকলেও অজামিল চারবর্ণ সমন্বিত *হরিনাম* নারায়ণ উচ্চারণ করেছিল এবং তার ফলে নারায়ণের দূত অর্থাৎ বিষ্ণুদূতেরা তৎক্ষণাৎ সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। যেহেতু অজামিল যমপাশের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হয়েছিল, তাই সে অশ্রুপূর্ণ নয়নে ভগবানের নাম উচ্চারণ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, সে নারায়ণের দিব্য নাম উচ্চারণ করতে চায়নি; সে কেবল তার পুত্রকে ডেকেছিল।

শ্লোক ৩০

নিশম্য ম্রিয়মাণস্য মুখতো হরিকীর্তনম্ ।
ভর্তুর্নাম মহারাজ পার্ষদাঃ সহসাপতন্ ॥ ৩০ ॥

নিশম্য—শ্রবণ করে; **ম্রিয়মাণস্য**—মরণোন্মুখ মানুষের; **মুখতঃ**—মুখ থেকে; **হরি-কীর্তনম্**—ভগবানের নাম কীর্তন; **ভর্তুঃ নাম**—তাদের প্রভুর দিব্য নাম; **মহারাজ**—হে রাজন্; **পার্ষদাঃ**—বিষ্ণুদূতেরা; **সহসা**—তৎক্ষণাৎ; **আপতন্**—উপস্থিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

হে রাজন্, বিষ্ণুদূতেরা মরণোন্মুখ অজামিলের মুখ থেকে তাঁদের প্রভুর দিব্য নাম শ্রবণ করে তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। অজামিল নিশ্চয় নিরপরাধে সেই নাম উচ্চারণ করেছিল, কারণ সে অত্যন্ত ভয়ার্ত হয়ে সেই নাম করেছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন, *হরিকীর্তনং নিশম্যাপতন্, কথম্ভূতস্য ভর্তুর্নাম ব্রুবতঃ*—বিষ্ণুদূতেরা সেখানে এসেছিলেন কারণ অজামিল নারায়ণের দিব্য নাম উচ্চারণ করেছিল। অজামিল যে কেন সেই নাম উচ্চারণ করছে, সেই কথা তাঁরা বিবেচনা করেননি। নারায়ণের নাম উচ্চারণ করার সময় অজামিল প্রকৃতপক্ষে পুত্রের কথা চিন্তা করছিল, কিন্তু যেহেতু তাঁরা অজামিলের মুখে তাঁদের প্রভুর নাম শুনতে পেয়েছিলেন, তাই বিষ্ণুদূতেরা তৎক্ষণাৎ অজামিলকে রক্ষা করার জন্য

সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে হরিকীর্তনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের দিব্য নাম, রূপ, লীলা এবং গুণাবলীর মহিমা কীর্তন করা। অজামিল কিন্তু ভগবানের রূপ, গুণ অথবা পরিকরের মহিমা কীর্তন করেনি, সে কেবল দিব্য নাম উচ্চারণ করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই নামকীর্তন তাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করার জন্য যথেষ্ট ছিল। বিষ্ণুদূতেরা তাঁদের প্রভুর নাম শ্রবণ করা মাত্রই সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিজয়ধ্বজ তীর্থ মন্তব্য করেছেন—*অনেন পুত্রস্নেহম্ অন্তরেণ প্রাচীনাদৃষ্টবলাদ্ উদ্ভূতয়া ভক্ত্যা ভগবান্নমসঙ্কীর্তনং কৃতম্ ইতি জ্ঞায়তে*। "অজামিল তার পুত্রের প্রতি অত্যন্ত আসক্তিবশত নারায়ণ নাম উচ্চারণ করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও, যেহেতু পূর্বে সে নারায়ণের সেবা করেছিল, তাই সেই সৌভাগ্যের ফলে সে নিরপরাধে ভক্তিসহকারে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করেছিল।"

শ্লোক ৩১

বিকর্ষতোঽন্তর্হৃদয়াদ্দাসীপতিমজামিলম্ ।
যমপ্রেষ্যান্ বিষ্ণুদূতা বারয়ামাসুরোজসা ॥ ৩১ ॥

বিকর্ষতঃ—বলপূর্বক টেনে বার করছিল; **অন্তঃ হৃদয়াৎ**—হৃদয়ের মধ্যে থেকে; **দাসী-পতিম্**—বেশ্যার পতি; **অজামিলম্**—অজামিলকে; **যম-প্রেষ্যান্**—যমদূতেরা; **বিষ্ণুদূতাঃ**—বিষ্ণুদূতেরা; **বারয়াম্ আসুঃ**—নিষেধ করেছিলেন; **ওজসা**—বজ্রনির্ঘোষ স্বরে।

অনুবাদ

যমদূতেরা যখন বেশ্যাপতি অজামিলের আত্মাকে তার হৃদয়ের অভ্যন্তর থেকে বলপূর্বক টেনে বার করছিল, তখন বিষ্ণুদূতেরা বজ্রনির্ঘোষ স্বরে তাদের নিবারণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত বৈষ্ণবদের বিষ্ণুদূতেরা সর্বদা রক্ষা করেন। অজামিল যেহেতু নারায়ণের দিব্য নাম কীর্তন করেছিলেন, তাই বিষ্ণুদূতেরা কেবলমাত্র তৎক্ষণাৎ সেখানে এসে উপস্থিতই হননি, উপরন্তু তাঁরা যমদূতদের অজামিলকে স্পর্শ করতে নিষেধ করেছিলেন। বজ্রনির্ঘোষ স্বরে তাঁরা যমদূতদের

বলেছিলেন, যদি তারা অজামিলের আত্মাকে তার হৃদয় থেকে বলপূর্বক নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, তা হলে তাঁরা তাদের দণ্ড দেবেন। সমস্ত পাপীদের উপর যমদূতদের অধিকার রয়েছে, কিন্তু কেউ যদি বৈষ্ণবদের প্রতি অন্যায় আচরণ করে, তা হলে বিষ্ণুদূতেরা যে কোন ব্যক্তিকে এমন কি যমরাজকে পর্যন্ত দণ্ড দিতে পারেন।

জড় বৈজ্ঞানিকেরা তাদের জড় যন্ত্রপাতির সাহায্যে আত্মা যে দেহের কোথায় রয়েছে তা খুঁজে পায় না, কিন্তু এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, আত্মা হৃদয়ের অভ্যন্তরে থাকে। হৃদয়ের অভ্যন্তর থেকে যমদূতেরা অজামিলের আত্মাকে টেনে বার করছিল। তেমনই আমরা জানি যে, পরমাত্মা বা ভগবান শ্রীবিষ্ণু হৃদয়ের অভ্যন্তরে বিরাজ করেন (*ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি*)। *উপনিষদে* উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমাত্মা এবং জীবাত্মা দেহরূপ বৃক্ষে পরস্পরের প্রতি সখ্যভাবাপন্ন দুটি পাখির মতো অবস্থান করে। পরমাত্মা সখ্যভাবাপন্ন কারণ ভগবান জীবাত্মার প্রতি এতই কৃপাপরবশ যে, জীবাত্মা যখন এক দেহ থেকে অন্য দেহে দেহান্তরিত হয়, তখন ভগবানও তার সঙ্গে যান। অধিকন্তু জীবাত্মার বাসনা এবং কর্ম অনুসারে ভগবান মায়ার মাধ্যমে তার জন্য আর একটি শরীর সৃষ্টি করেন।

দেহের অভ্যন্তরে হৃদয় একটি যান্ত্রিক ব্যবস্থার মতো। সেই সম্বন্ধে ভগবান *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬১) বলেছেন—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥

"হে অর্জুন, পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবকে যন্ত্রে আরোহণ করিয়ে মায়ার দ্বারা ভ্রমণ করান।" দেহরূপ যন্ত্রের চালক হচ্ছে জীবাত্মা এবং সে তার দেহটির পরিচালক ও ঈশ্বরও, কিন্তু পরম ঈশ্বর হচ্ছেন ভগবান। মায়ার দ্বারা জীবের দেহের সৃষ্টি হয় (*কর্মণা দৈবনেত্রেণ*), এবং এই জীবনে জীবের কর্ম অনুসারে, দৈবী মায়ার অধ্যক্ষতায় আর একটি যন্ত্র তৈরি হয় (*দৈবী হেষ্যা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া*)। উপযুক্ত সময়ে জীবের পরবর্তী শরীর নির্ধারিত হয় এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই সেই বিশেষ শরীররূপী যন্ত্রে স্থানান্তরিত হয়। এটিই হচ্ছে দেহান্তরের পন্থা। এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হওয়ার সময় যমদূতেরা আত্মাকে কোন বিশেষ নরকে নিক্ষেপ করে, যাতে সে তার পরবর্তী শরীরের অবস্থার সঙ্গে অভ্যস্ত হতে পারে।

শ্লোক ৩২

উচুর্নিষেধিতাস্তাংস্তে বৈবস্বতপুরঃসরাঃ ।
কে যূয়ং প্রতিষেদ্ধারো ধর্মরাজস্য শাসনম্ ॥ ৩২ ॥

উচুঃ—উত্তর দিয়েছিল; **নিষেধিতাঃ**—নিবারিত হয়ে; **তান্**—বিষ্ণুদূতদের; **তে**—তারা; **বৈবস্বত**—যমরাজের; **পুরঃ-সরাঃ**—দূত; **কে**—কে; **যূয়ম্**—আপনারা সকলে; **প্রতিষেদ্ধারঃ**—নিষেধ করছেন; **ধর্ম-রাজস্য**—ধর্মরাজ, যমরাজের; **শাসনম্**—শাসনাধিকার।

অনুবাদ

সূর্যপুত্র যমরাজের দূতেরা এইভাবে নিবারিত হয়ে উত্তর দিয়েছিল, "যমরাজের শাসনের প্রতিষেধ করার দুঃসাহসকারী আপনারা কারা ?"

তাৎপর্য

অজামিল তার পাপকর্ম অনুসারে যমরাজের শাসনাধিকারে ছিল, কারণ জীবের পাপকর্মের পরম বিচারকরূপে যমরাজ নিযুক্ত হয়েছেন। অজামিলকে স্পর্শ করতে নিষেধ করা হলে যমদূতেরা বিস্মিত হয়েছিল, কারণ তাদের কর্তব্য সম্পাদনে ত্রিভুবনে কেউ কখনও তাদের বাধা দেয়নি।

শ্লোক ৩৩

কস্য বা কুত আয়াতাঃ কস্মাদস্য নিষেধথ ।
কিং দেবা উপদেবা যা যূয়ং কিং সিদ্ধসত্তমাঃ ॥ ৩৩ ॥

কস্য—কার সেবক; **বা**—অথবা; **কুতঃ**—কোথা থেকে; **আয়াতাঃ**—আপনারা এসেছেন; **কস্মাৎ**—কি কারণে; **অস্য**—এই অজামিলের (নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে); **নিষেধথ**—নিষেধ করছেন; **কিম্**—কি; **দেবাঃ**—দেবতা; **উপদেবাঃ**—উপদেবতা; **যাঃ**—যে; **যূয়ম্**—আপনারা; **কিম্**—কি; **সিদ্ধসত্তমাঃ**—সিদ্ধ জীবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, শুদ্ধ ভক্ত।

অনুবাদ

আপনারা কার সেবক? কোথা থেকে আপনারা এসেছেন? এবং কেন আপনারা আমাদের অজামিলকে স্পর্শ করতে বাধা দিচ্ছেন? আপনারা কি দেবতা, উপদেবতা অথবা শ্রেষ্ঠ ভক্ত?

তাৎপর্য

এই শ্লোকে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শব্দটি হচ্ছে *সিদ্ধসত্তমাঃ,* যার অর্থ হচ্ছে 'সিদ্ধদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ'। *ভগবদ্গীতায়* (৭/৩) বলা হয়েছে, *মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে*—কোটি কোটি মানুষদের মধ্যে কদাচিৎ একজন সিদ্ধিলাভের বা আত্ম-উপলব্ধির চেষ্টা করে। সিদ্ধ তিনি যিনি জানেন যে, তাঁর দেহটি তাঁর স্বরূপ নয়, তাঁর স্বরূপে তিনি চিন্ময় আত্মা (*অহং ব্রহ্মাস্মি*)। বর্তমান সময়ে কেউই প্রায় সেই কথা জানে না, কিন্তু যিনি তা উপলব্ধি করেছেন, তিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন, তাই তাকে বলা হয় *সিদ্ধ।* কেউ যখন হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন যে, আত্মা হচ্ছে পরমাত্মার বিভিন্ন অংশ এবং তাই তিনি যখন পরমাত্মার প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তখন তিনি *সিদ্ধসত্তম* হন। তখন তিনি বৈকুণ্ঠলোক বা কৃষ্ণলোকে বাস করার যোগ্য হন। তাই *সিদ্ধসত্তম* শব্দটি মুক্ত শুদ্ধ ভক্তদের সূচিত করে।

যেহেতু যমদূতেরা যমরাজের সেবক এবং যমরাজ হচ্ছেন একজন সিদ্ধসত্তম, তাই তারা জানে যে, সিদ্ধসত্তম সমস্ত উপদেবতা, দেবতা এমন কি এই জড় জগতের সমস্ত জীবদের ঊর্ধ্বে। যমদূতেরা বিষ্ণুদূতদের প্রশ্ন করেছিলেন, যেখানে একজন পাপীর মৃত্যু হচ্ছে, সেখানে কেন তাঁরা উপস্থিত হয়েছেন।

এখানে দ্রষ্টব্য যে, অজামিলের তখনও মৃত্যু হয়নি, কারণ যমদূতেরা তার আত্মাকে তার হৃদয় থেকে টেনে বার করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। তারা তার আত্মাকে নিয়ে যেতে পারেনি এবং তাই অজামিলের তখনও মৃত্যু হয়নি। সেই কথা পরবর্তী শ্লোকে প্রকাশিত হবে। যখন যমদূতদের সঙ্গে বিষ্ণুদূতদের তর্ক-বিতর্ক হচ্ছিল, তখন অজামিল অচেতন অবস্থায় ছিল। অজামিলের আত্মার উপরে কার অধিকার রয়েছে তা নিয়ে তাদের মধ্যে সেই তর্ক-বিতর্ক হচ্ছিল।

শ্লোক ৩৪-৩৬

সর্বে পদ্মপলাশাক্ষাঃ পীতকৌশেয়বাসসঃ ।
কিরীটিনঃ কুণ্ডলিনো লসৎপুষ্করমালিনঃ ॥ ৩৪ ॥
সর্বে চ নূত্নবয়সঃ সর্বে চারুচতুর্ভুজাঃ ।
ধনুর্নিষঙ্গাসিগদাশঙ্খচক্রাম্বুজশ্রিয়ঃ ॥ ৩৫ ॥
দিশো বিতিমিরালোকাঃ কুর্বন্তঃ স্বেন তেজসা ।
কিমর্থং ধর্মপালস্য কিঙ্করান্নো নিষেধথ ॥ ৩৬ ॥

সর্বে—আপনারা সকলে; **পদ্ম-পলাশ-অক্ষাঃ**—পদ্মপলাশলোচন; **পীত**—হলুদ; **কৌশেয়**—রেশম; **বাসসঃ**—বসন পরিহিত; **কিরীটিনঃ**—মুকুটশোভিত; **কুণ্ডলিনঃ**—কর্ণে কুণ্ডল; **লসৎ**—উজ্জ্বল; **পুষ্কর-মালিনঃ**—পদ্মফুলের মালায় শোভিত; **সর্বে**—আপনারা সকলে; **চ**—ও; **নূত্ন-বয়সঃ**—নবযৌবন-সম্পন্ন; **সর্বে**—আপনারা সকলে; **চারু**—অত্যন্ত সুন্দর; **চতুঃ-ভুজাঃ**—চতুর্ভুজ; **ধনুঃ**—ধনুক; **নিষঙ্গ**—তূণ; **অসি**—তলোয়ার; **গদা**—গদা; **শঙ্খ**—শঙ্খ; **চক্র**—চক্র; **অম্বুজ**—পদ্মফুল; **শ্রিয়ঃ**—শোভিত; **দিশঃ**—সর্বদিক; **বিতিমির**—অন্ধকার-বিহীন; **আলোকাঃ**—অসাধারণ জ্যোতি; **কুর্বন্তঃ**—প্রদর্শন করে; **স্বেন**—নিজেদের; **তেজসা**—জ্যোতির দ্বারা; **কিমর্থম্**—কি উদ্দেশ্য; **ধর্ম-পালস্য**—ধর্মরক্ষক যমরাজের; **কিঙ্করান্**—সেবক; **নঃ**—আমাদের; **নিষেধথ**—আপনারা নিষেধ করছেন।

অনুবাদ

যমদূতেরা বলল, আপনাদের নয়ন পদ্মফুলের পাপড়ির মতো বিস্ফারিত। আপনারা পীত কৌশেয় বসনধারী, আপনাদের সকলের মাথাতেই কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, গলদেশে পদ্মফুলের মালা শোভা পাচ্ছে, এবং আপনারা সকলেই নবযৌবন-সম্পন্ন। আপনাদের দীর্ঘ চতুর্ভুজ ধনুক, তূণ, অসি, গদা, শঙ্খ, চক্র ও পদ্মের দ্বারা অলঙ্কৃত। আপনাদের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা এক অপূর্ব জ্যোতির দ্বারা এই স্থানের অন্ধকার দূর করেছে। আপনারা কেন আমাদের বাধা দিচ্ছেন?

তাৎপর্য

কোন বিদেশির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পূর্বে তার বেশভূষা, দৈহিক গঠন এবং আচার-আচরণের মাধ্যমে তার সম্বন্ধে একটি ধারণা জন্মায় এবং তার পরিচয় পাওয়া যায়। তাই যমদূতেরা যখন বিষ্ণুদূতদের প্রথম দেখেছিল, তখন তারা বিস্মিত হয়েছিল। তারা বলেছিল, "আপনাদের দেখে আমরা বুঝতে পারছি যে, আপনারা অত্যন্ত উচ্চ স্তরের ব্যক্তি, এবং আপনাদের এমনই দিব্য শক্তি রয়েছে যে, আপনাদের দেহের জ্যোতির দ্বারা আপনারা এই জড় জগতের অন্ধকার দূর করেছেন। তা হলে কেন আপনারা আমাদের কর্তব্য সম্পাদনে বাধা দিচ্ছেন?" পরে বিশ্লেষণ করা হবে যে, যমদূতেরা ভুল করে অজামিলকে পাপী বলে মনে করেছিল। তারা জানত না যে, সারা জীবন পাপকর্ম করলেও নারায়ণের নাম উচ্চারণ করার ফলে সে পবিত্র হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, বৈষ্ণব না হলে বৈষ্ণবের কার্যকলাপ বোঝা যায় না।

এই শ্লোক কয়টিতে বৈকুণ্ঠবাসীদের বেশভূষা এবং দৈহিক গঠনের যথাযথ বর্ণনা করা হয়েছে। বৈকুণ্ঠবাসীদের পরনে থাকে পীত রেশমের বসন, গলায় ফুলমালা এবং তাঁদের চার হাতে তাঁরা চারটি অস্ত্র ধারণ করেন। এইভাবে তাঁদের রূপ ভগবান শ্রীবিষ্ণুরই মতো। তাঁদের রূপ নারায়ণের মতো কারণ তাঁরা সারূপ্য মুক্তি লাভ করেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা নারায়ণের সেবকরূপেই আচরণ করেন। সমস্ত বৈকুণ্ঠবাসীরা পূর্ণরূপে অবগত যে, নারায়ণ বা কৃষ্ণ হচ্ছেন তাঁদের প্রভু এবং তাঁরা সকলেই তাঁর ভৃত্য। তাঁরা সকলেই স্বরূপসিদ্ধ, নিত্যমুক্ত জীব। যদিও তাঁরা নিজেদের নারায়ণ বা বিষ্ণু বলে ঘোষণা করতে পারেন, তবুও তাঁরা কখনও তা করেন না; তাঁরা সর্বদাই কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ হয়ে ভগবানের সেবা করেন। বৈকুণ্ঠের পরিবেশ এমনই। তেমনই, যাঁরা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের মাধ্যমে শ্রদ্ধা সহকারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার শিক্ষা লাভ করেন, তাঁরা সর্বদাই বৈকুণ্ঠলোকে বিরাজ করেন এবং এই জড় জগতে তাঁদের করণীয় কিছু থাকে না।

শ্লোক ৩৭

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুক্তে যমদূতৈস্তেবাসুদেবোক্তকারিণঃ ।
তান্ প্রত্যূচুঃ প্রহস্যেদং মেঘনির্হ্রাদয়া গিরা ॥ ৩৭ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **উক্তে**—সম্বোধিত হয়ে; **যমদূতৈঃ**—যমদূতদের দ্বারা; **তে**—তাঁরা; **বাসুদেব-উক্ত-কারিণঃ**—যাঁরা সর্বদা ভগবান বাসুদেবের আদেশ পালনে তৎপর (ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পার্ষদ হওয়ার ফলে যাঁরা সালোক্য মুক্তি লাভ করেছেন); **তান্**—তাদের; **প্রত্যূচুঃ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **প্রহস্য**—হেসে; **ইদম্**—এই; **মেঘনির্হ্রাদয়া**—মেঘের মতো গম্ভীর; **গিরা**—স্বরে।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—যমদূতেরা এইভাবে বললে, বাসুদেবের সেবকেরা হেসে জলদগম্ভীর স্বরে এই কথাগুলি বললেন।

তাৎপর্য

বিষ্ণুদূতেরা অত্যন্ত বিনম্র হওয়া সত্ত্বেও যমরাজের শাসনে বাধা দিচ্ছে দেখে যমদূতেরা অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছিল। তেমনই যমদূতেরা সমস্ত ধর্মনীতির প্রধান

বিচারক যমরাজের সেবক হওয়ার দাবি করা সত্ত্বেও যে তারা ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত নয়, তা দেখে বিষ্ণুদূতেরা অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছিলেন। তাই বিষ্ণুদূতেরা এই কথা ভেবে হেসেছিলেন, "এরা অর্থহীন কি সমস্ত কথা বলছে? এরা যদি সত্যি সত্যি যমরাজের সেবক হয়, তা হলে তাদের জানা উচিত যে, অজামিলকে নিয়ে যাওয়ার অধিকার তাদের নেই।"

শ্লোক ৩৮

শ্রীবিষ্ণুদূতা উচুঃ

যূয়ং বৈ ধর্মরাজস্য যদি নির্দেশকারিণঃ ।
ব্রূত ধর্মস্য নস্তত্ত্বং যচ্চাধর্মস্য লক্ষণম্ ॥ ৩৮ ॥

শ্রী-বিষ্ণুদূতাঃ উচুঃ—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দূতেরা বললেন; **যূয়ম্**—তোমরা সকলে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **ধর্ম-রাজস্য**—ধর্মতত্ত্ববেত্তা যমরাজের; **যদি**—যদি; **নির্দেশ-কারিণঃ**—আজ্ঞা পালনকারী; **ব্রূত**—বল; **ধর্মস্য**—ধর্মের; **নঃ**—আমাদের; **তত্ত্বম্**—তত্ত্ব; **যৎ**—যা; **চ**—ও; **অধর্মস্য**—অধর্মের; **লক্ষণম্**—লক্ষণ।

অনুবাদ

বিষ্ণুদূতেরা বললেন—তোমরা যদি সত্যিই যমরাজের সেবক হও, তা হলে আমাদের কাছে ধর্মের স্বরূপ এবং অধর্মের লক্ষণ বল।"

তাৎপর্য

যমদূতদের কাছে বিষ্ণুদূতদের এই প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভৃত্যের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে প্রভুর নির্দেশ জানা। যমদূতেরা নিজেদের যমরাজের আজ্ঞাবাহক বলে দাবি করেছিল এবং তাই বিষ্ণদূতেরা অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা সহকারে তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন ধর্মের স্বরূপ, অধর্মের লক্ষণ বিশ্লেষণ করতে। বৈষ্ণব এই তত্ত্ব খুব ভালভাবে জানেন কারণ তিনি ভগবানের নির্দেশ ভালভাবে অবগত। ভগবান বলেছেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*—"সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও।" তাই ভগবানের শরণাগত হওয়াই হচ্ছে ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব। যারা শ্রীকৃষ্ণের পরিবর্তে জড়া প্রকৃতির শরণাগত হয়েছে, তাদের জড়-জাগতিক স্থিতি যাই হোক না কেন তারা সকলেই পাপী। ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ হওয়ার ফলে তারা শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয় না, এবং তাই তাদের দুষ্কৃতকারী

পাপী, নরাধম এবং জ্ঞানহীন মূর্খ বলে বিবেচনা করা হয়। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্‌গীতায়* (৭/১৫) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥

"মূঢ়, নরাধম, মায়ার দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে এবং যারা আসুরিক ভাবাপন্ন, সেই সমস্ত দুষ্কৃতকারীরা আমার শরণাগত হয় না।" যারা শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়নি তারা প্রকৃত ধর্মতত্ত্ব জানে না; তা না হলে তারা শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হত।

বিষ্ণুদূতদের প্রশ্নগুলি অত্যন্ত উপযুক্ত। কেউ যখন কারও প্রতিনিধিত্ব করে, তখন সেই ব্যক্তির উদ্দেশ্য পূর্ণরূপে অবগত হওয়া তার অবশ্য কর্তব্য। তাই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে ভক্তদের পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হওয়া উচিত; তা না হলে তাদের মূঢ় বলে বিবেচনা করা হবে। সমস্ত ভক্তদের, বিশেষ করে প্রচারকদের কৃষ্ণভাবনামৃতের দর্শন জানা উচিত, যাতে প্রচার করার সময় তাদের লজ্জিত হতে না হয় এবং অপমানিত হতে না হয়।

শ্লোক ৩৯

কথংস্বিদ্ ধ্রিয়তে দণ্ডঃ কিং বাস্য স্থানমীপ্সিতম্ ।
দণ্ড্যাঃ কিং কারিণঃ সর্বে আহোস্বিৎকতিচিন্নৃণাম্ ॥ ৩৯ ॥

কথম্ স্বিৎ—কি উপায়ে; **ধ্রিয়তে**—প্রদান করা হয়; **দণ্ডঃ**—দণ্ড; **কিম্**—কি; **বা**—অথবা; **অস্য**—এর; **স্থানম্**—স্থান; **ঈপ্সিতম্**—বাঞ্ছিত; **দণ্ড্যাঃ**—দণ্ডদানের যোগ্য; **কিম্**—কি; **কারিণঃ**—কর্মকর্তা; **সর্বে**—সমস্ত; **আহো স্বিৎ**—অথবা কি; **কতিচিৎ**—কিছু; **নৃণাম্**—মানুষদের।

অনুবাদ

দণ্ডদানের বিধি কি? দণ্ডের উপযুক্ত কে? সমস্ত কর্মীরাই কি দণ্ডনীয় অথবা তাদের মধ্যে কয়েকজন মাত্র?

তাৎপর্য

যাদের দণ্ড দেওয়ার অধিকার রয়েছে, সকলকেই দণ্ড দেওয়া তাদের উচিত নয়। অসংখ্য জীব রয়েছে এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশই চিৎ-জগতে রয়েছেন এবং

তাঁরা নিত্যমুক্ত। এই সমস্ত নিত্যমুক্ত জীবদের বিচারের কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাদের মধ্যে অল্প কিছু সংখ্যক জীব অর্থাৎ এক-চতুর্থাংশ এই জড় জগতে রয়েছে এবং জড় জগতে ৮৪ লক্ষ যোনিভুক্ত সেই সমস্ত জীবদের মধ্যে ৮০ লক্ষ যোনিই মনুষ্যেতর। তারা দণ্ডণীয় নয়, কারণ জড়া প্রকৃতির নিয়মে তাদের আপনা থেকেই ক্রমবিবর্তন হচ্ছে। উন্নত চেতনাসম্পন্ন মানুষেরাই দায়িত্বশীল, কিন্তু তাদের মধ্যেও সকলেই দণ্ডণীয় নয়। যারা উন্নত স্তরের পুণ্যকর্মে যুক্ত, তারা দণ্ডের অতীত। কেবল যারা পাপকর্মে লিপ্ত, তারাই দণ্ডণীয়। তাই বিষ্ণুদূতেরা বিশেষভাবে প্রশ্ন করেছেন যে, কে দণ্ডণীয় ও কে দণ্ডণীয় নয় তা বিচার করার জন্য যমরাজকে কেন নিযুক্ত করা হয়েছে। কিভাবে বিচার করা হয়? দণ্ডাধিকারের মূল সিদ্ধান্ত কি? বিষ্ণুদূতেরা এই প্রশ্নগুলি উত্থাপন করেছিলেন।

শ্লোক ৪০

যমদূতা ঊচুঃ

বেদপ্রণিহিতো ধর্মো হ্যধর্মস্তদ্বিপর্যয়ঃ ।
বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভূরিতি শুশ্রুম ॥ ৪০ ॥

যমদূতাঃ ঊচুঃ—যমদূতেরা বলল; **বেদ**—সাম, যজু, ঋক্ এবং অথর্ব—এই চতুর্বেদের দ্বারা; **প্রণিহিতঃ**—নির্ধারিত; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অধর্মঃ**—অধর্ম; **তৎ-বিপর্যয়ঃ**—তার বিপরীত (যা বৈদিক অনুশাসন দ্বারা সমর্থিত হয়নি); **বেদঃ**—বেদ, জ্ঞানের গ্রন্থ; **নারায়ণঃ সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ নারায়ণ (নারায়ণের বাণী হওয়ার ফলে); **স্বয়ম্ভুঃ**—স্বয়ং উদ্ভূত, স্বয়ংসম্পূর্ণ (নারায়ণের নিঃশ্বাস থেকে উদ্ভূত হওয়ার ফলে এবং অন্য কারও কাছ থেকে যা শেখা হয়নি); **ইতি**—এইভাবে; **শুশ্রুম**—আমরা শুনেছি।

অনুবাদ

যমদূতেরা উত্তর দিল—বেদে যা কিছু নির্ধারিত হয়েছে তাই ধর্ম এবং তার বিপরীত হচ্ছে অধর্ম। বেদ সাক্ষাৎ নারায়ণ এবং তা স্বয়ং উদ্ভূত হয়েছে। সেই কথা আমরা যমরাজের কাছে শুনেছি।

তাৎপর্য

যমদূতেরা যথাযথভাবে উত্তর দিয়েছিল। তারা ধর্ম বা অধর্মের তত্ত্ব নিজেরা তৈরি করেনি। পক্ষান্তরে তারা বলেছিল যে, মহাজন যমরাজের কাছ থেকে তারা সেই

কথা শুনেছিল। *মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ*—মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণ করাই কর্তব্য। যমরাজ দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম। তাই যমরাজের অনুচর যমদূতেরা বিষ্ণুদূতদের প্রশ্নের উত্তরে স্পষ্টভাবে বলেছিল *শুশ্রুম* ("আমরা শুনেছি")। আধুনিক যুগের মানুষেরা তাদের মনগড়া ত্রুটিপূর্ণ ধর্মনীতি তৈরি করছে। সেটি ধর্ম নয়। ধর্ম এবং অধর্ম যে কি তা তারা জানে না। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতের* শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে, *ধর্মঃ প্রোজ্‌ঝিত কৈতবোঽত্র*—*বেদে* যে ধর্ম সমর্থন করা হয়নি, তা *শ্রীমদ্ভাগবত* বর্জন করেছে। ভাগবত-ধর্ম হচ্ছে সেই ধর্ম যা ভগবান দান করেছেন। ভাগবত-ধর্ম হচ্ছে *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*—ভগবানের পরম ঈশ্বরত্ব স্বীকার করে তাঁর শরণাগত হয়ে তাঁর বাণী অনুসরণ করা। সেটিই হচ্ছে ধর্ম। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, অর্জুন মনে করেছিলেন যে, হিংসা হচ্ছে অধর্ম এবং তাই তিনি যুদ্ধ থেকে বিরত হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে যুদ্ধ করতে অনুপ্রাণিত করেন। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পালন করেছিলেন এবং তাই তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত ধার্মিক, কারণ শ্রীকৃষ্ণের আদেশই হচ্ছে ধর্ম। *ভগবদ্‌গীতায়* (১৫/১৫) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*—"সমস্ত *বেদের* বা জ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাকে জানা।" যাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে যথাযথভাবে জানেন তাঁরা মুক্ত। সেই সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্‌গীতায়* (৪/৯) বলেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্য ধাম লাভ করেন।" যাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে জানেন এবং তাঁর আদেশ পালন করেন, তাঁরাই ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার উপযুক্ত। এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, *বেদের* নির্দেশই হচ্ছে ধর্ম এবং যা বেদবিহিত নয় তাই অধর্ম।

ধর্ম প্রকৃতপক্ষে নারায়ণও সৃষ্টি করেননি। *বেদে* বলা হয়েছে, *অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋগ্বেদঃ ইতি*—নারায়ণের নিঃশ্বাস থেকে ধর্ম উদ্ভূত হয়েছে। নারায়ণ নিত্য, তাঁর নিঃশ্বাসও নিত্য এবং তাই নারায়ণের নির্দেশও নিত্য বর্তমান। মধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের আদি আচার্য শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন—

বেদানাং প্রথমো বক্তা হরিরেব যতো বিভুঃ ।
অতো বিষ্ণ্বাত্মকা বেদা ইত্যাহুর্বেদবাদিনঃ ॥

বেদের চিন্ময় বাণী ভগবানের শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে। তাই বৈদিক তত্ত্ব হচ্ছে বৈষ্ণবতত্ত্ব, কারণ বিষ্ণু হচ্ছেন সমস্ত *বেদের* উৎস। *বেদে* বিষ্ণুর উপদেশ ছাড়া আর কিছু নেই এবং তাই যিনি বৈদিক সিদ্ধান্ত অনুসরণ করেন, তিনি হচ্ছেন বৈষ্ণব। বৈষ্ণব এই জড় জগতে তৈরি কোন সংস্থার সদস্য নয়। বৈষ্ণব হচ্ছেন প্রকৃত বেদজ্ঞ, যেকথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে (*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*)।

শ্লোক ৪১

যেন স্বধাম্ন্যমী ভাবা রজঃসত্ত্বতমোময়াঃ ।
গুণনামক্রিয়ারূপৈর্বিভাব্যন্তে যথাতথম্ ॥ ৪১ ॥

যেন—যাঁর দ্বারা (নারায়ণ); **স্ব-ধাম্নি**—যদিও তাঁর ধাম চিৎ-জগতে বিরাজ করেন; **অমী**—এই সমস্ত; **ভাবাঃ**—প্রকাশ; **রজঃ-সত্ত্ব-তমঃ-ময়াঃ**—সত্ত্ব, রজ এবং তম—জড়া প্রকৃতির এই তিনটি গুণের দ্বারা সৃষ্ট; **গুণ**—গুণ; **নাম**—নাম; **ক্রিয়া**—কার্যকলাপ; **রূপৈঃ**—এবং রূপ সমন্বিত; **বিভাব্যন্তে**—বিভিন্নরূপে ব্যক্ত; **যথাতথম্**—যথাযথভাবে।

অনুবাদ

সর্বকারণের পরম কারণ নারায়ণ তাঁর ধাম চিৎ-জগতে বিরাজ করেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সত্ত্ব, রজ এবং তম—জড়া প্রকৃতির এই তিনটি গুণের দ্বারা সমগ্র জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করেন। এইভাবে সমস্ত জীব বিভিন্ন গুণ, বিভিন্ন নাম (যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ইত্যাদি), বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুসারে বিভিন্ন কর্তব্য এবং বিভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হয়েছে। এইভাবে নারায়ণ হচ্ছেন সমগ্র জগতের কারণ।

তাৎপর্য

বেদে বলা হয়েছে—

ন তস্য কার্যং করণং চ বিদ্যতে
ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥

(*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* ৬/৮)

পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ সর্বশক্তিমান। তাঁর বিবিধ শক্তি রয়েছে এবং তাই তিনি তাঁর ধামে বিরাজ করা সত্ত্বেও জড়া প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই তিনটি গুণের মিথস্ক্রিয়ার দ্বারা সমগ্র জগৎ অনায়াসে পরিচালনা করতে পারেন এবং পালন করতে পারেন। এই মিথস্ক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন রূপ, দেহ, কার্যকলাপ এবং পরিবর্তনের সৃষ্টি হয়, এবং তা নিখুঁতভাবে সম্পাদিত হয়। ভগবান যেহেতু পূর্ণ, তাই সব কিছু এমনভাবে কার্য করেন যেন তিনি স্বয়ং সেইগুলি পর্যবেক্ষণ করছেন এবং তাতে অংশগ্রহণ করছেন। নাস্তিকেরা কিন্তু জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ার ফলে, নারায়ণকে সমস্ত কার্যকলাপের পিছনে পরম কারণ বলে দর্শন করতে পারে না। সেই সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৩) বলেছেন—

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥

"তিনটি গুণের দ্বারা (সত্ত্ব, রজ ও তম) মোহিত হওয়ার ফলে সমগ্র জগৎ এই সমস্ত ভাবের অতীত এবং অব্যয় আমাকে জানতে পারে না।" মূর্খ অজ্ঞাবাদীরা যেহেতু মোহিত, জড়া প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন, তাই তারা বুঝতে পারে না যে, নারায়ণ বা শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত কার্যকলাপের পরম কারণ। সেই সম্বন্ধে *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/১) বলা হয়েছে—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

"শ্রীকৃষ্ণ যিনি গোবিন্দ নামে পরিচিত, তিনিই হচ্ছেন পরম নিয়ন্তা। তাঁর দেহ সচ্চিদানন্দময়। তিনি সব কিছুর আদি। তাঁর নিজের অন্য কোন উৎস নেই, কারণ তিনিই হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ।"

শ্লোক ৪২

সূর্যোঽগ্নিঃ খং মরুদ্দেবঃ সোমঃ সন্ধ্যাহনী দিশঃ ।
কং কুঃ স্বয়ং ধর্ম ইতি হ্যেতে দৈহ্যস্য সাক্ষিণঃ ॥ ৪২ ॥

সূর্যঃ—সূর্যদেব; **অগ্নিঃ**—অগ্নি; **খম্**—আকাশ; **মরুৎ**—বায়ু; **দেবঃ**—দেবতাগণ; **সোমঃ**—চন্দ্র; **সন্ধ্যা**—সন্ধ্যা; **অহনী**—দিন ও রাত্রি; **দিশঃ**—দিকসমূহ; **কম্**—জল; **কুঃ**—স্থল; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **ধর্মঃ**—ধর্মরাজ বা পরমাত্মা; **ইতি**—এইভাবে; **হি**—

বস্তুতপক্ষে; **এতে**—এই সমস্ত; **দৈহ্যস্য**—জড় তত্ত্বের দ্বারা রচিত শরীরে নিবাসকারী জীবাত্মা; **সাক্ষিণঃ**—সাক্ষী।

অনুবাদ

সূর্য, অগ্নি, আকাশ, বায়ু, দেবতা, চন্দ্র, সন্ধ্যা, দিন, রাত্রি, দিক, জল, পৃথিবী এবং পরমাত্মা স্বয়ং জীবের সমস্ত কর্মের সাক্ষী।

তাৎপর্য

কোন কোন ধর্মাবলম্বীরা, বিশেষ করে খ্রিস্টানেরা কর্মফলে বিশ্বাস করে না। এক সময় এক খ্রিস্টান প্রফেসারের সঙ্গে আলোচনার সময় সেই ভদ্রলোক তর্ক উত্থাপন করেছিলেন যে, অপরাধীর দুষ্কর্মের সাক্ষ্য অনুসারে বিচার হয় এবং তারপর তাকে দণ্ড দেওয়া হয়, কিন্তু আমাদের পূর্বকৃত কর্মের ফল ভোগের জন্য সাক্ষী কোথায়? তাঁর সেই প্রশ্নের উত্তর এখানে যমদূতেরা দিয়েছে। বদ্ধ জীব মনে করে যে, সে সকলের অগোচরে তার কুকর্ম করছে এবং কেউই তার পাপকর্ম দর্শন করছে না। কিন্তু শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, সূর্য, অগ্নি, আকাশ, বায়ু, চন্দ্র, দেবতা, সন্ধ্যা, দিন, রাত্রি, দিক, জল, পৃথিবী এবং প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মা—এই রকম বহু সাক্ষী রয়েছেন। সাক্ষীর অভাব কোথায়? সাক্ষী ও ভগবান উভয়েই রয়েছেন এবং তাই কোন জীব উচ্চতর লোকে উন্নীত হয় এবং কোন জীব নরকাদি নিম্নতর লোকে অধঃপতিত হয়। সেই সিদ্ধান্তের কোন গরমিল নেই, কারণ ভগবানের পরিচালনায় সব কিছু নিখুঁতভাবে আয়োজিত হয়েছে (*স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ*)। এই শ্লোকে যে সমস্ত সাক্ষীর উল্লেখ করা হয়েছে, অন্য বৈদিক শাস্ত্রেও তাদের উল্লেখ করা হয়েছে—

আদিত্যচন্দ্রাবনিলোঽনলশ্চ
দ্যৌর্ভূমিরাপো হৃদয়ং যমশ্চ ।
অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভে চ সন্ধ্যে
ধর্মোঽপি জানাতি নরস্য বৃত্তম্ ॥

শ্লোক ৪৩

এতৈরধর্মো বিজ্ঞাতঃ স্থানং দণ্ডস্য যুজ্যতে ।
সর্বে কর্মানুরোধেন দণ্ডমর্হন্তি কারিণঃ ॥ ৪৩ ॥

এতৈঃ—সূর্যদেব আদি এই সমস্ত সাক্ষীদের দ্বারা; **অধর্মঃ**—ধর্মবিরোধ; **বিজ্ঞাতঃ**—জ্ঞাত; **স্থানম্**—উপযুক্ত স্থান; **দণ্ডস্য**—দণ্ডের; **যুজ্যতে**—মনে করা হয়; **সর্বে**—সমস্ত; **কর্ম-অনুরোধেন**—কর্ম অনুসারে; **দণ্ডম্**—দণ্ড; **অর্হন্তি**—যোগ্য হয়; **কারিণঃ**—পাপকর্ম অনুষ্ঠানকারী।

অনুবাদ

এই সমস্ত সাক্ষীদের দ্বারা বিজ্ঞাত অধর্ম আচরণকারীই দণ্ডের পাত্র। সকাম কর্মে লিপ্ত প্রতিটি ব্যক্তিই তাদের পাপকর্ম অনুসারে দণ্ডনীয়।

শ্লোক ৪৪

সম্ভবন্তি হি ভদ্রাণি বিপরীতানি চানঘাঃ ।
কারিণাং গুণসঙ্গোঽস্তি দেহবান্ ন হ্যকর্মকৃৎ ॥ ৪৪ ॥

সম্ভবন্তি—হয়; **হি**—বস্তুত; **ভদ্রাণি**—শুভ, পুণ্যকর্ম; **বিপরীতানি**—ঠিক তার বিপরীত (অশুভ, পাপকর্ম); **চ**—ও; **অনঘাঃ**—হে নিষ্পাপ বৈকুণ্ঠবাসী; **কারিণাম্**—কর্মীদের; **গুণ-সঙ্গঃ**—ত্রিগুণের কলুষ; **অস্তি**—হয়; **দেহবান্**—যে জড় দেহ ধারণ করেছে; **ন**—না; **হি**—বস্তুত; **অকর্ম-কৃৎ**—কর্ম অনুষ্ঠান না করে।

অনুবাদ

হে বৈকুণ্ঠবাসীগণ, আপনারা নিষ্পাপ, কিন্তু এই জড় জগতে পাপ অথবা পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানকারী সকলেই কর্মী। উভয় প্রকার কর্মই তাদের পক্ষে সম্ভব, কারণ তারা জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা কলুষিত এবং গুণের প্রভাব অনুসারে তারা কর্ম করতে বাধ্য হয়। দেহধারী জীব কখনও কর্ম না করে থাকতে পারে না এবং প্রকৃতির গুণ অনুসারে যারা কর্ম করে, তারা পাপকর্ম করতে বাধ্য। তাই এই জড় জগতে সমস্ত জীবই দণ্ডনীয়।

তাৎপর্য

মানুষ এবং মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য এই যে, মানুষের বৈদিক নির্দেশ অনুসারে আচরণ করার কথা। দুর্ভাগ্যবশত, মানুষ তাদের মনগড়া, বেদবিরুদ্ধ কর্মের পন্থা উদ্ভাবন করছে। তাই তারা সকলেই পাপকর্ম করে দণ্ডনীয় হচ্ছে।

শ্লোক ৪৫

যেন যাবান্ যথাধর্মো ধর্মো বেহ সমীহিতঃ ।
স এব তৎফলং ভুঙ্‌ক্তে তথা তাবদমুত্র বৈ ॥ ৪৫ ॥

যেন—যার দ্বারা; **যাবান্**—যে পর্যন্ত; **যথা**—যেভাবে; **অধর্মঃ**—অধর্ম; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **বা**—অথবা; **ইহ**—এই জীবনে; **সমীহিতঃ**—অনুষ্ঠিত; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **এব**—বস্তুত; **তৎফলম্**—তার বিশেষ ফল; **ভুঙ্‌ক্তে**—ভোগ করে; **তথা**—সেইভাবে; **তাবৎ**—সেই পরিমাণ; **অমুত্র**—পরবর্তী জীবনে; **বৈ**—বস্তুত।

অনুবাদ

এই জীবনে যে ব্যক্তি যে পরিমাণ ও যে প্রকার ধর্ম অথবা অধর্ম আচরণ করে, পরবর্তী জীবনে সেই ব্যক্তি সেই পরিমাণ ও সেই প্রকার কর্মফল ভোগ করে।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় (১৪/১৮) উল্লেখ করা হয়েছে—

ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥

যারা সত্ত্বগুণে আচরণ করে, তারা স্বর্গলোকে দেবশরীর প্রাপ্ত হয়, যারা সাধারণভাবে আচরণ করে এবং অত্যধিক পাপকর্ম করে না, তারা মধ্যবর্তী লোকে থাকে এবং যারা জঘন্য পাপকর্ম করে, তারা নরকে অধঃপতিত হয়।

শ্লোক ৪৬

যথেহ দেবপ্রবরাস্ত্রৈবিধ্যমুপলভ্যতে ।
ভূতেষু গুণবৈচিত্র্যাত্তথান্যত্রানুমীয়তে ॥ ৪৬ ॥

যথা—ঠিক যেমন; **ইহ**—এই জীবনে; **দেব-প্রবরাঃ**—হে দেবশ্রেষ্ঠগণ; **ত্রৈ-বিধ্যম্**—তিন প্রকার বৈশিষ্ট্য; **উপলভ্যতে**—লাভ হয়; **ভূতেষু**—সমস্ত জীবের মধ্যে; **গুণ-বৈচিত্র্যাৎ**—প্রকৃতির তিন গুণের কলুষের বৈচিত্র্যের ফলে; **তথা**—তেমনই; **অন্যত্র**—অন্য স্থানে; **অনুমীয়তে**—অনুমান করা হয়।

অনুবাদ

হে দেবশ্রেষ্ঠগণ, প্রকৃতির তিন গুণের প্রভাবের ফলে আমরা তিন প্রকার জীবন দেখতে পাই। তার ফলে জীবেদের শান্ত, চঞ্চল এবং মূঢ়; সুখী, অসুখী এবং তাদের মধ্যবর্তী; অথবা ধার্মিক, অধার্মিক এবং প্রায়-ধার্মিকরূপে দেখতে পাওয়া যায়। তা থেকে আমরা ঠিক করতে পারি যে, পরবর্তী জীবনেও জড়া প্রকৃতির এই তিন গুণ এইভাবে কার্য করবে।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতির তিন গুণের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া আমরা এই জীবনে দেখতে পাই। যেমন কিছু লোক সুখী, কিছু লোক অত্যন্ত দুঃখী, আবার কিছু লোকের জীবন সুখ এবং দুঃখের মিশ্রণ। এগুলি পূর্ববর্তী জীবনে সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের সংসর্গের পরিণাম। যেহেতু এই জীবনে এই বৈচিত্র্যগুলি দেখা যায়, তা থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে, পরবর্তী জীবনেও মানুষ প্রকৃতির গুণের সংসর্গ অনুসারে সুখী, দুঃখী অথবা মিশ্র ফল ভোগ করবে। তাই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে জড়া প্রকৃতির সঙ্গ বিবর্জিত হয়ে সর্বদা তাদের কলুষের ঊর্ধ্বে থাকা। তা সম্ভব হয় যখন কেউ পূর্ণরূপে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়। *ভগবদ্গীতায়* (১৪/২৬) সেই কথা প্রতিপন্ন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"যিনি ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে আমার সেবা করেন এবং যিনি কোন অবস্থাতেই অধঃপতিত হন না, তিনিই প্রকৃতির সমস্ত গুণ অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত অবস্থায় উন্নীত হয়েছেন।" ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় পূর্ণরূপে মগ্ন না হলে, জড়া প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা প্রভাবিত হতে হয় এবং তার ফলে দুঃখ অথবা সুখ-দুঃখের মিশ্রণ ভোগ করতে হয়।

শ্লোক ৪৭

বর্তমানোঽন্যয়োঃ কালো গুণাভিজ্ঞাপকো যথা ।
এবং জন্মান্যয়োরেতদ্ধর্মাধর্মনিদর্শনম্ ॥ ৪৭ ॥

বর্তমানঃ—বর্তমান; **অন্যয়োঃ**—অতীত এবং ভবিষ্যতের; **কালঃ**—কাল; **গুণ-অভিজ্ঞাপকঃ**—গুণগুলি জানায়; **যথা**—ঠিক যেমন; **এবম্**—এইভাবে; **জন্ম**—জন্ম;

অন্যয়োঃ—অতীত এবং ভবিষ্যৎ জন্মের; **এতৎ**—এই; **ধর্ম**—ধর্ম; **অধর্ম**—অধর্ম; **নিদর্শনম্**—নিদর্শন করে।

অনুবাদ

ঠিক যেমন বর্তমান বসন্ত ঋতু অতীতের এবং ভবিষ্যতের বসন্ত ঋতুর প্রকৃতি নির্দেশ করে, তেমনই এই জীবনের সুখ, দুঃখ অথবা তাদের মিশ্রণ পূর্ববর্তী জীবনের এবং ভবিষ্যৎ জীবনের ধর্ম এবং অধর্ম আচরণের নিদর্শন-স্বরূপ হয়।

তাৎপর্য

আমাদের অতীত এবং ভবিষ্যৎ বুঝতে পারা খুব একটা কঠিন নয়, কারণ প্রকৃতির তিন গুণের কলুষের প্রভাবে কালক্রমে আমরা ফলভোগ করি। বসন্তের আগমনে বিভিন্ন প্রকার ফুল ও ফল আপনা থেকেই প্রকাশিত হয় এবং তা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, অতীতের বসন্ত ঋতুগুলিও ঠিক এইভাবে ফুলে-ফলে শোভিত ছিল এবং ভবিষ্যতেও সেইভাবেই শোভিত হবে। আমাদের জন্ম-মৃত্যুর চক্র কালের অধীনে ঘটছে এবং জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব অনুসারে আমরা বিভিন্ন প্রকার দেহ প্রাপ্ত হচ্ছি এবং বিভিন্ন অবস্থা ভোগ করছি।

শ্লোক ৪৮

মনসৈব পুরে দেবঃ পূর্বরূপং বিপশ্যতি ।
অনুমীমাংসতেঽপূর্বং মনসা ভগবানজঃ ॥ ৪৮ ॥

মনসা—মনের দ্বারা; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **পুরে**—স্বীয় পুরীতে অথবা হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে; **দেবঃ**—যম দেবতা (*দিব্যতীতি দেবঃ,* যিনি সর্বদা জ্যোতির্ময় এবং উজ্জ্বল, তাঁকে বলা হয় দেব); **পূর্ব-রূপম্**—পূর্বের ধর্ম ও অধর্মের স্থিতি; **বিপশ্যতি**—পূর্ণরূপে দর্শন করে; **অনুমীমাংসতে**—তিনি বিবেচনা করেন; **অপূর্বম্**—ভবিষ্যৎ অবস্থা; **মনসা**—মনের দ্বারা; **ভগবান্**—যিনি সর্বশক্তিমান; **অজঃ**—ব্রহ্মার মতো উত্তম।

অনুবাদ

সর্বশক্তিমান যমরাজ ব্রহ্মারই মতো। কারণ তাঁর নিজের ধামে অথবা পরমাত্মার মতো সকলের হৃদয়ে অবস্থান করে মনের দ্বারা তিনি জীবের পূর্বকৃত আচরণ দেখতে পান, এবং এইভাবে তিনি বুঝতে পারেন জীব ভবিষ্যতে কিভাবে আচরণ করবে।

তাৎপর্য

যমরাজকে একজন সাধারণ জীব বলে মনে করা উচিত নয়। তিনি ব্রহ্মারই মতো। সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মা তাঁকে পূর্ণ সহযোগিতা করেন এবং তাই পরমাত্মার কৃপায় তিনি অন্তর থেকে জীবের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ দর্শন করতে পারেন। *অনুমীমাংসতে* শব্দটির অর্থ হচ্ছে তিনি পরমাত্মার সঙ্গে পরমার্শ করে বিচার করতে পারেন। *অনু* মানে হচ্ছে 'অনুসরণ করে'। জীবের পরবর্তী জীবন প্রকৃতপক্ষে নির্ধারিত হয় পরমাত্মার দ্বারা, এবং তা সম্পাদিত হয় যমরাজের দ্বারা।

শ্লোক ৪৯

যথাজ্ঞস্তমসা যুক্ত উপাস্তে ব্যক্তমেব হি।
ন বেদ পূর্বমপরং নষ্টজন্মস্মৃতিস্তথা ॥ ৪৯ ॥

যথা—ঠিক যেমন; **অজ্ঞঃ**—অজ্ঞ জীব; **তমসা**—নিদ্রায়; **যুক্তঃ**—অভিভূত; **উপাস্তে**—অনুসারে কার্য করে; **ব্যক্তম্**—স্বপ্নে দৃশ্যমান শরীর; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **হি**—বস্তুত; **ন বেদ**—জানে না; **পূর্বম্**—পূর্বের শরীর; **অপরম্**—পরবর্তী শরীর; **নষ্ট**—বিনষ্ট; **জন্ম-স্মৃতিঃ**—জন্মের স্মৃতি; **তথা**—তেমনই।

অনুবাদ

নিদ্রাভিভূত ব্যক্তি যেমন তার স্বপ্নদৃষ্ট শরীরকে তার নিজের স্বরূপ বলে মনে করে, ঠিক তেমনই জীব তার পূর্বকৃত পুণ্য অথবা পাপকর্ম অনুসারে প্রাপ্ত বর্তমান শরীরটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে, এবং তার অতীত অথবা ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারে না।

তাৎপর্য

মানুষ তার পূর্ব জীবনের কর্ম অনুসারে, ত্রিতাপ দুঃখ জর্জরিত বর্তমান পঞ্চভৌতিক শরীরটি কিভাবে লাভ করেছে তা না জানার ফলে, সে পাপকর্মে লিপ্ত হয়। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৫/৫/৪) ঋষভদেব বলেছেন, *নূনং প্রমত্তঃ কুরুতে বিকর্ম* —ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে উন্মত্ত ব্যক্তি পাপকর্ম করতে দ্বিধা করে না। *যদ্ ইন্দ্রিয়প্রীতয় আপৃণোতি*—সে কেবল তার ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য পাপ আচরণ করে। *ন সাধু মন্যে*—তা ভাল নয়। *যত আত্মনোঽয়ম্ অসন্নপি ক্লেশদা আস দেহঃ*—এই প্রকার পাপকর্মের ফলে দুঃখভোগ করার জন্য সে আর একটি শরীর প্রাপ্ত হয়, ঠিক যেভাবে তার পূর্বকৃত পাপকর্মের ফলে সে তার বর্তমান শরীরে দুঃখভোগ করছে।

এখানে বুঝতে হবে যে, যার বৈদিক জ্ঞান নেই, সে পূর্বে কি করেছে, বর্তমানে কি করছে এবং ভবিষ্যতে সে কিভাবে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করবে, সেই সম্বন্ধে অজ্ঞতা থেকে সে আচরণ করে। সে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞানাচ্ছন্ন। তাই বৈদিক নির্দেশ হচ্ছে *তমসো মা*—"অন্ধকারে থেকো না।" *জ্যোতির্গম*—"আলোকে যাওয়ার চেষ্টা কর।" আলোক বা জ্যোতি হচ্ছে বৈদিক জ্ঞান, যা সত্ত্বগুণে উন্নীত হওয়ার ফলে বা শ্রীগুরুদেব এবং ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার ফলে সত্ত্বগুণ অতিক্রম করার দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তা *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে* (৬/২৩) বর্ণিত হয়েছে—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

"যে মহাত্মাদের ভগবান এবং শ্রীগুরুদেবে পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে, তাঁদের কাছে বৈদিক জ্ঞান আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়।" *বেদে* নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, *তদ্‌বিজ্ঞানার্থং স গুরুম্ এবাভিগচ্ছেৎ*—পূর্ণ বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন সদ্‌গুরুর শরণাগত হওয়া উচিত এবং ভগবানের ভক্ত হওয়ার জন্য তাঁর দ্বারা শ্রদ্ধাসহকারে পরিচালিত হওয়া উচিত। তখন *বেদের* জ্ঞান প্রকাশিত হবে। বৈদিক জ্ঞান প্রকাশের ফলে, তখন আর জড়া প্রকৃতির অন্ধকারে থাকতে হয় না।

সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের সংসর্গ অনুসারে জীব বিশেষ শরীর প্রাপ্ত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, যিনি সত্ত্বগুণের সংসর্গে রয়েছেন, তিনি যোগ্য ব্রাহ্মণ। এই প্রকার ব্রাহ্মণ অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ জানেন, কারণ তিনি বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ পালন করেন এবং শাস্ত্রচক্ষুর মাধ্যমে দর্শন করেন। তিনি জানেন তাঁর অতীত কি ছিল, কেন তিনি বর্তমান শরীরে রয়েছেন, এবং কিভাবে তিনি মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হবেন যাতে তাঁকে আর কোন জড় শরীর ধারণ করতে না হয়। সত্ত্বগুণে অবস্থিত হওয়ার ফলে তা সম্ভব হয়। কিন্তু জীব সাধারণত রজ এবং তমোগুণে আচ্ছন্ন থাকে।

সে যাই হোক, পরমাত্মার বিবেচনা অনুসারে জীব নিম্ন অথবা উচ্চ স্তরের শরীর প্রাপ্ত হয়। সেই সম্বন্ধে পূর্ববর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে—

মনসৈব পুরে দেবঃ পূর্বরূপং বিপশ্যতি ।
অনুমীমাংসতেঽপূর্বং মনসা ভগবানজঃ ॥

সব কিছু নির্ভর করে ভগবান বা অজর উপরে। শ্রেষ্ঠতর শরীর লাভের জন্য মানুষ কেন ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করে না? তার উত্তর হচ্ছে, *অজ্ঞস্তমসা*—গভীর অজ্ঞতা। যে অন্ধকারে আচ্ছন্ন, সে জানতে পারে না তার পূর্ববর্তী জীবন কি ছিল এবং তার পরবর্তী জীবন কি হবে; সে কেবল তার বর্তমান শরীরটি

নিয়েই ব্যস্ত। মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও অজ্ঞানাচ্ছন্ন ব্যক্তি একটি পশুর মতো তার বর্তমান শরীর নিয়েই ব্যস্ত। পশু অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ার ফলে মনে করে যে, জীবনের চরম উদ্দেশ্য এবং পরম সুখ হচ্ছে যথাসাধ্য আহার করা। মানুষের কর্তব্য তার পূর্ববর্তী জীবন সম্বন্ধে অবগত হওয়া এবং ভবিষ্যৎ জীবনকে কি করে আরও সুন্দর করে গড়ে তোলা যায় সেই জন্য চেষ্টা করার শিক্ষা লাভ করা। *ভৃগুসংহিতা* নামে একটি বই রয়েছে, যাতে জ্যোতির্গণনা অনুসারে মানুষের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য পাওয়া যায়। মানুষের কর্তব্য কোন না কোনভাবে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হওয়া। যে কেবল তার বর্তমান শরীর নিয়েই ব্যস্ত এবং যতখানি সম্ভব ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রচেষ্টায় রত, সে তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন বলে বুঝতে হবে। তার ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন। বস্তুতপক্ষে, তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন ব্যক্তিদের ভবিষ্যৎ সর্বদাই অন্ধকারাচ্ছন্ন। বিশেষ করে এই যুগে মানব-সমাজ তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন, এবং তাই সকলেই তাদের অতীত অথবা ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা না করে তাদের বর্তমান শরীরটিকে সর্বস্ব বলে মনে করছে।

শ্লোক ৫০

পঞ্চভিঃ কুরুতে স্বার্থান্ পঞ্চ বেদাথ পঞ্চভিঃ ।
একস্তু ষোড়শেন ত্রীন্ স্বয়ং সপ্তদশোঽশ্নুতে ॥ ৫০ ॥

পঞ্চভিঃ—(বাক, পাণি, পাদ, পায়ু এবং উপস্থ) এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; **কুরুতে**—অনুষ্ঠান করে; **স্ব-অর্থান্**—তার স্বার্থ; **পঞ্চ**—(শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ) এই পঞ্চ তন্মাত্র; **বেদ**—জানে; **অথ**—এইভাবে; **পঞ্চভিঃ**—(চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক) এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা; **একঃ**—এক; **তু**—কিন্তু; **ষোড়শেন**—এই পনেরটি বিষয় এবং মনের দ্বারা; **ত্রীন্**—তিন প্রকার অনুভূতি (সুখ, দুঃখ এবং এই দুই-এর মিশ্রণ); **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **সপ্তদশঃ**—সপ্তদশ বিষয়; **অশ্নুতে**—উপভোগ করে।

অনুবাদ

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ তন্মাত্রের উর্ধ্বে হচ্ছে মন, যা ষোড়শ তত্ত্ব। মনের উর্ধ্বে সপ্তদশ তত্ত্ব হচ্ছে আত্মা অর্থাৎ জীব স্বয়ং, যে অন্য ষোলটির সহযোগিতায় একা জড় জগৎকে ভোগ করে। জীব সুখ, দুঃখ এবং সুখ-দুঃখের মিশ্রণ—এই তিন প্রকার পরিস্থিতি উপভোগ করে।

তাৎপর্য

সকলেই তাদের হাত, পা এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্মে লিপ্ত হয় তাদের মনগড়া ধারণা অনুসারে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করা, সেই কথা না জেনে মানুষ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ এবং স্পর্শ—এই পঞ্চ তন্মাত্র উপভোগ করার চেষ্টা করে। ভগবানকে অমান্য করার ফলে জীব ভববন্ধনে জড়িয়ে পড়ে এবং ভগবানের নির্দেশ অনুসরণ না করে তার মনগড়া ধারণা অনুসারে, তার অবস্থার উন্নতিসাধন করার চেষ্টা করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভগবান এতই কৃপাময় যে, তিনি বিভ্রান্ত জীবকে তার আদেশ পালন করার মাধ্যমে কিভাবে সচ্চিদানন্দময় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়, সেই শিক্ষা দেওয়ার জন্য স্বয়ং এখানে আসেন। জীবের দেহ জড় উপাদানের এক অত্যন্ত জটিল সমন্বয় এবং সেই দেহে সে একাকী সংগ্রাম করে, যে কথা এই শ্লোকে *একঃ তু* শব্দ দুটির মাধ্যমে সূচিত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, কেউ যদি সমুদ্রের মধ্যে সংগ্রাম করে, তা হলে তাকে একা সাঁতার কাটতে হয়। যদিও অন্য মানুষেরা এবং জলচর প্রাণীরা সমুদ্রে সাঁতার কাটছে, তবু তাকে একাই নিজেকে রক্ষা করতে হয়। কেউ তাকে সাহায্য করবে না। তাই এই শ্লোকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সপ্তদশ তত্ত্ব, আত্মাকে একাকী কার্য করতে হয়। যদিও সে সমাজ, মৈত্রী এবং প্রীতি সৃষ্টি করার চেষ্টা করে, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া কেউই তাকে সাহায্য করতে পারে না। তাই শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টিবিধান কি করে করা যায়, সেটিই তার একমাত্র চিন্তা হওয়া উচিত। শ্রীকৃষ্ণও তাই চান (*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং স্মরণং ব্রজ*)। জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ বিভ্রান্ত মানুষেরা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু যদিও তারা মানুষ এবং জাতির মধ্যে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করে, তবুও তাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়। সকলকেই প্রকৃতির উপাদানগুলি নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য একাই সংগ্রাম করতে হয়। তাই মানুষের একমাত্র ভরসা, শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে তাঁর শরণাগত হওয়া, কারণ তিনিই কেবল ভবসাগর থেকে উদ্ধার করার জন্য সাহায্য করতে পারেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই প্রার্থনা করেছেন—

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-
স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥

"হে কৃষ্ণ, হে নন্দনন্দন, আমি তোমার নিত্য দাস; কিন্তু কোন না কোন ক্রমে আমি এই ভয়ঙ্কর ভবসমুদ্রে পতিত হয়েছি, এবং বহু চেষ্টা করা সত্ত্বেও আমি নিজেকে রক্ষা করতে পারছি না। তাই দয়া করে তুমি আমাকে তুলে নিয়ে তোমার শ্রীপাদপদ্মে ধূলিকণা-সদৃশ স্থাপন কর। তা হলেই আমি রক্ষা পাব।"

তেমনই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গেয়েছেন—

অনাদি করম-ফলে, পড়ি' ভবার্ণব-জলে,
তরিবারে না দেখি উপায় ।

"হে ভগবান, আমি যে কিভাবে এই অজ্ঞানের সমুদ্রে পতিত হয়েছি তা মনে করতে পারছি না এবং কিভাবে যে আমি এখান থেকে উদ্ধার পেতে পারি তার কোন উপায়ও আমি দেখতে পাই না।" আমাদের মনে রাখা উচিত যে, সকলেই তার নিজের জীবনের জন্য দায়ী। কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্ত হন, তখন তিনি অজ্ঞানের সমুদ্র থেকে উদ্ধার লাভ করেন।

শ্লোক ৫১

তদেতৎ ষোড়শকলং লিঙ্গং শক্তিত্রয়ং মহৎ ।
ধত্তেঽনুসংসৃতিং পুংসি হর্ষশোকভয়ার্তিদাম্ ॥ ৫১ ॥

তৎ—অতএব; **এতৎ**—এই; **ষোড়শ-কলম্**—ষোলটি অংশের দ্বারা রচিত (যথা দশেন্দ্রিয়, মন এবং পঞ্চ তন্মাত্র); **লিঙ্গম্**—সূক্ষ্ম শরীর; **শক্তি-ত্রয়ম্**—জড়া প্রকৃতির তিন গুণের প্রভাব; **মহৎ**—দুর্নিবার; **ধত্তে**—দেয়; **অনুসংসৃতিম্**—বিভিন্ন প্রকার শরীরে প্রায় নিরন্তর ভ্রমণ; **পুংসি**—জীবকে; **হর্ষ**—আনন্দ; **শোক**—শোক; **ভয়**—ভয়; **আর্তি**—দুঃখ; **দাম্**—প্রদান করে।

অনুবাদ

সূক্ষ্ম শরীর পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র এবং মন—এই ষোলটি কলা-সমন্বিত। এই সূক্ষ্ম দেহটি গুণত্রয়ের প্রভাব সমন্বিত। তা দুর্নিবার বাসনাময় এবং তাই তা জীবকে মনুষ্য, পশু, দেবতা ইত্যাদি বিভিন্ন দেহে দেহান্তরিত করায়। জীব যখন দেবতার দেহ প্রাপ্ত হয়, তখন সে অবশ্যই অত্যন্ত আনন্দিত হয়। সে যখন মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হয়, তখন সে সর্বদাই শোক করে, এবং যখন সে পশুশরীর প্রাপ্ত হয়, তখন সে সর্বদা ভয়ভীত থাকে। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে, সে

সর্ব অবস্থাতেই দুঃখী। তার এই দুঃখদায়ক অবস্থাকে বলা হয় সংসৃতি বা জড় জগতে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হওয়া।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিতে বদ্ধ জীবনের মূল তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সপ্তদশ তত্ত্ব জীব জন্ম-জন্মান্তরে একাকী সংগ্রাম করছে। এই সংগ্রামকে বলা হয় *সংসৃতি* বা বদ্ধ জীবন। *ভগবদ্‌গীতায়* বলা হয়েছে যে, জড়া প্রকৃতির প্রভাব দুরতিক্রম্য (*দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া*)। জড়া প্রকৃতি বিভিন্ন শরীরে জীবকে ক্লেশ প্রদান করে, কিন্তু জীব যদি ভগবানের শরণাগত হয়, তা হলে সে এই দুঃখ-দুর্দশার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে, যে কথা *ভগবদ্‌গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে (*মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে*)। এইভাবে তার জীবন সার্থক হয়।

শ্লোক ৫২

দেহ্যজ্ঞোঽজিতষড়্‌বর্গো নেচ্ছন্ কর্মাণি কার্যতে ।
কোশকার ইবাত্মানং কর্মণাচ্ছাদ্য মুহ্যতি ॥ ৫২ ॥

দেহী—দেহস্থ আত্মা; **অজ্ঞঃ**—প্রকৃত জ্ঞানবিহীন; **অজিত-ষট্‌-বর্গঃ**—যে তার ইন্দ্রিয় এবং মনকে সংযত করেনি; **ন ইচ্ছন্**—বাসনা না করে; **কর্মাণি**—জাগতিক লাভের জন্য কার্যকলাপ; **কার্যতে**—অনুষ্ঠান করায়; **কোশকারঃ**—রেশমগুটি; **ইব**—সদৃশ; **আত্মানম্**—নিজে; **কর্মণা**—সকাম কর্মের দ্বারা; **আচ্ছাদ্য**—আচ্ছাদিত করে; **মুহ্যতি**—মোহপ্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ

মূর্খ জীব তার মন এবং ইন্দ্রিয়কে সংযত করতে না পেরে, তার ইচ্ছা না থাকলেও গুণের প্রভাব অনুসারে কার্য করতে বাধ্য হয়। তার অবস্থা ঠিক একটি রেশম-গুটিপোকার মতো, যে তার মুখনিঃসৃত লালা দিয়ে কোষ নির্মাণ করে তাতে আবদ্ধ হয় এবং তখন সে আর বেরিয়ে আসতে পারে না। জীবও তেমনই তার নিজের কর্মজালে আবদ্ধ হয়ে উদ্ধারের পথ খুঁজে পায় না। এইভাবে সে সর্বদা মোহাচ্ছন্ন থাকে এবং বার বার তার মৃত্যু হয়।

তাৎপর্য

পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। রেশম-গুটিপোকা যেমন তার গুটিতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, ঠিক তেমনই জীবও বিভিন্ন প্রকার সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ভগবানের সাহায্য ব্যতীত এই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন।

শ্লোক ৫৩

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম গুণৈঃ স্বাভাবিকৈর্বলাৎ ॥ ৫৩ ॥

ন—না; হি—বস্তুতপক্ষে; **কশ্চিৎ**—কেউ; **ক্ষণমপি**—ক্ষণকাল; **জাতু**—কোন সময়; **তিষ্ঠতি**—থাকতে পারে; **অকর্ম-কৃৎ**—কোন কর্ম না করে; **কার্যতে**—কার্য করতে বাধ্য করে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অবশঃ**—আপনা থেকেই; **কর্ম**—সকাম কর্ম; **গুণৈঃ**—তিন গুণের দ্বারা; **স্বাভাবিকৈঃ**—যা তার পূর্বজন্মের প্রবৃত্তি থেকে উৎপন্ন; **বলাৎ**—বলপূর্বক।

অনুবাদ

কোন জীবই কর্ম না করে ক্ষণকালও থাকতে পারে না। প্রকৃতির তিন গুণ অনুসারে সে তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুযায়ী কোন বিশেষভাবে কর্ম করতে বাধ্য হয়।

তাৎপর্য

কর্মের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে স্বাভাবিক প্রবণতা। যেহেতু জীবাত্মা ভগবানের নিত্য দাস, তাই সেবা করার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তার রয়েছে। জীব সেবা করতে চায়, কিন্তু যেহেতু সে ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা ভুলে গেছে, তাই সে জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে সেবা করে এবং সমাজবাদ, মানবতাবাদ, পরহিতবাদ ইত্যাদি বহু মনগড়া সেবার পন্থা উদ্ভাবন করে। কিন্তু মানুষের কর্তব্য হচ্ছে *ভগবদ্গীতার* শিক্ষা অনুসারে জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া এবং ভগবানের উপদেশ অনুসারে সব রকম জড়-জাগতিক সেবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করে ভগবানের সেবায় প্রবৃত্ত হওয়া। জীবের মূল স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হচ্ছে কৃষ্ণভক্তি, কারণ তার প্রকৃত স্বরূপে সে চিন্ময়। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে সে যে চিন্ময়, সেই কথা

হৃদয়ঙ্গম করে তার চিন্ময় প্রবৃত্তির অনুগমন করা এবং কখনও জড়-জাগতিক প্রবৃত্তির দ্বারা বিপথগামী না হওয়া। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাই গেয়েছেন—

(মিছে) মায়ার বশে, যাচ্ছ ভেসে,
খাচ্ছ হাবুডুবু, ভাই।

"ভাই, তুমি মায়ার তরঙ্গে ভেসে যাচ্ছ এবং কত রকম দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করছ। কখনও তুমি মায়ার সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছ এবং কখনও ভেসে ওঠার জন্য সংগ্রাম করছ।" ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন, এই মায়ার তরঙ্গে বিধ্বস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে জীব তখনই উদ্ধার লাভ করতে পারে, যখন সে নিজেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাসরূপে জানতে পেরে তার স্বাভাবিক চিন্ময় প্রবৃত্তিতে অধিষ্ঠিত হয়।

(জীব) কৃষ্ণদাস, এই বিশ্বাস,
করলে ত' আর দুঃখ নাই।

বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত হয়ে মায়ার দাসত্ব করার পরিবর্তে, কেউ যখন তার সেবার প্রবৃত্তি ভগবানের প্রতি নিযুক্ত করে, তখন সে নিরাপদ হয় এবং তখন আর কোন দুঃখ-দুর্দশার সম্ভাবনা থাকে না। কেউ যদি বৈদিক শাস্ত্রে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেওয়া পূর্ণ জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করে তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি পুনর্জাগরিত করে, তা হলে তার জীবন সার্থক হয়।

শ্লোক ৫৪

লব্ধ্বা নিমিত্তমব্যক্তং ব্যক্তাব্যক্তং ভবত্যুত ।
যথাযোনি যথাবীজং স্বভাবেন বলীয়সা ॥ ৫৪ ॥

লব্ধ্বা—লাভ করে; **নিমিত্তম্**—কারণ; **অব্যক্তম্**—জীবের অদৃষ্ট; **ব্যক্ত-অব্যক্তম্**—প্রকট এবং অপ্রকট অথবা স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীর; **ভবতি**—হয়; **উত**—নিশ্চিতভাবে; **যথা-যোনি**—মাতৃসদৃশ; **যথা-বীজম্**—পিতৃসদৃশ; **স্বভাবেন**—স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুসারে; **বলীয়সা**—যা অত্যন্ত শক্তিশালী।

অনুবাদ

জীবের পাপ এবং পুণ্য কর্মসমূহ ফলোন্মুখ হলে তাকে বলা হয় অদৃষ্ট। সেই অদৃষ্টই জীবের জন্মের মূল কারণ। তার প্রবল কর্ম-বাসনার ফলে জীব কোন বিশেষ পরিবারে পিতৃসদৃশ অথবা মাতৃসদৃশ দেহ প্রাপ্ত হয়। তার বাসনা অনুসারে তার স্থূল এবং সূক্ষ্ম দেহ সৃষ্টি হয়।

তাৎপর্য

সূক্ষ্ম দেহ থেকে স্থূল দেহ উৎপন্ন হয়। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্‌গীতায়* (৮/৬) বলা হয়েছে—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥

"মৃত্যুর সময় যিনি যে ভাব স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি সেইভাবে ভাবিত তত্ত্বকেই লাভ করেন।" মৃত্যুর সময় এই স্থূল শরীরের কার্যকলাপ অনুসারে সূক্ষ্ম শরীরের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এইভাবে স্থূল শরীর জীবিত অবস্থায় কার্য করে এবং সূক্ষ্ম শরীর মৃত্যুর সময় কার্য করে। সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গ শরীর বিশেষ প্রকার স্থূল শরীর বিকাশের পৃষ্ঠভূমি, এবং এই স্থূল শরীর পিতা অথবা মাতার মতো হয়। *ঋক্ বেদের* বর্ণনা অনুসারে, মৈথুনের সময় যদি মাতার স্রাব পিতার থেকে অধিক হয়, তা হলে সন্তান স্ত্রীদেহ প্রাপ্ত হয় এবং পিতার স্রাব যদি মাতার থেকে অধিক হয়, তা হলে সন্তান পুরুষ-শরীর প্রাপ্ত হয়। এইগুলি হচ্ছে প্রকৃতির সূক্ষ্ম নিয়ম যা জীবের বাসনা অনুসারে কার্য করে। কোন মানুষ যদি কৃষ্ণভক্তির বিকাশের মাধ্যমে তাঁর সূক্ষ্ম শরীরের পরিবর্তন সাধন করার শিক্ষা লাভ করেন, তা হলে মৃত্যুর সময় সূক্ষ্ম শরীর এমন একটি স্থূল শরীর সৃষ্টি করবে যাতে তিনি কৃষ্ণভক্ত হবেন, অথবা তিনি যদি আরও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে থাকেন, তা হলে তিনি আর অন্য কোন জড় শরীর গ্রহণ না করে তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন। এটিই হচ্ছে আত্মার দেহান্তরের পন্থা। তাই ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের চুক্তি করে মানব-সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার ব্যর্থ চেষ্টা না করে, কিভাবে কৃষ্ণভক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়, সেই শিক্ষা প্রদান করাই বাঞ্ছনীয়। তা যেমন আজ সত্য, তেমনি চিরকালই সত্য থাকবে।

শ্লোক ৫৫

এষ প্রকৃতিসঙ্গেন পুরুষস্য বিপর্যয়ঃ ।
আসীৎ স এব ন চিরাদীশসঙ্গাদ্বিলীয়তে ॥ ৫৫ ॥

এষঃ—এই; **প্রকৃতি-সঙ্গেন**—জড়া প্রকৃতির সঙ্গের ফলে; **পুরুষস্য**—জীবের; **বিপর্যয়ঃ**—বিস্মৃতি বা জঘন্য পরিস্থিতি; **আসীৎ**—হয়েছিল; **সঃ**—সেই স্থিতি; **এব**—বস্তুত পক্ষে; **ন**—না; **চিরাৎ**—দীর্ঘকাল ধরে; **ঈশ-সঙ্গাৎ**—ভগবানের সঙ্গ প্রভাবে; **বিলীয়তে**—বিলীন হয়ে যায়।

অনুবাদ

জড়া প্রকৃতির সংসর্গের ফলে জীবের এই বিপর্যয় বা স্বরূপ-বিস্মৃতি হয়, কিন্তু মনুষ্য-জীবন লাভ করার পর সে যদি ভগবান অথবা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করার শিক্ষা লাভ করে, তা হলে সে তার সেই পরিস্থিতিকে পরাভূত করতে পারে।

তাৎপর্য

প্রকৃতির অর্থ হচ্ছে জড় জগৎ এবং পুরুষ হচ্ছেন ভগবান। কেউ যদি প্রকৃতি বা শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তির সঙ্গ করে এবং মায়ার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মনে করে যে, সে প্রকৃতিকে ভোগ করতে পারে, তা হলে সে বদ্ধদশা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সে যদি তার চেতনার পরিবর্তন সাধন করে পরম পুরুষ (*পুরুষং শাশ্বতম্*) বা তাঁর পার্ষদদের সঙ্গ করে, তা হলে সে জড়া প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। সেই কথা প্রতিপন্ন করে *ভগবদ্‌গীতায়* (৪/৯) বলা হয়েছে, *জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ*—কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের রূপ, নাম, কার্যকলাপ এবং লীলা অনুসারে তত্ত্বত তাঁকে জানতে পারেন, তা হলে তিনি সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে থাকবেন। *ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন*—তা হলে তাঁর স্থূল শরীর ত্যাগ করার পর তাঁকে আর অন্য একটি স্থূল শরীর গ্রহণ করতে হবে না, পক্ষান্তরে তিনি চিন্ময় শরীর প্রাপ্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন। এইভাবে জড়া প্রকৃতির সঙ্গজনিত দুঃখ-দুর্দশার সমাপ্তি হয়। মূল বক্তব্য হচ্ছে জীব ভগবানের নিত্য দাস, কিন্তু জড় জগতের সংস্পর্শে আসার ফলে এবং জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার বাসনার ফলে, সে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। মুক্তির অর্থ হচ্ছে এই ভ্রান্ত মনোভাব পরিত্যাগ করে ভগবানের সেবা করার স্বাভাবিক বৃত্তি পুনর্জাগরিত করা। নিজের স্বরূপে ফিরে যাওয়ার নামই হচ্ছে মুক্তি, যে সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে—*মুক্তির্হিত্বান্যথা রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ*।

শ্লোক ৫৬-৫৭

অয়ং হি শ্রুতসম্পন্নঃ শীলবৃত্তগুণালয়ঃ ।
ধৃতব্রতো মৃদুর্দান্তঃ সত্যবাঙ্মন্ত্রবিচ্ছুচিঃ ॥ ৫৬ ॥
গুর্বগ্ন্যতিথিবৃদ্ধানাং শুশ্রূষুরনহঙ্কৃতঃ ।
সর্বভূতসুহৃৎ সাধুর্মিতবাগনসূয়কঃ ॥ ৫৭ ॥

অয়ম্—এই ব্যক্তি (অজামিল নামক); **হি**—বস্তুত ; **শ্রুত-সম্পন্নঃ**—বৈদিক জ্ঞানে উচ্চশিক্ষিত; **শীল**—সচ্চরিত্র; **বৃত্ত**—সৎ আচরণ; **গুণ**—এবং সদ্‌গুণাবলী; **আলয়ঃ**—আধার; **ধৃত-ব্রতঃ**—বৈদিক নির্দেশ পালনে দৃঢ়সংকল্প; **মৃদুঃ**—অত্যন্ত কোমল; **দান্তঃ**—মন এবং ইন্দ্রিয়কে সম্পূর্ণরূপে সংযত করেছে; **সত্যবাক্**—সর্বদা সত্যবাদী; **মন্ত্র-বিৎ**—বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণে পারদর্শী; **শুচিঃ**—অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন; **গুরু**—শ্রীগুরুদেব; **অগ্নি**—অগ্নিদেব; **অতিথি**—অতিথি; **বৃদ্ধানাম্**—পরিবারের বৃদ্ধ গুরুজনদের; **শুশ্রূষুঃ**—অত্যন্ত শ্রদ্ধাপরায়ণ; **অনহঙ্কৃতঃ**—অহঙ্কারশূন্য; **সর্ব-ভূত-সুহৃৎ**—সমস্ত জীবের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন; **সাধুঃ**—সদ্ব্যবহার-সম্পন্ন (তাঁর চরিত্রে কেউ কোন দোষ খুঁজে পেত না); **মিত-বাক্**—অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে অর্থহীন বিষয়ে আলোচনা বর্জন করতেন; **অনসূয়কঃ**—ঈর্ষারহিত।

অনুবাদ

অজামিল নামক ব্রাহ্মণ প্রথমে বৈদিক জ্ঞান সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, সৎ স্বভাব, সদাচার এবং সদ্‌গুণের আলয়, ব্রতনিষ্ঠ, কোমলচিত্ত এবং জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। অধিকন্তু তিনি সত্যবাদী, মন্ত্রজ্ঞ এবং অত্যন্ত পবিত্র ছিলেন। অজামিল তাঁর শ্রীগুরুদেব, অগ্নিদেব, অতিথি ও বৃদ্ধদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তিনি বস্তুতই নিরহঙ্কার, উন্নতচেতা, সর্বভূতের হিতকারী সুহৃৎ এবং সদাচরণ-সম্পন্ন ছিলেন। তিনি কখনও অনর্থক বাক্যালাপ করতেন না এবং কারও প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন না।

তাৎপর্য

যমদূতেরা পাপ এবং পুণ্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে বোঝাচ্ছেন কিভাবে জীব জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। অজামিলের ইতিহাস বর্ণনা করে যমদূতেরা বিশ্লেষণ করছেন কিভাবে প্রথমে তিনি বৈদিক শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন ছিলেন। তিনি সদাচার-সম্পন্ন, শুচি এবং সকলের প্রতি দয়ালু ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত সদ্‌গুণ তাঁর মধ্যে ছিল। অর্থাৎ তিনি ছিলেন একজন আদর্শ ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ সর্বতোভাবে পুণ্যবান, তিনি সমস্ত বিধি-নিষেধ পালন করেন এবং তাঁর মধ্যে সমস্ত সদ্‌গুণ বিরাজ করে। পুণ্যের লক্ষণগুলি এই শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে। শ্রীল বীররাঘব আচার্য মন্তব্য করেছেন যে, *ধৃতব্রত* শব্দটির অর্থ হচ্ছে *ধৃতং ব্রতং স্ত্রীসঙ্গ রাহিত্যাত্মক-ব্রহ্মচর্যরূপম্* । অর্থাৎ, একজন আদর্শ ব্রহ্মচারীরূপে অজামিল ব্রহ্মচর্যের সমস্ত বিধি-নিষেধগুলি পালন করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন কোমল-হৃদয়,

সত্যবাদী, শুচি এবং পবিত্র। এই সমস্ত গুণাবলী সত্ত্বেও তিনি যে কিভাবে অধঃপতিত হয়েছিলেন এবং তার ফলে যমরাজের দ্বারা দণ্ডিত হতে যাচ্ছিলেন, সেই কথা পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৫৮-৬০

একদাসৌ বনং যাতঃ পিতৃসন্দেশকৃদ্ দ্বিজঃ ।
আদায় তত আবৃত্তঃ ফলপুষ্পসমিৎকুশান্ ॥ ৫৮ ॥
দদর্শ কামিনং কঞ্চিচ্ছূদ্রং সহ ভুজিষ্যয়া ।
পীত্বা চ মধু মৈরেয়ং মদাঘূর্ণিতনেত্রয়া ॥ ৫৯ ॥
মত্তয়া বিশ্লথন্নীব্যা ব্যপেতং নিরপত্রপম্ ।
ক্রীড়ন্তমনুগায়ন্তং হসন্তমনয়ান্তিকে ॥ ৬০ ॥

একদা—এক সময়; **অসৌ**—সেই অজামিল; **বনম্ যাতঃ**—বনে গিয়েছিলেন; **পিতৃ**—তাঁর পিতার; **সন্দেশ**—আদেশ; **কৃৎ**—পালন করার জন্য; **দ্বিজঃ**—ব্রাহ্মণ; **আদায়**—সংগ্রহ করে; **ততঃ**—বন থেকে; **আবৃত্তঃ**—ফেরার সময়; **ফল-পুষ্প**—ফল এবং ফুল; **সমিৎ-কুশান্**—সমিৎ এবং কুশ ঘাস; **দদর্শ**—দেখেছিলেন; **কামিনম্**—অত্যন্ত কামার্ত; **কঞ্চিৎ**—কোন; **শূদ্রম্**—শূদ্র; **সহ**—সঙ্গে; **ভুজিষ্যয়া**—সাধারণ শূদ্রাণী বা বেশ্যা; **পীত্বা**—পান করে; **চ**—ও; **মধু**—সুরা; **মৈরেয়ম্**—সোম পুষ্প থেকে প্রস্তুত; **মদ**—উন্মত্ত হওয়ার ফলে; **আঘূর্ণিত**—ঘূর্ণিত; **নেত্রয়া**—তার চক্ষু; **মত্তয়া**—মদমত্ত হয়ে; **বিশ্লথৎ-নীব্যা**—যার বস্ত্র শিথিল হয়েছে; **ব্যপেতম্**—যথাযথ আচরণ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে; **নিরপত্রপম্**—লোকভয় পরিত্যাগ করে; **ক্রীড়ন্তম্**—আনন্দ উপভোগে মগ্ন হয়ে; **অনুগায়ন্তম্**—গান করে; **হসন্তম্**—হেসে; **অনয়া**—তার সঙ্গে; **অন্তিকে**—নিকটে।

অনুবাদ

সেই ব্রাহ্মণ অজামিল এক সময় তাঁর পিতার আদেশে ফল, ফুল, সমিৎ এবং কুশ ঘাস সংগ্রহ করার জন্য বনে গিয়েছিলেন। গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময়, তিনি পথে এক অত্যন্ত কামার্ত শূদ্রকে লজ্জা পরিত্যাগ করে এক বেশ্যাকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করতে দেখেন। সেই শূদ্রটি তার আনন্দ প্রকাশ করে হাসছিল এবং গান গাইছিল যেন সেটিই হচ্ছে যথাযথ আচরণ। সেই শূদ্র এবং বেশ্যা

উভয়েই সুরাপানে উন্মত্ত ছিল। সুরাপানের ফলে সেই বেশ্যার চোখ ঘূর্ণিত হচ্ছিল এবং তার বসন শিথিল হয়েছিল। এই রকম অবস্থায় অজামিল তাদের দর্শন করেছিলেন।

তাৎপর্য

গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময় পথে অজামিল এক শূদ্র ও বেশ্যাকে দেখতে পান, যাদের কথা এখানে অতি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। পুরাকালেও মানুষকে কখনও কখনও সুরাপান করতে দেখা যেত, যদিও তা বহুল প্রচলিত ছিল না। কিন্তু কলিযুগে সর্বত্রই মানুষকে এই পাপকর্মটি করতে দেখা যায়, কারণ পৃথিবীর সর্বত্র মানুষেরা নির্লজ্জ হয়ে গেছে। দীর্ঘকাল পূর্বে আদর্শ ব্রহ্মচারী অজামিল মদ্যপানে উন্মত্ত শূদ্র এবং বেশ্যাকে দর্শন করে প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন। আজকাল এই দৃশ্য কত জায়গায় দেখা যায় এবং এই প্রকার আচরণ দর্শন করে ব্রহ্মচারীদের যে কি অবস্থা হয়, তা বিবেচনা করা কর্তব্য। নিষ্ঠা সহকারে বিধি-নিষেধগুলি পালন করার ব্যাপারে অত্যন্ত দৃঢ়সংকল্প না হলে, ব্রহ্মচারীর পক্ষে স্থির থাকা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেউ যদি ঐকান্তিকভাবে কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন, তা হলে পাপের দ্বারা সৃষ্ট প্রলোভনগুলি প্রতিরোধ করা যায়। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে আমরা অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, আসবপান, আমিষ আহার এবং দ্যূতক্রীড়া বর্জন করি। কলিযুগে একজন অর্ধনগ্ন রমণীকে নেশাচ্ছন্ন হয়ে একজন নেশাচ্ছন্ন পুরুষকে আলিঙ্গন করার দৃশ্য প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়, বিশেষ করে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে, এবং সেই দৃশ্য দর্শন করার পর নিজেকে সংযত রাখা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেউ যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় বিধি-নিষেধগুলি পালন করে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন, তা হলে শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই তাঁকে রক্ষা করবেন। প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, তাঁর ভক্তের কখনও বিনাশ হয় না (*কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি*)। তাই কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনকারী সমস্ত শিষ্যদের কর্তব্য হচ্ছে নিষ্ঠাসহকারে বিধি-নিষেধগুলি পালন করা এবং ভগবানের দিব্য নাম ঐকান্তিকভাবে জপ করা। তা হলে আর ভয়ের কিছু থাকবে না। তা না হলে মানুষের পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, বিশেষ করে এই কলিযুগে।

শ্লোক ৬১

দৃষ্ট্বা তাং কামলিপ্তেন বাহুনা পরিরম্ভিতাম্ ।
জগাম হৃচ্ছয়বশং সহসৈব বিমোহিতঃ ॥ ৬১ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; **তাম্**—তাকে (সেই বেশ্যাকে); **কাম-লিপ্তেন**—কাম উদ্দীপনের জন্য হরিদ্রালিপ্ত; **বাহুনা**—বাহুর দ্বারা; **পরিরম্ভিতাম্**—আলিঙ্গিত; **জগাম**—গিয়েছিলেন; **হৃৎ-শয়**—হৃদয়ের কাম-বাসনার; **বশম্**—বশীভূত; **সহসা**—হঠাৎ; **এব**—বস্তুত; **বিমোহিতঃ**—মোহিত হয়ে।

অনুবাদ

শূদ্রটি হরিদ্রালিপ্ত বাহুর দ্বারা সেই বেশ্যাটিকে আলিঙ্গন করছিল। তা দেখে অজামিলের সুপ্ত কামবাসনা উদ্দীপ্ত হয়েছিল, এবং বিমোহিত হয়ে তিনি তখন কামের বশীভূত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

বলা হয় যে, গায়ে হলুদ মাখলে বিপরীত যোনির কামভাব উদ্দীপ্ত হয়। *কামলিপ্তেন* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, সেই শূদ্রটির শরীর হরিদ্রায় অনুলিপ্ত ছিল।

শ্লোক ৬২

স্তম্ভয়ন্নাত্মনাত্মানং যাবৎসত্ত্বং যথাশ্রুতম্ ।
ন শশাক সমাধাতুং মনো মদনবেপিতম্ ॥ ৬২ ॥

স্তম্ভয়ন্—সংযত করার চেষ্টা করে; **আত্মনা**—বুদ্ধির দ্বারা; **আত্মানম্**—মনকে; **যাবৎ সত্ত্বম্**—যতদূর সম্ভব; **যথা-শ্রুতম্**—(ব্রহ্মচর্য, স্ত্রীদর্শন না করা ইত্যাদি) উপদেশ স্মরণ করে; **ন**—না; **শশাক**—সক্ষম ছিলেন; **সমাধাতুম্**—সংযত করতে; **মনঃ**—মন; **মদন-বেপিতম্**—কামবাসনা বা মদনের দ্বারা বিক্ষুব্ধ।

অনুবাদ

তিনি তখন স্ত্রীদর্শন পর্যন্ত না করার শাস্ত্রনির্দেশ যথাসাধ্য স্মরণ করার চেষ্টা করেছিলেন। এই জ্ঞান এবং তাঁর বুদ্ধির দ্বারা তিনি নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু হৃদয়ে মদন বেগের প্রভাবে তিনি তাঁর মনকে সংযত করতে পারলেন না।

তাৎপর্য

শাস্ত্রজ্ঞান, ধৈর্য এবং দেহ, মন ও বুদ্ধির যথাযথ আচরণে অত্যন্ত শক্তিশালী না হলে, কামবাসনা সংযত করা অত্যন্ত কঠিন হয়। উপরোক্ত বর্ণনা থেকে আমরা

দেখতে পাই যে, একজন পুরুষকে এক যুবতী রমণীর দেহ আলিঙ্গন করতে দেখলে এবং কামকলায় লিপ্ত হতে দেখলে, একজন পূর্ণ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্রাহ্মণের পক্ষেও তার কামবাসনা সংযত করা সম্ভব হয় না। যেহেতু কামের বেগ অত্যন্ত প্রবল, তাই ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের ফলে ভগবান কর্তৃক সুরক্ষিত না হলে ইন্দ্রিয় সংযম অসম্ভব।

শ্লোক ৬৩

তন্নিমিত্তস্মরব্যাজগ্রহগ্রস্তো বিচেতনঃ ।
তামেব মনসা ধ্যায়ন্ স্বধর্মাদ্বিররাম হ ॥ ৬৩ ॥

তৎ-নিমিত্ত—তাকে দেখার ফলে; **স্মর-ব্যাজ**—তার সম্বন্ধে সর্বদা চিন্তা করার ফলে; **গ্রহ-গ্রস্তঃ**—গ্রহ তাকে গ্রাস করেছিল; **বিচেতনঃ**—তার প্রকৃত স্থিতি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়ে; **তাম্**—তাকে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **মনসা**—মনের দ্বারা; **ধ্যায়ন্**—ধ্যান করে; **স্বধর্মাৎ**—ব্রাহ্মণোচিত ধর্ম থেকে; **বিররাম হ**—তিনি সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

রাহু যেভাবে চন্দ্র এবং সূর্যকে গ্রাস করে, সেভাবেই সেই ব্রাহ্মণ অজামিল গ্রহগ্রস্ত হওয়ার ফলে তাঁর বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিলেন। সর্বদা সেই বেশ্যার চিন্তায় মগ্ন থাকার ফলে অচিরেই তাঁর অধঃপতন হয়েছিল, এবং তিনি তাকে তাঁর গৃহে দাসীরূপে রেখেছিলেন এবং ব্রাহ্মণোচিত সমস্ত আচার-আচরণ পরিত্যাগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পাঠকদের বোঝাতে চেয়েছেন যে, বেশ্যার সঙ্গ প্রভাবে অজামিল তাঁর ব্রাহ্মণত্ব থেকে এমনইভাবে অধঃপতিত হয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর সমস্ত ব্রাহ্মণোচিত কার্যকলাপ বিস্মৃত হয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর জীবনের শেষ সময়ে, চার বর্ণ সমন্বিত নারায়ণের নাম উচ্চারণ করার ফলে, অধঃপতনের মহাভয় থেকে তিনি রক্ষা পেয়েছিলেন। *স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ*—ভগবদ্ভক্তির অতি অল্প অনুষ্ঠানের ফলেও মহাভয় থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। ভগবানের দিব্য নাম থেকে শুরু হয় যে ভগবদ্ভক্তি তা এতই শক্তিশালী যে, যৌন সঙ্গের ফলে ব্রাহ্মণের উচ্চপদ থেকে অধঃপতিত হলেও

ভগবানের দিব্য নাম যদি কোন না কোনভাবে কীর্তন করা যায়, তা হলে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এটিই ভগবানের নামের অস্বাভাবিক প্রভাব। তাই *ভগবদ্‌গীতায়* উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, ক্ষণিকের জন্যও মানুষ যেন ভগবানের নাম বিস্মৃত না হয় (*সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ*)। এই জড় জগৎ এতই বিপজ্জনক যে, যে কোন সময় অতি উচ্চপদ থেকে অধঃপতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু কেউ যদি হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণ করার দ্বারা সর্বদা নিজেকে পবিত্র এবং দৃঢ়সংকল্প পরায়ণ রাখেন, তা হলে তিনি নিঃসন্দেহে সুরক্ষিত থাকবেন।

শ্লোক ৬৪

তামেব তোষয়ামাস পিত্র্যেণার্থেন যাবতা ।
গ্রাম্যৈর্মনোরমৈঃ কামৈঃ প্রসীদেত যথা তথা ॥ ৬৪ ॥

তাম্—তার (বেশ্যার); **এব**—বস্তুত; **তোষয়াম্ আস**—তাকে সন্তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করেছিলেন; **পিত্র্যেণ**—পিতার; **অর্থেন**—অর্থের দ্বারা; **যাবতা**—যতদূর সম্ভব; **গ্রাম্যৈঃ**—জড়; **মনঃ-রমৈঃ**—মনের আনন্দদায়ক; **কামৈঃ**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের উপহারের দ্বারা; **প্রসীদেত**—যাতে সে সন্তুষ্ট থাকে; **যথা**—যাতে; **তথা**—সেইভাবে।

অনুবাদ

এইভাবে অজামিল সেই বেশ্যাকে নানা উপহার দিয়ে সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁর পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সমস্ত অর্থ ব্যয় করতে থাকেন। সেই বেশ্যার সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য তিনি তাঁর সমস্ত ব্রাহ্মণোচিত কার্যকলাপ পরিত্যাগ করেন।

তাৎপর্য

পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরও বেশ্যার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ফলে, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সমস্ত ধন-সম্পদ ব্যয় করার বহু দৃষ্টান্ত পৃথিবীর সর্বত্র রয়েছে। বেশ্যাগমন এমনই একটি জঘন্য কার্য যে, তার ফলে চরিত্র তো নষ্ট হয়ই, সেই সঙ্গে মানুষ তার অতি উচ্চপদ থেকে অধঃপতিত হয় এবং তার সমস্ত ধন-সম্পদ নষ্ট হয়ে যায়। তাই অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ সর্বতোভাবে বর্জন করা উচিত। মানুষের উচিত তার বিবাহিত স্ত্রীকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা, কারণ অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ সমস্ত সর্বনাশের মূল। কৃষ্ণভক্ত গৃহস্থের

কর্তব্য সর্বদা সেই কথা মনে রাখা। এক স্ত্রীকে নিয়েই তাঁর সন্তুষ্ট থাকা উচিত এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপন করা উচিত। তা না হলে তিনি যে কোন মুহূর্তে অজামিলের মতো অধঃপতিত হতে পারেন।

শ্লোক ৬৫

বিপ্রাং স্বভার্যামপ্রৌঢ়াং কুলে মহতি লম্ভিতাম্ ।
বিসসর্জাচিরাৎ পাপঃ স্বৈরিণ্যাপাঙ্গবিদ্ধধীঃ ॥ ৬৫ ॥

বিপ্রাম্—ব্রাহ্মণকন্যা; **স্ব-ভার্যাম্**—তাঁর পত্নী; **অপ্রৌঢ়াম্**—যুবতী; **কুলে**—পরিবার থেকে; **মহতি**—অত্যন্ত সম্মানিত; **লম্ভিতাম্**—বিবাহিত; **বিসসর্জ**—তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন; **অচিরাৎ**—অতি শীঘ্র; **পাপঃ**—পাপপূর্ণ হয়ে; **স্বৈরিণ্যা**—বেশ্যার; **অপাঙ্গ-বিদ্ধ-ধীঃ**—তাঁর বুদ্ধি কামপূর্ণ দৃষ্টিপাতের দ্বারা বিদ্ধ হওয়ার ফলে।

অনুবাদ

অজামিলের বুদ্ধি বেশ্যার কামপূর্ণ দৃষ্টির দ্বারা বিদ্ধ হওয়ার ফলে, তিনি তাঁর অতি সুন্দরী নবযৌবনা, সৎ ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভবা পত্নীকে পরিত্যাগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

মানুষ উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর পিতার সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় এবং অজামিলও তাঁর পিতার সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু সেই অর্থ দিয়ে তিনি কি করেছিলেন? শ্রীকৃষ্ণের সেবায় সেই অর্থ ব্যয় করার পরিবর্তে তিনি একটি বেশ্যার সেবায় তা ব্যয় করেছিলেন। সেই মহাপাপের ফলে তিনি যমরাজের দণ্ডণীয় ছিলেন। কিভাবে তা হয়েছিল? তার কারণ তিনি এক বেশ্যার ভয়ঙ্কর কামপূর্ণ দৃষ্টিপাতের শিকার হয়েছিলেন।

শ্লোক ৬৬

যতস্ততশ্চোপনিন্যে ন্যায়তোঽন্যায়তো ধনম্ ।
বভারাস্যাঃ কুটুম্বিন্যাঃ কুটুম্বং মন্দধীরয়ম্ ॥ ৬৬ ॥

যতঃ ততঃ—যেখানেই হোক এবং যেভাবেই হোক; **চ**—এবং; **উপনিন্যে**—তিনি উপার্জন করেছিলেন; **ন্যায়তঃ**—ন্যায্যভাবে; **অন্যায়তঃ**—অন্যায়ভাবে; **ধনম্**—ধন;

বভার—তিনি পালন করেছিলেন; **অস্যাঃ**—তাঁর; **কুটুম্বিন্যাঃ**—বহু পুত্র-কন্যা সমন্বিত; **কুটুম্বম্**—পরিবার; **মন্দধীঃ**—সর্বতোভাবে বুদ্ধিহীন; **অয়ম্**—এই ব্যক্তি (অজামিল)।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হওয়া সত্ত্বেও, বেশ্যার সঙ্গ প্রভাবে তিনি তাঁর সমস্ত বুদ্ধি হারিয়ে এক দুর্বৃত্তে পরিণত হয়েছিলেন, এবং সেই বেশ্যার পুত্র-কন্যা সমন্বিত পরিবার প্রতিপালন করতে ধন উপার্জন করার জন্য ন্যায্য এবং অন্যায্য উপায় অবলম্বন করতেন।

শ্লোক ৬৭

যদসৌ শাস্ত্রমুল্লঙ্ঘ্য স্বৈরচার্যতিগর্হিতঃ।
অবর্তত চিরং কালমঘায়ুরশুচির্মলাৎ ॥ ৬৭ ॥

যৎ—যেহেতু; **অসৌ**—এই ব্রাহ্মণ; **শাস্ত্রম্ উল্লঙ্ঘ্য**—শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করে; **স্বৈরাচারী**—স্বেচ্ছাচারী; **অতি-গর্হিতঃ**—অত্যন্ত নিন্দিত; **অবর্তত**—অতিবাহিত করেছিলেন; **চিরম্ কালম্**—দীর্ঘকাল; **অঘায়ুঃ**—যাঁর জীবন পাপকর্মে পূর্ণ ছিল; **অশুচিঃ**—অপবিত্র; **মলাৎ**—পাপের ফলে।

অনুবাদ

এই ব্রাহ্মণ এইভাবে শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করে, যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়ে এবং বেশ্যার তৈরি ভোজন আহার করে দীর্ঘকাল যাপন করেছিলেন। তার ফলে তাঁর জীবন অত্যন্ত পাপময় হয়েছিল এবং তিনি অপবিত্র ও অন্যায় কর্মে আসক্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

অপবিত্র এবং পাপপূর্ণ পুরুষ অথবা স্ত্রীর, বিশেষ করে বেশ্যার রান্না করা খাবার অত্যন্ত সংক্রামক। অজামিল সেই অন্ন আহার করেছিলেন এবং তার ফলে সে যমরাজের দণ্ডণীয় হয়েছিলেন।

শ্লোক ৬৮

তত এনং দণ্ডপাণেঃ সকাশং কৃতকিল্বিষম্ ।
নেষ্যামোঽকৃতনির্বেশং যত্র দণ্ডেন শুদ্ধ্যতি ॥ ৬৮ ॥

ততঃ—অতএব; **এনম্**—তাঁকে; **দণ্ড-পাণেঃ**—যমরাজের, যার দণ্ডদান অধিকার রয়েছে; **সকাশম্**—উপস্থিতিতে; **কৃত-কিল্বিষম্**—যিনি সব সময় সর্বপ্রকার পাপকর্মে লিপ্ত হয়েছেন; **নেষ্যামঃ**—আমরা নিয়ে যাব; **অকৃত-নির্বেশম্**—যিনি কোন প্রায়শ্চিত্ত করেননি; **যত্র**—যেখানে; **দণ্ডেন**—দণ্ডের দ্বারা; **শুদ্ধ্যতি**—যিনি শুদ্ধ হবেন।

অনুবাদ

এই অজামিল কোন প্রায়শ্চিত্ত করেননি। অতএব আমরা তাঁকে তাঁর পাপ কর্মের দণ্ডভোগের জন্য যমরাজের কাছে নিয়ে যাব। সেখানে তাঁর পাপকর্ম অনুসারে দণ্ডভোগ করে তিনি শুদ্ধ হবেন।

তাৎপর্য

যমদূতদের অজামিলকে নিয়ে যেতে বিষ্ণুদূতেরা নিষেধ করেছিলেন, এবং তাই যমদূতেরা বোঝাচ্ছিলেন কেন এই ধরনের পাপীকে যমরাজের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত। অজামিল যেহেতু তাঁর পাপকর্মের জন্য কোন প্রায়শ্চিত্ত করেননি, তাই তাঁকে শুদ্ধ করার জন্য যমরাজের কাছে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কেউ যখন কাউকে হত্যা করে, তখন তার সেই পাপের জন্য তাকেও বধ করা উচিত; তা না হলে তার সেই পাপের জন্য তাকে তার মৃত্যুর পর নানা প্রকার ভয়ঙ্কর ফল ভোগ করতে হবে। তেমনই, যমরাজের দেওয়া দণ্ড হচ্ছে পাপীদের পবিত্র করার উপায়। তাই যমদূতেরা বিষ্ণুদূতদের কাছে অনুরোধ করেছিলেন তাঁরা যেন অজামিলকে যমরাজের কাছে নিয়ে যেতে তাঁদের বাধা না দেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের 'অজামিলের উপাখ্যান' নামক প্রথম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিষ্ণুদূত কর্তৃক অজামিল উদ্ধার

এই অধ্যায়ে বৈকুণ্ঠদূতেরা যমদূতদের কাছে ভগবানের দিব্য নামের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। বিষ্ণুদূতেরা বলেছেন, "এখন সাধুদের সভাতেও অধর্মের আচরণ হচ্ছে, কারণ যে ব্যক্তি দণ্ডণীয় নয় তাকেও যমরাজের সভায় দণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষ অসহায় এবং তাই তাদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য সরকারের উপর নির্ভর করতে হয়, কিন্তু সরকার যদি সেই সুযোগ নিয়ে প্রজাদের ক্ষতি করে, তা হলে প্রজারা যাবে কোথায়? আমরা ভালভাবেই দেখতে পাচ্ছি যে, অজামিল দণ্ডণীয় নন, কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনারা তাঁকে দণ্ডভোগের জন্য যমরাজের কাছে নিয়ে যাচ্ছেন।"

অজামিল ভগবানের দিব্য নাম গ্রহণ করার ফলে আর দণ্ডণীয় ছিলেন না। সেই কথা বিশ্লেষণ করে বিষ্ণুদূতেরা বলেছিলেন—"এই ব্রাহ্মণ কেবল একবার নারায়ণের নাম উচ্চারণ করার ফলে তাঁর সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়েছেন। তিনি কেবল তাঁর এক জন্মের পাপ থেকেই মুক্ত হননি, কোটি কোটি জন্মের পাপ থেকে মুক্ত হয়েছেন। তিনি ইতিমধ্যেই তাঁর সমস্ত পাপের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। কেউ যদি শাস্ত্রের বিধান অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত করেন, তা হলে তিনি প্রকৃতপক্ষে তাঁর পাপ থেকে মুক্ত হন না, কিন্তু কেউ যদি ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করেন, তা হলে সেই নামের আভাসের ফলেই তিনি সমস্ত পাপ থেকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি লাভ করেন। ভগবানের নাম কীর্তনের ফলে সমস্ত সৌভাগ্যের উদয় হয়। তাই অজামিল যে তাঁর সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে গেছেন এবং তিনি আর যমরাজের দণ্ডণীয় নন, সেই সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ নেই।"

এই বলে বিষ্ণুদূতেরা অজামিলকে যমদূতদের বন্ধন থেকে মুক্ত করে তাঁদের ধামে ফিরে গিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ অজামিল অবশ্যই বিষ্ণুদূতদের সশ্রদ্ধ প্রণতি জানিয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তিনি কত সৌভাগ্যবান যে, অন্তিম সময়ে তিনি নারায়ণের দিব্য নাম উচ্চারণ করেছিলেন। যমদূতদের সঙ্গে বিষ্ণুদূতদের আলোচনা যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করে, তিনি ভগবানের শুদ্ধ ভক্তে

পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর পাপের জন্য তিনি গভীর অনুশোচনা করেছিলেন এবং সেইজন্য বার বার নিজেকে ধিক্কার দিয়েছিলেন।

বিষ্ণুদূতদের সঙ্গ প্রভাবে অজামিলের সদ্‌বুদ্ধির উদয় হওয়ায়, তিনি সব কিছু পরিত্যাগ করে হরিদ্বারে প্রস্থান করেছিলেন। সেখানে একান্তভাবে ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবাপরায়ণ হয়ে তিনি সর্বক্ষণ ভগবানের চিন্তায় মগ্ন হয়েছিলেন। তখন বিষ্ণুদূতেরা পুনরায় সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁকে স্বর্ণবিমানে আরোহণ করিয়ে বৈকুণ্ঠলোকে নিয়ে গিয়েছিলেন।

পাপী অজামিল যদিও তাঁর পুত্রকে উদ্দেশ্য করে নারায়ণ নাম উচ্চারণ করেছিলেন, কিন্তু তার ফলে নামাভাস হয়েছিল এবং তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। তাই কেউ যখন শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করেন, তিনি অবশ্যই পরম পদ প্রাপ্ত হবেন। তিনি তাঁর জড়-জাগতিক বদ্ধ জীবনেও ভগবান কর্তৃক রক্ষিত হন।

শ্লোক ১

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

এবং তে ভগবদ্দূতা যমদূতাভিভাষিতম্ ।
উপধার্যাথ তান্ রাজন্ প্রত্যাহুর্নয়কোবিদাঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-বাদরায়ণিঃ উবাচ—শ্রীল ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **তে**—তাঁরা; **ভগবৎ-দূতাঃ**—বিষ্ণুদূতেরা; **যমদূত**—যমদূতদের দ্বারা; **অভিভাষিতম্**—যা বলা হয়েছিল; **উপধার্য**—শুনে; **অথ**—তারপর; **তান্**—তাঁদের; **রাজন্**—হে রাজন্; **প্রত্যাহুঃ**—যথাযথভাবে উত্তর দিয়েছিলেন; **নয়-কোবিদাঃ**—নীতিশাস্ত্রে পারদর্শী।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, নীতিশাস্ত্রকুশল বিষ্ণুদূতেরা যমদূতদের মুখে সেই কথা শুনে তার উত্তরে বললেন।

শ্লোক ২

শ্রীবিষ্ণুদূতা উচুঃ

অহো কষ্টং ধর্মদৃশামধর্মঃ স্পৃশতে সভাম্ ।
যত্রাদণ্ড্যেষ্বপাপেষু দণ্ডো যৈর্ধ্রিয়তে বৃথা ॥ ২ ॥

শ্রী-বিষ্ণুদূতাঃ উচুঃ—শ্রীবিষ্ণুদূতেরা বললেন; **অহো**—আহা; **কষ্টম্**—কত বেদনাদায়ক; **ধর্ম-দৃশাম্**—ধর্ম পালনে উৎসাহী ব্যক্তিদের; **অধর্মঃ**—অধর্ম; **স্পৃশতে**—প্রভাবিত করছে; **সভাম্**—সভা; **যত্র**—যেখানে; **অদণ্ড্যেষু**—দণ্ডদানের অযোগ্য ব্যক্তিকে; **অপাপেষু**—নিষ্পাপ; **দণ্ডঃ**—দণ্ড; **যৈঃ**—যার দ্বারা; **ধ্রিয়তে**—বিধান করা হচ্ছে; **বৃথা**—অনর্থক।

অনুবাদ

বিষ্ণুদূতেরা বললেন—আহা, কী কষ্ট! যেখানে ধর্মের পালন হওয়া উচিত সেই সভায় অধর্ম প্রবেশ করছে। যাঁরা ধর্মের পালক, তাঁরা অনর্থক একজন নিষ্পাপ ব্যক্তিকে দণ্ড দিচ্ছেন।

তাৎপর্য

অজামিলকে দণ্ডভোগের জন্য যমরাজের কাছে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করার ফলে, ধর্মনীতি লঙ্ঘন করার অভিযোগে বিষ্ণুদূতেরা যমদূতদের অভিযুক্ত করছেন। ভগবান যমরাজকে ধর্ম এবং অধর্মের সিদ্ধান্ত নিরীক্ষণ করার জন্য ধর্মাধীশের পদে নিযুক্ত করেছেন। কিন্তু, সম্পূর্ণরূপে কোন নির্দোষ কোন ব্যক্তিকে যদি দণ্ড দেওয়া হয়, তা হলে যমরাজের সভা কলঙ্কিত হবে। এই সিদ্ধান্ত কেবল যমরাজের সভার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, সমগ্র মানব-সমাজের প্রতিও তা প্রযোজ্য।

রাজা বা সরকারের সভার কর্তব্য হচ্ছে মানব-সমাজের ধর্মনীতি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা। দুর্ভাগ্যবশত এই কলিযুগে ধর্মের অবক্ষয় হয়েছে, এবং সরকার যথাযথভাবে বিচার করতে পারে না কে দণ্ডণীয় এবং কে নয়। বলা হয়েছে যে, এই কলিযুগে যারা আদালতে অর্থব্যয় করতে পারবে না, তারা বিচার পাবে না। বস্তুতপক্ষে প্রায়ই দেখা যায় যে, বিচারকেরা ঘুষ নিয়ে ঘুষদাতার অনুকূলে রায় দিচ্ছে। কখনও কখনও দেখা যায় যে, সমগ্র মানব-সমাজের মঙ্গল সাধনের জন্য যে সমস্ত ধর্মপরায়ণ মানুষেরা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচার করছে, পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করছে এবং আদালত তাদের নির্যাতন করছে। বৈষ্ণব বিষ্ণুদূতেরা সেই জন্য অনুতাপ করেছেন। সমস্ত জীবদের প্রতি তাঁদের সহানুভূতির ফলে, বৈষ্ণবেরা ধর্মনীতি অনুসারে ভগবানের বাণী প্রচার করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কলিযুগের প্রভাবে, যে সমস্ত বৈষ্ণবেরা ভগবানের মহিমা প্রচার করার জন্য তাঁদের জীবন সর্বতোভাবে উৎসর্গ করেছেন, তাঁরাও কখনও কখনও শান্তিভঙ্গ করার মিথ্যা অভিযোগে আদালতে লাঞ্ছিত হন এবং দণ্ডিত হন।

শ্লোক ৩

প্রজানাং পিতরো যে চ শাস্তারঃ সাধবঃ সমাঃ ।
যদি স্যাত্তেষু বৈষম্যং কং যান্তি শরণং প্রজাঃ ॥ ৩ ॥

প্রজানাম্—নাগরিকদের; **পিতরঃ**—রক্ষক, অভিভাবক (রাজা অথবা সরকারি কর্মচারী); **যে**—যাঁরা; **চ**—এবং; **শাস্তারঃ**—সৎমার্গ সম্বন্ধে যিনি উপদেশ দেন; **সাধবঃ**—সমস্ত সদ্‌গুণ সমন্বিত; **সমাঃ**—সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন; **যদি**—যদি; **স্যাৎ**—হয়; **তেষু**—তাদের মধ্যে; **বৈষম্যম্**—বৈষম্য; **কম্**—কি; **যান্তি**—গ্রহণ করবে; **শরণম্**—আশ্রয়; **প্রজাঃ**—নাগরিকেরা।

অনুবাদ

রাজা অথবা সরকারি কর্মচারীদের পুত্রবৎ স্নেহে প্রজাদের পালন করা উচিত এবং রক্ষা করা উচিত। তাঁদের কর্তব্য শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে প্রজাদের সদুপদেশ দেওয়া এবং সকলের প্রতি সমদর্শী হওয়া। যমরাজ তা করেন কারণ তিনি হচ্ছেন সর্বোচ্চ ধর্মাধীশ এবং যাঁরা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তাঁরাও তাই করেন। কিন্তু, তাঁরা যদি ভ্রষ্ট হয়ে যান এবং একজন নিরীহ, নির্দোষ ব্যক্তিকে দণ্ডিত করে পক্ষপাত প্রদর্শন করেন, তা হলে প্রতিপালন এবং সুরক্ষার জন্য প্রজারা কোথায় যাবে?

তাৎপর্য

রাজা অথবা বর্তমান সময়ে সরকারের কর্তব্য হচ্ছে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রজাদের শিক্ষা দিয়ে তাদের অভিভাবকরূপে আচরণ করা। মানব-জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মাকে উপলব্ধি করা এবং ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়া, কারণ পশুজীবনে তা সম্ভব নয়। তাই সরকারের কর্তব্য এমনভাবে নাগরিকদের শিক্ষাদানের দায়িত্ব গ্রহণ করা, যার ফলে তারা ক্রমশ চিন্ময় স্তরে উন্নীত হবে এবং আত্মাকে উপলব্ধি করে ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্ক অবগত হবে। মহারাজ যুধিষ্ঠির, মহারাজ পরীক্ষিৎ, শ্রীরামচন্দ্র, মহারাজ অম্বরীষ, প্রহ্লাদ মহারাজ প্রমুখ রাজারা এই পন্থা অনুসরণ করেছিলেন। সরকারি নেতাদের অত্যন্ত সৎ এবং ধর্মপরায়ণ হওয়া উচিত, কারণ তা না হলে রাষ্ট্রের সমস্ত কার্যকলাপ ব্যাহত হবে। দুর্ভাগ্যবশত, গণতন্ত্রের নামে কতকগুলি চোর এবং বদমাশ অন্য কতকগুলি চোর এবং বদমাশকে ভোট দিয়ে সরকারের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ এবং দায়িত্বপূর্ণ পদে নির্বাচিত করছে। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তা প্রমাণিত হয়েছে এবং প্রেসিডেন্টের

অন্যায় আচরণের ফলে তাঁকে গদিচ্যুত করা হয়েছে। এটি কেবল একটি ঘটনা, এই রকম আরও কত দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেহেতু এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই মানুষের কর্তব্য কৃষ্ণভক্ত হওয়া এবং কৃষ্ণভক্তি-বিহীন কোন ব্যক্তিকে ভোট না দেওয়া। তার ফলে রাষ্ট্রে প্রকৃত শান্তি এবং সমৃদ্ধি আসবে। বৈষ্ণব যখন দেখেন যে, সরকার যথাযথভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে না পারার ফলে সর্বত্র বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে, তখন তিনি তাঁর অন্তরে গভীর সহানুভূতি অনুভব করেন এবং কৃষ্ণভক্তি প্রচার করার মাধ্যমে সেই পরিস্থিতি পবিত্র করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

শ্লোক ৪

যদ্‌যদাচরতি শ্রেয়ানিতরস্তত্তদীহতে।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ ৪ ॥

যৎ যৎ—যা কিছু; **আচরতি**—আচরণ করে; **শ্রেয়ান্**—ধর্মসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান সমন্বিত প্রথম শ্রেণীর মানুষ; **ইতরঃ**—অধীনস্থ মানুষ; **তৎ তৎ**—তা; **ঈহতে**—অনুষ্ঠান করে; **সঃ**—তিনি (মহান ব্যক্তি); **যৎ**—যা কিছু; **প্রমাণম্**—প্রমাণ অথবা আদর্শ; **কুরুতে**—স্বীকার করে; **লোকঃ**—জনসাধারণ; **তৎ**—তা; **অনুবর্ততে**—অনুসরণ করে।

অনুবাদ

জনসাধারণ সমাজের নেতাদের আদর্শ অনুসরণ করে এবং তাদের আচরণের অনুকরণ করে। নেতারা যা স্বীকার করে, প্রজারা তাকে প্রমাণ বলে গ্রহণ করে।

তাৎপর্য

অজামিল যদিও দণ্ডণীয় ছিলেন না, কিন্তু তা সত্ত্বেও যমদূতেরা তাঁকে দণ্ডদান করার জন্য নিয়ে যেতে চাইছিল। এটি অধর্ম—ধর্মনীতির বিরুদ্ধ। বিষ্ণুদূতেরা আশঙ্কা করেছিলেন যে, যদি এই প্রকার অধর্ম আচরণ করতে দেওয়া হয়, তা হলে মানব-সমাজের সমস্ত সুব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যাবে। বর্তমান সময়ে, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন মানব-সমাজে প্রকৃত পরিচালনার পন্থা প্রবর্তন করার চেষ্টা করছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কলিযুগের রাষ্ট্র-সরকারগুলি এই হরেকৃষ্ণ আন্দোলনকে সমর্থন করছে না, কারণ তারা এই আন্দোলনের অমূল্য সেবা বুঝতে পারছে না। এই হরেকৃষ্ণ

আন্দোলন মানব-সমাজকে পতিত অবস্থা থেকে উদ্ধার করার আদর্শ আন্দোলন, এবং তাই পৃথিবীর সব কয়টি দেশের সরকার এবং জনসাধারণের নেতাদের এই আন্দোলনকে সমর্থন করা উচিত যাতে মানব-সমাজকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করে সর্বতোভাবে সংশোধন করা যায়।

শ্লোক ৫-৬

যস্যাঙ্কে শির আধায় লোকঃ স্বপিতি নির্বৃতঃ ।
স্বয়ং ধর্মমধর্মং বা ন হি বেদ যথা পশুঃ ॥ ৫ ॥
স কথং ন্যর্পিতাত্মানং কৃতমৈত্রমচেতনম্ ।
বিস্রম্ভণীয়ো ভূতানাং সঘৃণো দোগ্ধুমর্হতি ॥ ৬ ॥

যস্য—যার; **অঙ্কে**—কোলে; **শিরঃ**—মাথা; **আধায়**—স্থাপন করে; **লোকঃ**—মানুষেরা; **স্বপিতি**—নিদ্রা যায়; **নির্বৃতঃ**—শান্তিপূর্বক; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **ধর্মম্**—ধর্ম বা জীবনের উদ্দেশ্য; **অধর্মম্**—অধর্ম; **বা**—অথবা; **ন**—না; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **বেদ**—জানে; **যথা**—ঠিক যেমন; **পশুঃ**—একটি পশু; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **কথম্**—কিভাবে; **ন্যর্পিত-আত্মানম্**—সর্বতোভাবে শরণাগত জীবকে; **কৃত-মৈত্রম্**—পূর্ণ বিশ্বাস এবং মৈত্রী সমন্বিত; **অচেতনম্**—অজ্ঞ; **বিস্রম্ভণীয়ঃ**—বিশ্বাসযোগ্য; **ভূতানাম্**—জীবদের; **সঘৃণঃ**—সকলের শুভাকাঙ্ক্ষী কোমল-হৃদয়; **দোগ্ধুম্**—যন্ত্রণা দেওয়ার জন্য; **অর্হতি**—সক্ষম।

অনুবাদ

সাধারণ মানুষের ধর্ম এবং অধর্মের পার্থক্য নিরূপণ করার জ্ঞান নেই। সাধারণ মানুষের অবস্থা ঠিক একটি অবোধ পশুর মতো, যে তার পালনকর্তা প্রভুর উপর সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে তার কোলে নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রা যায়। নেতা যদি সত্যি সত্যি সদয়-হৃদয় হন এবং জীবের বিশ্বাসযোগ্য হন, তা হলে কিভাবে তিনি পূর্ণ বিশ্বাস এবং মৈত্রী সহকারে যে তাঁর সর্বতোভাবে শরণাগত হয়েছে, তাকে দণ্ড দিতে পারেন অথবা হত্যা করতে পারেন?

তাৎপর্য

বিশ্বস্ত-ঘাত শব্দটির অর্থ হচ্ছে, যে বিশ্বাস ভঙ্গ করে। সরকারের সুরক্ষায় জনসাধারণের সর্বদা সুরক্ষিত বলে অনুভব করা উচিত। অতএব, সরকারই যদি

রাজনৈতিক কারণে জনসাধারণের বিশ্বাস ভঙ্গ করে এবং তাদের কষ্ট দেয়, তা হলে তা অত্যন্ত অনুশোচনার বিষয়। ভারতবর্ষ যখন বিভক্ত হয় তখন আমরা দেখেছি যে, যদিও সমস্ত হিন্দু এবং মুসলমানেরা শান্তিপূর্ণভাবে একত্রে বসবাস করছিল, তবুও তারা রাজনীতিবিদ্‌দের ষড়যন্ত্রের ফলে হঠাৎ পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে পরস্পরকে হত্যা করতে শুরু করে। এটি কলিযুগের লক্ষণ। এই যুগে মানুষ এতই নির্দয় যে, তার পালিত যে সমস্ত পশুগুলি তার আশ্রয়ে তাকে রক্ষক বলে মনে করে তার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে নিশ্চিন্তে জীবন যাপন করছে, সেই পশুগুলি একটু হৃষ্টপুষ্ট হলেই সে তাদের কসাইখানায় পাঠিয়ে দেয়। বিষ্ণুদূতের মতো বৈষ্ণবেরা এই প্রকার নৃশংসতা কখনও বরদাস্ত করেন না। প্রকৃতপক্ষে, এই প্রকার পাপীদের যে কিভাবে নরকে দণ্ডভোগ করতে হবে, তা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। যে ব্যক্তি পূর্ণ বিশ্বাসে আশ্রয়-গ্রহণকারী মানুষ অথবা পশুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, সে মহাপাপী। যেহেতু বর্তমান সময়ে সরকার এই প্রকার বিশ্বাসঘাতকদের দণ্ড দিচ্ছে না, তাই সমগ্র মানব-সমাজ ভয়ঙ্করভাবে কলুষিত হয়ে গেছে। এই যুগের মানুষদের তাই *মন্দাঃ সুমন্দমতয়োমন্দভাগ্যা হ্যুপদ্রুতাঃ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই প্রকার পাপের ফলে মানুষ নিন্দিত (*মন্দাঃ*), তাদের বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়েছে (*সুমন্দমতয়ঃ*), তারা দুর্ভাগা (*মন্দভাগ্যাঃ*), এবং তাই তারা সর্বদা নানা রকম সমস্যায় জর্জরিত (*উপদ্রুতাঃ*)। এই জীবনে তো তাদের এই অবস্থা এবং মৃত্যুর পর তাদের নরকে দণ্ডভোগ করতে হবে।

শ্লোক ৭

অয়ং হি কৃতনির্বেশো জন্মকোট্যংহসামপি ।
যদ্ ব্যাজহার বিবশো নাম স্বস্ত্যয়নং হরেঃ ॥ ৭ ॥

অয়ম্—এই ব্যক্তি (অজামিল); **হি**—বস্তুত; **কৃত-নির্বেশঃ**—সব রকম প্রায়শ্চিত্ত করেছে; **জন্ম**—জন্মের; **কোটি**—কোটি কোটি; **অংহসাম্**—পাপের; **অপি**—ও; **যৎ**—যেহেতু; **ব্যাজহার**—সে কীর্তন করেছে; **বিবশঃ**—অসহায় অবস্থায়; **নাম**—ভগবানের দিব্য নাম; **স্বস্ত্যয়নম্**—মুক্তির উপায়; **হরেঃ**—ভগবানের।

অনুবাদ

অজামিল তাঁর সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে গেছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি কেবল এই জীবনের পাপের প্রায়শ্চিত্তই করেননি, বিবশ হয়ে নারায়ণের দিব্য নাম

উচ্চারণ করার ফলে তাঁর কোটি কোটি জন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেছে। যদিও তিনি শুদ্ধ নাম উচ্চারণ করেননি, তবুও কেবল নামাভাসের ফলেই তিনি এখন শুদ্ধ হয়ে মুক্তি লাভের যোগ্য হয়েছেন।

তাৎপর্য

যমদূতেরা কেবল অজামিলের বাহ্য অবস্থার বিচার করেছিল। যেহেতু সে সারা জীবন অত্যন্ত পাপপরায়ণ ছিল, তাই তারা মনে করেছিল যে, যমরাজ কর্তৃক সে দণ্ডণীয় ছিল। তারা বুঝতে পারেনি যে, সে তার সমস্ত পাপের ফল থেকে মুক্ত হয়ে গেছে। বিষ্ণুদূতেরা তাই তাদের বলেছিলেন যে, যেহেতু সে মৃত্যুর সময় চার বর্ণ সমন্বিত নারায়ণের নাম উচ্চারণ করেছিল, তাই সে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *স্মৃতিশাস্ত্র* থেকে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উল্লেখ করেছেন—

নাম্নো হি যাবতী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী নরঃ ॥

"পবিত্র হরিনাম উচ্চারণের ফলে যে পরিমাণ পাপ থেকে মানুষ উদ্ধার লাভ করে, তত পাপ করার ক্ষমতা কারও নেই।" (*বৃহদ্‌বিষ্ণু পুরাণ*)

অবশেনাপি যন্নাম্নি কীর্তিতে সর্বপাতকৈঃ।
পুমান্ বিমুচ্যতে সদ্যঃ সিংহত্রস্তৈর্মৃগৈরিব ॥

"বিবশ হয়ে অথবা অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি কেউ ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করে, তা হলে সিংহের গর্জনের ফলে পশুরা যেভাবে ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়, ঠিক সেইভাবে সমস্ত পাপ দূরীভূত হয়ে যায়।" (*গরুড় পুরাণ*)

সকৃদ্ উচ্চারিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্।
বদ্ধপরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি ॥

"ভগবানের দুই বর্ণ সমন্বিত 'হ-রি' নাম কেবল একবার মাত্র উচ্চারণের ফলে জীবের মুক্তির পথ সুনিশ্চিত হয়।" (*স্কন্দ পুরাণ*)

অজামিলকে যমালয়ে নিয়ে যেতে বিষ্ণুদূতেরা যমদূতদের কেন বাধা দিয়েছিলেন, এইগুলিই তার কয়েকটি কারণ।

শ্লোক ৮

এতেনৈব হ্যঘোনোঽস্য কৃতং স্যাদঘনিষ্কৃতম্।
যদা নারায়ণায়েতি জগাদ চতুরক্ষরম্ ॥ ৮ ॥

এতেন—এই কীর্তনের দ্বারা; **এব**—বস্তুত; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অঘোনঃ**—পাপী; **অস্য**—এই (অজামিল); **কৃতম্**—অনুষ্ঠিত; **স্যাৎ**—হয়; **অঘ**—পাপের; **নিষ্কৃতম্**—পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত; **যদা**—যখন; **নারায়ণ**—হে নারায়ণ (তাঁর পুত্রের নাম); **আয়**—এসো; **ইতি**—এইভাবে; **জগাদ**—তিনি উচ্চারণ করেছিলেন; **চতুঃ-অক্ষরম্**—চার বর্ণ (না-রা-য়-ণ)।

অনুবাদ

বিষ্ণুদূতেরা বললেন—পূর্বেও এই অজামিল ভোজনাদি সময়ে "বৎস নারায়ণ, এখানে এসো" এইভাবে তাঁর পুত্রকে ডেকেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও না-রা-য়-ণ এই চারটি বর্ণ উচ্চারণ করার ফলে, তিনি তাঁর কোটি কোটি বছরের জন্মার্জিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন।

তাৎপর্য

পূর্বে অজামিল যখন তাঁর পরিবার প্রতিপালনের জন্য পাপকর্মে লিপ্ত ছিলেন, তখন তিনি নিরপরাধে নারায়ণের নাম উচ্চারণ করেছিলেন। নাম বলে পাপাচরণ করা বা পাপকর্ম থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য ভগবানের দিব্য নাম উচ্চারণ করা একটি নাম অপরাধ (*নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধিঃ*)। অজামিল যদিও পাপকর্মে লিপ্ত ছিলেন, তবুও তিনি তাঁর পাপকর্মের ফল থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য নারায়ণের নাম উচ্চারণ করেননি; তিনি কেবল তাঁর পুত্রকে সম্বোধন করে নারায়ণ নাম উচ্চারণ করেছিলেন। তাই তাঁর এই নাম উচ্চারণ কার্যকরী হয়েছিল। এইভাবে নারায়ণের দিব্য নাম কীর্তন করার ফলে তাঁর বহু বহু জন্মার্জিত পাপ মোচন হয়েছিল। প্রথমে তিনি পবিত্র ছিলেন, কিন্তু পরে পাপকর্ম করলেও তিনি যেহেতু সেই পাপ থেকে উদ্ধার লাভের জন্য নারায়ণের দিব্য নাম উচ্চারণ করেননি, তাই তিনি নামাপরাধ করেননি। যিনি নিরপরাধে সর্বদা ভগবানের দিব্য নাম উচ্চারণ করেন, তিনি সর্বদাই পবিত্র। এই শ্লোকে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, অজামিল পূর্বেই নিষ্পাপ ছিলেন এবং যেহেতু তিনি নারায়ণের নাম উচ্চারণ করেছিলেন, তাই তিনি পাপের দ্বারা প্রভাবিত হননি। তাঁর পুত্রকে সম্বোধন করে উচ্চারণ করলেও তিনি ভগবানের দিব্য নামের সুফল প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৯-১০

স্তেনঃ সুরাপো মিত্রধ্রুগ্ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ ।
স্ত্রীরাজপিতৃগোহন্তা যে চ পাতকিনোঽপরে ॥ ৯ ॥

সর্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্ ।
নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ ॥ ১০ ॥

স্তেনঃ—যে চুরি করে; **সুরাপঃ**—মদ্যপায়ী; **মিত্রধ্রুক্**—মিত্রদ্রোহী; **ব্রহ্ম-হা**—ব্রহ্মঘাতী; **গুরু-তল্প-গঃ**—গুরুপত্নীগামী; **স্ত্রী**—স্ত্রী; **রাজ**—রাজা; **পিতৃ**—পিতা; **গো**—গাভী; **হন্তা**—হত্যাকারী; **যে**—যারা; **চ**—ও; **পাতকিনঃ**—পাপকর্ম অনুষ্ঠানকারী; **অপরে**—অন্য অনেকে; **সর্বেষাম্**—তাদের সকলে; **অপি**—যদিও; **অঘ-বতাম্**—যারা বহু পাপ করেছে; **ইদম্**—এই; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **সু-নিষ্কৃতম্**—পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত; **নাম-ব্যাহরণম্**—পবিত্র নাম কীর্তন; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **যতঃ**—যার ফলে; **তৎ-বিষয়া**—পবিত্র নাম কীর্তনকারীর; **মতিঃ**—ভগবান মনে করেন।

অনুবাদ

স্বর্ণ অথবা অন্যান্য মূল্যবান বস্তু অপহরণকারী, মদ্যপায়ী, মিত্রদ্রোহী, ব্রহ্মঘাতী, গুরুপত্নীগামী, স্ত্রী-হত্যাকারী, গো-হত্যাকারী, পিতৃ-হত্যাকারী, রাজ-হত্যাকারী এবং অন্য যে সমস্ত মহাপাতকী রয়েছে, শ্রীবিষ্ণুর নাম উচ্চারণই তাদের শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। কেবল ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দিব্য নাম উচ্চারণের ফলেই এই প্রকার পাপীরা ভগবানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ভগবান তখন মনে করেন, "যেহেতু এই ব্যক্তি আমার নাম উচ্চারণ করেছে, তাই আমার কর্তব্য হচ্ছে তাকে রক্ষা করা।"

শ্লোক ১১

ন নিষ্কৃতৈরুদিতৈর্ব্রহ্মবাদিভি-
স্তথা বিশুদ্ধ্যত্যঘবান্ ব্রতাদিভিঃ ।
যথা হরের্নামপদৈরুদাহৃতৈ-
স্তদুত্তমশ্লোকগুণোপলম্ভকম্ ॥ ১১ ॥

ন—না; **নিষ্কৃতৈঃ**—প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা; **উদিতৈঃ**—নির্ধারিত; **ব্রহ্ম-বাদিভিঃ**—মনু আদি বিদ্বান পণ্ডিতের দ্বারা; **তথা**—সেই পর্যন্ত; **বিশুদ্ধ্যতি**—পবিত্র হয়; **অঘবান্**—পাপী; **ব্রত-আদিভিঃ**—ব্রত এবং বিধি-নিষেধ পালন করার দ্বারা; **যথা**—যেমন; **হরেঃ**—ভগবান শ্রীহরি; **নাম-পদৈঃ**—দিব্য নামের বর্ণের দ্বারা;

উদাহৃতৈঃ—কীর্তিত; **তৎ**—তা; **উত্তমশ্লোক**—ভগবানের; **গুণ**—দিব্য গুণাবলীর; **উপলম্ভকম্**—স্মরণ করিয়ে দেয়।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীহরির দিব্য নাম একবার উচ্চারণ করে মানুষ যেভাবে নির্মল হয়, বৈদিক ব্রত অথবা প্রায়শ্চিত্ত করার ফলে সেইভাবে নির্মল হওয়া যায় না। যদিও প্রায়শ্চিত্ত করার ফলে পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়, কিন্তু তার ফলে ভগবদ্ভক্তির উন্মেষ হয় না। কিন্তু ভগবানের নাম উচ্চারণের ফলে, ভগবানের যশ, গুণ, বৈশিষ্ট্য, লীলা, পরিকর আদির স্মরণ হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তনের বিশেষ মাহাত্ম্য এই যে, তার ফলে কঠোর, কঠোরতর এবং কঠোরতম পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যায়। *মনুসংহিতা, পরাশর-সংহিতা* আদি কুড়ি প্রকার ধর্মশাস্ত্র রয়েছে, কিন্তু এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই সমস্ত ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশ অনুসরণ করার ফলে যদিও পাপফল থেকে মুক্ত হওয়া যায়, কিন্তু তার ফলে পাপী ব্যক্তি ভগবানের প্রেমময়ী সেবার স্তরে উন্নীত হতে পারে না। পক্ষান্তরে, ভগবানের দিব্য নাম একবার মাত্র উচ্চারণ করার ফলে কেবল তৎক্ষণাৎ মহাপাপ থেকে উদ্ধারই লাভ হয় না, অধিকন্তু উত্তমশ্লোক ভগবানের প্রেমময়ী সেবার স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। এইভাবে ভগবানের রূপ, গুণ, লীলা আদি স্মরণ করার মাধ্যমে ভগবানের সেবা করা যায়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিশ্লেষণ করেছেন যে, ভগবানের দিব্য নাম উচ্চারণ করার ফলেই কেবল তা সম্ভব, কারণ ভগবান সর্বশক্তিমান। বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করার ফলে যা লাভ করা যায় না, ভগবানের দিব্য নাম উচ্চারণের ফলেই কেবল তা অনায়াসে লাভ করা যায়। ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করা এবং আনন্দময় হয়ে নৃত্য করা এতই সহজ এবং সাবলীল যে, সেই পন্থা অনুসরণ করার ফলে সব রকম পারমার্থিক লাভ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঘোষণা করেছেন, *পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনম্*—"শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তনের পরম বিজয় হোক!" আমরা যে সংকীর্তন আন্দোলন শুরু করেছি, তা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার এবং পারমার্থিক জীবনের স্তরে উন্নীত হওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা।

শ্লোক ১২

নৈকান্তিকং তদ্ধি কৃতেঽপি নিষ্কৃতে
মনঃ পুনর্ধাবতি চেদসৎপথে ।
তৎ কর্মনির্হারমভীপ্সতাং হরে-
র্গুণানুবাদঃ খলু সত্ত্বভাবনঃ ॥ ১২ ॥

ন—না; **ঐকান্তিকম্**—পূর্ণরূপে নির্মল; **তৎ**—হৃদয়; **হি**—যেহেতু; **কৃতে**—অত্যন্ত সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত; **অপি**—যদিও; **নিষ্কৃতে**—প্রায়শ্চিত্ত; **মনঃ**—মন; **পুনঃ**—পুনরায়; **ধাবতি**—ধাবিত হয়; **চেৎ**—যদি; **অসৎ-পথে**—জড়-জাগতিক কার্যকলাপের পথে; **তৎ**—অতএব; **কর্ম-নির্হারম্**—সকাম কর্মের নিবৃত্তি; **অভীপ্সতাম্**—যারা ঐকান্তিকভাবে কামনা করে; **হরেঃ**—ভগবানের; **গুণ-অনুবাদঃ**—নিরন্তর মহিমা কীর্তন; **খলু**—বস্তুত; **সত্ত্ব-ভাবনঃ**—জীবের অস্তিত্ব প্রকৃতই পবিত্র করে।

অনুবাদ

ধর্মশাস্ত্রে যে প্রায়শ্চিত্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার দ্বারা হৃদয় সম্পূর্ণরূপে নির্মল হয় না, কারণ প্রায়শ্চিত্তের পরে মানুষের মন আবার জড়-জাগতিক কার্যকলাপের দিকে ধাবিত হয়। অতএব, যারা সকাম কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার অভিলাষী, তাদের পক্ষে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা অর্থাৎ ভগবানের নাম, যশ এবং লীলার মহিমা কীর্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কারণ এই কীর্তন হৃদয়ের সমস্ত কলুষ সর্বতোভাবে বিধৌত করে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের উক্তিটি *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/১৭) পূর্বেই প্রতিপন্ন হয়েছে—

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎসতাম্ ॥

"ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যিনি সকলের পরমাত্মা এবং সত্যসংকল্প ভক্তের সুহৃদ্, তিনি তাঁর বাণী আস্বাদনকারী ভক্তের হৃদয়ের জড় সুখভোগের সমস্ত বাসনা নির্মল করেন। তাঁর বাণী যখন যথাযথভাবে শ্রবণ এবং কীর্তন হয়, তখন তা সমস্ত শুভ প্রদান করে।" ভগবানের বিশেষ কৃপা এই যে, তিনি যখন দেখেন কেউ তাঁর নাম, যশ এবং গুণাবলীর মহিমা কীর্তন করছেন, তৎক্ষণাৎ তিনি সেই ব্যক্তির হৃদয়ের সমস্ত কলুষ দূর করার জন্য তাঁকে সাহায্য করেন। তাই এই প্রকার

কীর্তনের দ্বারা কেবল পবিত্রই হওয়া যায় না, অধিকন্তু পুণ্যকর্মের সমস্ত ফলও লাভ করা যায় (*পুণ্যশ্রবণকীর্তন*)। *পুণ্যশ্রবণকীর্তন* বলতে ভগবদ্ভক্তির পন্থা বোঝায়। কেউ যদি ভগবানের নাম, লীলা অথবা গুণাবলীর অর্থ নাও জানে, তবুও কেবল তা শ্রবণ এবং কীর্তন করার ফলে পবিত্র হওয়া যায়। এই প্রকার পবিত্রীকরণকে বলা হয় *সত্ত্ব-ভাবন* ।

নিজের অস্তিত্ব পবিত্র করে মুক্তিলাভ করাই মানব-জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। যতক্ষণ জড় দেহ থাকে, ততক্ষণ মানুষকে অপবিত্র বলে বুঝতে হয়। যদিও সকলেই প্রকৃত আনন্দময় জীবনের আকাঙ্ক্ষা করছে, তবুও এই প্রকার অপবিত্র এবং বদ্ধ অবস্থায় তা আস্বাদন করা যায় না। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৫/৫/১) বলা হয়েছে, *তপো দিব্যং পুত্রকা যেন সত্ত্বং শুদ্ধ্যেৎ*—আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্য নিজেকে পবিত্র করতে তপস্যা করা অবশ্য কর্তব্য। ভগবানের নাম, যশ এবং গুণাবলীর মহিমা কীর্তন করার তপস্যা পবিত্র হওয়ার এক অতি সরল পন্থা, যার ফলে সকলেই সুখী হতে পারে। তাই যাঁরা তাঁদের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে নির্মল করতে চান, তাঁদের এই পন্থা অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য। অন্যান্য পন্থাগুলি, যেমন কর্ম, জ্ঞান এবং যোগ হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে নির্মল করতে পারে না।

শ্লোক ১৩

অথৈনং মাপনয়ত কৃতাশেষাঘনিষ্কৃতম্ ।
যদসৌ ভগবন্নাম ম্রিয়মাণঃ সমগ্রহীৎ ॥ ১৩ ॥

অথ—অতএব; **এনম্**—তাঁকে (অজামিল); **মা**—করে না; **অপনয়ত**—গ্রহণ করার চেষ্টা; **কৃত**—পূর্বেই অনুষ্ঠিত; **অশেষ**—অসীম; **অঘ-নিষ্কৃতম্**—পাপকর্মের প্রায়শ্চিত্ত; **যৎ**—যেহেতু; **অসৌ**—সে; **ভগবৎ-নাম**—ভগবানের পবিত্র নাম; **ম্রিয়মাণঃ**—মৃত্যুর সময়; **সমগ্রহীৎ**—সম্যক্‌রূপে কীর্তিত।

অনুবাদ

মৃত্যুর সময় এই অজামিল অসহায় হয়ে অতি উচ্চস্বরে ভগবানের নারায়ণ নাম উচ্চারণ করেছেন। কেবল সেই নামোচ্চারণই সমস্ত পাপময় জীবনের কর্মফল থেকে ইতিমধ্যেই তাঁকে মুক্ত করেছে। অতএব, হে যমদূতগণ, তাঁকে নরকে দণ্ডভোগ করার জন্য তোমাদের প্রভুর কাছে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো না।

তাৎপর্য

বিষ্ণুদূতেরা যমদূতদের থেকে উচ্চতর অধিকারি ছিলেন। তাই তাঁরা যমদূতদের আদেশ দিয়েছিলেন, যারা জানত না যে অজামিল তার পূর্বকৃত পাপের জন্য নরকে দণ্ডণীয় নয়। যদিও অজামিল তাঁর পুত্রকে সম্বোধন করে নারায়ণ নাম উচ্চারণ করেছিলেন, তবুও নামের এমনই দিব্য শক্তি যে, মৃত্যুর সময় সেই নাম গ্রহণ করার ফলে তিনি আপনা থেকেই সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন (*অন্তে নারায়ণ-স্মৃতি*)। *ভগবদ্‌গীতায়* (৭/২৮) শ্রীকৃষ্ণ প্রতিপন্ন করেছেন—

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্ ।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥

"যে সমস্ত পুণ্যবান ব্যক্তির পাপ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়েছে এবং যাঁরা দ্বন্দ্ব ও মোহ থেকে মুক্ত হয়েছেন, তাঁরা দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে আমার ভজনা করেন।" সমস্ত পাপকর্মের ফল থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত হওয়া যায় না। *ভগবদ্‌গীতার* অন্যত্র (৮/৫) উল্লেখ করা হয়েছে—

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্তা কলেবরম্ ।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥

কেউ যদি মৃত্যুর সময় শ্রীকৃষ্ণ বা নারায়ণকে স্মরণ করেন, তা হলে তিনি নিশ্চিতভাবে তৎক্ষণাৎ ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্য হন।

শ্লোক ১৪

সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা ।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ ॥ ১৪ ॥

সাঙ্কেত্যম্—সঙ্কেতরূপে; **পারিহাস্যম্**—পরিহাসছলে; **বা**—অথবা; **স্তোভম্**—সংগীত বিনোদনের জন্য; **হেলনম্**—অবহেলা করে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **বা**—অথবা; **বৈকুণ্ঠ**—ভগবানের; **নাম-গ্রহণম্**—দিব্য নাম কীর্তন; **অশেষ**—অসীম; **অঘ-হরম্**—পাপ বিনষ্ট হয়; **বিদুঃ**—মহাজনেরা জানেন।

অনুবাদ

অন্য বস্তুকে লক্ষ্য করে হোক, পরিহাসছলে হোক, সংগীত বিনোদনের জন্য হোক অথবা অশ্রদ্ধার সঙ্গেই হোক, ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করার

ফলে তৎক্ষণাৎ অশেষ পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। শাস্ত্রতত্ত্ববিদ্ মহাজনেরা সেই কথা স্বীকার করেছেন।

শ্লোক ১৫

পতিতঃ স্খলিতো ভগ্নঃ সন্দষ্টস্তপ্ত আহতঃ ।
হরিরিত্যবশেনাহ পুমান্নার্হতি যাতনাঃ ॥ ১৫ ॥

পতিতঃ—পড়ে গিয়ে; **স্খলিতঃ**—পিছলে পড়ে; **ভগ্নঃ**—হাড় ভেঙে গিয়ে; **সন্দষ্টঃ**—দংশিত; **তপ্তঃ**—জ্বর বা বেদনাদায়ক অবস্থার দ্বারা প্রবলভাবে আক্রান্ত হয়ে; **আহতঃ**—আহত হয়ে; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **ইতি**—এইভাবে; **অবশেন**—ঘটনাক্রমে; **আহ**—উচ্চারণ করে; **পুমান্**—পুরুষ; **ন**—না; **অর্হতি**—যোগ্য; **যাতনাঃ**—নরক যন্ত্রণা।

অনুবাদ

উচ্চ গৃহ থেকে পতিত হয়ে, পথে যেতে যেতে পা পিছলে পড়ে হাড় ভেঙে যাওয়ার ফলে, সর্প দংশনের ফলে, প্রবল জ্বরে পীড়িত হয়ে অথবা অস্ত্রের দ্বারা আহত হয়ে, মরণোন্মুখ ব্যক্তি যদি অবশেও দিব্য হরিনাম উচ্চারণ করে, তা হলে সে পাপী হলেও তাকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় না।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৮/৬) উল্লেখ করা হয়েছে—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥

"যে ভাবনা স্মরণ করে মানুষ দেহত্যাগ করে, সে নিঃসন্দেহে সেই অবস্থা প্রাপ্ত হয়।" কেউ যদি হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার অনুশীলন করেন, তা হলে কোন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হলে, তিনি স্বাভাবিকভাবে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণ করবেন বলে আশা করা যায়। এই প্রকার অনুশীলন ছাড়াও কেউ যদি কোন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়ে ভগবানের দিব্য নাম (হরেকৃষ্ণ) উচ্চারণ করে মৃত্যুবরণ করেন, তা হলে তিনি মৃত্যুর পর নরক-যন্ত্রণা ভোগ করা থেকে রক্ষা পাবেন।

শ্লোক ১৬

**গুরূণাং চ লঘূনাং চ গুরূণি চ লঘূনি চ ।
প্রায়শ্চিত্তানি পাপানাং জ্ঞাত্বোক্তানি মহর্ষিভিঃ ॥ ১৬ ॥**

গুরূণাম্—ভারী; **চ**—এবং; **লঘূনাম্**—হাল্কা; **চ**—এবং; **গুরূণি**—ভারী; **চ**—এবং; **লঘূনি**—হাল্কা; **চ**—ও; **প্রায়শ্চিত্তানি**—প্রায়শ্চিত্ত; **পাপানাম্**—পাপকর্মের; **জ্ঞাত্বা**—পূর্ণরূপে জেনে; **উক্তানি**—নির্ধারিত করেছেন; **মহর্ষিভিঃ**—মহর্ষিদের দ্বারা।

অনুবাদ

মহর্ষিরা বিশেষ বিচার করে গুরু পাপের গুরু এবং লঘু পাপের লঘু প্রায়শ্চিত্ত বিধান করেছেন। কিন্তু হরিনাম কীর্তনের ফলে লঘু-গুরু নির্বিশেষে সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি লাভ হয়।

তাৎপর্য

এই সম্পর্কে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর কৌরবদের দণ্ডদান থেকে সাম্বকে উদ্ধার করার একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। সাম্ব দুর্যোধনের কন্যাকে ভালবেসে, ক্ষত্রিয় প্রথা অনুসারে তাকে অপহরণ করে। কিন্তু অবশেষে সাম্ব কৌরবদের হাতে বন্দী হয়। সেই সংবাদ পেয়ে বলরাম তাকে উদ্ধার করতে আসেন। সাম্বের মুক্তি সম্বন্ধে কৌরবপক্ষের সঙ্গে বলরামের তর্ক-বিতর্ক হয়। কিন্তু বিচারে মীমাংসা না হওয়ার ফলে বলরাম এমনভাবে তাঁর বল প্রদর্শন করেছিলেন যে, সারা হস্তিনাপুর কম্পমান হতে থাকে, যেন এক প্রচণ্ড ভূমিকম্প দেখা দিয়েছে এবং তার ফলে হস্তিনাপুর ধূলিসাৎ হতে চলেছে। তখন সেই বিষয়ের মীমাংসা হয় এবং সাম্ব দুর্যোধনের কন্যাকে বিবাহ করে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই ঘটনার মাধ্যমে বুঝিয়েছেন যে, পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণ-বলরামের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত, তাঁদের রক্ষা করার ক্ষমতা এমনই যে, এই জড় জগতে কোন কিছুর সঙ্গেই তার তুলনা হয় না। পাপের ফল যতই গুরু হোক না কেন, হরি, কৃষ্ণ, বলরাম অথবা নারায়ণের নাম উচ্চারণ করা মাত্রই তা তৎক্ষণাৎ দূর হয়ে যাবে।

শ্লোক ১৭

**তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপোদানব্রতাদিভিঃ ।
নাধর্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রিসেবয়া ॥ ১৭ ॥**

তৈঃ—তাদের দ্বারা; **তানি**—সেই সমস্ত; **অঘানি**—পাপকর্ম এবং তার ফল; **পূয়ন্তে**—বিনষ্ট হয়ে যায়; **তপঃ**—তপস্যা; **দান**—দান; **ব্রতাদিভিঃ**—ব্রত আদি কর্মের দ্বারা; **ন**—না; **অধর্ম-জম্**—অধর্ম থেকে উৎপন্ন; **তৎ**—তার; **হৃদয়ম্**—হৃদয়; **তৎ**—তা; **অপি**—ও; **ঈশ-অঙ্ঘ্রি**—ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে; **সেবয়া**—সেবার দ্বারা।

অনুবাদ

যদিও তপস্যা, দান, ব্রত প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পাপীর পাপসমূহ বিনষ্ট হয়, তবুও সেই সমস্ত পুণ্যকর্ম হৃদয়ের কর্মবাসনা সমূলে উৎপাটিত করতে পারে না। কিন্তু কেউ যদি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবা করেন, তা হলে তৎক্ষণাৎ কর্ম-বাসনারূপ সমস্ত কলুষ থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/২/৪২) বলা হয়েছে, *ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চ*—ভগবদ্ভক্তি এতই শক্তিশালী যে, তার অনুষ্ঠানের ফলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ-কর্মের বাসনা থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এই জড় জগতের সমস্ত বাসনা পাপপূর্ণ, কারণ জড় বাসনা মানেই হচ্ছে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, যার ফলে কিছু না কিছু পাপে সর্বদাই লিপ্ত হতে হয়। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তি *অন্যাভিলাষিতাশূন্য;* অর্থাৎ, তা কর্ম এবং জ্ঞানজাত সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত। যিনি ভগবদ্ভক্তির স্তরে অবস্থিত, তাঁর কোন জড় বাসনা থাকে না এবং তাই তিনি সব রকম পাপের অতীত। জড় বাসনা সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা কর্তব্য। তা না হলে সাময়িকভাবে তপশ্চর্যা, ব্রত এবং দানের দ্বারা পাপ থেকে মুক্ত হলেও, হৃদয় নির্মল না হওয়ার ফলে পুনরায় জড় বাসনার উদয় হবে, এবং পাপকর্মে প্রবৃত্ত হয়ে সে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করবে।

শ্লোক ১৮

অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্তমশ্লোকনাম যৎ ।
সঙ্কীর্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ ॥ ১৮ ॥

অজ্ঞানাৎ—অজ্ঞানের ফলে; **অথবা**—অথবা; **জ্ঞানাৎ**—জ্ঞাতসারে; **উত্তমশ্লোক**—ভগবানের; **নাম**—দিব্য নাম; **যৎ**—যা; **সঙ্কীর্তিতম্**—কীর্তিত; **অঘম্**—পাপ; **পুংসঃ**—মানুষের; **দহেৎ**—দগ্ধীভূত করে; **এধঃ**—শুষ্ক তৃণ; **যথা**—যেমন; **অনলঃ**—অগ্নি।

অনুবাদ

অগ্নি যেমন তৃণরাশি ভস্মীভূত করে, তেমনই জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে উত্তমশ্লোক ভগবানের নাম কীর্তন করলে, সমস্ত পাপ ভস্মীভূত হয়ে যায়।

তাৎপর্য

আগুন, তা সে একটি নিরীহ শিশুই জ্বালাক অথবা একজন প্রাজ্ঞ প্রবীণ ব্যক্তিই জ্বালাক, তা দহন করে। যেমন, আগুনের দাহিকা শক্তি সম্বন্ধে অবগত একজন প্রবীণ ব্যক্তিই হোক অথবা সেই বিষয়ে অজ্ঞ একটি শিশুই হোক, যদি কেউ তৃণরাশিতে অগ্নি প্রদান করে, তা হলে তা ভস্মীভূত হবে। তেমনই, কেউ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের শক্তি সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন অথবা না হতে পারেন, কিন্তু তিনি যদি সেই নাম কীর্তন করেন, তা হলে তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হবেন।

শ্লোক ১৯

যথাগদং বীর্যতমমুপযুক্তং যদৃচ্ছয়া।
অজানতোঽপ্যাত্মগুণং কুর্যান্মন্ত্রোঽপ্যুদাহৃতঃ ॥ ১৯ ॥

যথা—ঠিক যেমন; **অগদম্**—ঔষধ; **বীর্য-তমম্**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **উপযুক্তম্**—যথাযথভাবে গ্রহণ করা হয়; **যদৃচ্ছয়া**—কোন না কোনভাবে; **অজানতঃ**—অজ্ঞান ব্যক্তির দ্বারা; **অপি**—ও; **আত্ম-গুণম্**—তার শক্তি; **কুর্যাৎ**—প্রকাশিত হয়; **মন্ত্রঃ**—হরেকৃষ্ণ মন্ত্র; **অপি**—ও; **উদাহৃতঃ**—কীর্তিত হয়।

অনুবাদ

কেউ যদি কোন ওষুধের শক্তি সম্বন্ধে অবগত না হয়ে সেই ওষুধ সেবন করে অথবা তাকে জোর করে সেবন করানো হয়, তা হলে সে ওষুধের প্রভাব না জানলেও তা ক্রিয়া করবে, কারণ সেই ওষুধের শক্তি রোগীর জ্ঞানের উপর নির্ভর করে না। তেমনই, ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনের প্রভাব না জানলেও কেউ যদি জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে তা উচ্চারণ করে, তার ফল সে প্রাপ্ত হবে।

তাৎপর্য

পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে, যেখানে হরেকৃষ্ণ আন্দোলন বিস্তার লাভ করছে, বিদ্বান পণ্ডিত এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিরা তার প্রভাব উপলব্ধি করতে পারছেন। যেমন,

ডঃ জে. স্টিলসন্ জুডা নামক এক বিখ্যাত পণ্ডিত এই আন্দোলনের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছেন, কারণ তিনি প্রকৃতপক্ষে দর্শন করেছেন যে, এই আন্দোলন মাদক দ্রব্যের প্রতি আসক্ত হিপিদের শুদ্ধ বৈষ্ণবে পরিণত করছে, যারা স্বতস্ফূর্তভাবে শ্রীকৃষ্ণ এবং সমগ্র মানব-সমাজের সেবকে পরিণত হচ্ছে। এমন কি কয়েক বছর আগেও এই সমস্ত হিপিরা হরেকৃষ্ণ মন্ত্র জানত না, কিন্তু এখন তারা সেই মন্ত্র কীর্তন করছে এবং শুদ্ধ বৈষ্ণবে পরিণত হয়েছে। এইভাবে তারা অবৈধ যৌনসঙ্গ, মাদক দ্রব্য সেবন, আমিষ আহার এবং দ্যূতক্রীড়া আদি সমস্ত পাপকর্ম থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছে। এটিই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের প্রভাবের ব্যবহারিক প্রমাণ, যা এই শ্লোকে সমর্থিত হয়েছে। কেউ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণের মূল্য জানতে পারে অথবা না জানতে পারে, তাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু কেউ যদি কোন না কোন ক্রমে তা উচ্চারণ করে, তা হলে সে তৎক্ষণাৎ বিশুদ্ধ হবে, ঠিক যেমন কোন শক্তিশালী ওষুধ জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে গ্রহণ করা হলে তার ফল অনুভব করা যায়।

শ্লোক ২০

শ্রীশুক উবাচ

ত এবং সুবিনির্ণীয় ধর্মং ভাগবতং নৃপ ।
তং যাম্যপাশান্নির্মুচ্য বিপ্রং মৃত্যোরমূমুচন্ ॥ ২০ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **তে**—তাঁরা (বিষ্ণুদূতেরা); **এবম্**—এইভাবে; **সু-বিনির্ণীয়**—সুষ্ঠুভাবে নিরূপণ করে; **ধর্মম্**—ধর্ম; **ভাগবতম্**—ভগবদ্ভক্তিরূপ; **নৃপ**—হে রাজন্; **তম্**—তাকে; **যাম্য-পাশাৎ**—যমদূতদের বন্ধন থেকে; **নির্মুচ্য**—মুক্ত করে; **বিপ্রম্**—ব্রাহ্মণ; **মৃত্যোঃ**—মৃত্যু থেকে; **অমূমুচন্**—উদ্ধার করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, বিষ্ণুদূতেরা এইভাবে অত্যন্ত সুন্দরভাবে যুক্তি-তর্কের দ্বারা ভাগবত-ধর্মের সিদ্ধান্ত বিচার করে ব্রাহ্মণ অজামিলকে যমদূতদের বন্ধন থেকে মুক্ত করেছিলেন এবং আসন্ন মৃত্যু থেকে পরিত্রাণ করেছিলেন।

শ্লোক ২১

ইতি প্রত্যুদিতা যাম্যা দূতা যাত্বা যমান্তিকম্ ।
যমরাজ্ঞে যথা সর্বমাচচক্ষুররিন্দম ॥ ২১ ॥

ইতি—এইভাবে; **প্রত্যুদিতাঃ**—বিষ্ণুদূতদের প্রত্যুত্তরে; **যাম্যাঃ**—যমরাজের সেবক; **দূতাঃ**—দূতেরা; **যাত্বা**—গিয়ে; **যমান্তিকম্**—যমালয়ে; **যম-রাজ্ঞে**—যমরাজকে; **যথা**—ঠিক যেমন; **সর্বম্**—সব কিছু; **আচচক্ষুঃ**—সবিস্তারে বর্ণনা করেছিল; **অরিন্দম**—হে অরিনিসূদন।

অনুবাদ

হে অরিনিসূদন মহারাজ পরীক্ষিৎ, এইভাবে বিষ্ণুদূতদের প্রত্যুত্তর শুনে, যমদূতেরা যমরাজের কাছে গিয়ে তাঁকে সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণনা করেছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *প্রত্যুদিতাঃ* শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যমদূতেরা এতই শক্তিশালী যে, কেউই তাদের বাধা দিতে পারে না, কিন্তু পাপী বলে নির্ধারিত একজনকে নিয়ে যাওয়ার সময় এইবার তারা বাধা পেয়েছিল এবং নিরাশ হয়েছিল। তাই তারা তৎক্ষণাৎ যমরাজের কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেছিল।

শ্লোক ২২

দ্বিজঃ পাশাদ্বিনির্মুক্তো গতভীঃ প্রকৃতিং গতঃ ।
ববন্দে শিরসা বিষ্ণোঃ কিঙ্করান্ দর্শনোৎসবঃ ॥ ২২ ॥

দ্বিজঃ—ব্রাহ্মণ (অজামিল); **পাশাৎ**—পাশ থেকে; **বিনির্মুক্তঃ**—মুক্ত হয়ে; **গতভীঃ**—ভয় থেকে মুক্ত; **প্রকৃতিম্ গতঃ**—প্রকৃতিস্থ হয়েছিলেন; **ববন্দে**—সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন; **শিরসা**—তার মস্তক অবনত করে; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান বিষ্ণুর; **কিঙ্করান্**—ভৃত্যদের; **দর্শন-উৎসবঃ**—তাঁদের দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

যমদূতদের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ব্রাহ্মণ অজামিল ভয়মুক্ত হয়েছিলেন এবং প্রকৃতিস্থ হয়েছিলেন। তিনি তখন নতমস্তকে বিষ্ণুদূতদের শ্রীপাদপদ্মে তাঁর সশ্রদ্ধ

প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। তাঁদের দর্শন করে তাঁর তখন পরম আনন্দ হয়েছিল, কারণ তাঁরা তাঁকে যমদূতদের হাত থেকে উদ্ধার করেছিলেন।

তাৎপর্য

বৈষ্ণবেরাও বিষ্ণুদূত কারণ তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পালন করেন। শ্রীকৃষ্ণ চান যে, জড় জগতে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করছে যে সমস্ত বদ্ধ জীব, তারা যেন তাঁর শরণাগত হয়ে এই জীবনেই জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হতে পারে এবং পরবর্তী জীবনে নরক-যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার পেতে পারে। বৈষ্ণব তাই বদ্ধ জীবদের প্রকৃতিস্থ করার চেষ্টা করেন। যাঁরা অজামিলের মতো ভাগ্যবান, তাঁরা বিষ্ণুদূত বা বৈষ্ণবদের দ্বারা উদ্ধার লাভ করেন এবং ভগবদ্ধামে ফিরে যান।

শ্লোক ২৩

তং বিবক্ষুমভিপ্রেত্য মহাপুরুষকিঙ্করাঃ ।
সহসা পশ্যতস্তস্য তত্রান্তর্দধিরেঽনঘ ॥ ২৩ ॥

তম্—তাঁকে (অজামিল); **বিবক্ষুম্**—বলতে চাইছেন; **অভিপ্রেত্য**—বুঝতে পেরে; **মহাপুরুষ-কিঙ্করাঃ**—বিষ্ণুদূতেরা; **সহসা**—সহসা; **পশ্যতঃ তস্য**—যখন তিনি দেখতে পেলেন; **তত্র**—সেখান থেকে; **অন্তর্দধিরে**—অন্তর্হিত হয়ে গেলেন; **অনঘ**—হে নিষ্পাপ মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

হে নিষ্পাপ মহারাজ পরীক্ষিৎ, মহাপুরুষ শ্রীভগবানের অনুচর বিষ্ণুদূতেরা দেখলেন যে, অজামিল কিছু বলতে চাইছেন। তাই তাঁরা সহসা তাঁর সামনে থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

তাৎপর্য

শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

পাপিষ্ঠা যে দুরাচারা দেবব্রাহ্মণনিন্দকাঃ ।
অপথ্যভোজনাস্তেষাম্ অকালে মরণং ধ্রুবম্ ॥

"যারা পাপিষ্ঠ, দুরাচারী, ভগবৎ-বিদ্বেষী, বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণদের নিন্দাকারী এবং যা ইচ্ছা তাই খায়, তাদের অকালমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।" বলা হয়েছে যে, কলিযুগে

মানুষের আয়ু বড় জোর একশো বছর, কিন্তু তারা যতই অধঃপতিত হবে, তাদের আয়ুও কমে যাবে (*প্রায়েণাল্পায়ুষঃ*)। অজামিল সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে তাঁর আয়ুও বর্ধিত হয়েছিল, যদিও তাঁর তখনই মৃত্যু হওয়ার কথা ছিল। বিষ্ণুদূতেরা যখন দেখলেন যে, অজামিল তাঁদের কিছু বলার চেষ্টা করছেন, তখন তাঁরা তাঁকে ভগবানের মহিমা কীর্তন করার সুযোগ দেওয়ার জন্য সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন। তাঁর সমস্ত পাপ বিনষ্ট হওয়ার ফলে, তিনি এখন ভগবানের মহিমা কীর্তনের যোগ্য হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, সমস্ত পাপ থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত না হলে ভগবানের মহিমা কীর্তন করা যায় না। সেই কথা *ভগবদ্‌গীতায়* (৭/২৮) ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে প্রতিপন্ন হয়েছে—

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্ ।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥

"যাঁরা এই জীবনে এবং পূর্ব জীবনে পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠান করেছেন, এবং যাঁদের সমস্ত পাপ সর্বতোভাবে বিনষ্ট হয়েছে, তাঁরা দ্বন্দ্ব ও মোহ থেকে মুক্ত হয়েছেন এবং তাঁরা দৃঢ়চিত্ত হয়ে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন।" বিষ্ণুদূতেরা অজামিলকে ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে অবগত করিয়েছিলেন যাতে তিনি তৎক্ষণাৎ ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার উপযুক্ত হতে পারেন। ভগবানের মহিমা কীর্তনে তাঁর ঐকান্তিকতা বৃদ্ধি করার জন্য তাঁরা সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন, যাতে তিনি তাঁদের অনুপস্থিতিতে বিরহ অনুভব করেন। বিরহের অনুভূতিতে ভগবানের মহিমা কীর্তন অত্যন্ত তীব্র হয়।

শ্লোক ২৪-২৫

অজামিলোঽপ্যথাকর্ণ্য দূতানাং যমকৃষ্ণয়োঃ ।
ধর্মং ভাগবতং শুদ্ধং ত্রৈবেদ্যং চ গুণাশ্রয়ম্ ॥ ২৪ ॥
ভক্তিমান্ ভগবত্যাশু মাহাত্ম্যশ্রবণাদ্ধরেঃ ।
অনুতাপো মহানাসীৎ স্মরতোঽশুভমাত্মনঃ ॥ ২৫ ॥

অজামিলঃ—অজামিল; **অপি**—ও; **অথ**—তারপর; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **দূতানাম্**—দূতদের; **যম-কৃষ্ণয়োঃ**—যমরাজ এবং শ্রীকৃষ্ণের; **ধর্মম্**—প্রকৃত ধর্ম; **ভাগবতম্**—*শ্রীমদ্ভাগবতে* যেভাবে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ জীব এবং ভগবানের সম্পর্ক সম্বন্ধীয়; **শুদ্ধম্**—শুদ্ধ; **ত্রৈবেদ্যম্**—তিন *বেদে* বর্ণিত; **চ**—ও;

গুণ-আশ্রয়ম্—জড়া প্রকৃতির গুণের অধীন জড় ধর্ম; **ভক্তিমান্**—শুদ্ধ ভক্ত (জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত); **ভগবতি**—ভগবানকে; **আশু**—তৎক্ষণাৎ; **মাহাত্ম্য**—ভগবানের নাম, গুণ ইত্যাদির মাহাত্ম্য; **শ্রবণাৎ**—শ্রবণ করার ফলে; **হরেঃ**—ভগবান শ্রীহরির; **অনুতাপঃ**—অনুশোচনা; **মহান্**—অত্যন্ত; **আসীৎ**—ছিল; **স্মরতঃ**—স্মরণ করে; **অশুভম্**—সমস্ত অশুভ কর্ম; **আত্মনঃ**—স্বকৃত।

অনুবাদ

যমদূত এবং বিষ্ণুদূতদের কথোপকথন শ্রবণ করে অজামিল বুঝতে পেরেছিলেন জড়া প্রকৃতির তিন গুণের অধীন ধর্ম কি। সেই তত্ত্ব তিন বেদে বর্ণিত হয়েছে। তিনি জীব এবং ভগবানের সম্পর্ক সম্বন্ধীয় চিন্ময় গুণাতীত ভাগবত-ধর্ম সম্বন্ধেও অবগত হয়েছিলেন। অধিকন্তু, তিনি ভগবানের নাম, যশ, গুণ, লীলা আদি মহিমাও শ্রবণ করেছিলেন। এইভাবে তিনি পূর্ণরূপে শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর তখন পূর্বকৃত পাপকর্মের কথা স্মরণ হয়েছিল, এবং সেই জন্য তিনি অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (২/৪৫) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন—

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন ।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥

"বেদে প্রধানত জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ সম্বন্ধেই আলোচনা করা হয়েছে। হে অর্জুন, তুমি সেই গুণগুলিকে অতিক্রম করে নির্গুণ স্তরে অধিষ্ঠিত হও। সমস্ত দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হও এবং লাভ-ক্ষতি ও আত্মরক্ষার দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে অধ্যাত্ম চেতনায় অধিষ্ঠিত হও।" বেদে অবশ্যই ক্রমে ক্রমে চিন্ময় স্তরে উন্নীত হওয়ার পন্থা বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু কেউ যদি বৈদিক বিধি-বিধানের প্রতি আসক্ত থাকে, তা হলে চিন্ময় স্তরে উন্নীত হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। শ্রীকৃষ্ণ তাই অর্জুনকে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করতে উপদেশ দিয়েছেন, যা হচ্ছে চিন্ময় ধর্মের পন্থা। ভগবদ্ভক্তির চিন্ময়ত্ব প্রতিপন্ন করে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/৬) বলা হয়েছে, *স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে* । ভক্তি হচ্ছে *পরো ধর্মঃ* বা চিন্ময় ধর্ম; এটি জড় ধর্ম নয়। মানুষ সাধারণত মনে করে যে, জাগতিক লাভের জন্য ধর্ম অনুষ্ঠান করা উচিত। তা জড় বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের উপযোগী হতে পারে, কিন্তু যারা পারমার্থিক জীবনের প্রতি আগ্রহী, তাঁদের *পরো ধর্মঃ*-এর

প্রতি আসক্ত হওয়া উচিত, এবং এই ধর্ম অনুশীলনের ফলে ভগবানের ভক্ত হওয়া যায় (*যতো ভক্তিরধোক্ষজে*)। ভাগবত-ধর্ম এই শিক্ষা দেয় যে, ভগবান ও জীবের সম্পর্ক নিত্য এবং জীবের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের শরণাগত হওয়া। কেউ যখন ভগবদ্ভক্তির স্তরে অধিষ্ঠিত হন, তখন তিনি সমস্ত প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত হন এবং সর্বতোভাবে প্রসন্ন হন (*অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি*)। সেই স্তরে উন্নীত হয়ে অজামিল তাঁর পূর্বকৃত পাপকর্মের জন্য অনুশোচনা করতে শুরু করেছিলেন এবং ভগবানের নাম, যশ, রূপ, লীলা এবং মহিমা কীর্তন করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ২৬

অহো মে পরমং কষ্টমভূদবিজিতাত্মনঃ।
যেন বিপ্লাবিতং ব্রহ্ম বৃষল্যাং জায়তাত্মনা ॥ ২৬ ॥

অহো—হায়; **মে**—আমার; **পরমম্**—অত্যন্ত; **কষ্টম্**—দুঃখ-দুর্দশা; **অভূৎ**—হয়েছিল; **অবিজিত-আত্মনঃ**—আমার ইন্দ্রিয়গুলি অসংযত হওয়ার ফলে; **যেন**—যার দ্বারা; **বিপ্লাবিতম্**—বিনষ্ট হয়েছিল; **ব্রহ্ম**—আমার ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী; **বৃষল্যাম্**—শূদ্রাণীর মাধ্যমে; **জায়তা**—জাত; **আত্মনা**—আমার দ্বারা।

অনুবাদ

অজামিল বললেন—হায়, আমার ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে আমি কতই না অধঃপতিত হয়েছিলাম! আমি আমার ব্রাহ্মণোচিত গুণ হারিয়ে একটি বেশ্যার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেছি।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য—এই উচ্চবর্ণের পুরুষেরা নিম্নবর্ণের স্ত্রীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেন না। তাই বৈদিক সমাজে ছেলে এবং মেয়ের কোষ্ঠী বিচার করে তাদের বিবাহ-যোটক কেমন হবে, তা বিচার করার প্রথা প্রচলিত রয়েছে। বৈদিক জ্যোতিষ শাস্ত্রে প্রকৃতির তিন গুণ অনুসারে কোন মানুষের ব্রাহ্মণবর্ণে, ক্ষত্রিয়বর্ণে, বৈশ্যবর্ণে, কিংবা শূদ্রবর্ণে জন্ম হয়েছে কি না তা বোঝা যায়। তা বিচার করে দেখা অবশ্য কর্তব্য, কারণ বিপ্রবর্ণের ছেলের সঙ্গে যদি শূদ্রবর্ণের মেয়ের বিবাহ হয়, তা হলে উভয়েরই জীবন দুর্দশায় পূর্ণ হয়ে উঠবে। তাই সমবর্ণের কন্যার সঙ্গে বিবাহ হওয়া উচিত। অবশ্য এটি *ত্রৈগুণ্য*, বা বেদের জাগতিক বিচার,

কিন্তু ছেলে এবং মেয়ে উভয়েই যদি ভগবদ্ভক্ত হয়, তা হলে আর এই ধরনের বিবেচনার কোন প্রয়োজন থাকে না। ভক্ত গুণাতীত স্তরে অবস্থিত এবং তাই পাত্র ও পাত্রী উভয়েই যদি ভক্ত হয়, তা হলে তাদের মিলন অত্যন্ত সুখময় হয়ে ওঠে।

শ্লোক ২৭

ধিঙ্মাং বিগর্হিতং সদ্ভির্দুষ্কৃতং কুলকজ্জলম্ ।
হিত্বা বালাং সতীং যোঽহং সুরাপীমসতীমগাম্ ॥ ২৭ ॥

ধিক্ মাম্—আমাকে ধিক; **বিগর্হিতম্**—অত্যন্ত গর্হিত; **সদ্ভিঃ**—সাধু ব্যক্তিদের দ্বারা; **দুষ্কৃতম্**—পাপী; **কুলকজ্জলম্**—কুলের কলঙ্কস্বরূপ; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **বালাম্**—যুবতী স্ত্রী; **সতীম্**—পতিব্রতা; **যঃ**—যে; **অহম্**—আমি; **সুরাপীম্**—সুরাপানকারিণী; **অসতীম্**—ব্যভিচারিণী; **অগাম্**—সম্ভোগে রত হয়েছি।

অনুবাদ

হায়, আমাকে ধিক! আমি এতই পাপী যে, আমি আমার কুলে কলঙ্ক লেপন করেছি। আমি আমার তরুণী সাধ্বী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে সুরাপায়িণী এক বেশ্যার সঙ্গে রত হয়েছি। আমাকে ধিক!

তাৎপর্য

যে শুদ্ধ ভক্ত, তার মনোভাব এই রকম। কেউ যখন ভগবানের এবং শ্রীগুরুদেবের কৃপায় ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত হন, তখন তিনি প্রথমে তাঁর পূর্বকৃত পাপকর্মের জন্য অনুতপ্ত বোধ করেন, তা আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি সাধন করতে সাহায্য করে। বিষ্ণুদূতেরা অজামিলকে শুদ্ধ ভক্ত হওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন, এবং শুদ্ধ ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, আসব পান, আমিষ আহার এবং দ্যূতক্রীড়ার পাপকর্মের জন্য অনুতাপ করা। পূর্বের বদ অভ্যাসগুলি ত্যাগ করাই কেবল যথেষ্ট নয়, অধিকন্তু পূর্বকৃত পাপকর্মের জন্য সর্বদা অনুতাপ করা উচিত। সেটিই হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তির মানদণ্ড।

শ্লোক ২৮

বৃদ্ধাবনাথৌ পিতরৌ নান্যবন্ধূ তপস্বিনৌ ।
অহো ময়াধুনা ত্যক্তাবকৃতজ্ঞেন নীচবৎ ॥ ২৮ ॥

বৃদ্ধৌ—বৃদ্ধ; **অনাথৌ**—যাঁদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেখার মতো কেউ ছিল না; **পিতরৌ**—আমার পিতা এবং মাতা; **ন অন্য-বন্ধু**—যাঁদের অন্য কোন বন্ধু ছিল না; **তপস্বিনৌ**—যাঁদের অত্যন্ত দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়েছে; **অহো**—আহা; **ময়া**—আমার দ্বারা; **অধুনা**—এখন; **ত্যক্তৌ**—পরিত্যাগ করেছি; **অকৃতজ্ঞেন**—অকৃতজ্ঞ; **নীচবৎ**—অত্যন্ত জঘন্য ব্যক্তির মতো।

অনুবাদ

আমার পিতা-মাতা বৃদ্ধ ছিলেন এবং তাঁদের দেখাশুনা করার জন্য কোন পুত্র বা বন্ধু ছিল না। যেহেতু আমি তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণ করিনি, তাই তাঁদের নানা দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। হায়, একজন জঘন্য নীচ অকৃতজ্ঞ ব্যক্তির মতো আমি তাঁদের সেই অবস্থায় ফেলে রেখেছিলাম।

তাৎপর্য

বৈদিক সভ্যতায় সকলকেই ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ, স্ত্রী, শিশু এবং গাভীর রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়। সেটি সকলের কর্তব্য, বিশেষ করে উচ্চবর্ণের মানুষদের। বেশ্যার সঙ্গ প্রভাবে অজামিল তাঁর সেই কর্তব্য পরিত্যাগ করেছিলেন। সেই জন্য অনুতপ্ত বোধ করে অজামিল নিজেকে অত্যন্ত অধঃপতিত বলে মনে করছেন।

শ্লোক ২৯

সোঽহং ব্যক্তং পতিষ্যামি নরকে ভৃশদারুণে ।
ধর্মঘ্নাঃ কামিনো যত্র বিন্দন্তি যমযাতনাঃ ॥ ২৯ ॥

সঃ—এই প্রকার ব্যক্তি; **অহম্**—আমি; **ব্যক্তম্**—এখন স্পষ্ট হয়েছে; **পতিষ্যামি**—পতিত হব; **নরকে**—নরকে; **ভৃশ-দারুণে**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **ধর্মঘ্নাঃ**—ধর্মনীতি ভঙ্গকারী; **কামিনঃ**—অত্যন্ত কামুক; **যত্র**—যেখানে; **বিন্দন্তি**—ভোগ করে; **যম-যাতনাঃ**—যমরাজের দেওয়া যন্ত্রণা।

অনুবাদ

এই প্রকার কার্যকলাপের পরিণতি এখন আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে। আমার মতো পাপীকে অবশ্যই ধর্মনীতি ভঙ্গকারী এবং অত্যন্ত কামুক ব্যক্তিদের জন্য যে ভয়ঙ্কর নরক রয়েছে সেখানে নিক্ষেপ করা হবে, যেখানে তাদের দুঃসহ যন্ত্রণাভোগ করতে হয়।

শ্লোক ৩০

কিমিদং স্বপ্ন আহোস্বিৎ সাক্ষাদ্ দৃষ্টমিহাদ্ভুতম্ ।
ক্ক যাতা অদ্য তে যে মাং ব্যকর্ষন্ পাশপাণয়ঃ ॥ ৩০ ॥

কিম্—কি; **ইদম্**—এই; **স্বপ্নে**—স্বপ্নে; **আহো স্বিৎ**—অথবা; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **দৃষ্টম্**—দৃষ্ট; **ইহ**—এখানে; **অদ্ভুতম্**—আশ্চর্যজনক; **ক্ক**—কোথায়; **যাতাঃ**—গিয়েছে; **অদ্য**—এখন; **তে**—তারা সকলে; **যে**—যে; **মাম্**—আমাকে; **ব্যকর্ষন্**—টেনে নিয়ে যাচ্ছিল; **পাশ-পাণয়ঃ**—তাদের হাতের দড়ি দিয়ে।

অনুবাদ

আমি কি স্বপ্ন দেখছিলাম, না তা বাস্তব ছিল? আমি দেখেছিলাম ভয়ঙ্কর দর্শন পুরুষেরা হাতে দড়ি নিয়ে আমাকে বেঁধে নিয়ে যেতে এসেছিল। তারা এখন কোথায় গেছে?

শ্লোক ৩১

অথ তে ক্ক গতাঃ সিদ্ধাশ্চত্বারশ্চারুদর্শনাঃ ।
ব্যামোচয়ন্নীয়মানং বদ্ধা পাশৈরধো ভুবঃ ॥ ৩১ ॥

অথ—তারপর; **তে**—তাঁরা; **ক্ক**—কোথায়; **গতাঃ**—গিয়েছিলেন; **সিদ্ধাঃ**—মুক্ত; **চত্বারঃ**—চারজন; **চারুদর্শনাঃ**—অত্যন্ত সুন্দর দর্শন; **ব্যামোচয়ন্**—মুক্ত করলেন; **নীয়মানম্**—আমাকে নিয়ে যাচ্ছিল; **বদ্ধা**—বন্ধন করে; **পাশৈঃ**—রজ্জুর দ্বারা; **অধঃ ভুবঃ**—পৃথিবীর নিচে নরকে।

অনুবাদ

আর সেই অত্যন্ত সুন্দর দর্শন চারজন সিদ্ধপুরুষ, যাঁরা আমাকে বন্ধনমুক্ত করেছিলেন এবং পৃথিবীর অধঃদেশে নরকে নীয়মান পাশবদ্ধ আমাকে উদ্ধার করেছিলেন, তাঁরা কোথায় গেলেন?

তাৎপর্য

পঞ্চম স্কন্ধের বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, নরক এই ব্রহ্মাণ্ডের অধঃদেশে অবস্থিত। তাই তাদের বলা হয় *অধো ভুবঃ* । অজামিল বুঝতে পেরেছিলেন যে, যমদূতেরা সেখান থেকে এসেছিল।

শ্লোক ৩২

অথাপি মে দুর্ভগস্য বিবুধোত্তমদর্শনে ।
ভবিতব্যং মঙ্গলেন যেনাত্মা মে প্রসীদতি ॥ ৩২ ॥

অথ—অতএব; **অপি**—যদিও; **মে**—আমার; **দুর্ভগস্য**—এতই দুর্ভাগা; **বিবুধ-উত্তম**—অতি উচ্চস্তরের ভক্ত; **দর্শনে**—দর্শন করার ফলে; **ভবিতব্যম্**—অবশ্যই হওয়া উচিত; **মঙ্গলেন**—শুভ কর্ম; **যেন**—যার দ্বারা; **আত্মা**—আত্মা; **মে**—আমার; **প্রসীদতি**—সত্যি সত্যিই প্রসন্ন হয়েছে।

অনুবাদ

পাপের সমুদ্রে নিমজ্জিত আমি অবশ্যই অত্যন্ত ঘৃণ্য এবং দুর্ভাগা, কিন্তু তা সত্ত্বেও, আমার পূর্বকৃত সুকৃতির ফলে আমি সেই চারজন অতি উত্তম পুরুষের দর্শন লাভ করেছি, যাঁরা আমাকে উদ্ধার করতে এসেছিলেন। তাঁদের আগমনের ফলে আমার চিত্ত অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছে।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে (*মধ্য* ২২/৫৪) বলা হয়েছে—

'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ',—সর্বশাস্ত্রে কয় ।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয় ॥

"ভগবদ্ভক্তের সঙ্গের মহিমা সমস্ত শাস্ত্রে কীর্তিত হয়েছে, কারণ ক্ষণিকের জন্যও যদি সেই সঙ্গ হয়, তা হলে সমস্ত সিদ্ধির বীজ লাভ করা যায়।" অজামিল তাঁর প্রথম জীবনে অবশ্যই অত্যন্ত শুদ্ধ ছিলেন এবং তিনি ভগবদ্ভক্ত ও ব্রাহ্মণদের সঙ্গ করেছিলেন। সেই পুণ্যের ফলে অধঃপতিত হওয়া সত্ত্বেও, তিনি তাঁর পুত্রের নাম রেখেছিলেন নারায়ণ। এটি অবশ্যই অন্তর্যামী ভগবানের সুমন্ত্রণার ফল। ভগবান *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) বলেছেন, *সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*—"আমি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত এবং আমার থেকে স্মৃতি, জ্ঞান এবং বিস্মৃতি আসে।" সর্বান্তর্যামী ভগবান এতই কৃপাময় যে, কেউ যদি কখনও তাঁর সেবা করেন, ভগবান তা কখনও ভুলে যান না। এইভাবে ভগবান অন্তর থেকে অজামিলকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রের নাম নারায়ণ রাখতে, যাতে তাঁর বাৎসল্য স্নেহবশত তিনি সব সময় তাকে "নারায়ণ! নারায়ণ!" বলে ডাকবেন এবং তার ফলে তিনি তাঁর মৃত্যুর সময় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি

থেকে উদ্ধার লাভ করবেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপা এমনই। *গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ* । এই সঙ্গ ভক্তকে মহাভয় থেকে রক্ষা করে। তাই আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে আমরা এমনভাবে ভক্তদের নাম পরিবর্তন করি, যাতে বিষ্ণুস্মৃতি হয়। মৃত্যুর সময় ভক্ত যদি কৃষ্ণদাস, গোবিন্দ দাস ইত্যাদি তাঁর নিজের নাম স্মরণ করতে পারেন, তা হলে তিনি মহাবিপদ থেকে উদ্ধার পেতে পারেন। তাই দীক্ষার সময় নাম পরিবর্তন অত্যন্ত আবশ্যক। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন এতই সুন্দর যে, তা কোন না কোন মতে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করার সৌভাগ্য প্রদান করে।

শ্লোক ৩৩

অন্যথা ম্রিয়মাণস্য নাশুচের্বৃষলীপতেঃ ।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণং জিহ্বা বক্তুমিহার্হতি ॥ ৩৩ ॥

অন্যথা—অন্যভাবে; **ম্রিয়মাণস্য**—মরণোন্মুখ ব্যক্তির; **ন**—না; **অশুচেঃ**—অত্যন্ত অপবিত্র; **বৃষলী-পতেঃ**—বেশ্যাপতি; **বৈকুণ্ঠ**—বৈকুণ্ঠপতি ভগবানের; **নামগ্রহণম্**—পবিত্র নাম উচ্চারণ; **জিহ্বা**—জিহ্বা; **বক্তুম্**—বলতে; **ইহ**—এই অবস্থায়; **অর্হতি**—সমর্থ হয়।

অনুবাদ

আমার পূর্ব সুকৃতি না থাকলে, অত্যন্ত অশুচি, বেশ্যাপতি আমি কিভাবে মৃত্যুর সময় বৈকুণ্ঠপতি ভগবানের দিব্য নাম উচ্চারণ করার সৌভাগ্য অর্জন করলাম? তা নিশ্চয় সম্ভব হত না।

তাৎপর্য

বৈকুণ্ঠপতি নামটি বৈকুণ্ঠ থেকে ভিন্ন নয়। স্বরূপ সিদ্ধি লাভ করে অজামিল বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর পূর্বকৃত ভগবদ্ভক্তিজনিত সুকৃতির ফলেই তিনি মৃত্যুর সময় সেই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে বৈকুণ্ঠপতির দিব্য নাম উচ্চারণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

শ্লোক ৩৪

ক্ব চাহং কিতবঃ পাপো ব্রহ্মঘ্নো নিরপত্রপঃ ।
ক্ব চ নারায়ণেত্যেতদ্ভগবন্নাম মঙ্গলম্ ॥ ৩৪ ॥

ক্ব—কোথায়; **চ**—এবং; **অহম্**—আমি; **কিতবঃ**—বঞ্চক; **পাপঃ**—মূর্তিমান পাপ; **ব্রহ্মঘ্নঃ**—ব্রাহ্মণত্ব-নাশক; **নিরপত্রপঃ**—নির্লজ্জ; **ক্ব**—কোথায়; **চ**—এবং; **নারায়ণ**—নারায়ণ; **ইতি**—এইভাবে; **এতৎ**—এই; **ভগবৎ-নাম**—ভগবানের পবিত্র নাম; **মঙ্গলম্**—সর্বমঙ্গলময়।

অনুবাদ

অজামিল বলতে লাগলেন—কোথায় আমি—নির্লজ্জ, বঞ্চক, ব্রাহ্মণত্ব-নাশক মূর্তিমান পাপ, আর কোথায় এই মঙ্গলস্বরূপ শ্রীভগবানের নারায়ণ নাম?

তাৎপর্য

যারা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের মাধ্যমে নারায়ণ, কৃষ্ণ ইত্যাদি ভগবানের দিব্য নাম প্রচারে যুক্ত, তাদের সব সময় বিবেচনা করা উচিত যে, পূর্বে তাদের অবস্থা কি রকম ছিল এবং এখন কি রকম হয়েছে। পূর্বে তারা আমিষ আহার, আসব পান, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ ইত্যাদি সমস্ত পাপকর্মে লিপ্ত ছিল, কিন্তু এখন তারা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। তাই এই সৌভাগ্যের জন্য সর্বদা কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। ভগবানের কৃপায় আমরা পৃথিবীর সর্বত্র বহু কেন্দ্র খুলেছি, যাতে সর্বত্রই মানুষ ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করার এবং ভগবানের সেবা করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে। আমাদের বর্তমান অবস্থা এবং আমাদের পূর্বের অবস্থার পার্থক্য সম্বন্ধে সব সময় সচেতন থাকা উচিত, এবং এই অতি উন্নত জীবন থেকে যাতে অধঃপতন না হয়, সেই সম্পর্কে সর্বদা সতর্ক থাকা উচিত।

শ্লোক ৩৫

সোঽহং তথা যতিষ্যামি যতচিত্তেন্দ্রিয়ানিলঃ ।
যথা ন ভূয় আত্মানমন্ধে তমসি মজ্জয়ে ॥ ৩৫ ॥

সঃ—এই প্রকার ব্যক্তি; **অহম্**—আমি; **তথা**—এইভাবে; **যতিষ্যামি**—আমি চেষ্টা করব; **যত-চিত্ত-ইন্দ্রিয়**—মন এবং ইন্দ্রিয়কে সংযত করে; **অনিলঃ**—প্রাণ; **যথা**—যাতে; **ন**—না; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **আত্মানম্**—আমার আত্মা; **অন্ধে**—অন্ধকারে; **তমসি**—অজ্ঞানে; **মজ্জয়ে**—নিমজ্জিত হয়।

অনুবাদ

সেই মহাপাপী আমি যখন এই সৌভাগ্য অর্জন করেছি, তখন আমি আমার মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সংযত করে সর্বদা ভগবদ্ভক্তি পরায়ণ হব, যাতে আমাকে পুনরায় এই গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন সংসার-জীবনে পতিত হতে না হয়।

তাৎপর্য

আমাদের সকলেরই এই দৃঢ়সংকল্প থাকা উচিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীগুরুদেবের কৃপায় আমরা এই অতি উন্নত স্থিতি লাভ করেছি, এবং আমরা যদি সর্বদা আমাদের এই মহা সৌভাগ্যের কথা মনে রাখি এবং যাতে আর আমাদের অধঃপতন না হয়, সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করি, তা হলে আমাদের জীবন সার্থক হবে।

শ্লোক ৩৬-৩৭

বিমুচ্য তমিমং বন্ধমবিদ্যাকামকর্মজম্ ।
সর্বভূতসুহৃচ্ছান্তো মৈত্রঃ করুণ আত্মবান্ ॥ ৩৬ ॥
মোচয়ে গ্রস্তমাত্মানং যোষিন্ময্যাত্মমায়য়া ।
বিক্রীড়িতো যয়ৈবাহং ক্রীড়ামৃগ ইবাধমঃ ॥ ৩৭ ॥

বিমুচ্য—মুক্ত হয়ে; **তম্**—সেই; **ইমম্**—এই; **বন্ধম্**—বন্ধন; **অবিদ্যা**—অবিদ্যাজনিত; **কাম**—কাম-বাসনার ফলে; **কর্মজম্**—কর্ম থেকে উদ্ভূত; **সর্বভূত**—সমস্ত জীবের; **সুহৃৎ**—বন্ধু; **শান্তঃ**—অত্যন্ত শান্ত; **মৈত্রঃ**—বন্ধুভাবাপন্ন; **করুণঃ**—দয়ালু; **আত্মবান্**—আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ; **মোচয়ে**—মুক্ত হব; **গ্রস্তম্**—আবদ্ধ; **আত্মানম্**—আমার আত্মা; **যোষিৎ-ময্যা**—রমণীরূপে; **আত্ম-মায়য়া**—ভগবানের মায়ার দ্বারা; **বিক্রীড়িতঃ**—খেলা করেছে; **যয়া**—যার দ্বারা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অহম্**—আমি; **ক্রীড়ামৃগঃ**—বশীভূত পশু; **ইব**—সদৃশ; **অধমঃ**—অত্যন্ত পতিত।

অনুবাদ

দেহাত্মবুদ্ধি থেকে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনার উদয় হয়, এবং তার ফলে জীব নানা প্রকার পাপ এবং পুণ্যকর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এটিই জড় বন্ধনের কারণ। এখন আমি নিজেকে এই জড় বন্ধন থেকে মুক্ত করব। ভগবানের মায়াই রমণীরূপে আমাকে বশীভূত করেছে, অত্যন্ত অধঃপতিত আমি সেই মায়ার

দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে রমণীর বশীভূত পশুর মতো নৃত্য করেছি। এখন আমি আমার সমস্ত ভোগবাসনা পরিত্যাগ করে এই মোহ থেকে মুক্ত হব। আমি সমস্ত জীবের প্রতি সুহৃৎ, হিতকারী ও করুণ হব এবং সর্বদা কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন থাকব।

তাৎপর্য

সমস্ত কৃষ্ণভক্তদের এই প্রকার সংকল্প মানদণ্ডস্বরূপ থাকা উচিত। কৃষ্ণভক্তের কর্তব্য মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া এবং মায়ার কবলে দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত অন্য সমস্ত জীবদের প্রতি সদয় হওয়া। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের কার্যকলাপের উদ্দেশ্য কেবল নিজের জন্যই নয়, অন্যদের জন্যও। এটিই হচ্ছে কৃষ্ণভক্তির সার্থকতা। যে কেবল তার নিজের মুক্তির জন্যই আগ্রহী তার অপেক্ষা যে ভক্ত অন্যদের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে কৃষ্ণভক্তি প্রচার করেন, তিনি অনেক উন্নত। এই প্রকার উত্তম ভক্তের কখনও অধঃপতন হয় না, কারণ শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা তাঁকে বিশেষভাবে রক্ষা করেন। এটিই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের মূল কথা। সকলেই মায়ার হাতে ক্রীড়নক হয়ে তাঁরই পরিচালনায় কার্য করছে। মায়ার এই বন্ধন থেকে নিজেকে এবং অন্য সকলকে মুক্ত করার জন্য কৃষ্ণভক্তি অবলম্বন করা উচিত।

শ্লোক ৩৮

মমাহমিতি দেহাদৌ হিত্বামিথ্যার্থধীর্মতিম্ ।
ধাস্যে মনো ভগবতি শুদ্ধং তৎকীর্তনাদিভিঃ ॥ ৩৮ ॥

মম—আমার; **অহম্**—আমি; **ইতি**—এই প্রকার; **দেহাদৌ**—দেহ এবং দেহ সম্পর্কিত বস্তুতে; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **অমিথ্যা**—মিথ্যা নয়; **অর্থ**—মূল্যের; **ধীঃ**—আমার চেতনার দ্বারা; **মতিম্**—মনোভাব; **ধাস্যে**—আমি যুক্ত করব; **মনঃ**—আমার মনকে; **ভগবতি**—ভগবানে; **শুদ্ধম্**—শুদ্ধ; **তৎ**—তাঁর নাম; **কীর্তন-আদিভিঃ**—শ্রবণ, কীর্তন ইত্যাদির দ্বারা।

অনুবাদ

ভক্তসঙ্গে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করার ফলে, আমার হৃদয় এখন পবিত্র হয়েছে। তাই আমি আর ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের মিথ্যা প্রলোভনে যুক্ত হব না। এখন আমি পরম সত্যে স্থির হয়েছি, তাই আমি আর আমার দেহকে আমার

স্বরূপ বলে মনে করব না। আমি দেহাদিতে 'আমি' এবং 'আমার' ধারণা ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে আমার মনকে নিবিষ্ট করব।

তাৎপর্য

জীব যে কিভাবে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তা এই শ্লোকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রথমে দেহকে নিজের স্বরূপ বলে ভুল করা হয়। তাই *ভগবদ্গীতার* শুরুতেই উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, দেহটি জীবের স্বরূপ নয়, জীবের প্রকৃত স্বরূপ আত্মা দেহের ভিতরে থাকে। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে এবং সর্বদা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করার ফলে এই চেতনার উন্মেষ সম্ভব হয়। এটিই হচ্ছে সাফল্যের রহস্য। তাই আমরা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার উপদেশ দিই, এবং অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, আমিষ আহার, আসব পান ও দ্যূতক্রীড়ার কলুষ থেকে মুক্ত থাকার ব্যাপারে গুরুত্ব দিই। এই সমস্ত নিয়মগুলি পালন করতে দৃঢ়সংকল্প হওয়া উচিত এবং তা হলে জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। সেই জন্য সর্ব প্রথমে দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত হতে হয়।

শ্লোক ৩৯

ইতি জাতসুনির্বেদঃ ক্ষণসঙ্গেন সাধুষু ।
গঙ্গাদ্বারমুপেয়ায় মুক্তসর্বানুবন্ধনঃ ॥ ৩৯ ॥

ইতি—এইভাবে; **জাত-সুনির্বেদঃ**—দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত (অজামিল); **ক্ষণ-সঙ্গেন**—ক্ষণিকের সঙ্গ প্রভাবে; **সাধুষু**—ভক্তদের সঙ্গে; **গঙ্গা-দ্বারম্**—হরিদ্বারে (গঙ্গা এখানে শুরু হয় বলে হরিদ্বারকে গঙ্গার দ্বারও বলা হয়); **উপেয়ায়**—গিয়েছিলেন; **মুক্ত**—মুক্ত হয়ে; **সর্ব-অনুবন্ধনঃ**—সর্ব প্রকার জড় বন্ধন।

অনুবাদ

ক্ষণমাত্র ভক্তসঙ্গ (বিষ্ণুদূতদের সঙ্গ) প্রভাবে অজামিল দৃঢ়সংকল্প সহকারে দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। এইভাবে সমস্ত জড় আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে তিনি হরিদ্বারে গমন করেছিলেন।

তাৎপর্য

মুক্তসর্বানুবন্ধনঃ শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, সেই ঘটনার পর অজামিল তাঁর স্ত্রী-পুত্রদের কথা চিন্তা না করে, পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য সোজা হরিদ্বারে

গিয়েছিলেন। বৃন্দাবন এবং নবদ্বীপে আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের কেন্দ্র রয়েছে। যাঁরা অবসর জীবন গ্রহণ করতে চান, ভক্তাভক্ত নির্বিশেষে তাঁরা সেখানে গিয়ে দৃঢ়সংকল্প সহকারে দেহাত্মবুদ্ধি ত্যাগ করতে পারেন। সেই পবিত্র স্থানে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করার এবং প্রসাদ গ্রহণ করার অতি সরল পন্থা অবলম্বন করে, সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধি লাভের জন্য বাকি জীবন অতিবাহিত করতে আমরা সকলকে স্বাগত জানাই। এইভাবে মানুষ ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন। হরিদ্বারে এখনও আমাদের কেন্দ্র খোলা হয়নি, তবে ভক্তদের জন্য বৃন্দাবন এবং শ্রীধাম মায়াপুর অন্য যে কোন স্থান থেকে শ্রেষ্ঠ। শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির সকলকে ভক্তসঙ্গ করার এক অতি সুন্দর সুযোগ প্রদান করে। আমাদের সকলের কর্তব্য সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা।

শ্লোক ৪০

স তস্মিন্ দেবসদন আসীনো যোগমাস্থিতঃ ।
প্রত্যাহৃতেন্দ্রিয়গ্রামো যুযোজ মন আত্মনি ॥ ৪০ ॥

সঃ—তিনি (অজামিল); **তস্মিন্**—সেই স্থানে (হরিদ্বার); **দেব-সদনে**—এক বিষ্ণু-মন্দিরে; **আসীনঃ**—অবস্থিত হয়ে; **যোগম্ আস্থিতঃ**—ভক্তিযোগ অনুশীলন করেছিলেন; **প্রত্যাহৃত**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের সমস্ত কার্যকলাপ থেকে বিরত হয়েছিলেন; **ইন্দ্রিয়-গ্রামঃ**—তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি; **যুযোজ**—তিনি নিবিষ্ট করেছিলেন; **মনঃ**—মনকে; **আত্মনি**—আত্মা বা পরমাত্মা শ্রীভগবানে।

অনুবাদ

হরিদ্বারে অজামিল একটি বিষ্ণুর মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করে ভক্তিযোগ সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্ণরূপে সংযত করে তাঁর মন ভগবানের সেবায় পূর্ণরূপে নিবিষ্ট করেছিলেন।

তাৎপর্য

যে সমস্ত ভক্ত কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে যোগদান করেছেন তাঁরা সারা পৃথিবী জুড়ে আমাদের যে বহু মন্দির রয়েছে, সেই মন্দিরগুলিতে সুখে অবস্থান করে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে পারেন। এইভাবে তাঁরা তাঁদের মন এবং ইন্দ্রিয়কে সংযত করে জীবনের পরম সিদ্ধি লাভ করতে পারেন। এই পদ্ধতি

অনাদি কাল ধরে চলে আসছে। অজামিলের জীবন থেকে শিক্ষা লাভ করে আমাদের এই পথ অনুশীলনে যা অনুকূল তা স্বীকার করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা উচিত।

শ্লোক ৪১

ততো গুণেভ্য আত্মানং বিযুজ্যাত্মসমাধিনা ।
যুযুজে ভগবদ্ধাম্নি ব্রহ্মণ্যনুভবাত্মনি ॥ ৪১ ॥

ততঃ—তারপর; **গুণেভ্যঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণ থেকে; **আত্মানম্**—মনকে; **বিযুজ্য**—বিযুক্ত করে; **আত্ম-সমাধিনা**—পূর্ণরূপে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়ার দ্বারা; **যুযুজে**—যুক্ত হয়েছিলেন; **ভগবৎ-ধাম্নি**—ভগবানের রূপে; **ব্রহ্মণি**—যিনি হচ্ছেন পরব্রহ্ম (মূর্তিপূজা নয়); **অনুভব-আত্মনি**—যা সর্বদা চিন্তা করা যায় (ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম থেকে ক্রমশ উপরের দিকে উঠে)।

অনুবাদ

অজামিল পূর্ণরূপে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর মনকে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বিষয় থেকে বিযুক্ত করেছিলেন এবং ভগবানের সচ্চিদানন্দ রূপের ধ্যানে পূর্ণরূপে মগ্ন হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

কেউ যদি মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করেন, তা হলে তাঁর মন স্বাভাবিকভাবেই ভগবান এবং তাঁর রূপের চিন্তায় মগ্ন হবে। স্বয়ং ভগবান এবং তাঁর শ্রীবিগ্রহের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাই ভক্তিযোগ হচ্ছে যোগের সব চাইতে সহজ পদ্ধতি। যোগীরা তাদের মন হৃদয়স্থিত পরমাত্মার বা বিষ্ণুর রূপের ধ্যানে একাগ্র করতে চেষ্টা করে, কিন্তু সেই একই উদ্দেশ্য অনায়াসেই সাধিত হয়, যখন মন্দিরে শ্রীবিগ্রহের আরাধনায় মন নিমগ্ন হয়। প্রত্যেক মন্দিরেই ভগবানের অপ্রাকৃত বিগ্রহ রয়েছে এবং অনায়াসেই সেই রূপের চিন্তা করা যায়। আরতির সময় ভগবানকে দর্শন করে, তাঁর উদ্দেশ্যে ভোগ নিবেদন করে এবং নিরন্তর তাঁর শ্রীবিগ্রহের কথা চিন্তা করে সর্বোত্তম স্তরের যোগী হওয়া যায়। এটিই যোগ সাধনের সর্বোত্তম পন্থা, যে কথা ভগবান *ভগবদ্গীতায়* (৬/৪৭) প্রতিপন্ন করেছেন—

যোগনামপি সর্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা ।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥

"যিনি শ্রদ্ধা সহকারে মদ্‌গত চিত্তে আমার ভজনা করেন, তিনিই সব চেয়ে অন্তরঙ্গ ভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত এবং তিনিই সমস্ত যোগীদের থেকে শ্রেষ্ঠ।" সর্বোত্তম যোগী হচ্ছেন তিনি, যিনি সর্বদা ভগবানের রূপের চিন্তায় মগ্ন হয়ে তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করেন এবং জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে বিরত হন।

শ্লোক ৪২

যর্হ্যুপারতধীস্তস্মিন্নদ্রাক্ষীৎ পুরুষান্ পুরঃ ।
উপলভ্যোপলব্ধান্ প্রাগ্ ববন্দে শিরসা দ্বিজঃ ॥ ৪২ ॥

যর্হি—যখন; **উপারত-ধীঃ**—তাঁর মন এবং বুদ্ধি নিবদ্ধ হয়েছিল; **তস্মিন্**—সেই সময়; **অদ্রাক্ষীৎ**—তিনি দেখেছিলেন; **পুরুষান্**—পুরুষদের (বিষ্ণুদূতদের); **পুরঃ**—তাঁর সম্মুখে; **উপলভ্য**—প্রাপ্ত হয়ে; **উপলব্ধান্**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **প্রাক্**—পূর্বে; **ববন্দে**—প্রণতি নিবেদন করেছিলেন; **শিরসা**—মস্তকের দ্বারা; **দ্বিজঃ**—ব্রাহ্মণ।

অনুবাদ

যখন তাঁর বুদ্ধি এবং মন ভগবানের শ্রীরূপে নিবদ্ধ হয়েছিল, তখন ব্রাহ্মণ অজামিল আবার তাঁর সম্মুখে চারজন দিব্য পুরুষকে দেখতে পেলেন। তাঁদের তিনি পূর্বদৃষ্ট চারজন পুরুষ বলে চিনতে পেরে, মস্তক অবনত করে প্রণাম করলেন।

তাৎপর্য

অজামিলের মন যখন ভগবানের শ্রীরূপে দৃঢ়ভাবে নিবিষ্ট হয়েছিল, তখন যে বিষ্ণুদূতেরা তাঁকে পূর্বে উদ্ধার করেছিলেন, তাঁরা পুনরায় তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। অজামিলকে তাঁর চিত্ত ভগবানের ধ্যানে নিবিষ্ট করার সুযোগ দেওয়ার জন্য বিষ্ণুদূতেরা কিছুক্ষণের জন্য চলে গিয়েছিলেন। এখন তাঁর ভক্তি পরিপক্ক হওয়ার ফলে, তাঁরা তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ফিরে এসেছিলেন। সেই বিষ্ণুদূতেরাই যে এসেছেন, সেই কথা বুঝতে পেরে অজামিল নতমস্তকে তাঁদের প্রণতি নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ৪৩

হিত্বা কলেবরং তীর্থে গঙ্গায়াং দর্শনাদনু ।
সদ্যঃ স্বরূপং জগৃহে ভগবৎপার্শ্ববর্তিনাম্ ॥ ৪৩ ॥

হিত্বা—ত্যাগ করে; **কলেবরম্**—জড় দেহ; **তীর্থে**—সেই পবিত্র স্থানে; **গঙ্গায়াম্**—গঙ্গার তীরে; **দর্শনাৎ-অনু**—দর্শন করে; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **স্ব-রূপম্**—তাঁর চিন্ময় স্বরূপ; **জগৃহে**—তিনি ধারণ করেছিলেন; **ভগবৎ-পার্শ্ব-বর্তিনাম্**—যা ভগবানের পার্ষদের উপযুক্ত।

অনুবাদ

বিষ্ণুদূতদের দর্শন করে অজামিল হরিদ্বারে গঙ্গার তীরে তাঁর জড় দেহ ত্যাগ করেছিলেন। তিনি তাঁর চিন্ময় স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যা ভগবৎ পার্ষদের উপযুক্ত ছিল।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৪/৯) ভগবান বলেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্য ধাম লাভ করেন।"

কৃষ্ণভক্তির পূর্ণতার ফল হচ্ছে যে, জড় দেহ ত্যাগ করার পর ভক্ত তৎক্ষণাৎ ভগবানের পার্ষদ হওয়ার জন্য তাঁর চিন্ময় স্বরূপ প্রাপ্ত হয়ে চিৎ-জগতে স্থানান্তরিত হন। কোন কোন ভক্ত বৈকুণ্ঠলোকে যান এবং অন্য ভক্তরা শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদ হওয়ার জন্য গোলোক বৃন্দাবনে যান।

শ্লোক ৪৪

সাকং বিহায়সা বিপ্রো মহাপুরুষকিঙ্করৈঃ ।
হৈমং বিমানমারুহ্য যযৌ যত্র শ্রিয়ঃ পতিঃ ॥ ৪৪ ॥

সাকম্—সঙ্গে; **বিহায়সা**—আকাশ-মার্গে; **দ্বিজঃ**—ব্রাহ্মণ (অজামিল); **মহাপুরুষ-কিঙ্করৈঃ**—বিষ্ণুদূতদের সঙ্গে; **হৈমম্**—স্বর্ণনির্মিত; **বিমানম্**—বিমান; **আরুহ্য**—আরোহণ করে; **যযৌ**—গিয়েছিলেন; **যত্র**—যেখানে; **শ্রিয়ঃ পতিঃ**—লক্ষ্মীপতি ভগবান শ্রীবিষ্ণু।

অনুবাদ

বিষ্ণুদূতদের সঙ্গে স্বর্ণনির্মিত বিমানে আরোহণ করে, অজামিল আকাশ-মার্গে লক্ষ্মীপতি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ধামে গমন করেছিলেন।

তাৎপর্য

বহু বছর ধরে জড় বৈজ্ঞানিকেরা চাঁদে যাওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা এখনও সেখানে যেতে পারেনি। অথচ চিন্ময় লোকের চিন্ময় বিমান মুহূর্তের মধ্যে কাউকে ভগবদ্ধামে নিয়ে যেতে পারে। এই প্রকার চিন্ময় বিমানের গতিবেগ আমাদের কল্পনারও অতীত। আত্মা মন থেকেও সূক্ষ্ম এবং মন যে কত দ্রুতগতিতে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যেতে পারে, তা সকলেই জানে। অতএব মনের গতির সঙ্গে তুলনা করে আত্মার গতি কল্পনা করা যেতে পারে। শুদ্ধ ভক্ত তাঁর জড় দেহ পরিত্যাগ করে তৎক্ষণাৎ এক পলকেরও কম সময়ের মধ্যে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন।

শ্লোক ৪৫

এবং স বিপ্লাবিতসর্বধর্মা
দাস্যাঃ পতিঃ পতিতো গর্হ্যকর্মণা ।
নিপাত্যমানো নিরয়ে হতব্রতঃ
সদ্যো বিমুক্তো ভগবন্নাম গৃহ্নন্ ॥ ৪৫ ॥

এবম্—এইভাবে; **সঃ**—তিনি (অজামিল); **বিপ্লাবিত-সর্ব-ধর্মাঃ**—যিনি সর্বধর্ম পরিত্যাগ করেছেন; **দাস্যাঃ পতিঃ**—বেশ্যার পতি; **পতিতঃ**—অধঃপতিত; **গর্হ্য-কর্মণা**—জঘন্য কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে; **নিপাত্যমানঃ**—পতিত হয়ে; **নিরয়ে**—নরকে; **হতব্রতঃ**—সমস্ত ব্রত ভঙ্গকারী; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **বিমুক্তঃ**—মুক্ত; **ভগবৎ-নাম**—ভগবানের দিব্য নাম; **গৃহ্নন্**—গ্রহণ করে।

অনুবাদ

অজামিল ছিলেন ব্রাহ্মণ কিন্তু অসৎসঙ্গের ফলে তিনি ব্রাহ্মণোচিত অনুষ্ঠান এবং ধর্ম পরিত্যাগ করেছিলেন। অধঃপতিত হয়ে তিনি চৌর্যবৃত্তি, সুরাপান এবং অন্যান্য সমস্ত জঘন্য কার্যে লিপ্ত হয়েছিলেন। তিনি একটি বেশ্যাকেও একজন রক্ষিতারূপে রেখেছিলেন। তার ফলে যমদূতেরা তাঁকে নরকে নিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু নারায়ণের নামাভাস উচ্চারণের প্রভাবে তিনি তৎক্ষণাৎ যমপাশ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪৬

নাতঃ পরং কর্মনিবন্ধকৃন্তনং
মুমুক্ষতাং তীর্থপদানুকীর্তনাৎ ৷
ন যৎ পুনঃ কর্মসু সজ্জতে মনো
রজস্তমোভ্যাং কলিলং ততোঽন্যথা ॥ ৪৬ ॥

ন—না; **অতঃ**—অতএব; **পরম্**—শ্রেষ্ঠ উপায়; **কর্ম-নিবন্ধ**—সকাম কর্মের ফলস্বরূপ দুঃখভোগ; **কৃন্তনম্**—যা সম্পূর্ণরূপে ছেদন করা যায়; **মুমুক্ষতাম্**—জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার অভিলাষী ব্যক্তিদের; **তীর্থ-পদ**—যাঁর শ্রীপাদপদ্মে সমস্ত পবিত্র তীর্থ বিরাজ করে, সেই ভগবান সম্বন্ধে; **অনুকীর্তনাৎ**—সদ্‌গুরুর নির্দেশনায় নিরন্তর কীর্তন করা থেকে; **ন**—না; **যৎ**—যেহেতু; **পুনঃ**—পুনরায়; **কর্মসু**—সকাম কর্মে; **সজ্জতে**—আসক্ত হয়; **মনঃ**—মন; **রজঃ-তমোভ্যাম্**—রজ এবং তমোগুণের দ্বারা; **কলিলম্**—কলুষিত; **ততঃ**—তারপর; **অন্যথা**—অন্য কোন উপায়ে।

অনুবাদ

অতএব যাঁরা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার অভিলাষী, তাঁদের কর্তব্য, যে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সমস্ত পবিত্র তীর্থ বিরাজ করে, সেই ভগবানের নাম, যশ, রূপ, লীলা আদির মহিমা কীর্তন করার পন্থা অবলম্বন করা। পুণ্য প্রায়শ্চিত্ত, মনোধর্মী জ্ঞান এবং অষ্টাঙ্গ-যোগে ধ্যান আদি অন্যান্য পন্থায় যথার্থ লাভ হয় না, কারণ এই সমস্ত পন্থা অনুশীলন করার পরেও রজ এবং তমোগুণের দ্বারা কলুষিত মনকে সংযত করতে সমর্থ না হওয়ার ফলে, মানুষ পুনরায় সকাম কর্মে লিপ্ত হয়।

তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে দেখা গেছে যে, তথাকথিত সিদ্ধি লাভ করার পরেও কর্মী, জ্ঞানী এবং যোগীরা পুনরায় জড়-জাগতিক কার্যকলাপে আসক্ত হয়। তথাকথিত বহু স্বামী ও যোগী *জগন্মিথ্যা* বলে জড়-জাগতিক কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে, কিন্তু কিছু দিন পরে তারা হাসপাতাল, স্কুল ইত্যাদি খুলে অথবা জনহিতকর কার্যকলাপের অনুষ্ঠান করে পুনরায় জড়-জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। কখনও কখনও তারা নিজেদেরকে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী বলে ঘোষণা করা সত্ত্বেও রাজনীতিতে যোগ দান করে। কিন্তু মূল কথা হচ্ছে, কেউ যদি সত্যি সত্যি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার অভিলাষী হয়, তা হলে তাকে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করতে হবে, যার শুরু হয় *শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ* থেকে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে তা প্রমাণ করেছে। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে বহু যুবক-যুবতী, যারা ড্রাগের নেশায় আসক্ত ছিল এবং অন্যান্য বহু বদ অভ্যাস ছিল যা ত্যাগ করা সম্ভব নয়, তারা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে যোগদান করা মাত্রই সেই সব ছেড়ে দিয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের মহিমা কীর্তনে যুক্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, এই পন্থা রজ এবং তমোগুণে অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্মের আদর্শ প্রায়শ্চিত্ত। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/১৯) বলা হয়েছে—

তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে ।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি ॥

রজ এবং তমোগুণের প্রভাবে মানুষ অত্যন্ত কামুক এবং লোভী হয়, কিন্তু কেউ যখন এই শ্রবণ ও কীর্তনের পন্থা অবলম্বন করেন, তখন তিনি সত্ত্বগুণে উন্নীত হয়ে সুখী হন। ভগবদ্ভক্তিতে তিনি যত উন্নতি সাধন করেন, ততই তাঁর সন্দেহ দূর হয়ে যায় (*ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ*)। এইভাবে তাঁর সকাম কর্মের বাসনারূপ গ্রন্থি ছিন্ন হয়।

শ্লোক ৪৭-৪৮

য এতং পরমং গুহ্যমিতিহাসমঘাপহম্ ।
শৃণুয়াচ্ছ্রদ্ধয়া যুক্তো যশ্চ ভক্ত্যানুকীর্তয়েৎ ॥ ৪৭ ॥
ন বৈ স নরকং যাতি নেক্ষিতো যমকিঙ্করৈঃ ।
যদ্যপ্যমঙ্গলো মর্ত্যো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ৪৮ ॥

যঃ—যিনি; **এতম্**—এই; **পরমম্**—অত্যন্ত; **গুহ্যম্**—গোপনীয়; **ইতিহাসম্**—ইতিহাস; **অঘ-অপহম্**—যা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করে; **শৃণুয়াৎ**—শ্রবণ করে; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **যুক্তঃ**—সমন্বিত; **যঃ**—যিনি; **চ**—এবং; **ভক্ত্যা**—পরম ভক্তি সহকারে; **অনুকীর্তয়েৎ**—পুনরাবৃত্তি করেন; **ন**—না; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **নরকম্**—নরকে; **যাতি**—যায়; **ন**—না; **ঈক্ষিতঃ**—দেখা যায়; **যম-কিঙ্করৈঃ**—যমদূতদের দ্বারা; **যদি অপি**—যদিও; **অমঙ্গলঃ**—অমঙ্গল; **মর্ত্যঃ**—জড় দেহ সমন্বিত জীব; **বিষ্ণু-লোকে**—চিৎ-জগতে; **মহীয়তে**—শ্রদ্ধা সহকারে স্বাগত হন।

অনুবাদ

যেহেতু এই অত্যন্ত গোপনীয় ঐতিহাসিক কাহিনীর সমস্ত পাপ দূর করার শক্তি রয়েছে, তাই যদি কেউ বিশ্বাস এবং ভক্তি সহকারে তা শ্রবণ করেন অথবা বর্ণনা করেন, তা হলে জড় দেহ সমন্বিত হওয়া সত্ত্বেও এবং মহাপাপী হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে আর নরকগামী হতে হয় না। প্রকৃতপক্ষে, যমদূতেরা তাঁকে দর্শন পর্যন্ত করতে পারে না। তাঁর দেহ ত্যাগ করার পর তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যান, যেখানে তিনি শ্রদ্ধা সহকারে সমাদৃত এবং পূজিত হন।

শ্লোক ৪৯

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্ ।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥ ৪৯ ॥

ম্রিয়মাণঃ—মৃত্যুর সময়; **হরেঃ নাম**—হরির নাম; **গৃণন্**—কীর্তন করে; **পুত্র-উপচারিতম্**—তাঁর পুত্রকে সম্বোধন করে; **অজামিলঃ**—অজামিল; **অপি**—ও; **অগাৎ**—গিয়েছিলেন; **ধাম**—চিৎ-জগতে; **কিম্ উত**—কি বলার আছে; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা এবং প্রেম সহকারে; **গৃণন্**—কীর্তন করলে।

অনুবাদ

মৃত্যুর সময় অজামিল তাঁর পুত্রকে সম্বোধন করে, ভগবানের দিব্য নাম উচ্চারণ করার ফলে ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়েছিলেন, অতএব যাঁরা শ্রদ্ধা সহকারে এবং নিরপরাধে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করেন, তাঁরা যে ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন, সেই সম্বন্ধে কি কোন সন্দেহ থাকতে পারে?

তাৎপর্য

মৃত্যুর সময়ে শরীরের ক্রিয়া বিপর্যস্ত হয়ে যাওয়ার ফলে মানুষ অবধারিতভাবে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। যে ব্যক্তি সারা জীবন ভগবানের নাম কীর্তন করার অনুশীলন করেছেন, তিনিও স্পষ্টভাবে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে সমর্থ নাও হতে পারেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনের পূর্ণ ফল তিনি প্রাপ্ত হন। তাই দেহ যখন সুস্থ থাকে, তখন কেন আমরা উচ্চস্বরে এবং স্পষ্টভাবে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করব না? কেউ যদি তা করেন, তা হলে মৃত্যুর সময় শ্রদ্ধা এবং প্রীতি সহকারে তিনি ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করতে সক্ষম হবেন। যিনি নিরন্তর ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করেন, তিনি যে ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

এই অধ্যায়ের পরিশিষ্ট তত্ত্ব

এই অধ্যায়ের নবম এবং দশম শ্লোকের টীকাস্বরূপ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর একটি কথোপকথনের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন জীব কিভাবে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করার প্রভাবেই কেবল সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হতে পারেন।

কেউ বলতে পারে, "নামাভাসের ফলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়, সেই কথা নয়তো স্বীকার করা গেল। কিন্তু কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কেবল একবারই নয়, বহু বহু বার পাপ করে, তা হলে সে বারো বছর অথবা তারও অধিক কাল প্রায়শ্চিত্ত করার পরেও সেই পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে না। তা হলে, কেবল একটি মাত্র নামাভাসেই সেই মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত কিভাবে হতে পারে?"

তার উত্তরে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই অধ্যায়ের নবম এবং দশম শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন—"স্বর্ণ অথবা অন্যান্য মূল্যবান বস্তুর অপহরণকারী, মদ্যপায়ী, মিত্রদ্রোহী, ব্রহ্মঘাতী, গুরুপত্নীগামী, স্ত্রী-হত্যাকারী, গো-হত্যাকারী, পিতৃ-হত্যাকারী, রাজ-হত্যাকারী যে সমস্ত পাতকী রয়েছে, শ্রীবিষ্ণুর নাম উচ্চারণই তাদের শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। কেবল ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দিব্য নাম উচ্চারণের ফলেই এই প্রকার পাপীরা ভগবানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ভগবান তখন মনে করেন, 'যেহেতু এই ব্যক্তি আমার দিব্য নাম উচ্চারণ করেছে, তাই আমার কর্তব্য হচ্ছে তাকে রক্ষা করা।' "

ভগবানের নাম কীর্তন করার প্রভাবে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়ে যায়, যদিও তাকে প্রায়শ্চিত্ত বলা হয় না। সাধারণত প্রায়শ্চিত্তের প্রভাবে পাপ থেকে সাময়িকভাবে

নিষ্কৃতি লাভ হতে পারে, কিন্তু তা পাপ বাসনা নির্মূল করে হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে নির্মল করতে পারে না। তাই প্রায়শ্চিত্ত ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনের মতো শক্তিশালী নয়। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, কেউ যদি কেবল একবার ভগবানের নাম উচ্চারণ করেন এবং সর্বতোভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হন, তা হলে ভগবান তৎক্ষণাৎ তাঁকে তাঁর নিজের জন বলে মনে করেন এবং সর্বদা তাঁকে রক্ষা করেন। সেই কথা শ্রীল শ্রীধর স্বামীও প্রতিপন্ন করেছেন। যমদূতেরা যখন অজামিলকে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন ভগবান তাঁকে রক্ষা করবার জন্য তাঁর দূতদের পাঠিয়েছিলেন এবং অজামিল যেহেতু সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন, তাই বিষ্ণুদূতেরা তাঁর পক্ষ অবলম্বন করে যমদূতদের তিরস্কার করেছিলেন।

অজামিল তাঁর পুত্রের নামকরণ করেছিলেন নারায়ণ এবং যেহেতু তাঁর সেই পুত্রটি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল, তাই তিনি বারবার তার নাম ধরে ডাকতেন। তাঁর পুত্রকে সম্বোধন করে ডাকলেও সেই নাম ছিল অনন্য প্রভাবসম্পন্ন, কারণ নারায়ণের নাম পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ থেকে অভিন্ন। অজামিল যখন তাঁর পুত্রের নারায়ণ নামকরণ করেছিলেন, তখন তাঁর সমস্ত পাপ মোচন হয়েছিল এবং তাঁর পুত্রের নাম ধরে ডাকার ছলে তিনি শত সহস্রবার নারায়ণের দিব্য নাম উচ্চারণ করেছিলেন। এইভাবে তিনি অজ্ঞাতসারে কৃষ্ণভক্তির পথে উন্নতি সাধন করেছিলেন।

কেউ তর্ক করতে পারে, "তিনি যেহেতু নিরন্তর নারায়ণের নাম উচ্চারণ করছিলেন, তা হলে তাঁর পক্ষে বেশ্যার সঙ্গ করা এবং সুরাপান করা কিভাবে সম্ভব ছিল?" তাঁর পাপ কর্মের দ্বারা তিনি বার বার দুঃখ-দুর্দশা বরণ করছিলেন, এবং তাই কেউ বলতে পারে যে, অন্তিম সময়ে তিনি যে নারায়ণ নাম উচ্চারণ করেছিলেন, সেটিই ছিল তাঁর মুক্তির কারণ। কিন্তু তা হলে তাঁর সেই নাম উচ্চারণ নাম অপরাধ হত। *নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধিঃ*—যে ব্যক্তি পাপ আচরণ করে এবং ভগবানের নাম গ্রহণের দ্বারা সেই পাপ থেকে মুক্ত হতে চায়, সে নামাপরাধী। তার উত্তরে বলা যেতে পারে যে, অজামিল অপরাধশূন্য হয়ে নাম করেছিলেন, কারণ তিনি তাঁর পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য নাম করেননি। তিনি জানতেন না যে, তিনি পাপাসক্ত ছিলেন এবং নারায়ণের নাম উচ্চারণের দ্বারা তিনি সেই পাপ থেকে মুক্ত হবেন। তাই তিনি নাম অপরাধ করেননি এবং তাঁর পুত্রকে ডাকার ছলে তিনি যে নারায়ণ নাম উচ্চারণ করেছিলেন, তাকে শুদ্ধ নাম বলা যেতে পারে। এই শুদ্ধ নামের প্রভাবে অজামিল অজ্ঞাতসারে ভক্তির ফল সঞ্চয় করেছিলেন। বস্তুতপক্ষে, তাঁর প্রথম নাম উচ্চারণেই তাঁর সমস্ত পাপ বিনাশ

করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, একটি বটবৃক্ষ তৎক্ষণাৎ ফল উৎপাদন করে না, তবে যথাসময়ে তাতে ফল ফলে। তেমনই, অজামিলের ভক্তি একটু একটু করে বর্ধিত হয়েছিল এবং তাই বহু পাপকর্ম করা সত্ত্বেও তার ফল তাঁকে প্রভাবিত করেনি। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, কেউ যদি একবারও ভগবানের নাম উচ্চারণ করেন, তা হলে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সমস্ত পাপ থেকে তিনি মুক্ত হন। আর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে, কেউ যদি সাপের বিষদাঁত ভেঙ্গে দেয়, তা হলে ভবিষ্যতে যদি সেই সাপটি কাউকে বার বার দংশনও করে, তা হলে কোন প্রকার বিষক্রিয়া হয় না। তেমনই, ভক্ত যদি একবারও নিরপরাধে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করেন, তা হলে তা তাঁকে অনন্ত কাল রক্ষা করবে। তাঁকে কেবল যথাসময়ে সেই কীর্তনের ফল লাভের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের 'বিষ্ণুদূত কর্তৃক অজামিল উদ্ধার' নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

তৃতীয় অধ্যায়

যমদূতদের প্রতি যমরাজের উপদেশ

এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে, যমদূতেরা যমরাজের কাছে গেলে, তিনি তাদের বিস্তারিতভাবে ভাগবত-ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দেন। যমরাজ এইভাবে ভগ্নমনোরথ যমদূতদের সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। যমরাজ বলেছিলেন, "অজামিল যদিও তাঁর পুত্রকে ডেকেছিলেন, তবুও তিনি নারায়ণের পবিত্র নাম উচ্চারণ করেছিলেন এবং সেই নামাভাসের ফলেই তিনি বিষ্ণুদূতদের সঙ্গ লাভ করেছিলেন, যাঁরা তোমাদের হাত থেকে তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন। তা যথার্থই হয়েছে, কারণ মহাপাতকীও যদি ভগবানের নাম গ্রহণ করে, সেই নাম সম্পূর্ণরূপে অপরাধশূন্য না হলেও তাকে আর জড় জগতে জন্মগ্রহণ করতে হয় না।"

ভগবানের পবিত্র নাম গ্রহণের ফলে, চারজন বিষ্ণুদূতের সঙ্গে অজামিলের সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত সুন্দর এবং তাঁকে উদ্ধার করতে অতি দ্রুতগতিতে তাঁরা এসেছিলেন। যমরাজ এখন তাঁদের বর্ণনা করছেন—"বিষ্ণুদূতেরা হচ্ছেন এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের পরম ঈশ্বর ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত। ইন্দ্র, বরুণ, শিব, ব্রহ্মা, সপ্তর্ষি এবং আমিও সেই স্বতঃপ্রকাশ ও অধোক্ষজ পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় কার্যকলাপ বুঝতে পারি না। জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কেউই তাঁকে জানতে পারে না। মায়াধীশ ভগবান সকলের কল্যাণের জন্য দিব্য গুণাবলী ধারণ করেন এবং তাঁর ভক্তেরাও সেই প্রকার গুণান্বিত। জড় জগতের বন্ধন থেকে অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করার জন্য তাঁরা সর্বত্র বিচরণ করেন এবং আপাতদৃষ্টিতে এই জড় জগতে জন্মগ্রহণ করেন। কেউ যদি পারমার্থিক জীবনে একটুও আগ্রহী হন, তা হলে ভগবদ্ভক্তেরা নানাভাবে তাঁদের রক্ষা করেন।"

যমরাজ বললেন, "সনাতন ধর্মের তত্ত্ব অত্যন্ত নিগূঢ়। ভগবান ব্যতীত অন্য কেউই তা জানেন না। ভগবানেরই কৃপায় তাঁর শুদ্ধ ভক্তরা সেই তত্ত্ব জানতে পারেন। বিশেষ করে দ্বাদশ মহাজন—ব্রহ্মা, নারদ মুনি, শিব, কুমার, কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব গোস্বামী এবং আমি। জৈমিনি আদি পণ্ডিতেরা প্রায় সর্বদাই মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন এবং তাই তাঁরা ঋক্, যজু ও সাম—এই তিন বেদের মধুর বাক্যজালে আকৃষ্ট। শুদ্ধ ভক্ত হওয়ার পরিবর্তে মানুষেরা

ত্রয়ী নামক এই তিন বেদের পুষ্পিত শব্দবিন্যাসের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে বৈদিক অনুষ্ঠানের প্রতি আগ্রহী হয়। তারা ভগবানের পবিত্র নাম-কীর্তনের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। কিন্তু বুদ্ধিমান মানুষেরা ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন। তাঁরা যখন নিরপরাধে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করেন, তখন আর তাঁরা আমার শাসনাধীনে থাকেন না। দৈবক্রমে যদি তাঁরা কোন পাপকর্ম করেন, তা হলে ভগবানের নাম তাদের রক্ষা করেন, কারণ ভগবান থেকে অভিন্ন সেই নামেই তাঁদের একমাত্র আসক্তি। ভগবানের গদা এবং সুদর্শন চক্র বিশেষভাবে তাঁর ভক্তদের সর্বদা রক্ষা করে। যাঁরা একবারও নিষ্কপটে ভগবানের নাম কীর্তন, শ্রবণ, স্মরণ এবং বন্দনা করেন অথবা ভগবানকে প্রণতি নিবেদন করেন, তাঁরা সর্বতোভাবে সিদ্ধি লাভ করেন, কিন্তু মহাজ্ঞানী ব্যক্তিও যদি ভগবদ্ভক্তি-বিমুখ হয়, তা হলে তাকে নরকে দণ্ডভোগ করতে হয়।”

যমরাজ এইভাবে ভগবান এবং তাঁর ভক্তের মহিমা বর্ণনা করলে, শুকদেব গোস্বামী দিব্য নাম উচ্চারণের প্রভাব এবং প্রায়শ্চিত্তের জন্য বৈদিক কর্মকাণ্ড ও পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের নিরর্থকতা বর্ণনা করলেন।

শ্লোক ১

শ্রীরাজোবাচ

নিশম্য দেবঃ স্বভটোপবর্ণিতং
প্রত্যাহ কিং তানপি ধর্মরাজঃ ।
এবং হতাজ্ঞো বিহতান্মুরারে-
র্নৈদেশিকৈর্যস্য বশে জনোঽয়ম্ ॥ ১ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—রাজা বললেন; **নিশম্য**—শোনার পর; **দেবঃ**—যমরাজ; **স্ব-ভট**—তাঁর ভৃত্যদের; **উপবর্ণিতম্**—বৃত্তান্ত; **প্রত্যাহ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **কিম্**—কি; **তান্**—তাদের; **অপি**—ও; **ধর্মরাজঃ**—মৃত্যুর অধ্যক্ষ এবং ধর্ম-অধর্মের বিচারক; **এবম্**—এইভাবে; **হত-আজ্ঞঃ**—যাঁর আদেশ ব্যাহত হয়েছিল; **বিহতান্**—পরাজিত; **মুরারেঃ নৈদেশিকৈঃ**—মুরারি বা কৃষ্ণের দূতদের দ্বারা; **যস্য**—যাঁর; **বশে**—অধীনে; **জনঃ অয়ম্**—এই জগতের সমস্ত জীব।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—হে শুকদেব গোস্বামী, যমরাজ সমস্ত জীবের ধর্মাধর্মের বিচারক, কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তাঁর আদেশ প্রতিহত

হয়েছে। তাঁর ভৃত্য যমদূতেরা যখন অজামিলকে গ্রেপ্তার করার ব্যাপারে বিষ্ণুদূতদের কাছে তাদের পরাজয়ের কথা তাঁকে বর্ণনা করল, তখন তিনি কি বললেন?

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, যমদূতদের বাক্য যদিও বৈদিক সিদ্ধান্তের দ্বারা পূর্ণরূপে অনুমোদিত, তবুও বিষ্ণুদূতদের বাক্য বিজয়ী হয়েছিল। সেই কথা যমরাজ স্বয়ং প্রতিপন্ন করেছেন।

শ্লোক ২

যমস্য দেবস্য ন দণ্ডভঙ্গঃ
কুতশ্চনর্ষে শ্রুতপূর্ব আসীৎ।
এতন্মুনে বৃশ্চতি লোকসংশয়ং
ন হি ত্বদন্য ইতি মে বিনিশ্চিতম্ ॥ ২ ॥

যমস্য—যমরাজের; **দেবস্য**—বিচারের দেবতা; **ন**—না; **দণ্ড-ভঙ্গঃ**—আদেশ লঙ্ঘন; **কুতশ্চন**—কোথাও; **ঋষে**—হে মহর্ষি; **শ্রুত-পূর্বঃ**—শোনা গিয়েছিল; **আসীৎ**—ছিল; **এতৎ**—এই; **মুনে**—হে মহর্ষি; **বৃশ্চতি**—দূর করতে পারে; **লোক-সংশয়ম্**—মানুষের সন্দেহ; **ন**—না; **হি**—বস্তুত; **ত্বৎ-অন্যঃ**—আপনি ছাড়া অন্য কেউ; **ইতি**—এই প্রকার; **মে**—আমার দ্বারা; **বিনিশ্চিতম্**—দৃঢ় বিশ্বাস।

অনুবাদ

হে ঋষিবর, পূর্বে কখনও যমরাজের আদেশ ব্যর্থ হওয়ার কথা শোনা যায়নি। তাই আমার মনে হয়, মানুষের মনে সেই বিষয়ে সংশয় থাকতে পারে। আপনি ছাড়া আর কেউই এই সংশয় ছেদন করতে পারবে না। সেটিই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অতএব কৃপা করে সেই সংশয় দূর করুন।

শ্লোক ৩

শ্রীশুক উবাচ

ভগবৎপুরুষৈ রাজন্ যাম্যাঃ প্রতিহতোদ্যমাঃ।
পতিং বিজ্ঞাপয়ামাসুর্যমং সংযমনীপতিম্ ॥ ৩ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ভগবৎ-পুরুষৈঃ**—ভগবানের আজ্ঞাবাহক বিষ্ণুদূতদের দ্বারা; **রাজন্**—হে রাজা; **যাম্যাঃ**—যমরাজের আজ্ঞাবাহক দূতেরা; **প্রতিহত-উদ্যমাঃ**—যাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল; **পতিম্**—তাদের প্রভুকে; **বিজ্ঞাপয়াম্ আশুঃ**—জানিয়েছিল; **যমম্**—যমরাজকে; **সংযমনী-পতিম্**—সংযমনী নগরীর পতি।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী উত্তর দিলেন—হে রাজন্, বিষ্ণুদূতদের দ্বারা প্রতিহত এবং পরাভূত হয়ে যমদূতেরা সংযমনীপুরীর অধীশ্বর যমরাজকে সেই বৃত্তান্ত জানিয়েছিল।

শ্লোক ৪

যমদূতা উচুঃ

কতি সন্তীহ শাস্তারো জীবলোকস্য বৈ প্রভো ।
ত্রৈবিধ্যং কুর্বতঃ কর্ম ফলাভিব্যক্তিহেতবঃ ॥ ৪ ॥

যমদূতাঃ উচুঃ—যমদূতেরা বলল; **কতি**—কত; **সন্তি**—রয়েছে; **ইহ**—এই জগতে; **শাস্তারঃ**—শাসক বা নিয়ন্তা; **জীব-লোকস্য**—এই জড় জগতের; **বৈ**—বস্তুত; **প্রভো**—হে প্রভু; **ত্রৈবিধ্যম্**—প্রকৃতির তিন গুণের অধীন; **কুর্বতঃ**—অনুষ্ঠান করে; **কর্ম**—কার্যকলাপ; **ফল**—ফলের; **অভিব্যক্তি**—প্রকাশের; **হেতবঃ**—কারণ।

অনুবাদ

যমদূতেরা বলল—হে প্রভু, এই জড় জগতের শাসনকর্তা কয়জন রয়েছে? সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণে অনুষ্ঠিত কর্মফল প্রকাশের কারণই বা কয়টি?

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, যমদূতেরা এতই ভগ্নমনোরথ হয়েছিল যে, তারা প্রায় ক্রোধান্বিত হয়ে তাদের প্রভুকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তিনি ছাড়া আর অন্য কোন শাসক রয়েছেন কি না। অধিকন্তু, তাদের পরাজয়ে তাদের প্রভু তাদের রক্ষা করতে না পারার ফলে, তারা যেন বলতে যাচ্ছিল যে, এই রকম প্রভুর সেবা করার কোন প্রয়োজন নেই। ভৃত্য যদি বিজয়ীর মতো প্রভুর আদেশ পালন করতে না পারে, তা হলে সেই প্রকার শক্তিহীন প্রভুর সেবা করার কি প্রয়োজন?

শ্লোক ৫

যদি স্যুর্বহবো লোকে শাস্তারো দণ্ডধারিণঃ ।
কস্য স্যাতাং ন বা কস্য মৃত্যুশ্চামৃতমেব বা ॥ ৫ ॥

যদি—যদি; **স্যুঃ**—থাকে; **বহবঃ**—বহু; **লোকে**—এই জগতে; **শাস্তারঃ**—শাসক বা নিয়ন্তা; **দণ্ড-ধারিণঃ**—পাপীদের দণ্ডদাতা; **কস্য**—কার; **স্যাতাম্**—থাকতে পারে; **ন**—না; **বা**—অথবা; **কস্য**—কার; **মৃত্যুঃ**—দুঃখ; **চ**—এবং; **অমৃতম্**—সুখ; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **বা**—অথবা।

অনুবাদ

এই জগতে যদি বহু শাসনকর্তা এবং বিচারক থাকেন, তা হলে তাঁদের পরস্পর মতবিরোধের ফলে, কে যে দণ্ডনীয় এবং কে যে পুরস্কৃত হবে, তা বোঝা যাবে না। পক্ষান্তরে, পরস্পরের বিরোধী কার্য যদি পরস্পরকে প্রতিহত করতে না পারে, তা হলে সকলেই দণ্ডভোগ করবে এবং পুরস্কৃতও হবে।

তাৎপর্য

যমরাজের আদেশ পালনে অসমর্থ হওয়ার ফলে, যমদূতেরা সন্দেহ করতে শুরু করেছিল পাপীদের দণ্ডদানে যমরাজের সত্যি সত্যি অধিকার রয়েছে কি না। যদিও তারা যমরাজের আদেশ অনুসারে অজামিলকে বেঁধে আনতে গিয়েছিল, উচ্চতর অধিকারির আদেশে তারা সেই কার্য সম্পাদনে অক্ষম হয়েছিল। তাই তাদের সন্দেহ হয়েছিল দণ্ডদানের অধিকারি কি একজন না বহু। বহু বিচারক যদি পরস্পর-বিরোধী ভিন্ন ভিন্ন রায় দেয়, তা হলে কেউ অন্যায়ভাবে দণ্ডিত হতে পারে অথবা পুরস্কৃত হতে পারে অথবা তাকে দণ্ড এবং পুরস্কার কোনটিই ভোগ করতে নাও হতে পারে। এই জড় জগতে আমরা দেখতে পাই যে, এক আদালতে দণ্ডিত ব্যক্তি অন্য আদালতে পুনর্বিচার প্রার্থনা করতে পারে। তার ফলে একই ব্যক্তি ভিন্ন বিচার অনুসারে দণ্ডিত হতে পারে অথবা পুরস্কৃত হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে অথবা ভগবানের আদালতে এই প্রকার পরস্পর-বিরোধী বিচার হতে পারে না। বিচারক এবং তাঁদের বিচার অবশ্যই নির্ভুল ও বিরোধ-বর্জিত হওয়া কর্তব্য। প্রকৃতপক্ষে, অজামিলের ব্যাপারে যমরাজের অবস্থা বেশ অপ্রতিভ ছিল, কারণ যমদূতদের অজামিলকে গ্রেপ্তার করার প্রচেষ্টা ন্যায়সঙ্গত ছিল, কিন্তু বিষ্ণুদূতেরা তাদের নিরস্ত করেন। এই অবস্থায় যমরাজ যদিও বিষ্ণুদূত এবং যমদূত উভয়ের

দ্বারাই অভিযুক্ত হয়েছেন, তবুও তাঁর বিচার সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিহীন, কারণ তিনি ভগবানের প্রতিনিধিত্ব করছেন। তাই তিনি তাঁর প্রকৃত স্থিতি বর্ণনা করে বিশ্লেষণ করবেন কিভাবে সকলে পরমেশ্বর ভগবানের পরম নিয়ন্ত্রণের অধীন।

শ্লোক ৬

কিন্তু শাস্তৃবহুত্বে স্যাদ্বহূনামিহ কর্মিণাম্ ।
শাস্তৃত্বমুপচারো হি যথা মণ্ডলবর্তিনাম্ ॥ ৬ ॥

কিন্তু—কিন্তু; **শাস্তৃ**—শাসনকর্তাদের; **বহুত্বে**—বহু; **স্যাৎ**—হতে পারে; **বহূনাম্**—বহু; **ইহ**—এই জগতে; **কর্মিণাম্**—কর্ম অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিদের; **শাস্তৃত্বম্**—বিভাগীয় ব্যবস্থা; **উপচারঃ**—প্রশাসন; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **যথা**—ঠিক যেমন; **মণ্ডল-বর্তিনাম্**—বিভাগীয় অধিকর্তা।

অনুবাদ

যমদূতেরা বলল—যেহেতু বহু কর্মী রয়েছে, তাই তাদের বিচারের জন্য বহু বিচারক হতে পারে, কিন্তু একজন সম্রাট যেমন তার অধীনস্থ শাসকদের নিয়ন্ত্রণ করেন, তেমনই বিভিন্ন বিভাগীয় বিচারকদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একজন মুখ্য বিচারক থাকা আবশ্যক।

তাৎপর্য

সরকারি শাসন ব্যবস্থায় বিভিন্ন ব্যক্তিদের বিচারের জন্য বিভিন্ন বিভাগীয় অধিকারি থাকতে পারে, কিন্তু আইন এক। সেই কেন্দ্রীয় আইন সকলকে নিয়ন্ত্রণ করে। যমদূতেরা বুঝতে পারছিল না একই মামলায় দুজন বিচারক দুটি ভিন্ন প্রকার রায় দিচ্ছিলেন কিভাবে। তাই তারা জানতে চেয়েছিল মুখ্য বিচারক কে। যমদূতেরা নিশ্চিত ছিল যে, অজামিল ছিল মহাপাতকী, যদিও যমরাজ তাকে দণ্ডদান করতে চেয়েছিলেন, বিষ্ণুদূতেরা তাকে ক্ষমা করেছিলেন। যমদূতদের কাছে তা এক বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল এবং তাই তারা সেই বিষয়ে যথাযথভাবে অবগত হওয়ার জন্য যমরাজের কাছে গিয়েছিল।

শ্লোক ৭

অতস্ত্বমেকো ভূতানাং সেশ্বরাণামধীশ্বরঃ ।
শাস্তা দণ্ডধরো নৃণাং শুভাশুভবিবেচনঃ ॥ ৭ ॥

অতঃ—অতএব; **ত্বম্**—আপনি; **একঃ**—এক; **ভূতানাম্**—সমস্ত জীবদের; **স-ঈশ্বরাণাম্**—সমস্ত দেবতাসহ; **অধীশ্বরঃ**—প্রভু; **শাস্তা**—সর্বোচ্চ শাসক; **দণ্ড-ধরঃ**—দণ্ডদানের সর্বোচ্চ অধিকারি; **নৃণাম্**—মানব-সমাজের; **শুভ-অশুভ-বিবেচনঃ**—পাপ-পুণ্যের বিচারকর্তা।

অনুবাদ

মুখ্য শাসনকর্তা একজন, বহু হতে পারেন না। আমরা জানতাম যে, আপনিই হচ্ছেন সর্বোচ্চ বিচারক এবং দেবতারাও আপনার অধীন। আমরা মনে করতাম, আপনি সমস্ত জীবের অধীশ্বর এবং সমস্ত মানুষের পাপ-পুণ্যের একমাত্র বিচারকর্তা।

শ্লোক ৮

তস্য তে বিহিতো দণ্ডো ন লোকে বর্ততেঽধুনা ।
চতুর্ভিরদ্ভুতৈঃ সিদ্ধৈরাজ্ঞা তে বিপ্রলম্ভিতা ॥ ৮ ॥

তস্য—সেই প্রভাবের; **তে**—আপনার; **বিহিতঃ**—নিরূপিত; **দণ্ডঃ**—দণ্ড; **ন**—না; **লোকে**—এই জগতে; **বর্ততে**—বর্তমান; **অধুনা**—এখন; **চতুর্ভিঃ**—চারজন; **অদ্ভুতৈতঃ**—অত্যন্ত আশ্চর্যজনক; **সিদ্ধৈঃ**—সিদ্ধ পুরুষদের দ্বারা; **আজ্ঞা**—আদেশ; **তে**—আপনার; **বিপ্রলম্ভিতা**—লঙ্ঘন করেছে।

অনুবাদ

কিন্তু এখন আমরা দেখছি যে, আপনার বিহিত দণ্ড আর কার্যকরী হচ্ছে না। চারজন অদ্ভুত দর্শন সিদ্ধপুরুষ আপনার আদেশ লঙ্ঘন করেছেন।

তাৎপর্য

যমদূতেরা মনে করত যে, যমরাজই হচ্ছেন সর্বোচ্চ বিচারক। তাদের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, কেউই যমরাজের বিচারের বিরোধিতা করতে পারে না, কিন্তু এখন পরম বিস্ময়ের সঙ্গে তারা দেখল যে, সেই চারজন অদ্ভুত দর্শন সিদ্ধপুরুষ তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করলেন।

শ্লোক ৯

নীয়মানং তবাদেশাদস্মাভির্যাতনাগৃহান্ ।
ব্যামোচয়ন্ পাতকিনং ছিত্ত্বা পাশান্ প্রসহ্য তে ॥ ৯ ॥

নীয়মানম্—নিয়ে আসা হচ্ছিল; **তব আদেশাৎ**—আপনার আদেশ অনুসারে; **অস্মাভিঃ**—আমাদের দ্বারা; **যাতনা-গৃহান্**—যন্ত্রণা গৃহ, নরকে; **ব্যামোচয়ন্**—মুক্ত করেছিল; **পাতকিনম্**—পাপী অজামিলকে; **ছিত্ত্বা**—ছিন্ন করে; **পাশান্**—পাশ; **প্রসহ্য**—বলপূর্বক; **তে**—তারা।

অনুবাদ

আমরা মহাপাপী অজামিলকে আপনার আদেশ অনুসারে নরকে নিয়ে আসছিলাম, তখন সেই অত্যন্ত সুন্দর দর্শন সিদ্ধপুরুষেরা বলপূর্বক তার পাশবন্ধন ছেদন করে তাকে মুক্ত করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, যমদূতেরা বিষ্ণুদূতদের যমরাজের কাছে নিয়ে আসতে চেয়েছিল। যমরাজ যদি বিষ্ণুদূতদের দণ্ড দিতেন, তা হলে যমদূতেরা সন্তুষ্ট হত।

শ্লোক ১০

তাংস্তে বেদিতুমিচ্ছামো যদি নো মন্যসে ক্ষমম্ ।
নারায়ণেত্যভিহিতে মা ভৈরিত্যাযযুর্দ্রুতম্ ॥ ১০ ॥

তান্—তাঁদের সম্পর্কে; **তে**—আপনার কাছ থেকে; **বেদিতুম্**—জানতে; **ইচ্ছামঃ**—ইচ্ছা করি; **যদি**—যদি; **নঃ**—আমাদের জন্য; **মন্যসে**—আপনি মনে করেন; **ক্ষমম্**—উপযুক্ত; **নারায়ণ**—নারায়ণ; **ইতি**—এইভাবে; **অভিহিতে**—উচ্চারিত হয়ে; **মা**—করো না; **ভৈঃ**—ভয়; **ইতি**—এইভাবে; **আযযুঃ**—তারা উপস্থিত হয়েছিল; **দ্রুতম্**—অতি শীঘ্র।

অনুবাদ

পাপী অজামিল নারায়ণ নাম উচ্চারণ করা মাত্রই সেই চারজন অতি সুন্দর দর্শন পুরুষ তৎক্ষণাৎ সেখানে আবির্ভূত হয়ে তাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, "ভয় করো

না। ভয় করো না।" আপনার কাছে আমরা তাঁদের সম্বন্ধে জানতে চাই। আপনি যদি মনে করেন যে, আমরা তাঁদের বুঝতে পারব, তা হলে দয়া করে আপনি বলুন তাঁরা কে।

তাৎপর্য

বিষ্ণুদূতদের দ্বারা পরাস্ত হয়ে যমদূতেরা অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়েছিল। তারা চেয়েছিল বিষ্ণুদূতদের যমরাজের কাছে নিয়ে আসতে যাতে তিনি তাঁদের দণ্ড দিতে পারেন। অন্যথায় তারা আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল। কিন্তু এই দুইয়ের কোন একটি পথ অনুসরণ করার পূর্বে, তারা সর্বজ্ঞ যমরাজের কাছে বিষ্ণুদূতদের সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিল।

শ্লোক ১১

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

ইতি দেবঃ স আপৃষ্টঃ প্রজাসংযমনো যমঃ ।
প্রীতঃ স্বদূতান্ প্রত্যাহ স্মরন্ পাদাম্বুজং হরেঃ ॥ ১১ ॥

শ্রী-বাদরায়ণিঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **দেবঃ**—দেবতা; **সঃ**—তিনি; **আপৃষ্টঃ**—জিজ্ঞাসিত হয়ে; **প্রজা-সংযমনঃ যমঃ**—যমরাজ, যিনি জীবদের নিয়ন্ত্রণ করেন; **প্রীতঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **স্ব-দূতান্**—তাঁর দূতদের; **প্রত্যাহ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **স্মরন্**—স্মরণ করে; **পাদ-অম্বুজম্**—শ্রীপাদপদ্ম; **হরেঃ**—ভগবান শ্রীহরির।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—তাঁর দূতদের এই প্রকার প্রশ্নে 'নারায়ণ' এই দিব্য নাম শ্রবণ করে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে জীবদের নিয়ন্তা যমরাজ ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করে তাঁর দূতদের বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

পাপ এবং পুণ্য অনুসারে জীবদের পরম নিয়ন্তা শ্রীল যমরাজ তাঁর ভৃত্যদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন, কারণ তারা তাঁর সম্মুখে নারায়ণের দিব্য নাম কীর্তন করেছিল। যমরাজের কাজ সেই সমস্ত পাপীদের নিয়ে, যারা নারায়ণকে জানতে পারে না। কিন্তু তাঁর দূতেরা যখন নারায়ণের নাম উচ্চারণ করেছিল, তখন তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন, কারণ তিনিও হচ্ছেন বৈষ্ণব।

শ্লোক ১২

যম উবাচ

পরো মদন্যো জগতস্তস্থুষশ্চ
ওতং প্রোতং পটবদ্যত্র বিশ্বম্ ।
যদংশতোঽস্য স্থিতিজন্মনাশা
নস্যোতবদ্ যস্য বশে চ লোকঃ ॥ ১২ ॥

যমঃ উবাচ—যমরাজ উত্তর দিলেন; **পরঃ**—শ্রেষ্ঠ; **মৎ**—আমার থেকে; **অন্যঃ**—অন্য একজন; **জগতঃ**—সমস্ত জঙ্গম বস্তুর; **তস্থুষঃ**—স্থাবর বস্তুর; **চ**—এবং; **ওতম্**—প্রস্থ; **প্রোতম্**—দৈর্ঘ্য; **পট-বৎ**—বস্ত্রের মতো; **যত্র**—যাতে; **বিশ্বম্**—জগৎ; **যৎ**—যাঁর; **অংশতঃ**—অংশ থেকে; **অস্য**—এই বিশ্বে; **স্থিতি**—পালন; **জন্ম**—সৃষ্টি; **নাশাঃ**—বিনাশ; **নসি**—নাসিকায়; **ওত-বৎ**—রজ্জুর মতো; **যস্য**—যাঁর; **বশে**—নিয়ন্ত্রণাধীনে; **চ**—এবং; **লোকঃ**—সমগ্র জগৎ।

অনুবাদ

যমরাজ বললেন—হে দূতগণ, তোমরা আমাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে কর, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি তা নই। আমার ঊর্ধ্বে এবং ইন্দ্র, চন্দ্র আদি সমস্ত দেবতাদের ঊর্ধ্বে একজন পরম ঈশ্বর ও নিয়ন্তা রয়েছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব, যাঁরা এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং বিনাশের অধ্যক্ষ, তাঁরা তাঁরই অংশ। বস্ত্রে সূত্রের মতো এই বিশ্ব তাতে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত। বলদ যেমন নাসিকা-সংলগ্ন রজ্জুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, সমগ্র জগৎও তেমনই তাঁর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

তাৎপর্য

যমদূতদের সন্দেহ হয়েছিল যে, যমরাজেরও ঊর্ধ্বে কোন শাসক রয়েছেন। তাদের সেই সংশয় দূর করার জন্য যমরাজ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিলেন, "হ্যাঁ, সকলের উপরে একজন পরম নিয়ন্তা রয়েছেন।" যমরাজ মনুষ্য আদি কিছু জঙ্গম জীবের নিয়ন্ত্রণ করেন, কিন্তু পশুরা জঙ্গম হলেও তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। মানুষেরই কেবল ন্যায়-অন্যায় বিচারবোধ রয়েছে এবং তাদের মধ্যে যারা পাপকর্ম করে, তারা যমরাজের নিয়ন্ত্রণাধীনে আসে। তাই যমরাজ যদিও নিয়ন্তা, কিন্তু তাঁর নিয়ন্ত্রণ কেবল কিছু জীবেরই উপর। অন্যান্য বহু দেবতা রয়েছেন যাঁরা অন্যান্য বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করেন, কিন্তু তাঁদের সকলের ঊর্ধ্বে রয়েছেন পরম নিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণ।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ—পরম নিয়ন্তা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। অন্যেরা, যাঁরা এই বিশ্বের বিভিন্ন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ করেন, তাঁরা পরম নিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণের তুলনায় অতি নগণ্য। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৭/৭) বলেছেন, *মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়*—"হে ধনঞ্জয় (অর্জুন), আমার থেকে শ্রেষ্ঠতর আর কেউ নেই।" তাই সকলের ঊর্ধ্বে যে একজন পরম নিয়ন্তা রয়েছেন, সেই কথা বলে, যমরাজ তাঁর সহকারী যমদূতদের সংশয় দূর করেছিলেন।

শ্রীল মধ্বাচার্য বিশ্লেষণ করেছেন, ওতং *প্রোতম্* শব্দ দুটির দ্বারা সর্বকারণের পরম কারণকে বোঝানো হয়েছে। ভগবান সমগ্র সৃষ্টির দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ। সেই কথা *স্কন্দ পুরাণে* প্রতিপন্ন হয়েছে—

যথা কন্থা পটাঃ সূত্র ওতাঃ প্রোতাশ্চ স স্থিতাঃ ।
এবং বিষ্ণাবিদং বিশ্বম্ ওতং প্রোতং চ সংস্থিতম্ ॥

কাঁথায় সূত্র যেমন দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে বিস্তৃত থাকে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু তেমন সমগ্র জগতের ওতপ্রোত কারণরূপে অবস্থিত।

শ্লোক ১৩

যো নামভির্বাচি জনং নিজায়াং
বধ্নাতি তন্ত্র্যামিব দামভির্গাঃ ।
যস্মৈ বলিং ত ইমে নামকর্ম-
নিবন্ধবদ্ধাশ্চকিতা বহন্তি ॥ ১৩ ॥

যঃ—যিনি; **নামভিঃ**—বিভিন্ন নামের দ্বারা; **বাচি**—বেদবাক্যে; **জনম্**—সমস্ত লোক; **নিজায়াম্**—যা তাঁর থেকে উদ্ভূত হয়েছে; **বধ্নাতি**—বন্ধন করে; **তন্ত্র্যাম্**—রজ্জুতে; **ইব**—সদৃশ; **দামভিঃ**—রজ্জুর দ্বারা; **গাঃ**—বলদ; **যস্মৈ**—যাকে; **বলিম্**—ক্ষুদ্র উপহার; **তে**—তারা সকলে; **ইমে**—এই সমস্ত; **নাম-কর্ম**—ভিন্ন ভিন্ন নাম এবং কর্মের; **নিবন্ধ**—বন্ধনের দ্বারা; **বদ্ধাঃ**—বদ্ধ হয়ে; **চকিতাঃ**—ভয়ে ভীত হয়ে; **বহন্তি**—বহন করে।

অনুবাদ

গরুর গাড়ির চালক যেমন নাসা সংলগ্ন রজ্জুর দ্বারা বলদদের নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনই ভগবান বেদবাক্যরূপী রজ্জুর দ্বারা সমস্ত মানুষকে আবদ্ধ করেছেন, যা মানব-সমাজের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র আদি বিভিন্ন নাম এবং কর্ম

অনুসারে বর্ণিত হয়েছে। ভয়ে ভীত হয়ে, এই সমস্ত বর্ণের মানুষেরা তাদের স্বীয় কর্ম অনুসারে ভগবানকে পূজোপহার প্রদান করেন।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে সকলেই বদ্ধ, তা সে যেই হোক না কেন। মানুষ, দেবতা, পশু, বৃক্ষ, লতা, সকলেই প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এবং প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণের পেছনে রয়েছেন পরমেশ্বর ভগবান। তা *ভগবদ্গীতায়* (৯/১০) প্রতিপন্ন হয়েছে, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্* —"জড়া প্রকৃতি আমার নির্দেশে কার্য করছে এবং সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গম জীব উৎপন্ন করছে।" এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতিরূপী যন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করছেন।

অন্যান্য জীব ব্যতীত, মানব-দেহে স্থিত জীবাত্মারা বৈদিক অনুশাসন মতো বর্ণাশ্রম বিভাগ অনুসারে সুপরিকল্পিতভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। মানুষকে বর্ণ এবং আশ্রমের বিধি-নিষেধ পালন করতে হয়, তা না হলে সে যমরাজের দণ্ড থেকে নিষ্কৃতি পায় না। অর্থাৎ আশা করা যায় যে, প্রতিটি মানুষই সব চাইতে উন্নত বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ স্তরে উন্নীত হবে, এবং তারপর সেই স্তর অতিক্রম করে বৈষ্ণব হবে। সেটিই হচ্ছে মানব-জীবনের পূর্ণতা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র তাদের কর্ম অনুসারে ভগবানের আরাধনা করে উন্নতি সাধন করতে পারে (*স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ*)। প্রতিটি মানুষের যথাযথভাবে কর্তব্য সম্পাদনের জন্য এবং শান্তিপূর্ণ অবস্থানের জন্য বর্ণ ও আশ্রম ধর্মের আবশ্যক। কিন্তু সকলকেই সর্বব্যাপ্ত (*যেন সর্বমিদং ততম্*) পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভগবান ওতপ্রোতভাবে বিরাজমান এবং তাই কেউ যদি তাঁর ক্ষমতা অনুযায়ী বৈদিক নির্দেশ অনুসারে ভগবানের আরাধনা করেন, তা হলে তাঁর জীবন সার্থক হয়। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/১৩) বলা হয়েছে—

> *অতঃ পুম্ভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ ।*
> *স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্ ॥*

"হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, তাই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, স্বীয় প্রবণতা অনুসারে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সন্তুষ্টি বিধান করাই হচ্ছে স্ব-ধর্মের চরম ফল।" বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থায় মানুষকে উপযুক্ত যোগ্যতা অর্জন করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা প্রদান করা হয়েছে, কারণ প্রতিটি বর্ণ এবং আশ্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা। সদ্গুরুর নির্দেশে ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা যায় এবং কেউ যদি তা করেন, তা হলে তাঁর

জীবন সার্থক হয়। ভগবান আরাধ্য এবং সকলেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁর আরাধনা করছেন। যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে তাঁর আরাধনা করেন, তাঁরা শীঘ্রই উদ্ধার লাভ করেন, আর যাঁরা পরোক্ষভাবে তাঁর সেবা করেন, তাঁদের উদ্ধার লাভে বিলম্ব হয়।

নামভিঃ বাচি শব্দ দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসী—এই সমস্ত বিভিন্ন নাম রয়েছে। বাক্ বা বৈদিক অনুশাসন এই সমস্ত বিভাগগুলিকে নির্দেশ প্রদান করে। সকলেরই কর্তব্য ভগবানকে প্রণতি নিবেদন করা এবং *বেদের* নির্দেশ অনুসারে তার কর্তব্য পালন করা।

শ্লোক ১৪-১৫

অহং মহেন্দ্রো নির্ঋতিঃ প্রচেতাঃ
সোমোঽগ্নিরীশঃ পবনো বিরিঞ্চিঃ ।
আদিত্যবিশ্বে বসবোঽথ সাধ্যা
মরুদ্গণা রুদ্রগণাঃ সসিদ্ধাঃ ॥ ১৪ ॥
অন্যে চ যে বিশ্বসৃজোঽমরেশা
ভৃগ্বাদয়োঽস্পৃষ্টরজস্তমস্কাঃ ॥
যস্যেহিতং ন বিদুঃ স্পৃষ্টমায়াঃ
সত্ত্বপ্রধানা অপি কিং ততোঽন্যে ॥ ১৫ ॥

অহম্—আমি যমরাজ; **মহেন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **নির্ঋতিঃ**—নির্ঋতি; **প্রচেতাঃ**—বরুণ, জলের দেবতা; **সোমঃ**—চন্দ্র; **অগ্নিঃ**—অগ্নি; **ঈশঃ**—শিব; **পবনঃ**—বায়ুর দেবতা; **বিরিঞ্চিঃ**—ব্রহ্মা; **আদিত্য**—সূর্য; **বিশ্বে**—বিশ্বাবসু; **বসবঃ**—অষ্ট বসু; **অথ**—ও; **সাধ্যাঃ**—দেবতা; **মরুৎ-গণাঃ**—মরুৎগণ; **রুদ্রগণাঃ**—শিবের কলা রুদ্রগণ; **সসিদ্ধাঃ**—সিদ্ধগণসহ; **অন্যে**—অন্যেরা; **চ**—এবং; **যে**—যাঁরা; **বিশ্ব-সৃজঃ**—মরীচি এবং ব্রহ্মাণ্ডের অন্যান্য স্রষ্টাগণ; **অমর-ঈশাঃ**—বৃহস্পতি আদি দেবতাগণ; **ভৃগু-আদয়ঃ**—ভৃগু আদি মহর্ষিগণ; **অস্পৃষ্ট**—যাঁরা কলুষিত হননি; **রজঃ-তমস্কাঃ**—রজ এবং তমোগুণের দ্বারা; **যস্য**—যাঁর; **ঈহিতম্**—কার্যকলাপ; **ন বিদুঃ**—জানে না; **স্পৃষ্ট-মায়াঃ**—মায়ার দ্বারা প্রভাবিত; **সত্ত্ব-প্রধানাঃ**—প্রধানত সত্ত্বগুণে; **অপি**—যদিও; **কিম্**—কি বলার আছে; **ততঃ**—তাঁদের থেকে; **অন্যে**—অন্যেরা।

অনুবাদ

আমি যম, দেবরাজ ইন্দ্র, নির্ঋতি, বরুণ, চন্দ্র, অগ্নি, মহাদেব, পবন, ব্রহ্মা, সূর্য, বিশ্বাবসু, অষ্টবসু, সাধ্যগণ, মরুৎগণ, রুদ্রগণ, সিদ্ধগণ, মরীচি প্রভৃতি অন্যান্য বিশ্বস্রষ্টা, বৃহস্পতি প্রমুখ দেবশ্রেষ্ঠগণ এবং রজ ও তমোগুণ যাঁদের স্পর্শ করতে পারে না, সেই ভৃগু প্রমুখ সত্ত্বগুণ-প্রধান মুনিগণও ভগবানের কার্যকলাপ বুঝতে পারেননা, অতএব মায়ামোহিত অন্যান্য জীবেরা কিভাবে ভগবানকে জানতে পারবে?

তাৎপর্য

এই জড় জগতে মানুষ এবং অন্যান্য জীবেরা প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যে সমস্ত জীব রজ এবং তমোগুণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাদের পক্ষে ভগবানকে জানার কোন সম্ভাবনা নেই। এমন কি, এই শ্লোকে বর্ণিত সমস্ত দেবতা এবং মহান ঋষিরা যাঁরা সত্ত্বগুণে রয়েছেন, তাঁরাও ভগবানের কার্যকলাপ বুঝতে পারেন না। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, যাঁরা ভগবদ্ভক্তিতে স্থিত তাঁরা জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত। তাই ভগবান স্বয়ং বলেছেন যে, জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত ভক্তেরা ছাড়া আর কেউই তাঁকে জানতে পারে না (*ভক্ত্যা মাম্ অভিজানাতি*)। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/৯/১৬) ভীষ্মদেব মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন—

ন হ্যস্য কর্হিচিদ্রাজন্ পুমান্ বেদ বিধিৎসিতম্ ।
যদ্বিজিজ্ঞাসয়া যুক্তা মুহ্যন্তি কবয়োঽপি হি ॥

"হে রাজন্, পরমেশ্বরের (শ্রীকৃষ্ণের) পরিকল্পনা কেউই জানতে পারে না। এমন কি, মহান দার্শনিকেরাও বিশদ অনুসন্ধিৎসা সহকারে নিয়োজিত থেকেও কেবলই বিভ্রান্ত হন।" তাই কেউই মনোধর্মী জ্ঞানের দ্বারা ভগবানকে জানতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, জ্ঞানের দ্বারা মানুষ মোহিত হয় (*মুহ্যন্তি*)। সেই কথা প্রতিপন্ন করে ভগবানও *ভগবদ্গীতায়* (৭/৩) স্বয়ং বলেছেন—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে ।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥

হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কদাচিৎ একজন সিদ্ধি লাভের প্রয়াস করে এবং যারা সিদ্ধিলাভ করেছে, সেই সমস্ত সিদ্ধদের মধ্যে যিনি ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করেছেন, তিনিই কেবল শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বত জানতে পারেন।

শ্লোক ১৬

যং বৈ ন গোভির্মনসাসুভির্বা
হৃদা গিরা বাসুভৃতো বিচক্ষতে ।
আত্মানমন্তর্হৃদি সন্তমাত্মনাং
চক্ষুর্যথৈবাকৃতয়স্ততঃ পরম্ ॥ ১৬ ॥

যম্—যাঁকে; **বৈ**—বস্তুত; **ন**—না; **গোভিঃ**—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; **মনসা**—মনের দ্বারা; **অসুভিঃ**—প্রাণবায়ুর দ্বারা; **বা**—অথবা; **হৃদা**—চিন্তার দ্বারা; **গিরা**—বাণীর দ্বারা; **বা**—অথবা; **অসু-ভৃতঃ**—জীব; **বিচক্ষতে**—দেখে অথবা জানে; **আত্মানম্**—পরমাত্মাকে; **অন্তঃ-হৃদি**—হৃদয়ের অভ্যন্তরে; **সন্তম্**—বিরাজমান; **আত্মনাম্**—জীবের; **চক্ষুঃ**—চক্ষু; **যথা**—ঠিক যেমন; **এব**—বস্তুত; **আকৃতয়ঃ**—দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ; **ততঃ**—তার থেকে; **পরম্**—উচ্চতর।

অনুবাদ

দেহের বিভিন্ন অঙ্গ যেমন চক্ষুকে দর্শন করতে পারে না, তেমনই জীবও সকলের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজমান ভগবানকে ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, হৃদয় অথবা বাক্যের দ্বারা জানতে পারে না।

তাৎপর্য

দেহের বিভিন্ন অঙ্গ যদিও চক্ষুকে দর্শন করতে পারে না, তবুও চক্ষু দেহের বিভিন্ন অঙ্গগুলির গতিবিধি পরিচালিত করে। পা এগিয়ে চলে, কারণ চক্ষু দেখে সামনে কি রয়েছে। হাত স্পর্শ করে, কারণ চক্ষু স্পর্শণীয় বস্তুগুলি দর্শন করে। তেমনই, প্রতিটি জীব হৃদয়ের অন্তঃস্থলে বিরাজমান পরমাত্মার নির্দেশ অনুসারে কার্য করে। *ভগবদ্‌গীতায়* (১৫/১৫) ভগবান স্বয়ং বলেছেন, *সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*—"আমি সকলের হৃদয়ে অবস্থান করি এবং স্মৃতি, জ্ঞান ও বিস্মৃতি প্রদান করি।" *ভগবদ্‌গীতায়* অন্যত্র বলা হয়েছে, *ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি*—"পরমেশ্বর ভগবান পরমাত্মারূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান।" পরমাত্মার অনুমোদন ব্যতীত জীব কোন কিছু করতে পারে না। পরমাত্মা প্রতিক্ষণ কার্যরত, কিন্তু জীব তার ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরমাত্মার রূপ এবং তাঁর কার্যকলাপ বুঝতে পারে না। সেই সম্পর্কে চক্ষু এবং দেহের বিভিন্ন অঙ্গের দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত উপযুক্ত। অঙ্গগুলি যদি দেখতে পেত, তা হলে তারা

চক্ষুর সহায়তা ব্যতীতই হাঁটতে পারত, কিন্তু তা অসম্ভব। যদিও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অন্তর্যামী পরমাত্মাকে দেখা যায় না, তবুও তাঁর পরিচালনা আবশ্যক।

শ্লোক ১৭

তস্যাত্মতন্ত্রস্য হরেরধীশিতুঃ
পরস্য মায়াধিপতের্মহাত্মনঃ ।
প্রায়েণ দূতা ইহ বৈ মনোহরা-
শ্চরন্তি তদ্রূপগুণস্বভাবাঃ ॥ ১৭ ॥

তস্য—তাঁর; **আত্ম-তন্ত্রস্য**—স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার ফলে, অন্য কারও উপর নির্ভরশীল নন; **হরেঃ**—ভগবান; **অধীশিতুঃ**—যিনি সব কিছুর অধীশ্বর; **পরস্য**—গুণাতীত; **মায়া-অধিপতেঃ**—মায়ার অধিপতি; **মহা-আত্মনঃ**—পরমাত্মার; **প্রায়েণ**—প্রায়; **দূতাঃ**—আজ্ঞাবাহক; **ইহ**—এই জগতে; **বৈ**—বস্তুত; **মনোহরাঃ**—তাঁদের ব্যবহার এবং দৈহিক রূপ অত্যন্ত সুন্দর; **চরন্তি**—বিচরণ করে; **তৎ**—তাঁর; **রূপ**—দৈহিক গঠন সমন্বিত; **গুণ**—দিব্য গুণাবলী; **স্বভাবাঃ**—এবং প্রকৃতি।

অনুবাদ

ভগবান স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বাধীন। তিনি সকলের অধীশ্বর। তিনি মায়াধীশ। তাঁর রূপ, গুণ এবং স্বভাব রয়েছে, তেমনই তাঁর দূত বৈষ্ণবদের রূপ, গুণ এবং স্বভাবও তাঁরই মতো সুন্দর। তাঁরা সর্বদা এই জগতে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বিচরণ করেন।

তাৎপর্য

যমরাজ পরম নিয়ন্তা ভগবানের বর্ণনা করছিলেন, কিন্তু যমদূতেরা অজামিলের ব্যাপারে যাঁদের কাছে পরাজিত হয়েছিল, সেই বিষ্ণুদূতদের সম্বন্ধে জানতে অত্যন্ত আগ্রহী ছিল। যমরাজ তাই উল্লেখ করেছেন যে, বিষ্ণুদূতদের দৈহিক অবয়ব, দিব্য গুণ এবং স্বভাব ভগবানেরই মতো। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, বিষ্ণুদূত বা বৈষ্ণবেরা প্রায় ভগবানেরই মতো গুণসম্পন্ন। যমরাজ যমদূতদের বলেন যে, বিষ্ণুদূতেরা বিষ্ণুর থেকে কম শক্তিশালী নন, যেহেতু বিষ্ণু যমরাজের ঊর্ধ্বে, তাই বিষ্ণুদূতেরাও যমদূতদের ঊর্ধ্বে। অতএব বিষ্ণুদূতেরা যাঁদের রক্ষা করেন, যমদূতেরা তাঁদের স্পর্শও করতে পারে না।

শ্লোক ১৮

ভূতানি বিষ্ণোঃ সুরপূজিতানি
দুর্দর্শলিঙ্গানি মহাদ্ভুতানি ।
রক্ষন্তি তদ্ভক্তিমতঃ পরেভ্যো
মত্তশ্চ মর্ত্যানথ সর্বতশ্চ ॥ ১৮ ॥

ভূতানি—জীব অথবা ভৃত্য; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **সুরপূজিতানি**—যাঁরা দেবতাদেরও পূজ্য; **দুর্দর্শ-লিঙ্গানি**—যে রূপ সহজে দর্শন করা যায় না; **মহা-অদ্ভুতানি**—অত্যন্ত আশ্চর্যজনক; **রক্ষন্তি**—তাঁরা রক্ষা করে; **তৎ-ভক্তি-মতঃ**—ভগবানের ভক্ত; **পরেভ্যঃ**—শত্রুবৎ আচরণকারী অন্যদের থেকে; **মত্তঃ**—আমার (যমরাজ) এবং আমার দূতদের থেকে; **চ**—এবং; **মর্ত্যান্**—মানব; **অথ**—এই প্রকার; **সর্বতঃ**—সব কিছু থেকে; **চ**—এবং।

অনুবাদ

শ্রীবিষ্ণুর সেই ভৃত্যরা দেবতাদেরও পূজ্য; তাঁদের রূপ ঠিক শ্রীবিষ্ণুর মতো এবং তা অত্যন্ত দুর্লভ দর্শন। বিষ্ণুদূতেরা শত্রুর কবল থেকে, আমার থেকে এবং দৈব-দুর্বিপাক থেকেও ভগবদ্ভক্তদের সর্বতোভাবে রক্ষা করেন।

তাৎপর্য

যমরাজ বিষ্ণুদূতদের গুণাবলী বিশেষভাবে বর্ণনা করেছিলেন, যাতে তাঁর ভৃত্যরা তাঁদের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ না করে। যমরাজ যমদূতদের বলেছিলেন যে, দেবতারাও বিষ্ণুদূতদের পূজা করেন এবং বিষ্ণুদূতেরা সর্বদা শত্রুর কবল থেকে, দৈব-দুর্বিপাক থেকে এবং এই জড় জগতের সব রকম বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে ভগবানের ভক্তদের রক্ষা করার জন্য অত্যন্ত সতর্ক থাকেন। কখনও কখনও আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের সদস্যরা বিশ্বযুদ্ধের ভয়ে ভীত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, যদি যুদ্ধ লাগে তা হলে কি হবে। তাঁদের পূর্ণ বিশ্বাস থাকা উচিত যে, সব রকম বিপদে বিষ্ণুদূতেরা অথবা ভগবান স্বয়ং তাঁদের রক্ষা করবেন, যে কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে (*কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি*)। জড়-জাগতিক বিপদ ভক্তদের জন্য নয়। সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতেও* প্রতিপন্ন হয়েছে। *পদং পদং যদ্বিপদাং ন তেষাম্*—জড় জগতের প্রতি পদে বিপদ, কিন্তু যাঁরা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সর্বতোভাবে শরণাগত হয়েছেন, তাঁদের তা স্পর্শ পর্যন্ত

করতে পারে না। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা নিশ্চিত থাকতে পারেন যে, ভগবান তাঁদের রক্ষা করবেন, এবং যতক্ষণ তাঁরা জড় জগতে রয়েছেন, তাঁদের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী এবং শ্রীকৃষ্ণের বাণী, অর্থাৎ কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারে সর্বতোভাবে যুক্ত থাকা উচিত।

শ্লোক ১৯

ধর্মং তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতং
ন বৈ বিদুর্ঋষয়ো নাপি দেবাঃ ।
ন সিদ্ধমুখ্যা অসুরা মনুষ্যাঃ
কুতো নু বিদ্যাধরচারণাদয়ঃ ॥ ১৯ ॥

ধর্মম্—প্রকৃত ধর্ম; **তু**—কিন্তু; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **প্রণীতম্**—বিধিবদ্ধ হয়েছে; **ন**—না; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **বিদুঃ**—জানে; **ঋষয়ঃ**—ভৃগু আদি ঋষিগণ; **ন**—না; **অপি**—ও; **দেবাঃ**—দেবতারা; **ন**—না; **সিদ্ধ-মুখ্যাঃ**—প্রধান প্রধান সিদ্ধগণ; **অসুরাঃ**—অসুরেরা; **মনুষ্যাঃ**—মানুষেরা; **কুতঃ**—কোথায়; **নু**—বস্তুতপক্ষে; **বিদ্যাধর**—বিদ্যাধরগণ; **চারণঃ**—চারণলোকের অধিবাসীরা, যাঁরা স্বাভাবিকভাবেই মহান সংগীতজ্ঞ এবং গায়ক; **আদয়ঃ**—ইত্যাদি।

অনুবাদ

প্রকৃত ধর্ম স্বয়ং ভগবানের দ্বারা প্রণীত। সম্পূর্ণরূপে সত্ত্বগুণে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও, যাঁরা ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোকে বিরাজ করেন, সেই মহান ঋষিগণও তা নিশ্চিতভাবে জানেন না। দেবতা অথবা প্রধান প্রধান সিদ্ধগণও তা জানেন না, তা হলে অসুর, মানুষ, বিদ্যাধর এবং চারণদের আর কি কথা।

তাৎপর্য

বিষ্ণুদূতেরা যখন যমদূতদের ধর্মের তত্ত্ব বর্ণনা করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তখন তারা বলেছিল, *বেদপ্রণিহিতো ধর্মঃ—বেদে* যে ধর্ম বিহিত হয়েছে, তা-ই হচ্ছে ধর্ম। কিন্তু তারা জানত না যে, *বেদে* কর্ম অনুষ্ঠানের বর্ণনা রয়েছে যা গুণাতীত নয়, কিন্তু জড় জগতে বিষয়াসক্ত মানুষদের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য তা নির্দেশিত হয়েছে। প্রকৃত ধর্ম *নিস্ত্রৈগুণ্য*, জড়া প্রকৃতির তিন গুণের অতীত। যমদূতেরা এই গুণাতীত ধর্মের কথা জানত না, তাই অজামিলকে গ্রেপ্তার

করতে গিয়ে তারা যখন প্রতিহত হয়েছিল, তখন তারা অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিল। বৈদিক কর্ম অনুষ্ঠানে আসক্ত বিষয়াসক্ত মানুষদের বর্ণনা করে *ভগবদ্গীতায়* (২/৪২) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ*—তথাকথিত বেদের অনুগামীরা বলেন যে, বৈদিক কর্ম অনুষ্ঠানের ঊর্ধ্বে আর কিছু নেই। প্রকৃতপক্ষে, ভারতবর্ষে এক শ্রেণীর মানুষ রয়েছে, যারা বৈদিক অনুষ্ঠানের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, কিন্তু তারা জানে না যে, এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণকে জানার চিন্ময় স্তরে মানুষকে ধীরে ধীরে উন্নীত করা (*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*)। যারা সেই তত্ত্ব না জেনে কেবল বৈদিক কর্ম অনুষ্ঠানের প্রতি আসক্ত, তাদের বলা হয় *বেদবাদরতাঃ*।

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবান প্রদত্ত ধর্মই হচ্ছে প্রকৃত ধর্ম। সেই তত্ত্ব *ভগবদ্গীতায়* বর্ণিত হয়েছে, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ* —অন্য সমস্ত কর্তব্য বা ধর্ম পরিত্যাগ করে, কেবল ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হওয়া উচিত। সেটিই হচ্ছে প্রকৃত ধর্ম যা সকলেরই অনুষ্ঠান করা উচিত। বৈদিক শাস্ত্র অনুসরণ করলেও মানুষ এই চিন্ময় ধর্ম সম্বন্ধে অবগত নাও হতে পারে, কারণ তা সকলের বিদিত নয়। মানুষদের কি আর কথা, দেবতারা পর্যন্ত সেই সম্বন্ধে অজ্ঞ। এই পরধর্ম সাক্ষাৎ ভগবানের কাছ থেকে অথবা তাঁর বিশেষ প্রতিনিধির কাছ থেকে জানতে হয়, যে কথা পরবর্তী শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ২০-২১

স্বয়ম্ভুর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্ ॥ ২০ ॥
দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্মং ভাগবতং ভটাঃ ।
গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্বোধং যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে ॥ ২১ ॥

স্বয়ম্ভুঃ—ব্রহ্মা; **নারদঃ**—দেবর্ষি নারদ; **শম্ভুঃ**—শিব; **কুমারঃ**—চতুঃসন; **কপিলঃ**—কপিলদেব; **মনুঃ**—স্বায়ম্ভুব মনু; **প্রহ্লাদঃ**—প্রহ্লাদ মহারাজ; **জনকঃ**—মহারাজ জনক; **ভীষ্মঃ**—পিতামহ ভীষ্ম; **বলিঃ**—বলি মহারাজ; **বৈয়াসকিঃ**—ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব; **বয়ম্**—আমরা; **দ্বাদশ**—বারো; **এতে**—এই; **বিজানীমঃ**—জানি; **ধর্মম্**—প্রকৃত ধর্ম; **ভাগবতম্**—যা মানুষকে ভগবদ্ভক্তির শিক্ষা দেয়; **ভটাঃ**—হে ভৃত্যগণ; **গুহ্যম্**—অত্যন্ত গোপনীয়; **বিশুদ্ধম্**—চিন্ময়, যা জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত নয়; **দুর্বোধম্**—দুর্বোধ্য; **যম্**—যা; **জ্ঞাত্বা**—জেনে; **অমৃতম্**—নিত্য জীবন; **অশ্নুতে**—উপভোগ করে।

অনুবাদ

ব্রহ্মা, নারদ, শিব, চতুঃসন, কপিল (দেবহূতি-পুত্র), স্বায়ম্ভুব মনু, প্রহ্লাদ মহারাজ, জনক মহারাজ, পিতামহ ভীষ্ম, বলি মহারাজ, শুকদেব গোস্বামী এবং আমি—আমরা এই বারো জন প্রকৃত ধর্মের তত্ত্ব জানি। হে ভৃত্যগণ, এই দিব্য ধর্ম যা ভাগবত-ধর্ম বা ভগবৎ-প্রেম ধর্ম নামে পরিচিত, তা জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত নয়। তা অত্যন্ত গোপনীয় এবং সাধারণ মানুষের পক্ষে দুর্বোধ্য, কিন্তু কেউ যদি ভাগ্যক্রমে তা হৃদয়ঙ্গম করার সুযোগ পান, তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যান।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভাগবত-ধর্মকে* সব চাইতে গোপনীয় ধর্ম (*সর্ব গুহ্যতমম্, গুহ্যাদ্ গুহ্যতরম্*) বলে বর্ণনা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, "যেহেতু তুমি আমার প্রিয় সখা, তাই আমি তোমাকে এই পরম গোপনীয় ধর্মতত্ত্ব বলছি।" *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*—"অন্য সমস্ত কর্তব্য এবং ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও।" কেউ প্রশ্ন করতে পারে, "এই তত্ত্ব যদি এতই দুর্বোধ্য হয়, তা হলে তার প্রয়োজন কি?" তার উত্তরে যমরাজ এখানে বলেছেন যে, কেউ যদি ব্রহ্মা, শিব, চতুঃসন এবং অন্যান্য মহাজনদের পরম্পরার ধারা অনুসরণ করেন, তা হলে তা বোধগম্য হয়। চারটি প্রামাণিক পরম্পরা রয়েছে—ব্রহ্মা থেকে, শিব থেকে, লক্ষ্মীদেবী থেকে এবং কুমারদের থেকে। ব্রহ্মা থেকে যে সম্প্রদায় তাকে বলা হয় ব্রহ্ম-সম্প্রদায়, শিব থেকে যে সম্প্রদায় তাকে বলা হয় রুদ্র-সম্প্রদায়, লক্ষ্মী থেকে যে সম্প্রদায় তাকে বলা হয় শ্রী-সম্প্রদায় এবং কুমার থেকে যে সম্প্রদায় তাকে বলা হয় কুমার-সম্প্রদায়। ধর্মের সব চাইতে গোপনীয় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার জন্য এই চারটি সম্প্রদায়ের কোন একটির আশ্রয় অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য। *পদ্ম পুরাণে* বলা হয়েছে *সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ*—কেউ যদি এই চারটি সম্প্রদায়ের কোন একটি অনুসরণ না করে, তা হলে তার মন্ত্র বা দীক্ষা সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল। বর্তমান সময়ে বহু অপসম্প্রদায় রয়েছে, যেগুলির সঙ্গে ব্রহ্মা, শিব, লক্ষ্মী অথবা কুমারদের কোন যোগ নেই। মানুষ এই সমস্ত অপসম্প্রদায়ের দ্বারা ভ্রান্তপথে পরিচালিত হচ্ছে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, এই সমস্ত অপসম্প্রদায় থেকে দীক্ষা গ্রহণ কেবল সময়েরই অপচয় মাত্র, কারণ তার ফলে মানুষ প্রকৃত ধর্ম যে কি তা কখনই বুঝতে পারবে না।

শ্লোক ২২

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ ॥ ২২ ॥

এতাবান্—এই পর্যন্ত; **এব**—বস্তুত; **লোকে অস্মিন্**—এই জড় জগতে; **পুংসাম্**—জীবের; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **পরঃ**—গুণাতীত; **স্মৃতঃ**—স্বীকৃত; **ভক্তিযোগঃ**—ভক্তিযোগ; **ভগবতি**—ভগবানকে (দেবতাদের নয়); **তৎ**—তাঁর; **নাম**—পবিত্র নাম; **গ্রহণ-আদিভিঃ**—কীর্তন থেকে শুরু হয়।

অনুবাদ

ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন থেকে শুরু হয় যে ভক্তিযোগ, তা-ই মানব-সমাজে জীবের পরম ধর্ম।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে যে বলা হয়েছে, *ধর্মং ভাগবতম্*—প্রকৃত ধর্ম হচ্ছে ভাগবত-ধর্ম, তা *শ্রীমদ্ভাগবত* এবং *ভগবদ্গীতায়* বর্ণিত হয়েছে, এবং সেটি হচ্ছে *শ্রীমদ্ভাগবতের* মৌলিক শিক্ষা। সেই তত্ত্ব কি? *শ্রীমদ্ভাগবত* বলছে, *ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র*—*শ্রীমদ্ভাগবতে* কোন ছল ধর্ম নেই। *শ্রীমদ্ভাগবতের* সব কিছুই সরাসরিভাবে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। *ভাগবতে* আরও বলা হয়েছে, *স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে*—পরম ধর্ম হচ্ছে তা যা শিক্ষা দেয় কিভাবে ভগবানকে ভালবাসতে হয়, যিনি জীবের অক্ষজ জ্ঞানের অতীত। এই ধর্মের শুরু হয় *তন্নামগ্রহণ* বা তাঁর দিব্য নাম গ্রহণের মাধ্যমে (*শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্*)। ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন এবং আনন্দে মগ্ন হয়ে নৃত্য করার পর ভক্ত ধীরে ধীরে ভগবানের রূপ, তাঁর লীলা এবং তাঁর চিন্ময় গুণাবলী দর্শন করতে পারেন। এইভাবে পূর্ণরূপে ভগবানকে জানা যায়। ভগবান কিভাবে এই জড় জগতে অবতরণ করেন, কিভাবে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং লীলাবিলাস করেন তা সবই জানা যায়, তবে তা জানতে হয় কেবল ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে। *ভগবদ্গীতায়* সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *ভক্ত্যা মাম্ অভিজানাতি*—কেবল ভক্তির দ্বারাই ভগবানকে এবং ভগবান সম্বন্ধীয় সব কিছুই জানা যায়। কেউ যদি সৌভাগ্যক্রমে এইভাবে ভগবানকে জানতে পারেন, তার ফলে *ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি*—জড় দেহ ত্যাগ করার পর তাঁকে আর এই জড় জগতে

জন্মগ্রহণ করতে হয় না। পক্ষান্তরে, তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যান। সেটিই হচ্ছে চরম পূর্ণতা। তাই শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্‌গীতায়* (৮/১৫) বলেছেন—

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্ ।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মনঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥

"মহাত্মাগণ, ভক্তিপরায়ণ যোগীগণ, আমাকে লাভ করে আর এই দুঃখপূর্ণ নশ্বর সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না, কেননা তাঁরা সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করেছেন।"

শ্লোক ২৩

নামোচ্চারণমাহাত্ম্যং হরেঃ পশ্যত পুত্রকাঃ ।
অজামিলোঽপি যেনৈব মৃত্যুপাশাদমুচ্যত ॥ ২৩ ॥

নাম—পবিত্র নামের; **উচ্চারণ**—কীর্তন করে; **মাহাত্ম্যম্**—উচ্চ স্থিতি; **হরেঃ**—ভগবানের; **পশ্যত**—দেখ; **পুত্রকাঃ**—হে পুত্রসদৃশ ভৃত্যগণ; **অজামিলঃ অপি**—মহাপাপী অজামিলও; **যেন**—যা কীর্তন করার ফলে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **মৃত্যু-পাশাৎ**—মৃত্যুপাশ থেকে; **অমুচ্যত**—উদ্ধার পেয়েছিল।

অনুবাদ

হে পুত্রসদৃশ ভৃত্যগণ, ভগবানের পবিত্র নামের মাহাত্ম্য দর্শন কর। মহাপাপী অজামিল তার পুত্রকে সম্বোধন করে, অজ্ঞাতসারে, এই নাম গ্রহণ করার ফলে নারায়ণ-স্মৃতিহেতু তৎক্ষণাৎ মৃত্যুপাশ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

হরেকৃষ্ণ মন্ত্র কীর্তন করার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে গবেষণা করার কোন প্রয়োজন নেই। অজামিলের ইতিহাসই ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তনের প্রভাব এবং নিরন্তর এই নাম কীর্তনকারীর মহিমা বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিয়েছেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

এই কলিযুগে মুক্তি লাভের জন্য কেউই কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করতে পারে না; তা অত্যন্ত কঠিন। তাই সমস্ত শাস্ত্রে এবং সমস্ত আচার্যরা উপদেশ দিয়েছেন যে, এই কলিযুগে ভগবানের নাম কীর্তনই হচ্ছে ভববন্ধন মোচনের একমাত্র পন্থা।

শ্লোক ২৪

এতাবতালমঘনির্হরণায় পুংসাং
সঙ্কীর্তনং ভগবতো গুণকর্মনাম্নাম্ ।
বিক্রুশ্য পুত্রমঘবান্ যদজামিলোঽপি
নারায়ণেতি ম্রিয়মাণ ইয়ায় মুক্তিম্ ॥ ২৪ ॥

এতাবতা—এতখানি; **অলম্**—পর্যাপ্ত; **অঘ-নির্হরণায়**—পাপের ফল দূর করার জন্য; **পুংসাম্**—মানুষের; **সংকীর্তনম্**—সমবেতভাবে কীর্তন; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **গুণ**—চিন্ময় গুণাবলীর; **কর্ম-নাম্নাম্**—তাঁর কার্যকলাপ এবং লীলা অনুসারে তাঁর নামের; **বিক্রুশ্য**—নিরপরাধে উচ্চস্বরে ডেকে; **পুত্রম্**—তাঁর পুত্রকে; **অঘবান্**—পাপী; **যদ্**—যেহেতু; **অজামিলঃ অপি**—অজামিলও; **নারায়ণ**—ভগবান শ্রীনারায়ণের নাম; **ইতি**—এইভাবে; **ম্রিয়মাণঃ**—মরণোন্মুখ; **ইয়ায়**—লাভ করেছিল; **মুক্তিম্**—মুক্তি।

অনুবাদ

অতএব বুঝতে হবে যে, ভগবানের নাম, গুণ এবং কর্মের কীর্তনের ফলে সমস্ত পাপ থেকে অনায়াসে মুক্ত হওয়া যায়। পাপ মোচনের জন্য এটিই একমাত্র উপদিষ্ট পন্থা। কেউ যদি নিরপরাধে ভগবানের নাম উচ্চারণ করেন, তা হলে সেই উচ্চারণ অশুদ্ধ হলেও তিনি ভববন্ধন থেকে মুক্ত হবেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, অজামিল ছিলেন অত্যন্ত পাপী, কিন্তু মৃত্যুর সময় তাঁর পুত্রকে সম্বোধন করে সেই নাম উচ্চারণের ফলে, তিনি পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পিতার সভায় হরিদাস ঠাকুর প্রতিপন্ন করেছিলেন যে, নামাভাসের ফলেই মুক্তি লাভ হয়। স্মার্ত ব্রাহ্মণ এবং মায়াবাদীরা বিশ্বাস করে না যে, এইভাবে মুক্তি লাভ করা যায়, কিন্তু হরিদাস ঠাকুরের এই উক্তির সত্যতা *শ্রীমদ্ভাগবতের* বহু উক্তির দ্বারা সমর্থিত হয়েছে।

যেমন শ্রীল শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকের ভাষ্যে নিম্নলিখিত শ্লোকটির উল্লেখ করেছেন—

সায়ং প্রাতর্গৃণন্ ভক্ত্যা
দুঃখগ্রামাদ্ বিমুচ্যতে ।

"সকালে এবং সন্ধ্যায় কেউ যদি সর্বদা গভীর ভক্তি সহকারে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করেন, তা হলে তিনি সমস্ত জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হতে পারেন।" আর একটি উদ্ধৃতিতে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, প্রতিদিন যদি গভীর শ্রদ্ধা সহকারে নিরন্তর ভগবানের পবিত্র নাম শ্রবণ করা হয়, তা হলে মুক্তি লাভ করা যায় (*অনুদিনমিদমাদরেণ শৃণ্বন্*)। আর একটি উদ্ধৃতিতে বলা হয়েছে—

শ্রবণং কীর্তনং ধ্যানং হরেরদ্ভুতকর্মণঃ ।
জন্মকর্মগুণানাং চ তদর্থেঽখিলচেষ্টিতম্ ॥

"ভগবানের অদ্ভুত কার্যকলাপের কথা সর্বদা শ্রবণ, কীর্তন ও ধ্যান করা উচিত এবং সর্বতোভাবে ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের চেষ্টা করা উচিত।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/৩/২৭)

শ্রীল শ্রীধর স্বামীও পুরাণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, *পাপক্ষয়শ্চ ভবতি স্মরতাং তম্ অহর্নিশম্*—"কেবলমাত্র দিবারাত্র (*অহর্নিশম্*) ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করার ফলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।" অধিকন্তু, তিনি *শ্রীমদ্ভাগবত* (৬/৩/৩১) থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

তস্মাৎ সঙ্কীর্তনং বিষ্ণোর্জগন্মঙ্গলমংহসাম্ ।
মহতামপি কৌরব্য বিদ্ধ্যৈকান্তিকনিষ্কৃতম্ ॥

এই সমস্ত উদ্ধৃতিগুলি প্রমাণ করে যে, নিরন্তর ভগবানের পবিত্র কার্যকলাপ, নাম, যশ ও রূপের কীর্তন এবং শ্রবণের ফলে মুক্তি লাভ করা যায়। সেই সম্বন্ধে এই শ্লোকে খুব সুন্দরভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, *এতাবতালমঘনির্হরণায় পুংসাম্* কেবলমাত্র ভগবানের নাম উচ্চারণের ফলে, সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

এই শ্লোকে ব্যবহৃত *অলম্* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, ভগবানের দিব্য নাম উচ্চারণই যথেষ্ট। এই শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সব চেয়ে প্রামাণিক সংস্কৃত অভিধান *অমরকোষে* উল্লেখ করা হয়েছে, *অলং ভূষণপর্যাপ্তিশক্তিবারণ-বাচকম্*—*অলম্* শব্দের প্রয়োগ 'ভূষণ', 'পর্যাপ্ত', 'শক্তি', 'বারণ'—এই সমস্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে *অলম্* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, অন্য কোন পন্থার আর কোন প্রয়োজন নেই, কারণ ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তনই যথেষ্ট। কেউ যদি অশুদ্ধভাবেও এই নাম কীর্তন করেন, তা হলেও তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন।

ভগবানের পবিত্র নামের এই শক্তি অজামিল উদ্ধারের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। অজামিল যখন নারায়ণের পবিত্র নাম উচ্চারণ করেছিলেন, তখন তিনি ভগবানকে

স্মরণ করেননি। পক্ষান্তরে, তিনি তাঁর পুত্রকে স্মরণ করেছিলেন। মৃত্যুর সময় অজামিল অবশ্যই খুব একটা নির্মলচিত্ত ছিলেন না; বস্তুতপক্ষে তিনি এক মহাপাপী-রূপে বিখ্যাত ছিলেন। অধিকন্তু মৃত্যুর সময়ে স্বাভাবিকভাবেই মানুষের দৈহিক অবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত থাকে। এই রকম একটি অপ্রতিভ অবস্থায় অজামিলের পক্ষে স্পষ্টভাবে ভগবানের নাম উচ্চারণ নিশ্চয়ই অত্যন্ত কঠিন ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও, কেবলমাত্র ভগবানের পবিত্র নাম উচ্চারণের ফলেই অজামিল উদ্ধার লাভ করেছিলেন। অতএব, যাঁরা অজামিলের মতো পাপী নন, তাঁদের কি কথা? তা থেকে স্থির করা যায় যে, দৃঢ়ব্রত সহকারে ভগবানের পবিত্র নাম— **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে**—কীর্তন করা উচিত, কারণ তার ফলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় মায়ার বন্ধন থেকে নিশ্চিতভাবে উদ্ধার লাভ করা যায়।

অপরাধীদের জন্যও হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কারণ তারা যদি কীর্তন করে, তা হলে তারা ধীরে ধীরে অপরাধশূন্য হয়ে নাম কীর্তন করতে পারবে। নিরপরাধে হরেকৃষ্ণ মন্ত্র কীর্তন করার ফলে কৃষ্ণপ্রেম বর্ধিত হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, *প্রেমা পুমর্থো মহান্*—মানুষের পরম পুরুষার্থ হচ্ছে ভগবানের প্রতি আসক্তি বর্ধিত করা এবং কৃষ্ণপ্রেম লাভ করা।

এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *শ্রীমদ্ভাগবতের* (১১/১৯/২৪) নিম্নলিখিত শ্লোকটি উল্লেখ করেছেন—

এবং ধর্মৈর্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্ ।
ময়ি সঞ্জায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যোঽর্থোঽস্যাবশিষ্যতে ॥

"হে উদ্ধব, মানুষের পরম ধর্ম হচ্ছে তাই যার দ্বারা আমার প্রতি তার হৃদয়ের সুপ্ত প্রেম জাগরিত করা যায়।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ভক্তি শব্দটির ব্যাখ্যা করে বলেছেন *প্রেমৈবোক্তঃ* । *কো অন্যঃ অর্থঃ অস্য*— ভক্তির উপস্থিতিতে মুক্তির কি প্রয়োজন?

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *পদ্ম-পুরাণ* থেকে এই শ্লোকটিও উল্লেখ করছেন—

নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্ ।
অবিশ্রান্তিপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ ॥

কেউ যদি প্রথমে অপরাধযুক্ত হয়েও হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন, তা হলে তিনি বার বার সেই নাম কীর্তন করার ফলে, সেই অপরাধ থেকে মুক্ত হবেন। *পাপক্ষয়শ্চ ভবতি স্মরতাং তম্ অহর্নিশম্*—কেউ যদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ

অনুসারে দিন-রাত ভগবানের নাম কীর্তন করেন, তা হলে তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হবেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই নিম্নলিখিত শ্লোকটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

"কলহ এবং কপটতার এই কলিযুগে উদ্ধার লাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে ভগবানের দিব্য ও পবিত্র নাম কীর্তন। এ ছাড়া আর কোন গতি নেই। আর কোন গতি নেই। আর কোন গতি নেই।" কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সদস্যরা যদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই নির্দেশ নিষ্ঠা সহকারে পালন করেন, তা হলে তাঁরা সর্বদা সুরক্ষিত থাকবেন।

শ্লোক ২৫

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্ ।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্মণি যুজ্যমানঃ ॥ ২৫ ॥

প্রায়েণ—প্রায় সর্বদা; **বেদ**—জানে; **তৎ**—তা; **ইদম্**—এই; **ন**—না; **মহাজনঃ**—স্বয়ম্ভু, শম্ভু ও অন্য দশ জন মহাজন ব্যতীত মহান পুরুষগণ; **অয়ম্**—এই; **দেব্যা**—ভগবানের শক্তির দ্বারা; **বিমোহিত-মতিঃ**—যার বুদ্ধি বিমোহিত হয়েছে; **বত**—বস্তুত; **মায়য়া**—মায়ার দ্বারা; **অলম্**—অত্যন্ত; **ত্রয্যাম্**—তিন বেদে; **জড়ী-কৃত-মতিঃ**—যাদের বুদ্ধি স্থূল হয়ে গেছে; **মধু-পুষ্পিতায়াম্**—মনোহর বাক্যে বেদের কর্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠানের ফলের বর্ণনা; **বৈতানিকে**—বেদে উল্লিখিত কর্ম অনুষ্ঠানে; **মহতি**—অত্যন্ত মহান; **কর্মণি**—সকাম কর্ম; **যুজ্যমানঃ**—যুক্ত হয়ে।

অনুবাদ

ভগবানের মায়ায় বিমোহিত হয়ে যাজ্ঞবল্ক্য, জৈমিনি প্রমুখ ধর্মশাস্ত্র-প্রণেতাগণ দ্বাদশ মহাজন বর্ণিত ভাগবত ধর্মের রহস্য অবগত হতে পারেননি। তাঁরা ভগবদ্ভক্তির অনুষ্ঠান বা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের দিব্য মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। যেহেতু তাঁদের মন বেদে উল্লিখিত, বিশেষ করে যজুর্বেদ, সামবেদ এবং ঋগ্বেদে বর্ণিত কর্মের অনুষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট, তাই তাঁদের বুদ্ধি জড়ীভূত

হয়ে গেছে। এইভাবে তাঁরা জড়সুখ ভোগের জন্য স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়া আদি অনিত্য ফল লাভের জন্য কর্ম অনুষ্ঠানের উপকরণ সংগ্রহেই ব্যস্ত। তাঁরা সংকীর্তন আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার পরিবর্তে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের প্রতিই আগ্রহশীল।

তাৎপর্য

যেহেতু ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনের ফলে অনায়াসে পরম সিদ্ধি লাভ হয়, তাই কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারে, তা হলে এত সমস্ত বৈদিক অনুষ্ঠানের প্রথা কেন রয়েছে এবং মানুষ কেনই বা সেগুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই শ্লোকে সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। *ভগবদ্‌গীতায়* (১৫/১৫) উল্লেখ করা হয়েছে, *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*—বেদ অধ্যয়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হওয়া। দুর্ভাগ্যবশত, নির্বোধ মানুষেরা বৈদিক যাগযজ্ঞের আড়ম্বরে মোহিত হয়ে, আড়ম্বরপূর্ণ যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান দর্শন করতে চায়। তারা চায় এই ধরনের অনুষ্ঠানে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ হোক এবং প্রচুর পরিমাণে অর্থ ব্যয় হোক। কখনও কখনও এই সমস্ত নির্বোধ মানুষদের প্রসন্নতা বিধানের জন্য আমাদের বৈদিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হয়। সম্প্রতি, যখন আমরা বৃন্দাবনে বিশাল কৃষ্ণ-বলরাম মন্দিরের উদ্বোধন করি, তখন আমাদের স্মার্ত ব্রাহ্মণদের দিয়ে বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করতে হয়েছিল, কারণ বৃন্দাবনের অধিবাসীরা, বিশেষ করে স্মার্ত ব্রাহ্মণেরা ইওরোপীয়ান এবং আমেরিকানদের প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করতে চায়নি। তাই ব্যয়বহুল যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য আমাদের ব্রাহ্মণদের নিযুক্ত করতে হয়েছিল। এই সমস্ত যজ্ঞ-অনুষ্ঠান সত্ত্বেও আমাদের সংস্থার সদস্যেরা মৃদঙ্গ বাজিয়ে উচ্চস্বরে সংকীর্তন করেছিল এবং আমি মনে করি যে, এই সংকীর্তন বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠান এবং সংকীর্তন দুটিই একসঙ্গে চলছিল। সেই সমস্ত কর্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠানগুলি অনুষ্ঠিত হচ্ছিল যারা স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার জন্য বৈদিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি আগ্রহী, তাদের জন্য (*জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াম্*), আর সংকীর্তন হচ্ছিল ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানে আগ্রহী শুদ্ধ ভক্তদের জন্য। আমরা কেবল সংকীর্তনই করতাম, কিন্তু বৃন্দাবনের অধিবাসীরা তা হলে আমাদের এই মন্দির উদ্বোধন অনুষ্ঠানটির গুরুত্ব দিত না। এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, বৈদিক কর্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠান তাদেরই জন্য যাদের বুদ্ধি বেদের পুষ্পিত বাক্যের দ্বারা জড়ীভূত হয়েছে। বেদের এই মধুর বাক্যগুলি স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার উদ্দেশ্যে সকাম কর্ম অনুষ্ঠানের বর্ণনা করে।

বিশেষ করে এই কলিযুগে সংকীর্তনই যথেষ্ট। আমাদের মন্দিরের সদস্যেরা যদি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে, বিশেষ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্মুখে কেবল সংকীর্তন করেন, তা হলেই তাঁরা সিদ্ধি লাভ করতে পারবেন। অন্য কোন কিছু করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজেদের আচার-আচরণ এবং মন পবিত্র রাখার জন্য ভগবানের শ্রীবিগ্রহের অর্চনা এবং অন্যান্য বিধির অনুশীলন প্রয়োজন। শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে, সিদ্ধি লাভের জন্য যদিও সংকীর্তনই যথেষ্ট, তবুও মন্দিরে শ্রীবিগ্রহের অর্চনা অবশ্য কর্তব্য যাতে ভক্তরা পবিত্র এবং নির্মল থাকতে পারে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাই উভয় পন্থাই একাধারে অনুশীলন করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা তাই নিষ্ঠা সহকারে শ্রীবিগ্রহের অর্চনা এবং সংকীর্তন একই সঙ্গে অনুষ্ঠান করছি। তা আমাদের চালিয়ে যাওয়া কর্তব্য।

শ্লোক ২৬

এবং বিমৃশ্য সুধিয়ো ভগবত্যনন্তে
সর্বাত্মনা বিদধতে খলু ভাবযোগম্ ।
তে মে ন দণ্ডমর্হন্ত্যথ যদ্যমীষাং
স্যাৎ পাতকং তদপি হন্ত্যুরুগায়বাদঃ ॥ ২৬ ॥

এবম্—এইভাবে; **বিমৃশ্য**—বিবেচনা করে; **সুধিয়ঃ**—যাঁদের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ; **ভগবতি**—ভগবানকে; **অনন্তে**—অসীম; **সর্ব-আত্মনা**—সর্বান্তঃকরণে; **বিদধতে**—গ্রহণ করে; **খলু**—বস্তুত; **ভাব-যোগম্**—ভগবদ্ভক্তির পন্থা; **তে**—তাঁরা; **মে**—আমার; **ন**—না; **দণ্ডম্**—দণ্ড; **অর্হন্তি**—যোগ্য; **অথ**—অতএব; **যদি**—যদি; **অমীষাম্**—তাঁদের; **স্যাৎ**—হয়; **পাতকম্**—পাপ; **তৎ**—তা; **অপি**—ও; **হন্তি**—ধ্বংস করে; **উরুগায়-বাদঃ**—ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন।

অনুবাদ

অতএব, এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে, বুদ্ধিমান মানুষেরা সর্বান্তঃকরণে সমস্ত মঙ্গলময় গুণের আকর সর্বান্তর্যামী ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তনরূপ ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বনের দ্বারা তাঁদের সমস্ত সমস্যার সমাধানের বিবেচনা করেন। তাঁরা আমার দণ্ডার্হ নন। সাধারণত তাঁরা কোন পাপকর্ম করেন না, কিন্তু যদি ভ্রমবশত, প্রমাদবশত অথবা মোহবশত তাঁরা কখনও কোন পাপ করেনও তবু তাঁরা নিরন্তর হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে সেই পাপ থেকে রক্ষা পান।

তাৎপর্য

এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্রহ্মার এই প্রার্থনাটি উল্লেখ করেছেন (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/১৪/২৯)—

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি ।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥

অর্থাৎ, বৈদিক শাস্ত্রে মহাপণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও মানুষ ভগবানের নাম, যশ, গুণ ইত্যাদি সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ হতে পারে, কিন্তু কেউ যদি ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়ে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত হন, তা হলে মহাপণ্ডিত না হলেও তিনি ভগবানকে জানতে পারেন। তাই যমরাজ এই শ্লোকে বলেছেন, *এবং বিমৃশ্য সুধিয়ো ভগবতি*—যাঁরা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তাঁরা *সুধিয়ঃ* বা অত্যন্ত বুদ্ধিমান, কিন্তু বৈদিক পণ্ডিত যদি শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ইত্যাদি সম্বন্ধে অবগত না হন, তা হলে তিনি *সুধিয়ঃ* নন। শুদ্ধ ভক্ত হচ্ছেন তিনি যাঁর বুদ্ধি নির্মল; তিনি প্রকৃতই চিন্তাশীল কারণ তিনি ভগবানের সেবায় যুক্ত। তাঁর এই ভগবদ্ভক্তি লোক-দেখানো নয়, পক্ষান্তরে কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা প্রকৃত প্রেমে তা সম্পাদিত হয়। অভক্তেরা লোক-দেখানো ধর্ম অনুষ্ঠান করে, কিন্তু তার ফলে কোন লাভ হয় না, কারণ যদিও তারা মন্দিরে বা গির্জায় যায়, তবু তাদের মন পড়ে থাকে অন্য কোন বিষয়ে। এই প্রকার মানুষেরা তাদের ধর্মীয় কর্তব্যে অবহেলা করছে এবং তার ফলে তারা যমরাজের কাছে দণ্ডণীয়। কিন্তু ভক্ত যদি তাঁর পূর্বের অভ্যাসবশত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বা দৈবক্রমে কোন পাপ করে ফেলে, তা হলে সেই জন্য তাকে দণ্ডভোগ করতে হবে না। এটিই সংকীর্তন আন্দোলনের সুফল।

শ্লোক ২৭

তে দেবসিদ্ধপরিগীতপবিত্রগাথা
যে সাধবঃ সমদৃশো ভগবৎপ্রপন্নাঃ ।
তান্ নোপসীদত হরের্গদয়াভিগুপ্তান্
নৈষাং বয়ং ন চ বয়ঃ প্রভবাম দণ্ডে ॥ ২৭ ॥

তে—তাঁরা; **দেব**—দেবতা; **সিদ্ধ**—এবং সিদ্ধদের দ্বারা; **পরিগীত**—গীত; **পবিত্র-গাথাঃ**—পবিত্র কাহিনী; **যে**—যে; **সাধবঃ**—ভক্তগণ; **সমদৃশঃ**—সমদর্শী; **ভগবৎ-**

প্রপন্নাঃ—ভগবানের শরণাগত হয়ে; **তান্**—তাঁদের; **ন**—না; **উপসীদত**—কাছে যাওয়া উচিত; **হরেঃ**—ভগবানের; **গদয়া**—গদার দ্বারা; **অভিগুপ্তান্**—সর্বতোভাবে রক্ষিত; **ন**—না; **এষাম্**—এঁদের; **বয়ম্**—আমাদের; **ন**—না; **চ**—এবং; **বয়ঃ**—অনন্ত কাল; **প্রভবাম**—সমর্থিত; **দণ্ডে**—দণ্ডদান করতে।

অনুবাদ

হে দূতগণ, তোমরা কখনও এই প্রকার ভক্তদের কাছে যেও না, কারণ তাঁরা সর্বতোভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত। তাঁরা সকলের প্রতি সমদর্শী এবং তাঁদের গুণগাথা দেবতা ও সিদ্ধরা গান করেন। তাঁদের কাছে পর্যন্ত তোমরা যেও না। ভগবানের গদা তাঁদের সর্বতোভাবে রক্ষা করে এবং ব্রহ্মা, আমি এমন কি কাল পর্যন্ত তাঁদের দণ্ড দিতে পারে না।

তাৎপর্য

যমরাজ তাঁর দূতদের সাবধান করে দিয়েছিলেন, "হে দূতগণ, পূর্বে তোমরা ভগবদ্ভক্তদের যে বিরক্ত করেছ, সেই সম্বন্ধে কিছু করার নেই, কিন্তু এখন থেকে তোমরা আর তা করো না। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত যে ভক্ত নিরন্তর ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করেন, দেবতা এবং সিদ্ধরাও তাঁদের গুণগাথা কীর্তন করেন। সেই ভক্তেরা এতই শ্রদ্ধার্হ এবং মহৎ যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং তাঁর গদা হাতে তাঁদের রক্ষা করেন। তাই এই পর্যন্ত তোমরা যা কিছুই করে থাক না কেন, ভবিষ্যতে কিন্তু আর কখনও এই প্রকার ভক্তের কাছে যেও না; তা না হলে তোমরা বিষ্ণুর গদার দ্বারা নিহত হবে। এটিই আমার সাবধানবাণী। অভক্তদের দণ্ডদান করার জন্য শ্রীবিষ্ণুর গদা এবং চক্র রয়েছে। ভক্তদের উপর উপদ্রব করার চেষ্টা করে দণ্ডভোগের ঝুঁকি নিও না। তোমাদের কি কথা, ব্রহ্মা অথবা আমিও যদি তাঁদের দণ্ড দিই, তা হলে শ্রীবিষ্ণু আমাদের দণ্ড দেবেন। অতএব আর কখনও এই প্রকার ভক্তদের অসন্তোষের কারণ হয়ো না।"

শ্লোক ২৮

তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্ মুকুন্দ-
পাদারবিন্দমকরন্দরসাদজস্রম্ ।
নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈরসঙ্গৈ-
র্জুষ্টাদ্ গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্ ॥ ২৮ ॥

তান্—তাদের; **আনয়ধ্বম্**—নিয়ে এসো; **অসতঃ**—অভক্তদের; **বিমুখান্**—বিমুখ; **মুকুন্দ**—ভগবান মুকুন্দের; **পাদ-অরবিন্দ**—শ্রীপাদপদ্মের; **মকরন্দ**—মধুর; **রসাৎ**—স্বাদ; **অজস্রম্**—নিরন্তর; **নিষ্কিঞ্চনৈঃ**—জড় আসক্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা; **পরমহংস-কুলৈঃ**—পরমহংসদের দ্বারা; **অসঙ্গৈঃ**—যাদের কোন জড় আসক্তি নেই; **জুষ্টাৎ**—যা উপভোগ করা হয়; **গৃহে**—গৃহস্থ-আশ্রমে; **নিরয়-বর্ত্মনি**—নরকের পথ; **বদ্ধ-তৃষ্ণান্**—আসক্তির দ্বারা যারা আবদ্ধ।

অনুবাদ

পরমহংস হচ্ছেন তাঁরা, যাঁদের জড় সুখভোগের প্রতি কোন আসক্তি নেই এবং যাঁরা সর্বদা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের মধু পান করেন। হে দূতগণ, যারা সেই পরমহংসদের সঙ্গ করে না, যাদের সেই মধুপানে কোন রকম স্পৃহা নেই এবং যারা নরকের দ্বারস্বরূপ গৃহস্থ-জীবন এবং জড় সুখভোগের প্রতি আসক্ত, তাদেরই আমার কাছে দণ্ডদানের জন্য আনয়ন করো।

তাৎপর্য

ভক্তদের কাছে না যাওয়ার উপদেশ দিয়ে, যমরাজ এখানে যমদূতদের বলছেন তাঁর কাছে তারা কাদের নিয়ে আসবে। তিনি যমদূতদের বিশেষভাবে উপদেশ দিয়েছেন, কেবলমাত্র মৈথুন সুখভোগের জন্যই যারা গৃহস্থ-জীবনের প্রতি আসক্ত, সেই সমস্ত বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদেরই যেন তাঁর কাছে নিয়ে আসা হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* উল্লেখ করা হয়েছে, *যন্মৈথুনাদিগৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছম্*—যারা কেবল মৈথুন-সুখের জন্য গৃহস্থ-আশ্রমের প্রতি আসক্ত, তারা সর্বদা তাদের বৈষয়িক কার্যকলাপের ফলে নানাভাবে হয়রান হয় এবং তাদের একমাত্র সুখ হচ্ছে সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করার পর রাত্রে মৈথুনে লিপ্ত হওয়া এবং নিদ্রামগ্ন হওয়া। *নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ*—বিষয়াসক্ত গৃহমেধীরা রাত্রে হয় নিদ্রা যায় নয়তো মৈথুনকার্যে রত হয়। *দিবা চার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা*—দিনের বেলা তারা অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় ব্যস্ত থাকে এবং যদি তারা কিছু অর্থ পায়, তা হলে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের ভরণপোষণে তা ব্যয় করে। যমরাজ বিশেষ করে তাঁর ভৃত্যদের উপদেশ দিয়েছেন তাদের দণ্ডভোগের জন্য তাঁর কাছে নিয়ে আসতে এবং ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের মধুপানে সর্বদা রত, সকলের প্রতি সমদর্শী এবং সমস্ত জীবের প্রতি সহানুভূতিবশত সর্বদা কৃষ্ণভক্তির প্রচারের চেষ্টায় রত ভগবদ্ভক্তদের কখনও তাঁর কাছে না আনতে। ভক্তেরা যমরাজের দণ্ডণীয় নন, কিন্তু যাদের কৃষ্ণভক্তি সম্বন্ধে

কোন জ্ঞান নেই, তাদের তথাকথিত গৃহসুখ সমন্বিত বিষয়াসক্ত জীবন তাদের কখনও রক্ষা করতে পারে না। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/১/৪) বলা হয়েছে—

দেহাপত্যকলত্রাদিষ্বাত্মসৈন্যেষ্বসৎস্বপি ।
তেষাং প্রমত্তো নিধনং পশ্যন্নপি ন পশ্যতি ॥

এই প্রকার মানুষেরা আত্মপ্রসাদে পূর্ণ হয়ে মনে করে যে, তাদের দেশ, জাতি অথবা পরিবার তাদের রক্ষা করবে, কিন্তু তারা জানে না যে, এই সমস্ত পতনশীল সৈনিকেরা কালের প্রভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই, দিনের মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই ভগবানের সেবায় যুক্ত যে ভক্ত তার সঙ্গ করার চেষ্টা করা উচিত।

শ্লোক ২৯

জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্গুণনামধেয়ং
চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্ ।
কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি
তানানয়ধ্বমসতোঽকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্ ॥ ২৯ ॥

জিহ্বা—জিহ্বা; **ন**—না; **বক্তি**—কীর্তন করে; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **গুণ**—চিন্ময় গুণাবলী; **নাম**—পবিত্র নাম; **ধেয়ম্**—প্রদান করে; **চেতঃ**—হৃদয়; **চ**—ও; **ন**—না; **স্মরতি**—স্মরণ করে; **তৎ**—তাঁর; **চরণ-অরবিন্দম্**—শ্রীপাদপদ্ম; **কৃষ্ণায়**—মন্দিরে তাঁর শ্রীবিগ্রহের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে; **ন**—না; **নমতি**—অবনত হয়; **যৎ**—যাঁর; **শিরঃ**—মস্তক; **একদা অপি**—একবারও; **তান্**—তাদের; **আনয়ধ্বম্**—আমার কাছে নিয়ে এসো; **অসতঃ**—অভক্তদের; **অকৃত**—অনুষ্ঠান করেনি; **বিষ্ণু-কৃত্যান্**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রতি কর্তব্য।

অনুবাদ

হে ভৃত্যগণ, সেই সমস্ত পাপীদেরই আমার কাছে নিয়ে এসো, যাদের জিহ্বা শ্রীকৃষ্ণের নাম, গুণ ইত্যাদি কীর্তন করে না, যাদের চিত্ত একবারও শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করে না এবং যাদের মস্তক একবারও শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণত হয় না। আর যারা মনুষ্য জীবনের একমাত্র কর্তব্য শ্রীবিষ্ণুর ব্রত অনুষ্ঠান করে না, তাদেরও আমার কাছে নিয়ে এসো।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *বিষ্ণুকৃত্যান্* শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধান করা। বর্ণাশ্রম ধর্মের সেটিই উদ্দেশ্য। সেই সম্বন্ধে *বিষ্ণুপুরাণে* বলা হয়েছে—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ ।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যৎ তত্তোষকারণম্ ॥

মানব-সমাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে নিষ্ঠা সহকারে বর্ণাশ্রম-ধর্ম পালন করা, যা চারটি বর্ণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) এবং চারটি আশ্রমে (ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস) বিভক্ত হয়েছে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম মানুষকে মানব-সমাজের একমাত্র যথার্থ লক্ষ্য বস্তু শ্রীবিষ্ণুর কাছে অনায়াসে নিয়ে আসে। *ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুম্*—কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, মানুষেরা জানে না যে, তাদের প্রকৃত স্বার্থ হচ্ছে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া বা বিষ্ণুর কাছে যাওয়া। *দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ*—কিন্তু তা না করে, তারা কেবল মোহাচ্ছন্ন হচ্ছে। প্রতিটি মানুষেরই কৃত্য হচ্ছে শ্রীবিষ্ণুর সমীপবর্তী হওয়ার কর্তব্য সম্পাদন করা। তাই যমরাজ যমদূতদের উপদেশ দিয়েছেন, যারা শ্রীবিষ্ণুর প্রতি তাদের সেই কর্তব্য ভুলে গেছে, তাদেরই কেবল তাঁর কাছে নিয়ে আসতে (*অকৃত-বিষ্ণু-কৃত্যান্*)। যারা শ্রীবিষ্ণুর (শ্রীকৃষ্ণের) পবিত্র নাম কীর্তন করে না, যারা শ্রীবিষ্ণুর শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে প্রণত হয় না এবং যারা শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করে না, তারাই যমরাজের দ্বারা দণ্ডণীয়। সংক্ষেপে বলা যায় যে, সমস্ত বিষ্ণুবিমুখ অবৈষ্ণবেরাই যমরাজের-দণ্ডণীয়।

শ্লোক ৩০

তৎ ক্ষম্যতাং স ভগবান্ পুরুষঃ পুরাণো
নারায়ণঃ স্বপুরুষৈর্যদসৎ কৃতং নঃ ।
স্বানামহো ন বিদুষাং রচিতাঞ্জলীনাং
ক্ষান্তিগরীয়সি নমঃ পুরুষায় ভূম্নে ॥ ৩০ ॥

তৎ—তা; **ক্ষম্যতাম্**—ক্ষমা করুন; **সঃ**—তিনি; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **পুরুষঃ**—পরম পুরুষ; **পুরাণঃ**—প্রাচীনতম; **নারায়ণঃ**—নারায়ণ; **স্ব-পুরুষৈঃ**—আমার নিজের ভৃত্যদের দ্বারা; **যৎ**—যা; **অসৎ**—ধৃষ্টতা; **কৃতম্**—অনুষ্ঠিত হয়েছে;

নঃ—আমাদের; **স্বানাম্**—আমার নিজজনদের; **অহো**—হায়; **ন বিদুষাম্**—না জেনে; **রচিত-অঞ্জলীনাম্**—কৃতাঞ্জলিপুটে আপনার ক্ষমা ভিক্ষা করে; **ক্ষান্তিঃ**—ক্ষমা; **গরীয়সি**—মহিমায়; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **পুরুষায়**—পুরুষকে; **ভূম্নে**—পরম এবং সর্বব্যাপ্ত।

অনুবাদ

(তারপর যমরাজ নিজেকে এবং তাঁর ভৃত্যদের অপরাধী বলে মনে করে, ভগবানের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে বললেন।) হে ভগবান্, অজামিলের মতো একজন বৈষ্ণবকে গ্রেপ্তার করে আমার ভৃত্যরা অবশ্যই এক মহা অপরাধ করেছে। হে নারায়ণ, হে পুরাণ পুরুষ, দয়া করে আপনি আমাদের ক্ষমা করুন। অজ্ঞানতাবশত আমরা অজামিলকে আপনার ভৃত্য বলে চিনতে পারিনি এবং তার ফলে আমরা অবশ্যই এক মহা অপরাধ করেছি। তাই কৃতাঞ্জলিপুটে আমরা আপনার ক্ষমা ভিক্ষা করছি। হে ভগবান্, যেহেতু আপনি পরম দয়ালু এবং সমস্ত সদ্‌গুণ সমন্বিত, তাই দয়া করে আপনি আমাদের ক্ষমা করুন। আমরা আপনার প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

যমরাজ তাঁর ভৃত্যদের অপরাধের দায়িত্ব স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। কোন প্রতিষ্ঠানের সেবক যদি কোন ভুল করে, তা হলে সেই প্রতিষ্ঠানটিকে তার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। যদিও যমরাজ অপরাধের অতীত, তবুও তাঁর অনুমতিক্রমে তাঁর সেবকেরা অজামিলকে গ্রেপ্তার করতে গিয়েছিল, যার ফলে এক মহা অপরাধ হয়েছিল। *ন্যায়-শাস্ত্রে* প্রতিপন্ন হয়েছে, *ভৃত্যাপরাধে স্বামিনো দণ্ডঃ*—ভৃত্য যদি কোন ভুল করে, তা হলে তার স্বামীকে সেই জন্য দণ্ডভোগ করতে হয়, কারণ তার সেই অপরাধের জন্য তিনিই দায়ী। যমরাজ সেই নীতি অনুসারে নিজেকে অপরাধী বলে মনে করে, তাঁর ভৃত্যগণ সহ কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবান শ্রীনারায়ণের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছিলেন।

শ্লোক ৩১

তস্মাৎ সঙ্কীর্তনং বিষ্ণোর্জগন্মঙ্গলমংহসাম্ ।
মহতামপি কৌরব্য বিদ্ধ্যৈকান্তিকনিষ্কৃতম্ ॥ ৩১ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **সঙ্কীর্তনম্**—সমবেতভাবে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **জগৎ-মঙ্গলম্**—এই জগতে সব চাইতে শুভ কর্ম; **অংহসাম্**—পাপকর্মের; **মহতাম্ অপি**—অত্যন্ত গুরুতর হলেও; **কৌরব্য**—হে কুরুনন্দন; **বিদ্ধি**—জেনো; **ঐকান্তিক**—চরম; **নিষ্কৃতম্**—প্রায়শ্চিত্ত।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে কুরুনন্দন, ভগবানের নাম-সংকীর্তন গুরুতর পাপসমূহকেও সমূলে উচ্ছেদ করতে পারে। তাই সেই নাম-সংকীর্তনই সমগ্র জগতের মঙ্গলস্বরূপ। তা অবগত হওয়ার চেষ্টা করুন, যাতে অন্যেরাও নিষ্ঠা সহকারে সেই পন্থা অবলম্বন করে।

তাৎপর্য

অজামিল যদিও নারায়ণের শুদ্ধ নাম উচ্চারণ করেননি, তবুও তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। ভগবানের পবিত্র নাম-কীর্তন এতই মঙ্গলজনক যে, তা মানুষকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করতে পারে। তা বলে কিন্তু মনে করা উচিত নয় যে, কেউ যদি পাপ করতে থাকে এবং সেই সঙ্গে হরেকৃষ্ণ মন্ত্র কীর্তন করতে থাকে, তা হলে সে তার পাপ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবে। পক্ষান্তরে, সব রকম পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন থাকা উচিত এবং নামবলে পাপাচরণ করা উচিত নয়, কারণ এটি একটি নামাপরাধ। দৈবাৎ যদি ভক্ত কোন পাপ করে ফেলে, তা হলে ভগবান তাকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু জেনে শুনে পাপ করা উচিত নয়।

শ্লোক ৩২

শৃণ্বতাং গৃণতাং বীর্যাণ্যুদ্দামানি হরের্মুহুঃ ।
যথা সুজাতয়া ভক্ত্যা শুদ্ধ্যেন্নাত্মা ব্রতাদিভিঃ ॥ ৩২ ॥

শৃণ্বতাম্—শ্রবণকারী; **গৃণতাম্**—কীর্তনকারী; **বীর্যাণি**—অদ্ভুত কার্যকলাপ; **উদ্দামানি**—পাপনাশে সমর্থ; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **মুহুঃ**—সর্বদা; **যথা**—যেমন; **সুজাতয়া**—অনায়াসে উদয় হয়; **ভক্ত্যা**—ভক্তির দ্বারা; **শুদ্ধ্যেৎ**—পবিত্র হতে পারে; **ন**—না; **আত্মা**—অন্তঃকরণ; **ব্রত-আদিভিঃ**—ব্রত আদি কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান দ্বারা।

অনুবাদ

নিরন্তর ভগবানের পবিত্র নাম এবং তাঁর কার্যকলাপ শ্রবণ ও কীর্তন করার ফলে অনায়াসেই শুদ্ধ ভক্তির উদয় হয়, যা হৃদয়ের সমস্ত কলুষ বিধৌত করে। তা যেভাবে অন্তঃকরণকে বিশুদ্ধ করে, ব্রত আদি বৈদিক কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান তা পারে না।

তাৎপর্য

ভগবানের পবিত্র নাম অতি সহজে শ্রবণ ও কীর্তনের অনুশীলন করা যায় এবং তার ফলে চিন্ময় আনন্দে মগ্ন হওয়া যায়। *পদ্ম-পুরাণে* উল্লেখ করা হয়েছে—

নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্ ।
অবিশ্রান্তিপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ ॥

নিরন্তর নাম করার ফলে, নাম অপরাধ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এইভাবে যাঁরা নাম করেন, তাঁরা সর্বদাই বিশুদ্ধ চিন্ময় স্তরে থাকবেন এবং কোন রকম পাপ তাঁদের কখনও স্পর্শ করতে পারবে না। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বিশেষভাবে সেই কথা মনে রাখতে বলেছেন। কিন্তু কেউ যদি বৈদিক কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করে, তা হলে তাতে কোন লাভ হয় না। সেই সমস্ত কর্ম অনুষ্ঠানের ফলে স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়া যেতে পারে, কিন্তু *ভগবদ্গীতায়* (৯/২১) বর্ণনা করা হয়েছে, *ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি*—পুণ্য ক্ষয় হয়ে গেলে স্বর্গলোকে সুখভোগের মেয়াদ শেষ হয়ে যায় এবং তখন আবার এই মর্ত্যলোকে ফিরে আসতে হয়। তাই ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্ধ্ব ও নিম্নভাগে ভ্রমণের চেষ্টা করার ফলে কোন লাভ হয় না। তার থেকে বরঞ্চ ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করাই শ্রেয়, কারণ তার ফলে সর্বতোভাবে নির্মল হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্যতা লাভ করা যায়। সেটিই হচ্ছে জীবনের উদ্দেশ্য এবং সেটিই হচ্ছে জীবনের পরম সিদ্ধি।

শ্লোক ৩৩

কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপদ্মমধুলিণ্ ন পুনর্বিসৃষ্ট-
মায়াগুণেষু রমতে বৃজিনাবহেষু ।
অন্যস্তু কামহত আত্মরজঃ প্রমার্ষ্টু-
মীহেত কর্ম যত এব রজঃ পুনঃ স্যাৎ ॥ ৩৩ ॥

কৃষ্ণ-অঙ্ঘ্রি-পদ্ম—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম; **মধু**—মধু; **লিট্**—যে পান করে; **ন**—না; **পুনঃ**—পুনরায়; **বিসৃষ্ট**—পরিত্যাগ করেছে; **মায়া-গুণেষু**—জড়া প্রকৃতির গুণে; **রমতে**—আনন্দ আস্বাদন করতে চায়; **বৃজিন-অবহেষু**—দুঃখপ্রদ; **অন্যঃ**—অন্য; **তু**—কিন্তু; **কাম-হতঃ**—কামের দ্বারা মোহিত; **আত্ম-রজঃ**—হৃদয়ের পাপ; **প্রমার্ষ্টুম্**—পরিষ্কার করার জন্য; **ঈহেত**—অনুষ্ঠান করতে পারে; **কর্ম**—কার্যকলাপ; **যতঃ**—যার পর; **এব**—প্রকৃতপক্ষে; **রজঃ**—পাপ; **পুনঃ**—পুনরায়; **স্যাৎ**—আবির্ভূত হয়।

অনুবাদ

নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের মধুপানরত ভক্তেরা প্রকৃতির তিন গুণের অধীনে সম্পাদিত দুঃখ-দুর্দশা প্রদানকারী জড়-জাগতিক কার্যকলাপে কখনও আসক্ত হন না। তাঁরা কখনও শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম ত্যাগ করে জড়-জাগতিক কার্যকলাপে রত হন না। কিন্তু, যারা বৈদিক কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠানের প্রতি আসক্ত, তারা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় অবহেলা করার ফলে, কাম-বাসনার দ্বারা মোহিত হয়ে কখনও কখনও প্রায়শ্চিত্ত করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, তাদের হৃদয় পূর্ণরূপে শুদ্ধ না হওয়ার ফলে, তারা পুনরায় সেই পাপকর্মে লিপ্ত হয়।

তাৎপর্য

ভক্তের কর্তব্য হরেকৃষ্ণ মন্ত্র কীর্তন করা। তিনি কখনও অপরাধযুক্ত হয়ে, আবার কখনও অপরাধমুক্ত হয়ে নাম করতে পারেন, কিন্তু ঐকান্তিকভাবে এই পন্থা অবলম্বন করার ফলে তিনি সিদ্ধি লাভ করবেন, যা বৈদিক প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানের ফলে লাভ হয় না। যারা বৈদিক কর্ম-অনুষ্ঠানের প্রতি আসক্ত, কিন্তু ভগবদ্ভক্তিতে বিশ্বাস করে না, যারা প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেয় কিন্তু ভগবানের পবিত্র নাম-কীর্তনে অনুরক্ত নয়, তারা কখনও সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করতে পারে না। ভক্তেরা তাই জড় সুখভোগের প্রতি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হওয়ার ফলে, কখনও বৈদিক কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানের জন্য কৃষ্ণভক্তি পরিত্যাগ করেন না। যারা কামে মোহিত হওয়ার ফলে বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রতি আসক্ত, তাদের বার বার জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হয়। মহারাজ পরীক্ষিৎ তাদের সেই কার্যকলাপকে *কুঞ্জরশৌচ* বা হস্তি-স্নানের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

শ্লোক ৩৪

ইত্থং স্বভর্তৃগদিতং ভগবন্মহিত্বং
সংস্মৃত্য বিস্মিতধিয়ো যমকিঙ্করাস্তে ।
নৈবাচ্যুতাশ্রয়জনং প্রতিশঙ্কমানা
দ্রষ্টুং চ বিভ্যতি ততঃ প্রভৃতি স্ম রাজন্ ॥ ৩৪ ॥

ইত্থম্—এই প্রকার শক্তির; **স্ব-ভর্তৃগদিতম্**—তাদের প্রভু যমরাজের দ্বারা উক্ত; **ভগবৎ-মহিত্বম্**—ভগবানের নাম, যশ, রূপ এবং গুণের অসাধারণ মহিমা; **সংস্মৃত্য**—স্মরণ করে; **বিস্মিত-ধিয়ঃ**—যাদের মন বিস্ময়ে বিমোহিত হয়েছিল; **যম-কিঙ্করাঃ**—যমরাজের ভৃত্যরা; **তে**—তারা; **ন**—না; **এব**—বস্তুত; **অচ্যুত-আশ্রয়-জনম্**—যাঁরা অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন; **প্রতিশঙ্কমানাঃ**—সর্বদা ভয়ে ভীত; **দ্রষ্টুম্**—দর্শন করতে; **চ**—এবং; **বিভ্যতি**—ভীত; **ততঃ প্রভৃতি**—তখন থেকে; **স্ম**—প্রকৃতপক্ষে; **রাজন্**—হে রাজন্।

অনুবাদ

যমদূতেরা তাদের প্রভুর মুখে ভগবানের এবং তাঁর নাম, যশ ও গুণাবলীর মহিমা শ্রবণ করে অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিল। তখন থেকে তারা ভগবদ্ভক্তদের দর্শন করা মাত্রই তাঁদের প্রতি পুনরায় দৃষ্টিপাত পর্যন্ত করতেও ভয় করে।

তাৎপর্য

সেই ঘটনা থেকে যমদূতেরা ভগবদ্ভক্তদের কাছে যাওয়ার ভয়ঙ্কর আচরণ পরিত্যাগ করেছে। যমদূতদের কাছে ভগবদ্ভক্ত অত্যন্ত ভয়ঙ্কর।

শ্লোক ৩৫

ইতিহাসমিমং গুহ্যং ভগবান্ কুম্ভসম্ভবঃ ।
কথয়ামাস মলয় আসীনো হরিমর্চয়ন্ ॥ ৩৫ ॥

ইতিহাসম্—ইতিহাস; **ইমম্**—এই; **গুহ্যম্**—অতি গোপনীয়; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **কুম্ভ-সম্ভবঃ**—অগস্ত্য মুনি, কুম্ভ থেকে যাঁর জন্ম হয়েছিল; **কথয়াম্ আস**—বিশ্লেষণ করেছিলেন; **মলয়ে**—মলয় পর্বতে; **আসীনঃ**—অবস্থান করে; **হরিম্ অর্চয়ন্**—ভগবানের আরাধনা করে।

অনুবাদ

কুম্ভ-উদ্ভূত মহর্ষি অগস্ত্য যখন মলয় পর্বতে অবস্থান করে ভগবানের আরাধনায় রত ছিলেন, তখন তিনি আমাকে এই অত্যন্ত গোপনীয় ইতিহাস বলেছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের 'যমদূতদের প্রতি যমরাজের উপদেশ' নামক তৃতীয় অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

চতুর্থ অধ্যায়

ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রজাপতি দক্ষের হংসগুহ্য প্রার্থনা

পরীক্ষিৎ মহারাজ যখন শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর কাছে জীবসৃষ্টির কথা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করার জন্য প্রার্থনা করলেন, তখন শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলেছিলেন যে, প্রাচীনবর্হির দশ পুত্র প্রচেতারা যখন তপস্যা করার জন্য সমুদ্রে প্রবেশ করেছিলেন, তখন রাজার অনুপস্থিতিতে পৃথিবী উপেক্ষিতা হয়েছিল। সেই সময় স্বাভাবিকভাবেই বহু তৃণ-গুল্ম ও আগাছা উৎপন্ন হয়েছিল এবং তার ফলে শস্য হয়নি। সমগ্র ভূপৃষ্ঠ তখন অরণ্যে পরিণত হয়েছিল। দশজন প্রচেতা যখন সমুদ্র থেকে বেরিয়ে এসে সমগ্র পৃথিবীকে সম্পূর্ণভাবে বৃক্ষসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত দেখেছিলেন, তখন তাঁরা বৃক্ষদের উপর অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন এবং সেই পরিস্থিতি সংশোধন করার জন্য তাদের ধ্বংস করতে মনস্থ করেছিলেন। তাই প্রচেতারা সেই বৃক্ষগুলিকে ভস্মীভূত করার জন্য বায়ু এবং অগ্নি সৃষ্টি করেছিলেন। চন্দ্রের অধিপতি ও বনস্পতিদের রাজা সোম অবশ্য তখন প্রচেতাদের বৃক্ষরাজি ধ্বংস করতে নিষেধ করেছিলেন। তিনি তাঁদের বুঝিয়েছিলেন যে, সমস্ত জীবের ভক্ষ্য ফল-ফুলের উৎস হচ্ছে বৃক্ষ। প্রচেতাদের সন্তুষ্ট করার জন্য সোম তখন প্রম্লোচা নামক অপ্সরা থেকে উৎপন্ন সুন্দরী এক কন্যা তাঁদের প্রদান করেছিলেন। প্রচেতাদের ঔরসে সেই কন্যা থেকে দক্ষের জন্ম হয়েছিল।

দক্ষ প্রথমে দেবতা, দৈত্য এবং মানুষদের সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন যে, যথাযথভাবে প্রজাবৃদ্ধি হচ্ছে না, তখন তিনি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে বিন্ধ্য পর্বতে গমন করেন এবং সেখানে কঠোর তপস্যায় রত হয়ে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে হংসগুহ্য নামক প্রার্থনা নিবেদন করেন। তার ফলে শ্রীবিষ্ণু তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন। সেই স্তবের বিষয়বস্তু ছিল—

"পরমেশ্বর ভগবান অর্থাৎ পরমাত্মা বা শ্রীহরি হচ্ছেন জীব এবং জড়া প্রকৃতি উভয়েরই নিয়ন্তা। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বয়ংপ্রকাশ। ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি যেমন

ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির কারণ নয়, তেমনই, জীবাত্মা এই দেহের অভ্যন্তরে বিরাজমান হলেও সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টির কারণ তার প্রিয় সখা পরমাত্মার কারণ নয়। জীবের অজ্ঞানের ফলে তার ইন্দ্রিয়গুলি জড় বিষয়ে মগ্ন থাকে। জীবাত্মা চেতন বলে কিছু পরিমাণে এই জড় জগতের সৃষ্টি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, কিন্তু সে দেহ, মন এবং বুদ্ধির ধারণার অতীত পরমেশ্বর ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সর্বদা ধ্যানমগ্ন মহর্ষিরা তাঁদের হৃদয়ে ভগবানের সবিশেষ রূপ দর্শন করতে পারেন।

"সাধারণ জীব যেহেতু জড়ের দ্বারা কলুষিত, তাই তার বাণী এবং বুদ্ধিও জড়। তাই সে তার জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে না। জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবান সম্বন্ধে যে ধারণা, তা ভ্রান্ত, কারণ ভগবান জড় ইন্দ্রিয়ের অতীত, কিন্তু জীব যখন তার ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করে, তখন নিত্য পরমেশ্বর ভগবান চিন্ময় স্তরে নিজেকে প্রকাশিত করেন। যখন পরমেশ্বর ভগবান কারও জীবনের উদ্দেশ্য হন, তখন তার দিব্য জ্ঞান লাভ হয়েছে বলা হয়।

"পরমব্রহ্ম সর্বকারণের পরম কারণ, কেননা সৃষ্টির পূর্বেও তিনি ছিলেন। তিনি জড় এবং চেতন উভয়েরই আদি কারণ এবং তাঁর অস্তিত্ব সর্বতোভাবে স্বতন্ত্র। কিন্তু, ভগবানের অবিদ্যা নামে একটি শক্তি রয়েছে, যার প্রভাবে কুতার্কিকেরা নিজেদের সর্বতোভাবে পূর্ণ বলে মনে করে এবং যা বদ্ধ জীবদের মোহ উৎপন্ন করে। সেই পরমব্রহ্ম বা পরমাত্মা তাঁর ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ। তাদের উপর করুণা বিতরণ করার জন্য তিনি তাদের কাছে তাঁর নাম, রূপ, গুণ এবং লীলা প্রকট করেন, যাতে তারা এই জড় জগতে তাঁর আরাধনায় যুক্ত হতে পারে।

"কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত, যারা জড় বিষয়ে মগ্ন, তারাই বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করে। বায়ু যেমন পদ্মফুলের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সেই ফুলের গন্ধ বহন করে, অথবা বায়ু যেমন কখনও ধূলিরাশি বহন করার ফলে সেই রঙ ধারণ করে, তেমনই মূর্খ উপাসকদের বাসনা অনুসারে ভগবান বিভিন্ন দেবতারূপে প্রকাশিত হন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি পরম সত্য ভগবান শ্রীবিষ্ণু। তাঁর ভক্তদের বাসনা পূর্ণ করার জন্য তিনি বিভিন্ন অবতাররূপে অবতীর্ণ হন, এবং তাই দেব-দেবীদের পূজা করার কোন প্রয়োজন নেই।"

দক্ষের প্রার্থনায় অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, ভগবান বিষ্ণু তাঁর অষ্টভুজরূপে দক্ষের সম্মুখে আবির্ভূত হন। তাঁর পরণে ছিল পীত বসন এবং তাঁর অঙ্গকান্তি নবঘনশ্যাম। দক্ষ প্রবৃত্তিমার্গ অনুসরণ করতে অত্যন্ত আগ্রহী জেনে, তিনি যাতে মায়াশক্তিকে উপভোগ করতে পারেন, সেই জন্য ভগবান তাঁকে শক্তি প্রদান

করলেন। ভগবান দক্ষকে তাঁর সঙ্গে রতিসুখ উপভোগের উপযুক্ত অসিক্নী নাম্নী পঞ্চজন প্রজাপতির কন্যাকে দান করলেন। রতিক্রিয়ায় অত্যন্ত দক্ষ বলে দক্ষ তাঁর সেই নাম প্রাপ্ত হন। তাঁকে এই বর প্রদান করে ভগবান শ্রীবিষ্ণু অন্তর্হিত হলেন।

শ্লোক ১-২

শ্রীরাজোবাচ

দেবাসুরনৃণাং সর্গো নাগানাং মৃগপক্ষিণাম্ ।
সামাসিকস্ত্বয়া প্রোক্তো যস্তু স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে ॥ ১ ॥
তস্যৈব ব্যাসমিচ্ছামি জ্ঞাতুং তে ভগবন্ যথা ।
অনুসর্গং যয়া শক্ত্যা সসর্জ ভগবান্ পরঃ ॥ ২ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—রাজা বললেন; **দেব-অসুর-নৃণাম্**—দেবতা, অসুর এবং মানুষদের; **সর্গঃ**—সৃষ্টি; **নাগানাম্**—নাগদের; **মৃগ-পক্ষিণাম্**—পশু এবং পক্ষীদের; **সামাসিকঃ**—সংক্ষেপে; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **প্রোক্তঃ**—বর্ণিত হয়েছে; **যঃ**—যা; **তু**—কিন্তু; **স্বায়ম্ভুবে**—স্বায়ম্ভুব মনুর; **অন্তরে**—সময়ে; **তস্য**—তার; **এব**—বস্তুত; **ব্যাসম্**—বিস্তৃত বিবরণ; **ইচ্ছামি**—ইচ্ছা করি; **জ্ঞাতুম্**—জানতে; **তে**—আপনার থেকে; **ভগবন্**—হে প্রভু; **যথা**—এবং; **অনুসর্গম্**—পরবর্তী সৃষ্টি; **যয়া**—যার দ্বারা; **শক্ত্যা**—শক্তি; **সসর্জ**—সৃষ্টি হয়েছে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **পরঃ**—দিব্য।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে বললেন—হে ভগবন, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে দেবতা, অসুর, নর, নাগ, পশু ও পক্ষীদের সৃষ্টির বৃত্তান্ত আপনি (তৃতীয় স্কন্ধে) সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। এখন আমি তা সবিস্তারে জানতে ইচ্ছা করি। পরমেশ্বর ভগবান যে শক্তির দ্বারা পরবর্তী সৃষ্টি সম্পাদন করেছিলেন, সেই সম্বন্ধেও আমি জানতে চাই।

শ্লোক ৩

শ্রীসূত উবাচ

ইতি সম্প্রশ্নমাকর্ণ্য রাজর্ষের্বাদরায়ণিঃ ।
প্রতিনন্দ্য মহাযোগী জগাদ মুনিসত্তমাঃ ॥ ৩ ॥

শ্রী-সূতঃ উবাচ—শ্রীসূত গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **সম্প্রশ্নম্**—প্রশ্ন; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **রাজর্ষেঃ**—মহারাজ পরীক্ষিতের; **বাদরায়ণিঃ**—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী; **প্রতিনন্দ্য**—প্রশংসা করে; **মহা-যোগী**—মহান যোগী; **জগাদ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **মুনি-সত্তমাঃ**—শ্রেষ্ঠ মুনিগণ।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন—(নৈমিষারণ্যে সমবেত) হে মহর্ষিগণ, মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্ন শুনে, মহাযোগী শুকদেব গোস্বামী তাঁর প্রশংসা করে এইভাবে উত্তর দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৪

শ্রীশুক উবাচ

যদা প্রচেতসঃ পুত্রা দশ প্রাচীনবর্হিষঃ ।
অন্তঃসমুদ্রাদুন্মগ্না দদৃশুর্গাং দ্রুমৈর্বৃতাম্ ॥ ৪ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **যদা**—যখন; **প্রচেতসঃ**—প্রচেতাগণ; **পুত্রাঃ**—পুত্রগণ; **দশ**—দশজন; **প্রাচীনবর্হিষঃ**—মহারাজ প্রাচীনবর্হি; **অন্তঃ-সমুদ্রাৎ**—সমুদ্রের মধ্য থেকে; **উন্মগ্নাঃ**—বের হলেন; **দদৃশুঃ**—তাঁরা দেখেছিলেন; **গাম্**—সারা পৃথিবী; **দ্রুমৈঃ বৃতাম্**—গাছের দ্বারা আচ্ছাদিত।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—প্রাচীনবর্হির দশজন পুত্র তপস্যা সমাপন করে যখন সমুদ্রের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলেন, তখন তাঁরা দেখলেন যে, সারা পৃথিবী বৃক্ষের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে গেছে।

তাৎপর্য

মহারাজ প্রাচীনবর্হি যখন বৈদিক কর্মকাণ্ডীয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছিলেন যাতে পশুবলির বিধান দেওয়া হয়েছে, তখন নারদ মুনি তাঁর প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে তাঁকে তা বন্ধ করার উপদেশ দেন। নারদ মুনির সেই উপদেশ প্রাচীনবর্হি যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন এবং তাই তপস্যা করার জন্য প্রাচীনবর্হি তাঁর রাজ্য ত্যাগ করে বনে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর দশ পুত্র তখনও সমুদ্রের মধ্যে তপস্যা

করছিলেন, তাই পৃথিবীর শাসনভার পরিচালনা করার জন্য কোন রাজা ছিল না। প্রচেতারা যখন সমুদ্রের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলেন, তখন তাঁরা দেখেছিলেন যে, সারা পৃথিবী বৃক্ষের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে গেছে।

সরকার যখন কৃষিকার্যে অবহেলা করে, যা শস্য উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত আবশ্যক, তখন ভূমি অনাবশ্যক বৃক্ষের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে যায়। অনেক বৃক্ষের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কারণ তা থেকে ফল-ফুল উৎপন্ন হয়, কিন্তু অন্য অনেক বৃক্ষ অনাবশ্যক। সেই সমস্ত বৃক্ষের কাঠ ইন্ধনরূপে ব্যবহার করা যায়, এবং সেগুলি কেটে জমি পরিষ্কার করে তাতে কৃষিকার্য করা যায়। সরকার যখন অবহেলা করে, তখন কম শস্য উৎপন্ন হয়। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৪৪) বলা হয়েছে, *কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্*—বৈশ্যদের বৃত্তি অনুসারে কর্তব্য হচ্ছে কৃষিকার্য করা এবং গোরক্ষা করা। সরকার এবং ক্ষত্রিয়দের কর্তব্য সমাজের এই তৃতীয় বর্ণ বৈশ্যেরা, যারা ব্রাহ্মণ নয় এবং ক্ষত্রিয়ও নয়, তারা যেন যথাযথভাবে তাদের কর্তব্য সম্পাদন করে তা দেখা। ক্ষত্রিয়দের কর্তব্য মানব-সমাজকে রক্ষা করা, আর বৈশ্যদের কর্তব্য প্রয়োজনীয় পশুদের, বিশেষ করে গাভীদের রক্ষা করা।

শ্লোক ৫

দ্রুমেভ্যঃ ক্রুধ্যমানাস্তে তপোদীপিতমন্যবঃ ।
মুখতো বায়ুমগ্নিং চ সসৃজুস্তদ্দিধক্ষয়া ॥ ৫ ॥

দ্রুমেভ্যঃ—বৃক্ষদের প্রতি; **ক্রুধ্যমানাঃ**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে; **তে**—তাঁরা (প্রাচীনবর্হির দশ পুত্র); **তপঃ-দীপিত-মন্যবঃ**—দীর্ঘকাল তপস্যার ফলে যাঁদের ক্রোধ প্রজ্বলিত হয়েছিল; **মুখতঃ**—তাঁদের মুখ থেকে; **বায়ুম্**—বায়ু; **অগ্নিম্**—অগ্নি; **চ**—এবং; **সসৃজুঃ**—তাঁরা সৃষ্টি করেছিলেন; **তৎ**—সেই অরণ্য; **দিধক্ষয়া**—দগ্ধ করার বাসনায়।

অনুবাদ

সমুদ্রের মধ্যে দীর্ঘকাল তপস্যা করার ফলে, বৃক্ষসমূহের প্রতি প্রচেতাদের ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়েছিল এবং তাঁরা সেই বৃক্ষসমূহ দগ্ধ করার বাসনায় তাঁদের মুখ থেকে বায়ু ও অগ্নি সৃষ্টি করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে *তপোদীপিতমন্যবঃ* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, কঠোর তপস্যা করার ফলে মানুষের ক্রোধ বর্ধিত হয় এবং তাঁরা যোগশক্তি প্রাপ্ত হন। যেমন প্রচেতাদের

ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তাঁরা তাঁদের মুখ থেকে আগুন এবং বায়ু সৃষ্টি করেছিলেন। ভক্তেরা যদিও কঠোর তপস্যা করেন, কিন্তু তাঁরা *বিমন্যবঃ, সাধবঃ,* অর্থাৎ তাঁরা কখনও ক্রুদ্ধ হন না। তাঁরা সর্বদাই সদ্‌গুণে বিভূষিত। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৩/২৫/২১) উল্লেখ করা হয়েছে—

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্বদেহিনাম্ ।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ॥

সাধু বা ভক্ত কখনও ক্রুদ্ধ হন না। প্রকৃতপক্ষে তপস্যা পরায়ণ ভক্তের বিশেষ লক্ষণ হচ্ছে ক্ষমা। বৈষ্ণব যদিও তপস্যা করার ফলে যথেষ্ট শক্তিসম্পন্ন, তবুও তিনি অসুবিধার সম্মুখীন হলেও ক্রুদ্ধ হন না। কিন্তু অবৈষ্ণব যদি তপস্যা করে, তা হলে তার মধ্যে সৎগুণগুলি বিকশিত হয় না। যেমন, হিরণ্যকশিপু এবং রাবণও কত তপস্যা করেছিল, কিন্তু তার ফলে তাদের আসুরিক প্রবৃত্তিগুলিই বৃদ্ধি পেয়েছিল। ভগবানের মহিমা প্রচার করার সময়, বৈষ্ণবদের প্রায়ই বহু বিরুদ্ধ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়েছেন যে, প্রচার করার সময় যেন ক্রোধ প্রকাশ না করা হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই মন্ত্রটি দিয়ে গেছেন—*তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা /অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।*, "তৃণের থেকেও দীনতর এবং তরুর থেকেও সহিষ্ণু হয়ে, অহংকারশূন্য হয়ে এবং অন্যদের প্রতি সর্বতোভাবে সম্মান প্রদর্শন করে নিরন্তর ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা উচিত।" যাঁরা ভগবানের মহিমা প্রচারে রত, তাঁদের কর্তব্য এইভাবে তৃণের থেকেও দীনতর এবং তরুর থেকেও সহিষ্ণু হওয়া; তা হলে তাঁরা অনায়াসে ভগবানের মহিমা প্রচার করতে পারবেন।

শ্লোক ৬

তাভ্যাং নির্দহ্যমানাংস্তানুপলভ্য কুরূদ্বহ ।
রাজোবাচ মহান্ সোমো মন্যুং প্রশময়ন্নিব ॥ ৬ ॥

তাভ্যাম্—বায়ু এবং অগ্নির দ্বারা; **নির্দহ্যমানান্**—দগ্ধ হয়ে; **তান্**—তারা (বৃক্ষসমূহ); **উপলভ্য**—দর্শন করে; **কুরূদ্বহ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **রাজা**—বনস্পতিদের রাজা; **উবাচ**—বলেছিলেন; **মহান্**—মহান; **সোমঃ**—চন্দ্রলোকের অধিপতি সোমদেবকে; **মন্যুম্**—ক্রোধ; **প্রশময়ন্**—শান্ত করতে; **ইব**—সদৃশ।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, সেই অগ্নি ও বায়ুর দ্বারা বৃক্ষসমূহকে দগ্ধ হতে দেখে, বনস্পতিদের রাজা চন্দ্রদেব প্রচেতাদের ক্রোধ শান্ত করার জন্য বললেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে বোঝা যায় যে, চন্দ্রদেব সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বৃক্ষ-লতাদের পালন করেন। চন্দ্রকিরণের ফলেই বৃক্ষ-লতা সুন্দরভাবে বর্ধিত হয়। তাই তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরা যখন বলে যে, তারা চন্দ্রলোকে গিয়েছিল এবং সেখানে তারা দেখেছে যে, কোন গাছপালা নেই, তখন আমরা তাদের কথা কিভাবে বিশ্বাস করতে পারি? শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন, *সোমো বৃক্ষাধিষ্ঠাতা স এব বৃক্ষাণাং রাজা*—চন্দ্রদেব বা সোম হচ্ছেন সমস্ত বনস্পতির রাজা। তাই আমরা কিভাবে বিশ্বাস করতে পারি যে, বনস্পতির যিনি পালক, তাঁর গ্রহলোকে কোন বনস্পতি নেই?

শ্লোক ৭

ন দ্রুমেভ্যো মহাভাগা দীনেভ্যো দ্রোগ্ধুমর্হথ ।
বিবর্ধয়িষবো যূয়ং প্রজানাং পতয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ৭ ॥

ন—না; **দ্রুমেভ্যঃ**—বৃক্ষসমূহ; **মহাভাগাঃ**—হে মহা ভাগ্যবান্; **দীনেভ্যঃ**—যারা অত্যন্ত দরিদ্র; **দ্রোগ্ধুম্**—ভস্মীভূত করতে; **অর্হথ**—উপযুক্ত হও; **বিবর্ধয়িষবঃ**—বর্ধন অভিলাষী; **যূয়ম্**—আপনারা; **প্রজানাম্**—যারা আপনাদের শরণ গ্রহণ করেছে; **পতয়ঃ**—প্রভু অথবা রক্ষক; **স্মৃতাঃ**—জ্ঞাত।

অনুবাদ

হে মহা ভাগ্যবানগণ, এই দীন বৃক্ষরাজিকে দগ্ধ করা আপনাদের উচিত নয়। আপনাদের কর্তব্য প্রজাদের সমৃদ্ধি সাধন করা এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করা।

তাৎপর্য

এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কেবল মানুষদের রক্ষা করাই রাজার কর্তব্য নয়, পশু-পাখি, বৃক্ষ-লতা আদি অন্য সমস্ত জীবদের রক্ষা করাও তাঁদের কর্তব্য। কোন প্রাণীকে অনর্থক হত্যা করা উচিত নয়।

শ্লোক ৮

অহো প্রজাপতিপতির্ভগবান্ হরিরব্যয়ঃ ।
বনস্পতীনোষধীশ্চ সসর্জোর্জমিষং বিভুঃ ॥ ৮ ॥

অহো—আহা; **প্রজাপতি-পতিঃ**—সমস্ত প্রজাপতিদের পতি; **ভগবান্ হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি; **অব্যয়ঃ**—অবিনাশী; **বনস্পতীন্**—বৃক্ষ-লতা; **ওষধীঃ**—ওষধি; **চ**—এবং; **সসর্জ**—সৃষ্টি করেছেন; **ঊর্জম্**—শক্তি প্রদায়ক; **ইষম্**—খাদ্য; **বিভুঃ**—পরমাত্মা।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি সমস্ত জীবদের পতি, এমন কি তিনি ব্রহ্মা আদি প্রজাপতিদেরও পতি। সেই সর্বব্যাপক এবং অব্যয় প্রভু সমস্ত জীবদের ভক্ষ্য অন্নরূপে এই সমস্ত বনস্পতি এবং ওষধি সৃষ্টি করেছেন।

তাৎপর্য

সোমদেব প্রচেতাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, প্রজাপতিদের পতি ভগবান সমস্ত বনস্পতিদের সৃষ্টি করেছেন জীবের খাদ্যরূপে। প্রচেতারা যদি সেই সমস্ত বনস্পতিদের মেরে ফেলেন, তা হলে তাঁদের প্রজারাই খাদ্যাভাবে কষ্ট পাবে।

শ্লোক ৯

অন্নং চরাণামচরা হ্যপদঃ পাদচারিণাম্ ।
অহস্তা হস্তযুক্তানাং দ্বিপদাং চ চতুষ্পদঃ ॥ ৯ ॥

অন্নম্—খাদ্য; **চরাণাম্**—পক্ষীদের; **অচরাঃ**—স্থাবর (ফল এবং ফুল); **হি**—বস্তুত; **অপদঃ**—পদহীন জীব, যেমন ঘাস; **পাদচারিণাম্**—যারা পায়ে চলে, যেমন গাভী ও মহিষ; **অহস্তাঃ**—হস্তহীন প্রাণী; **হস্ত-যুক্তানাম্**—হস্তযুক্ত প্রাণীদের, যেমন বাঘ; **দ্বিপদাম্**—দ্বিপদ বিশিষ্ট মানুষদের; **চ**—এবং; **চতুষ্পদঃ**—হরিণ আদি চতুষ্পদ প্রাণী।

অনুবাদ

প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে ফল ও ফুল পতঙ্গ এবং পক্ষীদের খাদ্য; ঘাস আদি পদহীন জীবেরা গো-মহিষ আদি চতুষ্পদ প্রাণীদের খাদ্য; যে সমস্ত প্রাণী তাদের সামনের পা দুটিকে হাতের মতো ব্যবহার করতে পারে না, তারা থাবাযুক্ত ব্যাঘ্র

আদি পশুর খাদ্য; এবং হরিণ, ছাগল আদি চতুষ্পদ প্রাণী ও শস্য ইত্যাদি মানুষদের খাদ্য।

তাৎপর্য

প্রকৃতির নিয়মে অথবা ভগবানের নিয়মে এক প্রাণী অন্য প্রাণীর আহার। এখানে যে কথা উল্লেখ করা হয়েছে, *দ্বিপদাং চ চতুষ্পদঃ*—চতুষ্পদ প্রাণী এবং শস্য হচ্ছে দ্বিপদ-বিশিষ্ট মানুষদের আহার। এই চতুষ্পদ প্রাণীগুলি হচ্ছে হরিণ এবং ছাগল; গাভী নয়। গাভীদের রক্ষা করা উচিত। উচ্চবর্ণের মানুষেরা, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যেরা সাধারণত মাংস আহার করে না। ক্ষত্রিয়েরা কখনও কখনও বনে গিয়ে হরিণ শিকার করে, কারণ তাদের হত্যা করার কৌশল শিখতে হয়, এবং কখনও কখনও তারা সেই সমস্ত প্রাণীদেরও আহার করে। শূদ্রেরাও পাঁঠা আদি পশু খায় কিন্তু গাভীদের হত্যা করে আহার করা কখনই মানুষের কর্তব্য নয়। প্রতিটি শাস্ত্রে গোহত্যা ভীষণভাবে নিষেধ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, কেউ যদি গোহত্যা করে, তা হলে একটি গাভীর শরীরে যত লোম রয়েছে, তত বছর ধরে তাকে দণ্ডভোগ করতে হয়। *মনুসংহিতায়* বলা হয়েছে, *প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা*—এই জড় জগতে আমাদের বহু প্রকার প্রবৃত্তি রয়েছে, কিন্তু মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই সমস্ত প্রবৃত্তিগুলিকে নিবৃত্ত করা। যারা মাংস আহার করতে চায়, তারা তাদের জিহ্বার তৃপ্তি সাধনের জন্য নিম্নস্তরের পশুদের আহার করতে পারে, কিন্তু কখনই গোহত্যা করা উচিত নয়, যেহেতু গাভী দুধ দেয়, তারা মানুষের মাতৃসদৃশ। শাস্ত্রে বিশেষ করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, *কৃষি-গোরক্ষ্য*—বৈশ্য-সমাজের কর্তব্য হচ্ছে কৃষি এবং গোরক্ষার দ্বারা সমগ্র মানব-সমাজের খাদ্য সরবরাহ করা। গাভী হচ্ছে সব চাইতে প্রয়োজনীয় প্রাণী, কারণ গাভী মানব-সমাজকে দুধ সরবরাহ করে।

শ্লোক ১০

যূয়ং চ পিত্রান্বাদিষ্টা দেবদেবেন চানঘাঃ ।
প্রজাসর্গায় হি কথং বৃক্ষান্ নির্দগ্ধুমর্হথ ॥ ১০ ॥

যূয়ম্—আপনারা; **চ**—ও; **পিত্রা**—আপনার পিতার দ্বারা; **অন্বাদিষ্টাঃ**—আদিষ্ট হয়ে; **দেবদেবেন**—সমগ্র ঈশ্বরের ঈশ্বর ভগবানের দ্বারা; **চ**—ও; **অনঘাঃ**—হে নিষ্পাপ; **প্রজা-সর্গায়**—প্রজা সৃষ্টির জন্য; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **কথম্**—কিভাবে; **বৃক্ষান্**—বৃক্ষদের; **নির্দগ্ধুম্**—ভস্মীভূত করতে; **অর্হথ**—সমর্থ।

অনুবাদ

হে নির্মল আত্মাগণ, আপনাদের পিতা প্রাচীনবর্হি এবং পরমেশ্বর ভগবান আপনাদের প্রজা সৃষ্টি করার আদেশ দিয়েছেন। অতএব কিভাবে আপনারা এই সমস্ত বৃক্ষ এবং ওষধি ভস্মীভূত করছেন, যা প্রজাদের জীবন ধারণের উপযোগী?

শ্লোক ১১

আতিষ্ঠত সতাং মার্গং কোপং যচ্ছত দীপিতম্ ।
পিত্রা পিতামহেনাপি জুষ্টং বঃ প্রপিতামহৈঃ ॥ ১১ ॥

আতিষ্ঠত—অনুসরণ করুন; **সতাম্ মার্গম্**—মহাপুরুষদের পন্থা; **কোপম্**—ক্রোধ; **যচ্ছত**—সংবরণ করুন; **দীপিতম্**—যা এখন উদ্দীপিত হয়েছে; **পিত্রা**—পিতার দ্বারা; **পিতামহেন অপি**—এবং পিতামহের দ্বারা; **জুষ্টম্**—অনুষ্ঠিত হয়; **বঃ**—আপনাদের; **প্রপিতামহৈঃ**—প্রপিতামহের দ্বারা।

অনুবাদ

আপনাদের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ প্রমুখ মহাত্মারা যে সৎ মার্গ অনুসরণ করেছেন, মানুষ, পশু এবং বৃক্ষরূপ প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণ করার সেই মার্গ আপনারাও অনুসরণ করুন। ক্রোধ প্রদর্শন করা আপনাদের পক্ষে সংগত নয়। তাই আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি, আপনারা আপনাদের ক্রোধ সংবরণ করুন।

তাৎপর্য

পিত্রা পিতামহেনাপি জুষ্টং বঃ প্রপিতামহৈঃ —এই বাক্যের দ্বারা রাজাদের, এবং তাঁদের পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহ সমন্বিত মহান রাজবংশের বর্ণনা করা হয়েছে। এই প্রকার রাজবংশ বিশেষভাবে যশস্বী, কারণ তাঁরা প্রজাপালন করেন। *প্রজা* শব্দটি রাজার শাসনান্তর্গত ভূমিতে যার জন্ম হয়েছে তাকেই বোঝায়। মহান রাজপরিবারেরা জানতেন যে, মানুষ, পশু এবং তার থেকেও নিম্ন স্তরের সমস্ত প্রাণীরা সকলেই হচ্ছে তাঁদের প্রজা এবং তাই সকলকে রক্ষা করা তাঁদের কর্তব্য। আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নেতারা কখনই এই প্রকার উন্নত চেতনাসম্পন্ন হতে পারে না, কারণ তারা কেবল ক্ষমতা লাভের জন্য ভোটে জিতে নেতা হতে চায়, এবং তাদের কোন দায়িত্ববোধ নেই। রাজতন্ত্রে রাজা তাঁর পূর্বপুরুষদের মহান

আদর্শ অনুসরণ করতেন। তাই চন্দ্রদেব এখানে প্রচেতাদের তাঁদের পিতা, পিতামহ, এবং প্রপিতামহদের মহিমা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

শ্লোক ১২

তোকানাং পিতরৌ বন্ধূ দৃশঃ পক্ষ্ম স্ত্রিয়াঃ পতিঃ ।
পতিঃ প্রজানাং ভিক্ষূণাং গৃহ্যজ্ঞানাং বুধঃ সুহৃৎ ॥ ১২ ॥

তোকানাম্—শিশুদের; **পিতরৌ**—পিতা-মাতা; **বন্ধূ**—বন্ধু; **দৃশঃ**—চক্ষুর; **পক্ষ্ম**—পলক; **স্ত্রিয়াঃ**—রমণীর; **পতিঃ**—পতি; **পতিঃ**—রক্ষক; **প্রজানাম্**—প্রজাদের; **ভিক্ষূণাম্**—ভিক্ষুকদের; **গৃহী**—গৃহস্থ; **অজ্ঞানাম্**—অজ্ঞানীর; **বুধঃ**—জ্ঞানী; **সুহৃৎ**—বন্ধু।

অনুবাদ

পিতা-মাতা যেমন শিশুদের বন্ধু এবং রক্ষক, পলক যেমন চক্ষুর রক্ষক, পতি যেমন স্ত্রীর পালক এবং রক্ষক, গৃহস্থ যেমন ভিক্ষুকদের পালক এবং জ্ঞানী যেমন অজ্ঞানীর বন্ধু, তেমনই রাজা প্রজাদের রক্ষক এবং প্রাণদাতা। বৃক্ষও রাজার প্রজা। তাই তাদের রক্ষা করা রাজার কর্তব্য।

তাৎপর্য

ভগবানের পরম ইচ্ছার দ্বারা অসহায় প্রাণীদের অনেক পালক এবং রক্ষক রয়েছে। বৃক্ষদেরও রাজার প্রজা বলে বিবেচনা করা হয় এবং তাই রাজার কর্তব্য হচ্ছে বৃক্ষদের পর্যন্ত রক্ষা করা, অন্যদের আর কি কথা। রাজার কর্তব্য তাঁর রাজ্যের সমস্ত জীবদের রক্ষা করা। তাই পিতা-মাতারা যদিও তাঁদের সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ এবং পালন-পোষণের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী, তবুও পিতা-মাতারা যাতে যথাযথভাবে তাঁদের কর্তব্য সম্পাদন করেন, তা দেখা রাজার কর্তব্য। তেমনই, এই শ্লোকে অন্য যে সমস্ত রক্ষকদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তারা যাতে তাদের কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পাদন করে, তা নিরীক্ষণ করা রাজারই দায়িত্ব। এও মনে রাখা উচিত যে, গৃহস্থদের যে সমস্ত ভিক্ষুকদের পোষণ করার কথা এখানে বলা হয়েছে, তারা যেন পেশাদারী ভিক্ষুক না হয়। যে ভিক্ষুকদের কথা এখানে বলা হয়েছে, তাঁরা হচ্ছেন সন্ন্যাসী এবং ব্রাহ্মণ, যাঁদের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করা গৃহস্থদের কর্তব্য।

শ্লোক ১৩

অন্তর্দেহেষু ভূতানামাত্মাস্তে হরিরীশ্বরঃ ।
সর্বং তদ্ধিষ্ণ্যমীক্ষধ্বমেবং বস্তোষিতো হ্যসৌ ॥ ১৩ ॥

অন্তঃ দেহেষু—দেহের অভ্যন্তরে (হৃদয়ে); **ভূতানাম্**—জীবদের; **আত্মা**—পরমাত্মা; **আস্তে**—নিবাস করে; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **ঈশ্বরঃ**—প্রভু বা পরিচালক; **সর্বম্**—সমস্ত; **তৎ-ধিষ্ণ্যম্**—তাঁর বাসস্থান; **ঈক্ষধ্বম্**—দর্শন করার চেষ্টা করুন; **এবম্**—এইভাবে; **বঃ**—আপনাদের প্রতি; **তোষিতঃ**—সন্তুষ্ট; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অসৌ**—সেই পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান মানুষ-পশু-পক্ষী-বৃক্ষ আদি স্থাবর অথবা জঙ্গম, সমস্ত জীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজমান। তাই আপনারা প্রতিটি প্রাণীকেই সেই ভগবানের অধিষ্ঠান ভূমি বা মন্দির বলে দর্শন করুন। এই প্রকার দর্শনের দ্বারা আপনারা ভগবানকে সন্তুষ্ট করবেন। বৃক্ষরূপী এই সমস্ত জীবদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের হত্যা করা আপনাদের উচিত নয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে এবং সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে প্রতিপন্ন হয়েছে, *ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি*—পরমাত্মা সকলেরই হৃদয়ে অবস্থান করেন। তাই, যেহেতু সকলেরই শরীর হচ্ছে ভগবানের বাসস্থান, সেই জন্য কারও শরীর নষ্ট করা উচিত নয়, কারণ তার ফলে অনর্থক হিংসা করা হয়। তা পরমাত্মার অসন্তোষের কারণ হয়। সোমদেব প্রচেতাদের বলেছিলেন যেহেতু তাঁরা পরমাত্মার সন্তুষ্টি বিধান করার চেষ্টা করেছেন, তাই এখন তাঁকে অসন্তুষ্ট করা তাঁদের উচিত নয়।

শ্লোক ১৪

যঃ সমুৎপতিতং দেহ আকাশান্মন্যুমুলণ্বম্ ।
আত্মজিজ্ঞাসয়া যচ্ছেৎ স গুণানতিবর্ততে ॥ ১৪ ॥

যঃ—যে; **সমুৎপতিতম্**—হঠাৎ জেগে উঠে; **দেহে**—দেহে; **আকাশাৎ**—আকাশ থেকে; **মন্যুম্**—ক্রোধ; **উলণ্বম্**—শক্তিশালী; **আত্ম-জিজ্ঞাসয়া**—আধ্যাত্মিক উপলব্ধি

বা আত্ম-উপলব্ধি সম্বন্ধে অনুসন্ধান দ্বারা; **যচ্ছেৎ**—প্রশমিত করে; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **গুণান্**—জড়া প্রকৃতির গুণ; **অতিবর্ততে**—অতিক্রম করে।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি আত্ম-উপলব্ধির অনুসন্ধানের দ্বারা তাঁর বলবান ক্রোধ যা আকাশ থেকে পড়ার মতো হঠাৎ দেহে জেগে ওঠে, তা সংযত করেন, তিনি জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন।

তাৎপর্য

কেউ যখন ক্রুদ্ধ হয়, তখন সে নিজেকে এবং তার পরিস্থিতি ভুলে যায়, কিন্তু কেউ যদি জ্ঞানের দ্বারা তার সেই স্থিতি যথাযথভাবে বিবেচনা করতে সমর্থ হয়, তা হলে সে জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়। মানুষ সর্বদাই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য ইত্যাদির দাস, কিন্তু কেউ যদি পারমার্থিক উন্নতির ফলে যথেষ্ট আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করতে পারেন, তা হলে তিনি সেগুলি দমন করতে পারেন। যিনি এই প্রকার সংযম শক্তি লাভ করেছেন, তিনি জড়া প্রকৃতির গুণের স্পর্শরহিত হয়ে সর্বদাই চিন্ময় স্তরে অবস্থান করবেন। কেউ যখন পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তখনই কেবল তা সম্ভব হয়। সেই সম্বন্ধে ভগবান *ভগবদ্গীতায়* (১৪/২৬) বলেছেন—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"যিনি ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে আমার সেবা করেন, এবং যিনি কোন অবস্থাতেই অধঃপতিত হন না, তিনিই প্রকৃতির সমস্ত গুণ অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত অবস্থায় উন্নীত হয়েছেন।" কেউ যখন কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তখন তিনি সর্বদাই কাম, ক্রোধ, লোভ, মাৎসর্য ইত্যাদির প্রভাব থেকে মুক্ত থাকবেন। ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করা অবশ্য কর্তব্য, কারণ তা না হলে জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়।

শ্লোক ১৫

অলং দগ্ধৈর্দ্রুমৈর্দীনৈঃ খিলানাং শিবমস্তু বঃ ।
বার্ক্ষী হ্যেষা বরা কন্যা পত্নীত্বে প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ১৫ ॥

অলম্—পর্যাপ্ত, **দগ্ধৈঃ**—দগ্ধ হয়ে; **দ্রুমৈঃ**—বৃক্ষসমূহ; **দীনৈঃ**—দীনহীন; **খিলানাম্**—অবশিষ্ট বৃক্ষসমূহের; **শিবম্**—সৌভাগ্য; **অস্তু**—হোক; **বঃ**—আপনাদের; **বার্ক্ষী**—বৃক্ষদের দ্বারা প্রতিপালিত; **হি**—বস্তুত; **এষা**—এই; **বরা**—শ্রেষ্ঠা; **কন্যা**—কন্যাটিকে; **পত্নীত্বে**—পত্নীরূপে; **প্রতিগৃহ্যতাম্**—গ্রহণ করুন।

অনুবাদ

এই দীন বৃক্ষগুলিকে দহন করার কোন প্রয়োজন নেই। যে সমস্ত বৃক্ষ অবশিষ্ট রয়েছে, তাদের মঙ্গল হোক। আপনাদেরও মঙ্গল হোক। এখন আপনারা বৃক্ষদের দ্বারা পালিতা 'মারিষা' নাম্নী অতি সুন্দরী এবং গুণান্বিতা এই কন্যাটিকে আপনাদের পত্নীরূপে গ্রহণ করুন।

শ্লোক ১৬

ইত্যামন্ত্র্য বরারোহাং কন্যামাপ্সরসীং নৃপ ।
সোমো রাজা যযৌ দত্ত্বা তে ধর্মেণোপযেমিরে ॥ ১৬ ॥

ইতি—এইভাবে; **আমন্ত্র্য**—আমন্ত্রণ করে; **বর-আরোহাম্**—গুরুনিতম্বিনী; **কন্যাম্**—কন্যাটিকে; **আপ্সরসীম্**—এক অপ্সরা থেকে যার জন্ম হয়েছে; **নৃপ**—হে রাজন্; **সোমঃ**—সোমদেব; **রাজা**—রাজা; **যযৌ**—প্রস্থান করেছিলেন; **দত্ত্বা**—প্রদান করে; **তে**—তাঁরা; **ধর্মেণ**—ধর্মনীতি অনুসারে; **উপযেমিরে**—বিবাহ করেছিলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, এইভাবে প্রচেতাদের শান্ত করে, চন্দ্রাধিপতি সোমদেব প্রম্লোচা নাম্নী অপ্সরার অতি সুন্দরী কন্যাটিকে তাঁদের প্রদান করেছিলেন। প্রচেতারা প্রম্লোচার সেই অতি সুন্দরী গুরুনিতম্বিনী কন্যাটিকে ধর্ম অনুসারে বিবাহ করেছিলেন।

শ্লোক ১৭

তেভ্যস্তস্যাং সমভবদ্ দক্ষঃ প্রাচেতসঃ কিল ।
যস্য প্রজাবিসর্গেণ লোকা আপূরিতাস্ত্রয়ঃ ॥ ১৭ ॥

তেভ্যঃ—সেই প্রচেতাদের থেকে; **তস্যাম্**—তার গর্ভে; **সমভবৎ**—উৎপন্ন হয়েছিল; **দক্ষঃ**—দক্ষ, যিনি সন্তান উৎপাদনে সুদক্ষ; **প্রাচেতসঃ**—প্রচেতাদের পুত্র; **কিল**—

বস্তুতপক্ষে; **যস্য**—যাঁর; **প্রজা-বিসর্গেণ**—প্রজা উৎপাদনের দ্বারা; **লোকাঃ**—জগৎ; **আপূরিতাঃ**—পূর্ণ করেছিলেন; **ত্রয়ঃ**—তিন।

অনুবাদ

সেই কন্যার গর্ভে প্রচেতারা দক্ষ নামক একটি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন, যিনি প্রজাসমূহের দ্বারা ত্রিলোক পূর্ণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

স্বায়ম্ভুব মনুর রাজত্বকালে দক্ষের প্রথমে জন্ম হয়, কিন্তু শিবকে নিন্দা করার ফলে দণ্ডস্বরূপ তাঁর মাথা কাটা যায় এবং তার পরিবর্তে ছাগমুণ্ড বসানো হয়। এইভাবে অপমানিত হয়ে তিনি তাঁর দেহ ত্যাগ করেন, এবং চাক্ষুষ নামক ষষ্ঠ মন্বন্তরে তিনি মারিষার গর্ভে দক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকটির উল্লেখ করেছেন—

চাক্ষুষে ত্বন্তরে প্রাপ্তে প্রাক্সর্গে কালবিদ্রুতে ।
যঃ সসর্জ প্রজা ইষ্টাঃ স দক্ষো দৈবচোদিতঃ ॥

"তাঁর পূর্ব শরীর বিনাশের পর, সেই দক্ষ পরমেশ্বর ভগবানের পরম ইচ্ছার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, চাক্ষুষ মন্বন্তরে সমস্ত বাঞ্ছনীয় প্রজা সৃষ্টি করেছিলেন।" (*শ্রীমদ্ভাগবতম্* ৪/৩০/৪৯) এইভাবে দক্ষ তাঁর পূর্ব বৈভব পুনরায় প্রাপ্ত হয়ে, লক্ষ লক্ষ সন্তান-সন্ততি উৎপন্ন করে ত্রিভুবন পূর্ণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৮

যথা সসর্জ ভূতানি দক্ষো দুহিতৃবৎসলঃ ।
রেতসা মনসা চৈব তন্মমাবহিতঃ শৃণু ॥ ১৮ ॥

যথা—যেমন; **সসর্জ**—সৃষ্টি করেছিলেন; **ভূতানি**—জীবদের; **দক্ষঃ**—দক্ষ; **দুহিতৃ-বৎসলঃ**—যিনি তাঁর কন্যাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ; **রেতসা**—শুক্রের দ্বারা; **মনসা**—মনের দ্বারা; **চ**—ও; **এব**—বস্তুত; **তৎ**—তা; **মম**—আমার থেকে; **অবহিতঃ**—মনোযোগ সহকারে; **শৃণু**—শ্রবণ করুন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—দুহিতৃবৎসল প্রজাপতি দক্ষ যেভাবে বীর্য ও মনের দ্বারা প্রজাসমূহ সৃষ্টি করেছিলেন, তা আমার কাছে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন।

তাৎপর্য

দুহিতৃবৎসলঃ শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, সমস্ত প্রজা দক্ষের কন্যাদের থেকে উৎপন্ন হয়েছিল। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, তা থেকে বোঝা যায়, দক্ষের কোন পুত্র ছিল না।

শ্লোক ১৯

মনসৈবাসৃজৎ পূর্বং প্রজাপতিরিমাঃ প্রজাঃ ।
দেবাসুরমনুষ্যাদীন্ নভঃস্থলজলৌকসঃ ॥ ১৯ ॥

মনসা—মনের দ্বারা; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **অসৃজৎ**—সৃষ্টি করেছিলেন; **পূর্বম্**—পূর্বে; **প্রজাপতিঃ**—প্রজাপতি দক্ষ; **ইমাঃ**—এই সমস্ত; **প্রজাঃ**—জীব; **দেব**—দেবতা; **অসুর**—অসুর; **মনুষ্য-আদীন্**—মনুষ্য আদি অন্যান্য জীব; **নভঃ**—আকাশে; **স্থল**—ভূমিতে; **জল**—অথবা জলে; **ওকসঃ**—যাদের বাসস্থান আছে।

অনুবাদ

প্রজাপতি দক্ষ তাঁর মনের দ্বারা প্রথমে দেবতা, অসুর, মানুষ, পক্ষী, পশু, জলচর প্রভৃতি প্রজাবর্গ সৃষ্টি করেন।

শ্লোক ২০

তমবৃংহিতমালোক্য প্রজাসর্গং প্রজাপতিঃ ।
বিন্ধ্যপাদানুপব্রজ্য সোঽচরদ্ দুষ্করং তপঃ ॥ ২০ ॥

তম্—তা; **অবৃংহিতম্**—বৃদ্ধি না করে; **আলোক্য**—দর্শন করে; **প্রজাসর্গম্**—জীবসৃষ্টি; **প্রজাপতিঃ**—প্রজাপতি দক্ষ; **বিন্ধ্যপাদান্**—বিন্ধ্য পর্বতের নিকটবর্তী পর্বতে; **উপব্রজ্য**—গমন করে; **সঃ**—তিনি; **অচরৎ**—সম্পাদন করেছিলেন; **দুষ্করম্**—অত্যন্ত কঠোর; **তপঃ**—তপস্যা।

অনুবাদ

কিন্তু প্রজাপতি দক্ষ যখন দেখলেন যে, তাঁর সৃষ্ট প্রজাসমূহের যথাযথভাবে বৃদ্ধি হচ্ছে না, তখন তিনি বিন্ধ্য পর্বতের নিকটবর্তী কোন একটি পর্বতে গিয়ে দুষ্কর তপস্যা করেছিলেন।

শ্লোক ২১

তত্রাঘমর্ষণং নাম তীর্থং পাপহরং পরম্ ।
উপস্পৃশ্যানুসবনং তপসাতোষয়দ্ধরিম্ ॥ ২১ ॥

তত্র— সেখানে; **অঘমর্ষণম্**— অঘমর্ষণ; **নাম**—নামক; **তীর্থম্**— পবিত্র তীর্থে; **পাপহরম্**— সর্বপ্রকার পাপ বিনাশকারী; **পরম্**—শ্রেষ্ঠ; **উপস্পৃশ্য**— স্নান এবং আচমন করে; **অনুসবনম্**— নিয়মিতভাবে; **তপসা**— তপস্যার দ্বারা; **অতোষয়ৎ**— প্রসন্নতা বিধান করেছিলেন; **হরিম্**— পরমেশ্বর ভগবানের।

অনুবাদ

সেই পর্বতের নিকটে অঘমর্ষণ নামক একটি অতি পবিত্র তীর্থস্থান ছিল। সেখানে প্রজাপতি দক্ষ ত্রিসন্ধ্যা স্নান-আচমনাদি করে তপস্যার দ্বারা শ্রীহরির সন্তুষ্টি বিধান করেছিলেন।

শ্লোক ২২

অস্তৌষীদ্ধংসগুহ্যেন ভগবন্তমধোক্ষজম্ ।
তুভ্যং তদভিধাস্যামি কস্যাতুষ্যদ্ যথা হরিঃ ॥ ২২ ॥

অস্তৌষীৎ— সন্তুষ্টি বিধান করেছিলেন; **হংস-গুহ্যেন**— হংসগুহ্য নামক প্রসিদ্ধ স্তোত্রের দ্বারা; **ভগবন্তম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অধোক্ষজম্**— ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত; **তুভ্যম্**—আপনার কাছে; **তৎ**—তা; **অভিধাস্যামি**— আমি বিশ্লেষণ করব; **কস্য**— প্রজাপতি দক্ষের প্রতি; **অতুষ্যৎ**— তুষ্ট হয়েছিলেন; **যথা**— যেভাবে; **হরিঃ**— ভগবান।

অনুবাদ

হে রাজন, প্রজাপতি দক্ষ যে হংসগুহ্য নামক স্তোত্রের দ্বারা অধোক্ষজ শ্রীহরির সন্তুষ্টি বিধান করেছিলেন, এবং সেই স্তুতির ফলে ভগবান শ্রীহরি যেভাবে দক্ষের প্রতি তুষ্ট হয়েছিলেন, তা আমি আপনার কাছে কীর্তন করব।

তাৎপর্য

এখানে মনে রাখা উচিত যে, *হংসগুহ্য* স্তোত্র দক্ষ রচনা করেননি, তা পূর্বেই বৈদিক শাস্ত্রে বর্তমান ছিল।

শ্লোক ২৩

শ্রীপ্রজাপতিরুবাচ
নমঃ পরায়াবিতথানুভূতয়ে
গুণত্রয়াভাসনিমিত্তবন্ধবে ।
অদৃষ্টধাম্নে গুণতত্ত্ববুদ্ধিভি-
র্নিবৃত্তমানায় দধে স্বয়ম্ভুবে ॥ ২৩ ॥

শ্রী-প্রজাপতিঃ উবাচ—প্রজাপতি দক্ষ বললেন; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণাম; **পরায়**—ইন্দ্রিয়াতীত ভগবানের প্রতি; **অবিতথ**—যথার্থ; **অনুভূতয়ে**—যাঁর চিন্ময় শক্তির দ্বারা তাঁকে উপলব্ধি করা যায়; **গুণ-ত্রয়**—জড়া প্রকৃতির তিন গুণের; **আভাস**—প্রকট জীবদের; **নিমিত্ত**—এবং জড় শক্তির; **বন্ধবে**—নিয়ন্তাকে; **অদৃষ্ট-ধাম্নে**—যাঁকে তাঁর ধামে উপলব্ধি করা যায় না; **গুণ-তত্ত্ব-বুদ্ধিভিঃ**—বদ্ধ জীবদের দ্বারা, যারা তাদের অল্প বুদ্ধির ফলে মনে করে যে, প্রকৃত সত্যকে জড়া প্রকৃতির তিন গুণের প্রকাশের মধ্যে পাওয়া যায়; **নিবৃত্ত-মানায়**—যিনি সমস্ত জড় জাগতিক পরিমাপ ও গণনা অতিক্রম করেছেন; **দধে**—আমি নিবেদন করি; **স্বয়ম্ভুবে**—পরমেশ্বর ভগবানকে, যিনি কোন কারণ থেকে প্রকাশিত হননি।

অনুবাদ

প্রজাপতি দক্ষ বললেন—পরমেশ্বর ভগবান মায়া ও মায়ার দ্বারা উৎপন্ন সমস্ত জড় পদার্থের অতীত। তিনি অব্যভিচারী জ্ঞান ও পরম ইচ্ছাশক্তি সমন্বিত, এবং তিনি জীব ও মায়াশক্তির নিয়ন্তা। বদ্ধ জীবেরা, যারা এই জড় জগৎকে সব কিছু বলে মনে করে, তারা তাঁকে দর্শন করতে পারে না, কারণ তিনি প্রত্যক্ষ আদি প্রমাণের অতীত। তাই তিনি স্বতঃপ্রমাণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং তিনি কোন কারণ থেকে উৎপন্ন হননি। তাঁকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

এখানে ভগবানের ইন্দ্রিয়াতীত দিব্য স্থিতির বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তিনি জড় দর্শন সমন্বিত বদ্ধ জীবের দর্শনযোগ্য নন, কারণ তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না যে, পরমেশ্বর ভগবান জড় ইন্দ্রিয়ের অতীত তাঁর পরম ধামে বিরাজ করেন। কোন জড়বাদী ব্যক্তি ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পরমাণু গণনা করতে সমর্থ হলেও পরমেশ্বর

ভগবানকে জানতে পারবে না। সেই কথা *ব্রহ্ম-সংহিতায়* (৫/৩৪) প্রতিপন্ন হয়েছে—

পন্থাস্তু কোটিশতবৎসরসংপ্রগম্যো
বায়োরথাপি মনসো মুনিপুঙ্গবানাম্ ।
সোঽপ্যস্তি যৎ প্রপদসীম্ন্যবিচিন্ত্যতত্ত্বে
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

বদ্ধ জীব কোটি কোটি বৎসর ধরে তার মনের চিন্তার দ্বারা অথবা মনের বা বায়ুর বেগে ভ্রমণ করেও পরম সত্যকে জানতে পারবে না, কারণ জড়বাদী ব্যক্তিরা পরমেশ্বর ভগবানের অসীম অস্তিত্বের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ কখনই মাপতে পারে না। পরম সত্য যদি পরিমাপের অতীত হন, তা হলে প্রশ্ন উঠতে পারে তাঁকে জানা কিভাবে সম্ভব? তার উত্তরে এখানে বলা হয়েছে *স্বয়ম্ভুবে*—কেউ তাঁকে জানতে পারুক অথবা না পারুক, তিনি তাঁর চিন্ময় শক্তিতে বর্তমান।

শ্লোক ২৪

ন যস্য সখ্যং পুরুষোঽবৈতি সখ্যুঃ
সখা বসন্ সংবসতঃ পুরেঽস্মিন্ ।
গুণো যথা গুণিনো ব্যক্তদৃষ্টে-
স্তস্মৈ মহেশায় নমস্করোমি ॥ ২৪ ॥

ন—না; **যস্য**— যার; **সখ্যম্**— মৈত্রী; **পুরুষঃ**—জীব; **অবৈতি**— জানে; **সখ্যুঃ**—পরম সুহৃদের; **সখা**—বন্ধু; **বসন্**— বাস করে; **সংবসতঃ**—সঙ্গে যে বাস করে তার; **পুরে**— দেহে; **অস্মিন্**—এই; **গুণঃ**— ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিষয়; **যথা**— ঠিক যেমন; **গুণিনঃ**— সেই সেই ইন্দ্রিয়ের; **ব্যক্ত-দৃষ্টেঃ**—যিনি জড় সৃষ্টি পর্যবেক্ষণ করেন; **তস্মৈ**—তাঁকে; **মহা-ঈশায়**—পরম নিয়ন্তাকে; **নমস্করোমি**— আমি প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

(রূপ, রস, স্পর্শ, গন্ধ এবং শব্দ) ইন্দ্রিয়ের এই বিষয়গুলি যেমন জানতে পারে না যে, ইন্দ্রিয়গুলি কিভাবে তাদের অনুভব করে, তেমনি বদ্ধ জীব পরমাত্মার সঙ্গে দেহে নিবাস করলেও বুঝতে পারে না, সমগ্র জড় সৃষ্টির ঈশ্বর কিভাবে সেই পরম পুরুষ জীবের ইন্দ্রিয়গুলি পরিচালনা করেন। সেই পরম নিয়ন্তা পরম পুরুষকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

জীবাত্মা এবং পরমাত্মা একত্রে হৃদয় অভ্যন্তরে বিরাজ করেন। সেই সত্য *উপনিষদে* একটি বৃক্ষে দুটি পক্ষীর বাস করার দৃষ্টান্তের মাধ্যমে প্রতিপন্ন হয়েছে। সেই দুটি পাখির মধ্যে একটি পাখি সেই গাছের ফল খায়, এবং অন্যটি কেবল তার সেই ফল খাওয়া দর্শন করে এবং তাকে পরিচালনা করে। সেই ফল আহার রত পাখিটির সঙ্গে জীবাত্মার এবং সাক্ষীরূপী পাখিটির সঙ্গে পরমাত্মার তুলনা করা হয়েছে। যদিও তারা একসঙ্গে বিরাজ করছে তবুও জীবাত্মা তার সখা পরমাত্মাকে দেখতে পায় না। প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মা জীবের ইন্দ্রিয়ের বিষয়ভোগে তার ইন্দ্রিয়গুলিকে পরিচালিত করে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি যেমন ইন্দ্রিয়গুলিকে দেখতে পায় না, তেমনি বদ্ধ জীব সেই পরিচালক পরমাত্মাকে দেখতে পায় না। বদ্ধ জীবের বাসনা রয়েছে, আর পরমাত্মা তার সেই বাসনাগুলিকে পরিচালনা করেন, কিন্তু বদ্ধ জীব পরমাত্মাকে দেখতে পায় না। তাই প্রজাপতি দক্ষ সেই পরমাত্মাকে দেখতে না পেলেও তাঁকে তাঁর প্রণতি নিবেদন করেছেন। এই সম্পর্কে আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, সাধারণ নাগরিকেরা যদিও সরকারের অধীনে কার্য করে, তবুও তারা বুঝতে পারে না কিভাবে সরকার তাদের পরিচালনা করছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য *স্কন্দ-পুরাণ* থেকে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

যথা রাজ্ঞঃ প্রিয়ত্বং তু ভৃত্যা বেদেন চাত্মনঃ ।
তথা জীবো ন যৎসখ্যং বেত্তি তস্মৈ নমোহস্তু তে ॥

"যেমন একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মচারীরা যার অধীনে কাজ করছে, সেই প্রধান কর্মাধ্যক্ষকে দেখতে পায় না, তেমনি বদ্ধ জীবেরা তাদের দেহাভ্যন্তরে বিরাজমান তাদের পরম সখাকে দেখতে পায় না। তাই আমাদের জড় চক্ষু দ্বারা তাঁকে দেখা না গেলেও তাঁর প্রতি আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

শ্লোক ২৫

দেহোঽসবোঽক্ষা মনবো ভূতমাত্রা-
মাত্মানমন্যং চ বিদুঃ পরং যৎ ।
সর্বং পুমান্ বেদ গুণাংশ্চ তজ্জ্ঞো
ন বেদ সর্বজ্ঞমনন্তমীড়ে ॥ ২৫ ॥

দেহঃ—এই দেহ; **অসবঃ**—প্রাণবায়ু; **অক্ষাঃ**—বিভিন্ন ইন্দ্রিয়; **মনবঃ**—মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার; **ভূত-মাত্রাম্**—পঞ্চ মহাভূত এবং পঞ্চ তন্মাত্র (রূপ, রস, শব্দ

ইত্যাদি); **আত্মানম্**—স্বয়ং; **অন্যম্**—অন্য কোন; **চ**—এবং; **বিদুঃ**—জানে; **পরম্**—ঊর্ধ্বে; **যৎ**—যা; **সর্বম্**—সব কিছু; **পুমান্**—জীব; **বেদ**—জানে; **গুণান্**—জড়া প্রকৃতির গুণ; **চ**—এবং; **তৎ-জ্ঞঃ**—তা জেনে; **ন**—না; **বেদ**—জানে; **সর্বজ্ঞম্**—সর্বজ্ঞকে; **অনন্তম্**—অসীম; **ঈড়ে**—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

যেহেতু দেহ, প্রাণ, অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়, পঞ্চ মহাভূত ও তন্মাত্র (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ) হচ্ছে জড় তত্ত্ব, তাই তারা তাদের স্বীয় প্রকৃতি জানতে পারে না এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয় ও তাদের নিয়ন্তাদের প্রকৃতিও জানতে পারে না। কিন্তু জীব চিন্ময় হওয়ার ফলে, তার দেহ, প্রাণবায়ু, ইন্দ্রিয়, মহাভূত ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহকে জানতে পারে, এবং তাদের মূল স্বরূপ তিন গুণকেও জানতে পারে। জীব যদিও সম্পূর্ণরূপে সেগুলি সম্বন্ধে অবগত, তবুও সে সর্বজ্ঞ অসীম পরম পুরুষকে জানতে পারে না। আমি তাই তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

জড় বৈজ্ঞানিকেরা জড় উপাদান, দেহ, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের বিষয়, এমন কি জীবনীশক্তি নিয়ন্ত্রণকারী প্রাণবায়ুকে পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়ন করতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা এই সবের ঊর্ধ্বে চিন্ময় আত্মাকে জানতে পারে না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, জীব চিন্ময় হওয়ার ফলে সমস্ত জড় বিষয়কে জানতে পারে, অথবা, যখন আত্ম-উপলব্ধি লাভ করে, তখন সে যোগীরা যাঁর ধ্যান করেন, সেই পরমাত্মাকেও জানতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জীব যতই উন্নত হোক না কেন, সে পরম পুরুষ পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে না। কারণ ভগবান হচ্ছেন অনন্ত, অসীম এবং ষড়ৈশ্বর্য সমন্বিত।

শ্লোক ২৬

যদোপরামো মনসো নামরূপ-
রূপস্য দৃষ্টস্মৃতিসম্প্রমোষাৎ ।
য ঈয়তে কেবলয়া স্বসংস্থয়া
হংসায় তস্মৈ শুচিসদ্মনে নমঃ ॥ ২৬ ॥

যদা—সমাধিতে যখন; **উপরামঃ**—সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত; **মনসঃ**—মনের; **নাম-রূপ**—জড়-জাগতিক নাম এবং রূপ; **রূপস্য**—রূপের; **দৃষ্ট**—জাগতিক দৃষ্টির; **স্মৃতি**—এবং স্মৃতির; **সম্প্রমোষাৎ**—বিনাশের ফলে; **যঃ**—যিনি (পরমেশ্বর ভগবান); **ঈয়তে**—অনুভূত হয়; **কেবলয়া**—চিন্ময়; **স্ব-সংস্থয়া**—তাঁর আদি রূপ; **হংসায়**—পরম বিশুদ্ধ যিনি তাঁকে; **তস্মৈ**—তাঁকে; **শুচি-সদ্মনে**—যাঁকে কেবল শুদ্ধ চিন্ময় স্থিতিতে উপলব্ধি করা যায়; **নমঃ**—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

কারও চেতনা যখন স্থূল এবং সূক্ষ্ম জড় অস্তিত্বের কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়, জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থায় যাঁর চিত্ত-বিক্ষেপ হয় না এবং সুষুপ্তিতে যাঁর চিত্তের লয় হয় না, তিনি সমাধি স্তর প্রাপ্ত হন। জড় দর্শন এবং মনের স্মৃতি, যা নাম ও রূপ প্রকাশ করে, তা তখন বিনাশপ্রাপ্ত হয়। এইরূপ সমাধিতে কেবল ভগবান তাঁর সচ্চিদানন্দময় স্বরূপে প্রকাশিত হন। শুদ্ধ চিন্ময় অন্তঃকরণে যাঁকে দর্শন করা যায়, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ভগবৎ উপলব্ধির দুটি স্তর রয়েছে। তার একটিকে বলা হয় *সুজ্ঞেয়ম্* এবং অন্য আর একটিকে বলা হয় *দুর্জ্ঞেয়ম্* । পরমাত্মা উপলব্ধি এবং ব্রহ্ম উপলব্ধি হচ্ছে সুজ্ঞেয়ম্ , কিন্তু ভগবৎ উপলব্ধি হচ্ছে *দুর্জ্ঞেয়ম্* । এখানে বর্ণনা করা হয়েছে, যখন মনের সমস্ত কার্যকলাপ—চিন্তা, অনুভব, ইচ্ছা পরিত্যাগ করা হয়, তখনই কেবল ভগবানকে জানা যায়। অর্থাৎ মনের ক্রিয়া যখনই স্তব্ধ হয়, তখনই কেবল ভগবানকে উপলব্ধি করা যায়। এই চিন্ময় উপলব্ধি সুষুপ্তিরও ঊর্ধ্বে। আমাদের স্থূল বদ্ধ অবস্থায় আমরা আমাদের জড়-জাগতিক অভিজ্ঞতা ও স্মৃতির মাধ্যমে সব কিছু উপলব্ধি করি, এবং সূক্ষ্ম স্তরে স্বপ্নের মাধ্যমে আমরা জগৎকে উপলব্ধি করি। স্বপ্নে স্মৃতি কার্যরত থাকে এবং সেই অনুভূতি হয় সূক্ষ্ম স্তরের। জাগরণের স্থূল অভিজ্ঞতা এবং স্বপ্নের সূক্ষ্ম অভিজ্ঞতার ঊর্ধ্বে হচ্ছে সুষুপ্তি। এই সুষুপ্তির স্তরও অতিক্রম করে সমাধির স্তর লাভ হয়। চেতনা তখন বিশুদ্ধ-সত্ত্ব বা বসুদেব-সত্ত্বে বিরাজ করে এবং তখন পরমেশ্বর ভগবান প্রকাশিত হন।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ—জীব যতক্ষণ স্থূল অথবা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের স্তরে দ্বৈত ভাব সমন্বিত থাকে, ততক্ষণ তার পক্ষে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করা সম্ভব নয়। *সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ*—কিন্তু তার

ইন্দ্রিয়গুলি যখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়, বিশেষ করে তার জিহ্বা যখন হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে এবং সেবা ভাব সমন্বিত হয়ে কৃষ্ণপ্রসাদ আস্বাদন করে, তখন পরমেশ্বর ভগবান তার কাছে প্রকাশিত হন। এই শ্লোকে *শুচিসদ্মনে* শব্দটি তা ইঙ্গিত করে। *শুচি* মানে পবিত্র। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানের সেবা সম্পাদনের ফলে জীবের অস্তিত্ব *শুচিসদ্ম* হয়—সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়। তাই *শুচিসদ্ম* স্তরে যিনি প্রকাশিত হন, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে দক্ষ তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/১৪/৬) থেকে ব্রহ্মার প্রার্থনাটি উল্লেখ করেছেন—*তথাপি ভূমন্ মহিমাগুণস্য তে বিবোদ্ধুমর্হত্যমলান্তরাত্মভিঃ*। "হে ভগবান, যাঁর হৃদয় সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়েছে, তিনিই কেবল আপনার দিব্য গুণাবলী হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন এবং আপনার কার্যকলাপের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।"

শ্লোক ২৭-২৮

মনীষিণোঽন্তর্হৃদি সন্নিবেশিতং
স্বশক্তিভির্নবভিশ্চ ত্রিবৃদ্ভিঃ ।
বহ্নিং যথা দারুণি পাঞ্চদশ্যং
মনীষয়া নিষ্কর্ষন্তি গূঢ়ম্ ॥ ২৭ ॥
স বৈ মমাশেষবিশেষমায়া-
নিষেধনির্বাণসুখানুভূতিঃ ।
স সর্বনামা স চ বিশ্বরূপঃ
প্রসীদতামনিরুক্তাত্মশক্তিঃ ॥ ২৮ ॥

মনীষিণঃ—কর্মকাণ্ড এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী মহাপণ্ডিত ব্রাহ্মণেরা; **অন্তঃ-হৃদি**—তাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে; **সন্নিবেশিতম্**—অবস্থিত; **স্ব-শক্তিভিঃ**—তাঁর চিন্ময় শক্তির দ্বারা; **নবভিঃ**—নয়টি জড় শক্তির দ্বারাও (প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, মন এবং পঞ্চ তন্মাত্র); **চ**—এবং (পঞ্চ মহাভূত এবং দশটি কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়); **ত্রিবৃদ্ভিঃ**—জড়া প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা; **বহ্নিম্**—অগ্নি; **যথা**—যেমন; **দারুণি**—কাঠের ভিতর; **পাঞ্চদশ্যম্**—সামিধেনী মন্ত্রের পনেরটি শ্লোক থেকে উৎপন্ন; **মনীষয়া**—বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা; **নিষ্কর্ষন্তি**—নির্যাস; **গূঢ়ম্**—প্রকাশিত না হলেও; **সঃ**—সেই পরমেশ্বর ভগবান; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **মম**—আমার প্রতি; **অশেষ**—সমস্ত;

বিশেষ—বিবিধ; **মায়া**—মায়াশক্তি; **নিষেধ**—নেতি নেতি পন্থার দ্বারা; **নির্বাণ**—মুক্তির; **সুখ-অনুভূতিঃ**—দিব্য আনন্দের দ্বারা যাঁকে উপলব্ধি করা যায়; **সঃ**—সেই পরমেশ্বর ভগবান; **সর্বনামা**—যিনি সকল নামের উৎস; **সঃ**—সেই পরমেশ্বর ভগবান; **চ**—ও; **বিশ্ব-রূপঃ**—বিরাটরূপ; **প্রসীদতাম্**—তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হোন; **অনিরুক্ত**—অচিন্ত্য; **আত্ম-শক্তিঃ**—সমস্ত চিন্ময় শক্তির উৎস।

অনুবাদ

বৈদিক কর্মকাণ্ডে এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠানে দক্ষ বিদগ্ধ পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণেরা যেমন পঞ্চদশ সামিধেনী মন্ত্রের দ্বারা কাষ্ঠের অন্তঃপ্রদেশে গূঢ়ভাবে অবস্থিত অগ্নিকে প্রকাশ করে বৈদিক মন্ত্রের কার্যকারিতা প্রমাণ করেন, তেমনই যাঁরা প্রকৃতপক্ষে উন্নত চেতনা সমন্বিত, অর্থাৎ কৃষ্ণভাবনাসমন্বিত, তাঁরা হৃদয় অভ্যন্তরে বিরাজমান পরমাত্মাকে লাভ করতে পারেন। হৃদয় জড়া প্রকৃতির তিন গুণ এবং নয়টি উপাদানের দ্বারা (প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, মন ও পঞ্চ তন্মাত্র), এবং পঞ্চ মহাভূত ও দশ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আচ্ছাদিত। ভগবানের বহিরঙ্গা প্রকৃতি এই সপ্তবিংশতি উপাদানের দ্বারা গঠিত। মহান যোগীরা পরমাত্মারূপে হৃদয়ের অন্তঃস্থলে বিরাজমান ভগবানের ধ্যান করেন। সেই পরমাত্মা আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। কেউ যখন জড়া প্রকৃতির অন্তহীন বৈচিত্র্যের বন্ধন থেকে মুক্ত হন, তখনই তিনি পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে পারেন। কেউ যখন ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন তখনি তিনি প্রকৃতপক্ষে এই মুক্তি লাভ করতে পারেন এবং তাঁর সেবাবৃত্তির প্রভাবে ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারেন। সেই ভগবানকে জড় ইন্দ্রিয়ের অগোচর বিবিধ চিন্ময় নামের দ্বারা সম্বোধন করা যায়। সেই পরমেশ্বর ভগবান কখন আমার প্রতি প্রসন্ন হবেন?

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকের টীকায় *দুর্বিজ্ঞেয়ম্* শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ হচ্ছে 'যাঁকে জানা অত্যন্ত কঠিন'। *ভগবদ্গীতায়* (৭/২৮) জীবের বিশুদ্ধ অস্তিত্বের স্তর বর্ণনা করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্ ।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥

"যে সমস্ত পুণ্যবান ব্যক্তির পাপ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়েছে এবং যাঁরা দ্বন্দ্ব ও মোহ থেকে মুক্ত হয়েছেন, তাঁরা দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে আমার ভজনা করেন।"

ভগবদ্গীতায় অন্যত্র (৯/১৪) ভগবান বলেছেন—

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥

"ব্রহ্মচর্যাদি ব্রতে দৃঢ়নিষ্ঠ ও যত্নশীল হয়ে, সেই ভক্তরা সর্বদা আমার মহিমা কীর্তন করে এবং সর্বদা ভক্তিপূর্বক আমার উপাসনা করে।"

সমস্ত জড় বাধা অতিক্রম করার পর পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায়। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৭/৩) বলেছেন—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে ।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥

"হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কদাচিৎ কোন একজন সিদ্ধি লাভের জন্য যত্ন করেন, আর হাজার হাজার সিদ্ধদের মধ্যে কদাচিৎ একজন আমাকে অর্থাৎ আমার ভগবৎ-স্বরূপকে তত্ত্বত অবগত হন।"

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানতে হলে কঠোর তপস্যা করতে হয়, কিন্তু যেহেতু ভগবদ্ভক্তির পন্থা পূর্ণ, তাই এই পন্থা অনুসরণ করার ফলে অনায়াসে ভগবানকে জানার চিন্ময় স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। সেই কথাও *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৫) প্রতিপন্ন হয়েছে, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥

"ভক্তির দ্বারাই কেবল পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায়। এই প্রকার ভক্তির দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে যথাযথভাবে জানার ফলে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করা যায়।"

অতএব এই বিষয়টি যদিও *দুর্বিজ্ঞেয়ম্,* তবুও যদি নির্ধারিত বিধি অনুসরণ করা হয়, তা হলে তা অনায়াসে লাভ করা যায়। *শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ* থেকে শুরু হয় যে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি, তার দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের সংস্পর্শে আসা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *শ্রীমদ্ভাগবতের* (২/৮/৫) একটি শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন—*প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহম্* । শ্রবণ ও কীর্তনের পন্থা হৃদয়ের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করে এবং তার ফলে ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হওয়া যায়। এই পন্থা অনুশীলনের ফলে দিব্য ভগবৎ-প্রেম লাভ হয় এবং তখন ভগবানের অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ এবং লীলা উপলব্ধি করা যায়। পক্ষান্তরে

বলা যায় যে, ভগবদ্ভক্তির দ্বারা ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ভগবানকে দর্শন করতে সক্ষম হন, যদিও সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পথে তাকে বহু বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। এই বাধা-বিপত্তিগুলিও আবার ভগবানের বিভিন্ন শক্তি। সেই সমস্ত বাধা-বিপত্তি অনায়াসে অতিক্রম করে ভগবদ্ভক্ত সরাসরিভাবে ভগবানের সংস্পর্শে আসেন। এই সমস্ত শ্লোকগুলিতে যে সমস্ত বাধা-বিপত্তিগুলি উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলিও আবার ভগবানের বিভিন্ন শক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। ভক্ত যখন ভগবানকে দর্শন করার জন্য আকুল হন, তখন তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন—

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-
স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥

"ওহে নন্দনন্দন! আমি তোমার নিত্য কিঙ্কর (দাস) হয়েও স্বকর্ম-বিপাকে বিষম ভব-সমুদ্রে পড়েছি। তুমি কৃপা করে আমাকে তোমার পাদপদ্মস্থিত ধূলিসদৃশরূপে চিন্তা কর।" ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হয়ে ভগবান তাঁর জড় বাধা-বিপত্তিগুলিকে চিন্ময় সেবায় পরিণত করেন। এই সম্পর্কে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *বিষ্ণু-পুরাণ* থেকে একটি শ্লোকের উল্লেখ করেছেন—

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্বসংস্থিতৌ ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জিতে ॥

জড় জগতে ভগবানের চিন্ময় শক্তি *তাপকরী* বা দুঃখদায়ক রূপে প্রকাশিত হয়েছে। সকলেই সুখ চায়, প্রকৃত সুখ যদিও ভগবানের আনন্দদায়িনী হ্লাদিনী শক্তি থেকে আসছে, কিন্তু জড় জগতে কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে, ভগবানের সেই হ্লাদিনী শক্তি দুঃখ-দুর্দশার কারণে পরিণত হয় (*হ্লাদতাপকরী*)। জড় জগতের যে মিথ্যা সুখ তা দুঃখেরই উৎস মাত্র। কিন্তু যখন সেই সুখের প্রচেষ্টা ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সম্পাদিত হয়, তখন ভগবানের তাপকরী প্রভাবটি দূর হয়ে যায়। এই সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে—কাঠ থেকে আগুন বার করা অবশ্যই অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু আগুন যখন বেরিয়ে আসে, তখন তা সেই কাঠকে ভস্মে পরিণত করে। তেমনি, যারা ভক্তিহীন তাদের পক্ষে ভগবানকে জানা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তের কাছে সব কিছুই সহজ হয়ে যায় এবং তার ফলে তিনি অনায়াসেই ভগবানের সঙ্গে মিলিত হতে পারেন।

এই স্তবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবানের চিন্ময় রূপ জড়া প্রকৃতির অতীত এবং তাই তা অচিন্ত্য। কিন্তু ভক্ত ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন, "হে প্রভু, আমার প্রতি প্রসন্ন হোন যাতে আমি আপনার দিব্য রূপ এবং শক্তি অনায়াসেই দর্শন করতে পারি।" অভক্তেরা নেতি নেতির বিবাদের মাধ্যমে ভগবানকে জানবার চেষ্টা করে। *নিষেধ-নির্বাণ-সুখানুভূতিঃ*—কিন্তু ভগবদ্ভক্ত কেবল ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করার দ্বারা এই প্রকার শ্রমসাপেক্ষ জল্পনা-কল্পনা থেকে মুক্ত হয়ে অনায়াসেই ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারেন।

শ্লোক ২৯

যদ্‌যন্নিরুক্তং বচসা নিরূপিতং
ধিয়াক্ষভির্বা মনসোত যস্য ।
মা ভূৎ স্বরূপং গুণরূপং হি তত্তৎ
স বৈ গুণাপায়বিসর্গলক্ষণঃ ॥ ২৯ ॥

যৎ যৎ—যা কিছু; **নিরুক্তম্**—ব্যক্ত; **বচসা**—বাক্যের দ্বারা; **নিরূপিতম্**—নিশ্চিতরূপে বর্ণিত; **ধিয়া**—তথাকথিত ধ্যান বা বুদ্ধির দ্বারা; **অক্ষভিঃ**—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; **বা**—অথবা; **মনসা**—মনের দ্বারা; **উত**—নিশ্চিতভাবে; **যস্য**—যার; **মা ভূৎ**—না হতে পারে; **স্বরূপম্**—ভগবানের প্রকৃত রূপ; **গুণ-রূপম্**—তিন গুণ সমন্বিত; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **তৎ তৎ**—তা; **সঃ**—সেই পরমেশ্বর ভগবান; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **গুণ-অপায়**—জড়া প্রকৃতির গুণজাত সব কিছুর বিনাশের কারণ; **বিসর্গ**—এবং সৃষ্টির; **লক্ষণঃ**—প্রতিভাত হয়।

অনুবাদ

জড় শব্দের দ্বারা যা কিছু ব্যক্ত হয়, বুদ্ধির দ্বারা যা কিছু নিরূপিত হয় এবং ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা যা কিছু গ্রাহ্য হয় অথবা মনের দ্বারা যা সংকল্পিত হয়, তা সবই জড়া প্রকৃতির গুণের কার্য বলে ভগবানের প্রকৃত স্বরূপের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। পরমেশ্বর ভগবান এই জড় জগতের সৃষ্টির অতীত, কারণ তিনি সমস্ত জড় গুণ এবং সৃষ্টির উৎস। সর্বকারণের পরম কারণরূপে তিনি সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন এবং প্রলয়ের পরেও থাকবেন। আমি তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

যারা ভগবানের নাম, রূপ, গুণ সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করে, তারা কখনও ভগবানকে জানতে পারে না, কারণ তিনি জড় সৃষ্টির অতীত। ভগবান সব কিছুর স্রষ্টা এবং তাই তিনি সৃষ্টির পূর্বেও ছিলেন, অর্থাৎ তাঁর নাম, রূপ এবং গুণ এই জড় জগতে সৃষ্টি হয়নি; সেগুলি নিত্য চিন্ময়। তাই আমাদের জল্পনা-কল্পনা, বাক্য এবং চিন্তার দ্বারা কখনই ভগবানকে জানা সম্ভব নয়। সেই কথা *অতঃ শ্রীকৃষ্ণ নামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ*—শ্লোকটিতে বিশ্লেষিত হয়েছে।

প্রাচেতস বা দক্ষ কোন জড় জগতের ব্যক্তির কাছে প্রার্থনা করেননি, তিনি চিন্ময় পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর প্রার্থনা নিবেদন করেছেন। মূর্খ এবং পাষণ্ডীরাই কেবল মনে করে যে, ভগবান এই জড় জগতের সৃষ্টি। সেই কথা প্রতিপন্ন করে *ভগবদ্গীতায়* (৯/১১) ভগবান নিজেই বলেছেন—

অবজানন্তি মাং মূঢা মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥

"আমি যখন মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হই, তখন মূর্খেরা আমাকে অবজ্ঞা করে। তারা আমার পরম ভাব সম্বন্ধে অবগত নয় এবং তারা আমাকে সর্বভূতের মহেশ্বর বলে জানে না।" তাই, ভগবান যার কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছেন, তার কাছ থেকে এই জ্ঞান প্রাপ্ত হতে হয়। ভগবানের কল্পিত নাম অথবা রূপ সৃষ্টির কোন মূল্য নেই। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য ছিলেন নির্বিশেষবাদী, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বলেছেন, *নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাৎ*—পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ এই জড় জগতের ব্যক্তি নন। নারায়ণকে কখনও জড় উপাধি দেওয়া যায় না, যা কতকগুলি মূর্খ মানুষ 'দরিদ্র নারায়ণ' ইত্যাদি বলার মাধ্যমে করে থাকে। নারায়ণ সর্বদাই জড় সৃষ্টির অতীত। তিনি কিভাবে দরিদ্র-নারায়ণ হবেন? দারিদ্র্য কেবল এই জড় জগতেই দেখা যায়। চিৎ-জগতে কোন দারিদ্র্য নেই। তাই এই দরিদ্র-নারায়ণ ধারণাটি নিছক মনগড়া।

দক্ষ অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে ইঙ্গিত করেছেন যে, জড় উপাধিগুলি কখনও পরম আরাধ্যতম ভগবানের নাম হতে পারে না—*যদ্ যন্নিরুক্তং বচসা নিরূপিতম্*। *নিরুক্ত* হচ্ছে বৈদিক অভিধান। অভিধানের সংজ্ঞা থেকে কখনও ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। ভগবানের উদ্দেশ্যে স্তব করে দক্ষ বলেছেন যে, তিনি চান না যে, কোন জড় নাম অথবা জড় রূপ তাঁর আরাধনার বিষয় হোক। পক্ষান্তরে, তিনি ভগবানের আরাধনা করতে চেয়েছেন, যিনি জড় অভিধান, নাম

ইত্যাদি সৃষ্টির পূর্বেও ছিলেন। *বেদে* প্রতিপন্ন হয়েছে, *যতো বাচ নিবর্তন্তে / অপ্রাপ্য মনসা সহ*—ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ইত্যাদি কোন জড় অভিধানের মাধ্যমে নির্ধারিত করা যায় না। কিন্তু কেউ যখন ভগবানকে জানার চিন্ময় স্তরে উন্নীত হন, তখন তিনি জড় এবং চেতন সব কিছু সম্বন্ধে অবগত হন। আর একটি বৈদিক মন্ত্রে তা প্রতিপন্ন হয়েছে—*তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুম্ এতি।* কেউ যদি কোন না কোন ক্রমে, ভগবানের কৃপায়, ভগবানের চিন্ময় স্থিতি উপলব্ধি করতে পারেন, তা হলে তিনি এই সংসার-চক্র থেকে মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে নিত্য আনন্দময় জীবন লাভ করতে পারেন। সেই কথা প্রতিপন্ন করে ভগবান *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) বলেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্য ধাম লাভ করেন।" কেবল ভগবানকে জানার মাধ্যমে জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির অতীত হওয়া যায়। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/১/৫) শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে উপদেশ দিয়েছেন—

তস্মাদ্ভারত সর্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ ।
শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্ ॥

"হে ভারত, সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে যে মুক্ত হওয়ার বাসনা করে, তাঁকে অবশ্যই পরমাত্মা, পরম নিয়ন্তা এবং সমস্ত দুঃখ হরণকারী পরমেশ্বর ভগবানের কথা শ্রবণ, কীর্তন এবং স্মরণ করতে হবে।"

শ্লোক ৩০

যস্মিন্ যতো যেন চ যস্য যস্মৈ
যদ্ যো যথা কুরুতে কার্যতে চ ।
পরাবরেষাং পরমং প্রাক্ প্রসিদ্ধং
তদ্ ব্রহ্ম তদ্ধেতুরনন্যদেকম্ ॥ ৩০ ॥

যস্মিন্—যাতে (পরমেশ্বর ভগবান অথবা পরম ধাম); **যতঃ**—যা হতে (সব কিছু উদ্ভূত হয়); **যেন**—যাঁর দ্বারা (সব কিছু সম্পন্ন হয়); **চ**—ও; **যস্য**—(সব কিছু)

যাঁর; **যস্মৈ**—যাঁকে (সব কিছু নিবেদন করা হয়); **যৎ**—যা; **যঃ**—যিনি; **যথা**—যেমন; **কুরুতে**—করেন; **কার্যতে**—করান; **চ**—ও; **পর-অবরেষাম্**—জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় অস্তিত্বের; **পরমম্**—পরম; **প্রাক্**—আদি; **প্রসিদ্ধম্**—সকলের পরিচিত; **তৎ**—তা; **ব্রহ্ম**—পরমব্রহ্ম; **তৎ হেতুঃ**—সর্বকারণের পরম কারণ; **অনন্যৎ**—অন্য কোন কারণ নেই; **একম্**—এক এবং অদ্বিতীয়।

অনুবাদ

পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সব কিছুরই পরম আশ্রয় এবং উৎস। সব কিছুই তাঁর দ্বারা সম্পাদিত, সব কিছুই তাঁর এবং সব কিছুই তাঁকে নিবেদন করা হয়। তিনি হচ্ছেন পরম লক্ষ্য, তিনি নিজেই করুন অথবা অন্যদের দিয়েই করান, তিনিই হচ্ছেন পরম কর্তা। উচ্চাবচ বহু কারণ রয়েছে, কিন্তু যেহেতু তিনিই সর্বকারণের পরম কারণ, তাই তিনি পরমব্রহ্ম নামে প্রসিদ্ধ, যিনি সমস্ত কার্য-কারণের পূর্বে বর্তমান ছিলেন। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়, এবং তাঁর কোন কারণ নেই। আমি তাই তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি কারণ, যে কথা *ভগবদ্‌গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে—*অহং সর্বস্য প্রভবঃ।* প্রকৃতির গুণের দ্বারা পরিচালিত এই জড় জগৎও ভগবানের সৃষ্টি এবং তাই এই জড় জগতের সঙ্গে তাঁর এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। যদি এই জড় জগৎ সর্বকারণের পরম কারণ পরমেশ্বর ভগবানের শরীরের অঙ্গ না হত, তা হলে তা পূর্ণ হত না। তাই বলা হয়, *বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।* কেউ যখন জানতে পারেন যে, বাসুদেব হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ, তিনি তখন প্রকৃত মহাত্মায় পরিণত হন।

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/১) ঘোষণা করা হয়েছে—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

"সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি—অনাদি, সকলেরই আদি এবং সকল কারণের কারণ।" পরমব্রহ্ম (*তদ্ ব্রহ্ম*) সর্বকারণের পরম কারণ, কিন্তু তাঁর কোন কারণ নেই। *অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্*—গোবিন্দ বা শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সর্বকারণের আদি কারণ, কিন্তু তাঁর কোন কারণ নেই, যেহেতু তিনি গোবিন্দরূপে নিত্য বিরাজমান। গোবিন্দ তাঁর অসংখ্য রূপ প্রকাশ করেন, কিন্তু

তা সত্ত্বেও তাঁরা সকলেই এক। সেই কথা মধ্বাচার্য প্রতিপন্ন করেছেন, *অনন্যঃ সদৃশাভাবাদ্ একো রূপাদ্যভেদতঃ*—শ্রীকৃষ্ণের কোন কারণ নেই এবং তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই। তিনি এক, কারণ তাঁর স্বাংশ এবং বিভিন্নাংশ রূপ তাঁর থেকে অভিন্ন।

শ্লোক ৩১

যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ
বিবাদসংবাদভুবো ভবন্তি ।
কুর্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং
তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে ॥ ৩১ ॥

যৎ-শক্তয়ঃ—যাঁর অনন্ত শক্তি; **বদতাম্**—বিভিন্ন দর্শন বলে; **বাদিনাম্**—বক্তাদের; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **বিবাদ**—বিবাদের; **সংবাদ**—এবং সংবাদের; **ভুবঃ**—কারণ; **ভবন্তি**—হয়; **কুর্বন্তি**—সৃষ্টি করে; **চ**—এবং; **এষাম্**—এই সমস্ত মতবাদের; **মুহুঃ**—নিরন্তর; **আত্মমোহম্**—আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভ্রান্তি; **তস্মৈ**—তাঁকে; **নমঃ**—আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি; **অনন্ত**—অসীম; **গুণায়**—চিন্ময় গুণ সমন্বিত; **ভূম্নে**—সর্বব্যাপ্ত ভগবানকে।

অনুবাদ

আমি সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবানকে আমার প্রণতি নিবেদন করি, যিনি অনন্ত চিন্ময় গুণ সমন্বিত। সমস্ত দার্শনিকদের হৃদয়-অভ্যন্তর থেকে যিনি বিভিন্ন মতবাদ সৃষ্টি করেন, তাঁরই প্রভাবে তারা তাদের নিজেদের আত্মাকে ভুলে যায় এবং তার ফলে কখনও তাদের মধ্যে বিবাদ হয় আবার কখনও ঐক্য হয়। এইভাবে তিনি এই জড় জগতে এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন, যার ফলে তারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না। আমি তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

অনাদি কাল ধরে অথবা জড় জগৎ সৃষ্টির সময় থেকে বদ্ধ জীবেরা বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের সৃষ্টি করেছে, কিন্তু ভক্তেরা জানেন যে, সেই মতবাদের কোনটিই সত্য নয়। সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় সম্বন্ধে অভক্তদের বিভিন্ন ধারণা রয়েছে, তাই তাদের বলা হয় বাদী এবং প্রতিবাদী। মহাভারতের বর্ণনা থেকে জানা

যায় যে, নানা মুনির নানা মত—

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না ।
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্ ॥

মুনিদের কাজ হচ্ছে অন্য মুনিদের সঙ্গে ভিন্ন মত হওয়া; তা না হলে, পরম কারণ নির্ণয়ের ব্যাপারে এতগুলি বিরুদ্ধ মতবাদ কেন হবে?

দর্শনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরম কারণ নির্ধারণ করা। সেই সম্বন্ধে *বেদান্ত-সূত্রে* অত্যন্ত সংগতভাবে বলা হয়েছে, *অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা*—মানব-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরম কারণ সম্বন্ধে অবগত হওয়া। ভগবদ্ভক্তেরা স্বীকার করেন যে, পরম কারণ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। এই সিদ্ধান্ত সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে সমর্থিত হয়েছে এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ঘোষণা করেছেন, *অহং সর্বস্য প্রভবঃ*—"আমি সব কিছুর উৎস।" সব কিছুর পরম কারণ উপলব্ধি সম্বন্ধে ভগবদ্ভক্তদের কোন সমস্যা নেই, কিন্তু অভক্তদের বহু বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তের সম্মুখীন হতে হয়, কারণ সকলেই তার মনগড়া মতবাদ সৃষ্টি করে সেটিকেই সর্বোচ্চ দর্শন বলে প্রতিপন্ন করতে চায়। ভারতবর্ষে বহু দার্শনিক মতবাদ রয়েছে, যেমন দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী, বৈশেষিক, মীমাংসক, মায়াবাদী, স্বভাববাদী ইত্যাদি, এবং তারা একে অপরের বিরোধী। তেমনই, পাশ্চাত্য দেশগুলিতে সৃষ্টি, জীবন, পালন এবং লয় সম্বন্ধে বিভিন্ন দার্শনিকদের বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে। এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে, সারা পৃথিবী জুড়ে অসংখ্য দার্শনিক মতবাদ রয়েছে এবং তারা পরস্পর বিবাদমান।

কেউ প্রশ্ন করতে পারে, দর্শনের পরম লক্ষ্য যদি এক হয়, তা হলে এত মতবাদ কেন। নিঃসন্দেহে পরম কারণ এক—যিনি হচ্ছেন পরমব্রহ্ম। সেই সম্বন্ধে অর্জুন *ভগবদ্গীতায়* (১০/১২) শ্রীকৃষ্ণকে বলেছেন—

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ ।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥

"অর্জুন বললেন—তুমি পরমব্রহ্ম, পরম ধাম, পরম পবিত্র, পরম পুরুষ, নিত্য আদি দেব, অজ ও বিভু।" অভক্ত মনোধর্মীরা কিন্তু সর্বকারণের পরম কারণকে স্বীকার করে না। যেহেতু তারা আত্মা সম্বন্ধে অজ্ঞ এবং বিমোহিত, তাই তাদের কারও কারও আত্মা সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণা থাকলেও তাদের মধ্যে স্বভাবতই মতভেদ হয় এবং সেই জন্য তারা চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না। এই সমস্ত মনোধর্মী জল্পনাকল্পনা-কারিগণ ভগবানের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১৬/১৯-২০) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥

"সেই বিদ্বেষী, ক্রূর এবং নরাধমদের আমি এই সংসারেই অশুভ আসুরী যোনিতে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করি। হে অর্জুন, অসুরযোনি প্রাপ্ত হয়ে সেই মূঢ় ব্যক্তিরা জন্মে জন্মে আমাকে লাভ করতে অক্ষম হয়ে তার থেকেও অধম গতি প্রাপ্ত হয়।" যেহেতু তারা ভগবানের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ, তাই অভক্তেরা জন্ম-জন্মান্তরে আসুরিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। তারা ভগবানের চরণে মহা অপরাধী এবং তাদের সেই অপরাধের ফলে তারা সর্বদা মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকে। *কুর্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহম্*—ভগবান তাদের অজ্ঞানের অন্ধকারে (*আত্মমোহম্*) আচ্ছন্ন করে রাখেন।

শ্রীল ব্যাসদেবের পিতা পরাশর মুনি ভগবানের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে বলেছেন—

জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্যবীর্যতেজাংস্যশেষতঃ ।
ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ ॥

আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষেরা ভগবানের চিন্ময় গুণ, রূপ, লীলা, বীর্য, জ্ঞান এবং ঐশ্বর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, যা সব রকম জড় কলুষ থেকে মুক্ত (*বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ*)। এই সমস্ত মনোধর্মী মানুষেরা ভগবানের অস্তিত্বের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। *জগদাহুরনীশ্বরম্*—তাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, এই জড় জগতের কোন নিয়ন্তা নেই, এখানে সব কিছু আপনা থেকেই হচ্ছে। এইভাবে তারা জন্ম-জন্মান্তর ধরে অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকে এবং সর্বকারণের পরম কারণকে জানতে পারে না। সেই জন্যই এত মনোধর্মী দার্শনিক সম্প্রদায় রয়েছে।

শ্লোক ৩২

অস্তীতি নাস্তীতি চ বস্তুনিষ্ঠয়ো-
রেকস্থয়োর্ভিন্নবিরুদ্ধধর্মণোঃ ।
অবেক্ষিতং কিঞ্চন যোগসাংখ্যয়োঃ
সমং পরং হ্যনুকূলং বৃহত্তৎ ॥ ৩২ ॥

অস্তি—আছে; **ইতি**—এই প্রকার; **ন**—না; **অস্তি**—আছে; **ইতি**—এই প্রকার; **চ**—এবং; **বস্তু-নিষ্ঠয়োঃ**—মূল কারণের জ্ঞান প্রবর্তনকারী; **একস্থয়োঃ**—ব্রহ্মকে প্রতিষ্ঠা করে একই বিষয়বস্তু; **ভিন্ন**—ভিন্ন ভিন্ন; **বিরুদ্ধ-ধর্মণোঃ**—বিরোধী গুণাবলী; **অবেক্ষিতম্**—উপলব্ধি করে; **কিঞ্চন**—কিছু; **যোগ-সাংখ্যয়োঃ**—যোগ এবং সাংখ্য দর্শনের; **সমম্**—সেই; **পরম্**—পরম; **হি**—বস্তুত; **অনুকূলম্**—নিবাসস্থান; **বৃহৎ তৎ**—সেই পরম কারণ।

অনুবাদ

দুটি পক্ষ রয়েছে—আস্তিক এবং নাস্তিক। আস্তিকেরা, যারা পরমাত্মাকে বিশ্বাস করে, তারা যোগের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক কারণের অনুসন্ধান করে। কিন্তু সাংখ্যবাদীরা, যারা কেবল জড় উপাদানের বিশ্লেষণ করে, তারা নির্বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে ভগবান, পরমাত্মা এমন কি ব্রহ্মকেও পরম কারণরূপে স্বীকার করে না। পক্ষান্তরে, তারা জড়া প্রকৃতির অনাবশ্যক বহিরঙ্গা ক্রিয়াকলাপে মগ্ন থাকে। কিন্তু, চরমে উভয় পক্ষই এক পরম সত্যকে স্বীকার করে, কারণ বিরুদ্ধ মতবাদ পোষণ করলেও তাদের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই পরম কারণ। তারা উভয়েই সেই পরমব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। সেই পরমব্রহ্মকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে এই বিচারের দুটি পক্ষ রয়েছে। কেউ বলে যে, পরম সত্য নিরাকার এবং অন্যেরা বলে যে, পরম সত্য সাকার। তাই উভয় ক্ষেত্রেই 'আকার' মূল বিষয় হওয়ার ফলে, উভয় আলোচনার বিষয়বস্তু এক, যদিও কেউ তার অস্তিত্ব স্বীকার করে এবং অন্যেরা করে না। ভক্তেরা যেহেতু বিবেচনা করেন যে, উভয় ক্ষেত্রেই 'আকার'-এর প্রশ্ন রয়েছে, এবং তাই তাঁরা সেই আকারের উদ্দেশ্যে তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেন। অন্যেরা পরমতত্ত্বের আকার আছে কি নেই, তা নিয়ে তাঁদের তর্ক চালিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু ভক্তরা সেইভাবে তাঁদের কালক্ষয় করেন না।

এই শ্লোকে *যোগসাংখ্যয়োঃ* শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। *যোগ* মানে হচ্ছে ভক্তিযোগ, কারণ যোগীরাও সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মাকে স্বীকার করেন এবং তাঁদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে সেই পরমাত্মাকে দর্শন করার চেষ্টা করেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১২/১৩/১) বর্ণনা করা হয়েছে—*ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনঃ*। ভক্তেরা সরাসরিভাবে ভগবানের সংস্পর্শে আসার চেষ্টা করেন, কিন্তু

যোগীরা ধ্যানের মাধ্যমে তাঁদের হৃদয়ে পরমাত্মাকে খোঁজার চেষ্টা করেন। এইভাবে, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে, যোগের অর্থ হচ্ছে ভক্তিযোগ। কিন্তু সাংখ্য মানে হচ্ছে মনোধর্মী জ্ঞানের মাধ্যমে সৃষ্টির ভৌতিক বিশ্লেষণ। তা সাধারণত জ্ঞানশাস্ত্র নামে পরিচিত। সাংখ্যবাদীরা নির্বিশেষ ব্রহ্মে আসক্ত। কিন্তু পরম সত্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে—*ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে*—পরম সত্য এক, কিন্তু কেউ তাঁকে নির্বিশেষ ব্রহ্ম, কেউ সর্বান্তর্যামী পরমাত্মা এবং কেউ তাঁকে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান বলে স্বীকার করেন। কিন্তু মূল বিষয় হচ্ছে পরম সত্য।

নির্বিশেষবাদী এবং সর্বেশ্বরবাদীরা যদিও পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করে, তবু তারা সেই এক পরমব্রহ্ম বা পরম সত্যেরই উপাসক। যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—*কৃষ্ণং পিশঙ্গাম্বরম্ অম্বুজেক্ষণং চতুর্ভুজং শঙ্খগদাদ্যুদায়ুধম্* । এইভাবে ভগবানের দেহের সৌন্দর্য, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং বসন-ভূষণের সৌন্দর্য বর্ণনা করা হয়েছে। সাংখ্য শাস্ত্রে কিন্তু ভগবানের চিন্ময় রূপের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়েছে। সাংখ্য শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, সেই পরম সত্যের হাত নেই, পা নেই এবং নাম নেই—*হ্যনামরূপগুণপাণিপাদম্ অচক্ষুরশ্রোত্রম্ একম্ অদ্বিতীয়ম্ অপি নামরূপাদিকং নাস্তি* । বৈদিক মন্ত্রে বলা হয়েছে, *অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা*—সেই পরমব্রহ্মের হাত নেই, পা নেই, কিন্তু তবুও তাঁর উদ্দেশ্যে যা কিছু নিবেদন করা হয়, তা তিনি গ্রহণ করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের উক্তির মাধ্যমে স্বীকার করা হয় যে, সেই পরম সত্যের হাত আছে, পা আছে, কিন্তু তাঁর সেই হাত পা জড় নয়। এই পরমতত্ত্বকে বলা হয় অপ্রাকৃত। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ রয়েছে, কিন্তু সেই রূপ জড় নয়, তা নিত্য, জ্ঞানময় এবং আনন্দময়। সাংখ্যবাদী বা জ্ঞানীরা ভগবানের জড়রূপ অস্বীকার করে, আবার ভক্তেরা ভালভাবেই জানেন যে, পরম সত্য ভগবানের কোন জড় রূপ নেই।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

"সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি—অনাদি, সকলেরই আদি এবং সকল কারণের কারণ।" ব্রহ্মের হাত-পা রয়েছে এবং ব্রহ্মের হাত-পা নেই, এই মতবাদ দুটি আপাতদৃষ্টিতে বিরোধী হলেও তারা উভয়েই ব্রহ্মকে নিয়েই বিচার করছে। তাই এখানে ব্যবহৃত *বস্তুনিষ্ঠয়োঃ* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, যোগী এবং সাংখ্য উভয়েই বাস্তবকে বিশ্বাস করে। কিন্তু তাদের তর্কের কারণ হচ্ছে যে, তারা জড় এবং চিন্ময় এই দুটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাঁকে দর্শন করছে। পরব্রহ্ম বা বৃহৎ হচ্ছে উভয়েরই বিষয়বস্তু। সাংখ্য জ্ঞানী এবং যোগী উভয়েই সেই ব্রহ্মে অবস্থিত, কিন্তু ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দর্শন করছে বলে তাদের এই মতভেদ।

ভক্তিশাস্ত্রে যে সিদ্ধান্ত ব্যক্ত হয়েছে, সেটিই হচ্ছে প্রকৃত সিদ্ধান্ত, কারণ *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন, *ভক্ত্যা মাম্ অভিজানাতি*—"ভক্তির দ্বারাই কেবল আমাকে জানা যায়।" ভক্তেরা জানেন যে, পরমব্রহ্মের কোন জড় রূপ নেই, কিন্তু জ্ঞানীরা কেবল জড় রূপকে অস্বীকার করে। তাই ভক্তিমার্গের আশ্রয় অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য; তা হলে সব কিছুই স্পষ্ট হয়ে যাবে। জ্ঞানীরা ভগবানের বিরাটরূপের ধ্যান করে। প্রাথমিক স্তরে সেটি করা ভাল, কারণ যারা ঘোর জড়বাদী, তারা শুরুতে সেই বিরাটরূপের মাধ্যমে ভগবানকে জানতে চেষ্টা করে, কিন্তু সব সময়ই বিরাটরূপের চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই। অর্জুনকে যখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বিরাটরূপ প্রদর্শন করেছিলেন, তখন অর্জুন তা দর্শন করেছিলেন, কিন্তু অর্জুন তা সব সময় দর্শন করতে চাননি। তাই তিনি ভগবানের কাছে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর আদি দ্বিভুজ কৃষ্ণরূপ প্রদর্শন করতে। মূলত, যাঁরা যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী, তাঁরা ভগবানের চিন্ময় রূপের (*ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ*) উপর ভগবদ্ভক্তদের ধ্যানে কোন বৈষম্য দেখেন না। এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন যে, নির্বোধ অভক্তেরা মনে করে, তাদের সিদ্ধান্তই হচ্ছে চরম কিন্তু ভক্তেরা যেহেতু পূর্ণ তত্ত্ববেত্তা, তাই তাঁরা বুঝতে পারেন যে, দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্যের ফলে দর্শনের তারতম্য হয়, কিন্তু চরম লক্ষ্য হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান।

শ্লোক ৩৩

যোঽনুগ্রহার্থং ভজতাং পাদমূল-
মনামরূপো ভগবাননন্তঃ ।
নামানি রূপাণি চ জন্মকর্মভি-
র্ভেজে স মহ্যং পরমঃ প্রসীদতু ॥ ৩৩ ॥

যঃ—যিনি (পরমেশ্বর ভগবান); **অনুগ্রহার্থম্**—তাঁর অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করার জন্য; **ভজতাম্**—নিরন্তর সেবা রত ভক্তদের প্রতি; **পাদ-মূলম্**—তাঁর শ্রীপাদপদ্মে; **অনাম**—যাঁর কোন জড় নাম নেই; **রূপঃ**—অথবা জড় রূপ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অনন্তঃ**—অসীম, সর্বব্যাপ্ত এবং নিত্য; **নামানি**—দিব্য নাম; **রূপাণি**—তাঁর চিন্ময় রূপ; **চ**—ও; **জন্ম-কর্মভিঃ**—তাঁর দিব্য জন্ম এবং কর্মসহ; **ভেজে**—প্রকাশিত হন; **সঃ**—তিনি; **মহ্যম্**—আমার প্রতি; **পরমঃ**—পরম; **প্রসীদতু**—প্রসন্ন হন।

অনুবাদ

অচিন্ত্য ঐশ্বর্যসম্পন্ন ভগবান জড় নাম, রূপ এবং কার্যকলাপ রহিত। তিনি সর্বব্যাপ্ত এবং তাঁর শ্রীপাদপদ্মের সেবারত ভক্তদের প্রতি বিশেষভাবে কৃপাময়। তাই তিনি তাঁর ভক্তদের কাছে তাঁর বিবিধ লীলার মাধ্যমে তাঁর চিন্ময় নাম এবং রূপ প্রকাশ করেন। সেই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পরমেশ্বর ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হন।

তাৎপর্য

এখানে বিশেষ মাহাত্ম্যপূর্ণ *অনামরূপঃ* শব্দটি প্রসঙ্গে শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলেছেন, *প্রাকৃত-নাম-রূপ-রহিতোঽপি*। *অনাম* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, পরমেশ্বর ভগবানের কোন জড় নাম নেই। অজামিল তাঁর পুত্রকে সম্বোধন করে নারায়ণ নাম উচ্চারণের ফলে মুক্তি লাভ করেছিলেন। তা থেকে বোঝা যায় যে, নারায়ণ কোন জড় নাম নয়, তা জড়াতীত। তাই *অনাম* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, ভগবানের নাম এই জড় জগতের বস্তু নয়। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন জড় শব্দ নয় এবং তেমনই ভগবানের রূপ, তাঁর আবির্ভাব ও কার্যকলাপ সবই চিন্ময়। তাঁর ভক্তদের প্রতি এবং এমন কি অভক্তদের প্রতিও তাঁর অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করার জন্য পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই জড় জগতে আবির্ভূত হয়ে তাঁর চিন্ময় নাম, রূপ ও লীলা প্রদর্শন করেন। যে সমস্ত নির্বোধ মানুষেরা তা বুঝতে পারে না, তারা মনে করে যে ভগবানের নাম, রূপ এবং লীলা জড়, এবং তাই তারা তাঁর নাম এবং রূপকে অস্বীকার করে।

অভক্তদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, ভগবানের কোন নাম নেই এবং ভক্তদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে ভগবানের নাম জড় নয়। এই দুটি সিদ্ধান্ত যদি গভীরভাবে বিচার করা যায়, তা হলে দেখা যায় যে, এই দুটি সিদ্ধান্তই বস্তুতপক্ষে এক। পরমেশ্বর ভগবানের কোন জড় নাম, রূপ, জন্ম, আবির্ভাব বা তিরোভাব নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৪/৬) বলা হয়েছে—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্ ।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥

ভগবান যদিও অজ এবং তাঁর শরীরে কখনও কোন ভৌতিক পরিবর্তন হয় না, তবুও তিনি শুদ্ধসত্ত্বে বিরাজ করে অবতরণ করেন। এইভাবে তিনি তাঁর দিব্য রূপ, নাম এবং কার্যকলাপ প্রদর্শন করেন। সেটি তাঁর ভক্তদের প্রতি তাঁর বিশেষ কৃপা। অন্যেরা ভগবানের রূপ আছে কি নেই তা নিয়ে তর্ক করতে পারে, কিন্তু

ভক্ত যখন ভগবানের কৃপার প্রভাবে প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে দর্শন করেন, তখন তিনি চিন্ময় আনন্দে মগ্ন হন।

বুদ্ধিহীন মানুষেরা বলে যে, ভগবান কোন কিছু করেন না। প্রকৃতপক্ষে তাঁর করণীয় কিছু নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁকে সব কিছু করতে হয়, কারণ তাঁর অনুমোদন ব্যতীত কেউই কোন কিছু করতে পারে না। তিনি যে কিভাবে কার্য করেন এবং তাঁরই পরিচালনায় সমগ্র জড়া প্রকৃতি যে কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে, তা বুদ্ধিহীন মানুষেরা বুঝতে পারে না। তাঁর বিভিন্ন শক্তি নিখুঁতভাবে কার্য করে চলে।

ন তস্য কার্যং করণং চ বিদ্যতে
ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥

(*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* ৬/৮)

তাঁর করণীয় কিছু নেই, কারণ যেহেতু তাঁর শক্তিগুলি পূর্ণ, তাই তাঁর ইচ্ছা মাত্রই সব কিছু তৎক্ষণাৎ সম্পাদিত হয়ে যায়। যাদের কাছে ভগবান প্রকাশিত নন, তারা দেখতে পায় না কিভাবে তিনি কার্য করেন, এবং তাই তারা মনে করে যে, যদি ভগবান থাকেনও তবুও তাঁর করণীয় কিছু নেই অথবা তাঁর কোন বিশেষ নাম নেই।

প্রকৃতপক্ষে ভগবানের চিন্ময় কার্যকলাপের জন্য তাঁর নাম পূর্বেই রয়েছে। ভগবানকে কখনও কখনও বলা হয় *গুণ-কর্ম-নাম,* কারণ তাঁর চিন্ময় কার্যকলাপ অনুসারে তাঁর নামকরণ হয়। যেমন, *কৃষ্ণ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'সর্বাকর্ষক'। এটি ভগবানের নাম, কারণ তাঁর চিন্ময় গুণাবলী তাঁকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে। একটি শিশুরূপে তিনি গিরি-গোবর্ধন ধারণ করেছিলেন এবং তাঁর শৈশবে তিনি বহু অসুরদের সংহার করেছিলেন। এই সমস্ত কার্যকলাপ অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং তাই তাঁকে কখনও কখনও গিরিধারী, মধুসূদন, অঘনিসূদন ইত্যাদি নামে সম্বোধন করা হয়। যেহেতু তিনি নন্দ মহারাজের পুত্ররূপে লীলাবিলাস করেছিলেন, তাই তাঁর নাম নন্দতনুজ। এই সমস্ত নামগুলি চিরকালই রয়েছে, কিন্তু যেহেতু অভক্তেরা ভগবানের নাম বুঝতে পারে না, তাই তাঁকে কখনও কখনও *অনাম* বলা হয়। তার অর্থ হচ্ছে যে, তাঁর কোন জড় নাম নেই। তাঁর সমস্ত কার্যকলাই চিন্ময় এবং তাই তিনি চিন্ময় নাম সমন্বিত।

সাধারণত, বুদ্ধিহীন মানুষেরা মনে করে যে, ভগবানের কোন রূপ নেই। তাই তিনি তাঁর আদি *সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ* কৃষ্ণস্বরূপে আবির্ভূত হয়ে সাধুদের পরিত্রাণের জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশের জন্য (*পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্*) লীলাবিলাস করেন এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করেন। সেটি তাঁর কৃপা। যারা মনে করে যে, তাঁর কোন রূপ নেই এবং করণীয় কোন কার্য নেই, কিন্তু তাঁর রূপ এবং করণীয় কার্য যে রয়েছে, তাদের কাছে তা প্রদর্শন করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ আসেন। তিনি এমনই মহিমান্বিতভাবে কার্যকলাপ করেন যে, সেই প্রকার অসাধারণ কার্য অন্য কেউ করতে পারে না। যদিও তিনি একজন মানুষের মতো আবির্ভূত হয়েছিলেন, তবুও তিনি ১৬,১০৮ মহিষী বিবাহ করেছিলেন, যা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। ভগবান এইভাবে কার্যকলাপ করেন, যাতে মানুষ বুঝতে পারে তিনি কত মহান, কত কৃপাময়, কত স্নেহপরায়ণ। যদিও তাঁর আদি নাম কৃষ্ণ (*কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্*), তবুও তিনি অনন্তভাবে কার্য করেন এবং তাই তাঁর কার্যকলাপ অনুসারে তাঁর অনন্ত নাম রয়েছে।

শ্লোক ৩৪

যঃ প্রাকৃতৈর্জ্ঞানপথৈর্জনানাং
যথাশয়ং দেহগতো বিভাতি ।
যথানিলঃ পার্থিবমাশ্রিতো গুণং
স ঈশ্বরো মে কুরুতাং মনোরথম্ ॥ ৩৪ ॥

যঃ—যিনি; **প্রাকৃতৈঃ**—নিম্ন স্তরের; **জ্ঞান-পথৈঃ**—উপাসনা মার্গের দ্বারা; **জনানাম্**—জীবদের; **যথা-আশয়ম্**—বাসনা অনুসারে; **দেহ-গতঃ**—হৃদয়ে অবস্থিত; **বিভাতি**—প্রকাশিত হন; **যথা**—যেমন; **অনিলঃ**—বায়ু; **পার্থিবম্**—পৃথিবীর; **আশ্রিতঃ**—প্রাপ্ত হয়ে; **গুণম্**—গুণ (যেমন গন্ধ এবং বর্ণ); **সঃ**—তিনি; **ঈশ্বরঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **মে**—আমার; **কুরুতাম্**—পূর্ণ করুন; **মনোরথম্**—(ভগবদ্ভক্তির) বাসনা।

অনুবাদ

বায়ু যেমন ফুলের গন্ধ গ্রহণ করে সেই গন্ধবিশিষ্ট হয় অথবা ধূলি মিশ্রিত হয়ে সেই বর্ণবিশিষ্ট হয়, তেমনই ভগবানও জীবের বাসনা অনুসারে নিম্ন স্তরের উপাসনা মার্গে, তাঁর আদি রূপে প্রকাশিত না হয়ে দেবতারূপে প্রকাশিত হন। সেই সমস্ত অন্য রূপের কি প্রয়োজন? আদি পুরুষ ভগবান কৃপাপূর্বক আমার বাসনা পূর্ণ করুন।

তাৎপর্য

নির্বিশেষবাদীরা বিভিন্ন দেবতাদের ভগবানের রূপ বলে কল্পনা করে। যেমন, মায়াবাদীরা পাঁচজন দেবতার উপাসনা করে (*পঞ্চোপাসনা*)। তারা প্রকৃতপক্ষে ভগবানের রূপে বিশ্বাস করে না, কিন্তু পূজা করার জন্য তারা ভগবানের রূপ কল্পনা করে। সাধারণত তারা বিষ্ণু, শিব, গণেশ, সূর্য এবং দুর্গা—এই পাঁচটি রূপের কল্পনা করে। দক্ষ কিন্তু কোন কল্পিত রূপের উপাসনা করতে চাননি, তিনি শ্রীকৃষ্ণের পরম স্বরূপের উপাসনা করতে চেয়েছিলেন।

সেই সম্পর্কে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর পরমেশ্বর ভগবান এবং সাধারণ জীবের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। যা পূর্ববর্তী একটি শ্লোকে সূচিত হয়েছে, *সর্বং পুমান্ বেদ গুণাংশ্চ তজ্জ্ঞো ন বেদ সর্বজ্ঞমনন্তমীড়ে*—সর্বশক্তিমান ভগবান সর্বজ্ঞ, কিন্তু জীব ভগবানকে প্রকৃতপক্ষে জানে না। সেই সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* বলেছেন, "আমি সব কিছু জানি কিন্তু কেউ আমাকে জানে না।" এটিই ঈশ্বর এবং জীবের মধ্যে পার্থক্য। *শ্রীমদ্ভাগবতে* কুন্তীদেবী তাঁর প্রার্থনায় বলেছেন, "হে ভগবান, আপনি সব কিছুর অন্তরে এবং বাইরে রয়েছেন, তবুও কেউই আপনাকে দেখতে পায় না।"

বদ্ধ জীবেরা তাদের মনোধর্মী জ্ঞানের দ্বারা অথবা কল্পনার দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে না। তাই ভগবানের কৃপার দ্বারাই ভগবানকে জানতে হয়। তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন, কিন্তু জল্পনা-কল্পনার দ্বারা তাঁকে জানা যায় না। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/১৪/২৯) উল্লেখ করা হয়েছে—

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি ।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥

"হে ভগবান, কেউ যদি আপনার শ্রীপাদপদ্মের কৃপালেশের দ্বারা অনুগৃহীত হন, তা হলে তিনি আপনার মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। কিন্তু যারা অনুমান করে, তারা বহু বছর ধরে বেদ অধ্যয়ন করা সত্ত্বেও, আপনাকে জানতে পারে না।"

এটিই হচ্ছে শাস্ত্রের উক্তি। কোন মানুষ মস্ত বড় দার্শনিক হতে পারে এবং পরম সত্যের রূপ ও অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনুমান করতে পারে, কিন্তু সে কখনও সেই সত্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না। *সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ*—ভগবদ্ভক্তির দ্বারাই কেবল পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায়। সেই

কথা ভগবান স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৫) বিশ্লেষণ করেছেন। *ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ*—"ভক্তির দ্বারাই কেবল পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায়।" বুদ্ধিহীন মানুষেরা ভগবানের রূপের কল্পনা করে অথবা মনগড়া একটি রূপ সৃষ্টি করে, কিন্তু ভক্তেরা প্রকৃত ভগবানের আরাধনা করতে চান। তাই দক্ষ প্রার্থনা করেছেন, "কেউ আপনাকে সবিশেষ, নির্বিশেষ অথবা কল্পিত বলে মনে করতে পারে, কিন্তু আমি কেবল আপনার কাছে প্রার্থনা করি যে, আপনার প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করার জন্য আমার বাসনা আপনি পূর্ণ করুন।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, এই শ্লোকটি বিশেষ করে নির্বিশেষবাদীদের জন্য, যারা মনে করে যে, তারাই হচ্ছে ভগবান, কারণ তাদের ধারণা অনুসারে জীব এবং ঈশ্বরে কোন ভেদ নেই। মায়াবাদীরা মনে করে যে, পরম সত্য এক এবং তারাও হচ্ছে পরম সত্য। প্রকৃতপক্ষে এটি জ্ঞান নয়, এটি হচ্ছে মূর্খতা এবং এই শ্লোকটি বিশেষ করে সেই সমস্ত মূর্খদের জন্য, যাদের জ্ঞান মায়ার দ্বারা অপহৃত হয়েছে (*মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ*)। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, এই প্রকার *জ্ঞানিমানিনঃ* ব্যক্তিরা নিজেদের অত্যন্ত উন্নত বলে মনে করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা এক-একটি মহামূর্খ। এই শ্লোকটি প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন—

স্বদেহস্থং হরিং প্রাহুরধমা জীবমেব তু ।
মধ্যমাশ্চপ্যনির্ণীতং জীবাদ্ভিন্নং জনার্দনম্ ॥

তিন শ্রেণীর মানুষ রয়েছে—অধম, মধ্যম এবং উত্তম। অধমেরা মনে করে যে, জীব উপাধিযুক্ত এবং পরম সত্য উপাধিমুক্ত, এ ছাড়া আর তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাদের মতে জীব যখন জড় দেহের উপাধি থেকে মুক্ত হয়, তখন সে ব্রহ্মে লীন হয়ে যায়। তারা *ঘটাকাশ-পটাকাশ*-এর উদাহরণ দেয়, যাতে শরীরের তুলনা করা হয় একটি ঘটের সঙ্গে যার ভিতরে আকাশ এবং বাইরেও আকাশ। যখন সেই ঘটটি ভেঙ্গে যায়, তখন তার ভিতরের আকাশ বাইরের আকাশের সঙ্গে এক হয়ে যায়, এবং তাই নির্বিশেষবাদীরা বলে যে, জীব ব্রহ্মে লীন হয়ে যায়। তাদের এই যুক্তি খণ্ডন করে শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন যে, অধম স্তরের মানুষেরা এই প্রকার যুক্তি উত্থাপন করে। অন্য আর এক শ্রেণীর মানুষ নির্ণয় করতে পারে না ভগবানের প্রকৃত রূপ কি রকম, কিন্তু তারা স্বীকার করে যে, ভগবান জীবের সমস্ত কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করেন। এই প্রকার দার্শনিকদের মধ্যম বলে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু উত্তম হচ্ছেন তাঁরা, যাঁরা ভগবানকে *সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপে* জানেন। *পূর্ণানন্দাদিগুণকং সর্বজীব-বিলক্ষণম্*—তাঁর রূপ

সর্বতোভাবে চিন্ময় ও আনন্দময় এবং তা সমস্ত জীবদের থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। *উত্তমাস্তু হরিং প্রাহুস্তারতম্যেন তেষু চ*—এই প্রকার দার্শনিকেরা হচ্ছেন উত্তম, কারণ তাঁরা জানেন যে, ভগবান জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণ অনুসারে উপাসকের কাছে বিভিন্নরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। তাঁরা জানেন যে, বদ্ধ জীবদের পরম শক্তিতে বিশ্বাস উৎপাদন করিয়ে, তাদের পূজায় অনুপ্রাণিত করার জন্য তেত্রিশ কোটি দেবতা রয়েছেন। শ্রদ্ধা সহকারে সেই সমস্ত দেবতাদের পূজা করতে করতে জীব অবশেষে ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে জানতে সমর্থ হন। *ভগবদ্‌গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়*—"আমার থেকে পরতর সত্য আর কিছু নেই।" *অহম্ আদির্হি দেবানাম্*—"আমিই সমস্ত দেবতাদের আদি উৎস।" *অহং সর্বস্য প্রভবঃ*—"আমি সকলের থেকে শ্রেষ্ঠ এবং এমন কি ব্রহ্মা, শিব ও অন্যান্য সমস্ত দেবতাদের থেকেও।" এইগুলি হচ্ছে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এবং যাঁরা এই সমস্ত সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন, তাঁরাই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক। এই প্রকার দার্শনিকেরা পরমেশ্বর ভগবানকে সমস্ত দেবতাদেরও ঈশ্বর বলে জানেন (*দেবদেবেশ্বরং সূত্রমানন্দং প্রাণবেদিনঃ*)।

শ্লোক ৩৫-৩৯

শ্রীশুক উবাচ

ইতি স্তুতঃ সংস্তুবতঃ স তস্মিন্নঘমর্ষণে ।
প্রাদুরাসীৎ কুরুশ্রেষ্ঠ ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ ॥ ৩৫ ॥
কৃতপাদঃ সুপর্ণাংসে প্রলম্বাষ্টমহাভুজঃ ।
চক্রশঙ্খাসিচর্মেষুধনুঃপাশগদাধরঃ ॥ ৩৬ ॥
পীতবাসা ঘনশ্যামঃ প্রসন্নবদনেক্ষণঃ ।
বনমালানিবীতাঙ্গো লসচ্ছ্রীবৎসকৌস্তুভঃ ॥ ৩৭ ॥
মহাকিরীটকটকঃ স্ফুরন্মকরকুণ্ডলঃ ।
কাঞ্চ্যঙ্গুলীয়বলয়নূপুরাঙ্গদভূষিতঃ ॥ ৩৮ ॥
ত্রৈলোক্যমোহনং রূপং বিভ্রৎ ত্রিভুবনেশ্বরঃ ।
বৃতো নারদনন্দাদ্যৈঃ পার্ষদৈঃ সুরযূথপৈঃ ।
স্তূয়মানোহনুগায়দ্ভিঃ সিদ্ধগন্ধর্বচারণৈঃ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **স্তুতঃ**—বন্দিত হয়ে; **সংস্তুবতঃ**—স্তুয়মান দক্ষের; **সঃ**—সেই পরমেশ্বর ভগবান; **তস্মিন্**—সেই; **অঘমর্ষণে**—অঘমর্ষণ নামক পবিত্র তীর্থে; **প্রাদুরাসীৎ**—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **কুরু-শ্রেষ্ঠ**—হে কুরু-কুলতিলক; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ভক্ত-বৎসলঃ**—যিনি তাঁর ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত কৃপালু; **কৃত-পাদঃ**—যাঁর শ্রীপাদপদ্ম স্থাপিত হয়েছিল; **সুপর্ণ-অংশে**—তাঁর বাহন গরুড়ের স্কন্ধে; **প্রলম্ব**—অতি দীর্ঘ; **অষ্ট-মহাভুজঃ**—অষ্ট বাহু সমন্বিত; **চক্র**—চক্র; **শঙ্খ**—শঙ্খ; **অসি**—তরবারি; **চর্ম**—ঢাল; **ইষু**—বাণ; **ধনুঃ**—ধনুক; **পাশ**—রজ্জু; **গদা**—গদা; **ধরঃ**—ধারণ করে; **পীত-বাসাঃ**—পীত বসন পরিহিত; **ঘন-শ্যামঃ**—যাঁর অঙ্গকান্তি ঘন নীল-শ্যামল; **প্রসন্ন**—অত্যন্ত হর্ষযুক্ত; **বদন**—মুখমণ্ডল; **ঈক্ষণঃ**—এবং নয়ন; **বন-মালা**—বনফুলের মালার দ্বারা; **নিবীত-অঙ্গঃ**—কণ্ঠ থেকে পা পর্যন্ত যাঁর শরীর অলঙ্কৃত; **লসৎ**—উজ্জ্বল; **শ্রীবৎস-কৌস্তুভঃ**—কৌস্তুভ মণি এবং শ্রীবৎস চিহ্ন; **মহা-কিরীট**—অতি সুন্দর মুকুটের; **কটকঃ**—মণ্ডল; **স্ফুরৎ**—ঝলমল করছে; **মকর-কুণ্ডলঃ**—মকর আকৃতির কর্ণকুণ্ডল; **কাঞ্চী**—কোমরবন্ধ; **অঙ্গুলীয়**—আংটি; **বলয়**—কঙ্কন; **নূপুর**—নূপুর; **অঙ্গদ**—বাজুবন্ধ; **ভূষিতঃ**—অলঙ্কৃত; **ত্রৈলোক্য-মোহনম্**—ত্রিলোক মোহনকারী; **রূপম্**—তাঁর দেহ-সৌষ্ঠব; **বিভ্রৎ**—উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত; **ত্রি-ভুবন**—ত্রিলোকের; **ঈশ্বরঃ**—পরম ঈশ্বর; **বৃতঃ**—পরিবৃত; **নারদ**—নারদ; **নন্দ-আদ্যৈঃ**—এবং নন্দ আদি অন্যান্য মহান ভক্তদের দ্বারা; **পার্ষদৈঃ**—যাঁরা তাঁর নিত্য পার্ষদ; **সুর-যূথপৈঃ**—শ্রেষ্ঠ দেবতাদের দ্বারা; **স্তূয়মানঃ**—স্তব করছিলেন; **অনুগায়দ্ভিঃ**—এবং তাঁর মহিমা কীর্তন করছিলেন; **সিদ্ধ-গন্ধর্ব-চারণৈঃ**—সিদ্ধ, গন্ধর্ব এবং চারণদের দ্বারা।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে কুরুশ্রেষ্ঠ মহারাজ পরীক্ষিৎ,দক্ষের প্রার্থনায় ভক্তবৎসল ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন এবং অঘমর্ষণ নামক পবিত্র স্থানে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর শ্রীপাদপদ্ম তাঁর বাহন গরুড়ের স্কন্ধে বিন্যস্ত এবং তাঁর অষ্ট মহাভুজ আজানুলম্বিত। সেই আট হাতে তাঁর শঙ্খ, চক্র, অসি, চর্ম, বাণ, ধনুক, পাশ এবং গদা—এই আটটি অস্ত্র উজ্জ্বলভাবে শোভা পাচ্ছিল। তাঁর পরণে ছিল পীত বসন এবং অঙ্গকান্তি ঘনশ্যাম। তাঁর নয়ন ও বদন অত্যন্ত প্রসন্ন এবং তাঁর কণ্ঠে আপাদ-বিলম্বিত বনমালা। তাঁর বক্ষ কৌস্তুভ মণি এবং শ্রীবৎস চিহ্নের দ্বারা অলঙ্কৃত। তাঁর মস্তকে মহা উজ্জ্বল কিরীটমণ্ডল এবং তাঁর কর্ণযুগল মকর-কুণ্ডলের দ্বারা অলঙ্কৃত। এই সমস্ত অলঙ্কার অলৌকিক সৌন্দর্য

সমন্বিত ছিল। তাঁর কটিদেশে ছিল স্বর্ণমেখলা, মণিবন্ধে বলয়, বাহুতে অঙ্গদ, অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয় এবং চরণযুগলে নূপুর। এইভাবে অলঙ্কারে বিভূষিত অখিল জগতের প্রভু শ্রীহরি ত্রিলোক বিমোহনকারী পুরুষোত্তমরূপে নারদ ও নন্দ আদি পার্যদসমূহ, ইন্দ্র আদি শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ এবং সিদ্ধ, গন্ধর্ব ও চারণদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই তাঁর উভয় পার্শ্বে ও পশ্চাতে থেকে স্তব পাঠ এবং তাঁর মহিমা কীর্তন করছিলেন।

শ্লোক ৪০

রূপং তন্মহদাশ্চর্যং বিচক্ষ্যাগতসাধ্বসঃ ।
ননাম দণ্ডবদ্ ভূমৌ প্রহৃষ্টাত্মা প্রজাপতিঃ ॥ ৪০ ॥

রূপম্—দিব্য রূপ; **তৎ**—তা; **মহৎ-আশ্চর্যম্**—অত্যন্ত আশ্চর্যজনক; **বিচক্ষ্য**—দর্শন করে; **আগত-সাধ্বসঃ**—প্রথমে ভীত হয়ে; **ননাম**—প্রণতি নিবেদন করেছিলেন; **দণ্ডবৎ**—দণ্ডের মতো; **ভূমৌ**—ভূমিতে; **প্রহৃষ্ট-আত্মা**—দেহ, মন এবং আত্মায় প্রসন্ন হয়ে; **প্রজাপতিঃ**—প্রজাপতি দক্ষ।

অনুবাদ

ভগবানের সেই পরম আশ্চর্য জ্যোতির্ময় রূপ দর্শন করে প্রজাপতি দক্ষ প্রথমে একটু ভীত হয়েছিলেন, কিন্তু তারপর অত্যন্ত প্রফুল্ল হয়ে ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করেছিলেন।

শ্লোক ৪১

ন কিঞ্চনোদীরয়িতুমশকৎ তীব্রয়া মুদা ।
আপূরিতমনোদ্বারৈর্হ্রদিন্য ইব নির্ঝরৈঃ ॥ ৪১ ॥

ন—না; **কিঞ্চন**—কোন কিছু; **উদীরয়িতুম্**—বলতে; **অশকৎ**—সমর্থ ছিলেন; **তীব্রয়া**—অত্যন্ত; **মুদা**—আনন্দ; **আপূরিত**—পূর্ণ; **মনঃ-দ্বারৈঃ**—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; **হ্রদিন্যঃ**—নদী; **ইব**—সদৃশ; **নির্ঝরৈঃ**—ঝর্ণার দ্বারা।

অনুবাদ

ঝর্ণার জলপ্রবাহে নদী যেমন পূর্ণ হয়, তেমনই অত্যন্ত আনন্দে দক্ষের ইন্দ্রিয়গুলি পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তার ফলে দক্ষ কিছুই বলতে পারলেন না। তিনি কেবল ভূমিতে দণ্ডবৎ পড়ে রইলেন।

তাৎপর্য

কেউ যখন সত্য-সত্যই ভগবানকে উপলব্ধি করেন বা দর্শন করেন, তখন তিনি পরম আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠেন। যেমন, ধ্রুব মহারাজ যখন ভগবানকে দর্শন করেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, *স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে*—"হে প্রভু, আপনার কাছে আমি আর কিছুই চাই না। এখন আমি সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয়েছি।" তেমনই, প্রজাপতি দক্ষ যখন ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করেছিলেন, তখন তিনি দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন এবং কিছুই বলতে পারেননি।

শ্লোক ৪২

তং তথাবনতং ভক্তং প্রজাকামং প্রজাপতিম্ ।
চিত্তজ্ঞঃ সর্বভূতানামিদমাহ জনার্দনঃ ॥ ৪২ ॥

তম্—প্রজাপতি দক্ষকে; **তথাঃ**—সেইভাবে; **অবনতম্**—তাঁর সম্মুখে প্রণত; **ভক্তম্**—মহান ভক্ত; **প্রজাকামম্**—প্রজা বৃদ্ধির বাসনায়; **প্রজাপতিম্**—প্রজাপতি দক্ষকে; **চিত্তজ্ঞঃ**—যিনি হৃদয়ের ভাব বুঝতে পারেন; **সর্বভূতানাম্**—সমস্ত জীবের; **ইদম্**—এই; **আহ**—বলেছিলেন; **জনার্দনঃ**—পরমেশ্বর ভগবান, যিনি সকলের বাসনা পূর্ণ করতে পারেন।

অনুবাদ

প্রজাপতি দক্ষ কিছু না বলতে পারলেও, সর্বভূতের অন্তর্যামী ভগবান তাঁর ভক্তকে প্রজাবৃদ্ধির বাসনায় তাঁর সম্মুখে সেইভাবে প্রণত দেখে, তাঁকে সম্বোধন করে বলেছিলেন।

শ্লোক ৪৩

শ্রীভগবানুবাচ

প্রাচেতস মহাভাগ সংসিদ্ধস্তপসা ভবান্ ।
যচ্ছ্রদ্ধয়া মৎপরয়া ময়ি ভাবং পরং গতঃ ॥ ৪৩ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **প্রাচেতস**—হে প্রাচেতস; **মহাভাগ**—অত্যন্ত সৌভাগ্যবান; **সংসিদ্ধঃ**—সিদ্ধিপ্রাপ্ত; **তপসা**—তোমার তপস্যার দ্বারা; **ভবান্**—তুমি; **যৎ**—যেহেতু; **শ্রদ্ধয়া**—গভীর শ্রদ্ধার দ্বারা; **মৎ-পরয়া**—যার লক্ষ্য আমি; **ময়ি**—আমাতে; **ভাবম্**—ভক্তি; **পরম্**—পরম; **গতঃ**—প্রাপ্ত।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে মহাভাগ্যবান প্রাচেতস, যেহেতু তুমি আমার প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ, তাই আমার প্রতি তুমি পরম ভক্তি লাভ করেছ। প্রকৃতপক্ষে, তোমার পরম ভক্তিযুক্ত তপস্যার প্রভাবে তোমার জীবন এখন পূর্ণরূপে সফল হয়েছে। তুমি পূর্ণ সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছ।

তাৎপর্য

ভগবান স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* (৮/১৫) বলেছেন, পরমেশ্বর ভগবানকে জানার সৌভাগ্য যখন কেউ অর্জন করেন, তখন তিনি পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হন—

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্ ।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মনঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥

"যাঁরা ভক্তিপরায়ণ যোগী, সেই মহাত্মাগণ আমাকে লাভ করে আর এই দুঃখপূর্ণ নশ্বর সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না, কেননা তাঁরা সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করেছেন।" তাই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন মানুষকে কেবল ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের মাধ্যমে সেই পরম সিদ্ধি লাভের পথ অনুসরণ করার শিক্ষা দিচ্ছে।

শ্লোক ৪৪

প্রীতোঽহং তে প্রজানাথ যত্তেঽস্যোদ্বৃংহণং তপঃ ।
মমৈষ কামো ভূতানাং যদ্ ভূয়াসুর্বিভূতয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

প্রীতঃ—অত্যন্ত প্রসন্ন; **অহম্**—আমি; **তে**—তোমার প্রতি; **প্রজা-নাথ**—হে প্রজাপতি; **যৎ**—যেহেতু; **তে**—তোমার; **অস্য**—এই জড় জগতের; **উদ্বৃংহণম্**—বৃদ্ধিকর; **তপঃ**—তপস্যা; **মম**—আমার; **এষঃ**—এই; **কামঃ**—বাসনা; **ভূতানাম্**—জীবদের; **যৎ**—যা; **ভূয়াসুঃ**—হতে পারে; **বিভূতয়ঃ**—সর্বতোভাবে উন্নতি।

অনুবাদ

হে প্রজাপতি দক্ষ, তুমি বিশ্ব সংসারের মঙ্গল এবং বৃদ্ধি সাধনের জন্য কঠোর তপস্যা করেছ। আমিও চাই যে, এই জগতের সকলেই সুখী হোক। তুমি যেহেতু সারা জগতের মঙ্গল সাধন করে আমার বাসনা পূর্ণ করার চেষ্টা করছ, তাই আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি।

তাৎপর্য

এই বিশ্বে যখন প্রলয় হয়, তখন সমস্ত জীব কারণোদকশায়ী বিষ্ণুর শরীরে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং পুনরায় যখন সৃষ্টি শুরু হয়, তখন সমস্ত জীব তাঁর শরীর থেকে বেরিয়ে এসে, বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে পুনরায় তাদের কার্যকলাপ শুরু করে। কেন এইভাবে জগৎ সৃষ্টি হয় যে জড়া প্রকৃতির প্রভাবে জীবদের বদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে ত্রিতাপ দুঃখ ভোগ করতে হয়? এখানে ভগবান দক্ষকে বলেছেন, "তুমি যে সমস্ত জীবদের মঙ্গল সাধনের বাসনা করেছ, সেটি আমারও বাসনা।" যে সমস্ত জীব জড় জগতের সংস্পর্শে আসে, তাদের সকলেরই সংশোধনের প্রয়োজন থাকে। এই জড় জগতে সমস্ত জীবেরাই ভগবানের সেবার প্রতি বিমুখ হয়েছে, তাই তারা নিত্য বদ্ধরূপে এই জড় জগতে বার বার জন্মগ্রহণ করে। তাদের অবশ্য মুক্ত হওয়ার সুযোগ থাকে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বদ্ধ জীব সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার না করে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার চেষ্টা করে এবং তার ফলে তারা বার বার জন্ম-মৃত্যুর দণ্ড ভোগ করে। সেটিই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৪) ভগবান বলেছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

"আমার এই দৈবী মায়া ত্রিগুণাত্মিকা এবং তা দুরতিক্রমণীয়া। কিন্তু যাঁরা আমাতে প্রপত্তি করেন, তাঁরাই এই মায়া উত্তীর্ণ হতে পারেন।" *ভগবদ্গীতার* অন্যত্র (১৫/৭) ভগবান বলেছেন—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥

"এই জড় জগতে বদ্ধ জীবসমূহ আমার সনাতন বিভিন্ন অংশ। জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে, তারা মন সহ ছয়টি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকৃতিরূপ ক্ষেত্রে কঠোর সংগ্রাম করছে।" ভগবানের বিরুদ্ধাচরণ করার ফলে জীবকে এই জড় জগতে দুঃখভোগ করতে হয়। জীব যদি শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত না হয়, তা হলে তাকে জন্ম-জন্মান্তরে এইভাবে দুঃখভোগ করতে হয়।

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন কোন ফ্যাশান নয়। এটি সমস্ত বদ্ধ জীবদের মঙ্গল সাধন করে কৃষ্ণভক্তির স্তরে উন্নীত করার একটি প্রামাণিক পন্থা। কেউ যদি সেই স্তরে উন্নীত না হয়, তা হলে তাকে এই জড় জগতের বন্ধনে পড়ে থাকতে হবে। কখনও সে উচ্চতর লোকে উন্নীত হবে এবং কখনও সে নিম্নতর লোকে

অধঃপতিত হবে। সেই সম্বন্ধে *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (মধ্য ২০/১১৮) বলা হয়েছে, *কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।* এটিই হচ্ছে বদ্ধ জীবাত্মার জীবন।

প্রজাপতি দক্ষ বদ্ধ জীবদের মুক্তি লাভের সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত শরীরে জন্মগ্রহণ করার সুযোগ দিয়ে তাদের মঙ্গল সাধনের চেষ্টা করছিলেন। মুক্তি মানেই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া। কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়ার শিক্ষা দান করার উদ্দেশ্যে সন্তান উৎপাদন করেন, তা হলে তাঁর পিতৃত্ব সার্থক হয়। তেমনই শ্রীগুরুদেব যখন বদ্ধ জীবদের কৃষ্ণভক্ত হওয়ার শিক্ষা প্রদান করেন, তখন তাঁর আচার্যত্ব সার্থক হয়। কেউ যদি বদ্ধ জীবদের কৃষ্ণভক্ত হওয়ার সুযোগ দেন, তা হলে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ অনুমোদন করেন এবং তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন, যে সম্বন্ধে এখানে বলা হয়েছে *প্রীতোঽহম্।* পূর্বতন আচার্যদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সমস্ত সদস্যদের কর্তব্য হচ্ছে বদ্ধ জীবদের কৃষ্ণভক্তিতে অনুপ্রাণিত করা এবং কৃষ্ণভক্ত হওয়ার সমস্ত সুযোগ প্রদান করে তাদের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করার চেষ্টা করা। এই প্রকার কার্যকলাপই হচ্ছে বাস্তবিক জনহিতকর কার্য। এইভাবে যিনি কৃষ্ণভক্তি প্রচার করার চেষ্টা করেন, ভগবান তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন। সেই সম্বন্ধে ভগবান স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬৮-৬৯) বলেছেন—

য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি ।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥
ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥

"যিনি আমার ভক্তদের এই পরম গোপনীয় জ্ঞান উপদেশ করেন, তিনি অবশ্যই পরা ভক্তি লাভ করবেন এবং অবশেষে আমার কাছে ফিরে আসবেন। এই পৃথিবীতে মানুষদের মধ্যে তাঁর থেকে অধিক প্রিয়কারী এবং আমার প্রিয় আর কেউ নেই এবং কখনও হবে না।"

শ্লোক ৪৫

ব্রহ্মা ভবো ভবন্তশ্চ মনবো বিবুধেশ্বরাঃ ।
বিভূতয়ো মম হ্যেতা ভূতানাং ভূতিহেতবঃ ॥ ৪৫ ॥

ব্রহ্মা—ব্রহ্মা; **ভবঃ**—শিব; **ভবন্তঃ**—তোমরা সমস্ত প্রজাপতিরা; **চ**—এবং; **মনবঃ**—মনুগণ; **বিবুধ-ঈশ্বরাঃ**—(জগতের মঙ্গল সাধনকারী বিবিধ কার্যকলাপের

অধ্যক্ষ সূর্য, চন্দ্র, শুক্র, মঙ্গল এবং বৃহস্পতি আদি) সমস্ত দেবতা; **বিভূতয়ঃ**—শক্তির প্রকাশ; **মম**—আমার; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **এতাঃ**—এই সমস্ত; **ভূতানাম্**—সমস্ত জীবদের; **ভূতি**—কল্যাণের; **হেতবঃ**—কারণ।

অনুবাদ

ব্রহ্মা, শিব, মনু, সমস্ত দেবতা এবং তোমরা প্রজাপতিরা সকলেই সমস্ত জীবদের কল্যাণ সাধনের জন্য কার্য করছ। তোমরা সকলে আমারই বিভূতি অর্থাৎ গুণাবতার বিশেষ।

তাৎপর্য

ভগবানের বিভিন্ন প্রকার অবতার রয়েছে। তাঁর নিজের বা বিষ্ণুতত্ত্বের যে বিস্তার তাকে বলা হয় *স্বাংশ* এবং যারা বিষ্ণুতত্ত্ব নয় কিন্তু জীবতত্ত্ব, তাদের বলা হয় *বিভিন্নাংশ।* প্রজাপতি দক্ষ যদিও ব্রহ্মা অথবা শিবের সমকক্ষ নন, তবুও এখানে তাঁকে তাঁদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, কারণ তিনি ভগবানের সেবায় যুক্ত। ভগবানের সেবার ক্ষেত্রে, মহান কার্য সম্পাদনকারী ব্রহ্মা এবং ভগবানের মহিমা যথাসাধ্য প্রচারে চেষ্টারত-সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। জড় জাগতিক বিচারে কেউ অনেক বড় হোক বা ছোট হোক, তাতে কিছু যায় আসে না; যিনি ভগবানের সেবায় যুক্ত, তিনিই ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। এই সম্পর্কে শ্রীল মধ্বাচার্য *তন্ত্র-নির্ণয়* থেকে এই শ্লোকটি উল্লেখ করেছেন—

> *বিশেষব্যক্তিপাত্রত্বাদ্ ব্রহ্মাদ্যাস্তু বিভূতয়ঃ ।*
> *তদন্তর্যামিণশ্চৈব মৎস্যাদ্যা বিভবাঃ স্মৃতাঃ ॥*

ব্রহ্মা থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব পর্যন্ত, যারা ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাঁরা সকলেই অসাধারণ এবং তাঁদের বলা হয় *বিভূতি*। সেই সম্বন্ধে ভগবান *ভগবদ্গীতায়* (১০/৪১) বলেছেন—

> *যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা ।*
> *তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥*

"ঐশ্বর্যযুক্ত, শ্রী-সম্পন্ন বল প্রভাবাদির আধিক্যযুক্ত যত বস্তু আছে, সেই সবই আমার শক্তির অংশসম্ভূত বলে জানবে।" জীব যখন ভগবানের হয়ে কার্য করার জন্য বিশেষভাবে শক্তি প্রাপ্ত হন, তখন তাঁকে বলা হয় বিভূতি; কিন্তু বিষ্ণুতত্ত্বের অবতার, যেমন মৎস্য অবতার (*কেশব ধৃত-মীনশরীর জয় জগদীশ হরে*), তাঁদের বলা হয় *বিভব।*

শ্লোক ৪৬

তপো মে হৃদয়ং ব্রহ্মংস্তনুর্বিদ্যা ক্রিয়াকৃতিঃ ।
অঙ্গানি ক্রতবো জাতা ধর্ম আত্মাসবঃ সুরাঃ ॥ ৪৬ ॥

তপঃ—যম, নিয়ম, ধ্যান ইত্যাদি তপস্যা; **মে**—আমার; **হৃদয়ম্**—হৃদয়; **ব্রহ্মণ্**—হে ব্রাহ্মণ; **তনুঃ**—দেহ; **বিদ্যা**—বৈদিক শাস্ত্র থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান; **ক্রিয়া**—চিন্ময় কার্যকলাপ; **আকৃতিঃ**—রূপ; **অঙ্গানি**—দেহের অঙ্গ; **ক্রতবঃ**—বৈদিক শাস্ত্রে উল্লিখিত যজ্ঞ এবং কর্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠান; **জাতাঃ**—সুনিষ্পন্ন; **ধর্মঃ**—কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠানের ধর্মীয় বিধান; **আত্মা**—আমার আত্মা; **অসবঃ**—প্রাণবায়ু; **সুরাঃ**—যে সমস্ত দেবতা জড় জগতের বিভিন্ন বিভাগের পর্যবেক্ষকরূপে আমার আদেশ পালন করে।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ, ধ্যানরূপ তপস্যা আমার হৃদয়, মন্ত্ররূপে বৈদিক জ্ঞান আমার দেহ, আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ এবং ভক্তিভাব আমার আকৃতি, সুনিষ্পন্ন যজ্ঞ আমার অঙ্গ, পুণ্যকর্ম অথবা সুকৃতি আমার মন এবং প্রকৃতির বিভিন্ন বিভাগে আমার আদেশ পালনকারী দেবতারা আমার প্রাণ।

তাৎপর্য

নাস্তিকেরা কখনও কখনও তর্ক করে, যেহেতু তারা ভগবানকে দেখতে পায় না, তাই তারা ভগবানে বিশ্বাস করে না। এই প্রকার নাস্তিকদের জন্য ভগবান একটি পন্থা বর্ণনা করেছেন, যার দ্বারা তারা ভগবানকে তাঁর নির্বিশেষ রূপে দর্শন করতে পারে। শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে বুদ্ধিমান মানুষেরা ভগবানকে তাঁর সবিশেষ রূপে দর্শন করতে পারেন, কিন্তু কেউ যদি এখনই প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে দর্শন করতে অত্যন্ত আগ্রহী হন, তা হলে তিনি ভগবানের শরীরের বাহ্য এবং আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন অঙ্গের এই বর্ণনা অনুসারে তা করতে পারেন।

তপস্যায় যুক্ত হওয়া অথবা জড় জগতের কার্যকলাপ থেকে বিরত হওয়া আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম সোপান। তারপর রয়েছে বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠান, বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন, ভগবানের ধ্যান, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন আদি অন্যান্য আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ। দেবতাদের শ্রদ্ধা করা এবং কিভাবে তাঁরা অবস্থিত, কিভাবে তাঁরা কার্য করেন এবং কিভাবে তাঁরা জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন বিভাগের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন তা জানাও কর্তব্য। এইভাবে ভগবানের অস্তিত্ব দর্শন করা যায় এবং কিভাবে

সব কিছু তিনি নিখুঁতভাবে পরিচালনা করছেন, তা উপলব্ধি করা যায়। *ভগবদ্‌গীতায়* (৯/১০) সেই সম্বন্ধে ভগবান বলেছেন—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ততে ॥

"হে কৌন্তেয়, আমার অধ্যক্ষতার দ্বারা ত্রিগুণাত্মিকা মায়া এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করে। প্রকৃতির নিয়মে এই জগৎ পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি হয় এবং ধ্বংস হয়।" ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর বিভিন্ন অবতার উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ তাঁকে দর্শন করতে না পারে, তা হলে বৈদিক নির্দেশ অনুসারে, তারা জড় প্রকৃতির কার্যকলাপ দর্শন করার মাধ্যমে ভগবানের নির্বিশেষ রূপ দর্শন করতে পারে।

বৈদিক নির্দেশ অনুসারে যা কিছু করা হয়, তাকেই বলা হয় ধর্ম, যে কথা যমদূতেরা বর্ণনা করেছিলেন (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৬/১/৪০)—

বেদপ্রণিহিতো ধর্মো হ্যধর্মস্তদ্বিপর্যয়ঃ ।
বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভুরিতি শুশ্রুম ॥

"বেদে যা কিছু নির্ধারিত হয়েছে, তাই ধর্ম এবং তার বিপরীত হচ্ছে অধর্ম। বেদ সাক্ষাৎ নারায়ণ এবং তা স্বয়ং উদ্ভূত হয়েছে। সেই কথা আমরা যমরাজের কাছে শুনেছি।"

এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য মন্তব্য করেছেন—

তপোঽভিমানী রুদ্রস্তু বিষ্ণোর্হৃদয়মাশ্রিতঃ ।
বিদ্যারূপা তথৈবোমা বিষ্ণোস্তনুমুপাশ্রিতা ॥
শৃঙ্গারাদ্যাকৃতিগতঃ ক্রিয়াত্মা পাকশাসনঃ ।
অঙ্গেষু ক্রতবঃ সর্বে মধ্যদেহে চ ধর্মরাট্ ।
প্রাণো বায়ুশ্চিত্তগতো ব্রহ্মাদ্যাঃ স্বেষু দেবতাঃ ॥

বিভিন্ন দেবতারা ভগবানের আশ্রয়ে কার্য করেন এবং তাঁদের বিভিন্ন কার্য অনুসারে তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন নাম রয়েছে।

শ্লোক ৪৭

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ কিঞ্চান্তরং বহিঃ ।
সংজ্ঞানমাত্রমব্যক্তং প্রসুপ্তমিব বিশ্বতঃ ॥ ৪৭ ॥

অহম্—আমি, পরমেশ্বর ভগবান; **এব**—কেবল; **আসম্**—ছিলাম; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অগ্রে**—সৃষ্টির পূর্বে; **ন**—না; **অন্যৎ**—অন্য; **কিঞ্চ**—কোন কিছু; **অন্তরম্**—আমি ছাড়া; **বহিঃ**—বাহ্য (যেহেতু জড় জগৎ চিৎ-জগতের বাইরে, তাই জড় জগৎ যখন ছিল না, তখনও চিৎ-জগৎ ছিল); **সংজ্ঞান-মাত্রম্**—কেবল জীবের চেতনা; **অব্যক্তম্**—অব্যক্ত; **প্রসুপ্তম্**—সুপ্ত; **ইব**—সদৃশ; **বিশ্বতঃ**—সর্বত্র।

অনুবাদ

এই জড় সৃষ্টির পূর্বে, আমার বিশেষ চিন্ময় শক্তিসহ আমিই কেবল ছিলাম। চেতনা তখন অপ্রকাশিত ছিল, ঠিক যেমন নিদ্রিত অবস্থায় কারও চেতনা অপ্রকাশিত থাকে।

তাৎপর্য

অহম্ শব্দটি এখানে একজন ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করে। যেমন, বেদে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, *নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্*—ভগবান সমস্ত নিত্যের মধ্যে পরম নিত্য এবং অসংখ্য চেতন জীবের মধ্যে পরম চেতন। ভগবান একজন পুরুষ যাঁর নির্বিশেষ রূপও রয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/১১) উল্লেখ করা হয়েছে—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্ ।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

"যা অদ্বয় জ্ঞান, অর্থাৎ এক এবং অদ্বিতীয় বাস্তব বস্তু, জ্ঞানীগণ তাকেই পরমার্থ বলেন। সেই তত্ত্ববস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান—এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত বা কথিত হন।" পরমাত্মা এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মের বিচার সৃষ্টির পরে এসেছে; সৃষ্টির পূর্বে কেবল ভগবান ছিলেন। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৫) দৃঢ়তাপূর্বক ঘোষণা করা হয়েছে যে, ভক্তিযোগের মাধ্যমেই কেবল ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। অন্তিম কারণ বা সৃষ্টির পরম কারণ হচ্ছেন ভগবান, যাঁকে কেবল ভক্তিযোগের দ্বারাই জানা যায়। মনোধর্মী দার্শনিক গবেষণার দ্বারা অথবা ধ্যানের দ্বারা তাঁকে জানা যায় না, কারণ এই সমস্ত পন্থা জড় সৃষ্টির পরে এসেছে। ভগবানের নির্বিশেষ এবং অন্তর্যামী ধারণা ন্যূনাধিক মাত্রায় জড় কলুষের দ্বারা কলুষিত। তাই প্রকৃত আধ্যাত্মিক পদ্ধতি হচ্ছে ভক্তিযোগ। ভগবান নিজেই বলেছেন, *ভক্ত্যা মামভিজানাতি*—"ভক্তির মাধ্যমেই কেবল আমাকে জানা যায়।" সৃষ্টির পূর্বে ভগবান তাঁর ব্যক্তিত্ব নিয়ে বর্তমান ছিলেন, যা এখানে অহম্ শব্দটির দ্বারা সূচিত

হয়েছে। প্রজাপতি দক্ষ যখন তাঁকে অপূর্ব সুন্দর বসন এবং অলঙ্কারের দ্বারা বিভূষিত একজন ব্যক্তিরূপে দর্শন করেছিলেন, তখন তিনি ভক্তিযোগের মাধ্যমে এই *অহম্* শব্দটির প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করেছিলেন।

প্রতিটি ব্যক্তিই নিত্য। যেহেতু ভগবান বলেছেন যে, তিনি সৃষ্টির পূর্বে একজন ব্যক্তিরূপে বর্তমান ছিলেন এবং সৃষ্টির পরেও তিনি বর্তমান থাকবেন, সুতরাং ভগবান একজন ব্যক্তিরূপে নিত্য। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাই *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৯/১৩-১৪) থেকে এই শ্লোক দুটির উল্লেখ করেছেন—

ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্বং নাপি চাপরম্ ।
পূর্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ ॥
তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্ ।
গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা ॥

পরমেশ্বর ভগবান বৃন্দাবনে মা যশোদার পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। একজন সাধারণ মাতা যেভাবে তাঁর শিশুপুত্রকে বাঁধেন, ঠিক সেইভাবে মা যশোদা কৃষ্ণকে বেঁধেছিলেন। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ভগবানের বাহ্য এবং অভ্যন্তর ভেদ নেই, কিন্তু তিনি যখন তাঁর স্বরূপে আবির্ভূত হন, তখন মূর্খেরা তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। *অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্*—যদিও তিনি তাঁর সশরীরে আবির্ভূত হন, যাঁর শরীরের কখনও কোন পরিবর্তন হয় না, তবুও মূঢ় ব্যক্তিরা মনে করে যে, নির্বিশেষ ব্রহ্ম একটি জড় শরীর ধারণ করে একটি ব্যক্তি-রূপে এসেছেন। সাধারণ মানুষ জড় শরীর ধারণ করে, কিন্তু ভগবান তা করেন না। ভগবান যেহেতু পরম চৈতন্য, তাই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, *সংজ্ঞান-মাত্রম্* অর্থাৎ আদি চেতনা বা কৃষ্ণ-চেতনা, সৃষ্টির পূর্বে অপ্রকাশিত ছিল, যদিও ভগবানের চেতনা সব কিছুর আদি। *ভগবদ্‌গীতায়* (২/১২) ভগবান বলেছেন, "এমন কোন সময় ছিল না যখন আমি ছিলাম না, তুমি ছিলে না অথবা এই সমস্ত রাজারা ছিলেন না; ভবিষ্যতেও এমন কোন সময় থাকবে না, যখন আমরা থাকব না।" এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে, ভগবানের সবিশেষ রূপ অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ—সর্বকালেই পরম সত্য।

এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য *মৎস্য-পুরাণ* থেকে দুটি শ্লোকের উল্লেখ করেছেন—

নানাবর্ণো হরিস্ত্বেকো বহুশীর্ষভুজো রূপাৎ ।
আসীল্লয়ে তদন্যৎ তু সূক্ষ্মরূপং শ্রিয়ং বিনা ॥

অসুপ্তঃ সুপ্ত ইব চ মীলিতাক্ষোঽভবদ্ধরিঃ ।
অন্যত্রানাদরাদ্ বিষ্ণৌ শ্রীশ্চ লীনেব কথ্যতে ।
সূক্ষ্মত্বেন হরৌ স্থানাল্লীনমন্যদপীষ্যতে ॥

ভগবান যেহেতু *সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ*, তাই প্রলয়ের পরে তিনি তাঁর স্বরূপে বর্তমান থাকেন। কিন্তু অন্যান্য জীবেরা যেহেতু জড় শরীর সমন্বিত, তাই তাদের জড় শরীর পঞ্চভূতে লীন হয়ে যায় এবং তাদের আত্মার সূক্ষ্ম রূপ ভগবানের শরীরে সমাবিষ্ট হয়। ভগবান নিদ্রা যান না, কিন্তু সাধারণ জীব পরবর্তী সৃষ্টি পর্যন্ত নিদ্রিত থাকে। মূর্খেরা মনে করে যে, প্রলয়ের পর ভগবানের ঐশ্বর্য লুপ্ত হয়ে যায়, কিন্তু তা সত্য নয়। ভগবানের ঐশ্বর্য চিৎ-জগতে নিত্য বর্তমান থাকে। জড় জগতেই কেবল সব কিছুর লয় হয়। ব্রহ্মে লীন হওয়া প্রকৃতপক্ষে লীন বা লোপ নয়, কারণ ব্রহ্মজ্যোতিতে আত্মার যে সূক্ষ্ম রূপ রয়েছে, তা জড় সৃষ্টির পর এই জড় জগতে ফিরে এসে পুনরায় একটি জড় রূপ ধারণ করবে। সেই কথা বর্ণনা করে বলা হয়েছে, *ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে* । যখন জড় দেহের বিনাশ হয়, তখন আত্মা সূক্ষ্মরূপে থাকে, যা পরে আর একটি জড় শরীর ধারণ করে। বদ্ধ জীবের ক্ষেত্রে তা হয়, কিন্তু ভগবান তাঁর আদি চেতনায় এবং চিন্ময় স্বরূপে নিত্য বর্তমান।

শ্লোক ৪৮

ময্যনন্তগুণেঽনন্তে গুণতো গুণবিগ্রহঃ ।
যদাসীৎ তত এবাদ্যঃ স্বয়ম্ভুঃ সমভূদজঃ ॥ ৪৮ ॥

ময়ি—আমাতে; **অনন্ত-গুণে**—অসীম শক্তি সমন্বিত; **অনন্তে**—অসীম; **গুণতঃ**—আমার মায়া শক্তি থেকে; **গুণ-বিগ্রহঃ**—ব্রহ্মাণ্ড, যা প্রকৃতির তিন গুণের পরিণাম; **যদা**—যখন; **আসীৎ**—অস্তিত্ব হয়েছিল; **ততঃ**—তাতে; **এব**—বস্তুত; **আদ্যঃ**—প্রথম জীব; **স্বয়ম্ভুঃ**—ব্রহ্মা; **সমভূৎ**—জন্ম হয়েছিল; **অজঃ**—যদিও মায়ের গর্ভ থেকে তাঁর জন্ম হয়নি।

অনুবাদ

আমি অনন্ত গুণের উৎস এবং তাই আমি অনন্ত অথবা সর্বব্যাপ্ত নামে পরিচিত। আমার মায়াশক্তি থেকে আমারই মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হয়েছে, সেই ব্রহ্মাণ্ডেই তোমার উৎসস্বরূপ অযোনিজ ব্রহ্মা আবির্ভূত হয়েছেন।

তাৎপর্য

এটি বিশ্ব সৃষ্টির ইতিহাসের বর্ণনা। প্রথম কারণ হচ্ছেন ভগবান স্বয়ং। তাঁর থেকে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়েছে এবং ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। সৃষ্টির সমস্ত কার্যকলাপ নির্ভর করে পরম পুরুষ ভগবানের মায়াশক্তির উপর এবং তাই ভগবান হচ্ছেন জড় সৃষ্টির কারণ। সমগ্র জড় সৃষ্টি এখানে *গুণবিগ্রহঃ* বলে বর্ণিত হয়েছে, অর্থাৎ তা ভগবানের গুণের বিগ্রহরূপ। বিরাটরূপ থেকে প্রথম ব্রহ্মার সৃষ্টি হয়েছে এবং ব্রহ্মা হচ্ছেন সমস্ত জীবের কারণ। এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য ভগবানের অনন্ত গুণের বর্ণনা করে বলেছেন—

প্রত্যেকশো গুণানাং তু নিঃসীমত্বম্ উদীর্যতে ।
তদানন্ত্যং তু গুণতস্তে চানন্তা হি সংখ্যয়া ।
অতোঽনন্তগুণো বিষ্ণুর্গুণতোঽনন্ত এব চ ॥

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে—ভগবানের অসংখ্য শক্তি রয়েছে এবং সেই সবই অনন্ত। তাই ভগবান স্বয়ং এবং তাঁর গুণ, রূপ, লীলা আদি সবই অনন্ত। যেহেতু ভগবান শ্রীবিষ্ণু অনন্ত গুণ সমন্বিত, তাই তিনি অনন্ত নামে পরিচিত।

শ্লোক ৪৯-৫০

স বৈ যদা মহাদেবো মম বীর্যোপবৃংহিতঃ ।
মেনে খিলমিবাত্মানমুদ্যতঃ স্বর্গকর্মণি ॥ ৪৯ ॥
অথ মেঽভিহিতো দেবস্তপোঽতপ্যত দারুণম্ ।
নব বিশ্বসৃজো যুষ্মান্ যেনাদাবসৃজদ্ বিভুঃ ॥ ৫০ ॥

সঃ—সেই ব্রহ্মা; **বৈ**—বস্তুত; **যদা**—যখন; **মহাদেবঃ**—দেবশ্রেষ্ঠ; **মম**—আমার; **বীর্য-উপবৃংহিতঃ**—শক্তির দ্বারা বর্ধিত হয়ে; **মেনে**—মনে করেছিল; **খিলম্**—অসমর্থ; **ইব**—যেন; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **উদ্যতঃ**—প্রচেষ্টা করে; **স্বর্গ-কর্মণি**—ব্রহ্মাণ্ডের রচনাকার্যে; **অথ**—তখন; **মে**—আমার দ্বারা; **অভিহিতঃ**—উপদিষ্ট; **দেবঃ**—সেই ব্রহ্মা; **তপঃ**—তপস্যা; **অতপ্যত**—অনুষ্ঠান করেছিলেন; **দারুণম্**—অত্যন্ত কঠিন; **নব**—নয়; **বিশ্ব-সৃজঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকার্যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি; **যুষ্মান্**—তোমরা সকলে; **যেন**—যাঁর দ্বারা; **আদৌ**—প্রারম্ভে; **অসৃজৎ**—সৃষ্টি করেছিলেন; **বিভুঃ**—মহান।

অনুবাদ

আমারই শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা (স্বয়ম্ভু) যখন সৃষ্টিকার্যে উদ্যত হয়ে নিজেকে অসমর্থ বলে মনে করেছিলেন, তখন আমি তাঁকে উপদেশ প্রদান করেছিলাম। সেই উপদেশ অনুসারে ব্রহ্মা অত্যন্ত কঠোর তপস্যা করেছিলেন। সেই তপস্যার প্রভাবেই বিভু ব্রহ্মা তাঁর সৃষ্টিকার্যে তাঁকে সাহায্য করার জন্য তোমাদের নয়জন বিশ্বস্রষ্টাকে সৃষ্টি করেন।

তাৎপর্য

তপস্যা বিনা কোন কিছুই সম্ভব নয়। তাঁর তপস্যার ফলে ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করার শক্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। আমরা যতই তপস্যা-পরায়ণ হই, ততই ভগবানের কৃপায় শক্তি লাভ করি। তাই ঋষভদেব তাঁর পুত্রদের উপদেশ দিয়েছিলেন, *তপো দিব্যং পুত্রকা যেন সত্ত্বং শুদ্ধ্যেদ্*—"ভগবদ্ভক্তির দিব্য স্থিতি লাভ করার জন্য তপস্যা করা উচিত। সেই তপস্যার ফলে হৃদয় পবিত্র হয়।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৫/৫/১) আমাদের বর্তমান অবস্থায় আমরা অপবিত্র এবং তাই আমরা আশ্চর্যজনক কোন কিছুই করতে পারি না, কিন্তু যদি আমরা তপস্যার দ্বারা আমাদের অস্তিত্ব নির্মল করি, তা হলে ভগবানের কৃপায় আমরা অলৌকিক সমস্ত কার্যকলাপ সম্পাদন করতে সক্ষম হব। তাই তপস্যা করা অত্যন্ত আবশ্যক, যে কথা এই শ্লোকে দৃঢ়তার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৫১

এষা পঞ্চজনস্যাঙ্গ দুহিতা বৈ প্রজাপতেঃ ।
অসিক্নী নাম পত্নীত্বে প্রজেশ প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৫১ ॥

এষা—এই; **পঞ্চজনস্য**—পঞ্চজনের; **অঙ্গ**—হে বৎস; **দুহিতা**—কন্যা; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **প্রজাপতেঃ**—আর একজন প্রজাপতি; **অসিক্নী নাম**—অসিক্নী নামক; **পত্নীত্বে**—তোমার পত্নীরূপে; **প্রজেশ**—হে প্রজাপতি; **প্রতিগৃহ্যতাম্**—গ্রহণ কর।

অনুবাদ

হে বৎস দক্ষ, প্রজাপতি পঞ্চজনের অসিক্নী নামক একটি কন্যা রয়েছে। তাকে আমি তোমায় প্রদান করছি, তুমি তাকে তোমার পত্নীরূপে গ্রহণ কর।

শ্লোক ৫২

মিথুনব্যবায়ধর্মস্ত্বং প্রজাসর্গমিমং পুনঃ ।
মিথুনব্যবায়ধর্মিণ্যাং ভূরিশো ভাবয়িষ্যসি ॥ ৫২ ॥

মিথুন—স্ত্রী এবং পুরুষের; **ব্যবায়**—রতিক্রিয়া; **ধর্মঃ**—যে ধর্ম অনুষ্ঠানরূপে আচরণ করে; **ত্বম্**—তুমি; **প্রজাসর্গম্**—জীবসৃষ্টি; **ইমম্**—এই; **পুনঃ**—পুনরায়; **মিথুন**—স্ত্রী-পুরুষের মিলনে; **ব্যবায়-ধর্মিণ্যাম্**—রতি-ধর্মশীলা; **ভূরিশঃ**—বহু; **ভাবয়িষ্যসি**—উৎপাদন করবে।

অনুবাদ

তুমি স্ত্রী-পুরুষের রতিরূপ ধর্ম অবলম্বন করে, প্রজাবৃদ্ধির জন্য এই কন্যার গর্ভে বহু সন্তান উৎপাদন করতে পারবে।

তাৎপর্য

ভগবান *ভগবদ্‌গীতায়* (৭/১১) বলেছেন, *ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি*—"যে কাম ধর্মবিরুদ্ধ নয়, আমি সেই কাম।" ভগবানের নির্দেশে যে মৈথুন তা ধর্ম, কিন্তু তা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য নয়। রতিক্রিয়ার মাধ্যমে যে ইন্দ্রিয়তর্পণ তা বৈদিক নীতি অনুযায়ী অনুমোদিত নয়। স্বাভাবিক কামপ্রবৃত্তির অনুসরণ কেবল সন্তান উৎপাদনের জন্যই হওয়া উচিত। তাই ভগবান এই শ্লোকে দক্ষকে বলেছেন, "রতি ধর্ম অবলম্বন করে কেবল সন্তান উৎপাদনের জন্য এই কন্যাটিকে তোমায় সম্প্রদান করা হচ্ছে, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। সে অত্যন্ত উর্বরা, তাই তুমি তার গর্ভে বহু সন্তান উৎপাদন করতে পারবে।"

এই সম্পর্কে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, দক্ষকে অন্তহীন রতিক্রিয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। দক্ষ তাঁর পূর্বজন্মেও দক্ষ নামে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সময় শিবের প্রতি অপরাধের ফলে, তাঁর শিরশ্ছেদ করে সেখানে একটি ছাগমুণ্ড বসান হয়। তখন সেই অপমানের ফলে তিনি দেহত্যাগ করেন, কিন্তু অন্তহীন কামবাসনা পোষণ করার ফলে, তিনি কঠোর তপস্যার দ্বারা ভগবানকে সন্তুষ্ট করে তাঁর কাছ থেকে অন্তহীন কামক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়ার শক্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, যদিও কামক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়ার এই সুযোগ ভগবানের কৃপার ফলে লাভ হয়, তবুও জড়-জাগতিক কামনা বাসনা থেকে মুক্ত (*অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্*) উন্নত ভক্তদের এই প্রকার সুযোগ প্রদান করা হয় না।

এই সম্পর্কে মনে রাখা উচিত যে, পাশ্চাত্যের ছেলেমেয়েরা যদি ভগবৎ-প্রেম লাভ করার জন্য কৃষ্ণভক্তির পথে উন্নতি লাভ করতে চায়, তা হলে তাদের মৈথুন জীবন থেকে বিরত হতে হবে। তাই আমরা অন্তত অবৈধ কামক্রিয়া থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিই। মৈথুনের সুযোগ থাকলেও, কেবল সন্তান উৎপাদনের জন্যই মৈথুন-পরায়ণ হওয়া উচিত, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। কর্দম মুনিও মৈথুনের সুযোগ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সেই বাসনা ছিল অতি অল্প। তাই দেবহূতির গর্ভে সন্তান উৎপাদনের পর, কর্দম মুনি সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত হয়েছিলেন। অর্থাৎ, কেউ যদি ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চান, তা হলে তাঁকে স্বেচ্ছায় মৈথুন জীবন থেকে বিরত হতে হবে। কাম উপভোগ ততটুকুই কেবল গ্রহণ করা উচিত, যতটুকু অত্যন্ত আবশ্যক, তার অধিক নয়।

দক্ষ যে ভগবানের কাছে অন্তহীন মৈথুনসুখ উপভোগ করার সুযোগ পেয়েছিলেন, সেটিকে কখনও ভগবানের কৃপা বলে মনে করা উচিত নয়। পরবর্তী শ্লোকে আমরা দেখতে পাব যে, দক্ষ পুনরায় বৈষ্ণব অপরাধ করেছিলেন; এইবার নারদ মুনির শ্রীপাদপদ্মে। তাই মৈথুনসুখ যদিও এই জড় জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ, এবং যদিও ভগবানের কৃপায় সেই সুখ উপভোগ করার সুযোগ কেউ পায়, কিন্তু বৈষ্ণব অপরাধ করার সম্ভাবনা থাকে। দক্ষের সেই অপরাধের সম্ভাবনা ছিল এবং তাই, সত্যি কথা বলতে কি, তিনি প্রকৃতপক্ষে ভগবানের কৃপা লাভ করেননি। কখনই ভগবানের কাছ থেকে অন্তহীন মৈথুনসুখ উপভোগ করার শক্তি লাভের প্রার্থনা করা উচিত নয়।

শ্লোক ৫৩

ত্বত্তোঽধস্তাৎ প্রজাঃ সর্বা মিথুনীভূয় মায়য়া।
মদীয়য়া ভবিষ্যন্তি হরিষ্যন্তি চ মে বলিম্ ॥ ৫৩ ॥

ত্বত্তঃ—তোমার; **অধস্তাৎ**—পরবর্তী; **প্রজাঃ**—জীবগণ; **সর্বাঃ**—সমস্ত; **মিথুনী-ভূয়**—রতিধর্ম অবলম্বন করে; **মায়য়া**—মায়ার প্রভাবে অথবা মায়ার দ্বারা প্রদত্ত সুযোগের ফলে; **মদীয়য়া**—আমার; **ভবিষ্যন্তি**—তারা হবে; **হরিষ্যন্তি**—তারা প্রদান করবে; **চ**—ও; **মে**—আমাকে; **বলিম্**—উপহার।

অনুবাদ

তুমি যে শত-সহস্র সন্তান উৎপাদন করবে, তারা আমার মায়ার দ্বারা মোহিত হয়ে তোমার মতো মৈথুনভাব অবলম্বন করবে। কিন্তু তোমার এবং তাদের উপর

আমার কৃপার প্রভাবে, তারা আমার পূজার সামগ্রী সংগ্রহ্ করে ভক্তি সহকারে তা আমাকে উপহার দেবে।

শ্লোক ৫৪

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুক্ত্বা মিষতস্তস্য ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ ।
স্বপ্নোপলব্ধার্থ ইব তত্রৈবান্তর্দধে হরিঃ ॥ ৫৪ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **উক্ত্বা**—বলে; **মিষতঃ তস্য**—দক্ষের সমক্ষে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **বিশ্ব-ভাবনঃ**—যিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন; **স্বপ্ন-উপলব্ধ-অর্থঃ**—স্বপ্নে উপলব্ধ বস্তু; **ইব**—সদৃশ; **তত্র**—সেখানে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অন্তর্দধে**—অন্তর্হিত হয়েছিলেন; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি প্রজাপতি দক্ষের সমক্ষে এইভাবে বলে, স্বপ্নে উপলব্ধ বস্তুর মতো সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের 'ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রজাপতি দক্ষের হংসগুহ্য প্রার্থনা' নামক চতুর্থ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য ।

পঞ্চম অধ্যায়

নারদ মুনির প্রতি প্রজাপতি দক্ষের অভিশাপ

এই অধ্যায়ে নারদ মুনির উপদেশে দক্ষের সমস্ত পুত্রেরা কিভাবে জড়া প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছিলেন, এবং তার ফলে নারদ মুনির প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে দক্ষ যে অভিশাপ দিয়েছিলেন, তা বর্ণনা করা হয়েছে।

ভগবান বিষ্ণুর বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রজাপতি দক্ষ তাঁর পত্নী পাঞ্চজনীর গর্ভে দশ সহস্র পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। সম-স্বভাব এবং চরিত্র সমন্বিত এই পুত্রেরা হর্যশ্ব নামে পরিচিত। পিতার কাছে প্রজাসৃষ্টির আদেশ প্রাপ্ত হয়ে, তাঁরা পশ্চিম দিকে সিন্ধুনদী ও সমুদ্রের সঙ্গম স্থলে নারায়ণসর নামক তীর্থে গমন করেছিলেন, যেখানে বহু সাধু-মহাত্মারা বাস করতেন। হর্যশ্বেরা তপস্যা এবং ধ্যান করতে শুরু করেছিলেন, যা সাধারণত অতি উচ্চস্তরের সন্ন্যাসীর করণীয় কর্ম। কিন্তু নারদ মুনি যখন দেখলেন যে, তাঁরা কেবল প্রজা-সৃষ্টির জন্য এইভাবে কঠোর তপস্যা করছেন, তখন তিনি তাঁদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে সেই সকাম কর্ম থেকে মুক্ত করতে মনস্থ করেছিলেন। নারদ মুনি তাঁদের কাছে জীবনের চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে, সাধারণ কর্মীর মতো সন্তান উৎপাদনে প্রবৃত্ত না হতে বলেছিলেন। তার ফলে দক্ষের সমস্ত পুত্রেরা দিব্য জ্ঞান লাভ করে সেখান থেকে প্রস্থান করেছিলেন এবং আর গৃহে ফিরে যাননি।

এইভাবে তাঁর পুত্রদের হারিয়ে প্রজাপতি দক্ষ অত্যন্ত শোককাতর হয়েছিলেন, এবং তারপর তাঁর পত্নী পাঞ্চজনীর গর্ভে আরও এক হাজার সন্তান উৎপাদন করে, তাঁদের প্রজাবৃদ্ধির আদেশ দিয়েছিলেন। সবলাশ্ব নামক তাঁর এই পুত্রেরাও সন্তান উৎপাদনের জন্য ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনায় রত হয়েছিলেন, কিন্তু নারদ মুনি তাঁদেরও সন্তান উৎপাদন না করে পারমহংস-ধর্ম অবলম্বন করার উপদেশ দিয়েছিলেন। এইভাবে প্রজাসৃষ্টির প্রয়াসে দুবার বিফল হয়ে, প্রজাপতি দক্ষ নারদ মুনির প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং তাঁকে এই বলে অভিশাপ দিয়েছিলেন

যে, ভবিষ্যতে তিনি কোথায়ও থাকবার স্থান পাবেন না। দেবর্ষি নারদ বৈষ্ণবোচিত গুণাবলীতে পূর্ণরূপে বিভূষিত, তাই তিনি কোন রকম প্রতিবাদ না করে সেই অভিশাপ অঙ্গীকার করেছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

তস্যাং স পাঞ্চজন্যাং বৈ বিষ্ণুমায়োপবৃংহিতঃ।
হর্যশ্বসংজ্ঞানযুতং পুত্রানজনয়দ্ বিভুঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **তস্যাম্**—তাঁর; **সঃ**—প্রজাপতি দক্ষ; **পাঞ্চজন্যাম্**—পাঞ্চজনী নামক তাঁর পত্নীর; **বৈ**—বস্তুত; **বিষ্ণু-মায়া-উপবৃংহিতঃ**—বিষ্ণুমায়ার দ্বারা সমর্থ হয়ে; **হর্যশ্ব-সংজ্ঞান্**—হর্যশ্ব নামক; **অযুতম্**—দশ হাজার; **পুত্রান্**—পুত্র; **অজনয়ৎ**—উৎপাদন করেছিলেন; **বিভুঃ**—শক্তিমান হয়ে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, প্রজাপতি দক্ষ বিষ্ণুমায়ার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে পাঞ্চজনীর (অসিক্লীর) গর্ভে দশ হাজার পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। তাঁরা হর্যশ্ব নামে পরিচিত।

শ্লোক ২

অপৃথগ্ধর্মশীলাস্তে সর্বে দাক্ষায়ণা নৃপ।
পিত্রা প্রোক্তাঃ প্রজাসর্গে প্রতীচীং প্রযযুর্দিশম্ ॥ ২ ॥

অপৃথক্—সমান; **ধর্ম-শীলাঃ**—সৎ চরিত্র এবং আচরণ; **তে**—তাঁরা; **সর্বে**—সকলে; **দাক্ষায়ণাঃ**—দক্ষের পুত্র; **নৃপ**—হে রাজন্; **পিত্রা**—তাঁদের পিতার দ্বারা; **প্রোক্তাঃ**—আদিষ্ট হয়ে; **প্রজা-সর্গে**—প্রজা সৃষ্টি করতে; **প্রতীচীম্**—পশ্চিম; **প্রযযুঃ**—তাঁরা গিয়েছিলেন; **দিশম্**—দিকে।

অনুবাদ

হে রাজন্, প্রজাপতি দক্ষের সেই সমস্ত পুত্রদের স্বভাব ছিল অত্যন্ত নম্র এবং তাঁরা সকলেই ছিলেন তাঁদের পিতার অত্যন্ত বাধ্য। তাঁদের পিতা যখন তাঁদেরকে সন্তান উৎপাদনের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তখন তাঁরা পশ্চিম দিকে গমন করেছিলেন।

শ্লোক ৩

তত্র নারায়ণসরস্তীর্থং সিন্ধুসমুদ্রয়োঃ ।
সঙ্গমো যত্র সুমহন্মুনিসিদ্ধনিষেবিতম্ ॥ ৩ ॥

তত্র—সেখানে; **নারায়ণ-সরঃ**—নারায়ণসর নামক সরোবরে; **তীর্থম্**—অতি পবিত্র স্থান; **সিন্ধু-সমুদ্রয়োঃ**—সিন্ধু নদী এবং সমুদ্রের; **সঙ্গমঃ**—সঙ্গম স্থলে; **যত্র**—যেখানে; **সুমহৎ**—অত্যন্ত মহান; **মুনি**—ঋষিগণ; **সিদ্ধ**—এবং সিদ্ধদের দ্বারা; **নিষেবিতম্**—অধ্যুষিত।

অনুবাদ

পশ্চিমে যেখানে সিন্ধুনদী সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছে, সেখানে নারায়ণসর নামক একটি তীর্থস্থান রয়েছে। বহু মুনি ঋষি এবং সিদ্ধগণ সেই স্থানে বাস করেন।

শ্লোক ৪-৫

তদুপস্পর্শনাদেব বিনির্ধূতমলাশয়াঃ ।
ধর্মে পারমহংস্যে চ প্রোৎপন্নমতয়োঽপ্যুত ॥ ৪ ॥
তেপিরে তপ এবোগ্রং পিত্রাদেশেন যন্ত্রিতাঃ ।
প্রজাবিবৃদ্ধয়ে যত্তান্ দেবর্ষিস্তান্ দদর্শ হ ॥ ৫ ॥

তৎ—সেই পবিত্র তীর্থের; **উপস্পর্শনাৎ**—সেই জলে স্নান করে বা স্পর্শ করে; **এব**—কেবল; **বিনির্ধূত**—সম্পূর্ণরূপে ধৌত হয়ে; **মল-আশয়াঃ**—অপবিত্র বাসনা; **ধর্মে**—অভ্যাসে; **পারমহংস্যে**—সর্বোচ্চ স্তরের সন্ন্যাসীদের আচরণীয়; **চ**—ও; **প্রোৎপন্ন**—বিশেষভাবে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন; **মতয়ঃ**—মতি; **অপি উত**—যদিও; **তেপিরে**—তাঁরা আচরণ করেছিলেন; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **উগ্রম্**—কঠোর; **পিতৃ-আদেশেন**—তাঁদের পিতার আদেশে; **যন্ত্রিতাঃ**—নিযুক্ত; **প্রজা-বিবৃদ্ধয়ে**—প্রজাবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে; **যত্তান্**—প্রস্তুত; **দেবর্ষিঃ**—দেবর্ষি নারদ; **তান্**—তাঁদের; **দদর্শ**—দর্শন করেছিলেন; **হ**—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

হর্যশ্বরা সেই পবিত্র তীর্থের জল স্পর্শ করে ও তাতে স্নান করে বিশেষভাবে পবিত্র হয়েছিলেন এবং তাঁদের পারমহংস-ধর্মে মতি হয়েছিল। কিন্তু, যেহেতু

তাঁদের পিতা তাঁদের প্রজাবৃদ্ধির আদেশ দিয়েছিলেন, তাই তাঁরা তাঁর বাসনা পূর্ণ করার জন্য কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। একদিন দেবর্ষি নারদ প্রজাসৃষ্টির জন্য তপস্যারত হর্যশ্বদের দেখতে পেয়ে তাঁদের কাছে এসেছিলেন।

শ্লোক ৬-৮

উবাচ চাথ হর্যশ্বাঃ কথং স্রক্ষ্যথ বৈ প্রজাঃ ।
অদৃষ্ট্বান্তং ভুবো যূয়ং বালিশা বত পালকাঃ ॥ ৬ ॥
তথৈকপুরুষং রাষ্ট্রং বিলং চাদৃষ্টনির্গমম্ ।
বহুরূপাং স্ত্রিয়ং চাপি পুমাংসং পুংশ্চলীপতিম্ ॥ ৭ ॥
নদীমুভয়তোবাহাং পঞ্চপঞ্চাদ্ভুতং গৃহম্ ।
ক্বচিদ্ধংসং চিত্রকথং ক্ষৌরপব্যং স্বয়ং ভ্রমি ॥ ৮ ॥

উবাচ—বলেছিলেন; **চ**—ও; **অথ**—এইভাবে; **হর্যশ্বাঃ**—হে দক্ষপুত্র হর্যশ্বগণ; **কথম্**—কিভাবে; **স্রক্ষ্যথ**—উৎপাদন করবে; **বৈ**—প্রকৃতপক্ষে; **প্রজাঃ**—প্রজা; **অদৃষ্ট্বা**—না দেখে; **অন্তম্**—অন্ত; **ভুবঃ**—এই পৃথিবীর; **যূয়ম্**—তোমরা সকলে; **বালিশাঃ**—অনভিজ্ঞ; **বত**—হায়; **পালকাঃ**—শাসনকারী রাজপুত্র হওয়া সত্ত্বেও; **তথা**—তেমনই; **এক**—এক; **পুরুষম্**—পুরুষ; **রাষ্ট্রম্**—রাজ্য; **বিলম্**—ছিদ্র; **চ**—ও; **অদৃষ্ট-নির্গমম্**—যেখান থেকে বেরিয়ে আসে না; **বহু-রূপাম্**—বহু রূপ ধারণ করে; **স্ত্রিয়ম্**—নারী; **চ**—এবং; **অপি**—ও; **পুমাংসম্**—পুরুষ; **পুংশ্চলী-পতিম্**—বেশ্যার পতি; **নদীম্**—নদী; **উভয়তঃ**—উভয় দিকে; **বাহাম্**—প্রবাহিত হয়; **পঞ্চ-পঞ্চ**—পাঁচ গুণ পাঁচ (পঁচিশ); **অদ্ভুতম্**—আশ্চর্য; **গৃহম্**—গৃহ; **ক্বচিৎ**—কোথায়ও; **হংসম্**—হংস; **চিত্রকথম্**—যার কাহিনী আশ্চর্যজনক; **ক্ষৌরপব্যম্**—তীক্ষ্ণধার ক্ষুর এবং বজ্রের দ্বারা নির্মিত; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **ভ্রমি**—ঘূর্ণায়মান।

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ বললেন—হে হর্যশ্বগণ, তোমরা পৃথিবীর অন্ত দর্শন করনি। সেখানে একটি রাজ্য রয়েছে, যেখানে কেবল একজন মানুষ বিরাজ করেন। সেখানে একটি গর্ত রয়েছে, যেখানে প্রবেশ করলে কেউ বেরিয়ে আসে না। সেখানে একটি স্ত্রী রয়েছে যে অত্যন্ত অসতী এবং সে বিভিন্ন মনোহর বসনের দ্বারা নিজেকে সাজায়, আর সেখানে এক পুরুষ আছে যে তার পতি। সেই রাজ্যে

একটি নদী আছে যা উভয় দিকে প্রবাহিত। সেখানে একটি আশ্চর্য গৃহ রয়েছে, যা পঁচিশটি উপাদানের দ্বারা নির্মিত, একটি হংস রয়েছে, যে বহুবিধ শব্দ করে, এবং একটি বস্তু আছে যা ক্ষুর ও বজ্রের দ্বারা নির্মিত এবং স্বয়ং ভ্রমণশীল। তোমরা সেই সব দর্শন করনি; সুতরাং তোমরা উন্নত-জ্ঞানহীন অনভিজ্ঞ বালক। অতএব তোমরা প্রজা সৃষ্টি করবে কি করে?

তাৎপর্য

নারদ মুনি দেখেছিলেন যে, হর্যশ্ব নামক সেই সমস্ত বালকেরা সেই তীর্থে বাস করার ফলে পবিত্র হয়েছিলেন এবং মুক্তি লাভের যোগ্য হয়েছিলেন। তাই তিনি মনস্থ করেছিলেন, অন্ধকূপ-সদৃশ গৃহস্থ আশ্রমে, যেখানে একবার প্রবেশ করলে আর বেরিয়ে আসা যায় না, সেখানে তাঁদের লিপ্ত হতে নিষেধ করবেন। এই রূপকটির মাধ্যমে নারদ মুনি তাঁদের বিবেচনা করতে বলেছিলেন, কেন তাঁদের পিতার আদেশ অনুসারে গৃহস্থ আশ্রমে লিপ্ত হওয়া তাঁদের পক্ষে উচিত নয়। পরোক্ষভাবে তিনি তাঁদের হৃদয়াভ্যন্তরে পরমাত্মা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অন্বেষণ করার উপদেশ দিয়েছিলেন, কারণ তা হলেই তাঁরা প্রকৃত অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারবেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, যিনি জড়-জাগতিক কার্যকলাপে অত্যন্ত বিজড়িত এবং তার ফলে তাঁর হৃদয়ের অন্তঃস্থল দর্শন করেন না, তিনি মায়ার বন্ধনে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তরভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। নারদ মুনির উদ্দেশ্য ছিল প্রজাপতি দক্ষের পুত্রদের প্রজাসৃষ্টির অতি সাধারণ অথচ অত্যন্ত জটিল কার্যকলাপে যুক্ত না হওয়ার পরিবর্তে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির প্রতি অনুপ্রাণিত করা। সেই একই উপদেশ প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর পিতাকে দিয়েছিলেন (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৫/৫)—

তৎ সাধু মন্যেহসুরবর্য দেহিনাং
সদা সমুদ্বিগ্নধিয়ামসদ্গ্রহাৎ ।
হিত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপং
বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত ॥

সংসার জীবনের অন্ধকূপে মানুষ সর্বদা উৎকণ্ঠায় পূর্ণ থাকে, কারণ সে এক অনিত্য শরীর ধারণ করেছে। কেউ যদি সেই উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত হতে চায়, তা হলে তাকে তৎক্ষণাৎ গৃহস্থ আশ্রম পরিত্যাগ করে বৃন্দাবনে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় অবলম্বন করা উচিত। গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ না করতে নারদ মুনি হর্যশ্বদের উপদেশ দিয়েছিলেন । যেহেতু তাঁরা আধ্যাত্মিক জ্ঞানে ইতিমধ্যে উন্নত ছিলেন, তাই তিনি বিবেচনা করেছিলেন কেন তাঁরা সেই বন্ধনে আবদ্ধ হবেন?

শ্লোক ৯

কথং স্বপিতুরাদেশমবিদ্বাংসো বিপশ্চিতঃ ।
অনুরূপমবিজ্ঞায় অহো সর্গং করিষ্যথ ॥ ৯ ॥

কথম্—কিভাবে; **স্ব-পিতুঃ**—তোমাদের পিতার; **আদেশম্**—আদেশ; **অবিদ্বাংসঃ**—অজ্ঞ; **বিপশ্চিতঃ**—যিনি সব কিছু জানেন; **অনুরূপম্**—তোমাদের উপযুক্ত; **অবিজ্ঞায়**—না জেনে; **অহো**—হায়; **সর্গম্**—সৃষ্টি; **করিষ্যথ**—তোমরা করবে।

অনুবাদ

হায়, তোমাদের পিতা সর্বজ্ঞ, কিন্তু তোমরা তাঁর প্রকৃত আদেশ জান না। সুতরাং তোমাদের পিতার প্রকৃত উদ্দেশ্য না জেনে, তোমরা কিভাবে প্রজা সৃষ্টি করবে?

শ্লোক ১০

শ্রীশুক উবাচ

তন্নিশম্যাথ হর্যশ্বা ঔৎপত্তিকমনীষয়া ।
বাচঃকূটং তু দেবর্ষেঃ স্বয়ং বিমমৃশুর্ধিয়া ॥ ১০ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **তৎ**—তা; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **অথ**—তারপর; **হর্যশ্বাঃ**—প্রজাপতি দক্ষের পুত্রেরা; **ঔৎপত্তিক**—স্বাভাবিকভাবে জাগ্রত; **মনীষয়া**—বিবেকশক্তি-সম্পন্ন; **বাচঃ**—বাণীর; **কূটম্**—হেঁয়ালিপূর্ণ; **তু**—কিন্তু; **দেবর্ষেঃ**—নারদ মুনির; **স্বয়ম্**—নিজে নিজেই; **বিমমৃশুঃ**—বিচার করলেন; **ধিয়া**—বুদ্ধির দ্বারা।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—নারদ মুনির সেই হেঁয়ালিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করে, হর্যশ্বেরা তাঁদের স্বাভাবিক বিচারশক্তি-সম্পন্ন বুদ্ধির দ্বারা নিজেরাই তা বিচার করতে লাগলেন।

শ্লোক ১১

ভূঃ ক্ষেত্রং জীবসংজ্ঞং যদনাদি নিজবন্ধনম্ ।
অদৃষ্ট্বা তস্য নির্বাণং কিমসৎকর্মভির্ভবেৎ ॥ ১১ ॥

ভূঃ—পৃথিবী; **ক্ষেত্রম্**—কর্মক্ষেত্র; **জীব-সংজ্ঞম্**—বিবিধ কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ জীবাত্মার উপাধি; **যৎ**—যা; **অনাদি**—স্মরণাতীত কাল থেকে যা বিদ্যমান; **নিজ-বন্ধনম্**—তার নিজের বন্ধনের কারণ; **অদৃষ্ট্বা**—তাকে দর্শন না করে; **তস্য**—তার; **নির্বাণম্**—মোক্ষ; **কিম্**—কি লাভ; **অসৎকর্মভিঃ**—অনিত্য সকাম কর্মের দ্বারা; **ভবেৎ**—হতে পারে।

অনুবাদ

(হর্যশ্বরা নারদ মুনির বাণীর অর্থ এইভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন—) 'ভূ' ('পৃথিবী') শব্দের অর্থ কর্মক্ষেত্র। কর্মের ফলস্বরূপ উৎপন্ন যে জড় শরীর, তা হচ্ছে জীবের কর্মক্ষেত্র এবং তা তাকে ভ্রান্ত উপাধি প্রদান করে। জীব স্মরণাতীত কাল থেকে বিভিন্ন প্রকার জড় শরীর প্রাপ্ত হয়েছে, যা তার ভববন্ধনের মূলস্বরূপ। কেউ যদি মূর্খতাবশত এই অনিত্য সকাম কর্মে লিপ্ত হয় এবং এই বন্ধন-মুক্তির চেষ্টা না করে, তা হলে তার অনিত্য কর্মের অনুষ্ঠানে কি লাভ হবে?

তাৎপর্য

নারদ মুনি প্রজাপতি দক্ষের পুত্র হর্যশ্বদের কাছে দশটি রূপক বিষয় সম্বন্ধে বলেছিলেন—রাজা, রাজ্য, বিল, স্ত্রী, পুংশ্চলীপতি, নদী, গৃহ, পঞ্চবিংশতি পদার্থ, হংস, এবং খুর ও বজ্রের দ্বারা নির্মিত স্বয়ং ভ্রমণশীল বস্তু। সেই সম্বন্ধে নিজেরাই বিচার করে হর্যশ্বরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, দেহের বন্ধনে আবদ্ধ জীব সুখের অন্বেষণ করে, কিন্তু কিভাবে যে সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়, তার চেষ্টা করে না। এই শ্লোকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই জড় জগতে সমস্ত জীব তাদের বিশেষ বিশেষ শরীর প্রাপ্ত হয়ে অত্যন্ত সক্রিয় হয়। মানুষ তার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য দিন-রাত কাজ করে, আবার কুকুর, শূকর প্রভৃতি প্রাণীরাও তাদের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য দিন-রাত পরিশ্রম করে। পশু-পক্ষী এবং অন্যান্য সমস্ত বদ্ধ জীবেরা আত্মজ্ঞান-রহিত হয়ে বিভিন্ন কর্মের বন্ধনে তাদের জড় দেহে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। মনুষ্য-শরীরে জীবের কর্তব্য হচ্ছে এমনভাবে আচরণ করা যার ফলে সে তার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে, কিন্তু নারদ মুনি অথবা গুরুপরম্পরার ধারায় তাঁর প্রতিনিধির শিক্ষা ব্যতীত মানুষ অন্ধের মতো অনিত্য মায়াসুখ ভোগের জন্য দৈহিক কার্যকলাপে যুক্ত হচ্ছে। এই মায়ার বন্ধন থেকে যে কিভাবে মুক্ত হতে হয় তা তারা জানে না। তাই ঋষভদেব বলেছেন যে, এই সমস্ত কার্যকলাপ মোটেই ভাল নয়, কারণ তার ফলে আত্মা ত্রিতাপ দুঃখ

সমন্বিত জড় জগতের বন্ধনে এক দেহ থেকে আর এক দেহে বার বার দেহান্তরিত হতে থাকে।

প্রজাপতি দক্ষের পুত্র হর্যশ্বেরা তৎক্ষণাৎ নারদ মুনির উপদেশের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। আমাদের এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে এই প্রকার দিব্য জ্ঞান প্রদান করা। আমরা সমগ্র মানব-সমাজকে দিব্য জ্ঞান প্রদান করার চেষ্টা করছি, যাতে তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির বন্ধন থেকে মুক্তি এবং আত্ম-উপলব্ধি লাভের জন্য তাদের নিষ্ঠা সহকারে তপস্যা সম্পাদন করা উচিত। মায়া কিন্তু অত্যন্ত প্রবল। এই উপলব্ধির পথে মায়া নানা রকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির ব্যাপারে অত্যন্ত পটু। তাই, কখনও কখনও কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে যোগদান করার পরেও, এই আন্দোলনের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে, অনেকে অধঃপতিত হয়ে পুনরায় মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

শ্লোক ১২

এক এবেশ্বরস্তুর্যো ভগবান্ স্বাশ্রয়ঃ পরঃ ।
তমদৃষ্ট্বাভবং পুংসঃ কিমসৎকর্মভির্ভবেৎ ॥ ১২ ॥

একঃ—এক; **এব**—বস্তুত; **ঈশ্বরঃ**—পরম ঈশ্বর; **তুর্যঃ**—চতুর্থ চিন্ময় স্তর; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **স্ব-আশ্রয়ঃ**—তাঁর নিজের আশ্রয় হওয়ার ফলে স্বতন্ত্র; **পরঃ**—জড় সৃষ্টির অতীত ; **তম্**—তাঁকে; **অদৃষ্ট্বা**—দর্শন না করে; **অভবম্**—যাঁর জন্ম হয়নি অথবা সৃষ্টি হয়নি; **পুংসঃ**—পুরুষের; **কিম্**—কি লাভ; **অসৎ-কর্মভিঃ**—অনিত্য সকাম কর্মের দ্বারা; **ভবেৎ**—হতে পারে।

অনুবাদ

(নারদ মুনি বলেছেন যে, একটি রাজ্য রয়েছে যেখানে একজন মাত্র পুরুষ রয়েছেন। হর্যশ্বেরা তাঁর এই উক্তির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন।) একমাত্র ভোক্তা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান যিনি সর্বত্র সব কিছুর পর্যবেক্ষক। তিনি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ এবং সর্বতোভাবে স্বতন্ত্র। তিনি কখনও জড়া প্রকৃতির গুণের অধীন নন, কারণ তিনি সর্বদা এই জড় সৃষ্টির অতীত। মানব-সমাজ যদি তাদের উন্নত জ্ঞান এবং কার্যকলাপের দ্বারা সেই পরমেশ্বরকে না জেনে, কেবল তাদের অনিত্য সুখভোগের জন্য দিন-রাত কুকুর-বেড়ালের মতো পরিশ্রম করে, তা হলে তাদের সেই সমস্ত কার্যকলাপে কি লাভ?

তাৎপর্য

নারদ মুনি বলেছেন যে, একটি রাজ্য রয়েছে যেখানে কেবল একজন রাজা রয়েছেন যাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। চিৎ-জগতে এবং বিশেষ করে জড় জগতে কেবল একজন ঈশ্বর বা ভোক্তা রয়েছেন, যিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং তিনি জড় সৃষ্টির অতীত। ভগবানকে এখানে তাই *তুর্য* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ তিনি চতুর্থ স্তরে অবস্থিত। তাঁকে *অভব* বলেও বর্ণনা করা হয়েছে। *ভব* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'জন্মগ্রহণ করা'। এই শব্দটি *ভূ* শব্দ অর্থাৎ 'হওয়া' থেকে উদ্ভূত হয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* (৮/১৯) যেমন বলা হয়েছে, *ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে* —এই জড় জগতে জীবকে বার বার জন্মগ্রহণ করতে হয় এবং ধ্বংস হতে হয়। পরমেশ্বর ভগবানকে কিন্তু কখনও *ভূত্বা* অথবা *প্রলীয়তে* হতে হয় না; তিনি নিত্য। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, তাঁকে আত্মার অবিদ্যার প্রভাবে মানুষ অথবা পশুর মতো বার বার জন্ম গ্রহণ করতে হয় না এবং মৃত্যুবরণ করতে হয় না। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরীরে এই প্রকার পরিবর্তন হয় না। যারা তা বোঝে না, তারা মূর্খ (*অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্*)। নারদ মুনি উপদেশ দিয়েছেন যে, মানুষ যেন অনর্থক বিড়াল ও বানরের মতো লাফালাফি করে তাদের সময়ের অপচয় না করে। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে জানা।

শ্লোক ১৩

পুমান্ নৈবৈতি যদ্ গত্বা বিলস্বর্গং গতো যথা ।
প্রত্যগ্ধামাবিদ ইহ কিমসৎকর্মভির্ভবেৎ ॥ ১৩ ॥

পুমান্—মানুষ; **ন**—না; **এব**—বস্তুত; **এতি**—ফিরে আসে; **যৎ**—যেখানে; **গত্বা**—গিয়ে; **বিল-স্বর্গম্**—পাতাললোকে; **গতঃ**—গিয়ে; **যথা**—সদৃশ; **প্রত্যক্-ধাম**—জ্যোতির্ময় চিৎ-জগৎ; **অবিদঃ**—অজ্ঞানী ব্যক্তির; **ইহ**—এই জড় জগতে; **কিম্**—কি লাভ; **অসৎ-কর্মভিঃ**—ক্ষণস্থায়ী সকাম কর্মের দ্বারা; **ভবেৎ**—হতে পারে।

অনুবাদ

(নারদ মুনি বলেছিলেন যে, একটি বিল বা ছিদ্র রয়েছে যেখানে প্রবেশ করলে, সেখান থেকে আর কেউ ফিরে আসে না। হর্যশ্বরা সেই রূপকের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন।) পাতালে প্রবেশ করলে যেমন সেখান থেকে আর বেরিয়ে

আসা যায় না, তেমনি বৈকুণ্ঠ ধামে (প্রত্যগ্‌-ধাম) প্রবেশ করলে, সেখান থেকে আর এই জড় জগতে কেউ ফিরে আসে না। এমন কোন স্থান যদি থাকে, যেখানে গেলে আর এই দুঃখময় জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না, তা হলে সেই স্থানটি দর্শন না করে বা জানবার চেষ্টা না করে, কেবল বানরের মতো এই জড় জগতে লাফালাফি করলে কি লাভ হবে?

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় (১৫/৬) বলা হয়েছে, *যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম* — যেখানে গেলে আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না, সেটিই হচ্ছে আমার পরম ধাম। সেই স্থানের বর্ণনা বার বার দেওয়া হয়েছে। *ভগবদ্‌গীতায়* অন্যত্র (৪/৯) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্যধাম লাভ করেন।"

কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণকে যথাযথভাবে জানতে পারেন, যাঁকে ইতিপূর্বেই পরম ঈশ্বর বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তা হলে তাঁর জড় দেহ ত্যাগ করার পর, তাঁকে আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না। *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই শ্লোকে সেই তথ্যের বর্ণনা করা হয়েছে। *পুমান্ নৈবৈতি যদ্ গত্বা*—তিনি নিত্য আনন্দময় এবং জ্ঞানময় জীবন লাভ করে ভগবদ্ধামে ফিরে যান, তাঁকে আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না। মানুষ কেন সেই কথা চিন্তা করে না? এই জড় জগতে কখনও মনুষ্যরূপে, কখনও দেবতারূপে এবং কখনও কুকুর অথবা বিড়ালরূপে আবার জন্মগ্রহণ করে কি লাভ? এইভাবে সময় নষ্ট করে কি লাভ? শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্‌গীতায়* (৮/১৫) বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন—

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্ ।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥

"মহাত্মাগণ যাঁরা ভক্তিপরায়ণ যোগী, তাঁরা আমাকে লাভ করে আর এই দুঃখপূর্ণ নশ্বর সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না, কেননা তাঁরা সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করেছেন।" জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে, ভগবানের সঙ্গে বৈকুণ্ঠলোকে বাস

করার সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করার চেষ্টা করাই মানব-জীবনের প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত। এই শ্লোকগুলিতে দক্ষের পুত্রেরা বার বার বলেছেন, *কিমসৎকর্মভির্ভবেৎ*— "অনিত্য সকাম কর্ম অনুষ্ঠান করে কি লাভ?"

শ্লোক ১৪

নানারূপাত্মনো বুদ্ধিঃ স্বৈরিণীব গুণান্বিতা ।
তন্নিষ্ঠামগতস্যেহ কিমসৎকর্মভির্ভবেৎ ॥ ১৪ ॥

নানা—বিবিধ; **রূপা**—রূপ বা বসন; **আত্মনঃ**—জীবের; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **স্বৈরিণী**—যে বেশ্যা বিবিধ বসন বা অলঙ্কারের দ্বারা নিজেকে ইচ্ছামতো সাজায়; **ইব**—সদৃশ; **গুণান্বিতা**—রজ আদি গুণ সমন্বিতা; **তৎ-নিষ্ঠাম্**—তার নিবৃত্তি; **অগতস্য**—যে প্রাপ্ত হয়নি তার; **ইহ**—এই জড় জগতে ; **কিম্ অসৎ-কর্মভিঃ ভবেৎ**—অনিত্য সকাম কর্ম অনুষ্ঠান করে কি লাভ।

অনুবাদ

(নারদ মুনি এক বেশ্যা রমণীর বর্ণনা করেছেন। হর্যশ্বেরা সেই রমণীকে চিনতে পেরেছেন।) রজোগুণ সমন্বিত জীবের অস্থির বুদ্ধি একটি বেশ্যার মতো জীবের মোহ উৎপাদনের জন্য তার বেশ পরিবর্তন করে। তা বুঝতে না পেরে মানুষ যদি অনিত্য সকাম কর্মে লিপ্ত হয়, তাতে তার কি লাভ হবে?

তাৎপর্য

যে পতিহীনা রমণী নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করে, সে বেশ্যায় পরিণত হয়। বেশ্যারা তাদের দেহের নিম্নাঙ্গের প্রতি পুরুষের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য সাধারণত নিজেদের খুব সুন্দরভাবে সাজায়। আজকাল মেয়েদের প্রায় নগ্ন অবস্থায়, তাদের দেহের নিম্নাঙ্গ কেবল স্বল্প আচ্ছাদিত করে যৌনসুখ উপভোগের জন্য তাদের গোপন অঙ্গগুলির প্রতি পুরুষদের মনোযোগ আকর্ষণ করা একটা প্রচলিত প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেহের নিম্নাঙ্গের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য যখন বুদ্ধির প্রয়োগ হয়, তখন সেই বুদ্ধি একটি বেশ্যার মতো। তেমনই, যে জীব তার বুদ্ধিকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বা শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রতি উন্মুখ করে না, তা হলে সে কেবল বেশ্যার মতো তার বেশ পরিবর্তন করে। এই প্রকার মূর্খ বুদ্ধির কি প্রয়োজন? বুদ্ধির দ্বারা চেতনাকে এমনভাবে পরিচালিত করা উচিত যাতে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হতে না হয়।

কর্মীরা যে কোন মুহূর্তে তাদের বৃত্তির পরিবর্তন করে, কিন্তু কৃষ্ণভক্ত কখনও তাঁর বৃত্তি পরিবর্তন করে না, কারণ তাঁর একমাত্র বৃত্তি হচ্ছে নিত্য পরিবর্তনশীল ফ্যাশনের অনুসরণ না করে, অত্যন্ত সরলভাবে জীবন যাপন করা এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে শ্রীকৃষ্ণের মনোযোগ আকর্ষণ করা। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে ফ্যাশন-পরায়ণ ব্যক্তিদের কেবল একটি ফ্যাশনই অবলম্বন করার শিক্ষা দেওয়া হয়—মুণ্ডিত মস্তকে তিলক শোভিত হয়ে বৈষ্ণব সাজে সজ্জিত হওয়া। তাঁদের মন, বেশভূষা, আহার শুদ্ধ করার শিক্ষা দেওয়া হয় যাতে তাঁরা কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত হতে পারেন। কখনও লম্বা চুল রেখে, কখনও বা দাড়ি রেখে রূপ এবং বসনের পরিবর্তন করে কি লাভ? সেটি ভাল নয়। এই প্রকার তুচ্ছ কার্যকলাপে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। সর্বদা কৃষ্ণভক্তিতে একনিষ্ঠ থাকা উচিত এবং সুদৃঢ় বিশ্বাস সহকারে ভগবদ্ভক্তির মহৌষধ সেবন করা উচিত।

শ্লোক ১৫

তৎসঙ্গভ্রংশিতৈশ্বর্যং সংসরন্তং কুভার্যবৎ ।
তদ্‌গতীরবুধস্যেহ কিমসৎকর্মভির্ভবেৎ ॥ ১৫ ॥

তৎ-সঙ্গ—বুদ্ধিরূপ বেশ্যার সঙ্গপ্রভাবে; **ভ্রংশিত**—ভ্রষ্ট; **ঐশ্বর্যম্**—স্বাধীনতারূপ ঐশ্বর্য; **সংসরন্তম্**—জড়-জাগতিক জীবনকে অবলম্বন করে; **কু-ভার্য-বৎ**—অসতী স্ত্রীর পতির মতো; **তৎ-গতীঃ**—কলুষিত বুদ্ধিমত্তার গতি; **অবুধস্য**—যে জানে না তার; **ইহ**—এই জগতে; **কিম্ অসৎ-কর্মভিঃ ভবেৎ**—অনিত্য সকাম কর্ম অনুষ্ঠান করে কি লাভ।

অনুবাদ

(নারদ মুনি এক বেশ্যাপতি পুরুষের কথাও বলেছেন। হর্যশ্বেরা সেই বর্ণনাটি এইভাবে বুঝেছিলেন—) কেউ যদি বেশ্যার পতি হয়, তা হলে সে তার স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলে। তেমনই, কলুষিত বুদ্ধিমত্তা সমন্বিত ব্যক্তি তার জড়-জাগতিক জীবনকে বর্ধিত করে। জড়া প্রকৃতির দ্বারা নিরাশ হয়ে সে তার বুদ্ধির গতি অনুসরণ করে, যার ফলে সে বিভিন্ন সুখ এবং দুঃখময় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এইভাবে কেউ যদি সকাম কর্ম অনুষ্ঠান করে, তার ফলে কি লাভ হয়?

তাৎপর্য

কলুষিত বুদ্ধিকে বেশ্যার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যে তার বুদ্ধিকে শুদ্ধ এবং পবিত্র করেনি, সে সেই বেশ্যার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বলা হয়। *ভগবদ্‌গীতায়*

(২/৪১) বলা হয়েছে, *ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন*—যারা প্রকৃতপক্ষে নিষ্ঠাবান, তারা কেবল এক প্রকার বুদ্ধির দ্বারা, অর্থাৎ কৃষ্ণভাবনাময় বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়। *বহুশাখাহ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্*—যারা কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণ নয়, তাদের বুদ্ধি বহু শাখায় বিভক্ত। এইভাবে নানা প্রকার জড়-জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে, তারা জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং নানা প্রকার সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। কোন পুরুষ যদি বেশ্যার পতি হয়, তা হলে সে সুখী হতে পারে না, তেমনই যে ব্যক্তি তার জড় বুদ্ধি এবং জড় চেতনার আদেশ পালন করে, সে কখনও সুখী হতে পারে না।

জড়া প্রকৃতির কার্যকলাপ বিচারপূর্বক হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৩/২৭) বলা হয়েছে—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥

"মোহাচ্ছন্ন জীব প্রাকৃত অহঙ্কারবশত জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ দ্বারা ক্রিয়মান সমস্ত কার্যকে স্বীয় কার্য বলে মনে করে 'আমি কর্তা'—এই রকম অভিমান করে।" মানুষ যদিও জড়া প্রকৃতির আদেশ পালন করে, তবুও সে মহানন্দে মনে করে যে, সে হচ্ছে প্রকৃতির ঈশ্বর বা পতি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, যার পরিচালনায় এই জড় জগৎ পরিচালিত হচ্ছে, সেই ভগবানকে বৈজ্ঞানিকেরা জানবার চেষ্টা না করে, জন্মজন্মান্তরে জড়া প্রকৃতির প্রভু হওয়ার চেষ্টা করছে। জড়া প্রকৃতির প্রভুত্ব করার চেষ্টা করে তারা নকল ভগবান সেজে জনসাধারণের কাছে ঘোষণা করে যে, বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে একদিন তারা ভগবানের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হতে পারবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভগবানের নিয়ম লঙ্ঘন করতে সক্ষম না হয়ে, তারা কলুষিত বুদ্ধিরূপ বেশ্যার সঙ্গপ্রভাবে নানা প্রকার জড় শরীর ধারণ করতে বাধ্য হয়। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১৩/২২) বলা হয়েছে—

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্ ।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥

"জড়া প্রকৃতিতে অবস্থিত জীব প্রকৃতির গুণসমূহ ভোগ করে। প্রকৃতির গুণের সঙ্গবশতই তার সৎ ও অসৎ যোনিসমূহে জন্ম হয়।" কেউ যদি পূর্ণরূপে অনিত্য সকাম কর্মে যুক্ত হয় এবং তার প্রকৃত সমস্যার সমাধান না করে, তা হলে কি লাভ?

শ্লোক ১৬

সৃষ্ট্যপ্যয়করীং মায়াং বেলাকূলান্তবেগিতাম্ ।
মত্তস্য তামবিজ্ঞস্য কিমসৎকর্মভির্ভবেৎ ॥ ১৬ ॥

সৃষ্টি—সৃষ্টি; **অপ্যয়**—প্রলয়; **করীম্**—যিনি করেন; **মায়াম্**—মায়া; **বেলাকূল-অন্ত**—তটের নিকটে; **বেগিতাম্**—অত্যন্ত বেগবান; **মত্তস্য**—পাগলের; **তাম্**—সেই জড়া প্রকৃতি; **অবিজ্ঞস্য**—যে জানে না; **কিম্ অসৎ-কর্মভিঃ ভবেৎ**—অনিত্য সকাম কর্ম সম্পাদন করে কি লাভ।

অনুবাদ

(নারদ মুনি বলেছিলেন যে, একটি নদী আছে যা উভয় দিকে প্রবাহিত। হর্যশ্বেরা সেই বর্ণনার তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিলেন।) সৃষ্টি এবং প্রলয়কারিণী মায়াই সেই নদী। তাই সেই নদীটি উভয় দিকে প্রবাহিত। কেউ যদি অজ্ঞানবশত সেই নদীতে পতিত হয়, তা হলে সে তার তরঙ্গে নিমজ্জিত হয় এবং যেহেতু তটের নিকটে সেই নদীর বেগ অত্যন্ত প্রবল, তাই সে সেখান থেকে উঠে আসতে পারে না। মায়ারূপ সেই নদীতে সকাম কর্ম অনুষ্ঠান করে কি লাভ হবে?

তাৎপর্য

মায়ারূপ নদীর তরঙ্গে নিমজ্জিত ব্যক্তি যদি বিদ্যা এবং তপস্যারূপ তটের আশ্রয় অবলম্বন করেন, তা হলে তিনি উদ্ধার লাভ করতে পারেন। কিন্তু সেই তটের নিকটে নদীর স্রোতের বেগ অত্যন্ত প্রবল। কেউ যদি বুঝতে না পারে যে, কিভাবে সে নদীর তরঙ্গে নিমজ্জিত হচ্ছে, তা হলে অনিত্য সকাম কর্মে যুক্ত হয়ে তার কি লাভ হবে?

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৪৪) বলা হয়েছে—

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা ।

মায়াশক্তি দুর্গা, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের অধ্যক্ষা এবং তিনি পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশনায় কার্য করেন (*ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*)। কেউ যখন অবিদ্যারূপ নদীতে পতিত হয়, তখন সে সেই নদীর তরঙ্গের আঘাতে নিমজ্জিত হতে থাকে, কিন্তু সে যখন শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়, তখন সেই মায়াই তাকে উদ্ধার করেন। কৃষ্ণভক্তি হচ্ছে বিদ্যা এবং তপস্যা। কৃষ্ণভক্ত বৈদিক শাস্ত্র থেকে বিদ্যা অর্জন করেন এবং সেই সঙ্গে তপস্যা অনুশীলন করেন।

জাগতিক জীবনের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হলে অবশ্যই কৃষ্ণভক্তি অবলম্বন করতে হবে। তা না করে কেউ যদি তথাকথিত বৈজ্ঞানিক উন্নতি সাধনে ব্যস্ত হয়, তা হলে তার ফলে কি লাভ হবে? কেউ যদি মায়ার তরঙ্গে ভেসে যায়, তা হলে মস্ত বড় বৈজ্ঞানিক অথবা দার্শনিক হয়ে কি লাভ? জড় বিজ্ঞান এবং দর্শন জড়া প্রকৃতিরই সৃষ্টি। মানুষকে বুঝতে হবে মায়া কিভাবে কার্য করে এবং কিভাবে অবিদ্যারূপ নদীর তরঙ্গে নিমজ্জিত হওয়া থেকে উদ্ধার লাভ করা যায়। সেটিই মানুষের সর্বপ্রথম কর্তব্য।

শ্লোক ১৭

পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানাং পুরুষোঽদ্ভুতদর্পণঃ ।
অধ্যাত্মমবুধস্যেহ কিমসৎকর্মভির্ভবেৎ ॥ ১৭ ॥

পঞ্চবিংশতি—পঁচিশ; **তত্ত্বানাম্**—উপাদানের; **পুরুষঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **অদ্ভুত-দর্পণঃ**—আশ্চর্যজনক স্রষ্টা; **অধ্যাত্মম্**—সমস্ত কারণ এবং কার্যের পর্যবেক্ষক; **অবুধস্য**—যে জানে না তার; **ইহ**—এই জড় জগতে; **কিম্ অসৎ-কর্মভিঃ ভবেৎ**—অনিত্য সকাম কর্ম অনুষ্ঠান করার ফলে কি লাভ হতে পারে।

অনুবাদ

(নারদ মুনি পঁচিশটি উপাদানের দ্বারা নির্মিত একটি গৃহের কথা বলেছিলেন। হর্যশ্বেরা সেই রূপকের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন।) পরমেশ্বর ভগবান পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের আশ্রয় এবং পরম পুরুষরূপে তিনি কার্য ও কারণের পরিচালক এবং প্রকাশক। কেউ যদি সেই পরম পুরুষকে না জেনে অনিত্য সকাম কর্মে যুক্ত হয়, তা হলে তার কি লাভ হবে?

তাৎপর্য

দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকেরা আদি কারণের অন্বেষণে গবেষণা করে, কিন্তু তা তাদের বিজ্ঞানসম্মতভাবে করা উচিত, খেয়ালখুশি মতো অথবা মনগড়া কতকগুলি উদ্ভট মতবাদ সৃষ্টি করার মাধ্যমে নয়। বিভিন্ন বৈদিক শাস্ত্রে আদি কারণের বিজ্ঞান বিশ্লেষণ করা হয়েছে। *অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা/জন্মাদ্যস্য যতঃ* । *বেদান্ত-সূত্রে* বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, পরম আত্মা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা উচিত। ভগবান সম্বন্ধে এই প্রকার অনুসন্ধানকে বলা হয় *ব্রহ্মজিজ্ঞাসা* । পরমতত্ত্ব *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/১১) বিশ্লেষণ করা হয়েছে—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্ ।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

"যা অদ্বয় জ্ঞান, অর্থাৎ এক এবং অদ্বিতীয় বাস্তব বস্তু, জ্ঞানীগণ তাঁকেই পরমার্থ বলেন। সেই তত্ত্ববস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান—এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত বা কথিত হন।" নবীন পরমার্থবাদীদের কাছে পরমতত্ত্ব নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে এবং যোগীদের কাছে পরমাত্মারূপে প্রতিভাত হয়। কিন্তু তাদের থেকেও উন্নত যে ভক্ত, তিনি তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুরূপে হৃদয়ঙ্গম করেন।

এই জড় সৃষ্টির প্রকাশ হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণুর শক্তির বিস্তার—

একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা ।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ ॥

"অগ্নি যেমন একস্থানে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও বহু দূরে তার আলোক বিস্তার করে, তেমনি এই জগতে আমরা যা কিছু দেখছি তা ভগবানের পরা শক্তির বিস্তার মাত্র।" (*বিষ্ণুপুরাণ*) সমগ্র জগৎ ভগবানের শক্তির প্রকাশ। তাই কেউ যদি পরম কারণকে জানার জন্য গবেষণা না করে তুচ্ছ অনিত্য কার্যকলাপে ভ্রান্তভাবে যুক্ত হয়, তা হলে একজন বড় বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকরূপে পরিচিতি লাভের দাবি করার কি প্রয়োজন? কেউ যদি পরম কারণকে না জানে, তা হলে বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক গবেষণার কি প্রয়োজন?

আদি পুরুষ ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে কেবল ভক্তির মাধ্যমেই জানা যায়। *ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ*—যিনি সব কিছুর পিছনে রয়েছেন, সেই পরম পুরুষকে কেবল ভক্তির মাধ্যমেই জানা যায়। জড় উপাদানগুলি যে ভগবানের ভিন্না নিকৃষ্টা শক্তি তা বোঝার চেষ্টা করা উচিত। জড় পদার্থ, আত্মা, জীবনীশক্তি, আমরা যা কিছু অনুভব করতে পারি, তা সবই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর নিকৃষ্টা এবং উৎকৃষ্টা, এই দুটি শক্তির সমন্বয়। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সম্বন্ধে এবং সেই নিত্যধাম যেখান থেকে আর কাউকে ফিরে আসতে হয় না (*যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে*), সেই সম্বন্ধে ঐকান্তিকভাবে অধ্যয়ন করা উচিত। মানব-সমাজের তা অধ্যয়ন করা কর্তব্য, কিন্তু এই প্রকার জ্ঞানের আহরণ না করে, অন্তহীন রজোগুণে পর্যবসিত হয় যে অনিত্য জড় সুখ, তার প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হচ্ছে। এই সমস্ত কার্যকলাপে কোন লাভ হয় না। কৃষ্ণভক্তিতে যুক্ত হওয়াই মানুষের পরম কর্তব্য।

শ্লোক ১৮

ঐশ্বরং শাস্ত্রমুৎসৃজ্য বন্ধমোক্ষানুদর্শনম্ ।
বিবিক্তপদমজ্ঞায় কিমসৎকর্মভির্ভবেৎ ॥ ১৮ ॥

ঐশ্বরম্—ভগবদ্ উপলব্ধি বা কৃষ্ণভাবনা; **শাস্ত্রম্**—বৈদিক শাস্ত্র; **উৎসৃজ্য**—পরিত্যাগ করে; **বন্ধ**—বন্ধনের; **মোক্ষ**—এবং মুক্তির; **অনুদর্শনম্**—পন্থা প্রদর্শন করে; **বিবিক্ত-পদম্**—চিৎ এবং জড়ের পার্থক্য নিরূপণ করে; **অজ্ঞায়**—না জেনে; **কিম্ অসৎ-কর্মভিঃ ভবেৎ**—অনিত্য সকাম কর্মের অনুষ্ঠান করে কি লাভ হতে পারে।

অনুবাদ

(নারদ মুনি একটি হংসের কথা বলেছেন। এই শ্লোকে সেই হংসটির তথ্য বর্ণনা করা হয়েছে।) বৈদিক শাস্ত্রে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে সমস্ত জড় এবং চিন্ময় শক্তির উৎস ভগবানকে জানা যায়। প্রকৃতপক্ষে, এই দুটি শক্তি সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। হংস হচ্ছেন তিনি যিনি জড় এবং চেতনের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারেন, যিনি সব কিছুর সার গ্রহণ করেন এবং বন্ধনের কারণ ও মুক্তির উপায় বিশ্লেষণ করেন। শাস্ত্রের বাণী বিবিধ শব্দ-তরঙ্গ সমন্বিত। কোন মূর্খ যদি এই সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন ত্যাগ করে অনিত্য কার্যকলাপে যুক্ত হয়, তা হলে তার পরিণাম কি হবে?

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন বৈদিক শাস্ত্রসমূহকে বিভিন্ন আধুনিক ভাষায়, বিশেষ করে ইংরেজি, ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি পাশ্চাত্যের ভাষাগুলির মাধ্যমে প্রদান করতে অত্যন্ত আগ্রহী। আমেরিকান এবং ইওরোপীয়ান প্রভৃতি পাশ্চাত্যের নেতারা আধুনিক সভ্যতার আদর্শ, কারণ পাশ্চাত্যের মানুষেরা জড় সভ্যতার উন্নতি সাধনের অনিত্য কার্যকলাপে অত্যন্ত পারদর্শী। কিন্তু বুদ্ধিমান মানুষ বুঝতে পারেন যে, এই সমস্ত বড় বড় কার্যকলাপ অনিত্য জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও নিত্য জীবনের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। সমগ্র জগৎ পাশ্চাত্যের জড় সভ্যতার অনুকরণ করছে এবং তাই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন পাশ্চাত্যের ভাষাগুলিতে মূল সংস্কৃত বৈদিক সাহিত্যের অনুবাদ করে পাশ্চাত্যের মানুষদের জ্ঞান দান করতে বিশেষভাবে উৎসাহী।

বিবিক্তপদম্ শব্দটি জীবনের উদ্দেশ্য ন্যায়সঙ্গতভাবে আলোচনার পন্থা ইঙ্গিত করে। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে যদি আলোচনা করা না হয়, তা

হলে মানুষকে অজ্ঞানের অন্ধকারে রাখা হবে এবং বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে হবে। তা হলে জ্ঞানের উন্নতি সাধন করে তার কি লাভ হল? পাশ্চাত্যের মানুষেরা দেখছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভের জমকালো আয়োজন সত্ত্বেও তাদের ছাত্র-ছাত্রীরা হিপি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন বিভ্রান্ত ও নেশায় আসক্ত ছেলে-মেয়েদের শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত করার মাধ্যমে মানব-সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ হিতসাধন করছে।

শ্লোক ১৯

কালচক্রং ভ্রমি তীক্ষ্ণং সর্বং নিষ্কর্ষয়জ্জগৎ ।
স্বতন্ত্রমবুধস্যেহ কিমসৎকর্মভির্ভবেৎ ॥ ১৯ ॥

কালচক্রম্—কালের চক্র; **ভ্রমি**—স্বয়ং ভ্রমণশীল; **তীক্ষ্ণম্**—অত্যন্ত তীক্ষ্ণ; **সর্বম্**—সমস্ত; **নিষ্কর্ষয়ৎ**—চালিত করছে; **জগৎ**—বিশ্ব; **স্বতন্ত্রম্**—স্বতন্ত্রভাবে, তথাকথিত বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকদের অপেক্ষা না করে; **অবুধস্য**—(এই কালের তত্ত্ব) যে জানে না তার; **ইহ**—এই জড় জগতে; **কিম্ অসৎ-কর্মভিঃ ভবেৎ**—অনিত্য সকাম কর্মে লিপ্ত হয়ে কি লাভ।

অনুবাদ

(নারদ মুনি ক্ষুর এবং বজ্রের দ্বারা নির্মিত একটি বস্তুর উল্লেখ করেছিলেন। হর্যশ্বেরা সেই রূপকটির অর্থ এইভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন।) কালের গতি অত্যন্ত সুতীক্ষ্ণ, যেন তা ক্ষুর এবং বজ্রের দ্বারা নির্মিত। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং অপ্রতিহতভাবে কাল সারা জগতের সমস্ত কার্যকলাপ পরিচালিত করে। কেউ যদি এই কালচক্রকে জানার চেষ্টা না করে অনিত্য সকাম কর্মের অনুষ্ঠানে মগ্ন হয়, তা হলে তার কি লাভ হবে?

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিতে *ক্ষৌরপব্যং স্বয়ং ভ্রমি* শব্দগুলির অর্থ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই শব্দগুলির দ্বারা বিশেষভাবে কালচক্রকে বোঝানো হয়েছে। বলা হয় যে, সময় কারও জন্য অপেক্ষা করে না। মহান রাজনীতিবিদ চাণক্য পণ্ডিতের নীতি অনুসারে—

আয়ুষঃ ক্ষণ একোঽপি ন লভ্যঃ স্বর্ণকোটিভিঃ ।
ন চেন্ নিরর্থকং নীতিঃ কা চ হানিস্ততোঽধিকা ॥

কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়েও আয়ুর এক পলকও ফিরে পাওয়া যায় না। অতএব সেই আয়ু যদি অনর্থক অপচয় করা হয়, তা হলে তার ফলে কত ক্ষতি হয়। জীবনের উদ্দেশ্য না জেনে, পশুর মতো জীবন যাপন করে মূর্খ মানুষেরা মনে করে যে, নিত্যত্ব বলে কিছু নেই; তাদের পঞ্চাশ, ষাট, বড় জোর একশ বছর আয়ুই সব কিছু। সেটিই হচ্ছে সব চাইতে বড় মূর্খতা। কাল নিত্য, জীবও নিত্য এবং এই জড় জগতে জীব তার নিত্য জীবনের কতকগুলি বিভিন্ন অবস্থা কেবল অতিক্রম করে। এখানে কালকে একটি তীক্ষ্ণধার ক্ষুরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ক্ষুর দিয়ে দাড়ি কামানো হয়, কিন্তু অসাবধানতার সঙ্গে তার ব্যবহার হলে, তার ফলে ভয়ঙ্কর সর্বনাশ হতে পারে। মানুষকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, সে যেন তার জীবনের অপব্যবহার করে ভয়ঙ্কর সর্বনাশ সাধন না করে। আধ্যাত্মিক উপলব্ধির উদ্দেশ্যে অথবা কৃষ্ণভক্তি লাভের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে জীবনের সদ্ব্যবহার করা উচিত।

শ্লোক ২০

শাস্ত্রস্য পিতুরাদেশং যো ন বেদ নিবর্তকম্ ।
কথং তদনুরূপায় গুণবিস্রব্ধ্যুপক্রমেৎ ॥ ২০ ॥

শাস্ত্রস্য—শাস্ত্রের; **পিতুঃ**—পিতার; **আদেশম্**—আদেশ; **যঃ**—যিনি; **ন**—না; **বেদ**—জানে; **নিবর্তকম্**—যা জড়-জাগতিক জীবনের নিবৃত্তি সাধন করে; **কথম্**—কিভাবে; **তৎ-অনুরূপায়**—শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসরণ করার জন্য; **গুণ-বিস্রব্ধী**—জড়া প্রকৃতির তিন গুণের বন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তি; **উপক্রমেৎ**—প্রজাসৃষ্টির কার্যে প্রবৃত্ত হতে পারে।

অনুবাদ

(নারদ মুনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন মূর্খতাবশত মানুষ কিভাবে তার পিতার আদেশ অমান্য করতে পারে। এই প্রশ্নের অর্থ হর্যশ্বেরা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন।) শাস্ত্রনির্দেশ পালন করা অবশ্য কর্তব্য। বৈদিক সংস্কৃতিতে উপনয়ন সংস্কারের মাধ্যমে দ্বিতীয় জন্ম লাভ হয়। সদ্‌গুরুর কাছ থেকে শাস্ত্রের উপদেশ শিক্ষা লাভের ফলে এই দ্বিতীয় জন্ম লাভ হয়। তাই, শাস্ত্র হচ্ছেন প্রকৃত পিতা। সমস্ত শাস্ত্রে জড়-জাগতিক জীবনের সমাপ্তি সাধনের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কেউ যদি তার পিতার বা শাস্ত্রের উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করতে না পারে, তা হলে সে মূর্খ। জড় দেহের পিতার যে আদেশ পুত্রকে জড়-জাগতিক কার্যকলাপে প্রবৃত্ত করে, তা প্রকৃত পিতার উপদেশ নয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় (১৬/৭) বলা হয়েছে, *প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ* — অসুরেরা, যারা নরাধম অথচ পশু নয়, তারা *প্রবৃত্তি* এবং *নিবৃত্তি* শব্দ দুটির অর্থ জানে না। জড় জগতে প্রতিটি জীবেরই যথাসম্ভব আধিপত্য করার বাসনা রয়েছে। তাকে বলা হয় প্রবৃত্তি-মার্গ। কিন্তু সমস্ত শাস্ত্রে নিবৃত্তি-মার্গের বা জড়-জাগতিক জীবনের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন বৈদিক শাস্ত্র ছাড়াও অন্যান্য শাস্ত্রেও সেই কথা স্বীকার করা হয়েছে। যেমন, বৌদ্ধ শাস্ত্রে ভগবান বুদ্ধদেব জড়-জাগতিক জীবন পরিত্যাগ করে নির্বাণ লাভের উপদেশ দিয়েছেন। বাইবেলও একটি শাস্ত্র এবং সেখানেও উপদেশ দেওয়া হয়েছে, মানুষ যেন তার জড়-জাগতিক জীবন সমাপ্ত করে ভগবানের রাজ্যে ফিরে যায়। যে কোন শাস্ত্রে, বিশেষ করে বৈদিক শাস্ত্রে, সেই উপদেশ দেওয়া হয়েছে—জড়-জাগতিক জীবন পরিত্যাগ করে তার আদি চিন্ময় জীবনে যেন জীব ফিরে যায়। শঙ্করাচার্যও সেই সিদ্ধান্তই প্রচার করেছেন। *ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা*—জড় জগৎ অথবা জড়-জাগতিক জীবন মায়িক এবং তাই জীবের কর্তব্য হচ্ছে তার মায়িক কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে ব্রহ্মের স্তরে উন্নীত হওয়া।

শাস্ত্র বলতে বিশেষ করে বৈদিক জ্ঞানের গ্রন্থসমূহকে বোঝানো হয়েছে। *সাম, যজুঃ, ঋক্* এবং *অথর্ব*—এই বেদ চতুষ্টয় এবং অন্যান্য যে সমস্ত গ্রন্থে বৈদিক জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাদের বৈদিক শাস্ত্র বলে বিবেচনা করা হয়। *ভগবদ্‌গীতা* হচ্ছে সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারাতিসার এবং তাই সেই শাস্ত্রের উপদেশ বিশেষভাবে পালন করা উচিত। সমস্ত শাস্ত্রের সারস্বরূপ এই গ্রন্থটিতে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উপদেশ দিয়েছেন, সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল তাঁর শরণাগত হতে (*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*)।

শাস্ত্রের নির্দেশ পালন করতে হলে দীক্ষিত হতে হয়। দীক্ষা দান করে আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন মানুষকে জড়-জাগতিক জীবন পরিত্যাগ করে শাস্ত্রের পরম বক্তা শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে সমস্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করার স্তরে উপনীত হওয়ার উপদেশ দিয়ে থাকে। শাস্ত্রসিদ্ধান্ত অনুসারে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, নেশা, দ্যূতক্রীড়া এবং আমিষ আহার বর্জন করতে আমরা উপদেশ দিই। এই চারটি বিধিনিষেধ পালন করার ফলে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি জড়-জাগতিক জীবনের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন।

পিতা-মাতার উপদেশ সম্বন্ধে বলা যায় যে, প্রতিটি জীব, এমন কি কুকুর, বিড়াল এবং সরীসৃপেরাও পিতা-মাতার মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করে। অতএব জড়

দেহের পিতা-মাতা লাভ করা খুব একটা বড় কথা নয়। প্রতিটি জীবনে, জন্ম-জন্মান্তরে জীব পিতা-মাতা লাভ করে। কিন্তু মানব-সমাজে কেউ যদি তার পিতা-মাতার উপদেশ পালন করেই সন্তুষ্ট থাকে এবং সদ্‌গুরু গ্রহণ করে ও শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে শিক্ষা লাভ করে পারমার্থিক উন্নতি সাধন না করে, তা হলে সে অবশ্যই অজ্ঞানের অন্ধকারেই থাকে। জড় দেহের পিতা-মাতার গুরুত্ব কেবল তখনই যদি তাঁরা তাঁদের পুত্রদের মৃত্যুর করাল পাশ থেকে মুক্ত হওয়ার শিক্ষাদানে আগ্রহী হন। ঋষভদেব উপদেশ দিয়েছেন (*শ্রীমদ্ভাগবত ৫/৫/১৮*)—*পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ / ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্* । কেউ যদি তাঁর পুত্রকে আসন্ন মৃত্যু থেকে উদ্ধার করতে না পারেন, তা হলে তাঁর পিতা অথবা মাতা হওয়া উচিত নয়। যে পিতা-মাতা সন্তানদের এইভাবে রক্ষা করতে পারে না, সেই পিতা-মাতার কোন মূল্য নেই, কারণ সেই ধরনের পিতা-মাতা কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি পশুজীবনেও লাভ করা যায়। যে পিতা-মাতা তাঁদের সন্তানদের আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত করতে পারেন, তাঁরাই হচ্ছেন আদর্শ পিতা-মাতা। তাই বৈদিক প্রথায় বলা হয়, *জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ*—পিতা-মাতার মাধ্যমে যে জন্ম, সেই জন্ম অনুসারে মানুষ শূদ্র। কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্রাহ্মণ হওয়া, মনুষ্য-জীবনের সর্বোচ্চ স্তর লাভ করা।

সর্বোচ্চ স্তরের বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন মানুষকে বলা হয় ব্রাহ্মণ, কারণ তিনি পরমব্রহ্মকে জানেন। *বেদে* উপদেশ দেওয়া হয়েছে, *তদ্‌বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ*—এই বিজ্ঞান লাভ করার জন্য সদ্‌গুরুর শরণাগত হওয়া কর্তব্য। সদ্‌গুরু শিষ্যকে যোগ্য যজ্ঞোপবীত প্রদান করার মাধ্যমে দীক্ষা দান করেন, যাতে শিষ্য বৈদিক জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। *জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্ধি ভবেদ্ দ্বিজঃ*। সদ্‌গুরুর শিক্ষার মাধ্যমে ব্রাহ্মণ হওয়ার পন্থাকে বলা হয় সংস্কার। দীক্ষার পর শিষ্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, যার ফলে সে জানতে পারে, সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে কিভাবে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়।

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন জড়-জাগতিক জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার উচ্চতর জ্ঞান প্রদান করছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বহু পিতা-মাতা এই আন্দোলনের প্রতি সন্তুষ্ট নন। আমাদের শিষ্যদের পিতা-মাতা ছাড়াও অনেক ব্যবসাদারেরাও আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট, কারণ আমরা আমাদের শিষ্যদের শিক্ষা দিই আমিষ আহার, নেশা, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ এবং দ্যূতক্রীড়া বর্জন করতে। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রসারের ফলে, তথাকথিত সমস্ত ব্যবসায়ীদের তাদের কসাইখানা, মদ-চোলাইয়ের কারখানা এবং সিগারেটের কারখানা বন্ধ করে

দিতে হবে। তাই তারা অত্যন্ত ভয়ে ভীত। কিন্তু আমাদের শিষ্যদের জড়-জাগতিক জীবন থেকে মুক্ত হওয়ার শিক্ষা দেওয়া ছাড়া আমাদের আর অন্য কোন উপায় নেই। তাদের জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য আমাদের জড়-জাগতিক জীবনের ঠিক বিপরীত পন্থা শিক্ষা দিতে হবে।

নারদ মুনি তাই প্রজাপতি দক্ষের পুত্র হর্যশ্বদের উপদেশ দিয়েছেন যে, তাঁরা যেন প্রজা সৃষ্টির পরিবর্তে শাস্ত্রের নির্দেশ মতো পারমার্থিক সিদ্ধি লাভের চেষ্টা করেন। শাস্ত্রের গুরুত্ব বর্ণনা করে *ভগবদ্গীতায়* (১৬/২৩) বলা হয়েছে—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥

"কিন্তু শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করে যে কামাচারে বর্তমান থাকে, সে সিদ্ধি, সুখ অথবা পরাগতি লাভ করতে পারে না।"

শ্লোক ২১

ইতি ব্যবসিতা রাজন্ হর্যশ্বা একচেতসঃ ।
প্রযযুস্তং পরিক্রম্য পন্থানমনিবর্তনম্ ॥ ২১ ॥

ইতি—এইভাবে; **ব্যবসিতাঃ**—নারদ মুনির উপদেশে পূর্ণরূপে নিশ্চিত হয়ে; **রাজন্**—হে রাজন্; **হর্যশ্বাঃ**—প্রজাপতি দক্ষের পুত্রগণ; **এক-চেতসঃ**—সকলেই এক মত হয়ে; **প্রযযুঃ**—প্রস্থান করেছিলেন; **তম্**—নারদ মুনিকে; **পরিক্রম্য**—পরিক্রম করে; **পন্থানম্**—পথে; **অনিবর্তনম্**—আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, নারদ মুনির উপদেশ শ্রবণ করে, প্রজাপতি দক্ষের পুত্রেরা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই তাঁর উপদেশ পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেছিলেন এবং একমত হয়েছিলেন। সেই মহর্ষিকে তাঁদের গুরুদেবরূপে বরণ করে তাঁরা তাঁকে প্রদক্ষিণ করেছিলেন এবং যে পথে গেলে আর এই জগতে ফিরে আসতে হয় না, তাঁরা সেই পথে গমন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি থেকে আমরা দীক্ষার অর্থ এবং শিষ্য ও শ্রীগুরুদেবের কর্তব্য সম্বন্ধে জানতে পারি। শ্রীগুরুদেব কখনও তাঁর শিষ্যকে বলেন না, "আমি তোমাকে মন্ত্র

দেব এবং তার বিনিময়ে তুমি আমাকে টাকা দাও, আর এই যোগ অভ্যাস করার ফলে তুমি তোমার জড়-জাগতিক জীবনে খুব দক্ষতা অর্জন করতে পারবে।" সেটি গুরুদেবের কর্তব্য নয়। পক্ষান্তরে, শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে শিক্ষা দেন কিভাবে জড়-জাগতিক জীবন ত্যাগ করতে হয় এবং শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে তাঁর সেই সমস্ত উপদেশ যথাযথভাবে পালন করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পথ অনুসরণ করা, যেখান থেকে আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না।

নারদ মুনির উপদেশ শ্রবণ করে প্রজাপতি দক্ষের পুত্র হর্যশ্বেরা স্থির করেছিলেন যে, শত শত সন্তান-সন্ততি উৎপাদন করে তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জড়-জাগতিক জীবনে তাঁরা আর আবদ্ধ হবেন না। সেই বন্ধন অর্থহীন। হর্যশ্বেরা পাপকর্ম অথবা পুণ্যকর্মের বিচার করেননি। তাঁদের জড় দেহের পিতা তাঁদের উপদেশ দিয়েছিলেন প্রজাবৃদ্ধি করার জন্য, কিন্তু নারদ মুনির উপদেশ শ্রবণ করার পর তাঁরা সেই নির্দেশ পালন করতে পারেননি। তাঁদের শ্রীগুরুদেবরূপে নারদ মুনি শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অনুসারে উপদেশ দিয়েছিলেন, তাঁরা যেন জড়-জাগতিক জীবন ত্যাগ করেন, এবং আদর্শ শিষ্যরূপে তাঁরা তাঁর সেই উপদেশ পালন করেছিলেন। এই ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন গ্রহলোকে ভ্রমণ করার প্রচেষ্টা করা উচিত নয়, কারণ কেউ যদি এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক সত্যলোকেও উন্নীত হন, সেখান থেকে আবার তাঁকে ফিরে আসতে হবে (*ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি*)। কর্মীদের সমস্ত প্রচেষ্টাই অর্থহীন সময়ের অপচয় মাত্র। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করা। সেটিই জীবনের পূর্ণতা। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৮/১৬) ভগবান বলেছেন—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন ।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

"হে অর্জুন, এই ভুবন থেকে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত গ্রহলোকই পুনরাবর্তনশীল। কিন্তু হে কৌন্তেয়, আমাকে লাভ করলে আর পুনর্জন্ম হয় না।"

শ্লোক ২২

স্বরব্রহ্মণি নির্ভাতহৃষীকেশপদাম্বুজে ।
অখণ্ডং চিত্তমাবেশ্য লোকাননুচরন্মুনিঃ ॥ ২২ ॥

স্বর-ব্রহ্মণি—চিন্ময় শব্দ; **নির্ভাত**—স্পষ্টভাবে মনে স্থাপন করে; **হৃষীকেশ**—ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **পদাম্বুজে**— শ্রীপাদপদ্মে; **অখণ্ডম্**—একাগ্র;

চিত্তম্—চেতনা; **আবেশ্য**—যুক্ত করে; **লোকান্**—সমস্ত গ্রহলোকে; **অনুচরৎ**—ভ্রমণ করেছিলেন; **মুনিঃ**—দেবর্ষি নারদ মুনি।

অনুবাদ

সপ্ত স্বর—ষা, ঋ, গা, মা, পা, ধা এবং নি সঙ্গীতে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু মূলত সেগুলি এসেছে সামবেদ থেকে। দেবর্ষি নারদ ভগবানের লীলা বর্ণনা করে গান করেন। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই আদি চিন্ময় মহামন্ত্রের কীর্তনের প্রভাবে মন ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে একাগ্র হয়। তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর হৃষীকেশকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করা যায়। হর্যশ্বদের উদ্ধার করার পর, নারদ মুনি ভগবান শ্রীহৃষীকেশের শ্রীপাদপদ্মে তাঁর চিত্ত একাগ্র করে সমস্ত গ্রহলোকে ভ্রমণ করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

এখানে নারদ মুনির মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি সর্বদা ভগবানের লীলা কীর্তন করেন এবং বদ্ধ জীবদের উদ্ধার করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পথে পরিচালিত করেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গেয়েছেন—

নারদ মুনি, বাজায় বীণা,
'রাধিকারমণ'-নামে।
নাম অমনি, উদিত হয়,
ভকত-গীতসামে ॥
অমিয়-ধারা, বরিষে ঘন,
শ্রবণ-যুগলে গিয়া।
ভকতজন, সঘনে নাচে,
ভরিয়া আপন হিয়া ॥
মাধুরীপূর, আসব পশি',
মাতায় জগত-জনে।
কেহ বা কাঁদে, কেহ বা নাচে,
কেহ মাতে মনে মনে ॥
পঞ্চবদন, নারদে ধরি',
প্রেমের সঘন রোল।
কমলাসন, নাচিয়া বলে,
'বোল বোল হরি বোল' ॥

সহস্রানন, পরম-সুখে,
'হরি হরি' বলি' গায় ।
নাম-প্রভাবে, মাতিল বিশ্ব,
নাম-রস সবে পায় ॥
শ্রীকৃষ্ণনাম, রসনে স্ফুরি',
পুরা'ল আমার আশ ।
শ্রীরূপ-পদে, যাচয়ে ইহা,
ভকতিবিনোদ দাস ॥

এই গানটির অর্থ হচ্ছে, মহাত্মা নারদ মুনি তাঁর বীণা বাজিয়ে রাধিকারমণ শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তন করেন। বীণা বাজানো মাত্রই সমস্ত ভক্তেরা তাঁর সঙ্গে গান করতে শুরু করেন। বীণা সহযোগে সেই কীর্তনের সুরে মনে হয় যেন অমৃতের ধারা প্রবাহিত হচ্ছে, এবং সমস্ত ভক্তেরা তখন আনন্দে মগ্ন হয়ে নৃত্য করতে শুরু করেন। তাঁদের সেইভাবে নাচতে দেখে মনে হয় যেন তাঁরা মাধুরীপূর নামক সুরা পান করে উন্মত্ত হয়েছেন। তাঁদের কেউ ক্রন্দন করেন, কেউ নৃত্য করেন এবং অন্য কেউ জনসমক্ষে নৃত্য করতে না পেরে তাঁদের হৃদয়ে নৃত্য করেন। দেবাদিদেব মহাদেব নারদকে জড়িয়ে ধরে প্রেমে গদগদ স্বরে ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে শুরু করেন। শিবকে এইভাবে নারদের সঙ্গে নাচতে দেখে, ব্রহ্মাও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বলেন, "হরি বোল! হরি বোল!" দেবরাজ ইন্দ্রও মহাপ্রেমে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়ে "হরি বোল! হরি বোল!" বলে নাচতে থাকেন। এইভাবে ভগবানের দিব্য নামের প্রভাবে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড আনন্দে পূর্ণ হয়ে ওঠে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন, "এইভাবে যখন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড আনন্দে মগ্ন হয়, তখন আমার সমস্ত বাসনা পূর্ণ হয়। আমি তাই শ্রীল রূপ গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা করি যে, এই হরিনাম সংকীর্তন যেন এইভাবে বিস্তার লাভ করতে থাকে।"

ব্রহ্মা হচ্ছেন নারদ মুনির গুরুদেব। নারদ মুনি শ্রীল ব্যাসদেবের গুরুদেব এবং ব্যাসদেব মধ্বাচার্যের গুরুদেব। এইভাবে গৌড়ীয় মধ্ব-সম্প্রদায় নারদ মুনির পরম্পরা। এই সম্প্রদায়ের ভক্তদের, অর্থাৎ কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সদস্যদের নারদ মুনির পদাঙ্ক অনুসরণ করে **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে** কীর্তন করা উচিত। তাঁদের কর্তব্য পৃথিবীর সর্বত্র গিয়ে এই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে এবং *ভগবদ্‌গীতা*, *শ্রীমদ্ভাগবত* ও *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* শিক্ষা প্রদান করে বদ্ধ জীবদের উদ্ধার করা।

তা হলে পরমেশ্বর ভগবান প্রসন্ন হবেন। কেউ যদি নারদ মুনির উপদেশ যথাযথভাবে পালন করেন, তা হলে তিনি পারমার্থিক উন্নতি লাভ করবেন। কেউ যদি নারদ মুনির প্রসন্নতা বিধান করেন, তা হলে ভগবান হৃষীকেশও তাঁর প্রতি প্রসন্ন হবেন (*যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদঃ*)। শ্রীগুরুদেব হচ্ছেন নারদ মুনির প্রতিনিধি; নারদ মুনির উপদেশ এবং প্রকট গুরুর উপদেশে কোন পার্থক্য নেই। নারদ মুনি এবং বর্তমান গুরুদেব উভয়েই শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষাই উপদেশ দেন, যা তিনি *ভগবদ্‌গীতায়* (১৮/৬৫-৬৬) বলেছেন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু ।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

"তুমি আমাতে চিত্ত স্থির কর এবং আমার ভক্ত হও। আমার পূজা কর এবং আমাকে নমস্কার কর। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়। এই জন্য আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করছি যে, এইভাবে তুমি আমাকে প্রাপ্ত হবে। সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। সেই বিষয়ে তুমি কোন দুশ্চিন্তা করো না।"

শ্লোক ২৩

নাশং নিশম্য পুত্রাণাং নারদাচ্ছীলশালিনাম্ ।
অন্বতপ্যত কঃ শোচন্ সুপ্রজস্ত্বং শুচাং পদম্ ॥ ২৩ ॥

নাশম্—ক্ষতি; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **পুত্রাণাম্**—তাঁর পুত্রদের; **নারদাৎ**—নারদ মুনি থেকে; **শীল-শালিনাম্**—যাঁরা ছিল সুশীল ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ; **অন্বতপ্যত**—কষ্ট পেয়েছিল; **কঃ**—প্রজাপতি দক্ষ; **শোচন্**—শোক করে; **সুপ্রজস্ত্বম্**—দশ হাজার সুশীল পুত্রের; **শুচাম্**—শোকের; **পদম্**—স্থিতি।

অনুবাদ

প্রজাপতি দক্ষের পুত্র হর্যশ্বেরা সকলেই ছিলেন অত্যন্ত সুশীল এবং সংস্কৃতি-সম্পন্ন পুত্র, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, নারদ মুনির উপদেশে তাঁরা তাঁদের পিতার আদেশের

প্রতি বিমুখ হন। দক্ষ যখন সেই সংবাদ পান, যা নারদ মুনিই তাঁর কাছে বহন করে এনেছিলেন, তখন তিনি শোক করতে শুরু করেন। এই প্রকার সুসন্তানদের পিতা হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁদের সকলকে হারিয়ে ছিলেন। অবশ্য এটি শোচনীয় বিষয়ই ছিল।

তাৎপর্য

প্রজাপতি দক্ষের পুত্র হর্যশ্বেরা অবশ্যই অত্যন্ত সুশীল, শিক্ষিত এবং উন্নত ছিলেন, এবং তাঁদের পিতার আদেশ অনুসারে তাঁদের বংশবৃদ্ধির জন্য সুসন্তান উৎপাদনের উদ্দেশ্যে তপস্যা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু নারদ মুনি তাঁদের সৎ আচরণ এবং সংস্কৃতির সুযোগ নিয়ে তাঁদের জড়-জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত না হয়ে জড় বন্ধন সমাপ্ত করার উদ্দেশ্যে তাঁদের সংস্কৃতি এবং জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করার উপদেশ দিয়েছিলেন। হর্যশ্বেরা নারদ মুনির আদেশ পালন করেছিলেন, কিন্তু সেই সংবাদ যখন তাঁদের পিতা প্রজাপতি দক্ষকে দেওয়া হয়, তখন তিনি নারদ মুনির এই আচরণের ফলে সুখী না হয়ে অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হয়েছিলেন। তেমনই, আমরা যত সম্ভব যুবক-যুবতীদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে নিয়ে আসার চেষ্টা করছি যাতে তাদের পরম মঙ্গল লাভ হয়, কিন্তু যারা এই আন্দোলনে যোগদান করছে তাদের পিতা-মাতারা অত্যন্ত দুঃখিত হচ্ছেন, শোক করছেন এবং আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছেন। প্রজাপতি দক্ষ অবশ্য নারদ মুনির বিরুদ্ধে কোন রকম অপপ্রচার করেননি, কিন্তু পরে আমরা দেখতে পাব, দক্ষ নারদ মুনিকে তাঁর কল্যাণকর কার্যের জন্য অভিশাপ দিয়েছিলেন। জড়-জাগতিক জীবন এমনই। বিষয়াসক্ত পিতা-মাতা চান যে, তাঁদের সন্তানেরাও সন্তান উৎপাদন করুক, অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করার চেষ্টা করুক এবং জড়-জাগতিক জীবনে দুঃখভোগ করতে থাকুক। তাঁদের ছেলে-মেয়েরা যখন খারাপ হয়ে যায়, সমাজের আবর্জনায় পরিণত হয়, তখন তাঁরা অসুখী হন না, কিন্তু যখন তারা তাদের জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে যোগদান করে, তখন তাঁরা শোক করেন। অনাদি কাল ধরে পিতামাতা এবং কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের মধ্যে এই শত্রুতা চলে আসছে। এমন কি সেই জন্য নারদ মুনিও অভিশাপ লাভ করেন, অন্যদের কি আর কথা। কিন্তু তা সত্ত্বেও নারদ মুনি কখনও তাঁর এই প্রচারকার্য ত্যাগ করেননি। যথাসম্ভব বদ্ধ জীবদের উদ্ধার করার জন্য তিনি তাঁর বীণা বাজিয়ে **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে** কীর্তন করে চলেছেন।

শ্লোক ২৪

স ভূয়ঃ পাঞ্চজন্যায়ামজেন পরিসান্ত্বিতঃ ।
পুত্রানজনয়দ্ দক্ষঃ সবলাশ্বান্ সহস্রিণঃ ॥ ২৪ ॥

সঃ—প্রজাপতি দক্ষ; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **পাঞ্চজন্যায়াম্**—তাঁর পত্নী অসিক্নী বা পাঞ্চজনীর গর্ভে; **অজেন**—ব্রহ্মার দ্বারা; **পরিসান্ত্বিতঃ**—সান্ত্বনা লাভ করে; **পুত্রান্**—পুত্র; **অজনয়ৎ**—উৎপাদন করেছিলেন; **দক্ষঃ**—প্রজাপতি দক্ষ; **সবলাশ্বান্**—সবলাশ্ব নামক; **সহস্রিণঃ**—এক হাজার।

অনুবাদ

প্রজাপতি দক্ষ যখন তাঁর পুত্রদের হারিয়ে শোক করছিলেন, তখন ব্রহ্মা তাঁকে উপদেশ দিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। তারপর দক্ষ তাঁর পত্নী পাঞ্চজনীর গর্ভে আরও এক হাজার পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। তাঁর এই পুত্রেরা সবলাশ্ব নামে পরিচিত ছিলেন।

তাৎপর্য

প্রজাপতি দক্ষ সন্তান উৎপাদনে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন বলে তাঁর সেই নামকরণ হয়েছিল। প্রথমে তিনি তাঁর পত্নীর গর্ভে দশ হাজার পুত্র উৎপাদন করেছিলেন, এবং সেই পুত্রদের হারানোর পর তাঁরা ভগবদ্ধামে ফিরে গেলে, তিনি সবলাশ্ব নামক আরও এক হাজার পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। প্রজাপতি দক্ষ পুত্র উৎপাদনে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন, এবং নারদ মুনি ছিলেন সমস্ত বদ্ধ জীবদের ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে দক্ষ। তাই জড়-জাগতিক দক্ষ ব্যক্তিরা আধ্যাত্মিক দক্ষপুরুষ নারদ মুনির সঙ্গে এক মত হতে পারেন না, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, নারদ মুনি তাঁর হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের কার্য থেকে বিরত হবেন।

শ্লোক ২৫

তে চ পিত্রা সমাদিষ্টাঃ প্রজাসর্গে ধৃতব্রতাঃ ।
নারায়ণসরো জগ্মুর্যত্র সিদ্ধাঃ স্বপূর্বজাঃ ॥ ২৫ ॥

তে—সেই পুত্রেরা (সবলাশ্বরা); **চ**—এবং; **পিত্রা**—তাঁদের পিতার দ্বারা; **সমাদিষ্টাঃ**—আদিষ্ট হয়ে; **প্রজা-সর্গে**—প্রজা বা জনসংখ্যা বৃদ্ধি করতে; **ধৃত-**

ব্রতাঃ—ব্রত গ্রহণ করে; **নারায়ণ-সরঃ**—নারায়ণসর নামক পবিত্র সরোবরে; **জগ্মুঃ**—গিয়েছিলেন; **যত্র**—যেখানে; **সিদ্ধা**—সিদ্ধ; **স্বপূর্বজাঃ**—তাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা, যাঁরা পূর্বে সেখানে গিয়েছিলেন।

অনুবাদ

তাঁদের পিতার আদেশ অনুসারে সন্তান উৎপাদনের জন্য সবলাশ্বেরাও নারায়ণ সরোবরে গিয়েছিলেন, যেখানে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা নারদ মুনির উপদেশ পালন করে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তপস্যা করার দৃঢ়ব্রত ধারণ করে সবলাশ্বেরা সেই তীর্থে অবস্থান করেছিলেন।

তাৎপর্য

প্রজাপতি দক্ষ তাঁর পুত্রদের দ্বিতীয় দলটিকে সেই একই স্থানে পাঠিয়েছিলেন, যেখানে তাঁর পূর্ববর্তী পুত্রেরা সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। নারদ মুনির উপদেশের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও তিনি তাঁদের সেই স্থানে পাঠাতে দ্বিধা করেননি। বৈদিক সংস্কৃতিতে সন্তান উৎপাদনের জন্য গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করার পূর্বে ব্রহ্মচারীরূপে আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান লাভের শিক্ষা গ্রহণের প্রথা রয়েছে। এটিই হচ্ছে বৈদিক ব্যবস্থা। তাই প্রজাপতি দক্ষ তাঁর পুত্রদের দ্বিতীয় দলটিকেও, নারদ মুনির উপদেশে তাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের মতো বুদ্ধিমান হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের শিক্ষা লাভের জন্য পাঠিয়েছিলেন। একজন কর্তব্য-পরায়ণ পিতারূপে তাঁর পুত্রদের জীবনের পরম সিদ্ধি লাভের উপদেশ প্রাপ্ত হতে তিনি ইতস্তত করেননি। তাঁরা ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন, না এই জড় জগতে বিভিন্ন যোনিতে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করবেন, তা বিবেচনা করার ভার তিনি তাঁদের উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। সর্ব অবস্থাতেই পিতার কর্তব্য হচ্ছে তাঁর পুত্রদের সাংস্কৃতিক শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা করা, যারা পরে নিজেরাই স্থির করবে তারা কোন্ পথ অবলম্বন করবে। যে সমস্ত ছেলে-মেয়েরা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সংস্পর্শে সাংস্কৃতিক উন্নতি সাধন করছে, তাদের বাধা দেওয়া দায়িত্বশীল পিতাদের উচিত নয়। সেটি পিতার কর্তব্য নয়। পিতার কর্তব্য হচ্ছে পুত্রদের স্বাধীনতা প্রদান করা যাতে তারা শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ অনুসরণ করে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করার পর নিজেরাই তাদের ভবিষ্যৎ মার্গ বেছে নিতে পারে।

শ্লোক ২৬

তদুপস্পর্শনাদেব বিনির্ধূতমলাশয়াঃ ।
জপন্তো ব্রহ্ম পরমং তেপুস্তত্র মহৎ তপঃ ॥ ২৬ ॥

তৎ—সেই পবিত্র তীর্থের; **উপস্পর্শনাৎ**—জলে নিয়মিত স্নান করে; **এব**—বস্তুত; **বিনির্ধূত**—পূর্ণরূপে পবিত্র হয়ে; **মলাশয়াঃ**—হৃদয়ের সমস্ত কলুষ থেকে; **জপন্তঃ**—জপ করে; **ব্রহ্ম**—ওঁ দিয়ে শুরু হয় যে মন্ত্র (যেমন, *ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ*); **পরমম্**—পরম উদ্দেশ্য; **তেপুঃ**—অনুষ্ঠান করেছিলেন; **তত্র**—সেখানে; **মহৎ**—মহান; **তপঃ**—তপস্যা।

অনুবাদ

দক্ষের দ্বিতীয় সন্তানের দলটি নারায়ণ সরোবরে তাঁদের অগ্রজদের মতই তপস্যা করেছিলেন। তাঁরা পবিত্র তীর্থের জলে স্নান করে হৃদয়ের সমস্ত জড় বাসনারূপ কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। তাঁরা ওঁকার সমন্বিত মন্ত্র জপ করে কঠোর তপস্যা করেছিলেন।

তাৎপর্য

প্রত্যেক বৈদিক মন্ত্রকেই বলা হয় ব্রহ্ম, কারণ প্রতিটি মন্ত্রই শুরু হয় ব্রহ্মাক্ষর ওঁকার দিয়ে। যেমন, *ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়* । *ভগবদ্‌গীতায়* (৭/৮) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *প্রণবঃ সর্ববেদেষু*—"সমস্ত বৈদিক মন্ত্রে আমি প্রণব বা ওঁ-কার।" এইভাবে ওঁ-কার সমন্বিত বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ প্রত্যক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণের নাম। তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যদি কেউ ওঁ-কার জপ করে অথবা কৃষ্ণ নামের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করে, তার অর্থ একই। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই যুগে হরেকৃষ্ণ মন্ত্র কীর্তন করার নির্দেশ দিয়েছেন (*হরের্নামৈব কেবলম্*)। যদিও হরেকৃষ্ণ মন্ত্র এবং ওঁ-কার সমন্বিত বৈদিক মন্ত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, তবু এই যুগের আধ্যাত্মিক আন্দোলনের নেতা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে**—এই মহামন্ত্র কীর্তন করার নির্দেশ দিয়েছেন।

শ্লোক ২৭-২৮

অব্ভক্ষাঃ কতিচিন্মাসান্ কতিচিদ্ বায়ুভোজনাঃ ।
আরাধয়ন্ মন্ত্রমিমমভ্যস্যন্ত ইড়স্পতিম্ ॥ ২৭ ॥

ওঁ নমো নারায়ণায় পুরুষায় মহাত্মনে ।
বিশুদ্ধসত্ত্বধিষ্ণ্যায় মহাহংসায় ধীমহি ॥ ২৮ ॥

অপ্-ভক্ষাঃ—কেবল জল পান করে; **কতিচিৎ মাসান্**—কয়েক মাস; **কতিচিৎ**—কয়েক; **বায়ু-ভোজনাঃ**—কেবল শ্বাস গ্রহণ করে বা বায়ু ভক্ষণ করে; **আরাধয়ন্**—আরাধনা করেছিলেন; **মন্ত্রম্ ইমম্**—এই মন্ত্র যা নারায়ণ থেকে অভিন্ন; **অভ্যস্যন্তঃ**—অভ্যাস করে; **ইড়ঃ-পতিম্**—সমস্ত মন্ত্রের ঈশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **ওঁ**—হে ভগবান; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **নারায়ণায়**—শ্রীনারায়ণকে; **পুরুষায়**—পরম পুরুষকে; **মহা-আত্মনে**—পরমাত্মাকে; **বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-ধিষ্ণ্যায়**—যিনি সর্বদা তাঁর চিন্ময় ধামে বিরাজ করেন; **মহা-হংসায়**—মহাহংস-স্বরূপ ভগবান; **ধীমহি**—আমি সর্বদা নিবেদন করি।

অনুবাদ

প্রজাপতি দক্ষের পুত্রেরা কয়েক মাস কেবল জল পান এবং বায়ু ভক্ষণ করেছিলেন। এইভাবে কঠোর তপস্যা করে তাঁরা এই মন্ত্রটি উচ্চারণ করেছিলেন "ওঁ নমো নারায়ণায় পুরুষায় মহাত্মনে / বিশুদ্ধসত্ত্বধিষ্ণ্যায় মহাহংসায় ধীমহি [আমরা পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি সর্বদা তাঁর চিন্ময় ধামে বিরাজ করেন। যেহেতু তিনি পরম পুরুষ (পরমহংস), তাই আমরা তাঁকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।]"

তাৎপর্য

এই শ্লোকগুলি থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, মহামন্ত্র বা বৈদিক মন্ত্র কঠোর তপস্যা সহকারে জপ করা উচিত। কলিযুগে মাসের পর মাস কেবল জল পান করে অথবা বায়ু ভক্ষণ করে থাকার মতো তপস্যা করা সম্ভব নয়। সেই প্রকার তপস্যার পন্থা অনুকরণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু অন্ততপক্ষে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, আমিষ আহার, নেশা এবং জুয়াখেলা—এই চারটি অবৈধ কর্ম বর্জনের তপস্যা করা অবশ্য কর্তব্য। এই তপস্যা যে কেউ অনায়াসে করতে পারে এবং তা হলে অচিরেই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ কার্যকরী হবে। তপস্যার পন্থা কখনও পরিত্যাগ করা উচিত নয়। যদি সম্ভব হয়, তা হলে গঙ্গা অথবা যমুনার জলে স্নান করা উচিত। আর গঙ্গা-যমুনার জলে স্নান করা সম্ভব না হলে, সমুদ্রের জলে স্নান করা যেতে পারে। এটিও তপস্যার একটি অঙ্গ। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন তাই বৃন্দাবন এবং মায়াপুরে দুটি বিশাল কেন্দ্র স্থাপন করেছে। সেখানে যে-কেউ গঙ্গা অথবা যমুনায় স্নান করতে পারে এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের মাধ্যমে সিদ্ধি লাভ করে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে।

শ্লোক ২৯

ইতি তানপি রাজেন্দ্র প্রজাসর্গধিয়ো মুনিঃ ।
উপেত্য নারদঃ প্রাহ বাচঃ কূটানি পূর্ববৎ ॥ ২৯ ॥

ইতি—এইভাবে; **তান্**—তাঁরা (সবলাশ্ব নামক প্রজাপতি দক্ষের পুত্রগণ); **অপি**—ও; **রাজেন্দ্র**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **প্রজাসর্গধিয়ঃ**—যাঁরা মনে করেছিলেন, সন্তান উৎপাদন করাই সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য; **মুনিঃ**—মহর্ষি; **উপেত্য**—সমীপবর্তী হয়ে; **নারদঃ**—নারদ; **প্রাহ**—বলেছিলেন; **বাচঃ**—বাক্য; **কূটানি**—নিগূঢ় অর্থ সমন্বিত; **পূর্ববৎ**—পূর্বের মতো।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, নারদ মুনি প্রজাসৃষ্টি কামনায় তপস্যারত দক্ষ-পুত্রদের কাছে এসে, পূর্বে তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের যেভাবে গূঢ় অর্থ সমন্বিত উপদেশ দিয়েছিলেন, সেই উপদেশ তাঁদেরও দিলেন।

শ্লোক ৩০

দাক্ষায়ণাঃ সংশৃণুত গদতো নিগমং মম ।
অন্বিচ্ছতানুপদবীং ভ্রাতৃণাং ভ্রাতৃবৎসলাঃ ॥ ৩০ ॥

দাক্ষায়ণাঃ—হে প্রজাপতি দক্ষের পুত্রগণ; **সংশৃণুত**—মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর; **গদতঃ**—যা আমি বলছি; **নিগমম্**—উপদেশ; **মম**—আমার; **অন্বিচ্ছত**—অনুসরণ কর; **অনুপদবীম্**—পথ; **ভ্রাতৃণাম্**—তোমাদের ভ্রাতাদের; **ভ্রাতৃবৎসলাঃ**—ভ্রাতাদের প্রতি অত্যন্ত প্রীতিপরায়ণ।

অনুবাদ

হে দক্ষপুত্রগণ, তোমরা মনোযোগ সহকারে আমার উপদেশ শ্রবণ কর। তোমরা সকলেই তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হর্যশ্বদের প্রতি অত্যন্ত প্রীতিপরায়ণ, অতএব তাদের মার্গ অনুসরণ করাই তোমাদের কর্তব্য।

তাৎপর্য

নারদ মুনি প্রজাপতি দক্ষের পুত্রদের দ্বিতীয় দলটিকে তাঁদের ভ্রাতাদের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ জাগরিত করার মাধ্যমে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তিনি তাঁদের

বলেছিলেন, তাঁরা যদি ভ্রাতৃবৎসল হন, তা হলে তাঁদের ভ্রাতাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করাই তাঁদের কর্তব্য হবে। আত্মীয়তার বন্ধন অত্যন্ত প্রবল এবং নারদ মুনি সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে হর্যশ্বদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। সাধারণত *নিগম* শব্দটির অর্থে *বেদকে* বোঝায়, কিন্তু এখানে *নিগম* শব্দটির অর্থ বৈদিক উপদেশ। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে, *নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলম্*—বৈদিক উপদেশগুলি একটি কল্পবৃক্ষের মতো এবং *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে তার সুপক্ক ফল। নারদ মুনি সেই ফলটি বিতরণ করেন, এবং তাই তিনি অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানব-সমাজের হিতসাধনের জন্য, শ্রীল ব্যাসদেবকে এই *মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত* রচনা করার উপদেশ দিয়েছিলেন।

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে ।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্ ॥

"জীবের জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা, যা তার কাছে অনর্থ, ভক্তিযোগের মাধ্যমে অচিরেই তার উপশম হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ তা জানে না এবং তাই মহাজ্ঞানী ব্যাসদেব পরমতত্ত্ব সমন্বিত এই সাত্বত-সংহিতা সংকলন করেছেন।" (*ভাগবত* ১/৭/৬) মানুষ দুঃখকষ্ট ভোগ করছে, কারণ অজ্ঞানতাবশত তারা সুখভোগের আশায় এক ভ্রান্ত পথ অনুসরণ করছে। তাকে বলা হয় *অনর্থ*। এই সমস্ত জড়-জাগতিক কার্যকলাপের ফলে তারা কখনও সুখী হতে পারবে না, এবং তাই নারদ মুনি শ্রীল ব্যাসদেবকে নির্দেশ দিয়েছিলেন *শ্রীমদ্ভাগবতের* উপদেশগুলি লিপিবদ্ধ করতে। ব্যাসদেব যথাযথভাবে নারদ মুনির উপদেশ অনুসরণ করেছিলেন এবং তার ফলে এই *শ্রীমদ্ভাগবত* রচনা হয়। *শ্রীমদ্ভাগবত* সর্বশ্রেষ্ঠ বৈদিক উপদেশ। *গলিতং ফলম্*—বেদের সুপক্ক ফল হচ্ছে *শ্রীমদ্ভাগবত* ।

শ্লোক ৩১

ভ্রাতৃণাং প্রায়ণং ভ্রাতা যোঽনুতিষ্ঠতি ধর্মবিৎ ।
স পুণ্যবন্ধুঃ পুরুষো মরুদ্ভিঃ সহ মোদতে ॥ ৩১ ॥

ভ্রাতৃণাম্—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের; **প্রায়ণম্**—পন্থা; **ভ্রাতা**—শ্রদ্ধাপরায়ণ ভ্রাতা; **যঃ**—যিনি; **অনুতিষ্ঠতি**—অনুসরণ করেন; **ধর্মবিৎ**—ধর্মজ্ঞ; **সঃ**—সেই; **পুণ্য-বন্ধুঃ**—অতি পুণ্যবান দেবতাগণ; **পুরুষঃ**—ব্যক্তি; **মরুদ্ভিঃ**—বায়ুর দেবতাগণ; **সহ**—সঙ্গে; **মোদতে**—জীবন উপভোগ করেন।

অনুবাদ

যে ভ্রাতা ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত, তিনি তাঁর অগ্রজদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। অতি উন্নত সেই সমস্ত পুণ্যবান ভ্রাতারা মরুৎ ইত্যাদি ভ্রাতৃবৎসল দেবতাদের সঙ্গে জীবন উপভোগ করার সুযোগ পান।

তাৎপর্য

মানুষ বিভিন্ন প্রকার জড় সম্পর্কের প্রতি বিশ্বাসের ফলে বিভিন্ন লোকে উন্নীত হন। এখানে বলা হয়েছে যে, যাঁরা তাঁদের ভ্রাতাদের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ, তাঁদের কর্তব্য তাঁদের অগ্রজদের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করা এবং তার ফলে তাঁরা মরুদ্-লোকে উন্নীত হবেন। নারদ মুনি প্রজাপতি দক্ষের পুত্রদের দ্বিতীয় দলটিকে উপদেশ দিয়েছিলেন, তাঁরা যেন তাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চিৎ-জগতে উন্নীত হন।

শ্লোক ৩২

এতাবদুক্ত্বা প্রযযৌ নারদোঽমোঘদর্শনঃ ।
তেঽপি চান্বগমন্ মার্গং ভ্রাতৃণামেব মারিষ ॥ ৩২ ॥

এতাবৎ—এতখানি; **উক্ত্বা**—বলে; **প্রযযৌ**—সেখান থেকে প্রস্থান করেছিলেন; **নারদঃ**—দেবর্ষি নারদ; **অমোঘ-দর্শনঃ**—যাঁর দৃষ্টিপাত সর্বমঙ্গলময়; **তে**—তাঁরা; **অপি**—ও; **চ**—এবং; **অন্বগমন্**—অনুসরণ করেছিলেন; **মার্গম্**—পথ; **ভ্রাতৃণাম্**—তাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের; **এব**—বস্তুত; **মারিষ**—হে আর্য রাজন্।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে আর্য, যাঁর দর্শন কখনও ব্যর্থ হয় না, সেই নারদ মুনি প্রজাপতি দক্ষের পুত্রদের এই উপদেশ দিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করেছিলেন। দক্ষের পুত্ররা তাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। সন্তান উৎপাদনের চেষ্টা না করে তাঁরা কৃষ্ণভক্তিতে যুক্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৩

সধ্রীচীনং প্রতীচীনং পরস্যানুপথং গতাঃ ।
নাদ্যাপি তে নিবর্তন্তে পশ্চিমা যামিনীরিব ॥ ৩৩ ॥

সধ্রীচীনম্—সর্বতোভাবে সমীচীন; **প্রতীচীনম্**—জীবনের চরম উদ্দেশ্য, ভগবদ্ভক্তি অবলম্বনের দ্বারা লভ্য; **পরস্য**—ভগবানের; **অনুপথম্**—পথ; **গতাঃ**—গ্রহণ করে; **ন**—না; **অদ্য অপি**—আজ পর্যন্ত; **তে**—তাঁরা (প্রজাপতি দক্ষের পুত্রগণ); **নিবর্তন্তে**—ফিরে এসেছে; **পশ্চিমাঃ**—পশ্চিম (অতীত); **যামিনীঃ**—রাত্রি; **ইব**—সদৃশ।

অনুবাদ

সবলাশ্বরা ভগবদ্ভক্তির দ্বারা অথবা পরমেশ্বর ভগবানের কৃপার দ্বারা লভ্য সর্বতোভাবে সমীচীন পথ অবলম্বন করেছিলেন। তাই পশ্চিম দিকে চলে গেছে যে রাত্রি, তার মতো তাঁরা আজও ফিরে আসেননি।

শ্লোক ৩৪

এতস্মিন্ কাল উৎপাতান্ বহূন্ পশ্যন্ প্রজাপতিঃ ।
পূর্ববন্নারদকৃতং পুত্রনাশমুপাশৃণোৎ ॥ ৩৪ ॥

এতস্মিন্—এই; **কালে**—সময়; **উৎপাতান্**—অমঙ্গল; **বহূন্**—বহু; **পশ্যন্**—দর্শন করে; **প্রজাপতিঃ**—প্রজাপতি দক্ষ; **পূর্ববৎ**—পূর্বের মতো; **নারদ**—দেবর্ষি নারদের দ্বারা; **কৃতম্**—করে; **পুত্র-নাশম্**—পুত্রদের বিনাশ; **উপাশৃণোৎ**—শ্রবণ করেছিলেন।

অনুবাদ

এই সময়ে প্রজাপতি দক্ষ বহু অমঙ্গল চিহ্ন দর্শন করেছিলেন এবং তিনি শ্রবণ করেছিলেন যে, সবলাশ্ব নামক তাঁর পুত্রদের দ্বিতীয় দলটিও নারদ মুনির উপদেশ অনুসারে তাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন।

শ্লোক ৩৫

চুক্রোধ নারদায়াসৌ পুত্রশোকবিমূর্চ্ছিতঃ ।
দেবর্ষিমুপলভ্যাহ রোষাদ্বিস্ফুরিতাধরঃ ॥ ৩৫ ॥

চুক্রোধ—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন; **নারদায়**—দেবর্ষি নারদের প্রতি; **অসৌ**—তিনি (দক্ষ); **পুত্রশোক**—পুত্রদের হারানোর শোকে; **বিমূর্চ্ছিতঃ**—মূর্ছিত হয়ে; **দেবর্ষিম্**—দেবর্ষি নারদ; **উপলভ্য**—দর্শন করে; **আহ**—তিনি বলেছিলেন; **রোষাৎ**—অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে; **বিস্ফুরিত**—কম্পিত; **অধরঃ**—ঠোঁট।

অনুবাদ

দক্ষ যখন শুনলেন যে, সবলাশ্বরাও ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে এই পৃথিবী ত্যাগ করেছেন, তখন তিনি নারদ মুনির প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং শোকে মূর্ছিতপ্রায় হয়েছিলেন। নারদ মুনির সঙ্গে যখন দক্ষের সাক্ষাৎ হয়েছিল, তখন ক্রোধে দক্ষের অধর কম্পিত হয়েছিল এবং তিনি তাঁকে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছিলেন যে, প্রিয়ব্রত এবং উত্তানপাদ থেকে শুরু করে স্বায়ম্ভুব মনুর সমগ্র পরিবারকে নারদ মুনি উদ্ধার করেছিলেন। তিনি উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুবকে উদ্ধার করেছিলেন এবং সকাম কর্মে রত প্রাচীনবর্হিকেও উদ্ধার করেছিলেন। তিনি কেবল প্রজাপতি দক্ষকে উদ্ধার করতে পারেননি। প্রজাপতি দক্ষ নারদ মুনিকে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত দেখেছিলেন, কারণ নারদ মুনি তাঁকে উদ্ধার করার জন্য স্বয়ং এসেছিলেন। নারদ মুনি প্রজাপতি দক্ষের শোকাচ্ছন্ন অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন, কারণ শোকাচ্ছন্ন অবস্থা ভক্তিযোগ গ্রহণ করার অনুকূল সময়। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৬) বলা হয়েছে, চার প্রকার মানুষ ভগবদ্ভক্তি অবলম্বন করার চেষ্টা করেন, তাঁরা হচ্ছেন—আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী। প্রজাপতি দক্ষ তাঁর পুত্রদের হারিয়ে অত্যন্ত আর্ত হয়েছিলেন এবং তাই নারদ মুনি সেই সুযোগে তাঁকে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৬

শ্রীদক্ষ উবাচ

অহো অসাধো সাধূনাং সাধুলিঙ্গেন নস্ত্বয়া ।
অসাধ্বকার্যর্ভকাণাং ভিক্ষোর্মার্গঃ প্রদর্শিতঃ ॥ ৩৬ ॥

শ্রী-দক্ষঃ উবাচ—প্রজাপতি দক্ষ বললেন; **অহো অসাধো**—হে অসাধু; **সাধূনাম্**—ভক্ত এবং মহাত্মাদের সমাজে; **সাধু-লিঙ্গেন**—সাধুর বেশ ধারণ করে; **নঃ**—আমাদের; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **অসাধু**—অসৎ আচরণ; **অকারি**—করা হয়েছে; **অর্ভকাণাম্**—অনভিজ্ঞ বালকদের; **ভিক্ষোঃ মার্গঃ**—ভিক্ষুক অথবা সন্ন্যাসীদের মার্গ; **প্রদর্শিতঃ**—প্রদর্শন করা হয়েছে।

অনুবাদ

প্রজাপতি দক্ষ বললেন—হায়, নারদ মুনি, আপনি কেবল সাধুর বেশই ধারণ করেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনি সাধু নন। আমি গৃহস্থ আশ্রমে থাকলেও আমিই সাধু। আমার পুত্রদের ত্যাগের পথ প্রদর্শন করে আপনি অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ করেছেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—*সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্বলোকে গায়* (*শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য* ১২/৫১)। সমাজে অনেক সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ, গৃহস্থ এবং ব্রহ্মচারী রয়েছেন। আবার সকলেই যদি তাঁদের কর্তব্য অনুসারে যথাযথভাবে জীবন যাপন করেন, তা হলে তাঁদের সাধু বলে বুঝতে হবে। প্রজাপতি দক্ষ অবশ্যই ছিলেন একজন সাধু, কারণ তিনি এমন কঠোর তপস্যা করেছিলেন যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর ছিদ্র অন্বেষণের প্রবৃত্তি ছিল। নারদ মুনি তাঁর অভিপ্রায় ব্যর্থ করেছিলেন বলে, তিনি অন্যায়ভাবে নারদ মুনিকে একজন অসাধু বলে মনে করেছিলেন। যথাযথভাবে জ্ঞান লাভ করে গৃহস্থ হওয়ার শিক্ষা দান করার জন্য দক্ষ তাঁর পুত্রদের নারায়ণ সরোবরে তপস্যা করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু নারদ মুনি তাঁদের অতি উন্নত স্তরের তপস্যা দর্শন করে, তাঁদের বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী হওয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন। নারদ মুনি এবং তাঁর অনুগামীদের এটিই হচ্ছে কর্তব্য। এই জড় জগৎ ত্যাগ করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পন্থা সকলকে প্রদর্শন করাই তাঁদের কর্তব্য। প্রজাপতি দক্ষ কিন্তু তাঁর পুত্রদের সম্বন্ধে নারদ মুনি যে মহান কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন, তা দেখেননি। নারদ মুনির আচরণের প্রশংসা করার পরিবর্তে দক্ষ তাঁকে অসাধু বলে দোষারোপ করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে *ভিক্ষোর্মার্গ,* 'সন্ন্যাস আশ্রমের মার্গ' শব্দগুলি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সন্ন্যাসীকে বলা হয় ত্রিদণ্ডি ভিক্ষু, কারণ তাঁর কর্তব্য হচ্ছে গৃহস্থদের গৃহে গিয়ে ভিক্ষা সংগ্রহ করা এবং গৃহস্থদের আধ্যাত্মিক উপদেশ প্রদান করা। সন্ন্যাসীরা ভিক্ষা করতে পারেন, কিন্তু গৃহস্থরা তা পারেন না। গৃহস্থের কর্তব্য হচ্ছে চতুর্বর্ণ অনুসারে জীবিকা উপার্জন করা। ব্রাহ্মণ-গৃহস্থ শাস্ত্র অধ্যয়নের মাধ্যমে পাণ্ডিত্য অর্জন করে, সাধারণ মানুষকে ভগবানের আরাধনার পন্থা প্রদর্শনের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন। তিনি নিজেও পূজা করার বৃত্তি অবলম্বন করতে পারেন। তাই বলা হয় যে, ব্রাহ্মণেরাই কেবল শ্রীবিগ্রহের পূজা করতে পারেন এবং

শ্রীবিগ্রহকে নিবেদিত ভগবৎ-প্রসাদ গ্রহণ করতে পারেন। ব্রাহ্মণেরা যদিও কখনও কখনও দান গ্রহণ করেন, কিন্তু তা নিজেদের ভরণ-পোষণের জন্য নয়, ভগবানের পূজার জন্য। এইভাবে ব্রাহ্মণেরা তাঁদের ভবিষ্যতের জন্য কোন কিছু সঞ্চয় করেন না। তেমনই, ক্ষত্রিয়রা প্রজাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করতে পারেন এবং তাই তাঁদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে প্রজাদের রক্ষা করা, আইন বলবৎ করা এবং নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখা। বৈশ্যদের কর্তব্য হচ্ছে কৃষিকার্য ও গোরক্ষার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা, এবং শূদ্রদের কর্তব্য হচ্ছে তিনটি উচ্চ বর্ণের সেবা করার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা। ব্রাহ্মণ না হলে সন্ন্যাস গ্রহণ করা যায় না। সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারীরা দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভিক্ষা করতে পারেন, কিন্তু গৃহস্থরা তা পারেন না।

প্রজাপতি দক্ষ নারদ মুনির নিন্দা করেছিলেন, কারণ ব্রহ্মচারী নারদ দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভিক্ষা না করে, দক্ষ তাঁর যে পুত্রদের গৃহস্থ হওয়ার শিক্ষা দান করছিলেন, তাঁদের সন্ন্যাসীতে পরিণত করেছেন। দক্ষ নারদ মুনির প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে, নারদ মুনি তাঁর প্রতি এক মহা অন্যায় করেছেন। দক্ষের মতে, নারদ মুনি তাঁর অনভিজ্ঞ এবং সরল পুত্রদের বিপথে পরিচালিত করে সন্ন্যাসমার্গ প্রদর্শন করেছেন। এই সমস্ত কারণে প্রজাপতি দক্ষ নারদ মুনিকে অসাধু বলে নিন্দা করে বলেছেন যে, তাঁর পক্ষে সাধুর বেশ পরিধান করা উচিত হয়নি।

কখনও কখনও গৃহস্থরা সাধুদের ভুল বোঝেন, বিশেষ করে যখন সেই সাধু তাঁদের অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করতে বলেন। সাধারণত গৃহস্থরা মনে করেন যে, গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ না করলে যথাযথভাবে সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করা যায় না। কোন যুবক যদি নারদ মুনি অথবা তাঁর শিষ্য পরম্পরায় কোন সদস্যের উপদেশ অনুসারে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন, তা হলে তাঁর পিতা-মাতারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। সেই ঘটনা আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে ঘটছে, কারণ আমরা পাশ্চাত্যের অল্পবয়সী ছেলেদের ত্যাগের পথ অবলম্বন করার উপদেশ দিচ্ছি। আমরা গৃহস্থ আশ্রম অনুমোদন করি, কিন্তু গৃহস্থেরাও ত্যাগের পথ অবলম্বন করেন। গৃহস্থকেও অনেক বদ্ অভ্যাস ত্যাগ করতে হয়, যার ফলে তাঁর পিতা-মাতা মনে করেন তাঁর জীবনটাই বরবাদ হয়ে গেছে। আমরা আমিষ আহার, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, দ্যূতক্রীড়া এবং নেশা অনুমোদন করি না। তার ফলে পিতা-মাতারা মনে করেন যে, এত নিষেধের জীবন কি করে সুখের হতে পারে। বিশেষ করে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে এই চারটি নিষিদ্ধ কর্মের ভিত্তিতেই আধুনিক মানুষের জীবন প্রতিষ্ঠিত। তাই পিতা-মাতারা আমাদের

এই আন্দোলনকে পছন্দ করেন না। প্রজাপতি দক্ষ যেমন নারদের কার্যকলাপে অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে অসাধু বলে গালি দিয়েছিলেন, তেমনই পিতা-মাতারা আমাদের বিরুদ্ধেও নানা প্রকার অভিযোগ করেন। কিন্তু পিতা-মাতারা আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হলেও আমাদের কর্তব্য আমাদের করে যেতেই হবে। কারণ আমরা নারদ মুনিরই পরম্পরার অন্তর্ভুক্ত।

গৃহস্থ আশ্রমে আসক্ত ব্যক্তিরা ভেবে পায় না, কিভাবে মৈথুনসুখ সমন্বিত গৃহস্থ-জীবন ত্যাগ করে সর্বত্যাগী কৃষ্ণভক্ত হওয়া সম্ভব। তারা জানে না যে, গৃহস্থ আশ্রমে মৈথুনসুখ ভোগের যে অনুমোদন, তা ত্যাগের জীবন অবলম্বন না করা হলে সংযত করা সম্ভব নয়। বৈদিক সভ্যতায় পঞ্চাশ বছর বয়স হলে, গৃহস্থ আশ্রম ত্যাগ করে বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেটি বাধ্যতামূলক। কিন্তু, আধুনিক সভ্যতা যেহেতু দিক্‌ভ্রান্ত হয়েছে, তাই গৃহস্থরা মৃত্যুর সময় পর্যন্ত গৃহে থাকতে চায় এবং তাই তারা এত দুঃখকষ্ট ভোগ করছে। এই পরিস্থিতিতে, নারদ মুনির শিষ্যেরা যুবক সম্প্রদায়কে উপদেশ দেন এখনই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে যোগদান করতে। এতে কোনও ভুল নেই।

শ্লোক ৩৭

ঋণৈস্ত্রিভিরমুক্তানামমীমাংসিতকর্মণাম্ ।
বিঘাতঃ শ্রেয়সঃ পাপ লোকয়োরুভয়োঃ কৃতঃ ॥ ৩৭ ॥

ঋণৈঃ—ঋণ থেকে; **ত্রিভিঃ**—তিনটি; **অমুক্তানাম্**—যারা মুক্ত নয়; **অমীমাংসিত**—বিবেচনা না করে; **কর্মণাম্**—কর্তব্যের পথ; **বিঘাতঃ**—সর্বনাশ; **শ্রেয়সঃ**—সৌভাগ্যের পথ; **পাপ**—হে পাপী (নারদ মুনি); **লোকয়োঃ**—গ্রহলোকের; **উভয়োঃ**—উভয়; **কৃতঃ**—করা হয়েছে।

অনুবাদ

প্রজাপতি দক্ষ বললেন—আমার পুত্রেরা ত্রিবিধ ঋণ থেকে মুক্ত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে তারা তাদের কর্তব্য সম্বন্ধেও বিবেচনা করেনি। হে নারদ মুনি, হে মূর্তিমান পাপ, আপনি তাদের ইহলোক এবং পরলোকে মঙ্গল প্রাপ্তির বিঘ্ন সৃষ্টি করেছেন, কারণ তারা এখনও ঋষি, দেবতা এবং পিতৃদের কাছে ঋণী।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণের জন্ম হওয়া মাত্রই ঋষিঋণ, দেবঋণ ও পিতৃঋণ—এই ত্রিবিধ ঋণে ঋণী হন। তাই ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মচর্যের দ্বারা ঋষিঋণ, যজ্ঞের দ্বারা দেবঋণ এবং সন্তান উৎপাদনের দ্বারা পিতৃঋণ থেকে মুক্ত হতে হয়। প্রজাপতি দক্ষ তাই যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন যে, মুক্তি লাভের জন্য যদিও সন্ন্যাস আশ্রম নির্দেশিত হয়েছে, তবুও দেবতা, ঋষি এবং পিতৃদের ঋণ থেকে মুক্ত না হলে মুক্তি লাভ করা যায় না। যেহেতু দক্ষের পুত্রেরা এই তিনটি ঋণ থেকে মুক্ত হননি, তাই নারদ মুনি কিভাবে তাঁদের সন্ন্যাস আশ্রমে পরিচালিত করেছিলেন? এখানে স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, প্রজাপতি দক্ষ শাস্ত্রের চরম সিদ্ধান্ত অবগত ছিলেন না। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/৫/৪১) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্ ।
সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্ ॥

সকলেই দেবতা, জীবনিচয়, পরিবার, পিতা প্রভৃতির কাছে ঋণী। কিন্তু কেউ যখন সর্বতোভাবে মুকুন্দের শরণাগত হন, তখন যজ্ঞাদি কর্ম সম্পাদন না করলেও সমস্ত ঋণ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। পরমেশ্বর ভগবানের যে শ্রীপাদপদ্ম সকলের চরম আশ্রয়, কেউ যদি তাঁর জন্য এই জড় জগৎ ত্যাগ করেন, তখন তিনি কোনও ঋণ পরিশোধ না করলেও সমস্ত ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে যান। সেটিই হচ্ছে শাস্ত্রের বাণী। তাই নারদ মুনি প্রজাপতি দক্ষের পুত্রদের জড় জগৎ ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় অবলম্বন করার যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তাতে কোন অন্যায় হয়নি। দুর্ভাগ্যবশত হর্যশ্ব এবং সবলাশ্বদের পিতা প্রজাপতি দক্ষ বুঝতে পারেননি যে, নারদ মুনি তাঁর কি মহৎ উপকার করেছিলেন। দক্ষ তাই তাঁকে মূর্তিমান পাপ এবং অসাধু বলে গালি দিয়েছিলেন। নারদ মুনি একজন মহান বৈষ্ণবরূপে দক্ষের সমস্ত অপবাদ সহ্য করেছিলেন। তিনি প্রজাপতি দক্ষের পুত্রদের উদ্ধার করে ভগবদ্ধামে প্রেরণ করার মাধ্যমে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন মাত্র।

শ্লোক ৩৮

এবং ত্বং নিরনুক্রোশো বালানাং মতিভিদ্ধরেঃ ।
পার্ষদমধ্যে চরসি যশোহা নিরপত্রপঃ ॥ ৩৮ ॥

এবম্—এইভাবে; **ত্বম্**—আপনি (নারদ); **নিরনুক্রোশঃ**—নির্দয়; **বালানাম্**—নিরীহ, অনভিজ্ঞ বালকদের; **মতি-ভিৎ**—বুদ্ধি কলুষিত করে; **হরেঃ**—ভগবানের; **পার্ষদ-মধ্যে**—পার্ষদদের মধ্যে; **চরসি**—বিচরণ করেন; **যশোহা**—ভগবানের যশ নাশ করে; **নিরপত্রপঃ**—নির্লজ্জভাবে (আপনি না জানলেও আপনি মহাপাপ করছেন)।

অনুবাদ

প্রজাপতি দক্ষ বললেন—এইভাবে আপনি জীবেদের প্রতি হিংসা করছেন, এবং তা সত্ত্বেও নিজেকে একজন ভগবৎ-পার্ষদ বলে দাবি করে আপনি ভগবানের যশ নাশ করছেন। আপনি অনভিজ্ঞ বালকদের চিত্তে অনর্থক সন্ন্যাসের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করেছেন এবং তাই আপনি নির্লজ্জ ও নিষ্ঠুর। আপনি কিভাবে ভগবৎ-পার্ষদদের মধ্যে বিচরণ করতে পারেন?

তাৎপর্য

প্রজাপতি দক্ষের এই মনোভাব আজও বর্তমান রয়েছে। অল্পবয়সী ছেলেরা যখন কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে যোগদান করে, তখন তাদের পিতা এবং তথাকথিত অভিভাবকেরা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রবর্তকদের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন, কারণ তারা মনে করেন যে, তাঁদের পুত্রেরা ভোজন, পান এবং আনন্দের জীবন থেকে অনর্থক বঞ্চিত হচ্ছে। কর্মীরা মনে করে যে, ইহজীবনে এই জড় জগতে আনন্দ উপভোগ করে এবং সেই সঙ্গে কিছু পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠান করে তারা পরলোকে স্বর্গে উন্নীত হয়ে সুখভোগ করবে। যোগীরা, বিশেষ করে ভক্তিযোগীরা কিন্তু এই জড়-জাগতিক মনোভাবের প্রতি উদাসীন। তাঁরা স্বর্গলোকে উন্নীত হয়ে উন্নততর সুখভোগের প্রতি মোটেই আগ্রহী নন। সেই সম্বন্ধে শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী বলেছেন, *কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশপুষ্পায়তে*—ভক্তের কাছে, ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার মুক্তি নরকতুল্য এবং স্বর্গসুখ আকাশ-কুসুমের মতো অবাস্তব। শুদ্ধ ভক্ত যোগসিদ্ধি, স্বর্গলোকে উন্নতি, এমন কি ব্রহ্মসাযুজ্যেও আগ্রহী নন। তিনি কেবল ভগবানের সেবাতেই আগ্রহী। প্রজাপতি দক্ষ যেহেতু ছিলেন একজন কর্মী, তাই নারদ মুনি তাঁর এগার হাজার পুত্রকে উদ্ধার করে যে তাঁর কি মহৎ উপকার করেছিলেন, তা বুঝতে পারেননি। পক্ষান্তরে, তিনি নারদ মুনিকে পাপী ও নির্লজ্জ বলে গালি দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, তিনি যদি ভগবানের সঙ্গ করেন, তা হলে তার ফলে ভগবানের অপযশ হবে। এইভাবে দক্ষ নারদ মুনির সমালোচনা করে বলেছিলেন, তিনি ভগবৎ পার্ষদ বলে পরিচিত হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি ভগবানের চরণে অপরাধী।

শ্লোক ৩৯

ননু ভাগবতা নিত্যং ভূতানুগ্রহকাতরাঃ ।
ঋতে ত্বাং সৌহৃদঘ্নং বৈ বৈরঙ্করমবৈরিণাম্ ॥ ৩৯ ॥

ননু—এখন; **ভাগবতাঃ**—ভগবানের ভক্তগণ; **নিত্যম্**—নিত্য; **ভূত-অনুগ্রহ-কাতরাঃ**—বদ্ধ জীবদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করতে অত্যন্ত উৎসুক; **ঋতে**—ব্যতীত; **ত্বাম্**—আপনার; **সৌহৃদঘ্নম্**—বন্ধুত্ব ভঙ্গকারী (তাই ভাগবত বা ভগবানের ভক্তদের মধ্যে গণ্য নন); **বৈ**—বস্তুত; **বৈরঙ্করম্**—আপনি শত্রুতা সৃষ্টি করেন; **অবৈরিণাম্**—যারা শত্রুভাবাপন্ন নয় তাদের প্রতি।

অনুবাদ

আপনি ছাড়া ভগবানের অন্য সমস্ত ভক্তেরা বদ্ধ জীবদের প্রতি অত্যন্ত সদয় এবং তাদের মঙ্গল সাধনে অত্যন্ত উৎসুক। যদিও আপনি ভগবদ্ভক্তের বেশ পরিধান করেন, তবুও আপনার প্রতি যাঁরা শত্রুভাবাপন্ন নয়, তাদের সঙ্গেও আপনি শত্রুতা সৃষ্টি করেন। আপনি বন্ধুত্ব ভঙ্গকারী এবং বন্ধুদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টিকারী। ভক্ত হওয়ার ভান করে এই সমস্ত জঘন্য কার্য করতে আপনার লজ্জা হয় না?

তাৎপর্য

নারদ মুনির পরম্পরায় যাঁরা ভগবানের সেবা করেন, তাঁদের এই ধরনের সমালোচনা সহ্য করতে হয়। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা যুব-সমাজকে ভগবানের ভক্ত হয়ে, নিষ্ঠা সহকারে শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ পালন করে, ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করছি, কিন্তু ভারতবর্ষে অথবা পাশ্চাত্য দেশগুলিতে, কোথাও আমাদের ভগবদ্ভক্তি প্রচারের এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় বলে সমর্থন লাভ করছে না। বিদেশীদের, যাদের ম্লেচ্ছ এবং যবন বলে মনে করা হয়, তাদের ব্রাহ্মণের স্তরে উন্নীত করছি বলে ভারতবর্ষের জাতি-ব্রাহ্মণেরা আমাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়েছে। আমরা তথাকথিত সেই সমস্ত ম্লেচ্ছ ও যবনদের বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং তপশ্চর্যা শিক্ষা দানের মাধ্যমে যথার্থ ব্রাহ্মণের স্তরে উন্নীত করে দীক্ষার মাধ্যমে যজ্ঞোপবীত প্রদান করছি। তাই পাশ্চাত্য জগতে আমাদের এই কার্যকলাপের জন্য ভারতের জাত-ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। আর পাশ্চাত্যের যুবক সম্প্রদায় আমাদের এই আন্দোলনে যোগদান করছে বলে, তাদের পিতা-মাতারাও আমাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়েছে। আমরা কিন্তু কারও সঙ্গেই শত্রুতা করতে চাই না, কিন্তু এই পন্থাটিই এমন যে, অভক্তেরা আমাদের

প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে ভক্তকে সহিষ্ণু এবং দয়ালু হতে হয়। মূর্খদের দ্বারা অভিযুক্ত হওয়ার জন্য প্রচারকার্যে রত ভক্তদের প্রস্তুত থাকতে হয়, এবং তবুও অধঃপতিত বদ্ধ জীবদের প্রতি অত্যন্ত দয়াপরবশ হতে হয়। কেউ যদি নারদ মুনির পরম্পরায় সেই কর্তব্য সম্পাদন করতে পারেন, তা হলে তাঁর সেই সেবা নিশ্চয়ই স্বীকৃতি লাভ করবে। *ভগবদ্‌গীতায়* (১৮/৬৮-৬৯) ভগবান সে সম্বন্ধে বলেছেন—

য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি ।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥
ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥

"যিনি আমার ভক্তদের এই পরম গোপনীয় জ্ঞান উপদেশ করেন, তিনি অবশ্যই পরা ভক্তি লাভ করবেন এবং অবশেষে আমার কাছে ফিরে আসবেন। এই পৃথিবীতে মানুষদের মধ্যে তাঁর থেকে অধিক প্রিয়কারী এবং আমার প্রিয় আর কেউ নেই এবং কখনও হবে না।" শত্রুর ভয়ে ভীত না হয়ে আমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী প্রচার করে যেতে হবে। আমাদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে, এই প্রচারের মাধ্যমে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা, যা ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবারূপে স্বীকৃতি লাভ করবে। তথাকথিত শত্রুদের ভয়ে ভীত না হয়ে আমাদের নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের সেবা করে যেতে হবে।

এই শ্লোকে *সৌহৃদঘ্নম্* ('বন্ধুত্ব ভঙ্গকারী') শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। যেহেতু নারদ মুনি এবং তাঁর সম্প্রদায়ের সদস্যেরা বন্ধুত্ব ও পারিবারিক সম্পর্ক ভঙ্গ করে দেন, তাই তাঁদের *সৌহৃদঘ্নম্* বলে কখনও কখনও অভিযোগ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এই ভক্তেরা হচ্ছেন প্রতিটি জীবের বন্ধু (*সুহৃদং সর্বভূতানাম্*), কিন্তু তাঁদের শত্রু বলে ভুল করা হয়। প্রচারকার্য কঠিন, কৃতজ্ঞতা-বিহীন, কিন্তু প্রচারককে বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের ভয়ে ভীত না হয়ে ভগবানের আদেশ পালন করে যেতে হবে।

শ্লোক ৪০

নেত্থং পুংসাং বিরাগঃ স্যাৎ ত্বয়া কেবলিনা মৃষা ।
মন্যসে যদ্যুপশমং স্নেহপাশনিকৃন্তনম্ ॥ ৪০ ॥

ন—না; **ইত্থম্**—এইভাবে; **পুংসাম্**—পুরুষের; **বিরাগঃ**—বৈরাগ্য; **স্যাৎ**—সম্ভব; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **কেবলিনা মৃষা**—ভ্রান্ত জ্ঞান সমন্বিত; **মন্যসে**—আপনি মনে করেন; **যদি**—যদি; **উপশম্**—জড় সুখ উপভোগ ত্যাগ; **স্নেহ-পাশ**—স্নেহের বন্ধন; **নিকৃন্তনম্**—ছিন্ন করে।

অনুবাদ

প্রজাপতি দক্ষ বললেন—আপনি যদি মনে করেন যে, কেবল বৈরাগ্য সাধনের দ্বারা আপনি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হবেন, তা হলে আমি বলব যে, পূর্ণ জ্ঞানের উদয় না হলে কেবল আপনার মতো বেশ পরিবর্তনের দ্বারা কখনও বৈরাগ্য উৎপন্ন হতে পারে না।

তাৎপর্য

কেবল বেশ পরিবর্তনের দ্বারা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না, প্রজাপতি দক্ষের এই উক্তিটি যথার্থই সত্য। কলিযুগের যে সমস্ত সন্ন্যাসীরা তাদের বেশ পরিবর্তন করে গৈরিক বসন পরিধান করে, অথচ মনে করে যে, তারা যা ইচ্ছা তাই করতে পারে, আসলে তারা বিষয়াসক্ত গৃহস্থদের থেকেও ঘৃণ্য। এই প্রকার আচরণ কোথাও অনুমোদিত হয়নি। সেই ত্রুটি দক্ষ যে উল্লেখ করেছেন তা ঠিকই, কিন্তু তিনি জানতেন না যে, হর্যশ্ব এবং সবলাশ্বদের চিত্তে নারদ মুনি যে বৈরাগ্য জাগরিত করেছিলেন তা ছিল পূর্ণ জ্ঞান সমন্বিত। এই প্রকার জ্ঞানভিত্তিক বৈরাগ্য বাঞ্ছনীয়। পূর্ণ জ্ঞান সহকারে সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করা উচিত (*জ্ঞান-বৈরাগ্য*), কারণ যিনি এই জড় জগতের প্রতি বিরক্ত, তাঁর পক্ষেই সিদ্ধি লাভ করা সম্ভব। এই উন্নত স্থিতি অত্যন্ত সহজেই লাভ করা যায়, যা সমর্থন করে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/৭) বলা হয়েছে—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং চ যদহৈতুকম্ ॥

"ভক্তি সহকারে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা হলে, অচিরেই শুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয় এবং জড়-জাগতিক বিষয়ের প্রতি অনাসক্তি আসে।" কেউ যদি ঐকান্তিকভাবে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন, তা হলে জ্ঞান এবং বৈরাগ্য আপনা থেকেই তাঁর মধ্যে প্রকাশিত হবে, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। নারদ মুনির বিরুদ্ধে প্রজাপতি দক্ষের অভিযোগ ছিল যে, তিনি তাঁর পুত্রদের জ্ঞানের স্তরে উন্নীত করেননি, কিন্তু তা সত্য নয়। প্রজাপতি দক্ষের পুত্রদের প্রথমে জ্ঞানের স্তরে উন্নীত

করা হয়েছিল এবং তারপর আপনা থেকেই তাঁরা এই জগতের আসক্তি পরিত্যাগ করেছিলেন। সংক্ষেপে বলা যায় যে, জ্ঞানের উদয় না হলে বৈরাগ্য আসতে পারে না, কারণ উন্নত জ্ঞান বিনা জড় সুখভোগের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করা যায় না।

শ্লোক ৪১

নানুভূয় ন জানাতি পুমান্ বিষয়তীক্ষ্ণতাম্ ।
নির্বিদ্যতে স্বয়ং তস্মান্ন তথা ভিন্নধীঃ পরৈঃ ॥ ৪১ ॥

ন—না; **অনুভূয়**—অনুভব করে; **ন**—না; **জানাতি**—জানে; **পুমান্**—পুরুষ; **বিষয়-তীক্ষ্ণতাম্**—জড় সুখভোগের তীক্ষ্ণতা; **নির্বিদ্যতে**—উদাসীন হয়; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **তস্মাৎ**—তা থেকে; **ন তথা**—তেমন নয়; **ভিন্নধীঃ**—যার বুদ্ধি পরিবর্তিত হয়েছে; **পরৈঃ**—অন্যদের দ্বারা।

অনুবাদ

জড় সুখভোগই যে সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার কারণ, তা বিষয়ভোগ না করে জানা যায় না। নিজে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ না করলে ভোগবাসনা ত্যাগ করা যায় না। সুতরাং বিষয়ভোগ করতে করতে যখন বোঝা যায় এই জড় জগৎ কত দুঃখময়, তখন অন্যদের সাহায্য ব্যতীতই জড় সুখভোগের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মায়। যাদের মন অন্যদের দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, তাদের বৈরাগ্য ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ ব্যক্তিদের মতো হতে পারে না।

তাৎপর্য

বলা হয় যে, স্ত্রী গর্ভবতী না হলে, সে সন্তান উৎপাদনের কষ্ট বুঝতে পারে না। *বন্ধ্যা কি বুঝিবে প্রসব বেদনা*। প্রজাপতি দক্ষের দর্শন অনুসারে প্রথমে গর্ভবতী হয়ে, তারপর সন্তান প্রসবের বেদনা উপলব্ধি করতে হয়। তা হলে সেই রমণী যদি বুদ্ধিমতী হন, তিনি আর গর্ভবতী হতে চাইবেন না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়। মৈথুনসুখ উপভোগের বাসনা এতই প্রবল যে, স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে প্রসব বেদনা অনুভব করা সত্ত্বেও পুনরায় গর্ভবতী হয়। দক্ষের দর্শন অনুসারে, মানুষের কর্তব্য জড় সুখভোগে লিপ্ত হওয়া, যাতে সেই দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করার পর আপনা থেকেই বৈরাগ্যের উদয় হবে। কিন্তু মায়া এমনই প্রবল যে, মানুষ প্রতি পদে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করা সত্ত্বেও সুখভোগের প্রচেষ্টা থেকে বিরত হয় না (*তৃপ্যন্তি*

নেহ কৃপণা বহু-দুঃখভাজঃ)। নারদ মুনি অথবা তাঁর শিষ্য পরম্পরায় তাঁর সেবকের মতো ভক্তের সঙ্গ লাভ না হলে, সুপ্ত বৈরাগ্যের ভাবনা জাগরিত হয় না। এমন নয় যে, জড় সুখভোগে যেহেতু বহু দুঃখ-দুর্দশা দেখা দেয়, তাই আপনা থেকেই বৈরাগ্য আসবে। এই বৈরাগ্য লাভের জন্য নারদ মুনির মতো ভক্তের আশীর্বাদের প্রয়োজন। তখন জড় আসক্তি অনায়াসে ত্যাগ করা যায়। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েরা অভ্যাসের দ্বারা জড় সুখভোগের বাসনা ত্যাগ করেনি, তা তারা করেছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর সেবকদের কৃপার প্রভাবে।

শ্লোক ৪২

যন্নস্ত্বং কর্মসন্ধানাং সাধূনাং গৃহমেধিনাম্ ।
কৃতবানসি দুর্মর্ষং বিপ্রিয়ং তব মর্ষিতম্ ॥ ৪২ ॥

যৎ—যা; **নঃ**—আমাদের; **ত্বম্**—আপনি; **কর্ম-সন্ধানাম্**—বৈদিক নির্দেশ অনুসারে যে ব্যক্তি নিষ্ঠা সহকারে সকাম কর্ম অনুষ্ঠান করে; **সাধূনাম্**—যাঁরা সৎ (কারণ আমরা সৎভাবে সামাজিক উন্নতি সাধন এবং দৈহিক সুখভোগের প্রয়াস করি); **গৃহমেধিনাম্**—যদিও স্ত্রী-পুত্র সহ গৃহে অবস্থিত; **কৃতবান্ অসি**—সৃষ্টি করা হয়েছে; **দুর্মর্ষম্**—অসহ্য; **বিপ্রিয়ম্**—ভুল; **তব**—আপনার; **মর্ষিতম্**—ক্ষমা করা হয়েছে।

অনুবাদ

আমি যদিও স্ত্রী-পুত্র সহ গৃহস্থ আশ্রমে বাস করি, তবুও আমি সৎভাবে বৈদিক নির্দেশ অনুসারে পাপহীন জীবনের আনন্দ উপভোগ করি। আমি দেবযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ এবং নৃযজ্ঞ আদি সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছি! যেহেতু এই সমস্ত যজ্ঞগুলিকে বলা হয় ব্রত, তাই আমি গৃহব্রত নামে পরিচিত। দুর্ভাগ্যবশত, আপনি অকারণে আমার পুত্রদের সন্ন্যাসমার্গে পরিচালিত করে পথভ্রষ্ট করেছেন, তাই আপনি আমাকে অশেষ দুঃখ দিয়েছেন। যা কেবল একবার মাত্র সহ্য করা যায়।

তাৎপর্য

প্রজাপতি দক্ষ প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, নারদ মুনি যখন তাঁর দশ হাজার অনভিজ্ঞ পুত্রদের অকারণে সন্ন্যাসমার্গে পরিচালিত করেছিলেন, তখন তাঁকে কিছু না বলে তিনি অসীম সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেছিলেন। কখনও কখনও গৃহস্থদের

গৃহমেধি বলা হয়, কারণ গৃহমেধিরা কোন রকম পারমার্থিক উন্নতি সাধন না করেই সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু গৃহস্থরা গৃহমেধিদের থেকে ভিন্ন, কারণ গৃহস্থরা স্ত্রী-পুত্র সহ গৃহে বাস করলেও তারা পারমার্থিক উন্নতি সাধনে অত্যন্ত আগ্রহী। তিনি যে কত উদার, নারদ মুনির কাছে সেই কথা প্রমাণ করার জন্য প্রজাপতি দক্ষ জোর দিয়ে বলেছেন যে, নারদ মুনি যখন তাঁর পুত্রদের প্রথম দলটিকে বিপথগামী করেছিলেন, তখন তিনি তাঁকে কিছুই বলেননি। তিনি তাঁর প্রতি উদার এবং সহিষ্ণু ছিলেন। কিন্তু নারদ মুনি যখন তাঁর পুত্রদের দ্বিতীয়বার বিপথে পরিচালিত করেন, তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হন। এইভাবে তিনি নারদ মুনির কাছে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, তিনি যদিও সাধুর বেশ ধারণ করেছেন, তবুও তিনি প্রকৃত সাধু নন; কিন্তু তিনি নিজে গৃহস্থ হলেও নারদ মুনির থেকে বড় সাধু।

শ্লোক ৪৩

তন্তুকৃন্তন যন্নস্ত্বমভদ্রমচরঃ পুনঃ ।
তস্মাল্লোকেষু তে মূঢ় ন ভবেদ্‌ভ্রমতঃ পদম্ ॥ ৪৩ ॥

তন্তু-কৃন্তন—হে অমঙ্গলকারক, নিষ্ঠুরতাপূর্বক আপনি আমার পুত্রদের আমার থেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন; **যৎ**—যা; **নঃ**—আমাদের; **ত্বম্**—আপনি; **অভদ্রম্**—অশুভ; **অচরঃ**—করেছেন; **পুনঃ**—পুনরায়; **তস্মাৎ**—অতএব; **লোকেষু**—ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহলোকে; **তে**—আপনার; **মূঢ়**—হে মূঢ়; **ন**—না; **ভবেৎ**—হবে; **ভ্রমতঃ**—ভ্রমণ; **পদম্**—স্থান।

অনুবাদ

আপনি একবার আমার পুত্রদের আমার থেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন, এবং এখন আপনি আবার সেই অশুভ কার্য করেছেন। তাই আপনি মূঢ় এবং অন্যদের সঙ্গে কিভাবে আচরণ করতে হয় তা জানেন না। তাই আমি আপনাকে অভিশাপ দিচ্ছি যে, আপনাকে সারা ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করতে হবে এবং আপনি কোথাও স্থান পাবেন না।

তাৎপর্য

প্রজাপতি দক্ষ নিজে যেহেতু একজন গৃহমেধি, তাই তিনি মনে করেছিলেন যে, নারদ মুনির যদি থাকার স্থান না থাকে এবং তাঁকে যদি সারা বিশ্বে ভ্রমণ করতে

হয়, তা হলে সেটি তাঁর পক্ষে একটি মস্ত বড় দণ্ড হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এই ধরনের অভিশাপ প্রচারকের কাছে একটি মস্ত বড় আশীর্বাদ। ধর্ম-প্রচারককে পরিব্রাজকাচার্য বলা হয়, অর্থাৎ তিনি এমন একজন আচার্য, যিনি মানব-সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্য সর্বদা ভ্রমণ করেন। প্রজাপতি দক্ষ নারদ মুনিকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে, যদিও তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ভ্রমণ করতে পারেন, তবুও তিনি কোন এক স্থানে থাকতে পারবেন না। নারদ মুনির পরম্পরায় আমিও সেইভাবে অভিশপ্ত হয়েছি। যদিও পৃথিবীর সর্বত্র আমাদের কেন্দ্র রয়েছে এবং সেখানে থাকার খুব সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে, তবুও আমি কোথাও থাকতে পারি না। কারণ আমার অল্পবয়সী শিষ্যদের পিতা-মাতারা আমাকে অভিশাপ দিয়েছেন। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন শুরু করার সময় থেকে আমাকে বছরে দু-তিনবার পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমণ করতে হয়, এবং যদিও যেখানে আমি যাই, সেখানেই আমার থাকার অত্যন্ত সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে, তবুও আমি কোথাও কয়েক দিনের বেশি থাকতে পারি না। আমার শিষ্যদের পিতা-মাতাদের দেওয়া এই অভিশাপে আমি কিছু মনে করি না, কিন্তু এখন আর একটি কাজ সম্পন্ন করার জন্য আমার একস্থানে থাকার প্রয়োজন হয়েছে—সেই কাজটি হচ্ছে *শ্রীমদ্ভাগবতের* অনুবাদ। আমার যুবক শিষ্যেরা, বিশেষ করে যারা সন্ন্যাস গ্রহণ করেছে, তারা যদি পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমণ করার দায়িত্বভার গ্রহণ করে, তা হলে আমি আমার শিষ্যদের পিতা-মাতাদের দেওয়া সেই অভিশাপ সেই সমস্ত যুবক প্রচারকদের উপর স্থানান্তরিত করতে পারি। তা হলে আমি একস্থানে স্বচ্ছন্দে বসে আমার অনুবাদের কাজ করতে পারি।

শ্লোক ৪৪

শ্রীশুক উবাচ

প্রতিজগ্রাহ তদ্ বাঢ়ং নারদঃ সাধুসম্মতঃ ।
এতাবান্ সাধুবাদো হি তিতিক্ষেতেশ্বরঃ স্বয়ম্ ॥ ৪৪ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **প্রতিজগ্রাহ**—গ্রহণ করেছিলেন; **তৎ**—তা; **বাঢ়ম্**—তাই হোক; **নারদঃ**—নারদ মুনি; **সাধু-সম্মতঃ**—যিনি সর্বমান্য সাধু; **এতাবান্**—অতখানি; **সাধুবাদঃ**—সাধুর উপযুক্ত; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **তিতিক্ষেত**—তিনি সহ্য করতে পারেন; **ঈশ্বরঃ**—প্রজাপতি দক্ষকে অভিশাপ দিতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও; **স্বয়ম্**—স্বয়ং।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, নারদ মুনি যেহেতু একজন সর্বসম্মত সাধু, তাই প্রজাপতি দক্ষ যখন তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, তদ্ বাঢ়ম্—"হ্যাঁ, আপনি ভাল কথাই বলেছেন। আমি এই অভিশাপ গ্রহণ করছি।" নারদ মুনিও দক্ষকে প্রতিশাপ দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা না করে তাঁর অভিশাপ সহ্য করেছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন একজন সহিষ্ণু এবং উদার সাধু।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩/২৫/২১) বলা হয়েছে—

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্বদেহিনাম্ ।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ॥

"সাধুর লক্ষণ হচ্ছে তিনি সহনশীল, দয়ালু এবং সমস্ত জীবের সুহৃৎ। তাঁর কোন শত্রু নেই, তিনি শান্ত, তিনি শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে আচরণ করেন এবং তিনি সমস্ত সদ্‌গুণের দ্বারা বিভূষিত।" যেহেতু নারদ মুনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ সাধু, তাই তিনি প্রজাপতি দক্ষকে উদ্ধার করার জন্য নীরবে তাঁর সেই অভিশাপ অঙ্গীকার করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর সমস্ত ভক্তদের সেই শিক্ষা দিয়েছেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা ।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

"তৃণ থেকে দীনতর হয়ে এবং তরুর থেকেও সহিষ্ণু হয়ে, নিজের জন্য কোন রকম সম্মানের প্রত্যাশা না করে এবং অন্যদের সমস্ত সম্মান প্রদর্শন করে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করা উচিত। এই প্রকার মনোভাব সহকারেই কেবল ভগবানের পবিত্র নাম নিরন্তর কীর্তন করা যায়।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে যিনি সারা পৃথিবী জুড়ে অথবা সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ভগবানের মহিমা প্রচার করেন, তাঁকে তৃণ থেকে দীনতর এবং তরুর থেকেও সহিষ্ণু হতে হয়, কারণ ভগবানের বাণীর প্রচারকের জীবন সুখের জীবন নয়। প্রকৃতপক্ষে, ভগবানের বাণীর প্রচারককে বহু বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। তাঁকে কেবল অভিশপ্তই হতে হয় না, কখনও কখনও শারীরিক আঘাতও সহ্য করতে হয়। যেমন, নিত্যানন্দ প্রভু যখন দুই মহাপাতকী জগাই আর মাধাইয়ের কাছে কৃষ্ণভক্তি প্রচার করতে গিয়েছিলেন, তখন তারা তাঁকে আঘাত করেছিল এবং তাঁর মাথা থেকে রক্ত ঝরে পড়েছিল, কিন্তু

তা সত্ত্বেও তিনি তাদের সেই সমস্ত অপরাধ সহ্য করে তাদের উদ্ধার করেছিলেন এবং তাঁরা শুদ্ধ বৈষ্ণবে পরিণত হয়েছিলেন। এটিই হচ্ছে প্রচারকের কর্তব্য। যিশুখ্রিস্টকে ক্রুশ বিদ্ধ হতে হয়েছিল। তাই নারদ মুনিকে যে শাপ দেওয়া হয়েছিল, সেটি খুব একটি আশ্চর্যের বিষয় নয় এবং তিনি তা সহ্য করেছিলেন।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, নারদ মুনি কেন প্রজাপতি দক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তাঁর এই সমস্ত অভিযোগ ও অভিশাপ সহ্য করেছিলেন। তা কি দক্ষের উদ্ধারের জন্য? তার উত্তর হচ্ছে, "হ্যাঁ।" শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, প্রজাপতি দক্ষ কর্তৃক এইভাবে অপমানিত হয়ে নারদ মুনির তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে চলে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তিনি দক্ষের সেই সমস্ত কটুবাক্য শ্রবণ করার জন্য সেখানে অবস্থান করেছিলেন, যাতে দক্ষের ক্রোধ প্রশমিত হয়। প্রজাপতি দক্ষ কোন সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন না; তিনি বহু পুণ্যকর্মের ফল সঞ্চয় করেছিলেন। তাই নারদ মুনি জানতেন যে, অভিশাপ দেওয়ার পর দক্ষের ক্রোধ শান্ত হবে এবং তিনি তাঁর দুর্ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত হবেন। তার ফলে তিনি বৈষ্ণব হবার সুযোগ পাবেন এবং তাঁর উদ্ধার হবে। জগাই এবং মাধাই যখন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর চরণে অপরাধ করেছিলেন, তখন নিত্যানন্দ প্রভু তা সহ্য করেছিলেন। তার ফলে সেই দুই ভাই তখন তাঁর চরণ-কমলে পতিত হয়ে অনুতাপ করেছিলেন এবং পরে তাঁরা শুদ্ধ বৈষ্ণব হয়েছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের 'নারদ মুনির প্রতি প্রজাপতি দক্ষের অভিশাপ' নামক পঞ্চম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়

দক্ষকন্যাদের বংশ

এই অধ্যায়ে প্রজাপতি দক্ষের পত্নী অসিক্লীর গর্ভে ষাটটি কন্যা উৎপাদনের বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। প্রজাবৃদ্ধির জন্য এই সমস্ত কন্যাদের বিভিন্ন ব্যক্তিকে সম্প্রদান করা হয়েছিল। দক্ষের এই সন্তানেরা যেহেতু ছিল কন্যা, তাই নারদ মুনি তাদের বৈরাগ্যের পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করেননি। তার ফলে দক্ষের কন্যারা নারদ মুনির প্রভাব থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। এই কন্যাদের দশটি ধর্মরাজকে, তেরটি কশ্যপমুনিকে এবং সাতাশটি চন্দ্রকে সম্প্রদান করা হয়েছিল। অন্য দশটি কন্যার মধ্যে চারটি কশ্যপকে এবং ভূত, অঙ্গিরা ও কৃশাশ্বকে দুটি দুটি করে সম্প্রদান করা হয়েছিল। দক্ষের এই ষাটটি কন্যার সঙ্গে এই সমস্ত মহান ব্যক্তিদের মিলনের ফলে মানুষ, দেবতা, দানব, পশু, পক্ষী, নাগ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার অসংখ্য জীব উৎপন্ন হয়ে বিশ্ব পূর্ণ করেছে।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

ততঃ প্রাচেতসোঽসিক্ন্যামনুনীতঃ স্বয়ম্ভুবা ।
ষষ্টিং সঞ্জনয়ামাস দুহিতৄঃ পিতৃবৎসলাঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ততঃ**—সেই ঘটনার পর; **প্রাচেতসঃ**—দক্ষ; **অসিক্ন্যাম্**—অসিক্নী নামক তাঁর পত্নীতে; **অনুনীতঃ**—শান্ত হয়েছিলেন; **স্বয়ম্ভুবা**—ব্রহ্মার দ্বারা; **ষষ্টিম্**—ষাটটি; **সঞ্জনয়াম্ আস**—উৎপাদন করেছিলেন; **দুহিতৄঃ**—কন্যা; **পিতৃ-বৎসলাঃ**—তাঁরা সকলেই তাঁদের পিতার প্রতি অত্যন্ত প্রীতিপরায়ণা।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, তারপর ব্রহ্মার অনুরোধে প্রাচেতস নামে পরিচিত প্রজাপতি দক্ষ, তাঁর পত্নী অসিক্নীর গর্ভে ষাটটি কন্যাসন্তান উৎপাদন করেছিলেন। সেই কন্যারা সকলেই তাঁদের পিতার প্রতি অত্যন্ত প্রীতিপরায়ণা ছিলেন।

তাৎপর্য

দক্ষ তাঁর বহু পুত্র হারানোর ফলে, নারদ মুনির প্রতি অজ্ঞতাবশত যে অন্যায় আচরণ করেছিলেন, সেই জন্য অনুতপ্ত হয়েছিলেন। ব্রহ্মা তখন দক্ষকে পুনরায় সন্তান উৎপাদন করার নির্দেশ দেন। এইবার দক্ষ অত্যন্ত সাবধান ছিলেন এবং তাই পুত্রসন্তান উৎপাদনের পরিবর্তে তিনি কন্যাসন্তান উৎপাদন করেছিলেন, যাতে নারদ মুনি তাঁদের বৈরাগ্য অবলম্বন করার উপদেশ দিয়ে বিচলিত না করেন। সন্ন্যাস আশ্রম স্ত্রীলোকদের জন্য নয়; তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে তাঁদের সদাচারী পতির আজ্ঞা পালন করা, কারণ পতি যদি মুক্তি লাভের যোগ্য হন, তা হলে পত্নীও তাঁর সঙ্গে মুক্তি লাভ করবেন। শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পতিব্রতা পত্নী তাঁর পতির পুণ্যকর্মের ফল লাভ করেন। তাই স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে পতিব্রতা সতী হওয়া। তা হলে পৃথক প্রচেষ্টা ব্যতীতই তিনি তাঁর পতির সমস্ত সৎকর্মের ফল লাভ করতে পারবেন।

শ্লোক ২

দশ ধর্মায় কায়াদাদ্দ্বিষট্ ত্রিণব চেন্দবে ।
ভূতাঙ্গিরঃকৃশাশ্বেভ্যো দ্বে দ্বে তার্ক্ষ্যায় চাপরাঃ ॥ ২ ॥

দশ—দশ; **ধর্মায়**—ধর্মরাজকে; **কায়**—কশ্যপকে; **অদাৎ**—দিয়েছিলেন; **দ্বিষট্**—ছয় দ্বিগুণ এবং এক (তের); **ত্রি-নব**—তিন গুণ নয় (সাতাশ); **চ**—ও; **ইন্দবে**—চন্দ্রদেবকে; **ভূত-অঙ্গিরঃ-কৃশাশ্বেভ্যঃ**—ভূত, অঙ্গিরা এবং কৃশাশ্বকে; **দ্বে দ্বে**—প্রত্যেককে দুজন করে; **তার্ক্ষ্যায়**—পুনরায় কশ্যপকে; **চ**—এবং; **অপরাঃ**—অবশিষ্ট।

অনুবাদ

তিনি দশটি কন্যা ধর্মরাজকে, তেরটি কশ্যপকে (প্রথমে বারোটি এবং তারপর একটি), সাতাশটি চন্দ্রদেবকে এবং অঙ্গিরা, কৃশাশ্ব ও ভূতকে দুটি দুটি করে কন্যা সম্প্রদান করেছিলেন। অন্য চারটি কন্যা তিনি কশ্যপকে সম্প্রদান করেছিলেন। (এইভাবে কশ্যপ সর্বসমেত সতেরটি কন্যার পাণিগ্রহণ করেছিলেন।)

শ্লোক ৩

নামধেয়ান্যমূষাং ত্বং সাপত্যানাং চ মে শৃণু ।
যাসাং প্রসূতিপ্রসবৈর্লোকা আপূরিতাস্ত্রয়ঃ ॥ ৩ ॥

নামধেয়ানি—বিভিন্ন নাম; **অমূষাম্**—তাঁদের; **ত্বম্**—আপনি; **স-অপত্যানাম্**—তাঁদের সন্তান সহ; **চ**—এবং; **মে**—আমার কাছে; **শৃণু**—শ্রবণ করুন; **যাসাম্**—যাঁদের; **প্রসূতি-প্রসবৈঃ**—বহু সন্তান-সন্ততির দ্বারা; **লোকাঃ**—সমস্ত ভুবন; **আপূরিতাঃ**—জনপূর্ণ হয়েছে; **ত্রয়ঃ**—তিন (স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতাললোক)।

অনুবাদ

এখন আপনি আমার কাছে এই সমস্ত কন্যা এবং তাঁদের বংশধরদের নাম শ্রবণ করুন, যাঁরা ত্রিভুবন পূর্ণ করেছেন।

শ্লোক ৪

ভানুর্লম্বা ককুদ্‌যামির্বিশ্বা সাধ্যা মরুত্বতী ।
বসুর্মুহূর্তা সঙ্কল্পা ধর্মপত্ন্যঃ সুতাঞ্ শৃণু ॥ ৪ ॥

ভানুঃ—ভানু; **লম্বা**—লম্বা; **ককুৎ**—ককুদ্; **যামিঃ**—যামি; **বিশ্বা**—বিশ্বা; **সাধ্যা**—সাধ্যা; **মরুত্বতী**—মরুত্বতী; **বসুঃ**—বসু; **মুহূর্তা**—মুহূর্তা; **সঙ্কল্পা**—সঙ্কল্পা; **ধর্ম-পত্ন্যঃ**—যমরাজের পত্নীগণ; **সুতান্**—তাঁদের পুত্রগণ; **শৃণু**—শ্রবণ করুন।

অনুবাদ

যমরাজকে যে দশটি কন্যা সম্প্রদান করা হয়েছিল, তাঁদের নাম ভানু, লম্বা, ককুদ্, যামি, বিশ্বা, সাধ্যা, মরুত্বতী, বসু, মুহূর্তা এবং সঙ্কল্পা। এখন তাঁদের পুত্রদের নাম শ্রবণ করুন।

শ্লোক ৫

ভানোস্তু দেবঋষভ ইন্দ্রসেনস্ততো নৃপ ।
বিদ্যোত আসীল্লম্বায়াস্ততশ্চ স্তনয়িত্নবঃ ॥ ৫ ॥

ভানোঃ—ভানুর গর্ভে; **তু**—নিঃসন্দেহে; **দেবঋষভঃ**—দেবঋষভ; **ইন্দ্রসেনঃ**—ইন্দ্রসেন; **ততঃ**—তাঁর থেকে (দেবঋষভ); **নৃপ**—হে রাজন্; **বিদ্যোতঃ**—বিদ্যোত; **আসীৎ**—উৎপন্ন হয়েছিল; **লম্বায়াঃ**—লম্বার গর্ভে; **ততঃ**—তাঁর থেকে; **চ**—এবং; **স্তনয়িত্নবঃ**—সমস্ত মেঘ।

অনুবাদ

হে রাজন্, ভানুর গর্ভে দেবঋষভ নামক পুত্রের জন্ম হয় এবং তাঁর থেকে ইন্দ্রসেন নামক একটি পুত্রের জন্ম হয়। লম্বার গর্ভে বিদ্যোত নামক একটি পুত্রের জন্ম হয়, বিদ্যোত থেকে মেঘসমূহ জন্মগ্রহণ করেছেন।

শ্লোক ৬

ককুদঃ সঙ্কটস্তস্য কীকটস্তনয়ো যতঃ ।
ভুবো দুর্গাণি যামেয়ঃ স্বর্গো নন্দিস্ততোঽভবৎ ॥ ৬ ॥

ককুদঃ—ককুদের গর্ভে; **সঙ্কটঃ**—সঙ্কট; **তস্য**—তাঁর থেকে; **কীকটঃ**—কীকট; **তনয়ঃ**—পুত্র; **যতঃ**—যাঁর থেকে; **ভুবঃ**—পৃথিবীর; **দুর্গাণি**—এই ব্রহ্মাণ্ডের রক্ষাকারী বহু দেবতা (যাঁদের নাম দুর্গা); **যামেয়ঃ**—যামির; **স্বর্গঃ**—স্বর্গ; **নন্দিঃ**—নন্দি; **ততঃ**—তাঁর থেকে (স্বর্গ); **অভবৎ**—জন্মগ্রহণ করেন।

অনুবাদ

ককুদের গর্ভে সঙ্কট নামক পুত্রের জন্ম হয় এবং সঙ্কট থেকে কীকট নামক পুত্রের জন্ম হয়। কীকট থেকে দুর্গা নামক দেবতাদের জন্ম হয়। যামির থেকে স্বর্গ নামক পুত্রের জন্ম হয় এবং স্বর্গ থেকে নন্দির জন্ম হয়।

শ্লোক ৭

বিশ্বেদেবাস্তু বিশ্বায়া অপ্রজাংস্তান্ প্রচক্ষতে ।
সাধ্যোগণশ্চ সাধ্যায়া অর্থসিদ্ধিস্তু তৎসুতঃ ॥ ৭ ॥

বিশ্বে-দেবাঃ—বিশ্বদেব নামক দেবতাগণ; **তু**—কিন্তু; **বিশ্বায়াঃ**—বিশ্ব থেকে; **অপ্রজান্**—পুত্রহীন; **তান্**—তাঁদের; **প্রচক্ষতে**—বলা হয়; **সাধ্যোগণঃ**—সাধ্য নামক দেবতাগণ; **চ**—এবং; **সাধ্যায়াঃ**—সাধ্যার গর্ভে; **অর্থসিদ্ধিঃ**—অর্থসিদ্ধি; **তু**—কিন্তু; **তৎ-সুতঃ**—সাধ্যগণের পুত্র।

অনুবাদ

বিশ্বার পুত্রেরা হচ্ছেন বিশ্বদেবগণ, তাঁদের কোন সন্তান নেই। সাধ্যার গর্ভে সাধ্যগণের জন্ম হয় এবং সাধ্যগণ থেকে অর্থসিদ্ধি জন্মগ্রহণ করেন।

শ্লোক ৮

মরুত্বাংশ্চ জয়ন্তশ্চ মরুত্বত্যা বভূবতুঃ ।
জয়ন্তো বাসুদেবাংশ উপেন্দ্র ইতি যং বিদুঃ ॥ ৮ ॥

মরুত্বান্—মরুত্বান্; **চ**—ও; **জয়ন্তঃ**—জয়ন্ত; **চ**—এবং; **মরুত্বত্যাঃ**—মরুত্বতী থেকে; **বভূবতুঃ**—জন্মগ্রহণ করেন; **জয়ন্তঃ**—জয়ন্ত; **বাসুদেব-অংশঃ**—বাসুদেবের অংশ; **উপেন্দ্রঃ**—উপেন্দ্র; **ইতি**—এই প্রকার; **যম্**—যাঁকে; **বিদুঃ**—জানে।

অনুবাদ

মরুত্বতীর গর্ভে মরুত্বান্ এবং জয়ন্ত জন্মগ্রহণ করেন। জয়ন্ত ভগবান বাসুদেবের অংশ; তিনি উপেন্দ্র নামে পরিচিত।

শ্লোক ৯

মৌহূর্তিকা দেবগণা মুহূর্তায়াশ্চ জজ্ঞিরে ।
যে বৈ ফলং প্রযচ্ছন্তি ভূতানাং স্বস্বকালজম্ ॥ ৯ ॥

মৌহূর্তিকাঃ—মৌহূর্তিকগণ; **দেব-গণাঃ**—দেবতাগণ; **মুহূর্তায়াঃ**—মুহূর্তার গর্ভে; **চ**—এবং; **জজ্ঞিরে**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **যে**—যাঁরা সকলে; **বৈ**—প্রকৃতপক্ষে; **ফলম্**—ফল; **প্রযচ্ছন্তি**—প্রদান করেন; **ভূতানাম্**—জীবদের; **স্ব-স্ব**—স্বীয়; **কালজম্**—কাল থেকে উৎপন্ন।

অনুবাদ

মুহূর্তার গর্ভে মৌহূর্তিক নামক দেবতাগণ জন্মগ্রহণ করেন। এই দেবতারা জীবদের স্ব-স্ব কালজাত কর্মফল প্রদান করেন।

শ্লোক ১০-১১

সঙ্কল্পায়াস্তু সঙ্কল্পঃ কামঃ সঙ্কল্পজঃ স্মৃতঃ ।
বসবোঽষ্টৌ বসোঃ পুত্রাস্তেষাং নামানি মে শৃণু ॥ ১০ ॥
দ্রোণঃ প্রাণো ধ্রুবোঽর্কোঽগ্নির্দোষো বাস্তুর্বিভাবসুঃ ।
দ্রোণস্যাভিমতেঃ পত্ন্যা হর্ষশোকভয়াদয়ঃ ॥ ১১ ॥

সঙ্কল্পায়াঃ—সঙ্কল্পার গর্ভ থেকে; **তু**—কিন্তু; **সঙ্কল্পঃ**—সঙ্কল্প; **কামঃ**—কাম; **সঙ্কল্পজঃ**—সঙ্কল্পের পুত্র; **স্মৃতঃ**—বিখ্যাত; **বসবঃ অষ্টৌ**—অষ্টবসু; **বসোঃ**—বসুর; **পুত্রাঃ**—পুত্রগণ; **তেষাম্**—তাঁদের; **নামানি**—নাম; **মে**—আমার কাছে; **শৃণু**—শ্রবণ করুন; **দ্রোণঃ**—দ্রোণ; **প্রাণঃ**—প্রাণ; **ধ্রুবঃ**—ধ্রুব; **অর্কঃ**—অর্ক; **অগ্নিঃ**—অগ্নি; **দোষঃ**—দোষ; **বাস্তুঃ**—বাস্তু; **বিভাবসুঃ**—বিভাবসু; **দ্রোণস্য**—দ্রোণের; **অভিমতেঃ**—অভিমতির গর্ভে; **পত্ন্যাঃ**—পত্নী; **হর্ষ-শোক-ভয়-আদয়ঃ**—হর্ষ, শোক, ভয় আদি পুত্রগণ।

অনুবাদ

সঙ্কল্পার পুত্র সঙ্কল্প এবং সঙ্কল্প থেকে কামের জন্ম হয়। বসুর পুত্র অষ্টবসু। তাঁদের নাম আমার কাছে শ্রবণ করুন—দ্রোণ, প্রাণ, ধ্রুব, অর্ক, অগ্নি, দোষ, বাস্তু ও বিভাবসু। এঁরাই অষ্টবসু নামে বিখ্যাত। দ্রোণ নামক বসুর পত্নী অভিমতির গর্ভে হর্ষ, শোক, ভয় আদি নামক পুত্রদের জন্ম হয়।

শ্লোক ১২

প্রাণস্যোর্জস্বতী ভার্যা সহ আয়ুঃ পুরোজবঃ ।
ধ্রুবস্য ভার্যা ধরণিরসূত বিবিধাঃ পুরঃ ॥ ১২ ॥

প্রাণস্য—প্রাণের; **উর্জস্বতী**—উর্জস্বতী; **ভার্যা**—পত্নী; **সহঃ**—সহ; **আয়ুঃ**—আয়ু; **পুরোজবঃ**—পুরোজব; **ধ্রুবস্য**—ধ্রুবের; **ভার্যা**—পত্নী; **ধরণিঃ**—ধরণি; **অসূত**—জন্ম হয়; **বিবিধাঃ**—বিবিধ; **পুরঃ**—পুরীসমূহ।

অনুবাদ

প্রাণের পত্নী উর্জস্বতীর গর্ভে সহ, আয়ু ও পুরোজব নামক তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ধ্রুবের পত্নী ধরণির গর্ভ থেকে বিবিধ পুরসমূহ উৎপন্ন হয়।

শ্লোক ১৩

অর্কস্য বাসনা ভার্যা পুত্রাস্তর্যাদয়ঃ স্মৃতাঃ ।
অগ্নের্ভার্যা বসোর্ধারা পুত্রা দ্রবিণকাদয়ঃ ॥ ১৩ ॥

অর্কস্য—অর্কের; **বাসনা**—বাসনা; **ভার্যা**—পত্নী; **পুত্রাঃ**—পুত্রগণ; **তর্ষাদয়ঃ**—তর্ষ আদি নামক; **স্মৃতাঃ**—বিখ্যাত; **অগ্নেঃ**—অগ্নির; **ভার্যা**—পত্নী; **বসোঃ**—বসু; **ধারা**—ধারা; **পুত্রাঃ**—পুত্রগণ; **দ্রবিণক-আদয়ঃ**—দ্রবিণক আদি।

অনুবাদ

অর্কের পত্নী বাসনার গর্ভে তর্ষ আদি বহু পুত্রের জন্ম হয়। অগ্নি নামক বসুর ভার্যা ধারা দ্রবিণক আদি বহু পুত্র প্রসব করেন।

শ্লোক ১৪

স্কন্দশ্চ কৃত্তিকাপুত্রো যে বিশাখাদয়স্ততঃ ।
দোষস্য শর্বরীপুত্রঃ শিশুমারো হরেঃ কলা ॥ ১৪ ॥

স্কন্দঃ—স্কন্দ; **চ**—ও; **কৃত্তিকা-পুত্রঃ**—কৃত্তিকার পুত্র; **যে**—যাঁরা সকলে; **বিশাখ-আদয়ঃ**—বিশাখ আদি; **ততঃ**—তাঁর থেকে (স্কন্দ); **দোষস্য**—দোষের; **শর্বরী-পুত্রঃ**—তাঁর পত্নী শর্বরীর পুত্র; **শিশুমারঃ**—শিশুমার; **হরেঃ কলা**—ভগবান শ্রীহরির অংশ।

অনুবাদ

অগ্নির আর এক পত্নী কৃত্তিকার গর্ভে স্কন্দ বা কার্তিকেয়র জন্ম হয়। স্কন্দ থেকে বিশাখ আদি পুত্রের জন্ম হয়। দোষ নামক বসুর ভার্যা শর্বরীর গর্ভে ভগবান শ্রীহরির অংশসম্ভূত শিশুমার নামক পুত্রের জন্ম হয়।

শ্লোক ১৫

বাস্তোরাঙ্গিরসীপুত্রো বিশ্বকর্মাকৃতীপতিঃ ।
ততো মনুশ্চাক্ষুষোঽভূদ্ বিশ্বে সাধ্যা মনোঃ সুতাঃ ॥ ১৫ ॥

বাস্তোঃ—বাস্তুর; **আঙ্গিরসী**—আঙ্গিরসী নামক পত্নীর; **পুত্রঃ**—পুত্র; **বিশ্বকর্মা**—বিশ্বকর্মা; **আকৃতী-পতিঃ**—আকৃতীর পতি; **ততঃ**—তাঁদের থেকে; **মনুঃ চাক্ষুষঃ**—চাক্ষুষ নামক মনু; **অভূৎ**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **বিশ্বে**—বিশ্বদেবগণ; **সাধ্যাঃ**—সাধ্যগণ; **মনোঃ**—মনুর; **সুতাঃ**—পুত্রগণ।

অনুবাদ

বাস্তু নামক বসুর পত্নী আঙ্গিরসীর গর্ভে শিল্পাচার্য বিশ্বকর্মা জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বকর্মা হচ্ছেন আকৃতীর পতি। তাঁদের থেকে চাক্ষুষ মনুর জন্ম হয়। বিশ্বদেব এবং সাধ্যগণ এই মনুর পুত্র।

শ্লোক ১৬

বিভাবসোরসূতোষা ব্যুষ্টং রোচিষমাতপম্ ।
পঞ্চযামোহথ ভূতানি যেন জাগ্রতি কর্মসু ॥ ১৬ ॥

বিভাবসোঃ—বিভাবসুর; **অসূত**—জন্ম হয়; **উষা**—উষা; **ব্যুষ্টম্**—ব্যুষ্ট; **রোচিষম্**—রোচিষ; **আতপম্**—আতপ; **পঞ্চযামঃ**— পঞ্চযাম; **অথ**—তারপর; **ভূতানি**—জীবসমূহ; **যেন**—যাঁদের দ্বারা; **জাগ্রতি**—জাগ্রত হয়; **কর্মসু**—জড়-জাগতিক কার্যকলাপে।

অনুবাদ

বিভাবসুর পত্নী উষা ব্যুষ্ট, রোচিষ এবং আতপ নামক তিনটি পুত্র প্রসব করেন। আতপ থেকে পঞ্চযাম বা দিবসের উৎপত্তি হয়, যিনি জীবদের স্বীয় কর্মে অনুপ্রাণিত করেন।

শ্লোক ১৭-১৮

সরূপাসূত ভূতস্য ভার্যা রুদ্রাংশ্চ কোটিশঃ ।
রৈবতোহজো ভবো ভীমো বাম উগ্রো বৃষাকপিঃ ॥ ১৭ ॥
অজৈকপাদহির্ব্রধ্নো বহুরূপো মহানিতি ।
রুদ্রস্য পার্ষদাশ্চান্যে ঘোরাঃ প্রেতবিনায়কাঃ ॥ ১৮ ॥

সরূপা—সরূপা; **অসূত**—প্রসব করেন; **ভূতস্য**—ভূতের; **ভার্যা**—পত্নী; **রুদ্রান্**—রুদ্রগণ; **চ**—এবং; **কোটিশঃ**—কোটি সংখ্যক; **রৈবতঃ**—রৈবত; **অজঃ**—অজ; **ভবঃ**—ভব; **ভীমঃ**—ভীম; **বামঃ**—বাম; **উগ্রঃ**—উগ্র; **বৃষাকপিঃ**—বৃষাকপি; **অজৈকপাৎ**—অজৈকপাৎ; **অহির্ব্রধ্নঃ**—অহির্ব্রধ্ন; **বহুরূপঃ**—বহুরূপ; **মহান্**—মহান্;

ইতি—এই প্রকার; **রুদ্রস্য**—এই সমস্ত রুদ্রগণের; **পার্ষদাঃ**—সহচর; **চ**—এবং; **অন্যে**—অন্যেরা; **ঘোরাঃ**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **প্রেত**—প্রেত; **বিনায়কাঃ**—এবং বিনায়কগণ।

অনুবাদ

ভূতের পত্নী সরূপার গর্ভে যে কোটি সংখ্যক রুদ্রের জন্ম হয়, তাদের মধ্যে এগার জন প্রধান। সেই একাদশ রুদ্রের নাম রৈবত, অজ, ভব, ভীম, বাম, উগ্র, বৃষাকপি, অজৈকপাৎ, অহির্ব্রধ্ন, বহুরূপ এবং মহান্। ভূতের অপর পত্নীর গর্ভে একাদশ রুদ্রের সহচর অত্যন্ত ভয়ঙ্কর প্রেত, বিনায়ক প্রভৃতির জন্ম হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, ভূতের দুই পত্নী। তার এক পত্নী সরূপার গর্ভে একাদশ রুদ্রের জন্ম হয় এবং অন্য পত্নীর গর্ভে প্রেত, বিনায়ক আদি রুদ্র-সহচরদের জন্ম হয়।

শ্লোক ১৯

প্রজাপতেরঙ্গিরসঃ স্বধা পত্নী পিতৄনথ ।
অথর্বাঙ্গিরসং বেদং পুত্রত্বে চাকরোৎ সতী ॥ ১৯ ॥

প্রজাপতেঃ অঙ্গিরসঃ—অঙ্গিরা নামক প্রজাপতির; **স্বধা**—স্বধা; **পত্নী**—তাঁর পত্নী; **পিতৄন্**—পিতৃগণ; **অথ**—তারপর; **অথর্ব-আঙ্গিরসম্**—অথর্বাঙ্গিরস; **বেদম্**—মূর্তিমান বেদ; **পুত্রত্বে**—পুত্ররূপে; **চ**—এবং; **অকরোৎ**—গ্রহণ করেছিলেন; **সতী**—সতী।

অনুবাদ

প্রজাপতি অঙ্গিরার স্বধা এবং সতী নামক দুই পত্নী। স্বধা নাম্নী পত্নী সমস্ত পিতৃদের তাঁর পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন, এবং সতী অথর্বাঙ্গিরস বেদকে তাঁর পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ২০

কৃশাশ্বোহর্চিষি ভার্যায়াং ধূমকেতুমজীজনৎ ।
ধিষণায়াং বেদশিরো দেবলং বয়ুনং মনুম্ ॥ ২০ ॥

কৃশাশ্বঃ—কৃশাশ্ব; **অর্চিষি**—অর্চিস্; **ভার্যায়াম্**—তাঁর পত্নীর গর্ভে; **ধূমকেতুম্**—ধূমকেতুকে; **অজীজনৎ**—উৎপন্ন করেছিলেন; **ধিষণায়াম্**—ধিষণা নামক পত্নীর গর্ভে; **বেদশিরঃ**—বেদশিরা; **দেবলম্**—দেবল; **বয়ুনম্**—বয়ুন; **মনুম্**—মনু।

অনুবাদ

কৃশাশ্বের অর্চিস্ এবং ধিষণা নামক দুই পত্নী। অর্চিস্ নামক পত্নীর গর্ভে তিনি ধূমকেতু এবং ধিষণার গর্ভে দেবশিরা, দেবল, বয়ুন এবং মনু নামক চার পুত্র উৎপাদন করেন।

শ্লোক ২১-২২

তার্ক্ষ্যস্য বিনতা কদ্রূঃ পতঙ্গী যামিনীতি চ ।
পতঙ্গ্যসূত পতগান্ যামিনী শলভানথ ॥ ২১ ॥
সুপর্ণাসূত গরুড়ং সাক্ষাদ্ যজ্ঞেশবাহনম্ ।
সূর্যসূতমনূরুং চ কদ্রূর্নাগাননেকশঃ ॥ ২২ ॥

তার্ক্ষ্যস্য—তার্ক্ষ্য নামক কশ্যপের; **বিনতা**—বিনতা; **কদ্রূঃ**—কদ্রূ; **পতঙ্গী**—পতঙ্গী; **যামিনী**—যামিনী; **ইতি**—এই প্রকার; **চ**—এবং; **পতঙ্গী**—পতঙ্গী; **অসূত**—প্রসব করেন; **পতগান্**—বিবিধ প্রকার পক্ষীদের; **যামিনী**—যামিনী; **শলভান্**—শলভগণকে (প্রসব করেন); **অথ**—তারপর; **সুপর্ণা**—বিনতা নামক পত্নী; **অসূত**—প্রসব করেন; **গরুড়ম্**—গরুড় নামক বিখ্যাত পক্ষীকে; **সাক্ষাৎ**—স্বয়ং; **যজ্ঞেশ-বাহনম্**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বাহন; **সূর্য-সূতম্**—সূর্যের রথের সারথি; **অনূরুম্**—অনূরুকে; **চ**—এবং; **কদ্রূঃ**—কদ্রূ; **নাগান্**—নাগসমূহ; **অনেকশঃ**—অনেক প্রকার।

অনুবাদ

তার্ক্ষ্য অর্থাৎ কশ্যপের চার পত্নী—বিনতা (সুপর্ণা), কদ্রূ, পতঙ্গী এবং যামিনী। পতঙ্গী নানা প্রকার পক্ষীদের প্রসব করেন এবং যামিনী শলভগণকে প্রসব করেন। বিনতা (সুপর্ণা) ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বাহন গরুড় এবং সূর্যের রথের সারথি অনূরু বা অরুণ—এই দুটি পুত্র প্রসব করেছেন। কদ্রূর গর্ভে বিভিন্ন প্রকার নাগদের জন্ম হয়।

শ্লোক ২৩

কৃত্তিকাদীনি নক্ষত্রাণীন্দোঃ পত্ন্যস্তু ভারত ।
দক্ষশাপাৎ সোঽনপত্যস্তাসু যক্ষ্মগ্রহার্দিতঃ ॥ ২৩ ॥

কৃত্তিকা-আদীনি—কৃত্তিকা আদি; **নক্ষত্রাণি**—নক্ষত্রগণ; **ইন্দোঃ**—চন্দ্রদেবের; **পত্ন্যঃ**—পত্নীগণ; **তু**—কিন্তু; **ভারত**—হে ভরত-বংশজাত মহারাজ পরীক্ষিৎ; **দক্ষশাপাৎ**—দক্ষের শাপের ফলে; **সঃ**—চন্দ্রদেব; **অনপত্যঃ**—সন্তানহীন; **তাসু**—অনেক পত্নীতে; **যক্ষ্ম-গ্রহ-অর্দিতঃ**—যক্ষ্মা রোগের দ্বারা আক্রান্ত হন।

অনুবাদ

হে ভারতশ্রেষ্ঠ মহারাজ পরীক্ষিৎ, কৃত্তিকা আদি নক্ষত্রগণ চন্দ্রদেবের পত্নী ছিলেন। প্রজাপতি দক্ষ চন্দ্রকে "যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হও" বলে অভিশাপ প্রদান করেন। তাই তাঁর কোন পত্নীর গর্ভেই সন্তান উৎপন্ন হয়নি।

তাৎপর্য

চন্দ্রদেব রোহিণীর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হয়ে, তাঁর অন্যান্য পত্নীদের অবহেলা করেন। তাই তাঁর কন্যাদের দুঃখ দর্শন করে প্রজাপতি দক্ষ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৪-২৬

পুনঃ প্রসাদ্য তং সোমঃ কলা লেভে ক্ষয়ে দিতাঃ ।
শৃণু নামানি লোকানাং মাতৃণাং শঙ্করাণি চ ॥ ২৪ ॥
অথ কশ্যপপত্নীনাং যৎপ্রসূতমিদং জগৎ ।
অদিতির্দিতির্দনুঃ কাষ্ঠা অরিষ্টা সুরসা ইলা ॥ ২৫ ॥
মুনিঃ ক্রোধবশা তাম্রা সুরভিঃ সরমা তিমিঃ ।
তিমের্যাদোগণা আসন্ শ্বাপদাঃ সরমাসুতাঃ ॥ ২৬ ॥

পুনঃ—পুনরায়; **প্রসাদ্য**—প্রসন্ন করে; **তম্**—তাঁকে (প্রজাপতি দক্ষ); **সোমঃ**—চন্দ্রদেব; **কলাঃ**—আলোকের অংশ; **লেভে**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **ক্ষয়ে**—ক্রমিক হ্রাসে (কৃষ্ণপক্ষে); **দিতাঃ**—অপসারিত হয়; **শৃণু**—শ্রবণ করুন; **নামানি**—নামসমূহ; **লোকানাম্**—লোকসমূহের; **মাতৃণাম্**—মাতাদের; **শঙ্করাণি**—সুখকর; **চ**—ও; **অথ**—

এখন; **কশ্যপ-পত্নীনাম্**—কশ্যপের পত্নীদের; **যৎ-প্রসূতম্**—যাঁদের থেকে জন্ম হয়েছিল; **ইদম্**—এই; **জগৎ**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড; **অদিতিঃ**—অদিতি; **দিতিঃ**—দিতি; **দনুঃ**—দনু; **কাষ্ঠা**—কাষ্ঠা; **অরিষ্টা**—অরিষ্টা; **সুরসা**—সুরসা; **ইলা**—ইলা; **মুনিঃ**—মুনি; **ক্রোধবশা**—ক্রোধবশা; **তাম্রা**—তাম্রা; **সুরভিঃ**—সুরভি; **সরমা**—সরমা; **তিমিঃ**—তিমি; **তিমেঃ**—তিমির থেকে; **যাদঃ-গণাঃ**—জলচরগণ; **আসন্**—আবির্ভূত হয়েছিল; **শ্বাপদাঃ**—সিংহ, বাঘ আদি হিংস্র জন্তুগণ; **সরমা-সুতাঃ**—সরমার পুত্র।

অনুবাদ

তারপর চন্দ্রদেব বিবিধ বিনয় বাক্যের দ্বারা প্রজাপতি দক্ষকে প্রসন্ন করে কলাসমূহকে লাভ করেছিলেন, কিন্তু তিনি সন্তান লাভ করতে পারেননি। এই কলাসমূহ কৃষ্ণপক্ষে ক্ষয় হয় এবং শুক্লপক্ষে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, এখন কশ্যপের পত্নীদের নাম শ্রবণ করুন, যাঁদের গর্ভে এই ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণকারী সমস্ত প্রাণীদের জন্ম হয়েছিল। তাঁদের নাম শ্রবণ করলে পরম মঙ্গল লাভ হয়। তাঁরা হচ্ছেন—অদিতি, দিতি, দনু, কাষ্ঠা, অরিষ্টা, সুরসা, ইলা, মুনি, ক্রোধবশা, তাম্রা, সুরভি, সরমা এবং তিমি। তিমির গর্ভে সমস্ত জলচর প্রাণীর জন্ম হয় এবং সরমার গর্ভে সিংহ, ব্যাঘ্র আদি সমস্ত হিংস্র জন্তুদের জন্ম হয়।

শ্লোক ২৭

সুরভের্মহিষাগাবো যে চান্যে দ্বিশফা নৃপ।
তাম্রায়াঃ শ্যেনগৃধ্রাদ্যা মুনেরপ্সরসাং গণাঃ ॥ ২৭ ॥

সুরভেঃ—সুরভির গর্ভ থেকে; **মহিষাঃ**—মহিষ; **গাবঃ**—গাভী; **যে**—যারা; **চ**—ও; **অন্যে**—অন্যেরা; **দ্বি-শফাঃ**—দুটি খুরবিশিষ্ট; **নৃপ**—হে রাজন্; **তাম্রায়াঃ**—তাম্রা থেকে; **শ্যেন**—শ্যেন পক্ষী; **গৃধ্র-আদ্যাঃ**—শকুনি ইত্যাদি; **মুনেঃ**—মুনির থেকে; **অপ্সরসাম্**—অপ্সরা; **গণাঃ**—সমূহ।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, সুরভির গর্ভ থেকে মহিষ, গাভী এবং দুই খুরবিশিষ্ট অন্যান্য জন্তুরা জন্মগ্রহণ করে। তাম্রার গর্ভ থেকে শ্যেন, শকুনি প্রভৃতি বিশাল শিকারী পক্ষীদের জন্ম হয়, এবং মুনির গর্ভ থেকে অপ্সরাদের জন্ম হয়।

শ্লোক ২৮

দন্দশূকাদয়ঃ সর্পা রাজন্ ক্রোধবশাত্মজাঃ ।
ইলায়া ভূরুহাঃ সর্বে যাতুধানাশ্চ সৌরসাঃ ॥ ২৮ ॥

দন্দশূক-আদয়ঃ—দন্দশূক আদি; **সর্পাঃ**—সরীসৃপ; **রাজন্**—হে রাজন; **ক্রোধবশা-আত্ম-জাঃ**—ক্রোধবশা থেকে জন্মগ্রহণ করেছে; **ইলায়াঃ**—ইলার গর্ভ থেকে; **ভূরুহাঃ**—বৃক্ষ এবং লতা; **সর্বে**—সমস্ত; **যাতুধানাঃ**—নরখাদক (রাক্ষস); **চ**—ও; **সৌরসাঃ**—সুরসার গর্ভ থেকে।

অনুবাদ

ক্রোধবশার গর্ভ থেকে দন্দশূক নামক সরীসৃপ, অন্যান্য সর্প এবং মশার জন্ম হয়। সমস্ত বৃক্ষ-লতার জন্ম হয় ইলার গর্ভ থেকে। সুরসার গর্ভে রাক্ষসদের জন্ম হয়।

শ্লোক ২৯-৩১

অরিষ্টায়াস্তু গন্ধর্বাঃ কাষ্ঠায়া দ্বিশফেতরাঃ ।
সুতা দনোরেকষষ্টিস্তেষাং প্রাধানিকাঞ্ শৃণু ॥ ২৯ ॥
দ্বিমূর্ধা শম্বরোঽরিষ্টো হয়গ্রীবো বিভাবসুঃ ।
অয়োমুখঃ শঙ্কুশিরাঃ স্বর্ভানুঃ কপিলোঽরুণঃ ॥ ৩০ ॥
পুলোমা বৃষপর্বা চ একচক্রোঽনুতাপনঃ ।
ধূম্রকেশো বিরূপাক্ষো বিপ্রচিত্তিশ্চ দুর্জয়ঃ ॥ ৩১ ॥

অরিষ্টায়াঃ—অরিষ্টার গর্ভ থেকে; **তু**—কিন্তু; **গন্ধর্বাঃ**—গন্ধর্বগণ; **কাষ্ঠায়াঃ**—কাষ্ঠার গর্ভ থেকে; **দ্বি-শফ-ইতরাঃ**—অশ্ব আদি একখুর-বিশিষ্ট পশু; **সুতাঃ**—পুত্রগণ; **দনোঃ**—দনুর গর্ভ থেকে; **এক-ষষ্টিঃ**—একষষ্টি; **তেষাম্**—তাদের মধ্যে; **প্রাধানিকান্**—প্রধান; **শৃণু**—শ্রবণ করুন; **দ্বিমূর্ধা**—দ্বিমূর্ধা; **শম্বরঃ**—শম্বর; **অরিষ্টঃ**—অরিষ্ট; **হয়গ্রীবঃ**—হয়গ্রীব; **বিভাবসুঃ**—বিভাবসু; **অয়োমুখঃ**—অয়োমুখ; **শঙ্কুশিরাঃ**—শঙ্কুশিরা; **স্বর্ভানুঃ**—স্বর্ভানু; **কপিলঃ**—কপিল; **অরুণঃ**—অরুণ; **পুলোমা**—পুলোমা; **বৃষপর্বা**—বৃষপর্বা; **চ**—ও; **একচক্রঃ**—একচক্র; **অনুতাপনঃ**—অনুতাপন; **ধূম্রকেশঃ**—ধূম্রকেশ; **বিরূপাক্ষঃ**—বিরূপাক্ষ; **বিপ্রচিত্তিঃ**—বিপ্রচিত্তি; **চ**—এবং; **দুর্জয়ঃ**—দুর্জয়।

অনুবাদ

অরিষ্টার গর্ভে গন্ধর্বদের জন্ম হয়, এবং অশ্ব আদি পশু, যাদের খুর বিভক্ত নয়, তাদের জন্ম হয়েছে কাষ্ঠার গর্ভে। হে রাজন্, দনুর গর্ভে একষট্টিটি পুত্রের জন্ম হয়, যাদের মধ্যে আঠারো জন প্রধান। তাদের নাম—দ্বিমূর্ধা, শম্বর, অরিষ্ট, হয়গ্রীব, বিভাবসু, অয়োমুখ, শঙ্কুশিরা, স্বর্ভানু, কপিল, অরুণ, পুলোমা, বৃষপর্বা, একচক্র, অনুতাপন, ধূম্রকেশ, বিরূপাক্ষ, বিপ্রচিত্তি এবং দুর্জয়।

শ্লোক ৩২

স্বর্ভানোঃ সুপ্রভাং কন্যামুবাহ নমুচিঃ কিল ।
বৃষপর্বণস্তু শর্মিষ্ঠাং যযাতির্নাহুষো বলী ॥ ৩২ ॥

স্বর্ভানোঃ—স্বর্ভানুর; **সুপ্রভাম্**—সুপ্রভা; **কন্যাম্**—কন্যা; **উবাহ**—বিবাহ করেছিল; **নমুচিঃ**—নমুচি; **কিল**—প্রকৃতপক্ষে; **বৃষপর্বণঃ**—বৃষপর্বার; **তু**—কিন্তু; **শর্মিষ্ঠাম্**—শর্মিষ্ঠা; **যযাতিঃ**—মহারাজ যযাতি; **নাহুষঃ**—নহুষের পুত্র; **বলী**—অত্যন্ত বলবান।

অনুবাদ

স্বর্ভানুর সুপ্রভা নামক এক কন্যা ছিল, নমুচির সঙ্গে তার বিবাহ হয়। বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠাকে নহুষের পুত্র অত্যন্ত বলবান মহারাজ যযাতি বিবাহ করেন।

শ্লোক ৩৩-৩৬

বৈশ্বানরসুতা যাশ্চ চতস্রশ্চারুদর্শনাঃ ।
উপদানবী হয়শিরা পুলোমা কালকা তথা ॥ ৩৩ ॥
উপদানবীং হিরণ্যাক্ষঃ ক্রতুর্হয়শিরাং নৃপ ।
পুলোমাং কালকাং চ দ্বে বৈশ্বানরসুতে তু কঃ ॥ ৩৪ ॥
উপযেমেঽথ ভগবান্ কশ্যপো ব্রহ্মচোদিতঃ ।
পৌলোমাঃ কালকেয়াশ্চ দানবা যুদ্ধশালিনঃ ॥ ৩৫ ॥
তয়োঃ ষষ্টিসহস্রাণি যজ্ঞঘ্নাংস্তে পিতুঃ পিতা ।
জঘান স্বর্গতো রাজন্নেক ইন্দ্রপ্রিয়ঙ্করঃ ॥ ৩৬ ॥

বৈশ্বানর-সুতাঃ—বৈশ্বানরের কন্যাগণ; **যাঃ**—যারা; **চ**—এবং; **চতস্রঃ**—চার; **চারু-দর্শনাঃ**—অত্যন্ত সুন্দরী; **উপদানবী**—উপদানবী; **হয়শিরা**—হয়শিরা; **পুলোমা**—পুলোমা; **কালকা**—কালকা; **তথা**—এবং; **উপদানবীম্**—উপদানবী; **হিরণ্যাক্ষঃ**—অসুরদের রাজা হিরণ্যাক্ষ; **ক্রতুঃ**—ক্রতু; **হয়শিরাম্**—হয়শিরা; **নৃপ**—হে রাজন্; **পুলোমাম্ কালকাম্ চ**—পুলোমা এবং কালকা; **দ্বে**—দুই; **বৈশ্বানর-সুতে**—বৈশ্বানরের কন্যাগণ; **তু**—কিন্তু; **কঃ**—প্রজাপতি; **উপযেমে**—বিবাহ করেছিলেন; **অথ**—তারপর; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **কশ্যপঃ**—কশ্যপ মুনি; **ব্রহ্ম-চোদিতঃ**—ব্রহ্মার অনুরোধে; **পৌলোমাঃ কালকেয়াঃ চ**—পৌলোমা এবং কালকেয়গণ; **দানবাঃ**—দানবগণ; **যুদ্ধ-শালিনঃ**—যুদ্ধপ্রিয়; **তয়োঃ**—তাদের; **ষষ্টি-সহস্রাণি**—ষাট হাজার; **যজ্ঞ-ঘ্নান্**—যজ্ঞ ব্যাঘাতকারী; **তে**—আপনার; **পিতুঃ**—পিতার; **পিতা**—পিতা; **জঘান**—হত্যা করেছিলেন; **স্বঃ-গতঃ**—স্বর্গলোকে; **রাজন্**—হে রাজন্; **একঃ**—একাকী; **ইন্দ্র-প্রিয়ম্-করঃ**—দেবরাজ ইন্দ্রের প্রসন্নতা বিধানের জন্য।

অনুবাদ

দনুর পুত্র বৈশ্বানরের উপদানবী, হয়শিরা, পুলোমা এবং কালকা নামক চারটি অতি সুন্দরী কন্যা ছিল। উপদানবীর সঙ্গে হিরণ্যাক্ষের এবং ক্রতুর সঙ্গে হয়শিরার বিবাহ হয়। তারপর ব্রহ্মার অনুরোধে প্রজাপতি কশ্যপ বৈশ্বানরের অপর দুই কন্যা পুলোমা এবং কালকাকে বিবাহ করেন। এই দুই পত্নীর গর্ভে কশ্যপ নিবাতকবচ আদি ষাট হাজার পুত্র উৎপন্ন করেন, যারা পৌলোমা এবং কালকেয় নামে পরিচিত। তারা অত্যন্ত বলবান ও যুদ্ধপ্রিয় ছিল, এবং তারা সর্বদা মুনি-ঋষিদের যজ্ঞের ব্যাঘাত সৃষ্টি করত। হে রাজন্, আপনার পিতামহ অর্জুন যখন স্বর্গলোকে গিয়েছিলেন, তখন তিনি একাকী সেই সমস্ত দানবদের সংহার করেন এবং তার ফলে দেবরাজ ইন্দ্রের প্রিয়পাত্র হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৭

বিপ্রচিত্তিঃ সিংহিকায়াং শতং চৈকমজীজনৎ ।
রাহুজ্যেষ্ঠং কেতুশতং গ্রহত্বং য উপাগতাঃ ॥ ৩৭ ॥

বিপ্রচিত্তিঃ—বিপ্রচিত্তি; **সিংহিকায়াম্**—তার পত্নী সিংহিকার গর্ভে; **শতম্**—এক শত; **চ**—এবং; **একম্**—এক; **অজীজনৎ**—জন্ম হয়েছিল; **রাহু-জ্যেষ্ঠম্**—তাদের মধ্যে রাহু জ্যেষ্ঠ; **কেতু-শতম্**—একশত কেতু; **গ্রহত্বম্**—গ্রহত্ব; **যে**—যারা সকলে; **উপাগতাঃ**—লাভ করেছিল।

অনুবাদ

সিংহিকার গর্ভে বিপ্রচিত্তির এক শত এক পুত্রের জন্ম হয়। তাদের মধ্যে রাহু জ্যেষ্ঠ এবং অন্য এক শত কেতু। তারা সকলেই প্রভাবশালী গ্রহে স্থান লাভ করেছে।

শ্লোক ৩৮-৩৯

অথাতঃ শ্রূয়তাং বংশো যোঽদিতেরনুপূর্বশঃ ।
যত্র নারায়ণো দেবঃ স্বাংশেনাবাতরদ্বিভুঃ ॥ ৩৮ ॥
বিবস্বানর্যমা পূষা ত্বষ্টাথ সবিতা ভগঃ ।
ধাতা বিধাতা বরুণো মিত্রঃ শক্র উরুক্রমঃ ॥ ৩৯ ॥

অথ—তারপর; **অতঃ**—এখন; **শ্রূয়তাম্**—শ্রবণ করুন; **বংশঃ**—বংশ; **যঃ**—যা; **অদিতেঃ**—অদিতির থেকে; **অনুপূর্বশঃ**—ক্রমানুসারে; **যত্র**—যেখানে; **নারায়ণঃ**—ভগবান শ্রীনারায়ণ; **দেবঃ**—ভগবান; **স্ব-অংশেন**—তাঁর অংশের দ্বারা; **অবাতরৎ**—অবতরণ করেছিলেন; **বিভুঃ**—পরমেশ্বর; **বিবস্বান্**—বিবস্বান্; **অর্যমা**—অর্যমা; **পূষা**—পূষা; **ত্বষ্টা**—ত্বষ্টা; **অথ**—তারপর; **সবিতা**—সবিতা; **ভগঃ**—ভগ; **ধাতা**—ধাতা; **বিধাতা**—বিধাতা; **বরুণঃ**—বরুণ; **মিত্রঃ**—মিত্র; **শক্রঃ**—শক্র; **উরুক্রমঃ**—উরুক্রম।

অনুবাদ

এখন আমি ক্রমানুসারে অদিতির বংশ বর্ণনা করছি, আপনি তা শ্রবণ করুন। এই বংশে পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ তাঁর অংশে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অদিতির পুত্রদের নাম—বিবস্বান্, অর্যমা, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শক্র এবং উরুক্রম।

শ্লোক ৪০

বিবস্বতঃ শ্রাদ্ধদেবং সংজ্ঞাসূয়ত বৈ মনুম্ ।
মিথুনং চ মহাভাগা যমং দেবং যমীং তথা ।
সৈব ভূত্বাথ বড়বা নাসত্যৌ সুষুবে ভুবি ॥ ৪০ ॥

বিবস্বতঃ—সূর্যদেবের; **শ্রাদ্ধদেবম্**—শ্রাদ্ধদেব নামক; **সংজ্ঞা**—সংজ্ঞা; **অসূয়ত**—জন্ম দিয়েছিলেন; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **মনুম্**—মনুকে; **মিথুনম্**—যুগল; **চ**—এবং; **মহা-ভাগা**—পরম ভাগ্যবতী সংজ্ঞা; **যমম্**—যমরাজ; **দেবম্**—দেবতা; **যমীম্**—যমী নামক তার ভগ্নীকে; **তথা**—এবং; **সা**—তিনি; **এব**—ও; **ভূত্বা**—হয়ে; **অথ**—তারপর; **বড়বা**—অশ্বিনী; **নাসত্যৌ**—অশ্বিনীকুমারদের; **সুষুবে**—জন্ম দিয়েছিলেন; **ভুবি**—এই পৃথিবীতে।

অনুবাদ

সূর্যদেব বিবস্বানের পত্নী সংজ্ঞার গর্ভে শ্রাদ্ধদেব নামক মনুর জন্ম হয়। সেই মহাভাগ্যবতী পত্নী সংজ্ঞাই যমদেবকে ও যমুনাকে যমজ সন্তানরূপে প্রসব করেন। তারপর যমী অশ্বিনীরূপ ধারণ করে যখন পৃথিবীতে বিচরণ করছিলেন, তখন তিনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে প্রসব করেন।

শ্লোক ৪১

ছায়া শনৈশ্চরং লেভে সাবর্ণিং চ মনুং ততঃ।
কন্যাং চ তপতীং যা বৈ বব্রে সংবরণং পতিম্ ॥ ৪১ ॥

ছায়া—সূর্যদেবের অপর পত্নী ছায়া; **শনৈশ্চরম্**—শনি; **লেভে**—প্রসব করেন; **সাবর্ণিম্**—সাবর্ণি; **চ**—এবং; **মনুম্**—মনু; **ততঃ**—তাঁর থেকে (বিবস্বান্); **কন্যাম্**—একটি কন্যা; **চ**—ও; **তপতীম্**—তপতী নামক; **যা**—যিনি; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **বব্রে**—বিবাহ করেছিলেন; **সংবরণম্**—সংবরণ; **পতিম্**—পতি।

অনুবাদ

সূর্যের অপর পত্নী ছায়া শনৈশ্চর এবং সাবর্ণি মনু—এই দুই পুত্র ও তপতী নাম্নী একটি কন্যা প্রসব করেন। তপতী সংবরণকে পতিরূপে বরণ করেন।

শ্লোক ৪২

অর্যম্নো মাতৃকা পত্নী তয়োশ্চর্ষণয়ঃ সুতাঃ।
যত্র বৈ মানুষী জাতির্ব্রহ্মণা চোপকল্পিতা ॥ ৪২ ॥

অর্যম্নোঃ—অর্যমার; **মাতৃকা**—মাতৃকা; **পত্নী**—পত্নী; **তয়োঃ**—তাদের মিলনের ফলে; **চর্ষণয়ঃ সুতাঃ**—বহু জ্ঞানবান পুত্র; **যত্র**—যেখানে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **মানুষী**—মানুষ; **জাতিঃ**—জাতি; **ব্রহ্মণা**—ব্রহ্মার দ্বারা; **চ**—এবং; **উপকল্পিতা**—সৃষ্টি করেছিলেন।

অনুবাদ

অর্যমার পত্নী মাতৃকার গর্ভে বহু জ্ঞানবান পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা আত্ম অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি সমন্বিত, ব্রহ্মা তাঁদের মধ্য থেকে মনুষ্য জাতি সৃষ্টি করেন।

শ্লোক ৪৩

পূষানপত্যঃ পিষ্টাদো ভগ্নদন্তোঽভবৎ পুরা ।
যোঽসৌ দক্ষায় কুপিতং জহাস বিবৃতদ্বিজঃ ॥ ৪৩ ॥

পূষা—পূষা; **অনপত্যঃ**—সন্তানহীন; **পিষ্ট-অদঃ**—যিনি পিষ্টক ভক্ষণ করেন; **ভগ্ন-দন্তঃ**—ভগ্নদন্ত; **অভবৎ**—হয়েছিলেন; **পুরা**—পূর্বে; **যঃ**—যিনি; **অসৌ**—তা; **দক্ষায়**—দক্ষের প্রতি; **কুপিতম্**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ; **জহাস**—হেসেছিলেন; **বিবৃত-দ্বিজঃ**—তার দন্ত বিকশিত করে।

অনুবাদ

পূষার কোন সন্তান ছিল না। শিব যখন দক্ষের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, পূষা তখন তাঁর দন্ত বিকশিত করে শিবকে দেখে হেসেছিলেন। তার ফলে তাঁর দন্ত-সমূহ ভগ্ন হয়েছে, এবং তাই তাঁকে পিষ্টক ভক্ষণ করে জীবন ধারণ করতে হয়।

শ্লোক ৪৪

ত্বষ্টুর্দৈত্যাত্মজা ভার্যা রচনা নাম কন্যকা ।
সন্নিবেশস্তয়োর্জজ্ঞে বিশ্বরূপশ্চ বীর্যবান্ ॥ ৪৪ ॥

ত্বষ্টুঃ—ত্বষ্টার; **দৈত্য-আত্মজা**—দৈত্যের কন্যা; **ভার্যা**—পত্নী; **রচনা**—রচনা; **নাম**—নামক; **কন্যকা**—কুমারী; **সন্নিবেশঃ**—সন্নিবেশ; **তয়োঃ**—তাঁদের দুজনের; **জজ্ঞে**—জন্ম হয়েছিল; **বিশ্বরূপঃ**—বিশ্বরূপ; **চ**—এবং; **বীর্যবান্**—অত্যন্ত বলবান।

অনুবাদ

দৈত্যকন্যা রচনা ছিলেন প্রজাপতি ত্বষ্টার পত্নী। তাঁর গর্ভে সন্নিবেশ এবং বিশ্বরূপ নামক দুটি অত্যন্ত বীর্যবান পুত্রের জন্ম হয়।

শ্লোক ৪৫

তং বব্রিরে সুরগণা স্বস্রীয়ং দ্বিষতামপি।
বিমতেন পরিত্যক্তা গুরুণাঙ্গিরসেন যৎ ॥ ৪৫ ॥

তম্—তাকে (বিশ্বরূপ); **বব্রিরে**—পুরোহিত রূপে বরণ করেছিলেন; **সুরগণাঃ**—দেবতাদের; **স্বস্রীয়ম্**—ভগিনীর পুত্র, ভাগিনেয়; **দ্বিষতাম্**—চিরশত্রু দৈত্যদের; **অপি**—যদিও; **বিমতেন**—অপমানিত হয়ে; **পরিত্যক্তাঃ**—পরিত্যক্ত হয়ে; **গুরুণা**—তাদের গুরুদের কর্তৃক; **আঙ্গিরসেন**—বৃহস্পতি; **যৎ**—যেহেতু।

অনুবাদ

বিশ্বরূপ যদিও তাঁদের চিরশত্রু দৈত্যদের ভাগিনেয় ছিল, তবুও দেবতারা তাঁদের গুরু বৃহস্পতিকে অপমান করার ফলে এবং তাঁর দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বরূপকে পৌরোহিত্যে বরণ করেছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের 'দক্ষকন্যাদের বংশ' নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ের তাৎপর্য।

সপ্তম অধ্যায়

দেবগুরু বৃহস্পতিকে ইন্দ্রের অপমান

এই অধ্যায়ে দেবরাজ ইন্দ্রের অপরাধে দেবগুরু বৃহস্পতির দেব-পৌরোহিত্য ত্যাগ এবং দেবতাদের প্রার্থনায় ব্রাহ্মণ ত্বষ্টার তনয় বিশ্বরূপের দেব-পৌরোহিত্য অঙ্গীকারের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে।

এক সময় দেবরাজ ইন্দ্র যখন তাঁর পত্নী শচীদেবী সহ সুরসিংহাসনে আসীন ছিলেন এবং সিদ্ধ, চারণ ও গন্ধর্বদের দ্বারা বন্দিত হচ্ছিলেন, তখন দেবগুরু বৃহস্পতি সেই সভায় এসে উপস্থিত হন। জড় ঐশ্বর্য উপভোগে মত্ত হয়ে ইন্দ্র তাঁর কর্তব্য বিস্মৃত হয়েছিলেন এবং বৃহস্পতিকে কোন রূপ সম্মান প্রদর্শন করলেন না। তার ফলে বৃহস্পতি ইন্দ্রের ঐশ্বর্যের গর্ব অবগত হয়ে, তাঁকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তখনই সভা থেকে অদৃশ্য হলেন। ইন্দ্র তখন তাঁর ঐশ্বর্য মত্ততা ও গুরুদেবের প্রতি অন্যায় ব্যবহারের বিষয় অনুভব করে অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়েছিলেন, এবং তখনই ক্ষমা প্রার্থনার জন্য উঠে গিয়ে গুরুদেবের অন্বেষণ করে কোথাও তাঁকে দেখতে পেলেন না।

গুরুদেবের প্রতি অসম্মানজনক আচরণের ফলে ইন্দ্র তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য হারিয়ে ফেলেন এবং এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধে দৈত্যদের দ্বারা পরাজিত হয়ে তাঁর সিংহাসন থেকে বিচ্যুত হন এবং দৈত্যরা সেই সিংহাসন অধিকার করে। অন্য দেবতাগণ সহ ইন্দ্র তখন ব্রহ্মার শরণাগত হন। ব্রহ্মা তখন তাঁদের গুরুদেবের প্রতি অপরাধের জন্য দেবতাদের তিরস্কার করেন এবং ত্বষ্টার পুত্র দ্বিজবর বিশ্বরূপকে পৌরোহিত্যে বরণ করতে উপদেশ দেন। তখন তাঁরা বিশ্বরূপের পৌরোহিত্যে এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন এবং দৈত্যদের পরাজিত করে স্বর্গরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন।

শ্লোক ১

শ্রীরাজোবাচ

কস্য হেতোঃ পরিত্যক্তা আচার্যেণাত্মনঃ সুরাঃ ।
এতদাচক্ষ্ব ভগবঞ্ছিষ্যাণামক্রমং গুরৌ ॥ ১ ॥

শ্রীরাজা উবাচ—রাজা জিজ্ঞাসা করলেন; **কস্য হেতোঃ**—কি কারণে; **পরিত্যক্তাঃ**—পরিত্যক্ত হয়েছিলেন; **আচার্যেণ**—তাঁদের গুরু বৃহস্পতির দ্বারা; **আত্মনঃ**—নিজের; **সুরাঃ**—সমস্ত দেবতারা; **এতৎ**—এই; **আচক্ষ্ব**—দয়া করে বর্ণনা করুন; **ভগবন্**—হে মহর্ষি (শুকদেব গোস্বামী); **শিষ্যাণাম্**—শিষ্যদের; **অক্রমম্**—অপরাধ; **গুরৌ**—শ্রীগুরুদেবের প্রতি।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন—হে মহর্ষে, দেবগুরু বৃহস্পতি তাঁর শিষ্য দেবতাদের কেন পরিত্যাগ করেছিলেন? দেবতারা তাঁর চরণে কি অপরাধ করেছিলেন? দয়া করে তা আমার কাছে বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন—

সপ্তমে গুরুণা ত্যক্তৈর্দেবৈর্দৈত্যপরাজিতৈঃ ।
বিশ্বরূপো গুরুত্বেন বৃতো ব্রহ্মোপদেশতঃ ॥

"এই সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে বৃহস্পতি দেবতাদের দ্বারা অপমানিত হয়ে তাঁদের পরিত্যাগ করেছিলেন, এবং তার ফলে দেবতারা যজ্ঞ করার জন্য ব্রহ্মার নির্দেশে বিশ্বরূপকে পৌরোহিত্যে বরণ করেছিলেন।"

শ্লোক ২-৮

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

ইন্দ্রস্ত্রিভুবনৈশ্বর্যমদোল্লঙ্ঘিতসৎপথঃ ।
মরুদ্ভির্বসুভী রুদ্রৈরাদিত্যৈর্ঋভুভির্নৃপ ॥ ২ ॥
বিশ্বেদেবৈশ্চ সাধ্যৈশ্চ নাসত্যাভ্যাং পরিশ্রিতঃ ।
সিদ্ধচারণগন্ধর্বৈর্মুনিভির্ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ ৩ ॥
বিদ্যাধরাপ্সরোভিশ্চ কিন্নরৈঃ পতগোরগৈঃ ।
নিষেব্যমাণো মঘবান্ স্তূয়মানশ্চ ভারত ॥ ৪ ॥
উপগীয়মানো ললিতমাস্থানাধ্যাসনাশ্রিতঃ ।
পাণ্ডুরেণাতপত্রেণ চন্দ্রমণ্ডলচারুণা ॥ ৫ ॥
যুক্তশ্চান্যৈঃ পারমেষ্ঠ্যৈশ্চামরব্যজনাদিভিঃ ।
বিরাজমানঃ পৌলম্যা সহার্ধাসনয়া ভৃশম্ ॥ ৬ ॥

স যদা পরমাচার্যং দেবানামাত্মনশ্চ হ ।
নাভ্যনন্দত সম্প্রাপ্তং প্রত্যুত্থানাসনাদিভিঃ ॥ ৭ ॥
বাচস্পতিং মুনিবরং সুরাসুরনমস্কৃতম্ ।
নোচ্চচালাসনাদিন্দ্রঃ পশ্যন্নপি সভাগতম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী উত্তর দিলেন; **ইন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **ত্রিভুবন-ঐশ্বর্য**—ত্রিভুবনের সমস্ত ঐশ্বর্য লাভের ফলে; **মদ**—গর্বিত হয়ে; **উল্লঙ্ঘিত**—লঙ্ঘন করেছিলেন; **সৎ-পথঃ**—বৈদিক সংস্কৃতির মার্গ; **মরুদ্ভিঃ**—মরুৎ নামক বায়ুর দেবতাগণ দ্বারা; **বসুভিঃ**—অষ্টবসুর দ্বারা; **রুদ্রৈঃ**—একাদশ রুদ্রের দ্বারা; **আদিত্যৈঃ**—আদিত্যদের দ্বারা; **ঋভুভিঃ**—ঋভুগণ দ্বারা; **নৃপ**—হে রাজন্; **বিশ্বেদেবৈঃ চ**—এবং বিশ্বদেবদের দ্বারা; **সাধ্যৈঃ**—সাধ্যদের দ্বারা; **চ**—ও; **নাসত্যাভ্যাম্**—অশ্বিনীকুমারদ্বয় দ্বারা; **পরিশ্রিতঃ**—পরিবেষ্টিত; **সিদ্ধ**—সিদ্ধ; **চারণ**—চারণ; **গন্ধর্বৈঃ**—এবং গন্ধর্বদের দ্বারা; **মুনিভিঃ**—মহর্ষিদের দ্বারা; **ব্রহ্ম-বাদিভিঃ**—মহাজ্ঞানী ব্রহ্মবাদীদের দ্বারা; **বিদ্যাধর-অপ্সরোভিঃ চ**—এবং বিদ্যাধর ও অপ্সরাদের দ্বারা; **কিন্নরৈঃ**—কিন্নরের দ্বারা; **পতগ-উরগৈঃ**—পতগ (পক্ষী) এবং উরগ (সর্প) দ্বারা; **নিষেব্যমাণঃ**—সেবিত হয়ে; **মঘবান্**—দেবরাজ ইন্দ্র; **স্তূয়মানঃ চ**—এবং বন্দিত হয়ে; **ভারত**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **উপগীয়মানঃ**—যাঁরা তাঁর সম্মুখে গান করছিলেন; **ললিতম্**—অত্যন্ত মধুর স্বরে; **আস্থান**—তাঁর সভায়; **অধ্যাসন-আশ্রিতঃ**—সিংহাসনে উপবিষ্ট; **পাণ্ডুরেণ**—শুভ্র; **আতপত্রেণ**—ছত্রের দ্বারা; **চন্দ্র-মণ্ডল-চারুণা**—চন্দ্রমণ্ডলের মতো সুন্দর; **যুক্তঃ**—যুক্ত; **চ অন্যৈঃ**—এবং অন্যদের দ্বারা **পারমেষ্ঠ্যৈঃ**—মহান রাজার লক্ষণ; **চামর**—চামরের দ্বারা; **ব্যজন-আদিভিঃ**—ব্যজন ইত্যাদি সামগ্রী; **বিরাজমানঃ**—বিরাজমান; **পৌলম্যা**—তাঁর পত্নী শচীদেবী; **সহ**—সঙ্গে; **অর্ধ-আসনয়া**—যিনি সিংহাসনের অর্ধভাগ অধিকার করেছিলেন; **ভৃষম্**—অত্যন্ত; **সঃ**—তিনি (ইন্দ্র); **যদা**—যখন; **পরম-আচার্যম্**—পরম গুরু; **দেবানাম্**—সমস্ত দেবতাদের; **আত্মনঃ**—তাঁর নিজের; **চ**—এবং; **হ**—বস্তুত; **ন**—না; **অভ্যনন্দত**—অভিনন্দন; **সম্প্রাপ্তম্**—সভায় আবির্ভূত হয়ে; **প্রত্যুত্থান**—সিংহাসন থেকে উঠে; **আসন-আদিভিঃ**—আসন আদি অভ্যর্থনার অন্যান্য সামগ্রীর দ্বারা; **বাচস্পতিম্**—দেবগুরু বৃহস্পতিকে; **মুনি-বরম্**—সমস্ত ঋষিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; **সুর-অসুর-নমস্কৃতম্**—যিনি দেবতা এবং অসুর উভয়ের দ্বারাই সম্মানিত; **ন**—না; **উচ্চচাল**—উঠে দাঁড়িয়ে; **আসনাৎ**—সিংহাসন থেকে; **ইন্দ্রঃ**—ইন্দ্র; **পশ্যন্ অপি**—দর্শন করা সত্ত্বেও; **সভা-আগতম্**—সভায় প্রবেশ করতে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, এক সময় দেবরাজ ইন্দ্র ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য লাভে মদমত্ত হয়ে বৈদিক সদাচার লঙ্ঘন করেছিলেন। তিনি মরুদগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, ঋভুগণ, বিশ্বদেবগণ, সাধ্যগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব এবং ব্রহ্মবাদী মুনিগণ কর্তৃক পরিবৃত হয়ে সভামণ্ডলে সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। বিদ্যাধর, অপ্সরা, কিন্নর, পতগ ও উরগেরা তাঁর সেবা এবং স্তব করছিলেন, এবং অপ্সরা ও গন্ধর্বেরা তাঁর সম্মুখে অতি মধুর স্বরে গান করছিলেন। পূর্ণ চন্দ্রের মতো উজ্জ্বল শ্বেত ছত্র ইন্দ্রের মস্তকের উপর শোভা পাচ্ছিল এবং চামর, ব্যজন প্রভৃতি মহারাজ চক্রবর্তীর চিহ্নসমূহ সমন্বিত হয়ে ইন্দ্র তাঁর পত্নী শচীদেবী সহ সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন; তখন মহর্ষি বৃহস্পতি সেই সভায় এসে উপস্থিত হন। মুনিশ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি ইন্দ্র এবং দেবতাদের গুরুদেব, এবং তিনি সুর ও অসুর সকলেরই সম্মানিত। কিন্তু ইন্দ্র তাঁর গুরুদেবকে দর্শন করা সত্ত্বেও তাঁর আসন থেকে উঠে অভ্যর্থনা করলেন না অথবা তাঁর গুরুদেবকে আসন প্রদান করলেন না। এইভাবে ইন্দ্র তাঁকে কোন প্রকার সম্মান প্রদর্শন করলেন না।

শ্লোক ৯

ততো নির্গত্য সহসা কবিরাঙ্গিরসঃ প্রভুঃ ।
আযযৌ স্বগৃহং তূষ্ণীং বিদ্বান্ শ্রীমদবিক্রিয়াম্ ॥ ৯ ॥

ততঃ—তারপর; **নির্গত্য**—বেরিয়ে গিয়ে; **সহসা**—হঠাৎ; **কবিঃ**—মহাজ্ঞানী ঋষি; **আঙ্গিরসঃ**—বৃহস্পতি; **প্রভুঃ**—দেবতাদের পতি; **আযযৌ**—প্রত্যাবর্তন করেছিলেন; **স্বগৃহম্**—তাঁর গৃহে; **তূষ্ণীম্**—মৌনভাবে; **বিদ্বান্**—জেনে; **শ্রী-মদ-বিক্রিয়াম্**—ঐশ্বর্যগর্বে বিকারগ্রস্ত।

অনুবাদ

ভবিষ্যতে কি হবে বৃহস্পতি তা সবই জানতেন। ইন্দ্রের এই অসদ্ব্যবহার দর্শন করে তিনি বুঝতে পারলেন যে, ইন্দ্র তার ঐশ্বর্য মদে মত্ত হয়েছে। যদিও তিনি ইন্দ্রকে অভিশাপ দিতে সমর্থ ছিলেন তবুও তিনি তা করেননি। তিনি মৌনভাবে সভা ত্যাগ করে তাঁর নিজের গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

শ্লোক ১০

**তর্হ্যেব প্রতিবুধ্যেন্দ্রো গুরুহেলনমাত্মনঃ ।
গর্হয়ামাস সদসি স্বয়মাত্মানমাত্মনা ॥ ১০ ॥**

তর্হি—তৎক্ষণাৎ; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **প্রতিবুধ্য**—বুঝতে পেরে; **ইন্দ্র**—দেবরাজ ইন্দ্র; **গুরু-হেলনম্**—শ্রীগুরুদেবের অবহেলা; **আত্মনঃ**—তাঁর নিজের; **গর্হয়াম্ আস**—নিন্দা করেছিলেন; **সদসি**—সেই সভায়; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **আত্মানম্**—নিজের; **আত্মনা**—নিজের দ্বারা।

অনুবাদ

দেবরাজ ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি যে তাঁর গুরুদেবের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন সেই কথা বুঝতে পেরে, তিনি সেই সভায় উপস্থিত সকলের সামনেই নিজের নিন্দা করতে লাগলেন।

শ্লোক ১১

**অহো বত ময়াসাধু কৃতং বৈ দভ্রবুদ্ধিনা ।
যন্ময়ৈশ্বর্যমত্তেন গুরুঃ সদসি কাৎকৃতঃ ॥ ১১ ॥**

অহো—হায়; **বত**—বস্তুতপক্ষে; **ময়া**—আমার দ্বারা; **অসাধু**—অশ্রদ্ধাপূর্ণ; **কৃতম্**—করা হয়েছে; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **দভ্র-বুদ্ধিনা**—অল্প বুদ্ধির হওয়ার ফলে; **যৎ**—যেহেতু; **ময়া**—আমার দ্বারা; **ঐশ্বর্য-মত্তেন**—জড় ঐশ্বর্যের গর্বে অত্যন্ত গর্বিত হয়ে; **গুরুঃ**—গুরুদেব; **সদসি**—এই সভায়; **কাৎ-কৃতঃ**—দুর্ব্যবহার করেছি।

অনুবাদ

হায়, জড় ঐশ্বর্যের গর্বে গর্বিত হয়ে, অল্পবুদ্ধিবশত আমি কি শোচনীয় অন্যায় করেছি। সভায় সমাগত গুরুদেবকে অভ্যর্থনা না করে, আমি তাঁকে অপমান করেছি।

শ্লোক ১২

**কো গৃধ্যেৎ পণ্ডিতো লক্ষ্মীং ত্রিপিষ্টপপতেরপি ।
যয়াহমাসুরং ভাবং নীতোঽদ্য বিবুধেশ্বরঃ ॥ ১২ ॥**

কঃ—কে; **গৃধ্যেৎ**—গ্রহণ করবে; **পণ্ডিতঃ**—বিদ্বান ব্যক্তি; **লক্ষ্মীম্**—ঐশ্বর্য; **ত্রি-পিষ্ট-প-পতেঃ অপি**—যদিও আমি দেবতাদের রাজা; **যয়া**—যার দ্বারা; **অহম্**—আমি; **আসুরম্**—আসুরিক; **ভাবম্**—মনোভাব; **নীতঃ**—বহন করে; **অদ্য**—এখন; **বিবুধ**—সাত্ত্বিক প্রকৃতির দেবতাদের; **ঈশ্বরঃ**—রাজা।

অনুবাদ

যদিও আমি সাত্ত্বিক প্রকৃতি দেবতাদের রাজা, তবুও আমি সামান্য ধনমদে মত্ত হয়ে অহঙ্কারের দ্বারা কলুষিত হয়েছি। এই জগতে এই ধন-ঐশ্বর্য কে গ্রহণ করতে চায়, যার ফলে অধঃপতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে? হায়! আমার এই ঐশ্বর্যকে ধিক্।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন, *ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে*—"হে ভগবান, আমি ধন চাই না, বহুসংখ্যক অনুগামী চাই না যারা আমাকে তাদের নেতা বলে গ্রহণ করবে, এবং আমি সুন্দরী রমণীও কামনা করি না।" *মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি*—"আমি মুক্তিও চাই না। আমি কেবল চাই, জন্ম-জন্মান্তরে আমি যেন আপনার বিশ্বস্ত সেবকের মতো সেবা করতে পারি।" প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে, কেউ যখন অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী হয়, তখন তার অধঃপতন হয় এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয় ক্ষেত্রেই তা সত্য। দেবতারা সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত, কিন্তু কখনও কখনও দেবতাদের রাজা ইন্দ্রও তাঁর ঐশ্বর্যের ফলে অধঃপতিত হন। এখন আমরা আমেরিকাতেও তা দেখতে পাচ্ছি। আমেরিকা আদর্শ মানুষ তৈরি করার চেষ্টা না করে জড় উন্নতি সাধনের চেষ্টা করেছে। তার ফলে আমেরিকান সমাজে আজ অপরাধ এমনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যে, সারা আমেরিকা এখন ভাবছে, এই প্রকার অরাজকতা এবং অনাচারের সৃষ্টি হল কি করে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৭/৫/৩১) বলা হয়েছে, *ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুম্*—যারা অজ্ঞান তারা জানে না যে, জীবনের চরম লক্ষ্য হচ্ছে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। তাই, ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে যারা তথাকথিত জড় সুখ ভোগ করতে চায় এবং সুরা ও সুন্দরীর প্রতি আসক্ত হয়, সেই সমাজের মানুষেরা সব চাইতে জঘন্য স্তরের প্রাণীতে পরিণত হয়। সেই সমাজের মানুষদের বলা হয়, অবাঞ্ছিত বা বর্ণসঙ্কর। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, সমাজে যখন বর্ণসঙ্কর হয়, তখন সেখানে এক নারকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আমেরিকান সমাজে আজ সেই অবস্থা হয়েছে।

সৌভাগ্যবশত, হরেকৃষ্ণ আন্দোলন আমেরিকায় এসেছে এবং বহু ভাগ্যবান যুবকেরা নিষ্ঠা সহকারে এই আন্দোলনকে গ্রহণ করেছে, যার ফলে সর্বোচ্চ স্তরের চরিত্র সমন্বিত আদর্শ পুরুষ সৃষ্টি হচ্ছে, যারা সর্বতোভাবে আমিষ আহার, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, নেশা এবং দ্যূতক্রীড়া ত্যাগ করছে। আমেরিকার মানুষেরা যদি সত্যি সত্যিই তাদের দেশের অত্যন্ত অধঃপতিত অপরাধপূর্ণ পরিস্থিতি সংশোধন করতে চায়, তা হলে তাদের অবশ্যই এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন গ্রহণ করতে হবে এবং *ভগবদ্গীতায়* যেই প্রকার মানব-সমাজের উপদেশ দেওয়া হয়েছে (*চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ*), সেই প্রকার সমাজ সৃষ্টি করার চেষ্টা করতে হবে। সমাজকে প্রথম শ্রেণীর মানুষ, দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ, তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ এবং চতুর্থ শ্রেণীর মানুষের গোষ্ঠীতে বিভক্ত করতে হবে। যেহেতু তারা এখন কেবল চতুর্থ শ্রেণীর থেকেও নিম্নস্তরের মানুষ সৃষ্টি করছে, তাই কিভাবে তারা ভয়ঙ্কর অপরাধপূর্ণ পরিস্থিতি থেকে সমাজকে রক্ষা করবে? বহুকাল পূর্বে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর গুরুদেব বৃহস্পতির প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের জন্য অনুতাপ করেছিলেন। তেমনই, আমেরিকাবাসীদের উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, তারা যেন তাদের সমাজের ভ্রান্ত উন্নতির জন্য অনুশোচনা করতে শুরু করে। তাদের কর্তব্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি সদ্গুরুর উপদেশ গ্রহণ করা। তা যদি তারা করে, তা হলে তারা সুখী হবে এবং তাদের দেশ এক আদর্শ দেশে পরিণত হয়ে সারা পৃথিবীকে নেতৃত্ব প্রদান করবে।

শ্লোক ১৩

যঃ পারমেষ্ঠ্যং ধিষণমধিতিষ্ঠন্ ন কঞ্চন ।
প্রত্যুত্তিষ্ঠেদিতি ব্রূয়ুর্ধর্মং তে ন পরং বিদুঃ ॥ ১৩ ॥

যঃ—যিনি; **পারমেষ্ঠ্যম্**—রাজকীয়; **ধিষণম্**—সিংহাসন; **অধিতিষ্ঠন্**—অধিষ্ঠিত হয়ে; **ন**—না; **কঞ্চন**—কারও; **প্রত্যুত্তিষ্ঠেৎ**—উঠে দাঁড়ায়; **ইতি**—এইভাবে; **ব্রূয়ুঃ**—যাঁরা বলেন; **ধর্মম্**—ধর্মনীতি; **তে**—তারা; **ন**—না; **পরম্**—উৎকৃষ্ট; **বিদুঃ**—জানে।

অনুবাদ

যদি কেউ বলে, "রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে অন্য রাজা অথবা ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার জন্য সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়াতে হবে না," বুঝতে হবে যে, সেই ব্যক্তি ধর্মের নীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, যখন কোন রাজা বা রাষ্ট্রপতি তাঁর সিংহাসনে আসীন থাকেন, তখন তাঁকে সেই সভায় আগত প্রতিটি ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শন করতে হয় না, কিন্তু যখন তাঁর গুরুদেব, ব্রাহ্মণ অথবা বৈষ্ণব আসেন, তখন তাঁদের সম্মান প্রদর্শন করা তাঁর অবশ্য কর্তব্য। তাঁর কিভাবে আচরণ করা উচিত, তার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন সৌভাগ্যবশত তাঁর সভায় নারদ মুনির আগমন হয়, এবং সম্মান প্রদর্শন করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সভাসদ এবং মন্ত্রীগণ সহ তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে নারদ মুনিকে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করেছিলেন। নারদ মুনি জানতেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং শ্রীকৃষ্ণ জানতেন যে, নারদ মুনি হচ্ছেন তাঁর ভক্ত, কিন্তু যদিও শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং নারদ মুনি তাঁর ভক্ত, তবুও ভগবান এই ধার্মিক সদাচার পালন করেছিলেন। নারদ মুনি যেহেতু ব্রহ্মচারী, ব্রাহ্মণ এবং মহান ভক্ত, তাই শ্রীকৃষ্ণও রাজারূপে আচরণ করার সময়, নারদ মুনিকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। বৈদিক সভ্যতায় এই প্রকার আচরণ দেখা যায়। যে সভ্যতায় মানুষ জানে না যে নারদ মুনি এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধিদের কিভাবে সৎকার করতে হয়, কিভাবে সমাজ গঠন করতে হয় এবং কিভাবে কৃষ্ণভাবনায় উন্নতি সাধন করতে হয়, সেই সভ্যতা যতই বড় বড় বাড়ি আর গাড়ি তৈরি করুক এবং যান্ত্রিক প্রগতিতে যতই উন্নত হোক না কেন, সেই সভ্যতা মানব-সভ্যতা নয়। মানব-সভ্যতার উন্নতি তখনই হয়, যখন মানুষ *চাতুর্বর্ণ্য* অর্থাৎ চারটি বর্ণে বিভক্ত করে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সমাজকে গড়ে তোলে। সমাজে অবশ্যই প্রথম শ্রেণীর আদর্শ মানুষের প্রয়োজন, যাঁরা উপদেষ্টারূপে কার্য করবে, দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ যারা প্রশাসকরূপে কার্য করবে, তৃতীয় শ্রেণীর মানুষেরা, যারা খাদ্যশস্য উৎপাদন ও গোরক্ষা করবে এবং চতুর্থ শ্রেণীর মানুষ যারা সমাজের তিনটি উচ্চ বর্ণের নির্দেশ অনুসারে কার্যরত থাকবে। যে সমাজ এই আদর্শ পন্থা মানে না, সেই সমাজ পঞ্চম স্তরের বা সর্বনিকৃষ্ট স্তরের মানুষদের সমাজ। বৈদিক বিধিবিধান-বিহীন সমাজ মানবতার জন্য একটুও সহায়ক হবে না। সেই সম্বন্ধে এই শ্লোকে বলা হয়েছে, *ধর্মং তে ন পরং বিদুঃ*—সেই সমাজ জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে এবং ধর্মের চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ।

শ্লোক ১৪

তেষাং কুপথদেষ্টৄণাং পততাং তমসি হ্যধঃ ।
যে শ্রদ্দধ্যুর্বচস্তে বৈ মজ্জন্ত্যশ্মপ্লবা ইব ॥ ১৪ ॥

তেষাম্—তাদের (অসৎ নেতাদের); **কু-পথ-দেষ্টৃণাম্**—যারা কুপথ প্রদর্শন করে; **পততাম্**—তারা স্বয়ং পতিত হয়; **তমসি**—অন্ধকারে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অধঃ**—নিম্নে; **যে**—যে; **শ্রদ্দধ্যুঃ**—শ্রদ্ধা স্থাপন করে; **বচঃ**—বাণীতে; **তে**—তাদের; **বৈ**—নিঃসন্দেহে; **মজ্জন্তি**—নিমজ্জিত হয়; **অশ্মপ্লবা**—পাথরের তৈরি নৌকা; **ইব**—সদৃশ।

অনুবাদ

যে সমস্ত নেতারা অজ্ঞানের অন্ধকারে পতিত হয়েছে এবং যারা (পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণিত) ধ্বংসের পথ প্রদর্শন করে মানুষকে বিপথে পরিচালিত করে, তারা প্রকৃতপক্ষে পাথরের তৈরি নৌকায় করে সমুদ্র পার হওয়ার চেষ্টা করছে। যারা অন্ধের মতো তাদের অনুসরণ করে, তারাও অচিরেই তাদের সঙ্গে নিমজ্জিত হবে, তেমনি যারা মানুষকে কুপথে পরিচালিত করে, তারা নরকগামী হয়, তাদের অনুগামীরাও তাদের সঙ্গে নরকে যায়।

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্রে (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/২০/১৭) উল্লেখ করা হয়েছে—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্ ॥

বদ্ধ জীব আমরা, অজ্ঞানের সমুদ্রে পতিত হয়েছি, কিন্তু সৌভাগ্যবশত মনুষ্য-শরীর লাভ করার ফলে, আমরা সেই সমুদ্র পার হওয়ার একটি অতি সুন্দর সুযোগ লাভ করেছি, কারণ মনুষ্য-শরীর একটি অতি সুন্দর তরণীর মতো। সেই তরণী যখন শ্রীগুরুদেবরূপ কর্ণধারের দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন আমরা অনায়াসেই এই ভবসমুদ্র পার হতে পারি। অধিকন্তু, বৈদিক জ্ঞানরূপ অনুকূল বায়ুর দ্বারা এই নৌকাটি চালিত হয়। ভবসমুদ্র পার হওয়ার এই অপূর্ব সুন্দর সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও কেউ যদি তার সদ্ব্যবহার না করে, তা হলে সে অবশ্যই আত্মঘাতী।

যে পাথরের তৈরি নৌকায় চড়ে, তার সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। সিদ্ধ অবস্থার স্তরে উন্নীত হতে হলে, মানুষকে সর্বপ্রথমে পাথরের নৌকায় চড়তে সাহায্য করে যে সমস্ত নেতা, তাদের ত্যাগ করতে হবে। সমগ্র মানব-সমাজে এমন একটি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যে, তাকে উদ্ধার করতে হলে *বেদের* আদর্শ উপদেশ অবশ্যই পালন করতে হবে। এই সমস্ত উপদেশের সার *ভগবদ্গীতা* রূপে প্রকাশিত হয়েছে। অন্য কোন উপদেশ গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই, কারণ

ভগবদ্‌গীতা মানব-জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করার উপদেশ প্রত্যক্ষভাবে প্রদান করেছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই বলেছেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*—"অন্য সমস্ত তথাকথিত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও।" কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার নাও করে, তবুও তাঁর উপদেশ এমনই মহৎ এবং সমগ্র মানব-সমাজের জন্য লাভদায়ক যে, কেউ যদি তাঁর সেই উপদেশগুলি পালন করেন, তা হলে তিনি অবশ্যই উদ্ধার লাভ করবেন। তা না হলে কপট ধ্যানের পন্থা এবং যোগের কসরতের দ্বারা মানুষ প্রতারিত হবে। তার ফলে তারা পাষাণের তরণীতে আরোহণ করে অন্য সমস্ত যাত্রীদের সঙ্গে নিমজ্জিত হবে। দুর্ভাগ্যবশত, আমেরিকাবাসীরা যদিও তাদের জড়-জাগতিক সঙ্কট থেকে উদ্ধার লাভের জন্য অত্যন্ত উৎসুক হয়ে উঠেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে যে, তারা কখনও কখনও সেই পাথরের তরণী যারা তৈরি করে, তাদেরই সমর্থন করছে। তার ফলে তাদের কোন লাভ হবে না। তাদের অবশ্যই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনরূপে শ্রীকৃষ্ণ যে নৌকা দান করেছেন, সেটিতেই চড়তে হবে। তা হলে তারা অনায়াসেই রক্ষা পাবে। এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন—*অশ্মময়ঃ প্লবো যেষাং তে যথা মজ্জন্তং প্লবমনুমজ্জন্তি তথেতি রাজনীত্যুপদেষ্টৃষু স্বসভ্যেষু কোপো ব্যঞ্জিতঃ।* সমাজ যদি রাজনৈতিক কূটনীতির দ্বারা পরিচালিত হয়, যেখানে একটি রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের উপর প্রাধান্য বিস্তার করার চেষ্টা করে, তা হলে তা পাষাণের তরণীর মতোই অচিরে নিমজ্জিত হবে। রাজনৈতিক প্রচেষ্টার দ্বারা এবং কূটনীতির দ্বারা মানব-সমাজের উদ্ধার সাধন কখনও সম্ভব হবে না। মানুষকে তাদের জীবনের চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য, ভগবানকে জানার জন্য এবং মানব-জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

শ্লোক ১৫

অথাহমমরাচার্যমগাধধিষণং দ্বিজম্ ।
প্রসাদয়িষ্যে নিশঠঃ শীর্ষ্ণা তচ্চরণং স্পৃশন্ ॥ ১৫ ॥

অথ—অতএব; **অহম্**—আমি; **অমর-আচার্যম্**—দেবতাদের গুরু; **অগাধ-ধিষণম্**—যাঁর আধ্যাত্মিক জ্ঞান অত্যন্ত গভীর; **দ্বিজম্**—আদর্শ ব্রাহ্মণ; **প্রসাদয়িষ্যে**—প্রসন্নতা বিধান করব; **নিশঠঃ**—নিষ্কপটে; **শীর্ষ্ণা**—আমার মস্তকের দ্বারা; **তৎ-চরণম্**—তাঁর শ্রীপাদপদ্ম; **স্পৃশন্**—স্পর্শ করে।

অনুবাদ

দেবরাজ ইন্দ্র বললেন—তাই আমি এখন সরলভাবে নিষ্কপটে দেবগুরু বৃহস্পতির চরণকমলে আমার মস্তক অবনত করব, কারণ তিনি সমস্ত জ্ঞান পূর্ণরূপে আহরণ করেছেন এবং তিনি হচ্ছেন সর্বতোভাবে সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ। আমি আমার মস্তকের দ্বারা তাঁর শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করে তাঁর প্রসন্নতা বিধানের চেষ্টা করব।

তাৎপর্য

ইন্দ্র যখন প্রকৃতিস্থ হয়েছিলেন, তখন তিনি যে তাঁর গুরুদেব বৃহস্পতির নিষ্ঠাবান শিষ্য ছিলেন না, তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি স্থির করেছিলেন যে, এখন থেকে তিনি *নিশঠ* বা নিষ্কপট হবেন। *নিশঠঃ শীর্ষ্ণা তচ্চরণং স্পৃশন্*—তিনি স্থির করেছিলেন যে, তাঁর মস্তকের দ্বারা তিনি তাঁর গুরুদেবের চরণকমল স্পর্শ করবেন। এই দৃষ্টান্তটি থেকে আমাদের শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করা উচিত—

যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি ।

"শ্রীগুরুদেবের কৃপার ফলে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করা যায়। গুরুদেব যদি অপ্রসন্ন হন, তা হলে পারমার্থিক উন্নতি লাভ করা সম্ভব হয় না।" শিষ্যের কখনও শ্রীগুরুদেবের প্রতি কপট এবং মিথ্যাচারী হওয়া উচিত নয়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/১৭/২৭) শ্রীগুরুদেবকে *আচার্য* বলা হয়েছে। *আচার্যং মাং বিজানীয়ান্*—ভগবান স্বয়ং বলেছেন যে, শ্রীগুরুদেবকে ভগবান বলেই মনে করা উচিত। *নাবমন্যেত কর্হিচিৎ*—কখনও আচার্যের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা উচিত নয়। *ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত*—আচার্যকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা উচিত নয়। নিকট সান্নিধ্যের ফলে কখনও কখনও অশ্রদ্ধার উদয় হতে পারে, তাই গুরুদেবের সঙ্গে আচরণের সময় অত্যন্ত সাবধান থাকা উচিত। *অগাধ-ধিষণং দ্বিজম্*—আচার্য হচ্ছেন আদর্শ ব্রাহ্মণ এবং তাঁর শিষ্যকে পরিচালনা করার ব্যাপারে তাঁর বুদ্ধিমত্তা অসীম। তাই শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৪/৩৪) উপদেশ দিয়েছেন—

তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

"সদ্গুরুর শরণাগত হয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার চেষ্টা কর। বিনম্র চিত্তে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এবং অকৃত্রিম সেবার দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট কর। তা হলে তত্ত্বদ্রষ্টা

পুরুষ তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দান করবেন।" সর্বতোভাবে শ্রীগুরুর শরণাগত হওয়া উচিত এবং সেবার দ্বারা তাঁর প্রসন্নতা বিধানের মাধ্যমে পারমার্থিক উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা উচিত।

শ্লোক ১৬

এবং চিন্তয়তস্তস্য মঘোনো ভগবান্ গৃহাৎ ।
বৃহস্পতির্গতোঽদৃষ্টাং গতিমধ্যাত্মমায়য়া ॥ ১৬ ॥

এবম্—এইভাবে; **চিন্তয়তঃ**—যখন গভীরভাবে চিন্তা করছিলেন; **তস্য**—তিনি; **মঘোনঃ**—ইন্দ্র; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **গৃহাৎ**—তাঁর গৃহ থেকে; **বৃহস্পতিঃ**—বৃহস্পতি; **গতঃ**—চলে গিয়েছিলেন; **অদৃষ্টাম্**—অদৃশ্য; **গতিম্**—অবস্থায়; **অধ্যাত্ম**—আধ্যাত্মিক চেতনায় অত্যন্ত উন্নত হওয়ার ফলে; **মায়য়া**—তাঁর শক্তির দ্বারা।

অনুবাদ

দেবরাজ ইন্দ্র যখন এইভাবে তাঁর নিজের সভায় চিন্তা করছিলেন এবং অনুতাপ করছিলেন, তখন পরম শক্তিমান গুরু বৃহস্পতি তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরে, তাঁর গৃহ ত্যাগ করে তাঁর আত্মমায়ার দ্বারা অদৃশ্য হয়েছিলেন, কারণ বৃহস্পতি আধ্যাত্মিক চেতনায় দেবরাজ ইন্দ্রের থেকে অনেক উন্নত ছিলেন।

শ্লোক ১৭

গুরোর্নাধিগতঃ সংজ্ঞাং পরীক্ষন্ ভগবান্ স্বরাট্ ।
ধ্যায়ন্ ধিয়া সুরৈর্যুক্তঃ শর্ম নালভতাত্মনঃ ॥ ১৭ ॥

গুরোঃ—তাঁর গুরুদেবের; **ন**—না; **অধিগতঃ**—খুঁজে পেয়ে; **সংজ্ঞাম্**—চিহ্ন; **পরীক্ষন্**—সর্বত্র প্রবলভাবে অন্বেষণ করে; **ভগবান্**—অত্যন্ত শক্তিশালী ইন্দ্র; **স্বরাট্**—স্বতন্ত্র; **ধ্যায়ন্**—ধ্যান করে; **ধিয়া**—জ্ঞানের দ্বারা; **সুরৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **যুক্তঃ**—পরিবেষ্টিত; **শর্ম**—শান্তি; **ন**—না; **অলভত**—প্রাপ্ত হয়ে; **আত্মনঃ**—মনের।

অনুবাদ

ইন্দ্র যদিও অন্য দেবতাগণ সহ সর্বত্র বৃহস্পতিকে খুঁজলেন, কিন্তু কোথাও তাঁকে খুঁজে পেলেন না। তখন ইন্দ্র ভাবলেন, "হায়, আমার গুরুদেব আমার প্রতি

অসন্তুষ্ট হয়েছেন। এখন আমার সৌভাগ্য লাভের আর কোন উপায় নেই।" ইন্দ্র যদিও দেবতাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন, তবুও তিনি মানসিক শান্তি পেলেন না।

শ্লোক ১৮

তচ্ছ্রুত্বৈবাসুরাঃ সর্ব আশ্রিত্যৌশনসং মতম্ ।
দেবান্ প্রত্যুদ্যমং চক্রুর্দুর্মদা আততায়িনঃ ॥ ১৮ ॥

তৎ শ্রুত্বা—সেই সংবাদ শ্রবণ করে; **এব**—বস্তুত; **অসুরাঃ**—অসুরেরা; **সর্বে**—সমস্ত; **আশ্রিত্য**—শরণ গ্রহণ করে; **ঔশনসম্**—শুক্রাচার্যের; **মতম্**—উপদেশ; **দেবান্**—দেবতাগণ; **প্রত্যুদ্যমম্**—বিরুদ্ধে আক্রমণ; **চক্রুঃ**—করেছিল; **দুর্মদাঃ**—দুষ্টমতি; **আততায়িনঃ**—যুদ্ধ করার জন্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়েছিল।

অনুবাদ

ইন্দ্রের এই দুর্দশার কথা শুনে, দুষ্টমতি অসুরেরা তাদের গুরু শুক্রাচার্যের নির্দেশ অনুসারে, অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল।

শ্লোক ১৯

তৈর্বিসৃষ্টেষুভিস্তীক্ষ্ণৈর্নির্ভিন্নাঙ্গোরুবাহবঃ ।
ব্রহ্মাণং শরণং জগ্মুঃ সহেন্দ্রা নতকন্ধরাঃ ॥ ১৯ ॥

তৈঃ—তাদের (অসুরদের) দ্বারা; **বিসৃষ্ট**—নিক্ষিপ্ত; **ইষুভিঃ**—বাণের দ্বারা; **তীক্ষ্ণৈঃ**—অত্যন্ত ধারাল; **নির্ভিন্ন**—ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিল; **অঙ্গ**—দেহ; **উরু**—উরু; **বাহবঃ**—এবং বাহু; **ব্রহ্মাণম্**—ব্রহ্মার; **শরণম্**—শরণ; **জগ্মুঃ**—গিয়েছিলেন; **সহ-ইন্দ্রাঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র সহ; **নত-কন্ধরাঃ**—অবনত মস্তকে।

অনুবাদ

অসুরদের তীক্ষ্ণ বাণের আঘাতে দেবতাদের মস্তক, উরু, বাহু প্রভৃতি অঙ্গ-সমূহ ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিল। তখন ইন্দ্রাদি দেবতারা উপায়ন্তর না দেখে অবনত মস্তকে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হয়েছিলেন।

শ্লোক ২০

তাংস্তথাভ্যর্দিতান্ বীক্ষ্য ভগবানাত্মভূরজঃ ।
কৃপয়া পরয়া দেব উবাচ পরিসান্ত্বয়ন্ ॥ ২০ ॥

তান্—তাঁদের (দেবতাদের); **তথা**—সেইভাবে; **অভ্যর্দিতান্**—অসুরদের অস্ত্রের আঘাতে আহত হয়ে; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **আত্ম-ভূঃ**—স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা; **অজঃ**—যিনি একজন সাধারণ মানুষের মতো জন্মগ্রহণ করেননি; **কৃপয়া**—তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে; **পরয়া**—মহান; **দেবঃ**—ব্রহ্মা; **উবাচ**—বলেছিলেন; **পরিসান্ত্বয়ন্**—তাঁদের সান্ত্বনা দিয়ে।

অনুবাদ

পরম শক্তিমান ব্রহ্মা যখন দেখলেন যে, অসুরদের বাণের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত দেহে দেবতারা তাঁর কাছে আসছেন, তখন তিনি অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে তাঁদের সান্ত্বনা প্রদান করে বলতে লাগলেন।

শ্লোক ২১

শ্রীব্রহ্মোবাচ

অহো বত সুরশ্রেষ্ঠা হ্যভদ্রং বঃ কৃতং মহৎ ।
ব্রহ্মিষ্ঠং ব্রাহ্মণং দান্তমৈশ্বর্যান্নাভ্যনন্দত ॥ ২১ ॥

শ্রীব্রহ্মা উবাচ—শ্রীব্রহ্মা বললেন; **অহো**—আহা; **বত**—অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়; **সুর-শ্রেষ্ঠাঃ**—হে শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ; **হি**—বস্তুত; **অভদ্রম্**—অন্যায়; **বঃ**—তোমাদের দ্বারা; **কৃতম্**—করা হয়েছে; **মহৎ**—মহান্; **ব্রহ্মিষ্ঠম্**—পরমব্রহ্মে সর্বতোভাবে নিষ্ঠাপরায়ণ ব্যক্তি; **ব্রাহ্মণম্**—ব্রাহ্মণ; **দান্তম্**—যিনি তাঁর মন এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে সর্বতোভাবে সংযত করেছেন; **ঐশ্বর্যাৎ**—তোমাদের জড় ঐশ্বর্যের ফলে; **ন**—না; **অভ্যনন্দত**—যথাযথভাবে অভ্যর্থনা।

অনুবাদ

ব্রহ্মা বললেন, হে সুরশ্রেষ্ঠগণ, দুর্ভাগ্যবশত ঐশ্বর্যমদে মত্ত হয়ে তোমরা তোমাদের সভায় সমাগত বৃহস্পতিকে যথাযথভাবে অভ্যর্থনা করনি। যেহেতু তিনি পরমব্রহ্ম সম্বন্ধে অবগত এবং সর্বতোভাবে ইন্দ্রিয়-দমনশীল, তাই তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ

ব্রাহ্মণ। অতএব এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, তোমরা তাঁর প্রতি এই প্রকার দুর্ব্যবহার করেছ।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা বৃহস্পতির ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। তিনি পরম ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন বলে দেবতাদের গুরু ছিলেন। বৃহস্পতি তাঁর মন এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে সর্বতোভাবে সংযত করেছিলেন এবং তাই তিনি ছিলেন সব চাইতে যোগ্য ব্রাহ্মণ। সেই ব্রাহ্মণকে, যিনি ছিলেন তাঁদের গুরু, যথাযথভাবে সম্মান না করার জন্য ব্রহ্মা দেবতাদের তিরস্কার করেছিলেন। ব্রহ্মা দেবতাদের বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, কোন অবস্থাতেই শ্রীগুরুদেবের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা উচিত নয়। বৃহস্পতি যখন দেবতাদের সভায় প্রবেশ করেছিলেন, তখন দেবরাজ ইন্দ্র সহ দেবতারা তাঁকে তেমন গুরুত্ব দেননি। যেহেতু তিনি প্রতিদিনই সভায় আসেন, তাই তাঁরা মনে করেছিলেন যে, তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার কোন প্রয়োজন নেই। যেমন বলা হয় যে, অধিক ঘনিষ্ঠতার ফলে ঘৃণার উদ্রেক হয়। বৃহস্পতি তখন অত্যন্ত অপ্রসন্ন হয়ে তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রের প্রাসাদ ত্যাগ করেছিলেন। তার ফলে ইন্দ্র আদি সমস্ত দেবতারা বৃহস্পতির শ্রীচরণে অপরাধী হন, এবং সেই কথা অবগত হয়ে ব্রহ্মা তাঁদের এই অবজ্ঞার জন্য তিরস্কার করেছিলেন। আমরা প্রতিদিন শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরের একটি গান গাই, *চক্ষুদান দিল যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই*— শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে আধ্যাত্মিক চক্ষু প্রদান করেন এবং তাই শ্রীগুরুদেব হচ্ছেন জন্ম-জন্মান্তরের প্রভু। কোন অবস্থাতেই শ্রীগুরুদেবের প্রতি অশ্রদ্ধা-পরায়ণ হওয়া উচিত নয়, কিন্তু ঐশ্বর্যমদে মত্ত হয়ে দেবতারা তাঁদের গুরুর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিলেন। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/১৭/২৭) উপদেশ দেওয়া হয়েছে, *আচার্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ / ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত*—আচার্যকে ভগবান থেকে অভিন্ন জেনে সর্বদা তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করতে হয়; কখনও তাঁর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হওয়া উচিত নয় এবং তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা উচিত নয়।

শ্লোক ২২

তস্যায়মনয়স্যাসীৎ পরেভ্যো বঃ পরাভবঃ ।
প্রক্ষীণেভ্যঃ স্ববৈরিভ্যঃ সমৃদ্ধানাং চ যৎ সুরাঃ ॥ ২২ ॥

তস্য—সেই; **অয়ম্**—এই; **অনয়স্য**—তোমাদের অকৃতজ্ঞতার ফলে; **আসীৎ**—ছিল; **পরেভ্যঃ**—অন্যদের দ্বারা; **বঃ**—তোমাদের সকলের; **পরাভবঃ**—পরাজয়; **প্রক্ষীণেভ্যঃ**—তারা দুর্বল হলেও; **স্ব-বৈরিভ্যঃ**—তোমাদের শত্রুদের দ্বারা, যাদের তোমরা পূর্বে পরাজিত করেছিলে; **সমৃদ্ধানাম্**—তোমরা অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী হয়ে; **চ**—এবং; **যৎ**—যা; **সুরাঃ**—হে দেবতাগণ।

অনুবাদ

হে দেবতাগণ, বৃহস্পতির প্রতি তোমাদের অন্যায় আচরণের ফলেই তোমরা অসুরদের দ্বারা পরাজিত হয়েছ। অসুরেরা তোমাদের থেকে দুর্বল, পূর্বে তারা কয়েকবার তোমাদের কাছে পরাজিত হয়েছে, তা হলে তোমরা অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী হওয়া সত্ত্বেও তাদের কাছে পরাজিত হলে কেন?

তাৎপর্য

দেবতাদের সঙ্গে প্রায়ই অসুরদের যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে অসুরেরা সর্বদা পরাজিত হয়, কিন্তু এইবার দেবতারা পরাজিত হলেন। কেন? তার কারণ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে—দেবতারা যেহেতু তাঁদের গুরুদেবকে অপমান করেছিলেন, তাই অসুরদের কাছে তাঁদের এইভাবে পরাজিত হতে হয়েছিল। শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ যখন শ্রদ্ধেয় গুরুজনের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করে, তখন তার আয়ু এবং পুণ্য ক্ষয় হয় এবং তার ফলে তার অধঃপতন হয়।

শ্লোক ২৩

মঘবন্ দ্বিষতঃ পশ্য প্রক্ষীণান্ গুর্বতিক্রমাৎ ।
সম্প্রত্যুপচিতান্ ভূয়ঃ কাব্যমারাধ্য ভক্তিতঃ ।
আদদীরন্ নিলয়নং মমাপি ভৃগুদেবতাঃ ॥ ২৩ ॥

মঘবন্—হে ইন্দ্র; **দ্বিষতঃ**—তোমার শত্রু; **পশ্য**—দেখ; **প্রক্ষীণান্**—(পূর্বে) দুর্বল ছিল; **গুরু-অতিক্রমাৎ**—তাদের গুরু শুক্রাচার্যের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করার ফলে; **সম্প্রতি**—এখন; **উপচিতান্**—শক্তিশালী; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **কাব্যম্**—তাদের গুরুদেব শুক্রাচার্য; **আরাধ্য**—পূজা করে; **ভক্তিতঃ**—গভীর ভক্তি সহকারে; **আদদীরন্**—নিয়ে নিতে পারে; **নিলয়নম্**—বাসস্থান, সত্যলোক; **মম**—আমার; **অপি**—ও; **ভৃগু-দেবতাঃ**—ভৃগুর শিষ্য শুক্রাচার্যের মহান ভক্ত।

অনুবাদ

হে ইন্দ্র, পূর্বে তোমার শত্রু দৈত্যরা তাদের গুরু শুক্রাচার্যের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করার ফলে দুর্বল হয়েছিল, কিন্তু এখন গভীর ভক্তি সহকারে শুক্রাচার্যের আরাধনা করার ফলে, তারা অত্যন্ত শক্তিশালী হয়েছে। শুক্রাচার্যের প্রতি তাদের ভক্তির বলে তারা এতই শক্তিশালী হয়েছে যে, এখন তারা আমার ধামও অনায়াসে অধিকার করে নিতে পারে।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা দেবতাদের বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, গুরুর বলে এই জগতে সব চাইতে শক্তিশালী হওয়া যায়, আবার গুরুর অপ্রসন্নতার ফলে মানুষ সব কিছু হারাতে পারে। সেই কথা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের গুর্বষ্টকে প্রতিপন্ন হয়েছে—

যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি ।

"শ্রীগুরুদেবের কৃপায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদ লাভ হয়। গুরুদেবের কৃপা না হলে কোন রকম উন্নতি লাভ হয় না।" যদিও অসুরেরা ব্রহ্মার তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য, তবুও তাদের গুরুর বলে তারা এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে, তারা ব্রহ্মার কাছ থেকে সত্যলোক পর্যন্ত অধিকার করে নিতে পারত। তাই আমরা শ্রীগুরুদেবের কাছে প্রার্থনা করি—

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্ ॥

শ্রীগুরুদেবের কৃপায় মূকও শ্রেষ্ঠ বক্তায় পরিণত হতে পারে এবং পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করতে পারে। অতএব কেউ যদি তাঁর জীবন সার্থক করতে চান, তা হলে ব্রহ্মার উপদেশ অনুসারে তাঁর এই শাস্ত্র-নির্দেশটি মনে রাখা উচিত।

শ্লোক ২৪

ত্রিপিষ্টপং কিং গণয়ন্ত্যভেদ্য-
মন্ত্রা ভৃগূণামনুশিক্ষিতার্থাঃ ।
ন বিপ্রগোবিন্দগবীশ্বরাণাং
ভবন্ত্যভদ্রাণি নরেশ্বরাণাম্ ॥ ২৪ ॥

ত্রি-পিষ্টপম্—ব্রহ্মা সহ সমস্ত দেবতারা; **কিম্**—কি; **গণয়ন্তি**—গণনা করে; **অভেদ্য-মন্ত্রাঃ**—গুরুদেবের আদেশ পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; **ভৃগূণাম্**—শুক্রাচার্যের মতো ভৃগুমুনির শিষ্যদের; **অনুশিক্ষিত-অর্থাঃ**—নির্দেশ পালনে যত্নশীল; **ন**—না; **বিপ্র**—ব্রাহ্মণগণ; **গোবিন্দ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **গো**—গাভী; **ঈশ্বরাণাম্**—পূজনীয় ব্যক্তিদের; **ভবন্তি**—হয়; **অভদ্রাণি**—দুর্ভাগ্য; **নর-ঈশ্বরাণাম্**—অথবা যে সমস্ত রাজারা এই নিয়ম পালন করেন।

অনুবাদ

শুক্রাচার্যের শিষ্য অসুরেরা তাদের গুরুর নির্দেশ পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়ার ফলে, দেবতাদের গণনাই করছে না। প্রকৃতপক্ষে, রাজা অথবা অন্যান্য যে সমস্ত ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণ, গাভী এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপার প্রতি দৃঢ় শ্রদ্ধাপরায়ণ এবং যাঁরা সর্বদা এই তিনের পূজা করেন, তাঁদের কখনও অমঙ্গল হয় না।

তাৎপর্য

ব্রহ্মার উপদেশ থেকে বোঝা যায় যে, সকলেরই গভীর শ্রদ্ধা সহকারে ব্রাহ্মণ, পরমেশ্বর ভগবান এবং গাভীর পূজা করা উচিত। পরমেশ্বর ভগবান *গোব্রাহ্মণ-হিতায় চ*—তিনি সর্বদা গাভী এবং ব্রাহ্মণদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ। তাই যিনি গোবিন্দের পূজা করেন, তাঁর কর্তব্য ব্রাহ্মণ এবং গাভীদের পূজা করে তাঁর সন্তুষ্টি বিধান করা। সরকার যদি ব্রাহ্মণ, গাভী এবং গোবিন্দের পূজা করে, তা হলে কোথাও তাদের পরাজয় বরণ করতে হবে না; তা না হলে সেই সরকারের সর্বত্রই পরাজয় হবে এবং সর্বত্রই নিন্দিত হতে হবে। বর্তমান সময়ে পৃথিবীর সব কয়টি সরকারই ব্রাহ্মণ, গাভী এবং গোবিন্দের প্রতি শ্রদ্ধাহীন এবং তার ফলে সারা পৃথিবী জুড়ে প্রবল অরাজকতা দেখা দিয়েছে। মূল কথা হচ্ছে যে, দেবতারা যদিও অত্যন্ত শক্তিশালী এবং ঐশ্বর্যশালী, তবুও অসুরেরা তাঁদের যুদ্ধে পরাজিত করেছিল, কারণ দেবতারা তাঁদের গুরু ব্রাহ্মণ বৃহস্পতির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ২৫

তদ্ বিশ্বরূপং ভজতাশু বিপ্রং
তপস্বিনং ত্বাষ্ট্রমথাত্মবন্তম্ ।
সভাজিতোঽর্থান্ স বিধাস্যতে বো
যদি ক্ষমিষ্যধ্বমুতাস্য কর্ম ॥ ২৫ ॥

তৎ—অতএব; **বিশ্বরূপম্**—বিশ্বরূপকে; **ভজত**—গুরুরূপে পূজা কর; **আশু**—শীঘ্রই; **বিপ্রম্**—যিনি হচ্ছেন একজন আদর্শ ব্রাহ্মণ; **তপস্বিনম্**—যিনি কঠোর তপস্যা করেছেন; **ত্বাষ্ট্রম্**—ত্বষ্টার পুত্র; **অথ**—এবং; **আত্ম-বন্তম্**—অত্যন্ত স্বতন্ত্র; **সভাজিতঃ**—পূজ্য; **অর্থান্**—স্বার্থ; **সঃ**—তিনি; **বিধাস্যতে**—সম্পাদন করবেন; **বঃ**—তোমাদের সকলের; **যদি**—যদি; **ক্ষমিষ্যধ্বম্**—তোমরা সহ্য কর; **উত**—বস্তুতপক্ষে; **অস্য**—তাঁর; **কর্ম**—কার্যকলাপ (দৈত্যদের সহায়তা করার)।

অনুবাদ

হে দেবতাগণ, ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপকে তোমাদের গুরুরূপে বরণ কর। তিনি একজন শুদ্ধ, তপস্বী এবং অত্যন্ত শক্তিশালী ব্রাহ্মণ। তোমরা যদি অসুরদের প্রতি তাঁর পক্ষপাত সহ্য করে তাঁর ভজনা কর, তা হলে তিনি তোমাদের বাসনা পূর্ণ করবেন।

তাৎপর্য

ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপ যদিও সর্বদা অসুরদের পক্ষপাতিত্ব করতেন, তবুও ব্রহ্মা দেবতাদের উপদেশ দিয়েছিলেন বিশ্বরূপকে তাঁদের গুরুরূপে বরণ করতে।

শ্লোক ২৬

শ্রীশুক উবাচ

ত এবমুদিতা রাজন্ ব্রহ্মণা বিগতজ্বরাঃ ।
ঋষিং ত্বাষ্ট্রমুপব্রজ্য পরিষ্বজ্যেদমব্রুবন্ ॥ ২৬ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **তে**—সমস্ত দেবতারা; **এবম্**—এইভাবে; **উদিতাঃ**—উপদিষ্ট হয়ে; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **ব্রহ্মণা**—ব্রহ্মার দ্বারা; **বিগত-জ্বরাঃ**—অসুরজনিত সন্তাপ থেকে মুক্ত হয়ে; **ঋষিম্**—মহান ঋষি; **ত্বাষ্ট্রম্**—ত্বষ্টার পুত্রের কাছে; **উপব্রজ্য**—গিয়ে; **পরিষ্বজ্য**—আলিঙ্গন করে; **ইদম্**—এই; **অব্রুবন্**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে ব্রহ্মা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে এবং তাঁদের উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত হয়ে, সমস্ত দেবতারা ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপের কাছে গিয়েছিলেন, এবং তাঁকে আলিঙ্গন করে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

শ্লোক ২৭

শ্রীদেবা উচুঃ

বয়ং তেঽতিথয়ঃ প্রাপ্তা আশ্রমং ভদ্রমস্তু তে ।
কামঃ সম্পাদ্যতাং তাত পিতৃণাং সময়োচিতঃ ॥ ২৭ ॥

শ্রীদেবাঃ উচুঃ—দেবতারা বললেন; **বয়ম্**—আমরা; **তে**—তোমার; **অতিথয়ঃ**—অতিথি; **প্রাপ্তাঃ**—উপস্থিত হয়েছি; **আশ্রমম্**—তোমার আশ্রমে; **ভদ্রম্**—কল্যাণ; **অস্তু**—হোক; **তে**—তোমার; **কামঃ**—বাসনা; **সম্পাদ্যতাম্**—পূর্ণ হোক; **তাত**—হে পুত্র; **পিতৃণাম্**—তোমার পিতৃসদৃশ; **সময়োচিতঃ**—এই সময়ের উপযুক্ত।

অনুবাদ

দেবতারা বললেন, হে বিশ্বরূপ, তোমার মঙ্গল হোক। আমরা দেবতারা তোমার আশ্রমে অতিথিরূপে এসেছি। আমরা তোমার পিতৃতুল্য, তাই আমাদের সময়োচিত বাসনা পূর্ণ কর।

শ্লোক ২৮

পুত্রাণাং হি পরো ধর্মঃ পিতৃশুশ্রূষণং সতাম্ ।
অপি পুত্রবতাং ব্রহ্মন্ কিমুত ব্রহ্মচারিণাম্ ॥ ২৮ ॥

পুত্রাণাম্—পুত্রদের; **হি**—বস্তুত; **পরঃ**—শ্রেষ্ঠ; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **পিতৃ-শুশ্রূষণম্**—পিতাদের সেবা; **সতাম্**—সৎ; **অপি**—ও; **পুত্র-বতাম্**—পুত্রবানদের; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **কিম্ উত**—আর কি বলব; **ব্রহ্মচারিণাম্**—ব্রহ্মচারীদের।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ, পুত্রবান হলেও পিতার সেবা করাই পুত্রের পরম ধর্ম, যাঁরা ব্রহ্মচারী, তাঁদের কথা আর কি বলব?

শ্লোক ২৯-৩০

আচার্যো ব্রহ্মণো মূর্তিঃ পিতা মূর্তিঃ প্রজাপতেঃ ।
ভ্রাতা মরুৎপতের্মূর্তির্মাতা সাক্ষাৎ ক্ষিতেস্তনুঃ ॥ ২৯ ॥

দয়ায়া ভগিনী মূর্তির্ধর্মস্যাত্মাতিথিঃ স্বয়ম্ ।
অগ্নেরভ্যাগতো মূর্তিঃ সর্বভূতানি চাত্মনঃ ॥ ৩০ ॥

আচার্যঃ—যিনি স্বয়ং আচরণ করে বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেন, সেই শিক্ষক বা গুরু; **ব্রহ্মণঃ**—সমস্ত বেদের; **মূর্তিঃ**—মূর্ত-স্বরূপ; **পিতা**—পিতা; **মূর্তিঃ**—মূর্ত-স্বরূপ; **প্রজাপতেঃ**—ব্রহ্মার; **ভ্রাতা**—ভাই; **মরুৎ-পতেঃ মূর্তিঃ**—মূর্তিমান ইন্দ্র স্বয়ং **মাতা**—মা; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **ক্ষিতেঃ**—পৃথিবীর; **তনুঃ**—দেহ; **দয়ায়াঃ**—দয়ার; **ভগিনী**—ভগ্নী; **মূর্তিঃ**—মূর্তি; **ধর্মস্য**—ধর্মের; **আত্ম**—আত্মা; **অতিথিঃ**—অতিথি; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **অগ্নেঃ**—অগ্নিদেবের; **অভ্যাগতঃ**—নিমন্ত্রিত ব্যক্তি; **মূর্তিঃ**—মূর্তি; **সর্ব-ভূতানি**—সমস্ত জীবের; **চ**—এবং; **আত্মনঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর।

অনুবাদ

যিনি উপনয়ন প্রদান করে বৈদিক জ্ঞান শিক্ষা দান করেন, সেই আচার্য হচ্ছেন বেদের মূর্তি। তেমনই, পিতা ব্রহ্মার মূর্তি, ভ্রাতা ইন্দ্রের মূর্তি, মাতা সাক্ষাৎ পৃথিবীর মূর্তি, ভগিনী দয়ার মূর্তি, অতিথি স্বয়ং ধর্মের মূর্তি, অভ্যাগত অগ্নিদেবের মূর্তি এবং সমস্ত জীবেরা হচ্ছেন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মূর্তি।

তাৎপর্য

চাণক্য পণ্ডিতের নীতি অনুসারে, *আত্মবৎ সর্বভূতেষু*—সমস্ত জীবদের নিজেরই মতো দর্শন করা উচিত। তার অর্থ এই যে, কাউকে তুচ্ছ বলে উপেক্ষা করা উচিত নয়, কারণ পরমাত্মা সকলেরই শরীরে অবস্থান করছেন। তাই সকলকে ভগবানের মন্দির বলে মনে করে সম্মান করা উচিত। এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে গুরুদেব, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, অতিথি এবং অভ্যাগতকে সম্মান করা উচিত।

শ্লোক ৩১

তস্মাৎ পিতৄণামার্তানামার্তিং পরপরাভবম্ ।
তপসাপনয়ংস্তাত সন্দেশং কর্তুমর্হসি ॥ ৩১ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **পিতৄণাম্**—পিতাদের; **আর্তানাম্**—দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত; **আর্তিম্**—দুঃখ; **পর-পরাভবম্**—শত্রুদের দ্বারা পরাজিত হয়ে; **তপসা**—তোমার তপোবলের দ্বারা; **অপনয়ন্**—দূর কর; **তাত**—হে প্রিয় পুত্র; **সন্দেশম্**—আমাদের বাসনা; **কর্তুম্ অর্হসি**—তুমি পূর্ণ করতে সমর্থ।

অনুবাদ

হে পুত্র, আমরা শত্রুদের কাছে পরাজিত হয়ে অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি। তুমি তোমার তপোবলের দ্বারা আমাদের সেই দুঃখ দূর কর। আমাদের এই প্রার্থনা তুমি পূর্ণ কর।

শ্লোক ৩২

বৃণীমহে ত্বোপাধ্যায়ং ব্রহ্মিষ্ঠং ব্রাহ্মণং গুরুম্ ।
যথাঞ্জসা বিজেষ্যামঃ সপত্নাংস্তব তেজসা ॥ ৩২ ॥

বৃণীমহে—আমরা মনোনয়ন করেছি; **ত্বা**—তোমাকে; **উপাধ্যায়ম্**—শিক্ষক এবং গুরুরূপে; **ব্রহ্মিষ্ঠম্**—পরমব্রহ্ম সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত হওয়ার ফলে; **ব্রাহ্মণম্**—যোগ্য ব্রাহ্মণ; **গুরুম্**—আদর্শ গুরু; **যথা**—যার ফলে; **অঞ্জসা**—অনায়াসে; **বিজেষ্যামঃ**—আমরা পরাজিত করব; **সপত্নান্**—আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের; **তব**—তোমার; **তেজসা**—তপোবলের দ্বারা।

অনুবাদ

তুমি যেহেতু পূর্ণরূপে পরব্রহ্মকে জেনেছ, তাই তুমি একজন আদর্শ ব্রাহ্মণ এবং সমস্ত বর্ণের গুরু। আমরা তোমাকে আমাদের গুরু এবং পরিচালক রূপে বরণ করছি, যাতে তোমার তপোবলের প্রভাবে আমরা অনায়াসে শত্রুদের পরাজিত করতে পারি।

তাৎপর্য

বিশেষ কার্য সম্পাদনের জন্য বিশেষ প্রকার গুরুর শরণাগত হতে হয়। তাই বিশ্বরূপ যদিও দেবতাদের চেয়ে কনিষ্ঠ ছিলেন, তবুও অসুরদের পরাজিত করার জন্য দেবতারা তাঁকে গুরুরূপে বরণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৩

ন গর্হয়ন্তি হ্যর্থেষু যবিষ্ঠাঙ্ঘ্র্যভিবাদনম্ ।
ছন্দোভ্যোঽন্যত্র ন ব্রহ্মন্ বয়ো জ্যৈষ্ঠ্যস্য কারণম্ ॥ ৩৩ ॥

ন—না; **গর্হয়ন্তি**—নিষেধ করে; **হি**—বস্তুত; **অর্থেষু**—স্বার্থ সিদ্ধির জন্য; **যবিষ্ঠ-অঙ্ঘ্রি**—কনিষ্ঠের চরণে; **অভিবাদনম্**—প্রণতি নিবেদন; **ছন্দোভ্যঃ**—বৈদিক মন্ত্র;

অন্যত্র—ব্যতীত; **ন**—না; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **বয়ঃ**—বয়সে; **জ্যৈষ্ঠ্যস্য**—জ্যেষ্ঠের; **কারণম্**—কারণ।

অনুবাদ

দেবতারা বললেন—আমাদের কনিষ্ঠ বলে তুমি মনে কোন নিন্দার আশঙ্কা করো না, বৈদিক মন্ত্রের ক্ষেত্রে এই শিষ্টাচার প্রযোজ্য নয়। বৈদিক মন্ত্র ব্যতীত অন্য সমস্ত ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হয় বয়সের পরিপ্রেক্ষিতে, কিন্তু বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণে অধিক উন্নত হলে কনিষ্ঠও জ্যেষ্ঠের প্রণম্য। অতএব যদিও সম্পর্কের দিক দিয়ে তুমি আমাদের কনিষ্ঠ তবুও তুমিই আমাদের পুরোহিত হবে, সেই জন্য কোন সংকোচ করো না।

তাৎপর্য

বলা হয়, *বৃদ্ধত্বং বয়সা বিনা*—বয়সে বড় না হলেও জ্যেষ্ঠ হওয়া যায়। কেউ যদি জ্ঞানে বরিষ্ঠ হয়, তা হলে বয়সে জ্যেষ্ঠ না হলেও সে জ্যেষ্ঠ। দেবতাদের সম্পর্কে বিশ্বরূপ কনিষ্ঠ ছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন তাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র, কিন্তু দেবতারা তাঁকে তাঁদের পুরোহিত রূপে বরণ করতে চেয়েছিলেন, এবং তাই তাঁকে তাঁদের প্রণাম গ্রহণ করতে হয়েছিল। দেবতারা তাঁকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়েছিলেন যে, তাতে সংকোচের কোন কারণ নেই, কারণ বৈদিক জ্ঞানে তিনি যেহেতু প্রবীণ, তাই তিনি তাঁদের পুরোহিত হতে পারেন। তেমনই, চাণক্য পণ্ডিত উপদেশ দিয়েছেন, *নীচাদ্ অপ্যুত্তমং জ্ঞানম্*—নিম্নবর্ণের মানুষের কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করা যায়। সমাজের সর্বোচ্চ বর্ণ ব্রাহ্মণেরা সকলের শিক্ষক, কিন্তু ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র পরিবারভুক্ত ব্যক্তি যদি জ্ঞানী হন, তবে তাঁকে শিক্ষকরূপে বরণ করা যায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে সেই সম্বন্ধে বলেছেন (*শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য* ৮/১২৮)—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয় ।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই 'গুরু' হয় ॥

মানুষ ব্রাহ্মণ না শূদ্র, গৃহস্থ না সন্ন্যাসী তাতে কিছু যায় আসে না। এগুলি সবই জড়-জাগতিক উপাধি। পারমার্থিক জ্ঞানে উন্নত ব্যক্তির এই সমস্ত উপাধিতে কিছু যায় আসে না। তাই, কেউ যদি কৃষ্ণভক্তির বিজ্ঞানে উন্নত হন, তাঁর সামাজিক স্থিতি যাই হোক না কেন, তিনি গুরু হতে পারেন।

শ্লোক ৩৪

শ্রীঋষিরুবাচ

অভ্যর্থিতঃ সুরগণৈঃ পৌরহিত্যে মহাতপাঃ ।
স বিশ্বরূপস্তানাহ প্রসন্নঃ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা ॥ ৩৪ ॥

শ্রীঋষিঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **অভ্যর্থিতঃ**—প্রার্থিত হয়ে; **সুর-গণৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **পৌরহিত্যে**—পৌরোহিত্য বরণ করতে; **মহা-তপাঃ**—মহা তপস্বী; **সঃ**—তিনি; **বিশ্বরূপঃ**—বিশ্বরূপ; **তান্**—দেবতাদের; **আহ**—বলেছিলেন; **প্রসন্নঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **শ্লক্ষ্ণয়া**—মধুর; **গিরা**— বাক্যের দ্বারা।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—সমস্ত দেবতারা যখন মহা তপস্বী বিশ্বরূপকে তাঁদের পুরোহিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন, তখন তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে উত্তর দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৫

শ্রীবিশ্বরূপ উবাচ

বিগর্হিতং ধর্মশীলৈর্ব্রহ্মবর্চউপব্যয়ম্ ।
কথং নু মদ্বিধো নাথা লোকেশৈরভিযাচিতম্ ।
প্রত্যাখ্যাস্যতি তচ্ছিষ্যঃ স এব স্বার্থ উচ্যতে ॥ ৩৫ ॥

শ্রী-বিশ্বরূপঃ উবাচ—শ্রীবিশ্বরূপ বললেন; **বিগর্হিতম্**—নিন্দনীয়; **ধর্ম-শীলৈঃ**—ধর্মপরায়ণ; **ব্রহ্মবর্চঃ**—ব্রহ্মতেজ; **উপব্যয়ম্**—ক্ষয়কারক; **কথম্**—কিভাবে; **নু**—বস্তুতপক্ষে; **মৎ-বিধঃ**—আমার মতো; **নাথাঃ**—হে আমার প্রভুগণ; **লোক-ঈশৈঃ**—বিভিন্ন লোকপালদের দ্বারা; **অভিযাচিতম্**—প্রার্থনা; **প্রত্যাখ্যাস্যতি**—প্রত্যাখ্যান করবে; **তৎ-শিষ্যঃ**—যে তাঁদের শিষ্যসদৃশ; **সঃ**—তা; **এব**—বস্তুত; **স্ব-অর্থঃ**—প্রকৃত স্বার্থ; **উচ্যতে**—বলা হয়।

অনুবাদ

শ্রীবিশ্বরূপ বললেন—হে দেবতাগণ, পৌরোহিত্য পূর্বলব্ধ ব্রহ্মতেজের ক্ষয়কারক বলে যদিও ধর্মশীল মুনিরা তার নিন্দা করেন, তবুও আমি কিভাবে আপনাদের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করতে পারি? আপনারা ব্রহ্মাণ্ডের মহান অধ্যক্ষ। আমি

আপনাদের শিষ্যসদৃশ এবং আপনাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করাই আমার কর্তব্য। আমি আপনাদের প্রত্যাখ্যান করতে পারি না। তাই আমার নিজের মঙ্গলের জন্য আমি অবশ্যই আপনাদের অনুরোধ রক্ষা করব।

তাৎপর্য

যোগ্য ব্রাহ্মণের বৃত্তি হচ্ছে পঠন, পাঠন, যজন, যাজন, দান এবং প্রতিগ্রহ। যজন এবং যাজন শব্দ দুটির অর্থ হচ্ছে জনসাধারণের উন্নতি সাধনের জন্য পৌরোহিত্য করা। যিনি গুরুর পদ অঙ্গীকার করেন, তিনি যজমানদের অর্থাৎ যার জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, তার পাপ মোচন করেন। এইভাবে পুরোহিত অথবা গুরুদেবের পূর্বার্জিত পুণ্যফল ক্ষয় হয়। তাই বিজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা পৌরোহিত্য বরণ করতে চান না। কিন্তু তা সত্ত্বেও মহাজ্ঞানী ব্রাহ্মণ বিশ্বরূপ দেবতাদের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধাবশত, তাঁদের পৌরোহিত্য বরণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৬

অকিঞ্চনানাং হি ধনং শিলোঞ্ছনং
তেনেহ নির্বর্তিতসাধুসৎক্রিয়ঃ ।
কথং বিগর্হ্যং নু করোম্যধীশ্বরাঃ
পৌরোধসং হৃষ্যতি যেন দুর্মতিঃ ॥ ৩৬ ॥

অকিঞ্চনানাম্—যাঁরা জড়-জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তপস্যা করেন; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **ধনম্**—ধন; **শিল**—শস্যক্ষেত্রে পরিত্যক্ত শস্য সংগ্রহ করে; **উঞ্ছনম্**—এবং বাজারে পতিত শস্য সংগ্রহ করে; **তেন**—সেই বৃত্তির দ্বারা; **ইহ**—এখানে; **নির্বর্তিত**—প্রাপ্ত হয়ে; **সাধু**—মহান ভক্তদের; **সৎ-ক্রিয়ঃ**—সমস্ত পুণ্যকর্ম; **কথম্**—কিভাবে; **বিগর্হ্যম্**—নিন্দনীয়; **নু**—বস্তুত; **করোমি**—করব; **অধীশ্বরাঃ**—হে স্বর্গলোকের মহান অধীশ্বরগণ; **পৌরোধসম্**—পুরোহিতের ধর্ম; **হৃষ্যতি**—প্রসন্ন হন; **যেন**—যার দ্বারা; **দুর্মতিঃ**—অল্প বুদ্ধি।

অনুবাদ

হে বিভিন্ন লোকের অধীশ্বরগণ, শস্যক্ষেত্রে পরিত্যক্ত শস্যকণিকা গ্রহণ করে এবং হাটে পতিত শস্য গ্রহণ করে শিলোঞ্ছন বৃত্তির দ্বারাই আদর্শ অকিঞ্চন ব্রাহ্মণেরা

দেহ ধারণ করেন। এইভাবে গৃহস্থ ব্রাহ্মণ তপস্যা করে নিজের এবং পরিবারের ভরণ-পোষণ করেন, এবং সর্বপ্রকার বাঞ্ছনীয় পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠান করেন। যে ব্রাহ্মণ পৌরোহিত্য কর্মের দ্বারা ধন উপার্জন করে সুখভোগ করতে চান, তিনি অত্যন্ত নিচ মনোবৃত্তি সম্পন্ন। সেই প্রকার পৌরোহিত্য আমি কিভাবে গ্রহণ করব?

তাৎপর্য

সর্বোচ্চ স্তরের ব্রাহ্মণ তাঁর শিষ্য অথবা যজমানের থেকে কখনও কোন দক্ষিণা গ্রহণ করেন না। তপস্যা-পরায়ণ হয়ে তিনি শস্যক্ষেত্রে পরিত্যক্ত শস্য সংগ্রহ করে অথবা হাটে পতিত শস্য সংগ্রহ করে তিনি তাঁর নিজের দেহ ধারণ করেন এবং পরিবার পরিজনের ভরণ-পোষণ করেন। এই প্রকার ব্রাহ্মণেরা কখনও ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যদের মতো ঐশ্বর্যময় জীবন যাপন করার জন্য তাঁদের শিষ্যদের কাছ থেকে কোন কিছু গ্রহণ করেন না। পক্ষান্তরে, শুদ্ধ ব্রাহ্মণ স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ করেন, এবং সর্বতোভাবে ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করে জীবন যাপন করেন। কয়েক বছর আগেও নবদ্বীপের নিকটবর্তী কৃষ্ণনগরে এক ব্রাহ্মণ থাকতেন, যাঁকে স্থানীয় জমিদার ব্রজ কৃষ্ণচন্দ্র আর্থিক সাহায্য দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ তাঁর সেই আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, তাঁর শিষ্যদের দেওয়া অন্ন এবং তেঁতুল পাতা সিদ্ধ করে তিনি তাঁর গৃহস্থ জীবনে অতি সুখে রয়েছেন এবং জমিদারের সাহায্য গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন তাঁর নেই। অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ যদি তাঁর শিষ্যের কাছ থেকে বহু ধন-সম্পদ প্রাপ্তও হন, তবুও সেই ধন তাঁর ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যবহার না করে, তা পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় ব্যবহার করাই কর্তব্য।

শ্লোক ৩৭

তথাপি ন প্রতিব্রূয়াং গুরুভিঃ প্রার্থিতং কিয়ৎ।
ভবতাং প্রার্থিতং সর্বং প্রাণৈরর্থৈশ্চ সাধয়ে ॥ ৩৭ ॥

তথাপি—তা সত্ত্বেও; **ন**—না; **প্রতিব্রূয়াম্**—আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারি; **গুরুভিঃ**—আমার গুরুতুল্য ব্যক্তিদের; **প্রার্থিতম্**—অনুরোধ; **কিয়ৎ**—তুচ্ছ; **ভবতাম্**—আপনাদের সকলের; **প্রার্থিতম্**—বাসনা; **সর্বম্**—পূর্ণ; **প্রাণৈঃ**—আমার জীবন দিয়ে; **অর্থৈঃ**—আমার ধন দিয়ে; **চ**—ও; **সাধয়ে**—আমি সম্পাদন করব।

অনুবাদ

আপনারা সকলে আমার গুরুজন। তাই, পৌরোহিত্য নিন্দনীয় হলেও, আমি আপনাদের স্বল্পমাত্র প্রার্থনাও প্রত্যাখ্যান করতে পারি না। আমি আমার ধন ও প্রাণ দিয়ে আপনাদের অনুরোধ সাধন করব।

শ্লোক ৩৮

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

তেভ্য এবং প্রতিশ্রুত্য বিশ্বরূপো মহাতপাঃ ।
পৌরহিত্যং বৃতশ্চক্রে পরমেণ সমাধিনা ॥ ৩৮ ॥

শ্রী-বাদরায়ণিঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **তেভ্যঃ**—তাঁদের (দেবতাদের); **এবম্**—এইভাবে; **প্রতিশ্রুত্য**—প্রতিশ্রুতি দিয়ে; **বিশ্বরূপঃ**—বিশ্বরূপ; **মহা-তপাঃ**—মহা তপস্বী; **পৌরহিত্যম্**—পৌরোহিত্য; **বৃতঃ**—পরিবৃত হয়ে; **চক্রে**—সম্পাদন করেছিলেন; **পরমেণ**—পরম; **সমাধিনা**—মনোযোগ সহকারে।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, এইভাবে দেবতাদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মহাতপা বিশ্বরূপ দেবতাগণ পরিবৃত হয়ে পরম উদ্যম এবং মনোযোগ সহকারে পৌরোহিত্য-কার্য সম্পাদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

সমাধিনা শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। *সমাধি* শব্দটির অর্থ হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে একাগ্র চিত্তে কোন কার্যে মগ্ন হওয়া। মহাজ্ঞানী ব্রাহ্মণ বিশ্বরূপ কেবল দেবতাদের অনুরোধই স্বীকার করেননি, তিনি তাঁদের অনুরোধে অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে এবং একাগ্র চিত্তে পৌরোহিত্য-কার্য সম্পাদন করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি কোন রকম জাগতিক লাভের জন্য সেই পৌরোহিত্য কার্য অঙ্গীকার করেননি, তিনি তা অঙ্গীকার করেছিলেন দেবতাদের লাভের জন্য। এটিই হচ্ছে পুরোহিতের কর্তব্য। *পুরঃ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'পরিবার' এবং *হিত* মানে হচ্ছে 'লাভ'। এইভাবে *পুরোহিত* শব্দটির অর্থ হচ্ছে পরিবারের শুভাকাঙ্ক্ষী। *পুরঃ* শব্দটির আর একটি অর্থ হচ্ছে 'প্রথম'। পুরোহিতের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে সর্বতোভাবে শিষ্যের ঐহিক এবং পারমার্থিক মঙ্গল সাধন করা। তখন তিনি প্রসন্ন হন। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কখনও বৈদিক অনুষ্ঠান করা পুরোহিতের কর্তব্য নয়।

শ্লোক ৩৯

সুরদ্বিষাং শ্রিয়ং গুপ্তামৌশনস্যাপি বিদ্যয়া ।
আচ্ছিদ্যাদান্মহেন্দ্রায় বৈষ্ণব্যা বিদ্যয়া বিভুঃ ॥ ৩৯ ॥

সুর-দ্বিষাম্—দেবতাদের শত্রু; **শ্রিয়ম্**—ঐশ্বর্য; **গুপ্তাম্**—সুরক্ষিত; **ঔশনস্য**—শুক্রাচার্যের; **অপি**—যদিও; **বিদ্যয়া**—বিদ্যার দ্বারা; **আচ্ছিদ্য**—সংগ্রহ করে; **অদাৎ**—প্রদান করেছিলেন; **মহা-ইন্দ্রায়**—মহারাজ ইন্দ্রকে; **বৈষ্ণব্যা**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **বিদ্যয়া**—প্রার্থনার দ্বারা; **বিভুঃ**—অত্যন্ত শক্তিমান বিশ্বরূপ।

অনুবাদ

শুক্রাচার্যের বিদ্যার দ্বারা যদিও দেবতাদের শত্রু দৈত্যদের ঐশ্বর্য রক্ষিত হয়েছিল, তবুও অত্যন্ত শক্তিমান বিশ্বরূপ নারায়ণ-কবচ নামক এক সুরক্ষাত্মক স্তোত্র রচনা পূর্বক সেই মন্ত্রের দ্বারা দৈত্যদের ঐশ্বর্য আহরণ করে তা মহেন্দ্রকে প্রদান করেছিলেন।

তাৎপর্য

দেবতা এবং অসুরদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, দেবতারা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ভক্ত আর অসুরেরা শিব, কালী, দুর্গা আদি দেবতাদের ভক্ত। কখনও কখনও অসুরেরা ব্রহ্মারও ভক্ত হয়। যেমন, হিরণ্যকশিপু ছিল ব্রহ্মার ভক্ত, রাবণ ছিল শিবের ভক্ত এবং মহিষাসুর ছিল দুর্গার ভক্ত। দেবতারা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ভক্ত (*বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব*), কিন্তু অসুরেরা (*আসুরস্তদ্-বিপর্যয়ঃ*) সর্বদা বিষ্ণুভক্তদের অথবা বৈষ্ণবদের বিরোধী। বৈষ্ণবদের বিরোধিতা করার জন্য অসুরেরা শিব, ব্রহ্মা, কালী, দুর্গা আদির ভক্ত হয়। বহুকাল পূর্বে দেব এবং অসুরদের মধ্যে শত্রুতা ছিল এবং সেই মনোভাব এখনও রয়েছে। তাই শিব এবং দুর্গার ভক্তরা বিষ্ণুর ভক্ত বৈষ্ণবদের প্রতি সর্বদা মাৎসর্য-পরায়ণ। শিব ভক্ত এবং বিষ্ণুর ভক্তদের মধ্যে এই বৈরীভাব চিরকাল রয়েছে। উচ্চতর লোকেও দেবতা এবং অসুরদের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ হয়।

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বিশ্বরূপ দেবতাদের রক্ষার জন্য বিষ্ণুমন্ত্রে সম্পৃক্ত এক কবচ তৈরি করেছিলেন। কখনও কখনও বিষ্ণুমন্ত্রকে বলা হয় বিষ্ণুজ্বর এবং শিবমন্ত্রকে বলা হয় শিবজ্বর। শাস্ত্রে আমরা দেখতে পাই যে, কখনও কখনও অসুর এবং দেবতাদের মধ্যে যুদ্ধে শিবজ্বর এবং বিষ্ণুজ্বরের প্রয়োগ হয়।

এই শ্লোকে *সুরদ্বিষাম্* অর্থাৎ 'দেবতাদের শত্রু' শব্দটি নাস্তিকদেরও ইঙ্গিত করে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে যে, অসুর অথবা নাস্তিকদের বিমোহিত করার জন্য ভগবান বুদ্ধদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান সর্বদা তাঁর ভক্তদের আশীর্বাদ প্রদান করেন। *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩১) ভগবান স্বয়ং সেই কথা প্রতিপন্ন করেছেন—

কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ।

"হে কৌন্তেয়, দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা কর যে, আমার ভক্তের কখনও বিনাশ হয় না।"

শ্লোক ৪০

যয়া গুপ্তঃ সহস্রাক্ষো জিগ্যেঽসুরচমূর্বিভুঃ ।
তাং প্রাহ স মহেন্দ্রায় বিশ্বরূপ উদারধীঃ ॥ ৪০ ॥

যয়া—যার দ্বারা; **গুপ্তঃ**—রক্ষিত; **সহস্র-অক্ষঃ**—সহস্র চক্ষু সমন্বিত ইন্দ্র; **জিগ্যে**—জয় করেছিলেন; **অসুর**—অসুরদের; **চমূঃ**—সামরিক শক্তি; **বিভুঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে; **তাম্**—তা; **প্রাহ**—বলেছিলেন; **সঃ**—তিনি; **মহেন্দ্রায়**—দেবরাজ ইন্দ্রকে; **বিশ্বরূপঃ**—বিশ্বরূপ; **উদারধীঃ**—অত্যন্ত উদারমতি।

অনুবাদ

অত্যন্ত উদারমতি বিশ্বরূপ সহস্রাক্ষ ইন্দ্রকে যে গুহ্য মন্ত্র প্রদান করেছিলেন, তা ইন্দ্রকে রক্ষা করেছিল এবং দৈত্য সৈন্যদের জয় করেছিল।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের 'দেবগুরু বৃহস্পতিকে ইন্দ্রের অপমান' নামক সপ্তম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

অষ্টম অধ্যায়

নারায়ণ-কবচ

দেবরাজ ইন্দ্র কিভাবে অসুর সৈন্যদের জয় করেছিলেন, তা এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং বিষ্ণুমন্ত্র সমন্বিত নারায়ণ-কবচের বিষয়ও বর্ণনা করা হয়েছে।

এই কবচের দ্বারা রক্ষাপ্রাপ্ত হতে হলে, প্রথমে কুশ গ্রহণ ও আচমন করে মৌন অবলম্বনপূর্বক অষ্টাক্ষর মন্ত্রের দ্বারা অঙ্গন্যাস এবং দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের দ্বারা করন্যাস করতে হবে। অষ্টাক্ষর মন্ত্র হচ্ছে *ওঁ নমো নারায়ণায়* । এই মন্ত্র শরীরের সম্মুখে এবং পিছনে ন্যস্ত করা উচিত। দ্বাদশাক্ষর প্রণব বা ওঁকার সমন্বিত মন্ত্র হচ্ছে *ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়* । এই দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্রের প্রতিটি অক্ষর প্রণব সম্পুটিত করে, দক্ষিণ তর্জনী থেকে বাম তর্জনী পর্যন্ত ক্রমে আটটি বর্ণ ন্যাস করে অবশিষ্ট চারটি বর্ণ দুই হাতের প্রত্যেক আঙ্গুলে আদি ও অন্ত পর্বে ন্যাস করতে হবে। তারপর *ওঁ বিষ্ণবে নমঃ* —এই ছয় অক্ষর মন্ত্রটির প্রত্যেক অক্ষরটি যথাক্রমে হৃদয়ে, মস্তকে, ভুরুযুগলের মাঝখানে, শিখায়, নেত্রদ্বয়ের মাঝখানে ও সন্ধিস্থলে ন্যাস করে *মঃ অস্ত্রায় ফট্*—এই মন্ত্রে দিকবন্ধন করে *নাদেবো দেবমর্চয়েৎ*—অর্থাৎ যারা দেবতার পর্যায়ে উন্নীত হয়নি তারা এই মন্ত্র অর্চন করতে পারে না। এই শাস্ত্র বচন অনুসারে নিজেকে গুণগতভাবে পরম ঈশ্বর থেকে অভিন্ন বলে চিন্তা করতে হবে।

এইভাবে ন্যাস সমাপ্তির পর, গরুড়ের স্কন্ধে আসীন অষ্টভুজ বিষ্ণুর স্তব করতে হবে। পরে মৎস্য, বামন, কূর্ম, নৃসিংহ, বরাহ, পরশুরাম, লক্ষ্মণাগ্রজ রামচন্দ্র, নরনারায়ণ, শক্ত্যাবেশ অবতার দত্তাত্রেয়, কপিল, সনৎকুমার, হয়গ্রীব, ভক্তাবতার দেবর্ষি নারদ, ধন্বন্তরি, ঋষভদেব, যজ্ঞ, বলরাম, ব্যাসদেব, বুদ্ধদেব, কেশব, বৃন্দাবনেশ্বর গোবিন্দ, পরব্যোমনাথ নারায়ণ, মধুসূদন, ত্রিধামা, মাধব, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, জনার্দন, দামোদর, বিশ্বেশ্বর প্রভৃতি স্বয়ং ভগবান, স্বাংশ এবং শক্ত্যাবেশ অবতারদের স্তব করে নারায়ণের অস্ত্র সুদর্শন, গদা, শঙ্খ ও খড়্গের বন্দনা করতে হবে।

এই বিধি বর্ণনা করার পর, শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে বর্ণনা করেছিলেন কিভাবে বৃত্রাসুরের ভ্রাতা বিশ্বরূপ নারায়ণ-কবচ ও তার মাহাত্ম্য ইন্দ্রের কাছে বর্ণনা করেছিলেন।

শ্লোক ১-২

শ্রীরাজোবাচ

যয়া গুপ্তঃ সহস্রাক্ষঃ সবাহান্ রিপুসৈনিকান্ ।
ক্রীড়ন্নিব বিনির্জিত্য ত্রিলোক্যা বুভুজে শ্রিয়ম্ ॥ ১ ॥
ভগবংস্তন্মমাখ্যাহি বর্ম নারায়ণাত্মকম্ ।
যথাততায়িনঃ শত্রূন্ যেন গুপ্তোঽজয়ন্মৃধে ॥ ২ ॥

শ্রীরাজা উবাচ—পরীক্ষিৎ মহারাজ বললেন; **যয়া**—যার দ্বারা (কবচ); **গুপ্তঃ**—সুরক্ষিত; **সহস্র-অক্ষঃ**—সহস্র চক্ষু ইন্দ্র; **স-বাহান্**—তাঁদের বাহন সহ; **রিপু-সৈনিকান্**—শত্রুদের সৈন্য এবং সেনাপতি; **ক্রীড়ন্ ইব**—অনায়াসে; **বিনির্জিত্য**—জয় করে; **ত্রি-লোক্যাঃ**—ত্রিভুবনের (স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতালের); **বুভুজে**—ভোগ করেছিলেন; **শ্রিয়ম্**—ঐশ্বর্য; **ভগবন্**—হে মহর্ষি; **তৎ**—তা; **মম**—আমার কাছে; **আখ্যাহি**—দয়া করে বলুন; **বর্ম**—মন্ত্র নির্মিত কবচ; **নারায়ণ-আত্মকম্**—নারায়ণের কৃপা সমন্বিত; **যথা**—যেভাবে; **আততায়িনঃ**—যাঁরা তাঁকে হত্যা করতে চেষ্টা করেছিল; **শত্রূন্**—শত্রুসমূহ; **যেন**—যার দ্বারা; **গুপ্তঃ**—সুরক্ষিত হয়ে; **অজয়ৎ**—জয় করেছিলেন; **মৃধে**—যুদ্ধে।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—হে প্রভু, যে বিষ্ণুমন্ত্রের দ্বারা রক্ষিত হয়ে, দেবরাজ ইন্দ্র অনায়াসে বাহন সহ শত্রু সৈন্যদের জয় করে ত্রিলোকের ঐশ্বর্য ভোগ করেছিলেন, সেই বিষয়ে আমাকে বলুন। যে নারায়ণ-কবচের দ্বারা রক্ষিত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র যুদ্ধে বধোদ্যত শত্রুদের জয় করেছিলেন, সেই সম্বন্ধেও আমাকে বলুন।

শ্লোক ৩

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

বৃতঃ পুরোহিতস্ত্বাষ্ট্রো মহেন্দ্রায়ানুপৃচ্ছতে ।
নারায়ণাখ্যং বর্মাহ তদিহৈকমনাঃ শৃণু ॥ ৩ ॥

শ্রী-বাদরায়ণিঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **বৃতঃ**—নিযুক্ত; **পুরোহিতঃ**—পুরোহিত; **ত্বাষ্ট্রঃ**—ত্বষ্টার পুত্র; **মহেন্দ্রায়**—দেবরাজ ইন্দ্রকে;

অনুপৃচ্ছতে—ইন্দ্র যখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন; **নারায়ণ-আখ্যম্**—নারায়ণ-কবচ নামক; **বর্ম**—মন্ত্র নির্মিত বর্ম; **আহ**—তিনি বলেছিলেন; **তৎ**—তা; **ইহ**—এই; **এক-মনাঃ**—গভীর মনোযোগ সহকারে; **শৃণু**—শ্রবণ করুন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—দেবগণ কর্তৃক পুরোহিতরূপে নিযুক্ত বিশ্বরূপের কাছে দেবতাদের রাজা ইন্দ্র নারায়ণ-কবচ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি যা বলেছিলেন, তা আমি বলছি, একাগ্র চিত্তে তা শ্রবণ করুন।

শ্লোক ৪-৬

শ্রীবিশ্বরূপ উবাচ

ধৌতাঙ্ঘ্রিপাণিরাচম্য সপবিত্র উদঙ্মুখঃ ।
কৃতস্বাঙ্গকরন্যাসো মন্ত্রাভ্যাং বাগ্‌যতঃ শুচিঃ ॥ ৪ ॥
নারায়ণপরং বর্ম সন্নহ্যেদ্ ভয় আগতে ।
পাদয়োর্জানুনোরূর্বোরুদরে হৃদ্যথোরসি ॥ ৫ ॥
মুখে শিরস্যানুপূর্ব্যাদোঙ্কারাদীনি বিন্যসেৎ ।
ওঁ নমো নারায়ণায়েতি বিপর্যয়মথাপি বা ॥ ৬ ॥

শ্রী-বিশ্বরূপঃ উবাচ—শ্রীবিশ্বরূপ বললেন; **ধৌত**—ভালভাবে ধুয়ে; **অঙ্ঘ্রি**—পা; **পাণিঃ**—হাত; **আচম্য**—আচমন করে; **সপবিত্রঃ**—কুশনির্মিত অঙ্গুরীয় উভয় হস্তের অনামিকায় ধারণ করে; **উদক্-মুখঃ**—উত্তর দিকে মুখ করে বসে; **কৃত**—করে; **স্ব-অঙ্গ-কর-ন্যাসঃ**—দেহের আটটি অঙ্গে এবং হাতের বারোটি ভাগে মানসিক সমর্পণ বা ন্যাস করে; **মন্ত্রাভ্যাম্**—দুটি মন্ত্র (*ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়* এবং *ও নমো নারায়ণায়*) সহকারে; **বাক্-যতঃ**—মৌন অবলম্বনপূর্বক; **শুচিঃ**—পবিত্র হয়ে; **নারায়ণ-পরম্**—নারায়ণাত্মক; **বর্ম**—কবচ; **সন্নহ্যেৎ**—ধারণ করে; **ভয়ে**—ভয়; **আগতে**—উপস্থিত হলে; **পাদয়োঃ**—পদদ্বয়; **জানুনোঃ**—জানুদ্বয়; **উর্বোঃ**—উরুদ্বয়; **উদরে**—উদর; **হৃদি**—হৃদয়; **অথ**—এইভাবে; **উরসি**—বক্ষঃস্থল; **মুখে**—মুখ; **শিরসি**—মস্তকে; **আনুপূর্ব্যাৎ**—যথাক্রমে; **ওঁকার-আদীনি**—ওঁকার আদি; **বিন্যসেৎ**—স্থাপন করবে; **ওঁ**—প্রণব; **নমঃ**—প্রণতি; **নারায়ণায়**—পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণকে; **ইতি**—এইভাবে; **বিপর্যয়ম্**—বিপরীতভাবে; **অথাপি**—অধিকন্তু; **বা**—অথবা।

অনুবাদ

বিশ্বরূপ বললেন—যদি কোন ভয় উপস্থিত হয়, তা হলে হাত এবং পা ভালভাবে ধুয়ে তারপর, ওঁ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোঽপি বা / যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ / শ্রীবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণু—এই মন্ত্র উচ্চারণ করে আচমন করবে। তারপর কুশ গ্রহণ করে উত্তরমুখে মৌন অবলম্বনপূর্বক বসে শুদ্ধভাবে অষ্টাক্ষর মন্ত্রের দ্বারা দেহের আটটি অঙ্গে অঙ্গন্যাস করবে এবং দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্রের দ্বারা করন্যাস করে নারায়ণ-কবচের দ্বারা নিম্নোক্তভাবে নিজেকে বন্ধন করবে। প্রথমে, ওঁ নমো নারায়ণায়—এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র উচ্চারণ করে হস্তের দ্বারা শরীরের আটটি অঙ্গ—পদদ্বয়, জানুদ্বয়, উরুদ্বয়, হৃদয়, উদর, বক্ষঃস্থল, মুখ ও মস্তক যথাক্রমে স্পর্শ করবে। তারপর বিপরীতভাবে অর্থাৎ 'য়' থেকে 'ওঁ' পর্যন্ত বর্ণসমূহ পা থেকে মাথা পর্যন্ত সংহার-ন্যাস করে পুনরায় 'ওঁ' থেকে 'য়' পর্যন্ত বর্ণসকল মাথা থেকে পা পর্যন্ত ক্রমে উৎপত্তি-ন্যাস করবে। এইভাবে উৎপত্তি-ন্যাস এবং সংহার-ন্যাস করা কর্তব্য।

শ্লোক ৭

করন্যাসং ততঃ কুর্যাদ্ দ্বাদশাক্ষরবিদ্যয়া ।
প্রণবাদিযকারান্তমঙ্গুল্যঙ্গুষ্ঠপর্বসু ॥ ৭ ॥

কর-ন্যাসম্—করন্যাস, যাতে অঙ্গুলিতে মন্ত্রের অক্ষর আরোপ করা হয়; **ততঃ**—তারপর; **কুর্যাৎ**—করা উচিত; **দ্বাদশ-অক্ষর**—দ্বাদশ অক্ষর সমন্বিত; **বিদ্যয়া**—মন্ত্রের দ্বারা; **প্রণবাদি**—ওঁ-কার দিয়ে শুরু; **য-কার-অন্তম্**—য-কারে যার শেষ হয়; **অঙ্গুলি**—তর্জনী থেকে শুরু করে অঙ্গুলিগুলিতে; **অঙ্গুষ্ঠ-পর্বসু**—অঙ্গুষ্ঠের পর্বে।

অনুবাদ

তারপর 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়' এই দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্রে করন্যাস করবে। এই মন্ত্রের এক-একটি অক্ষর প্রণব যুক্ত করে, ডান হাতের তর্জনী থেকে শুরু করে বাম হাতের তর্জনী পর্যন্ত এই আটটি আঙ্গুলে আটটি বর্ণ ন্যাস করবে। তারপর অবশিষ্ট চারটি অক্ষর দুই হাতের অঙ্গুষ্ঠের দুটি পর্বে ন্যাস করবে।

শ্লোক ৮-১০

ন্যাসেদ্ধৃদয় ওঙ্কারং বিকারমনু মূর্ধনি ।
ষকারং তু ভ্রুবোর্মধ্যে ণকারং শিখয়া ন্যসেৎ ॥ ৮ ॥
বেকারং নেত্রয়োর্যুঞ্জ্যান্নকারং সর্বসন্ধিষু ।
মকারমস্ত্রমুদ্দিশ্য মন্ত্রমূর্তির্ভবেদ্ বুধঃ ॥ ৯ ॥
সবিসর্গং ফড়ন্তং তৎ সর্বদিক্ষু বিনির্দিশেৎ ।
ওঁ বিষ্ণবে নম ইতি ॥ ১০ ॥

ন্যসেৎ—স্থাপন করবে; **হৃদয়ে**—হৃদয়ে; **ওঁকারম্**—প্রণব বা ওঁকার; **বি-কারম্**—বিষ্ণবের বি অক্ষর; **অনু**—তারপর; **মূর্ধনি**—মস্তকের উপর; **ষ-কারম্**—ষ-কার; **তু**—এবং; **ভ্রুবোঃ মধ্যে**—দুই ভ্রূর মধ্যে; **ণ-কারম্**—ণ-কার; **শিখয়া**—মাথার উপরে শিখায়; **ন্যসেৎ**—স্থাপন করবে; **বে-কারম্**—বে-কার; **নেত্রয়োঃ**—নেত্রদ্বয়ের মধ্যে; **যুঞ্জ্যাৎ**—স্থাপন করবে; **ন-কারম্**—নমঃ শব্দের ন-কার; **সর্ব-সন্ধিষু**—সমস্ত সন্ধির স্থলে; **ম-কারম্**—নমঃ শব্দের ম-কার; **অস্ত্রম্**—অস্ত্র; **উদ্দিশ্য**—ধ্যান করে; **মন্ত্র-মূর্তিঃ**—মন্ত্রের রূপ; **ভবেৎ**—হবে; **বুধঃ**—বুদ্ধিমান ব্যক্তি; **স-বিসর্গম্**—বিসর্গ (ঃ) সহ; **ফট্-অন্তম্**—ফট্ শব্দের দ্বারা যার শেষ হয়; **তৎ**—তা; **সর্ব-দিক্ষু**—সর্বদিকে; **বিনির্দিশেৎ**—বন্ধন করবে; **ওঁ**—প্রণব; **বিষ্ণবে**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে; **নমঃ**—প্রণতি; **ইতি**—এই প্রকার।

অনুবাদ

তারপর 'ওঁ বিষ্ণবে নমঃ'—এই ছয় অক্ষর সমন্বিত মন্ত্র ন্যাস করতে হবে, যথা হৃদয়ে 'ওঁ'—এই বর্ণ ন্যাস করবে, পরে মস্তকে 'বি'—এই বর্ণ, ভ্রূযুগলের মধ্যে 'ষ'-কার, শিখাগুচ্ছে 'ণ'-কার, নেত্রদ্বয়ের মধ্যে 'বে' ন্যাস করবে। তারপর মন্ত্র-জপকর্তা 'ন'-কার তাঁর দেহের সমস্ত সন্ধিস্থলে ন্যাস করে 'ম'-কারকে অস্ত্ররূপে চিন্তা করে ধ্যান করবে। এইভাবে তিনি স্বয়ং মন্ত্রমূর্তি হবেন। তারপর অন্তিম 'ম'-কারের সঙ্গে বিসর্গ যুক্ত করে, পূর্ব দিক থেকে শুরু করে সর্বদিকে 'মঃ অস্ত্রায় ফট্'—এই মন্ত্র উচ্চারণ করবেন। এইভাবে সমস্ত দিক এই মন্ত্ররূপ কবচের দ্বারা বন্ধন করা হবে।

শ্লোক ১১

আত্মানং পরমং ধ্যায়েদ্ ধ্যেয়ং ষট্‌শক্তিভির্যুতম্ ।
বিদ্যাতেজস্তপোমূর্তিমিমং মন্ত্রমুদাহরেৎ ॥ ১১ ॥

আত্মানম্—আত্মা; **পরমম্**—পরম; **ধ্যায়েৎ**—ধ্যান করে; **ধ্যেয়ম্**—ধ্যানের যোগ্য; **ষট্-শক্তিভিঃ**—ষড়ৈশ্বর্য; **যুতম্**—সমন্বিত; **বিদ্যা**—বিদ্যা; **তেজঃ**—প্রভাব; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **মূর্তিম্**—সাক্ষাৎ; **ইমম্**—এই; **মন্ত্রম্**—মন্ত্র; **উদাহরেৎ**—জপ করবে।

অনুবাদ

এই ন্যাস সমাপ্তির পর নিজেকে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ এবং ধ্যেয় পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে গুণগতভাবে এক বলে চিন্তা করতে হবে। তারপর নারায়ণ কবচ নামক মন্ত্র জপ করবে।

শ্লোক ১২

ওঁ হরির্বিদধ্যান্মম সর্বরক্ষাং
ন্যস্তাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ পতগেন্দ্রপৃষ্ঠে ।
দরারিচর্মাসিগদেষুচাপ-
পাশান্ দধানোঽষ্টগুণোঽষ্টবাহুঃ ॥ ১২ ॥

ওঁ—হে ভগবান; **হরিঃ**—শ্রীহরি; **বিদধ্যাৎ**—তিনি প্রদান করুন; **মম**—আমার; **সর্ব-রক্ষাম্**—সর্ব দিক থেকে রক্ষা; **ন্যস্ত**—স্থাপিত; **অঙ্ঘ্রি-পদ্মঃ**—যাঁর শ্রীপাদপদ্ম; **পতগেন্দ্র-পৃষ্ঠে**—পক্ষীরাজ গরুড়ের পৃষ্ঠে; **দর**—শঙ্খ; **অরি**—চক্র; **চর্ম**—ঢাল; **অসি**—তরবারি; **গদা**—গদা; **ইষু**—বাণ; **চাপ**—ধনুক; **পাশান্**—পাশ; **দধানঃ**—ধারণ করে; **অষ্ট**—আট; **গুণঃ**—সিদ্ধি; **অষ্ট**—আট; **বাহুঃ**—বাহু।

অনুবাদ

যিনি গরুড়ের পৃষ্ঠদেশে আসীন হয়ে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের দ্বারা তাকে স্পর্শ করছেন, এবং যিনি আট হাতে শঙ্খ, চক্র, ঢাল, খড়্গ, গদা, বাণ, ধনুক এবং পাশ ধারণ করে বিরাজ করছেন, সেই পরমেশ্বর ভগবান তাঁর আট হাতের দ্বারা আমাকে সর্বদা রক্ষা করুন। তিনি সর্বশক্তিমান, কারণ তিনি অণিমা, লঘিমা আদি অষ্ট ঐশ্বর্য সমন্বিত।

তাৎপর্য

নিজেকে ভগবানের সঙ্গে এক বলে মনে করাকে বলা হয় *অহংগ্রহোপাসনা*। *অহংগ্রহোপাসনার* দ্বারা মানুষ ভগবান হয়ে যায় না, তবে তিনি গুণগতভাবে ভগবানের সঙ্গে এক বলে মনে করেন। নদীর জল যেমন সমুদ্রের জলের সঙ্গে গুণগতভাবে এক, চিন্ময় আত্মারূপে সেও তেমনি গুণগতভাবে পরমাত্মার সঙ্গে এক, তা উপলব্ধি করে এই শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান করা উচিত এবং তিনি যাতে রক্ষা করেন সেই প্রার্থনা করা উচিত। জীব সর্বদাই ভগবানের অধীন তত্ত্ব। তাই জীবের কর্তব্য হচ্ছে ভগবান যাতে তাকে রক্ষা করেন, সেই জন্য সর্বদা তাঁর কৃপা ভিক্ষা করা।

শ্লোক ১৩

জলেষু মাং রক্ষতু মৎস্যমূর্তি-
র্যাদোগণেভ্যো বরুণস্য পাশাৎ ।
স্থলেষু মায়াবটুবামনোঽব্যাৎ
ত্রিবিক্রমঃ খেঽবতু বিশ্বরূপঃ ॥ ১৩ ॥

জলেষু—জলে; **মাম্**—আমাকে; **রক্ষতু**—রক্ষা করুন; **মৎস্য-মূর্তিঃ**—মৎস্য রূপধারী ভগবান; **যাদঃ-গণেভ্যঃ**—হিংস্র জলজন্তুদের থেকে; **বরুণস্য**—বরুণদেবের; **পাশাৎ**—পাশ থেকে; **স্থলেষু**—স্থলে; **মায়া-বটু**—বামনরূপী ভগবানের মায়াময় রূপ; **বামনঃ**—বামনদেব নামক; **অব্যাৎ**—তিনি রক্ষা করুন; **ত্রিবিক্রমঃ**—ত্রিবিক্রম, যাঁর তিনটি বিশাল পদবিক্ষেপ বলির কাছ থেকে ত্রিভুবন অধিকার করে নিয়েছিল; **খে**—আকাশে; **অবতু**—ভগবান রক্ষা করুন; **বিশ্বরূপঃ**—বিরাটরূপ।

অনুবাদ

জলে বরুণ দেবতার পার্ষদ হিংস্র জলজন্তুদের থেকে মৎস্যরূপী ভগবান আমাকে রক্ষা করুন। মায়াবলে যিনি বামনরূপ ধারণ করেছিলেন, সেই ভগবান বামনদেব আমাকে স্থলে রক্ষা করুন। ভগবানের যে বিরাটস্বরূপ বিশ্বরূপ ত্রিলোক জয় করেছিল, তিনি আমাকে গগনমণ্ডলে রক্ষা করুন।

তাৎপর্য

এই মন্ত্রের দ্বারা জলে, স্থলে এবং আকাশে রক্ষার জন্য ভগবানের মৎস্য, বামনদেব এবং বিশ্বরূপের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১৪

দুর্গেষ্বটব্যাজিমুখাদিষু প্রভুঃ
পায়ান্নৃসিংহোঽসুরযূথপারিঃ ।
বিমুঞ্চতো যস্য মহাট্টহাসং
দিশো বিনেদুর্ন্যপতংশ্চ গর্ভাঃ ॥ ১৪ ॥

দুর্গেষু—দুর্গম স্থানে; **অটবি**—গভীর অরণ্যে; **আজি-মুখ-আদিষু**—যুদ্ধস্থল ইত্যাদিতে; **প্রভুঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **পায়াৎ**—রক্ষা করুন; **নৃসিংহঃ**—ভগবান নৃসিংহদেব; **অসুর-যূথপ**—অসুরদের নেতা হিরণ্যকশিপু; **অরিঃ**—শত্রু; **বিমুঞ্চতঃ**—মুক্ত করে; **যস্য**—যাঁর; **মহা-অট্ট-হাসম্**—ভয়ঙ্কর অট্টহাস্য; **দিশঃ**—সমস্ত দিক; **বিনেদুঃ**—প্রতিধ্বনিত; **ন্যপতন্**—নিপতিত হয়েছিল; **চ**—এবং; **গর্ভাঃ**—অসুর-পত্নীদের গর্ভ।

অনুবাদ

যাঁর ভয়ঙ্কর অট্টহাসির শব্দে দিকমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হয়েছিল এবং অসুর-পত্নীদের গর্ভ নিপতিত হয়েছিল, সেই হিরণ্যকশিপুর শত্রু ভগবান নৃসিংহদেব অরণ্য, যুদ্ধক্ষেত্র আদি দুর্গম স্থানে আমাকে রক্ষা করুন।

শ্লোক ১৫

রক্ষত্বসৌ মাধ্বনি যজ্ঞকল্পঃ
স্বদংষ্ট্রয়োন্নীতধরো বরাহঃ ।
রামোঽদ্রিকূটেষ্বথ বিপ্রবাসে
সলক্ষ্মণোঽব্যাদ্ ভরতাগ্রজোঽস্মান্ ॥ ১৫ ॥

রক্ষতু—ভগবান রক্ষা করুন; **অসৌ**—সেই; **মা**—আমাকে; **অধ্বনি**—পথের মধ্যে; **যজ্ঞ-কল্পঃ**—যজ্ঞ যাঁর অবয়ব; **স্ব-দংষ্ট্রয়া**—তাঁর দশনের দ্বারা; **উন্নীত**—উঠিয়েছিলেন; **ধরঃ**—পৃথিবীকে; **বরাহঃ**—ভগবান বরাহদেব; **রামঃ**—ভগবান শ্রীরামচন্দ্র; **অদ্রি-কূটেষু**—পর্বত-শিখরে; **অথ**—তারপর; **বিপ্রবাসে**—প্রবাসে; **স-লক্ষ্মণঃ**—তাঁর ভ্রাতা লক্ষ্মণ সহ; **অব্যাৎ**—রক্ষা করুন; **ভরত-অগ্রজঃ**—মহারাজ ভরতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; **অস্মান্**—আমাদের।

অনুবাদ

পরম অবিনশ্বর ভগবানকে যজ্ঞের মাধ্যমে জানা যায় এবং তাই তিনি যজ্ঞেশ্বর নামে পরিচিত। তিনি বরাহ অবতাররূপে রসাতল থেকে তাঁর তীক্ষ্ণ দশনাগ্রভাগ দ্বারা পৃথিবীকে উত্তোলন করেছিলেন। তিনি আমাকে পথের মধ্যে দুর্বৃত্তদের থেকে রক্ষা করুন। পরশুরামরূপী ভগবান আমাকে পর্বত-শিখরে রক্ষা করুন, এবং ভরতাগ্রজ শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণ সহ আমাকে প্রবাসে রক্ষা করুন।

তাৎপর্য

রাম তিনজন—জামদাগ্ন্য পরশুরাম, শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীবলরাম। এই শ্লোকে *রামোঽদ্রিকূটেষ্বথ* কথাটি পরশুরামকে ইঙ্গিত করছে এবং ভরতাগ্রজ ও লক্ষ্মণাগ্রজ রাম হচ্ছেন শ্রীরামচন্দ্র।

শ্লোক ১৬

মামুগ্রধর্মাদখিলাৎ প্রমাদা-
ন্নারায়ণঃ পাতু নরশ্চ হাসাৎ ৷
দত্তস্ত্বযোগাদথ যোগনাথঃ
পায়াদ্গুণেশঃ কপিলঃ কর্মবন্ধাৎ ॥ ১৬ ॥

মাম্—আমাকে; **উগ্র-ধর্মাৎ**—অনাবশ্যক ধর্ম থেকে; **অখিলাৎ**—সব রকম কার্যকলাপ থেকে; **প্রমাদাৎ**—যা উন্মত্ততা থেকে অনুষ্ঠিত হয়; **নারায়ণঃ**—ভগবান শ্রীনারায়ণ; **পাতু**—আমাকে রক্ষা করুন; **নরঃ চ**—এবং নর; **হাসাৎ**—বৃথা গর্ব থেকে; **দত্তঃ**—দত্তাত্রেয়; **তু**—অবশ্যই; **অযোগাৎ**—কপট যোগের পন্থা থেকে; **অথ**—বস্তুত; **যোগ-নাথঃ**—যোগেশ্বর; **পায়াৎ**—আমাকে রক্ষা করুন; **গুণ-ঈশঃ**—সমস্ত চিন্ময় গুণের ঈশ্বর; **কপিলঃ**—ভগবান কপিল; **কর্ম-বন্ধাৎ**—সকাম কর্মের বন্ধন থেকে।

অনুবাদ

অনাবশ্যক ধর্ম এবং প্রমাদবশত বিহিত কর্মের লঙ্ঘন থেকে নারায়ণ আমাকে রক্ষা করুন। নররূপী ভগবান আমাকে গর্ব থেকে রক্ষা করুন, যোগেশ্বর দত্তাত্রেয়রূপী ভগবান আমাকে ভক্তিযোগের পতন হতে রক্ষা করুন, এবং সমস্ত সৎ গুণের ঈশ্বর কপিলরূপী ভগবান আমাকে সংসার-বন্ধন থেকে রক্ষা করুন।

শ্লোক ১৭

সনৎকুমারোঽবতু কামদেবা-
দ্ধয়শীর্ষা মাং পথি দেবহেলনাৎ ।
দেবর্ষিবর্যঃ পুরুষার্চনান্তরাৎ
কূর্মো হরির্মাং নিরয়াদশেষাৎ ॥ ১৭ ॥

সনৎ-কুমারঃ—পরম ব্রহ্মচারী সনৎকুমার; **অবতু**—আমাকে রক্ষা করুন; **কাম-দেবাৎ**—কামদেবের হাত থেকে অথবা কামবাসনা থেকে; **হয়-শীর্ষা**—হয়গ্রীবরূপী ভগবানের অবতার; **মাম্**—আমাকে; **পথি**—পথে; **দেবহেলনাৎ**—ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব এবং ভগবানকে শ্রদ্ধা করার অবহেলা থেকে; **দেবর্ষি-বর্যঃ**—দেবর্ষিশ্রেষ্ঠ নারদ; **পুরুষ-অর্চন-অন্তরাৎ**—শ্রীবিগ্রহ আরাধনার অপরাধ থেকে; **কূর্মঃ**—কূর্মরূপী ভগবান; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **মাম্**—আমাকে; **নিরয়াৎ**—নরক থেকে; **অশেষাৎ**—অন্তহীন।

অনুবাদ

ভগবান সনৎকুমার আমাকে কামবাসনা থেকে রক্ষা করুন, ভগবান হয়গ্রীব আমাকে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে অবহেলা জনিত অপরাধ থেকে রক্ষা করুন। দেবর্ষি নারদ আমাকে শ্রীবিগ্রহের অর্চনার অপরাধ থেকে রক্ষা করুন এবং কূর্মরূপী ভগবান আমাকে অশেষ নরক থেকে রক্ষা করুন।

তাৎপর্য

কামবাসনা সকলের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল এবং ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনে তা সব চাইতে বড় প্রতিবন্ধক। তাই যারা কামবাসনার দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত, তাদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচারী ভক্ত সনৎকুমারের শরণ গ্রহণ করে। নারদ মুনি অর্চন মার্গের আচার্য। তিনি *নারদ-পঞ্চরাত্র* প্রণয়ন করে ভগবদ্ভক্তি অর্জনের বিধিবিধান নির্দেশ করেছেন। গৃহে হোক অথবা মন্দিরে হোক, যাঁরা ভগবানের অর্চনা করেন, তাঁদের কর্তব্য ভগবৎ অর্চনের বত্রিশটি অপরাধ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য দেবর্ষি নারদের কৃপা প্রার্থনা করা। ভগবানের শ্রীবিগ্রহ আরাধনার এই সমস্ত অপরাধগুলি *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ১৮

ধন্বন্তরির্ভগবান্ পাত্বপথ্যাদ্
দ্বন্দ্বাদ্ ভয়াদৃষভো নির্জিতাত্মা ।
যজ্ঞশ্চ লোকাদবতাজ্জনান্তাদ্
বলো গণাৎ ক্রোধবশাদহীন্দ্রঃ ॥ ১৮ ॥

ধন্বন্তরিঃ—বৈদ্যরাজ ভগবান ধন্বন্তরি; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **পাতু**—আমাকে রক্ষা করুন; **অপথ্যাৎ**—শরীরের ব্যাধিজনক দ্রব্য, যেমন মাংস ও মাদক দ্রব্য; **দ্বন্দ্বাৎ**—দ্বিধা থেকে; **ভয়াৎ**—ভয় থেকে; **ঋষভঃ**—ভগবান ঋষভদেব; **নির্জিত-আত্মা**—যিনি সর্বতোভাবে তাঁর মন এবং আত্মাকে বশীভূত করেছেন; **যজ্ঞঃ**—যজ্ঞ; **চ**—এবং; **লোকাৎ**—জনসাধারণের অপবাদ থেকে; **অবতাৎ**—রক্ষা করুন; **জন-অন্তাৎ**—অন্য লোকদের দ্বারা উৎপন্ন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে; **বলঃ**—ভগবান বলরাম; **গণাৎ**—সমূহ থেকে; **ক্রোধ-বশাৎ**—ক্রুদ্ধ সর্পগণ থেকে; **অহীন্দ্রঃ**—শেষ-নাগরূপ ভগবান বলরাম।

অনুবাদ

ভগবান ধন্বন্তরি শরীরের ব্যাধিজনক দ্রব্যাদি ভক্ষণ থেকে আমাকে রক্ষা করুন। অন্তরেন্দ্রিয় ও বহিরেন্দ্রিয় বিজয়ী ঋষভদেব আমাকে শীতোষ্ণাদি দ্বৈতভাব জনিত ভয় থেকে রক্ষা করুন। ভগবান যজ্ঞ আমাকে লোকের অপবাদ থেকে রক্ষা করুন, এবং শেষরূপী ভগবান বলরাম আমাকে ক্রোধান্ধ সর্পদের থেকে রক্ষা করুন।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে বাস করতে হলে মানুষকে বহু বিপদের সম্মুখীন হতে হয়, যার উল্লেখ এই শ্লোকে করা হয়েছে। যেমন, অবাঞ্ছিত খাদ্য আহারের ফলে শরীরে ব্যাধি হওয়ার ভয় থাকে, তাই সেই সমস্ত খাদ্য বর্জন করা অবশ্য কর্তব্য। সেই সম্পর্কে ধন্বন্তরি আমাদের রক্ষা করতে পারেন। যেহেতু ভগবান শ্রীবিষ্ণু সমস্ত জীবের পরমাত্মা, তাই তিনি যদি চান তা হলে তিনি আমাদের আধিভৌতিক ক্লেশ থেকে, অর্থাৎ অন্যান্য জীব থেকে প্রাপ্ত ক্লেশ থেকে রক্ষা করতে পারেন। ভগবান বলরাম শেষরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং তাই তিনি সর্বদা আক্রমণোদ্যত ক্রুদ্ধ সর্প এবং মাৎসর্য-পরায়ণ ব্যক্তিদের থেকে রক্ষা করতে পারেন।

শ্লোক ১৯

দ্বৈপায়নো ভগবানপ্রবোধাদ্
বুদ্ধস্তু পাষণ্ডগণপ্রমাদাৎ ।
কল্কিঃ কলেঃ কালমলাৎ প্রপাতু
ধর্মাবনায়োরুকৃতাবতারঃ ॥ ১৯ ॥

দ্বৈপায়নঃ—বৈদিক জ্ঞান প্রণেতা শ্রীল ব্যাসদেব; **ভগবান্**—ভগবানের পরম শক্তিমান অবতার; **অপ্রবোধাৎ**—শাস্ত্রের অজ্ঞান থেকে; **বুদ্ধঃ তু**—ভগবান বুদ্ধদেবও; **পাষণ্ড-গণ**—অবোধ ব্যক্তিদের মোহ সৃষ্টিকারী পাষণ্ডীরা; **প্রমাদাৎ**—প্রমাদ থেকে; **কল্কিঃ**—কেশবের কল্কি অবতার; **কলেঃ**—এই কলিযুগে; **কাল-মলাৎ**—এই যুগের অন্ধকার থেকে; **প্রপাতু**—রক্ষা করুন; **ধর্ম-অবনায়**—ধর্ম রক্ষার জন্য; **উরু**—অত্যন্ত মহান; **কৃত-অবতারঃ**—যিনি অবতার গ্রহণ করেছেন।

অনুবাদ

ব্যাসদেব রূপী ভগবান আমাকে বৈদিক জ্ঞানের অভাব জনিত সর্বপ্রকার অজ্ঞান থেকে রক্ষা করুন। ভগবান বুদ্ধদেব আমাকে বেদবিরুদ্ধ আচরণ এবং আলস্যবশত বেদবিহিত অনুষ্ঠানের বিমুখতারূপ প্রমাদ থেকে রক্ষা করুন, এবং ধর্মরক্ষার জন্য যিনি অবতরণ করেন, সেই ভগবান কল্কিদেব আমাকে কলিযুগের কলুষ থেকে রক্ষা করুন।

তাৎপর্য

বিভিন্ন কার্য সম্পাদনের জন্য অবতীর্ণ ভগবানের বিবিধ অবতারের উল্লেখ এই শ্লোকে করা হয়েছে। মহামুনি শ্রীল ব্যাসদেব সমগ্র মানব-সমাজের কল্যাণের জন্য বৈদিক শাস্ত্রসমূহ রচনা করেছেন। এই কলিযুগেও কেউ যদি অজ্ঞান থেকে রক্ষা পেতে চান, তা হলে তাঁর শ্রীল ব্যাসদেব রচিত চতুর্বেদ (*সাম, যজুঃ, ঋক্* এবং *অথর্ব*), ১০৮টি *উপনিষদ, বেদান্ত-সূত্র* (*ব্রহ্ম-সূত্র*), *মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত মহা-পুরাণ* (শ্রীল ব্যাসদেব কৃত *ব্রহ্ম-সূত্রের* ভাষ্য) এবং অন্যান্য সপ্তদশ *পুরাণ* পাঠ করা উচিত। শ্রীল ব্যাসদেবের কৃপার ফলেই কেবল আমরা অবিদ্যার বন্ধন থেকে আমাদের রক্ষাকারী দিব্য জ্ঞান সমন্বিত এতগুলি গ্রন্থ প্রাপ্ত হয়েছি।

শ্রীল জয়দেব গোস্বামী তাঁর *দশাবতার স্তোত্রে* বর্ণনা করেছেন যে, ভগবান বুদ্ধদেব আপাতদৃষ্টিতে *বেদের* নিন্দা করেছেন—

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্ ।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ॥

ভগবান বুদ্ধদেবের উদ্দেশ্য ছিল পশুহত্যারূপ জঘন্য কার্য থেকে মানুষকে রক্ষা করা এবং অনর্থক পশুবলি থেকে অসহায় পশুদের রক্ষা করা। পাষণ্ডীরা যখন বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানের অজুহাতে পশু বধ করছিল, তখন ভগবান বলেছিলেন, "*বেদে* যদি পশুহত্যা অনুমোদন করা হয়, তা হলে আমি সেই বৈদিক নিয়ম মানি না।" এইভাবে তিনি *বেদের* অজুহাতে যারা অনাচার করছিল, তাদের রক্ষা করেছিলেন। তাই ভগবান বুদ্ধদেবের শরণ গ্রহণ করা উচিত, যাতে বৈদিক নির্দেশের অপব্যবহার থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি।

এই কলিযুগের নাস্তিকদের বিনাশ করার জন্য কল্কি অবতার ভয়ঙ্কররূপে অবতীর্ণ হবেন। এখন, যদিও কলিযুগ সবে শুরু হয়েছে, তবুও অধর্মের প্রভাব সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে, এবং কলিযুগের প্রগতির ফলে বহু কপট ধর্মের প্রবর্তন হবে, এবং ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হওয়ার যে প্রকৃত ধর্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রবর্তন করে গেছেন, সেই প্রকৃত ধর্মের কথা তারা ভুলে যাবে। দুর্ভাগ্যবশত, কলিযুগের প্রভাবে মূর্খ মানুষেরা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হয় না। এমন কি যারা নিজেদেরকে বৈদিক ধর্মের অনুগামী বলে দাবি করে, তারা পর্যন্ত বৈদিক নির্দেশের বিরোধী। প্রতিদিন তারা, যে কোন মনগড়া মতই মুক্তির পথ, এই অজুহাতে নতুন নতুন ধর্মমত সৃষ্টি করছে। নাস্তিকেরা সাধারণত বলে, *যত মত তত পথ*। তাদের এই মতবাদ অনুসারে, মানব সমাজে যত সমস্ত লক্ষ কোটি মত রয়েছে, তার প্রতিটিই বৈধ ধর্ম। পাষণ্ডদের এই বিচারধারা প্রকৃত বৈদিক ধর্মকে হত্যা করেছে, এবং কলিযুগের প্রগতির ফলে, এই ধরনের বিচারধারা ক্রমান্বয়ে বলবতী হতে থাকবে। কলিযুগের শেষ পর্যায়ে, কেশবের ভয়ঙ্কর অবতার কল্কিদেব সমস্ত নাস্তিকদের সংহার করে, ভক্তদের রক্ষা করার জন্য অবতরণ করবেন।

শ্লোক ২০

মাং কেশবো গদয়া প্রাতরব্যাদ্
গোবিন্দ আসঙ্গবমাত্তবেণুঃ ।
নারায়ণঃ প্রাহ্ণ উদাত্তশক্তি-
র্মধ্যন্দিনে বিষ্ণুররীন্দ্রপাণিঃ ॥ ২০ ॥

মাম্—আমাকে; **কেশবঃ**—ভগবান কেশব; **গদয়া**—তাঁর গদার দ্বারা; **প্রাতঃ**—প্রাতঃ কালে; **অব্যাৎ**—রক্ষা করুন; **গোবিন্দঃ**—ভগবান গোবিন্দ; **আসঙ্গবম্**—দিনের দ্বিতীয় ভাগে; **আত্ত-বেণুঃ**—তাঁর বংশী ধারণ করে; **নারায়ণঃ**—চতুর্ভুজ নারায়ণ; **প্রাহ্ণঃ**—দিনের তৃতীয় ভাগে; **উদাত্তশক্তিঃ**—বিভিন্ন প্রকার শক্তি নিয়ন্ত্রণ করে; **মধ্যম্-দিনে**—দিনের চতুর্থ ভাগে; **বিষ্ণুঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **অরীন্দ্র-পাণিঃ**—শত্রু সংহার করার জন্য চক্রহস্ত।

অনুবাদ

দিনের প্রথম ভাগে ভগবান কেশব তাঁর গদার দ্বারা আমাকে রক্ষা করুন, দিনের দ্বিতীয় ভাগে সর্বদা বেণুবাদনরত গোবিন্দ আমাকে রক্ষা করুন, সর্বশক্তি সমন্বিত নারায়ণ আমাকে দিনের তৃতীয় ভাগে রক্ষা করুন এবং দিনের চতুর্থ ভাগে চক্রহস্ত বিষ্ণু আমাকে রক্ষা করুন।

তাৎপর্য

বৈদিক জ্যোতির্গণনা অনুসারে দিন এবং রাত্রি ১২ঘণ্টায় বিভক্ত না করে ত্রিশ ঘটিকায় (চব্বিশ মিনিট) বিভক্ত হয়েছে। সাধারণত, দিন এবং রাত্রি পাঁচ পাঁচ ঘটিকা সমন্বিত ছয়টি ভাগে বিভক্ত হয়েছে। দিন এবং রাত্রির এই ছয়টি বিভাগের প্রত্যেকটি বিভাগেই ভগবানকে ভিন্ন ভিন্ন নামে রক্ষা করার জন্য সম্বোধন করা যায়। মথুরাধিপতি কেশব দিনের প্রথম ভাগের প্রভু, বৃন্দাবনাধিপতি গোবিন্দ দিনের দ্বিতীয় ভাগের প্রভু।

শ্লোক ২১

দেবোঽপরাহ্ণে মধুহোগ্রধন্বা
সায়ং ত্রিধামাবতু মাধবো মাম্ ।
দোষে হৃষীকেশ উতার্ধরাত্রে
নিশীথ একোঽবতু পদ্মনাভঃ ॥ ২১ ॥

দেবঃ—ভগবান; **অপরাহ্ণে**—দিনের পঞ্চম ভাগে; **মধু-হা**—মধুসূদন নামক; **উগ্র-ধন্বা**—শার্ঙ্গ নামক অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ধনুর্ধারী; **সায়ম্**—দিনের ষষ্ঠ ভাগে; **ত্রি-ধামা**—ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর—এই তিনরূপে প্রকাশিত; **অবতু**—রক্ষা করুন;

মাধবঃ—মাধব নামক; **মাম্**—আমাকে; **দোষে**—রাত্রির প্রথম ভাগে; **হৃষীকেশঃ**—ভগবান হৃষীকেশ; **উত**—ও; **অর্ধ-রাত্রে**—রাত্রির দ্বিতীয় ভাগে; **নিশীথে**—রাত্রির তৃতীয় ভাগে; **একঃ**—একাকী; **অবতু**—রক্ষা করুন; **পদ্মনাভঃ**—ভগবান পদ্মনাভ।

অনুবাদ

অসুরদের জন্য ভয়ঙ্কর ধনুর্ধারী ভগবান মধুসূদন দিনের পঞ্চম ভাগে আমাকে রক্ষা করুন, সন্ধ্যায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বররূপে প্রকাশিত ভগবান মাধব আমাকে রক্ষা করুন, রাত্রির প্রথম ভাগে ভগবান হৃষীকেশ আমাকে রক্ষা করুন, এবং অর্ধরাত্রে ও নিশীথে (রাত্রির দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে) ভগবান পদ্মনাভ আমাকে রক্ষা করুন।

শ্লোক ২২

শ্রীবৎসধামাপররাত্র ঈশঃ
প্রত্যূষ ঈশোঽসিধরো জনার্দনঃ ।
দামোদরোঽব্যাদনুসন্ধ্যং প্রভাতে
বিশ্বেশ্বরো ভগবান্ কালমূর্তিঃ ॥ ২২ ॥

শ্রীবৎস-ধামা—বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন ধারণকারী ভগবান; **অপর-রাত্রে**—রাত্রির চতুর্থ ভাগে; **ঈশঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **প্রত্যূষে**—রাত্রির শেষভাগে; **ঈশঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **অসি-ধরঃ**—হস্তে অসি ধারণকারী; **জনার্দনঃ**—ভগবান জনার্দন; **দামোদরঃ**—ভগবান দামোদর; **অব্যাৎ**—রক্ষা করুন; **অনু-সন্ধ্যম্**—প্রতি সন্ধি সময়ে; **প্রভাতে**—প্রভাতে (রাত্রির ষষ্ঠ ভাগে); **বিশ্ব-ঈশ্বরঃ**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর; **ভগবান**—পরমেশ্বর ভগবান; **কাল-মূর্তিঃ**—মূর্তিমান কাল।

অনুবাদ

রাত্রির নিশীথকাল থেকে অরুণোদয় কাল পর্যন্ত বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্নধারী শ্রীভগবান আমাকে রক্ষা করুন, প্রত্যূষকালে অর্থাৎ রাত্রির চতুর্থ ভাগে অসিধারী ভগবান জনার্দন আমাকে রক্ষা করুন, প্রভাতকালে দামোদর আমাকে রক্ষা করুন, এবং প্রতি সন্ধি সময়ে কালমূর্তি ভগবান বিশ্বেশ্বর আমাকে রক্ষা করুন।

শ্লোক ২৩

চক্রং যুগান্তানলতিগ্মনেমি
ভ্রমৎ সমন্তাদ্ ভগবৎপ্রযুক্তম্ ।
দন্দগ্ধি দন্দগ্ধ্যরিসৈন্যমাশু
কক্ষং যথা বাতসখো হুতাশঃ ॥ ২৩ ॥

চক্রম্—ভগবানের চক্র; **যুগান্ত**—যুগান্তে; **অনল**—প্রলয়াগ্নির মতো; **তিগ্ম-নেমি**—প্রখর প্রান্তভাগ বিশিষ্ট; **ভ্রমৎ**—ভ্রমণপূর্বক; **সমন্তাৎ**—চতুর্দিকে; **ভগবৎ-প্রযুক্তম্**—ভগবান কর্তৃক নিযুক্ত; **দন্দগ্ধি দন্দগ্ধি**—পূর্ণরূপে দগ্ধ করুক; **অরি-সৈন্যম্**—আমাদের শত্রুসৈন্যদের; **আশু**—শীঘ্র; **কক্ষম্**—শুষ্ক তৃণ; **যথা**—সদৃশ; **বাত-সখঃ**—বায়ুর সখা; **হুতাশঃ**—জ্বলন্ত অগ্নি।

অনুবাদ

চতুর্দিকে ভ্রমণপূর্বক বায়ুর সহায়তায় আগুন যেমন তৃণরাশিকে ভস্মীভূত করে, সেইভাবে প্রলয়কালীন অগ্নির মতো প্রখর প্রান্তভাগ বিশিষ্ট সুদর্শন-চক্র ভগবান কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে, আমাদের শত্রুদের ভস্মীভূত করুক।

শ্লোক ২৪

গদেঽশনিস্পর্শনবিস্ফুলিঙ্গে
নিষ্পিণ্ঢি নিষ্পিণ্ঢ্যজিতপ্রিয়াসি ।
কুষ্মাণ্ডবৈনায়কযক্ষরক্ষো-
ভূতগ্রহাংশ্চূর্ণয় চূর্ণয়ারীন্ ॥ ২৪ ॥

গদে—হে ভগবানের হস্তস্থিত গদা; **অশনি**—বজ্রসদৃশ; **স্পর্শন**—যাঁর স্পর্শে; **বিস্ফুলিঙ্গে**—স্ফুলিঙ্গ বিকিরণকারী; **নিষ্পিণ্ঢি নিষ্পিণ্ঢি**—নিষ্পেষিত কর; **অজিত-প্রিয়া**—ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়; **অসি**—তুমি হও; **কুষ্মাণ্ড**—কুষ্মাণ্ড নামক নিশাচর; **বৈনায়ক**—বিনায়ক নামক প্রেতাত্মা; **যক্ষ**—যক্ষ; **রক্ষঃ**—রাক্ষস; **ভূত**—ভূত; **গ্রহান্**—এবং গ্রহ নামক দুষ্ট অসুরদের; **চূর্ণয়**—চূর্ণ কর; **চূর্ণয়**—চূর্ণ কর; **অরীন্**—আমাদের শত্রুদের।

অনুবাদ

হে ভগবানের গদা, তোমার স্পর্শের ফলে বজ্রের মতো অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয় এবং তুমি ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। আমিও তাঁর দাস। অতএব তুমি দয়া করে আমাদের শত্রু— কুষ্মাণ্ড, বিনায়ক, যক্ষ, রাক্ষস, ভূত এবং গ্রহগণকে নিষ্পেষিত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ কর।

শ্লোক ২৫

ত্বং যাতুধানপ্রমথপ্রেতমাতৃ-
পিশাচবিপ্রগ্রহঘোরদৃষ্টীন্ ।
দরেন্দ্র বিদ্রাবয় কৃষ্ণপূরিতো
ভীমস্বনোঽরেহৃদয়ানি কম্পয়ন্ ॥ ২৫ ॥

ত্বম্—তুমি; **যাতুধান**—রাক্ষস; **প্রমথ**—প্রমথ; **প্রেত**—প্রেত; **মাতৃ**—মাতৃকা; **পিশাচ**—পিশাচ; **বিপ্র-গ্রহ**—ব্রহ্মরাক্ষস; **ঘোর-দৃষ্টীন্**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দর্শন; **দরেন্দ্র**—হে পাঞ্চজন্য (ভগবানের হস্তস্থিত শঙ্খ); **বিদ্রাবয়**—দূর কর; **কৃষ্ণ-পূরিতঃ**—শ্রীকৃষ্ণের মুখমারুতে পূর্ণ হয়ে; **ভীম-স্বনঃ**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর শব্দ সহকারে; **অরেঃ**—শত্রুদের; **হৃদয়ানি**—হৃদয়; **কম্পয়ন্**—কম্পিত করে।

অনুবাদ

হে শঙ্খরাজ পাঞ্চজন্য, তুমি শ্রীকৃষ্ণের মুখমারুতে পূর্ণ হয়ে ভয়ঙ্কর শব্দ সহকারে শত্রুদের হৃদয় কম্পিত করে রাক্ষস, প্রমথ, প্রেত, মাতৃকা, পিশাচ এবং ভয়ঙ্কর দৃষ্টি সমন্বিত ব্রহ্মরাক্ষসদের বিদূরিত কর।

শ্লোক ২৬

ত্বং তিগ্মধারাসিবরারিসৈন্য-
মীশপ্রযুক্তো মম ছিন্ধি ছিন্ধি ।
চক্ষূংষি চর্মঞ্ছতচন্দ্র ছাদয়
দ্বিষামঘোনাং হর পাপচক্ষুষাম্ ॥ ২৬ ॥

ত্বম্—তুমি; **তিগ্ম-ধার-অসি-বর**—হে তীক্ষ্ণধার খড়্গরাজ; **অরি-সৈন্যম্**—শত্রু সৈন্যদের; **ঈশ-প্রযুক্তঃ**—ভগবানের দ্বারা নিযুক্ত হয়ে; **মম**—আমার; **ছিন্ধি ছিন্ধি**—

খণ্ড খণ্ড কর; **চক্ষূংষি**—চক্ষু; **চর্মন্**—হে ঢাল; **শত-চন্দ্র**—শত চন্দ্রসদৃশ উজ্জ্বল মণ্ডল সমন্বিত; **ছাদয়**—আচ্ছাদিত কর; **দ্বিষাম্**—যারা আমার প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ; **অঘোনাম্**—যারা সম্পূর্ণরূপে পাপী; **হর**—অপহরণ কর; **পাপ-চক্ষুষাম্**—যাদের চক্ষু অত্যন্ত পাপপূর্ণ।

অনুবাদ

হে তীক্ষ্ণধার খড়্গরাজ, তুমি ভগবান কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে আমার শত্রুদের খণ্ড খণ্ড কর! হে শতচন্দ্রাকৃতি মণ্ডল-বিশিষ্ট চর্ম (ঢাল), তুমি পাপাত্মা শত্রুদের চক্ষু আচ্ছাদন কর এবং তাদের পাপপূর্ণ চক্ষু অপহরণ কর।

শ্লোক ২৭-২৮

যন্নো ভয়ং গ্রহেভ্যোঽভূৎ কেতুভ্যো নৃভ্য এব চ।
সরীসৃপেভ্যো দংষ্ট্রিভ্যো ভূতেভ্যোংহহোভ্য এব চ ॥ ২৭ ॥
সর্বাণ্যেতানি ভগবন্নামরূপানুকীর্তনাৎ।
প্রয়ান্তু সংক্ষয়ং সদ্যো যে নঃ শ্রেয়ঃপ্রতীপকাঃ ॥ ২৮ ॥

যৎ—যা; **নঃ**—আমাদের; **ভয়ম্**—ভয়; **গ্রহেভ্যঃ**—গ্রহ নামক অসুরদের থেকে; **অভূৎ**—ছিল; **কেতুভ্যঃ**—ধূমকেতু বা উল্কাপাত থেকে; **নৃভ্যঃ**—ঈর্ষাপরায়ণ মানুষদের থেকে; **এব চ**—ও; **সরীসৃপেভ্যঃ**—সাপ ও বৃশ্চিক আদি সরীসৃপদের থেকে; **দংষ্ট্রিভ্যঃ**—সিংহ, ব্যাঘ্র, নেকড়ে বাঘ, বরাহ আদি তীক্ষ্ণ দন্ত সমন্বিত হিংস্র জন্তুদের থেকে; **ভূতেভ্যঃ**—ভূত প্রেত অথবা মাটি, জল, আগুন ইত্যাদি পঞ্চ মহাভূত থেকে; **অংহোভ্যঃ**—পাপকর্ম থেকে; **এব চ**—ও; **সর্বাণি এতানি**—এই সমস্ত; **ভগবৎ-নাম-রূপ-অনুকীর্তনাৎ**—ভগবানের দিব্য নাম, রূপ, গুণ, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি কীর্তনের দ্বারা; **প্রয়ান্তু**—চলে যাক; **সংক্ষয়ম্**—সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হোক; **সদ্যঃ**—এক্ষুণি; **যে**—যা; **নঃ**—আমাদের; **শ্রেয়ঃ-প্রতীপকাঃ**—মঙ্গলের প্রতিবন্ধক।

অনুবাদ

ভগবানের দিব্য নাম, রূপ, গুণ, এবং বৈশিষ্ট্যের কীর্তন দুষ্ট গ্রহের প্রভাব, উল্কাপাত, ঈর্ষাপরায়ণ মানুষ, সরীসৃপ, বৃশ্চিক, বাঘ-সিংহ আদি হিংস্র প্রাণী, ভূত-প্রেত, মাটি, জল, আগুন, বায়ু প্রভৃতির উপদ্রব, বিদ্যুৎ এবং পূর্বকৃত পাপ থেকে

আমাদের রক্ষা করুক। আমাদের মঙ্গলময় জীবনের প্রতিবন্ধকতার ভয়ে আমরা সর্বদা ভীত। তাই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের কীর্তনের ফলে এই সব সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হোক।

শ্লোক ২৯

গরুড়ো ভগবান্ স্তোত্রস্তোভশ্ছন্দোময়ঃ প্রভুঃ ।
রক্ষত্বশেষকৃচ্ছ্রেভ্যো বিষ্বক্সেনঃ স্বনামভিঃ ॥ ২৯ ॥

গরুড়ঃ—ভগবান বিষ্ণুর বাহন গরুড়; **ভগবান্**—ভগবানেরই মতো শক্তিশালী; **স্তোত্র-স্তোভঃ**—যিনি বিশেষ মন্ত্রের দ্বারা সংস্তুত হন; **ছন্দোময়ঃ**—বেদমূর্তি; **প্রভুঃ**—প্রভু; **রক্ষতু**—তিনি রক্ষা করুন; **অশেষ-কৃচ্ছ্রেভ্যঃ**—অসীম দুঃখ-দুর্দশা থেকে; **বিষ্বক্সেনঃ**—ভগবান বিষ্বক্সেন; **স্বনামভিঃ**—তাঁর পবিত্র নামের দ্বারা।

অনুবাদ

ভগবান বিষ্ণুর বাহন প্রভু গরুড় ভগবানেরই মতো শক্তিমান। তিনি বেদমূর্তি এবং বিশেষ মন্ত্রের দ্বারা তিনি পূজিত হন। তিনি আমাদের সমস্ত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করুন, এবং ভগবান বিষ্বক্সেন তাঁর পবিত্র নামের দ্বারা আমাদের সমস্ত সঙ্কট থেকে রক্ষা করুন।

শ্লোক ৩০

সর্বাপদ্ভ্যো হরের্নামরূপযানায়ুধানি নঃ ।
বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃপ্রাণান্ পান্তু পার্ষদভূষণাঃ ॥ ৩০ ॥

সর্ব-আপদ্ভ্যঃ—সমস্ত বিপদ থেকে; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **নাম**—পবিত্র নাম; **রূপ**—দিব্য রূপ; **যান**—বাহন; **আয়ুধানি**—অস্ত্রসমূহ; **নঃ**—আমাদের; **বুদ্ধি**—বুদ্ধি; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়; **মনঃ**—মন; **প্রাণান্**—প্রাণবায়ু; **পান্তু**—আমাদের রক্ষা করুন এবং পালন করুন; **পার্ষদ-ভূষণাঃ**—পার্ষদগণ যাঁর ভূষণ।

অনুবাদ

ভগবানের পবিত্র নাম, তাঁর চিন্ময় রূপ, তাঁর বাহন, অস্ত্র, প্রভৃতি যাঁরা তাঁর পার্ষদের মতো তাঁকে অলঙ্কৃত করেন, তাঁরা আমাদের বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণকে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করুন।

তাৎপর্য

ভগবানের বহু পার্ষদ রয়েছেন এবং তাঁর অস্ত্র, বাহন প্রভৃতিও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত। চিৎ-জগতে কোন কিছুই জড় নয়। তরবারি, ধনুক, গদা, চক্র এবং ভগবানের দেহ অলঙ্কৃত করে যা কিছু, তা সবই চিন্ময় সজীব। তাই ভগবানকে বলা হয় *অদ্বয়জ্ঞান,* অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে তাঁর নাম, রূপ, গুণ, অস্ত্র ইত্যাদির কোন পার্থক্য নেই। তাঁর সম্বন্ধে সম্পর্কিত সব কিছুই তাঁরই মতো চিন্ময়। তাঁরা সকলেই বিভিন্ন চিন্ময়রূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত।

শ্লোক ৩১

যথা হি ভগবানেব বস্তুতঃ সদসচ্চ যৎ ।
সত্যেনানেন নঃ সর্বে যান্তু নাশমুপদ্রবাঃ ॥ ৩১ ॥

যথা—ঠিক যেমন; **হি**—বস্তুত; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **এব**—নিঃসন্দেহে; **বস্তুতঃ**—পরমার্থতঃ; **সৎ**—প্রকাশিত; **অসৎ**—অপ্রকাশিত; **চ**—এবং; **যৎ**—যা কিছু; **সত্যেন**—সত্যের দ্বারা; **অনেন**—এই; **নঃ**—আমাদের; **সর্বে**—সমস্ত; **যান্তু**—চলে যাক; **নাশম্**—বিনাশ; **উপদ্রবাঃ**—উপদ্রব।

অনুবাদ

সূক্ষ্ম এবং স্থূল জগৎ হচ্ছে জড়, কিন্তু তা সত্ত্বেও তা ভগবান থেকে অভিন্ন, কারণ চরমে তিনিই হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ। প্রকৃতপক্ষে কার্য এবং কারণ এক, কেননা কার্যের মধ্যে কারণ বিদ্যমান রয়েছে। তাই পরম সত্য ভগবান তাঁর যে কোন অংশের দ্বারা আমাদের সমস্ত বিপদ বিনাশ করতে পারেন।

শ্লোক ৩২-৩৩

যথৈকাত্ম্যানুভাবানাং বিকল্পরহিতঃ স্বয়ম্ ।
ভূষণায়ুধলিঙ্গাখ্যা ধত্তে শক্তীঃ স্বমায়য়া ॥ ৩২ ॥
তেনৈব সত্যমানেন সর্বজ্ঞো ভগবান্ হরিঃ ।
পাতু সর্বৈঃ স্বরূপৈর্নঃ সদা সর্বত্র সর্বগঃ ॥ ৩৩ ॥

যথা—যেমন; **ঐকাত্ম্য**—বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য; **অনুভাবানাম্**—ভাবনাপর ব্যক্তিদের; **বিকল্প-রহিতঃ**—ভেদ রহিত; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **ভূষণ**—ভূষণ; **আয়ুধ**—অস্ত্র; **লিঙ্গ**-

আখ্যাঃ—বিভিন্ন গুণ এবং নাম; **ধত্তে**—ধারণ করেন; **শক্তীঃ**—ঐশ্বর্য, যশ, বল, জ্ঞান, সৌন্দর্য, বৈরাগ্য আদি শক্তি; **স্বমায়য়া**—তাঁর চিৎ-শক্তির বিস্তারের দ্বারা; **তেন এব**—তার দ্বারা; **সত্য-মানেন**—বাস্তবিক জ্ঞান; **সর্বজ্ঞঃ**—সর্বজ্ঞ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **হরিঃ**—যিনি জীবের সমস্ত মোহ হরণ করতে পারেন; **পাতু**—রক্ষা করুন; **সর্বৈঃ**—সমস্ত; **স্বরূপৈঃ**—তাঁর রূপের দ্বারা; **নঃ**—আমাদের; **সদা**—সর্বদা; **সর্বত্র**—সর্বত্র; **সর্বগঃ**—সর্বব্যাপ্ত।

অনুবাদ

ঈশ্বর, জীব, মায়া এবং জগৎ—এই সবই বস্তু। বস্তুতত্ত্ব বিচারে তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই; চরমে তারা এক বাস্তব বস্তু ভগবান। তাই যাঁরা পারমার্থিক জ্ঞানে উন্নত, তাঁরা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য দর্শন করেন। এই প্রকার উন্নত চেতনা সমন্বিত ব্যক্তিদের কাছে ভগবানের অঙ্গের ভূষণ, তাঁর নাম, তাঁর যশ, তাঁর গুণ, তাঁর রূপ, তাঁর আয়ুধ প্রভৃতি সব কিছুই তাঁর শক্তির প্রকাশ। তাঁদের উন্নত চিন্ময় জ্ঞানের প্রভাবে তাঁরা জানেন যে, বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত সর্বব্যাপ্ত ভগবান সর্বত্রই উপস্থিত। তিনি সর্বদা আমাদের সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করুন।

তাৎপর্য

উন্নত আধ্যাত্মিক জ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তি জানেন যে, ভগবান ছাড়া আর কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। সেই কথা *ভগবদ্‌গীতায়ও* (৯/৪) প্রতিপন্ন হয়েছে, যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *ময়া ততম্ ইদং সর্বম্*—অর্থাৎ, আমরা যা কিছু দর্শন করি তা সবই তাঁর শক্তির প্রকাশ। সেই কথা *বিষ্ণু পুরাণেও* (১/২২/৫২) প্রতিপন্ন হয়েছে—

একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা ।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদম্ অখিলং জগৎ ॥

আগুন যেমন এক স্থানে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও সর্বত্র তার কিরণ এবং তাপ বিতরণ করে, ঠিক তেমনই সর্বশক্তিমান ভগবান চিৎ-জগতে অবস্থিত হলেও জড় জগৎ এবং চিৎ-জগৎ উভয় জগতেই সর্বত্র নিজেকে তাঁর বিবিধ শক্তির দ্বারা বিস্তার করেন। যেহেতু ভগবান কার্য এবং কারণ উভয়ই, তাই কার্য এবং কারণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তার ফলে, ভগবানের ভূষণ এবং আয়ুধ তাঁর চিৎ-শক্তির বিস্তার হওয়ার ফলে তাঁর থেকে অভিন্ন। ভগবান এবং তাঁর বিবিধ শক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সেই কথাও *পদ্মপুরাণে* প্রতিপন্ন হয়েছে—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥

ভগবানের পবিত্র নাম কেবল আংশিকভাবেই নয়, পূর্ণরূপে ভগবানের সঙ্গে এক। ভগবান সর্বশক্তিমান এবং সর্বজ্ঞ, তেমনই তাঁর নাম, রূপ, গুণ, বৈশিষ্ট্য আদি এবং তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছুই পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য, ও জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত। ভগবানের ভূষণ এবং বাহনের স্তব মিথ্যা নয়, কারণ তাঁরা ভগবান থেকে অভিন্ন। ভগবান যেহেতু সর্বব্যাপ্ত, তাই তিনি সব কিছুতেই বিরাজ করেন, এবং সব কিছুই তাঁর মধ্যে বিরাজ করে। তাই ভগবানের অস্ত্র অথবা অলঙ্কারের পূজাতেও সেই শক্তি রয়েছে, যে শক্তি ভগবানের পূজায় রয়েছে। মায়াবাদীরা ভগবানের রূপ অস্বীকার করে, অথবা বলে যে, ভগবানের রূপ মায়া বা মিথ্যা। কিন্তু ভালভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে, তাদের এই মতবাদ স্বীকার্য নয়। যদিও ভগবানের আদি রূপ এবং তাঁর নির্বিশেষ প্রকাশ এক, তবুও ভগবানের রূপ, গুণ এবং ধাম নিত্য। তাই এই স্তবে বলা হয়েছে, *পাতু সর্বৈঃ স্বরূপৈর্নঃ সদা সর্বত্র সর্বগঃ*—"যিনি তাঁর বিভিন্ন রূপে সর্বব্যাপ্ত, সেই ভগবান আমাদের সর্বত্র রক্ষা করুন।" ভগবান তাঁর নাম, রূপ, গুণ, পরিকর এবং বৈশিষ্ট্য নিয়ে সর্বত্রই উপস্থিত রয়েছেন এবং ভক্তদের রক্ষা করতে সেইগুলি সম-শক্তিসম্পন্ন। শ্রীল মধ্বাচার্য সেই কথা বিশ্লেষণ করে বলেছেন—

এক এব পরো বিষ্ণুর্ভূষাহেতি ধ্বজেষ্বজঃ ।
তত্তচ্ছক্তিপ্রদত্বেন স্বয়মেব ব্যবস্থিতঃ ।
সত্যেনানেন মাং দেবঃ পাতু সর্বেশ্বরো হরিঃ ॥

শ্লোক ৩৪

বিদিক্ষু দিক্ষূর্ধ্বমধঃ সমন্তা-
দন্তর্বহির্ভগবান্ নারসিংহঃ ।
প্রহাপয়ঁল্লোকভয়ং স্বনেন
স্বতেজসা গ্রস্তসমস্ততেজাঃ ॥ ৩৪ ॥

বিদিক্ষু—সমস্ত প্রান্তে; **দিক্ষু**—সমস্ত দিকে (পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণ); **ঊর্ধ্বম্**—উপরে; **অধঃ**—নিচে; **সমন্তাৎ**—সর্বত্র; **অন্তঃ**—অন্তরে; **বহিঃ**—বাইরে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **নারসিংহঃ**—নৃসিংহদেব রূপে; **প্রহাপয়ন্**—সম্পূর্ণরূপে

ধ্বংস করে; **লোক-ভয়ম্**—পশু, বিষ, অস্ত্র, জল, বায়ু, অগ্নি ইত্যাদির ভয় থেকে; **স্বনেন**—তাঁর গর্জনের দ্বারা অথবা তাঁর ভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজের দ্বারা তাঁর নাম উচ্চারণের ফলে; **স্ব-তেজসা**—তাঁর তেজের দ্বারা; **গ্রস্ত**—আচ্ছাদিত; **সমস্ত**—অন্য সমস্ত; **তেজাঃ**—প্রভাব।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজ উচ্চস্বরে নৃসিংহদেবের পবিত্র নাম কীর্তন করেছিলেন। বড় বড় নেতাদের দ্বারা সমস্ত দিকে বিষ, অস্ত্র, জল, অগ্নি, বায়ু ইত্যাদির দ্বারা যে সমস্ত বিপদ সৃষ্টি হয়েছে, ভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজের জন্য গর্জনকারী নৃসিংহদেব তা থেকে আমাদের রক্ষা করুন। ভগবান তাঁর স্বীয় চিন্ময় প্রভাবের দ্বারা তাদের প্রভাব আচ্ছাদিত করুন। সর্বপ্রান্তে, উপরে, নিচে, অন্তরে, বাইরে এবং সর্বত্রই নৃসিংহদেব আমাদের রক্ষা করুন।

শ্লোক ৩৫

মঘবন্নিদমাখ্যাতং বর্ম নারায়ণাত্মকম্ ।
বিজেষ্যসেঽঞ্জসা যেন দংশিতোঽসুরযূথপান্ ॥ ৩৫ ॥

মঘবন্—হে দেবরাজ ইন্দ্র; **ইদম্**—এই; **আখ্যাতম্**—বর্ণিত; **বর্ম**—দিব্য কবচ; **নারায়ণ-আত্মকম্**—নারায়ণের সঙ্গে সম্পর্কিত; **বিজেষ্যসে**—আপনি জয় করবেন; **অঞ্জসা**—অনায়াসে; **যেন**—যার দ্বারা; **দংশিতঃ**—রক্ষিত হয়ে; **অসুর-যূথপান্**—অসুর-নেতাদের।

অনুবাদ

বিশ্বরূপ বললেন—হে ইন্দ্র, নারায়ণের সঙ্গে সম্পর্কিত এই দিব্য কবচের বর্ণনা আমি আপনার কাছে করলাম। এই কবচ ধারণ করার ফলে, আপনি নিশ্চিতভাবে অসুর নেতাদের জয় করতে পারবেন।

শ্লোক ৩৬

এতদ্ ধারয়মাণস্তু যং যং পশ্যতি চক্ষুষা ।
পদা বা সংস্পৃশেৎ সদ্যঃ সাধ্বসাৎ স বিমুচ্যতে ॥ ৩৬ ॥

এতৎ—এই; **ধারয়মাণঃ**—ধারণকারী ব্যক্তি; **তু**—কিন্তু; **যম্ যম্**—যাকে; **পশ্যতি**—দর্শন করেন; **চক্ষুষা**—তাঁর চক্ষুর দ্বারা; **পদা**—তাঁর পায়ের দ্বারা; **বা**—অথবা; **সংস্পৃশেৎ**—স্পর্শ করতে পারে; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **সাধ্বসাৎ**—সমস্ত ভয় থেকে; **সঃ**—সে; **বিমুচ্যতে**—মুক্ত হয়।

অনুবাদ

কেউ যদি এই কবচ ধারণ করে তাঁর চক্ষুর দ্বারা কাউকে দর্শন করেন অথবা তাঁর পায়ের দ্বারা কাউকে স্পর্শ করেন, তা হলে সেও তৎক্ষণাৎ উপরোক্ত সমস্ত ভয় থেকে মুক্ত হবে।

শ্লোক ৩৭

ন কুতশ্চিদ্ ভয়ং তস্য বিদ্যাং ধারয়তো ভবেৎ ।
রাজদস্যুগ্রহাদিভ্যো ব্যাধ্যাদিভ্যশ্চ কর্হিচিৎ ॥ ৩৭ ॥

ন—না; **কুতশ্চিৎ**—কোথা থেকে; **ভয়ম্**—ভয়; **তস্য**—তাঁর; **বিদ্যাম্**—এই স্তোত্র; **ধারয়তঃ**—ধারণ করে; **ভবেৎ**—প্রকট হতে পারে; **রাজ**—রাজা; **দস্যু**—দস্যু; **গ্রহ-আদিভ্যঃ**—অসুর ইত্যাদি থেকে; **ব্যাধি-আদিভ্যঃ**—রোগ ইত্যাদি থেকে; **চ**—ও; **কর্হিচিৎ**—কোন সময়।

অনুবাদ

যেই ব্যক্তি এই নারায়ণ-কবচ নামক বিদ্যা ধারণ করেন, তাঁর কোন কালেও রাজা, দস্যু, অসুর অথবা ব্যাধি প্রভৃতি কোন বিষয় থেকে ভয় থাকবে না।

শ্লোক ৩৮

ইমাং বিদ্যাং পুরা কশ্চিৎ কৌশিকো ধারয়ন্ দ্বিজঃ ।
যোগধারণয়া স্বাঙ্গং জহৌ স মরুধন্বনি ॥ ৩৮ ॥

ইমাম্—এই; **বিদ্যাম্**—স্তোত্র; **পুরা**—পুরাকালে; **কশ্চিৎ**—কোন; **কৌশিকঃ**—কৌশিক; **ধারয়ন্**—ধারণ করে; **দ্বিজঃ**—ব্রাহ্মণ; **যোগ-ধারণয়া**—যোগের দ্বারা; **স্ব-অঙ্গম্**—তাঁর দেহ; **জহৌ**—পরিত্যাগ করেছিলেন; **সঃ**—তিনি; **মরু-ধন্বনি**—মরুভূমিতে।

অনুবাদ

হে দেবরাজ, পুরাকালে কৌশিক নামক এক ব্রাহ্মণ এই কবচ ধারণ করে মরুপ্রদেশে যোগবলে দেহত্যাগ করেন।

শ্লোক ৩৯

তস্যোপরি বিমানেন গন্ধর্বপতিরেকদা ।
যযৌ চিত্ররথঃ স্ত্রীভির্বৃতো যত্র দ্বিজক্ষয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

তস্য—তাঁর মৃতদেহের; **উপরি**—উপরে; **বিমানেন**—বিমানে; **গন্ধর্ব-পতিঃ**—গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ; **একদা**—এক সময়; **যযৌ**—গিয়েছিলেন; **চিত্ররথঃ**—চিত্ররথ; **স্ত্রীভিঃ**—বহু সুন্দরী রমণীর দ্বারা; **বৃতঃ**—পরিবৃত হয়ে; **যত্র**—যেখানে; **দ্বিজ-ক্ষয়ঃ**—ব্রাহ্মণ কৌশিক দেহত্যাগ করেছিলেন।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ যে স্থানে তাঁর দেহত্যাগ করেছিলেন, গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ এক সময় বহু সুন্দরী রমণী পরিবৃত হয়ে, বিমানে করে সেই স্থানের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন।

শ্লোক ৪০

গগনান্ন্যপতৎ সদ্যঃ সবিমানো হ্যবাক্‌শিরাঃ ।
স বালিখিল্যবচনাদস্থীন্যাদায় বিস্মিতঃ ।
প্রাস্য প্রাচীসরস্বত্যাং স্নাত্বা ধাম স্বমন্বগাৎ ॥ ৪০ ॥

গগনাৎ—আকাশ থেকে; **ন্যপতৎ**—পতিত হয়েছিলেন; **সদ্যঃ**—সহসা; **সবিমানঃ**—তাঁর বিমান সহ; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অবাক্-শিরাঃ**—অধোমস্তকে; **সঃ**—তিনি; **বালিখিল্য**—বালিখিল্য নামক মহর্ষি; **বচনাৎ**—উপদেশ অনুসারে; **অস্থীনি**—সমস্ত অস্থি; **আদায়**—গ্রহণ করে; **বিস্মিতঃ**—বিস্মিত হয়ে; **প্রাস্য**—নিক্ষেপ করে; **প্রাচী-সরস্বত্যাম্**—পূর্ববাহিনী সরস্বতী নদীতে; **স্নাত্বা**—স্নান করে; **ধাম**—ধামে; **স্বম্**—তাঁর নিজের; **অন্বগাৎ**—প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

অনুবাদ

চিত্ররথ হঠাৎ অধোমস্তক হয়ে তাঁর বিমান সহ আকাশ থেকে নিপতিত হয়েছিলেন। তারপর বালিখিল্য ঋষির নির্দেশ অনুসারে তিনি সেই ব্রাহ্মণের

অস্থিগুলি পূর্ববাহিনী সরস্বতী নদীতে নিক্ষেপ করে তাতে স্নান করেছিলেন। তারপর তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে তাঁর ধাম গন্ধর্বলোকে গমন করেছিলেন।

শ্লোক ৪১

শ্রীশুক উবাচ

য ইদং শৃণুয়াৎ কালে যো ধারয়তি চাদৃতঃ ।
তং নমস্যন্তি ভূতানি মুচ্যতে সর্বতো ভয়াৎ ॥ ৪১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **যঃ**—যিনি; **ইদম্**—এই; **শৃণুয়াৎ**—শ্রবণ করেন; **কালে**—ভয়ের সময়; **যঃ**—যিনি; **ধারয়তি**—এই কবচ ধারণ করেন; **চ**—ও; **আদৃতঃ**—শ্রদ্ধা সহকারে; **তম্**—তাঁর; **নমস্যন্তি**—সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করে; **ভূতানি**—সমস্ত জীবেরা; **মুচ্যতে**—মুক্ত হয়; **সর্বতঃ**—সমস্ত; **ভয়াৎ**—ভয় থেকে।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ , যে ব্যক্তি ভয় উপস্থিত হলে এই কবচ ধারণ করেন অথবা শ্রদ্ধা সহকারে সেই সম্পর্কে শ্রবণ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সমস্ত বিপদ থেকে মুক্ত হন এবং সমস্ত জীবের পূজ্য হন।

শ্লোক ৪২

এতাং বিদ্যামধিগতো বিশ্বরূপাচ্ছতক্রতুঃ ।
ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীং বুভুজে বিনির্জিত্য মৃধেঽসুরান্ ॥ ৪২ ॥

এতাম্—এই; **বিদ্যাম্**—বিদ্যা; **অধিগতঃ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **বিশ্বরূপাৎ**—বিশ্বরূপ থেকে; **শত-ক্রতুঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **ত্রৈলোক্য-লক্ষ্মীম্**—ত্রিভুবনের সমস্ত ঐশ্বর্য; **বুভুজে**—ভোগ করেছিলেন; **বিনির্জিত্য**—জয় করে; **মৃধে**—যুদ্ধে; **অসুরান্**—সমস্ত অসুরদের।

অনুবাদ

শতক্রতু ইন্দ্র বিশ্বরূপের কাছ থেকে এই বিদ্যা লাভ করেছিলেন এবং অসুরদের পরাজিত করে তিনি ত্রিভুবনের সমস্ত সম্পদ ভোগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

বিশ্বরূপ দেবরাজ ইন্দ্রকে যে মন্ত্রময় কবচ দান করেছিলেন, তা এতই শক্তিশালী ছিল যে, তার প্রভাবে ইন্দ্র অসুরদের পরাভূত করে ত্রিলোকের সমস্ত ঐশ্বর্য নির্বিঘ্নে ভোগ করেছিলেন। এই সম্পর্কে মধ্বাচার্য বলেছেন—

বিদ্যাঃ কর্মাণি চ সদা গুরোঃ প্রাপ্তাঃ ফলপ্রদাঃ ।
অন্যথা নৈব ফলদাঃ প্রসন্নোক্তাঃ ফলপ্রদাঃ ॥

মানুষের কর্তব্য সদ্‌গুরুর কাছ থেকে সর্বপ্রকার মন্ত্র গ্রহণ করা; তা না হলে সেই মন্ত্র কার্যকরী হবে না। সেই কথা *ভগবদ্‌গীতাতেও* (৪/৩৪) বলা হয়েছে—

তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

"সদ্‌গুরুর শরণাগত হয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার চেষ্টা কর। বিনম্র চিত্তে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর এবং অকৃত্রিম সেবার দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট কর। তা হলে তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষ তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দান করবেন।" সদ্‌গুরুর কাছ থেকেই সমস্ত মন্ত্র গ্রহণ করতে হয়, এবং শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হয়ে সর্বতোভাবে তাঁর সন্তুষ্টি বিধান করা। *পদ্মপুরাণেও* বলা হয়েছে—*সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ* । চারটি সম্প্রদায় রয়েছে, যথা—ব্রহ্ম সম্প্রদায়, রুদ্র সম্প্রদায়, শ্রী সম্প্রদায় এবং কুমার সম্প্রদায়। কেউ যদি পারমার্থিক জ্ঞানে উন্নতি সাধন করতে চান, তা হলে তাঁকে প্রামাণিক সম্প্রদায়ের কোনও একটি সম্প্রদায় থেকে মন্ত্র গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য; তা না হলে তিনি আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি সাধন করতে পারবেন না।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের 'নারায়ণ-কবচ' নামক অষ্টম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

নবম অধ্যায়

বৃত্রাসুরের আবির্ভাব

বিশ্বরূপকে ইন্দ্র বধ করেছিলেন এবং সেই জন্য বিশ্বরূপের পিতা ইন্দ্রকে বধ করার জন্য এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তা এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। যজ্ঞ থেকে যখন বৃত্রাসুর আবির্ভূত হয়, তখন দেবতারা ভয়ে ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁর স্তব করতে শুরু করেন।

অসুরদের প্রতি প্রীতিবশত বিশ্বরূপ গোপনে তাদের যজ্ঞভাগ প্রদান করেন। ইন্দ্র যখন সেই কথা জানতে পারেন, তখন তিনি বিশ্বরূপের মস্তক ছেদন করেন। কিন্তু একজন ব্রাহ্মণকে হত্যা করেছেন বলে পরে তিনি অনুতাপ করেন। ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপ স্খালন করতে, সমর্থ হলেও দেবরাজ ইন্দ্র তা করেননি। পক্ষান্তরে, তিনি সেই পাপের ফল গ্রহণ করেছিলেন। পরে তিনি তা ভূমি, জল, বৃক্ষ এবং স্ত্রী-সাধারণের মধ্যে তা বিতরণ করেন। যেহেতু ভূমি সেই পাপের এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করেছিল, তাই ভূমির এক অংশ মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। বৃক্ষ যে এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করেছিল, তার ফলে বৃক্ষের নির্যাসরূপে তা দৃষ্ট হয়, যা পান করা নিষিদ্ধ। স্ত্রীদের মধ্যে সেই পাপ রজোরূপে দৃষ্ট হয় এবং সেই জন্য রজস্বলা স্ত্রী অস্পৃশ্য। জলে সেই পাপ বুদ্বুদ ফেনারূপে দৃষ্ট হয় বলে, ফেনাযুক্ত জল অব্যবহার্য।

বিশ্বরূপের মৃত্যুর পর তাঁর পিতা ত্বষ্টা ইন্দ্রকে বধ করার জন্য এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। কর্মকাণ্ডীয় যজ্ঞে যদি মন্ত্র উচ্চারণে ব্যতিক্রম হয়, তা হলে তার বিপরীত ফল হয়। ত্বষ্টার যজ্ঞেও তাই হয়েছিল। ত্বষ্টা যখন ইন্দ্রের শত্রুর বৃদ্ধি কামনায় মন্ত্র জপ করলেন, তখন ইন্দ্র যার শত্রু সেই বৃত্রাসুরের উৎপত্তি হয়েছিল। যজ্ঞ থেকে যখন বৃত্রাসুরের উৎপত্তি হয়, তখন তার ভয়ঙ্কর মূর্তি দর্শন করে ত্রিভুবন কম্পিত হয়েছিল এবং তার দেহের জ্যোতির প্রভাবে দেবতারা নিস্তেজ হয়ে পড়েছিলেন। তখন উপায়ান্তর না দেখে, দেবতারা সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা বিশ্বপতি ভগবানের শরণাপন্ন হয়ে তাঁর স্তব করতে শুরু করেছিলেন। দেবতারা তাঁর স্তব করেছিলেন, কারণ চরমে ভগবান ছাড়া কেউই জীবকে ভয় এবং বিপদ থেকে

রক্ষা করতে পারেন না। ভগবানের শরণাগত না হয়ে, দেবতাদের শরণাগত হওয়াকে কুকুরের লেজ ধরে সমুদ্র পার হওয়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়। কুকুর সাঁতার কাটতে পারে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সেই কুকুরের লেজ ধরে সমুদ্র পার হওয়া যায়।

দেবতাদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে, ভগবান তাঁদের দধীচি মুনির কাছে তাঁর দেহের অস্থি প্রার্থনা করার উপদেশ দেন। দধীচি মুনি দেবতাদের এই অনুরোধে সম্মত হন এবং তাঁর অস্থিনির্মিত অস্ত্রে বৃত্রাসুরকে বধ করা হয়।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

তস্যাসন্ বিশ্বরূপস্য শিরাংসি ত্রীণি ভারত।
সোমপীথং সুরাপীথমন্নাদমিতি শুশ্রুম ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **তস্য**—তাঁর; **আসন্**—ছিল; **বিশ্বরূপস্য**—দেবতাদের পুরোহিত বিশ্বরূপের; **শিরাংসি**—মস্তক; **ত্রীণি**—তিন; **ভারত**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **সোম-পীথম্**—সোমরস পান করার জন্য; **সুরা-পীথম্**—সুরা পান করার জন্য; **অন্ন-অদম্**—আহার করার জন্য; **ইতি**—এইভাবে; **শুশ্রুম**—পরম্পরা সূত্রে আমি শুনেছি।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, আমি পরম্পরা সূত্রে শুনেছি যে, সেই দেব-পুরোহিত বিশ্বরূপের তিনটি মস্তক ছিল। একটির দ্বারা তিনি সোমরস পান করতেন, অন্যটির দ্বারা তিনি সুরা পান করতেন এবং অপরটির দ্বারা তিনি অন্ন আহার করতেন।

তাৎপর্য

কোন মানুষ স্বর্গলোক, সেখানকার রাজা, অধিবাসী এবং তাঁদের কার্যকলাপ দর্শন করতে পারে না, কারণ কোন মানুষ স্বর্গলোকে যেতে পারে না। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা যদিও অনেক শক্তিশালী অন্তরীক্ষ যান আবিষ্কার করেছে, তবুও তারা চন্দ্রলোকে পর্যন্ত যেতে পারে না, অন্যান্য লোকের আর কি কথা। মানুষ তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা তার ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত কোন কিছু জানতে পারে

না। তাই গুরুপরম্পরার সূত্রে শ্রবণ করা অবশ্য কর্তব্য। তাই মহাত্মা শুকদেব গোস্বামী বলেছেন, "হে রাজন্, আমি পরম্পরা-সূত্রে যা শুনেছি, তা আমি আপনার কাছে বর্ণনা করব।" এটিই হচ্ছে বৈদিক পন্থা। বৈদিক জ্ঞানকে বলা হয় *শ্রুতি* কারণ তা পরম্পরার ধারায় শ্রবণ করার মাধ্যমে গ্রহণ করতে হয়। এই জ্ঞান আমাদের ব্যবহারিক জ্ঞানের সীমার অতীত।

শ্লোক ২

স বৈ বর্হিষি দেবেভ্যো ভাগং প্রত্যক্ষমুচ্চকৈঃ ।
অদদদ্ যস্য পিতরো দেবাঃ সপ্রশ্রয়ং নৃপ ॥ ২ ॥

সঃ—তিনি (বিশ্বরূপ); **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **বর্হিষি**—যজ্ঞাগ্নিতে; **দেবেভ্যঃ**—বিশিষ্ট দেবতাদের; **ভাগম্**—যথাযথ ভাগ; **প্রত্যক্ষম্**—প্রকাশ্যভাবে; **উচ্চকৈঃ**—উচ্চস্বরে মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা; **অদদৎ**—নিবেদন করেছিলেন; **যস্য**—যাঁর; **পিতরঃ**—পিতৃগণ; **দেবাঃ**—দেবতাগণ; **স-প্রশ্রয়ম্**—অত্যন্ত বিনীতভাবে স্নিগ্ধ স্বরে; **নৃপ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, বিশ্বরূপ তাঁর পিতার দিক থেকে দেবতাদের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন, এবং তাই তিনি প্রকাশ্যভাবে বিনয়ের সঙ্গে, "ইন্দ্রায় ইদং স্বাহা" ("এটি দেবরাজ ইন্দ্রের জন্য") এবং "ইদম্ অগ্নয়ে" ("এটি অগ্নিদেবের জন্য"), ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চস্বরে উচ্চারণ করে অগ্নিতে দেবতাদের উদ্দেশ্যে হবি প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ৩

স এব হি দদৌ ভাগং পরোক্ষমসুরান্ প্রতি ।
যজমানোঽবহদ্ ভাগং মাতৃস্নেহবশানুগঃ ॥ ৩ ॥

সঃ—তিনি (বিশ্বরূপ); **এব**—বস্তুতপক্ষে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **দদৌ**—নিবেদন করেছিলেন; **ভাগম্**—ভাগ; **পরোক্ষম্**—দেবতাদের অজ্ঞাতসারে; **অসুরান্**—অসুরদের; **প্রতি**—উদ্দেশ্যে; **যজমানঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে; **অবহৎ**—নিবেদন করেছিলেন; **ভাগম্**—ভাগ; **মাতৃস্নেহ**—মাতার প্রতি স্নেহবশত; **বশ-অনুগঃ**—বাধ্য হয়ে।

অনুবাদ

যদিও তিনি দেবতাদের নামে যজ্ঞে ঘি আহুতি দিচ্ছিলেন, তবুও দেবতাদের অজ্ঞাতসারে তিনি অসুরদেরও যজ্ঞভাগ নিবেদন করছিলেন, কারণ তাঁর মাতৃ সম্বন্ধে তিনি তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন।

তাৎপর্য

যেহেতু বিশ্বরূপ দেবতা এবং অসুর উভয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন, তাই তিনি সেই দুই পক্ষেরই হয়ে ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করছিলেন। তিনি যখন অসুরদের পক্ষ অবলম্বন করে অগ্নিতে আহুতি দিচ্ছিলেন, তখন তিনি দেবতাদের অজ্ঞাতসারে তা করছিলেন।

শ্লোক ৪

তদ্ দেবহেলনং তস্য ধর্মালীকং সুরেশ্বরঃ ।
আলক্ষ্য তরসা ভীতস্তচ্ছীর্ষাণ্যচ্ছিনদ্ রুষা ॥ ৪ ॥

তৎ—তা; **দেব-হেলনম্**—দেবতাদের প্রতি অপরাধ; **তস্য**—তাঁর (বিশ্বরূপের); **ধর্ম-অলীকম্**—ধর্মের নামে কপটতা (দেবতাদের পুরোহিত হওয়ার ভান করে গোপনে অসুরদেরও পৌরোহিত্য করা); **সুর-ঈশ্বরঃ**—দেবরাজ; **আলক্ষ্য**—দর্শন করে; **তরসা**—শীঘ্র; **ভীতঃ**—(বিশ্বরূপের আশীর্বাদে অসুরেরা বর লাভ করবে) এই ভয়ে ভীত হয়ে; **তৎ**—তাঁর (বিশ্বরূপের); **শীর্ষাণি**—মস্তকগুলি; **অচ্ছিনৎ**—ছেদন করেছিলেন; **রুষা**—মহাক্রোধে।

অনুবাদ

কিন্তু এক সময় দেবরাজ ইন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন যে, বিশ্বরূপ গোপনে দেবতাদের প্রতারণা করে অসুরদের যজ্ঞভাগ নিবেদন করছিলেন। তখন তিনি অসুরদের কাছে পরাজিত হওয়ার ভয়ে এবং বিশ্বরূপের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁর তিনটি মস্তক ছেদন করেছিলেন।

শ্লোক ৫

সোমপীথং তু যৎ তস্য শির আসীৎ কপিঞ্জলঃ ।
কলবিঙ্কঃ সুরাপীথমন্নাদং যৎ স তিত্তিরিঃ ॥ ৫ ॥

সোম-পীথম্—সোমরস পানকারী; **তু**—কিন্তু; **যৎ**—যা; **তস্য**—তাঁর (বিশ্বরূপের); **শিরঃ**—মস্তক; **আসীৎ**—হয়েছিল; **কপিঞ্জলঃ**—কপিঞ্জল পক্ষী; **কলবিঙ্কঃ**—কলবিঙ্ক; **সুরাপীথম্**—সুরাপানকারী; **অন্নাদম্**—অন্ন ভক্ষণকারী; **যৎ**—যা; **সঃ**—তার; **তিত্তিরিঃ**—তিত্তিরি।

অনুবাদ

তখন যে মস্তকটি দিয়ে তিনি সোমরস পান করতেন, সেটি কপিঞ্জল পক্ষীতে (চাতক) রূপান্তরিত হয়েছিল। যে মস্তকটি দিয়ে সুরা পান করতেন, সেটি কলবিঙ্ক পক্ষী (চটক); এবং যে মস্তকটি দিয়ে অন্ন ভোজন করতেন, সেটি তিত্তিরি পক্ষী হয়েছিল।

শ্লোক ৬

ব্রহ্মহত্যামঞ্জলিনা জগ্রাহ যদপীশ্বরঃ ।
সংবৎসরান্তে তদঘং ভূতানাং স বিশুদ্ধয়ে ।
ভূম্যম্বুদ্রুমযোষিদ্ভ্যশ্চতুর্ধা ব্যভজদ্ধরিঃ ॥ ৬ ॥

ব্রহ্ম-হত্যাম্—ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপ; **অঞ্জলিনা**—বদ্ধাঞ্জলি হয়ে; **জগ্রাহ**—গ্রহণ করেছিলেন; **যৎ-অপি**—যদিও; **ঈশ্বরঃ**—অত্যন্ত শক্তিমান; **সংবৎসরান্তে**—এক বছর পর; **তৎ অঘম্**—সেই পাপের ফল; **ভূতানাম্**—মহাভূত সমূহের; **সঃ**—তিনি; **বিশুদ্ধয়ে**—বিশুদ্ধিকরণের জন্য; **ভূমি**—পৃথিবীকে; **অম্বু**—জল; **দ্রুম**—বৃক্ষ; **যোষিদ্ভ্যঃ**—এবংম স্ত্রীদের; **চতুর্ধা**—চার ভাগে; **ব্যভজৎ**—ভাগ করেছিলেন; **হরিঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র।

অনুবাদ

ইন্দ্র যদিও ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপ স্খালন করতে সমর্থ ছিলেন, তবুও তিনি কৃতাঞ্জলি হয়ে অনুতাপ সহকারে সেই পাপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এক বছর যাতনা ভোগ করার পর, নিজের বিশুদ্ধিকরণের জন্য সেই পাপের ফল পৃথিবী, জল, বৃক্ষ এবং স্ত্রীজাতির মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৭

ভূমিস্তুরীয়ং জগ্রাহ খাতপূরবরেণ বৈ ।
ঈরিণং ব্রহ্মহত্যায়া রূপং ভূমৌ প্রদৃশ্যতে ॥ ৭ ॥

ভূমিঃ—পৃথিবী; **তুরীয়ম্**—এক-চতুর্থাংশ; **জগ্রাহ**—গ্রহণ করেছিল; **খাত-পূর**—গর্ত পূর্ণ হওয়ায়; **বরেণ**—বর লাভ করার ফলে; **বৈ**—প্রস্তুতপক্ষে; **ঈরিণম্**—মরুভূমি; **ব্রহ্ম-হত্যায়াঃ**—ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপ; **রূপম্**—রূপ; **ভূমৌ**—পৃথিবীতে; **প্রদৃশ্যতে**—দৃষ্ট হয়।

অনুবাদ

ভূমির খাদ (গর্ত) আপনা থেকেই পূর্ণ হয়ে যাবে, ইন্দ্রের কাছে এই বর পেয়ে ভূমি ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপের এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করেছিল। সেই পাপের ফলস্বরূপ আমরা ভূপৃষ্ঠে মরুভূমি দেখতে পাই।

তাৎপর্য

মরুভূমি যেহেতু পৃথিবীর রোগগ্রস্ত অবস্থা, তাই মরুভূমিতে কোন শুভ কর্ম অনুষ্ঠান করা যায় না। যারা মরুভূমিতে বাস করে, তারা ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপের ফল ভোগ করছে বলে বুঝতে হবে।

শ্লোক ৮

তুর্যং ছেদবিরোহেণ বরেণ জগৃহুর্দ্রুমাঃ ।
তেষাং নির্যাসরূপেণ ব্রহ্মহত্যা প্রদৃশ্যতে ॥ ৮ ॥

তুর্যম্—এক-চতুর্থাংশ; **ছেদ**—কাটা হলেও; **বিরোহেণ**—পুনরায় বর্ধিত হওয়ার; **বরেণ**—বর লাভের ফলে; **জগৃহুঃ**—গ্রহণ করেছিল; **দ্রুমাঃ**—বৃক্ষগণ; **তেষাম্**—তাদের; **নির্যাস-রূপেণ**—নির্যাসরূপে; **ব্রহ্ম-হত্যা**—ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপ; **প্রদৃশ্যতে**—দৃষ্ট হয়।

অনুবাদ

বৃক্ষেরা ইন্দ্রের কাছে বর লাভ করেছিল যে, তাদের কাটা হলেও তাদের ডালপালা আবার বর্ধিত হবে; সেই বর লাভ করে বৃক্ষেরা ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপের এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করেছিল। সেই পাপের ফল বৃক্ষের নির্যাসরূপে দৃষ্ট হয়। (সেই জন্যই বৃক্ষের নির্যাস পান করা নিষিদ্ধ)।

শ্লোক ৯

শশ্বৎকামবরেণাংহস্তুরীয়ং জগৃহুঃ স্ত্রিয়ঃ ।
রজোরূপেণ তাস্বংহো মাসি মাসি প্রদৃশ্যতে ॥ ৯ ॥

শশ্বৎ—নিরন্তর; **কাম**—মৈথুন সম্ভোগে; **বরেণ**—বর লাভ করার ফলে; **অংহঃ**—ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপের ফল; **তুরীয়ম্**—এক-চতুর্থাংশ; **জগৃহুঃ**—স্বীকার করেছিল; **স্ত্রিয়ঃ**—স্ত্রীগণ; **রজঃ-রূপেণ**—ঋতুকালে রজোরূপে; **তাসু**—তাদের; **অংহঃ**—পাপের ফল; **মাসি মাসি**—প্রতি মাসে; **প্রদৃশ্যতে**—দৃষ্ট হয়।

অনুবাদ

নারীগণ ইন্দ্রের কাছে বর লাভ করেছিল যে, তারা সর্বকালে মৈথুন সম্ভোগ করতে পারবে, এমন কি গর্ভ অবস্থায়ও সম্ভোগ যদি গর্ভের পক্ষে ক্ষতিকারক না হয়, তা হলে সম্ভোগ করতে পারবে। সেই বর লাভ করার ফলে, তারা ইন্দ্রের পাপের এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করেছিল। তাই প্রতি মাসে ঋতুকালে রজোরূপে সেই পাপ দৃষ্ট হয়।

তাৎপর্য

নারীজাতি অত্যন্ত কামুক এবং তাদের কামবাসনা কখনও পূর্ণ হয় না। যখন ইন্দ্রের কাছে তারা বর লাভ করেছিল যে, তাদের কাম-বাসনার কখনও অন্ত হবে না, তখন নারীগণ ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপের এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করেছিল।

শ্লোক ১০

দ্রব্যভূয়োবরেণাপস্তুরীয়ং জগৃহুর্মলম্ ।
তাসু বুদ্বুদফেনাভ্যাং দৃষ্টং তদ্ধরতি ক্ষিপন্ ॥ ১০ ॥

দ্রব্য—অন্য বস্তু; **ভূয়ঃ**—বৃদ্ধির; **বরেণ**—বর লাভের দ্বারা; **আপঃ**—জল; **তুরীয়ম্**—এক-চতুর্থাংশ; **জগৃহুঃ**—স্বীকার করেছিল; **মলম্**—পাপ; **তাসু**—জলে; **বুদ্বুদ-ফেনাভ্যাম্**—বুদ্বুদ এবং ফেনারূপে; **দৃষ্টম্**—দৃষ্ট হয়; **তৎ**—তা; **হরতিঃ**—সংগ্রহ করে; **ক্ষিপন্**—ফেলে দিয়ে।

অনুবাদ

ইন্দ্রের কাছ থেকে জল বর লাভ করেছিল যে, অন্য দ্রব্যের সঙ্গে তার মিশ্রণের ফলে, সেই বস্তুরই আধিক্য ঘটবে। সেই বর লাভ করে জল ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা

জনিত পাপের এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করেছিল। সেই পাপ জলে বুদ্বুদ এবং ফেনারূপে দেখা যায়। যখন জল আহরণ করা হয়, তখন বুদ্বুদ ও ফেনা বাদ দিয়েই তা আহরণ করতে হয়।

তাৎপর্য

দুধের সঙ্গে, ফলের রসের সঙ্গে অথবা এই ধরনের বস্তুর সঙ্গে জলের মিশ্রণের ফলে, তাদের আয়তন বৃদ্ধি পায় এবং কেউ বুঝতে পারে না কিসে বৃদ্ধি হয়েছে। এই বর লাভের বিনিময়ে জল ইন্দ্রের পাপের এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করেছিল। সেই পাপ বুদ্বুদ এবং ফেনারূপে দৃষ্ট হয়। তাই পানীয় জল সংগ্রহ করার সময় বুদ্বুদ এবং ফেনা বর্জন করা উচিত।

শ্লোক ১১

হতপুত্রস্ততস্ত্বষ্টা জুহাবেন্দ্রায় শত্রবে ।
ইন্দ্রশত্রো বিবর্ধস্ব মা চিরং জহি বিদ্বিষম্ ॥ ১১ ॥

হত-পুত্রঃ—পুত্রহারা; **ততঃ**—তারপর; **ত্বষ্টা**—ত্বষ্টা; **জুহাব**—যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন; **ইন্দ্রায়**—ইন্দ্রের; **শত্রবে**—এক শত্রু উৎপন্ন করার জন্য; **ইন্দ্র-শত্রো**—হে ইন্দ্রের শত্রু; **বিবর্ধস্ব**—বর্ধিত হও; **মা**—না; **চিরম্**—দীর্ঘকাল পরে; **জহি**—হত্যা কর; **বিদ্বিষম্**—তোমার শত্রু।

অনুবাদ

বিশ্বরূপের মৃত্যুর পর তাঁর পিতা ত্বষ্টা ইন্দ্রকে হত্যা করার জন্য এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। "হে ইন্দ্রশত্রু, তোমার শত্রুকে অচিরে বধ করার জন্য তুমি বর্ধিত হও।" এই বলে যজ্ঞে তিনি আহুতি নিবেদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ত্বষ্টার মন্ত্র উচ্চারণে কিছু ভুল হয়েছিল, কারণ তিনি হ্রস্ব উচ্চারণের স্থলে দীর্ঘ উচ্চারণ করেছিলেন এবং তার ফলে সেই মন্ত্রের অর্থ ভিন্ন হয়ে যায়। ত্বষ্টা উচ্চারণ করতে চেয়েছিলেন *ইন্দ্রশত্রো* , অর্থাৎ, 'হে ইন্দ্রের শত্রু'। এই স্থলে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস, অর্থাৎ ইন্দ্রের শত্রু বোঝাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেই মন্ত্র দীর্ঘ উচ্চারণের ফলে সেই শব্দের অর্থ হয়ে দাঁড়িয়েছিল 'ইন্দ্র যার শত্রু।' তার ফলে ইন্দ্রের শত্রুর পরিবর্তে বৃত্রাসুরের আবির্ভাব হয়েছিল, ইন্দ্র ছিলেন যার শত্রু।

শ্লোক ১২

অথান্বাহার্যপচনাদুত্থিতো ঘোরদর্শনঃ ।
কৃতান্ত ইব লোকানাং যুগান্তসময়ে যথা ॥ ১২ ॥

অথ—তারপর; **অন্বাহার্য-পচনাৎ**—অন্বাহার্য নামক অগ্নি থেকে; **উত্থিতঃ**—আবির্ভূত হয়েছিল; **ঘোর-দর্শনঃ**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দর্শন; **কৃতান্তঃ**—রুদ্র; **ইব**—সদৃশ; **লোকানাম্**—সমস্ত লোকের; **যুগান্ত**—যুগের অন্ত; **সময়ে**—সময়ে; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

তারপর অন্বহার্য নামক যজ্ঞের দক্ষিণ দিগস্থ অগ্নি থেকে প্রলয়কালীন কৃতান্তের মতো অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দর্শন এক অসুর উৎপন্ন হয়েছিল।

শ্লোক ১৩-১৭

বিষ্বগ্বিবর্ধমানং তমিষুমাত্রং দিনে দিনে ।
দগ্ধশৈলপ্রতীকাশং সন্ধ্যাভ্রানীকবর্চসম্ ॥ ১৩ ॥
তপ্ততাম্রশিখাশ্মশ্রুং মধ্যাহ্নার্কোগ্রলোচনম্ ॥ ১৪ ॥
দেদীপ্যমানে ত্রিশিখে শূল আরোপ্য রোদসী ।
নৃত্যন্তমুন্নদন্তং চ চালয়ন্তং পদা মহীম্ ॥ ১৫ ॥
দরীগম্ভীরবক্ত্রেণ পিবতা চ নভস্তলম্ ।
লিহতা জিহ্বয়র্ক্ষাণি গ্রসতা ভুবনত্রয়ম্ ॥ ১৬ ॥
মহতা রৌদ্রদংষ্ট্রেণ জৃম্ভমাণং মুহুর্মুহুঃ ।
বিত্রস্তা দুদ্রুবুর্লোকা বীক্ষ্য সর্বে দিশো দশ ॥ ১৭ ॥

বিষ্বক্—সর্বদিকে; **বিবর্ধমানম্**—বর্ধিত হয়ে; **তম্**—তাকে; **ইষু-মাত্রম্**—বিক্ষিপ্ত বাণ; **দিনে দিনে**—দিনের পর দিন; **দগ্ধ**—দগ্ধ; **শৈল**— পর্বত; **প্রতীকাশম্**—সদৃশ; **সন্ধ্যা**—সন্ধ্যায়; **অভ্র-অনীক**—মেঘসমূহের মতো; **বর্চসম্**—দীপ্তি সমন্বিত; **তপ্ত**—উত্তপ্ত; **তাম্র**—তামার মতো; **শিখা**—কেশ; **শ্মশ্রুম্**—দাড়ি এবং গোঁফ; **মধ্যাহ্ন**—মধ্য দিনে; **অর্ক**—সূর্যের মতো; **উগ্র-লোচনম্**—অত্যন্ত দুর্ধর্ষ চক্ষু; **দেদীপ্যমানে**—জ্বলন্ত; **ত্রি-শিখে**—তিনটি তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ সমন্বিত; **শূলে**—তার শূলে; **আরোপ্য**—রেখে; **রোদসী**— পৃথিবী এবং স্বর্গ; **নৃত্যন্তম্**—নৃত্য করে; **উন্নদন্তম্**—

উচ্চস্বরে গর্জন করে; **চ**—এবং; **চালয়ন্তম্**—বিচলিত; **পদা**—তার পায়ের দ্বারা; **মহীম্**—পৃথিবী; **দরী-গম্ভীর**—গুহার মতো গভীর; **বক্ত্রেণ**—মুখের দ্বারা; **পিবতা**—পান করে; **চ**—ও; **নভস্তলম্**—আকাশ; **লিহতা**—লেহন করে; **জিহ্বয়া**—জিহ্বার দ্বারা; **ঋক্ষাণি**—নক্ষত্রসমূহ; **গ্রসতা**—গ্রাস করে; **ভুবন-ত্রয়ম্**—ত্রিভুবন; **মহতা**—অত্যন্ত মহৎ; **রৌদ্র-দংষ্ট্রেণ**—ভয়ঙ্কর দন্তের দ্বারা; **জৃম্ভমাণম্**—জৃম্ভণ করে (হাই তুলে); **মুহুঃ মুহুঃ**—বার বার; **বিত্রস্তাঃ**—ভয়ঙ্কর; **দুদ্রুবুঃ**—পলায়ন করেছিল; **লোকাঃ**—মানুষেরা; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **সর্বে**—সমস্ত; **দিশঃ দশ**—দশ দিকে।

অনুবাদ

চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত বাণের মতো দ্রুত গতিতে সেই অসুরের শরীর দিন দিন বর্ধিত হতে লাগল। তার শরীর দগ্ধ পর্বতের মতো প্রকাণ্ড ও কৃষ্ণবর্ণ ছিল। তার অঙ্গের দীপ্তি সন্ধ্যাকালীন মেঘসমূহের মতো ছিল। তার শিখা শ্মশ্রু উত্তপ্ত তাম্রের মতো পিঙ্গল বর্ণ এবং নেত্রদ্বয় মধ্যাহ্নকালীন সূর্যের মতো অত্যন্ত উগ্র ছিল। সে ছিল দুর্জয় এবং মনে হচ্ছিল যেন সে তার জ্বলন্ত ত্রিশূলের উপর ত্রিলোক ধারণ করেছে। সে উচ্চস্বরে চিৎকার করতে করতে যখন নৃত্য করছিল, তখন মনে হচ্ছিল যেন সারা পৃথিবী ভূমিকম্পের ফলে কম্পিত হচ্ছে। সে যখন বার বার জৃম্ভণ করছিল, তখন মনে হচ্ছিল যেন সে তার পর্বত গহ্বরের মতো গভীর মুখের দ্বারা সমগ্র আকাশ গ্রাস করার চেষ্টা করছে। তাকে মনে হচ্ছিল যেন সে তার জিহ্বার দ্বারা আকাশের নক্ষত্রগুলিকে লেহন করছে এবং তার দীর্ঘ, তীক্ষ্ণ দন্তের দ্বারা ত্রিভুবনকে গ্রাস করছে। সেই ভয়ঙ্কর অসুরকে দর্শন করে মানুষেরা ভীত হয়ে দশ দিকে পলায়ন করতে শুরু করেছিল।

শ্লোক ১৮

যেনাবৃতা ইমে লোকাস্তপসা ত্বাষ্ট্রমূর্তিনা ।
স বৈ বৃত্র ইতি প্রোক্তঃ পাপঃ পরমদারুণঃ ॥ ১৮ ॥

যেন—যার দ্বারা; **আবৃতাঃ**—আচ্ছাদিত; **ইমে**—এই সমস্ত; **লোকাঃ**—লোকসমূহ; **তপসা**—তপস্যার দ্বারা; **ত্বাষ্ট্র-মূর্তিনা**—ত্বষ্টার পুত্ররূপে; **সঃ**—সে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **বৃত্রঃ**—বৃত্র; **ইতি**—এই প্রকার; **প্রোক্তঃ**—নামক; **পাপঃ**—পাপমূর্তি; **পরম-দারুণঃ**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর।

অনুবাদ

ত্বষ্টার পুত্র অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দর্শন সেই অসুর তার তপস্যার প্রভাবে সমগ্র লোক আবৃত করেছিল। তাই তার নাম হয়েছিল বৃত্র অর্থাৎ যে সব কিছু আবৃত করে।

তাৎপর্য

বেদে বলা হয়েছে যে, *স ইমাঁল্লোকান্ আবৃনোৎ তদ্ বৃত্রস্য বৃত্রত্বম্*—যেহেতু সেই অসুর সমস্ত লোক আবৃত করেছিল, তাই তার নাম হয়েছিল বৃত্রাসুর।

শ্লোক ১৯

তং নিজঘ্নুরভিদ্রুত্য সগণা বিবুধর্ষভাঃ ।
স্বৈঃ স্বৈর্দিব্যাস্ত্রশস্ত্রৌঘৈঃ সোঽগ্রসৎ তানি কৃৎস্নশঃ ॥ ১৯ ॥

তম্—তাকে; **নিজঘ্নুঃ**—আঘাত করেছিল; **অভিদ্রুত্য**—অভিমুখে ধাবিত হয়ে; **সগণাঃ**—সৈন্য সহ; **বিবুধ-ঋষভাঃ**—সমস্ত মহান দেবতারা; **স্বৈঃ স্বৈঃ**—তাদের নিজেদের; **দিব্য**—দিব্য; **অস্ত্র**—ধনুর্বাণ; **শস্ত্র-ওঘৈঃ**—বিবিধ অস্ত্র; **সঃ**—সে (বৃত্র); **অগ্রসৎ**—গ্রাস করেছিল; **তানি**—সেই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র; **কৃৎস্নশঃ**—সমস্ত।

অনুবাদ

ইন্দ্র প্রমুখ দেবতারা সসৈন্যে তার প্রতি ধাবিত হয়ে, তাঁদের দিব্য অস্ত্রের দ্বারা তাকে আক্রমণ করেছিলেন, কিন্তু বৃত্রাসুর তাঁদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র গ্রাস করেছিল।

শ্লোক ২০

ততস্তে বিস্মিতাঃ সর্বে বিষণ্ণা গ্রস্ততেজসঃ ।
প্রত্যঞ্চমাদিপুরুষমুপতস্থুঃ সমাহিতাঃ ॥ ২০ ॥

ততঃ—তারপর; **তে**—তারা (দেবতারা); **বিস্মিতাঃ**—বিস্ময়ান্বিত হয়ে; **সর্বে**—সমস্ত; **বিষণ্ণাঃ**—অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হয়ে; **গ্রস্ত-তেজসঃ**—তাদের তেজ হারিয়ে; **প্রত্যঞ্চম্**—পরমাত্মাকে; **আদি-পুরুষম্**—আদি পুরুষ; **উপতস্থুঃ**—প্রার্থনা করেছিলেন; **সমাহিতাঃ**—সকলে একত্রিত হয়ে।

অনুবাদ

অসুরের এই প্রকার প্রভাব দর্শন করে দেবতারা অত্যন্ত বিষণ্ণ এবং আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। দেবতারা তখন নিস্তেজ হয়ে পড়েছিলেন। তাই তাঁরা সকলে একত্রে মিলিত হয়ে অন্তর্যামী ভগবান নারায়ণের প্রসন্নতা বিধানের জন্য তাঁর পূজা করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ২১

শ্রীদেবা উচুঃ
বায়্বম্বরাগ্ন্যপ্‌ক্ষিতয়স্ত্রিলোকা
ব্রহ্মাদয়ো যে বয়মুদ্বিজন্তঃ ।
হরাম যস্মৈ বলিমন্তকোঽসৌ
বিভেতি যস্মাদরণং ততো নঃ ॥ ২১ ॥

শ্রীদেবাঃ উচুঃ—দেবতারা বললেন; **বায়ু**—বায়ুর দ্বারা নির্মিত; **অম্বর**—আকাশ; **অগ্নি**—অগ্নি; **অপ্**—জল; **ক্ষিতয়ঃ**—এবং পৃথিবী; **ত্রি-লোকাঃ**—ত্রিভুবন; **ব্রহ্মা-আদয়ঃ**—ব্রহ্মা আদি; **যে**—যিনি; **বয়ম্**—আমরা; **উদ্বিজন্তঃ**—অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে; **হরাম**—নিবেদন করি; **যস্মৈ**—যাকে; **বলিম্**—উপহার; **অন্তকঃ**—সংহারকারী, মৃত্যু; **অসৌ**—তা; **বিভেতি**—ভয় করে; **যস্মাৎ**—যাঁর থেকে; **অরণম্**—আশ্রয়; **ততঃ**—অতএব; **নঃ**—আমাদের।

অনুবাদ

দেবতারা বললেন—বায়ু, আকাশ, অগ্নি, জল ও মাটি—এই পঞ্চ মহাভূত থেকে ত্রিলোক সৃষ্টি হয়েছে, যা ব্রহ্মা আদি দেবতাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কাল আমাদের বিনাশ করবে এই ভয়ে ভীত হয়ে আমরা কাল কর্তৃক নির্দেশিত কর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা সেই কালকে উপহার প্রদান করি। কিন্তু সেই কালও ভগবানের ভয়ে ভীত। অতএব এখন আমরা সেই পরমেশ্বর ভগবানের পূজা করি, যিনি আমাদের পূর্ণরূপে রক্ষা করতে সক্ষম।

তাৎপর্য

কেউ যখন মৃত্যু হয়ে ভীত হয়, তখন তার কর্তব্য ভগবানের শরণাগত হওয়া। ব্রহ্মা আদি দেবতাগণ এই জড় জগতের বিভিন্ন বিভাগের অধ্যক্ষ হলেও তিনি

তাঁদের সকলেরই পূজ্য। *বিভেতি যস্মাৎ* শব্দ দুটি ইঙ্গিত করে যে, অসুরেরা যতই শক্তিশালী এবং মহৎ হোক না কেন, তারা সকলেই ভগবানের ভয়ে ভীত। দেবতারা মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে ভগবানের শরণাগত হন এবং তাঁর উদ্দেশ্যে এই প্রার্থনাগুলি নিবেদন করেন। কাল যদিও সকলের কাছে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, তবুও স্বয়ং ভয় ভগবানের ভয়ে ভীত। তাই তিনি হচ্ছেন অভয়। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করার ফলেই প্রকৃতপক্ষে অভয় হওয়া যায়, এবং তাই দেবতারা ভগবানের শরণ গ্রহণ করতে মনস্থ করেছিলেন।

শ্লোক ২২

অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামং
স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্ ।
বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ
শ্বলাঙ্গুলেনাতিতিতর্তি সিন্ধুম্ ॥ ২২ ॥

অবিস্মিতম্—যিনি কখনও বিস্মিত হন না; **তম্**—তাঁকে; **পরিপূর্ণ-কামম্**—যিনি সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট; **স্বেন**—তাঁর নিজের দ্বারা; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **লাভেন**—লাভ; **সমম্**—সমদর্শী; **প্রশান্তম্**—অত্যন্ত স্থির; **বিনা**—ব্যতীত; **উপসর্পতি**—সমীপবর্তী হয়; **অপরম্**—অন্য; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **বালিশঃ**—মূর্খ; **শ্ব**—কুকুরের; **লাঙ্গুলেন**—লেজের দ্বারা; **অতিতিতর্তি**—অতিক্রম করতে চায়; **সিন্ধুম্**—সমুদ্র।

অনুবাদ

ভগবান সম্পূর্ণরূপে নিরহঙ্কার এবং তিনি কোন কিছুর দ্বারাই আশ্চর্যান্বিত হন না। তাঁর চিন্ময় পূর্ণতার ফলে তিনি সর্বদা আনন্দময় এবং সর্বতোভাবে সন্তুষ্ট। তাঁর কোন জড় উপাধি নেই, এবং তাই তিনি স্থির এবং অনাসক্ত। সেই পরমেশ্বর ভগবান সকলের পরম আশ্রয়। যে ব্যক্তি অন্যের দ্বারা নিজের রক্ষা কামনা করে, সে অবশ্যই অত্যন্ত মূর্খ, যে কুকুরের লেজ ধরে সমুদ্র পার হওয়ার বাসনা করে।

তাৎপর্য

কুকুর জলে সাঁতার কাটতে পারে, কিন্তু কেউ যদি কুকুরের লেজ ধরে সমুদ্র পার হতে চায়, তা হলে অবশ্যই সে একটি মহামূর্খ। কুকুর কখনও সমুদ্র পার হতে

পারে না, এবং কুকুরের লেজ ধরেও কেউ সমুদ্র পার হতে পারে না। তেমনই, কেউ যদি অজ্ঞানের সমুদ্র পার হতে চায়, তা হলে কোনও দেবতা অথবা অন্য কারও শরণ গ্রহণ না করে, কেবল ভগবানেরই অভয় চরণারবিন্দের শরণ গ্রহণ করা উচিত। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/১৪/৫৮) তাই বলা হয়েছে—

সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং
মহৎপদং পুণ্যযশোমুরারেঃ ।
ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদং
পদং পদং যদ্ বিপদাং ন তেষাম্ ॥

ভগবানের চরণ-কমল হচ্ছে এক অবিনশ্বর নৌকা এবং সেই নৌকার আশ্রয় যিনি গ্রহণ করেছেন, তিনি অনায়াসে অজ্ঞানের সমুদ্র অতিক্রম করতে পারেন। তাই প্রতি পদে যেখানে বিপদ, সেই জড় জগতে বাস করা সত্ত্বেও ভক্তের কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকে না। মানুষের কর্তব্য, নিজের মনগড়া ধারণার পরিবর্তে সর্বশক্তিমান ভগবানের শরণাগত হওয়া।

শ্লোক ২৩

যস্যোরুশৃঙ্গে জগতীং স্বনাবং
মনুর্যথাবধ্য ততার দুর্গম্ ।
স এব নস্ত্বাষ্ট্রভয়াদ্ দুরন্তাৎ
ত্রাতাশ্রিতান্ বারিচরোঽপি নূনম্ ॥ ২৩ ॥

যস্য—যার; **উরু**—অত্যন্ত বলবান এবং উন্নত; **শৃঙ্গে**—শিঙের উপর; **জগতীম্**—জগৎ রূপী; **স্ব-নাবম্**—তাঁর নৌকা; **মনুঃ**—মহারাজ সত্যব্রত মনু; **যথা**—যেমন; **আবধ্য**—বেঁধে; **ততার**—পার হয়েছিলেন; **দুর্গম্**—দুর্লঙ্ঘ্য; **সঃ**—তিনি (পরমেশ্বর ভগবান); **এব**—নিশ্চিতভাবে; **নঃ**—আমাদের; **ত্বাষ্ট্র-ভয়াৎ**—ত্বষ্টার পুত্রের ভয় থেকে; **দুরন্তাৎ**—অসীম; **ত্রাতা**—রক্ষাকর্তা; **আশ্রিতান্**—(আমাদের মতো) আশ্রিতদের; **বারি-চরঃ অপি**—মৎস্যরূপ ধারণ করা সত্ত্বেও; **নূনম্**—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

পূর্বে মহারাজ সত্যব্রত নামক মনু পৃথিবীরূপা ক্ষুদ্র নৌকাটি মৎস্য অবতারের শৃঙ্গে বেঁধে প্রলয়ের সময়ে মহা সঙ্কট থেকে ত্রাণ পেয়েছিলেন, ত্বষ্টার পুত্রের ভয়ঙ্কর ভয় থেকে সেই মৎস্যমূর্তি ভগবান আমাদের রক্ষা করুন।

শ্লোক ২৪

পুরা স্বয়ম্ভুরপি সংযমাম্ভ-
স্যুদীর্ণবাতোর্মিরবৈঃ করালে ।
একোঽরবিন্দাৎ পতিতস্ততার
তস্মাৎ ভয়াৎ যেন স নোঽস্তু পারঃ ॥ ২৪ ॥

পুরা—পূর্বে (সৃষ্টির সময়); **স্বয়ম্ভুঃ**—ব্রহ্মা; **অপি**—ও; **সংযম-অম্ভসি**—প্রলয়-বারিতে; **উদীর্ণ**—অতি উচ্চ; **বাত**—বায়ুর; **ঊর্মি**—তরঙ্গ; **রবৈঃ**—শব্দের দ্বারা; **করালে**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **একঃ**—একা; **অরবিন্দাৎ**—কমল আসন থেকে; **পতিতঃ**—পতনোন্মুখ হয়েছিলেন; **ততার**—রক্ষা পেয়েছিলেন; **তস্মাৎ**—সেই; **ভয়াৎ**—ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে; **যেন**—যেই (ভগবানের) দ্বারা; **সঃ**—তিনি; **নঃ**—আমাদের; **অস্তু**—হোক; **পারঃ**—উদ্ধার।

অনুবাদ

সৃষ্টির আদিতে ভয়ঙ্কর প্রলয়-সলিলে প্রচণ্ড বায়ু ভয়ঙ্কর তরঙ্গের সৃষ্টি করেছিল। সেই মহা তরঙ্গ থেকে যে ভয়ঙ্কর শব্দ হয়েছিল, তার ফলে ব্রহ্মা তাঁর কমলাসন থেকে প্রলয়-সলিলে পতনোন্মুখ হয়েছিলেন। তখন তাঁকে যিনি রক্ষা করেছিলেন, সেই পরমেশ্বর ভগবান আমাদেরও এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে রক্ষা করুন।

শ্লোক ২৫

য এক ঈশো নিজমায়য়া নঃ
সসর্জ যেনানুসৃজাম বিশ্বম্ ।
বয়ং ন যস্যাপি পুরঃ সমীহতঃ
পশ্যাম লিঙ্গং পৃথগীশমানিনঃ ॥ ২৫ ॥

যঃ—যিনি; **একঃ**—এক; **ঈশঃ**—নিয়ন্তা; **নিজ-মায়য়া**—তাঁর দিব্য শক্তির দ্বারা; **নঃ**—আমাদের; **সসর্জ**—সৃষ্টি করেছেন; **যেন**—যাঁর (কৃপার) দ্বারা; **অনুসৃজাম**—আমরাও সৃষ্টি করি; **বিশ্বম্**—ব্রহ্মাণ্ড; **বয়ম্**—আমরা; **ন**—না; **যস্য**—যাঁর; **অপি**—যদিও; **পুরঃ**—আমাদের সম্মুখে; **সমীহতঃ**—যিনি কর্ম করেন তাঁর; **পশ্যাম**—দেখি; **লিঙ্গম্**—রূপ; **পৃথক্**—ভিন্ন; **ঈশ**—নিয়ন্তারূপে; **মানিনঃ**—নিজেদের মনে করে।

অনুবাদ

যে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর বহিরঙ্গা মায়াশক্তির দ্বারা আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁর কৃপায় আমরা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি বিস্তার করি, তিনি সর্বদা আমাদের সম্মুখে পরমাত্মারূপে বিরাজমান, কিন্তু আমরা তাঁর রূপ দর্শন করতে পারি না। আমরা তাঁকে দর্শন করতে অক্ষম, কারণ আমরা নিজেদের এক-একজন স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলে মনে করি।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীব যে কেন ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করতে পারে না, তার বিশ্লেষণ এখানে করা হয়েছে। ভগবান যদিও আমাদের সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ অথবা শ্রীরামচন্দ্র-রূপে আবির্ভূত হন এবং একজন নায়ক অথবা রাজারূপে মানুষদের মধ্যে লীলা-বিলাস করেন, তবুও বদ্ধ জীবেরা তাঁকে চিনতে পারে না। *অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্* —মূর্খেরা (*মূঢ়া*) ভগবানকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে অবজ্ঞা করে। আমরা যতই নগণ্য হই না কেন, তবুও আমরা মনে করি যে, আমরাও ভগবান, আমরাও ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করতে পারি এবং আমরা অন্য আর একজন ভগবান সৃষ্টি করতে পারি। এই কারণেই আমরা ভগবানকে দর্শন করতে পারি না অথবা জানতে পারি না। এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন—

লিঙ্গমেব পশ্যামঃ ।
কদাচিদভিমানস্তু দেবানামপি সন্নিব ।
প্রায়ঃ কালেষু নাস্ত্যেব তারতম্যেন সোঽপি তু ॥

আমরা সকলেই বিভিন্ন মাত্রায় বদ্ধ, কিন্তু আমরা নিজেদের ভগবান বলে মনে করি। সেই জন্যই আমরা ভগবানকে জানতে পারি না অথবা প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করতে পারি না।

শ্লোক ২৬-২৭

যো নঃ সপত্নৈর্ভৃশমর্দ্যমানান্
দেবর্ষিতির্যঙ্‌নৃষু নিত্য এব ।
কৃতাবতারস্তনুভিঃ স্বমায়য়া
কৃত্বাত্মসাৎ পাতি যুগে যুগে চ ॥ ২৬ ॥

তমেব দেবং বয়মাত্মদৈবতং
পরং প্রধানং পুরুষং বিশ্বমন্যম্ ।
ব্রজাম সর্বে শরণং শরণ্যং
স্বানাং স নো ধাস্যতি শং মহাত্মা ॥ ২৭ ॥

যঃ—যিনি; **নঃ**—আমাদের; **সপত্নৈঃ**—আমাদের শত্রু অসুরদের দ্বারা; **ভৃশম্**—প্রায় সর্বদা; **অর্দ্যমানান্**—উৎপীড়িত হয়ে; **দেব**—দেবতা; **ঋষি**—ঋষি; **তির্যক্**—পশু; **নৃষু**—এবং মানুষদের মধ্যে; **নিত্যঃ**—সর্বদা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **কৃত-অবতারঃ**—অবতাররূপে আবির্ভূত হয়ে; **তনুভিঃ**—বিভিন্নরূপে; **স্ব-মায়য়া**—তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা; **কৃত্বা আত্মসাৎ**—তাঁর অত্যন্ত প্রিয় বলে মনে করে; **পাতি**—রক্ষা করেন; **যুগে যুগে**—প্রত্যেক যুগে যুগে; **চ**—এবং; **তম্**—তাঁকে; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **দেবম্**—পরমেশ্বর; **বয়ম্**—আমাদের; **আত্ম-দৈবতম্**—সমস্ত জীবদের ঈশ্বর; **পরম্**—পরম; **প্রধানম্**—সমস্ত জড় শক্তির মূল কারণ; **পুরুষম্**—পরম ভোক্তা; **বিশ্বম্**—যাঁর শক্তি এই ব্রহ্মাণ্ড রচনা করে; **অন্যম্**—পৃথকভাবে অবস্থিত; **ব্রজাম**—আমরা তাঁর সমীপবর্তী হই; **সর্বে**—সকলে; **শরণম্**—আশ্রয়; **শরণ্যম্**—শরণ গ্রহণের উপযুক্ত; **স্বানাম্**—তাঁর ভক্তদেরকে; **সঃ**—তিনি; **নঃ**—আমাদের; **ধাস্যতি**—প্রদান করবেন; **শম্**—কল্যাণ; **মহাত্মা**—পরমাত্মা।

অনুবাদ

ভগবান তাঁর অচিন্ত্য অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে বহু দিব্য শরীরে নিজেকে বিস্তার করেন, যেমন দেবতাদের মধ্যে বামনদেব রূপে, ঋষিদের মধ্যে পরশুরাম রূপে, পশুদের মধ্যে নৃসিংহ, বরাহ আদি রূপে, জলচরদের মধ্যে মৎস্য, কূর্মরূপে এবং মানুষদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরামচন্দ্র রূপে তিনি আবির্ভূত হন। তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তিনি সর্বদা অসুরদের দ্বারা উৎপীড়িত দেবতাদের রক্ষা করেন। তিনি সমস্ত জীবের পরম আরাধ্য, পরম কারণ, প্রকৃতি ও পুরুষরূপে তিনি সমস্ত সৃষ্টির মূল। এই ব্রহ্মাণ্ড থেকে ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তিনি বিরাটরূপে এই ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজ করেন। আমাদের ভয়ার্ত অবস্থায় আমরা তাঁর শরণাগত হই, কারণ আমরা নিশ্চিতরূপে জানি যে, সেই পরম ঈশ্বর, পরম আত্মা আমাদের রক্ষা করবেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে সৃষ্টির আদি কারণ বলে নিশ্চিতরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীধর স্বামী তাঁর ভাষ্য *'ভাবার্থ-দীপিকায়'* প্রকৃতি এবং পুরুষ যে জগৎ

সৃষ্টির কারণ, এই ধারণার উত্তর দিয়েছেন। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, *পরং প্রধানং পুরুষং বিশ্বম্ অন্যম্*—"তিনি পরম কারণ, প্রকৃতি এবং পুরুষ এই সৃজনাত্মক শক্তিরূপে প্রকট হন। যদিও তিনি জগৎ থেকে ভিন্ন, তবুও তিনি বিরাটরূপে বিরাজ করেন।" সৃষ্টির মূল উৎসরূপী প্রকৃতি হচ্ছে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি এবং *পুরুষ* শব্দটি জীবদের ইঙ্গিত করে, যা ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তিসম্ভূত। প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়ে চরমে ভগবানে প্রবিষ্ট হয়, যে সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে (*প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্*)।

যদিও প্রকৃতি ও পুরুষ আপাতদৃষ্টিতে জড় জগতের কারণ বলে মনে হয়, কিন্তু তারা উভয়েই পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন শক্তির প্রকাশ। তাই ভগবান হচ্ছেন প্রকৃতি এবং পুরুষের কারণ। তিনি হচ্ছেন মূল কারণ (*সর্বকারণকারণম্*)। *নারদীয় পুরাণে* বলা হয়েছে—

অবিকারোঽপি পরমঃ প্রকৃতিস্তু বিকারিণী ।
অনুপ্রবিশ্য গোবিন্দঃ প্রকৃতিশ্চাভিধীয়তে ॥

প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়েই যথাক্রমে ভগবানের নিকৃষ্টা এবং উৎকৃষ্টা শক্তি। যা বিশ্লেষণ করে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে (*গাম্ আবিশ্য*), ভগবান প্রকৃতিতে প্রবেশ করেন এবং তার ফলে প্রকৃতি বিভিন্নরূপে জগৎ সৃষ্টি করে। প্রকৃতি স্বতন্ত্র নয় অথবা ভগবানের শক্তির অতীত নয়। বাসুদেব বা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সব কিছুর আদি কারণ। তাই *ভগবদ্গীতায়* (১০/৮) ভগবান বলেছেন—

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥

"আমি জড় এবং চেতন জগতের সব কিছুর উৎস। সব কিছু আমার থেকেই প্রবর্তিত হয়। সেই তত্ত্ব অবগত হয়ে যাঁরা শুদ্ধ ভক্তি সহকারে আমার ভজনা করেন, তাঁরাই যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী।" *শ্রীমদ্ভাগবতেও* (২/৯/৩৩) ভগবান বলেছেন, *অহম্ এবাসম্ এবাগ্রে*—"সৃষ্টির পূর্বে কেবল আমিই ছিলাম।" সেই কথা *ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে* প্রতিপন্ন হয়েছে—

স্মৃতিরব্যবধানেন প্রকৃতিত্বমিতি স্থিতিঃ ।
উভয়াত্মকসৃতিত্বাদ্ বাসুদেবঃ পরঃ পুমান্ ।
প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চেতি শব্দৈরেকোঽভিধীয়তে ॥

ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করার জন্য ভগবান পরোক্ষভাবে পুরুষরূপে এবং প্রত্যক্ষভাবে

প্রকৃতিরূপে কার্য করেন। যেহেতু উভয় শক্তিই সর্বব্যাপ্ত ভগবান বাসুদেব থেকে উদ্ভূত, তাই তিনি প্রকৃতি এবং পুরুষরূপে পরিচিত। অতএব বাসুদেব হচ্ছেন সর্ব-কারণের পরম কারণ (*সর্বকারণকারণম্*)।

শ্লোক ২৮

শ্রীশুক উবাচ

ইতি তেষাং মহারাজ সুরাণামুপতিষ্ঠতাম্ ।
প্রতীচ্যাং দিশ্যভূদাবিঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **তেষাম্**—তাঁদের; **মহারাজ**—হে রাজন্; **সুরাণাম্**—দেবতাদের; **উপতিষ্ঠতাম্**—প্রার্থনা করে; **প্রতীচ্যাম্**—অন্তরে; **দিশি**—দিকে; **অভূৎ**—হয়েছিলেন; **আবিঃ**—আবির্ভূত; **শঙ্খ-চক্র-গদা-ধরঃ**—শঙ্খ, চক্র এবং গদাধারী।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, দেবতারা এইভাবে স্তব করলে, শঙ্খ-চক্র-গদাধর হরি প্রথমে তাঁদের হৃদয়ে এবং তারপর তাঁদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৯-৩০

আত্মতুল্যৈঃ ষোড়শভির্বিনা শ্রীবৎসকৌস্তুভৌ ।
পর্যুপাসিতমুন্নিদ্রশরদম্বুরুহেক্ষণম্ ॥ ২৯ ॥
দৃষ্ট্বা তমবনৌ সর্ব ঈক্ষণাহ্লাদবিক্লবাঃ ।
দণ্ডবৎ পতিতা রাজঞ্ছনৈরুত্থায় তুষ্টুবুঃ ॥ ৩০ ॥

আত্ম-তুল্যৈঃ—প্রায় তাঁর সমকক্ষ; **ষোড়শভিঃ**—ষোড়শ সংখ্যক (পার্ষদ); **বিনা**—ব্যতীত; **শ্রীবৎস-কৌস্তুভৌ**—শ্রীবৎস চিহ্ন এবং কৌস্তুভ মণি; **পর্যুপাসিতম্**—সর্বদিকে সেব্যমান; **উন্নিদ্র**—বিকশিত; **শরৎ**—শরৎকালীন; **অম্বুরুহ**—পদ্ম ফুলের মতো; **ঈক্ষণম্**—নেত্র সমন্বিত; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **তম্**—তাঁকে (পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণকে); **অবনৌ**—ভূমিতে; **সর্বে**—তাঁরা সকলে; **ঈক্ষণ**—প্রত্যক্ষভাবে দর্শন

করে; **আহ্লাদ**—আনন্দে; **বিক্লবাঃ**—বিহ্বল হয়ে; **দণ্ডবৎ**—দণ্ডবৎ; **পতিতাঃ**—পতিত হয়েছিলেন; **রাজন্**—হে রাজন্; **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে; **উত্থায়**—উঠে দাঁড়িয়ে; **তুষ্টুবুঃ**—প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন।

অনুবাদ

হে রাজন্, শ্রীবৎস চিহ্ন এবং কৌস্তুভ মণি ব্যতীত অন্যান্য অলঙ্কারে বিভূষিত হয়ে ভগবানেরই সমতুল্য ষোড়শ সংখ্যক পার্ষদ দ্বারা চতুর্দিকে সেব্যমান, শরৎকালীন বিকশিত পদ্মফুলের মতো নেত্রসমন্বিত ভগবানকে দর্শন করে, দেবতারা আনন্দে বিহ্বল হয়ে ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন, এবং তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁরা পুনরায় প্রার্থনা করতে শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

বৈকুণ্ঠলোকে ভগবান চতুর্ভুজ সমন্বিত এবং বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন ও কৌস্তুভ মণি দ্বারা অলঙ্কৃত। এইগুলি ভগবানের বিশিষ্ট চিহ্ন। বৈকুণ্ঠলোকে ভগবানের পার্ষদ এবং অন্যান্য ভক্তেরা ভগবানেরই মতো রূপ সমন্বিত। কেবল তাঁদের শ্রীবৎসচিহ্ন এবং কৌস্তুভ মণি নেই।

শ্লোক ৩১

শ্রীদেবা উচুঃ

নমস্তে যজ্ঞবীর্যায় বয়সে উত তে নমঃ ।
নমস্তে হ্যস্তচক্রায় নমঃ সুপুরুহূতয়ে ॥ ৩১ ॥

শ্রী-দেবাঃ উচুঃ—দেবতারা বললেন; **নমঃ**—নমস্কার; **তে**—আপনাকে; **যজ্ঞ-বীর্যায়**—যজ্ঞের ফল প্রদানে সমর্থ পরমেশ্বর ভগবানকে; **বয়সে**—যজ্ঞের ফল বিনাশকারী কালস্বরূপ; **উত**—যদিও; **তে**—আপনাকে; **নমঃ**—নমস্কার; **নমঃ**—নমস্কার; **তে**—আপনাকে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অস্ত-চক্রায়**—চক্র বিক্ষেপকারী; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ নমস্কার; **সু-পুরু-হূতয়ে**—বিবিধ দিব্য নাম সমন্বিত।

অনুবাদ

দেবতারা বললেন—হে পরমেশ্বর ভগবান, আপনি যজ্ঞের ফল প্রদানকারী এবং আপনি যজ্ঞের ফল বিনাশকারী কালস্বরূপ। আপনি অসুরদের বিনাশের জন্য

চক্র বিক্ষেপকারী এবং আপনি বহু নামধারী। হে ভগবান, আমরা আপনাকে শ্রদ্ধা সহকারে নমস্কার করি।

শ্লোক ৩২

যৎ তে গতীনাং তিসৃণামীশিতুঃ পরমং পদম্ ।
নার্বাচীনো বিসর্গস্য ধাতর্বেদিতুমর্হতি ॥ ৩২ ॥

যৎ—যা; **তে**—আপনার; **গতীনাম্ তিসৃণাম্**—ত্রিবিধ গতির (স্বর্গ, মর্ত্য এবং নরক); **ঈশিতুঃ**—নিয়ন্তা; **পরমম্ পদম্**—পরম পদ বৈকুণ্ঠলোক; **ন**—না; **অর্বাচীনঃ**—কনিষ্ঠ ব্যক্তি; **বিসর্গস্য**—সৃষ্টি; **ধাতঃ**—হে পরম নিয়ন্তা; **বেদিতুম্**—জানার জন্য; **অর্হতি**—সক্ষম।

অনুবাদ

হে পরম নিয়ন্তা, আপনি ত্রিবিধ গতির (স্বর্গলোকে উন্নতি, মনুষ্যজন্ম এবং নরক-যন্ত্রণা) নিয়ন্তা, তবু আপনার পরম ধাম হচ্ছে বৈকুণ্ঠলোক। যেহেতু আপনি এই জগৎ সৃষ্টি করার পর আমরা এসেছি, তাই আপনার কার্যকলাপ অবগত হওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। অতএব আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি ব্যতীত অন্য আর কিছুই নিবেদন করার নেই।

তাৎপর্য

অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা সাধারণত জানে না ভগবানের কাছে কি প্রার্থনা করতে হয়। জড় জগতের সমস্ত জীবেদের মধ্যে কেউই জানে না ভগবানের কাছে কি বর প্রার্থনা করতে হয়। মানুষ সাধারণত স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার বর প্রার্থনা করে, কারণ বৈকুণ্ঠলোক সম্বন্ধে তারা কিছুই জানে না। শ্রীমধ্বাচার্য সেই সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকটির উল্লেখ করেছেন—

দেবলোকাৎ পিতৃলোকাৎ নিরয়াচ্চাপি যৎ পরম্ ।
তিসৃভ্যঃ পরমং স্থানং বৈষ্ণবং বিদুষাং গতিঃ ॥

দেবলোক, পিতৃলোক, নিরয় বা নরক আদি বহু গ্রহলোক রয়েছে। কেউ যখন এই সমস্ত লোক অতিক্রম করে বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করেন, তখন তিনি বৈষ্ণবের পরম পদ প্রাপ্ত হন। অন্য সমস্ত লোকে বৈষ্ণবদের করণীয় কিছুই নেই।

শ্লোক ৩৩

ওঁ নমস্তেঽস্তু ভগবন্ নারায়ণ বাসুদেবাদিপুরুষ মহাপুরুষ মহানুভাব পরমমঙ্গল পরমকল্যাণ পরমকারুণিক কেবল জগদাধার লোকৈকনাথ সর্বেশ্বর লক্ষ্মীনাথ পরমহংসপরিব্রাজকৈঃ পরমেণাত্মযোগসমাধিনা পরিভাবিতপরিস্ফুটপারমহংস্যধর্মেণোদ্ঘাটিততমঃকপাটদ্বারে চিত্তেঽপাবৃত আত্মলোকে স্বয়মুপলব্ধনিজসুখানুভবো ভবান্ ॥ ৩৩ ॥

ওঁ—হে ভগবান; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **তে**—আপনাকে; **অস্তু**—হোক; **ভগবন্**—হে পরমেশ্বর ভগবান; **নারায়ণ**—সমগ্র জীবের আশ্রয় নারায়ণ; **বাসুদেব**—বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ; **আদি-পুরুষ**—আদিপুরুষ; **মহা-পুরুষ**—মহাপুরুষ; **মহা-অনুভাব**— পরম ঐশ্বর্য সমন্বিত; **পরম-মঙ্গল**—পরম মঙ্গলময়; **পরম-কল্যাণ**—পরম কল্যাণ; **পরম-কারুণিক**—পরম করুণাময়; **কেবল**—অপরিবর্তনীয়; **জগৎ-আধার**—সমগ্র জগতের অবলম্বনীয়; **লোক-এক-নাথ**—সমস্ত গ্রহলোকের একমাত্র ঈশ্বর; **সর্ব-ঈশ্বর**—পরম নিয়ন্তা; **লক্ষ্মী-নাথ**—লক্ষ্মীপতি; **পরমহংস-পরিব্রাজকৈঃ**—সারা পৃথিবী পর্যটনকারী সর্বোচ্চ স্তরের সন্ন্যাসীদের দ্বারা; **পরমেণ**—পরম; **আত্ম-যোগ-সমাধিনা**—ভক্তিযোগে মগ্ন; **পরিভাবিত**—পূর্ণরূপে শুদ্ধ; **পরিস্ফুট**—এবং পূর্ণরূপে প্রকাশিত; **পারমহংস্য-ধর্মেণ**—ভগবদ্ভক্তির দিব্য পন্থা অনুশীলনের দ্বারা; **উদ্ঘাটিত**—উন্মুক্ত; **তমঃ**—মায়িক অস্তিত্বের; **কপাট**—কপাট; **দ্বারে**—দ্বারে অবস্থিত; **চিত্তে**—মনে; **অপাবৃতে**—নিষ্কলুষ; **আত্ম-লোকে**—চিৎ-জগতে; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **উপলব্ধ**—উপলব্ধি করে; **নিজ**—নিজের; **সুখ-অনুভবঃ**—সুখানুভূতি; **ভবান্**—আপনি।

অনুবাদ

হে ভগবান! হে নারায়ণ! হে বাসুদেব! হে আদিপুরুষ! হে মহাপুরুষ! হে মহানুভব! হে পরম মঙ্গল! হে পরম কল্যাণ! হে পরম করুণাময়! হে নির্বিকার! হে জগদাধার! হে লোকনাথ! হে সর্বেশ্বর! হে লক্ষ্মীনাথ! পরমহংস পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরা যাঁরা কৃষ্ণভক্তি প্রচার করার জন্য পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমণ করেন, ভক্তিযোগে পূর্ণরূপে সমাধিমগ্ন হয়ে তাঁরা আপনাকে উপলব্ধি করতে পারেন। যেহেতু তাঁদের মন আপনাতে একাগ্রীভূত, তাই তাঁরা তাঁদের শুদ্ধ অন্তঃকরণে আপনার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। যখন তাঁদের হৃদয়ের অন্ধকার সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয় এবং আপনি তাঁদের কাছে প্রকাশিত হন, তখন তাঁরা আপনার চিন্ময় স্বরূপের দিব্য আনন্দ আস্বাদন করতে পারেন। তাঁরা ছাড়া

আর কেউই আপনাকে উপলব্ধি করতে পারে না। তাই আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

বিভিন্ন শ্রেণীর ভক্ত এবং যোগীদের কাছে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হন বলে ভগবানের অনেক দিব্য নাম রয়েছে। যখন তাঁর নির্বিশেষ রূপের উপলব্ধি হয়, তখন তাঁকে বলা হয় ব্রহ্ম, যখন তাঁকে পরমাত্মারূপে উপলব্ধি হয়, তখন তাঁকে বলা হয় অন্তর্যামী, এবং যখন তিনি জড় সৃষ্টির জন্য বিবিধরূপে নিজেকে বিস্তার করেন, তখন তাঁকে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু এবং কারণোদকশায়ী বিষ্ণু বলা হয়। যখন তিনি বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহ রূপে উপলব্ধ হন, যিনি বিষ্ণুর উক্ত তিন রূপের অতীত, তখন তাঁকে বৈকুণ্ঠ নারায়ণ বলা হয়। নারায়ণ উপলব্ধির ঊর্ধ্বে বলদেব উপলব্ধি এবং তাঁরও ঊর্ধ্বে শ্রীকৃষ্ণ উপলব্ধি। এই সমস্ত উপলব্ধি তখনই সম্ভব হয় যখন মানুষ পূর্ণরূপে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন। তখন হৃদয়ের অন্তঃস্থলের রুদ্ধদ্বার ভগবান এবং তাঁর বিভিন্ন রূপকে উপলব্ধি করার জন্য পূর্ণরূপে উন্মুক্ত হয়।

শ্লোক ৩৪

দুরববোধ ইব তবায়ং বিহারযোগো যদশরণোঽশরীর ইদম-
নবেক্ষিতাস্মৎসমবায় আত্মনৈবাবিক্রিয়মাণেন সগুণমগুণঃ সৃজসি পাসি
হরসি ॥ ৩৪ ॥

দুরববোধঃ—দুর্বোধ্য; **ইব**—অত্যন্ত; **তব**—আপনার; **অয়ম্**—এই; **বিহার-যোগঃ**—জড় সৃষ্টি, পালন এবং সংহারের লীলা-বিলাস পরায়ণ; **যৎ**—যা; **অশরণঃ**—অন্য কোন কিছুর উপর আশ্রিত নয়; **অশরীরঃ**—জড় শরীরবিহীন; **ইদম্**—এই; **অনবেক্ষিত**—অপেক্ষা না করে; **অস্মৎ**—আমাদের; **সমবায়ঃ**—সহযোগিতা; **আত্মনা**—আপনার দ্বারা; **এব**—নিঃসন্দেহে; **অবিক্রিয়মাণেন**—নির্বিকারভাবে; **স-গুণম্**—জড়া প্রকৃতির গুণ; **অগুণঃ**—এই সমস্ত গুণের অতীত হওয়া সত্ত্বেও; **সৃজসি**—আপনি সৃষ্টি করেন; **পাসি**—পালন করেন; **হরসি**—সংহার করেন।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনার কোন অবলম্বনের প্রয়োজন হয় না, এবং যদিও আপনার কোন জড় শরীর নেই, তবু আপনার আমাদের সহযোগিতার প্রয়োজন হয় না।

যেহেতু আপনি সমস্ত জড় সৃষ্টির কারণ, আপনি বিকার প্রাপ্ত না হয়ে সমস্ত জড় উপাদানগুলি সরবরাহ করেন, এবং স্বয়ং এই জড় জগতের সৃষ্টি, পালন এবং সংহার-কার্য সম্পাদন করেন। যদিও মনে হয় যে আপনি জড় কার্যকলাপে যুক্ত, তবু আপনি সমস্ত জড় গুণের অতীত। তাই আপনার এই সমস্ত দিব্য কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৭) বলা হয়েছে, *গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতঃ*—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা গোলোক বৃন্দাবনে বিরাজ করেন। আরও বলা হয়েছে, *বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পদমেকং ন গচ্ছতি*—শ্রীকৃষ্ণ কখনও বৃন্দাবন ছেড়ে এক পা কোথাও যান না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যদিও তাঁর ধাম গোলোক বৃন্দাবনে বিরাজমান, তবু তিনি সর্বব্যাপ্ত, তাই তিনি সর্বস্থানে উপস্থিত। বদ্ধ জীবেদের পক্ষে তা হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু ভক্তেরা বুঝতে পারেন যে, শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা তাঁর ধামে বিরাজমান হওয়া সত্ত্বেও সর্বব্যাপ্ত। দেবতারা হচ্ছেন ভগবানের বিভিন্ন অঙ্গ, যদিও ভগবানের কোন জড় শরীর নেই এবং তাঁর কারও সহায়তারও প্রয়োজন হয় না। তিনি সর্বব্যাপ্ত (*ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা*)। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর চিন্ময় স্বরূপে সর্বত্র উপস্থিত নন। মায়াবাদীদের মতে ব্রহ্ম সর্বব্যাপ্ত হওয়ার ফলে, তাঁর কোন চিন্ময়রূপ থাকা সম্ভব নয়। মায়াবাদীদের মতে যেহেতু তিনি সর্বব্যাপ্ত, তাই তাঁর কোন রূপ নেই। সেই কথা সত্য নয়। ভগবানের চিন্ময় রূপ রয়েছে এবং সেই সঙ্গে তিনি জড় জগতের সর্বত্র ব্যাপ্ত।

শ্লোক ৩৫

**অথ তত্র ভবান্ কিং দেবদত্তবদিহ গুণবিসর্গপতিতঃ পারতন্ত্র্যেণ
স্বকৃতকুশলাকুশলং ফলমুপাদদাত্যাহোস্বিদাত্মারাম উপশমশীলঃ
সমঞ্জসদর্শন উদাস্ত ইতি হ বাব ন বিদামঃ ॥ ৩৫ ॥**

অথ—অতএব; **তত্র**—তাতে; **ভবান্**—আপনি; **কিম্**—কি; **দেব-দত্ত-বৎ**—একজন সাধারণ মানুষের মতো কর্মফলের অধীন; **ইহ**—এই জড় জগতে; **গুণ-বিসর্গ-পতিতঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা বাধ্য হয়ে জড় শরীরে পতিত; **পারতন্ত্র্যেণ**—কাল, স্থান, কর্ম এবং প্রকৃতির অধীন হওয়ার ফলে; **স্ব-কৃত**—নিজের দ্বারা কৃত; **কুশল**—শুভ; **অকুশলম্**—অশুভ; **ফলম্**—কর্মফল; **উপাদদাতি**—গ্রহণ করে;

আহোস্বিৎ—অথবা; **আত্মারামঃ**—সম্পূর্ণরূপে আত্মতুষ্ট; **উপশমশীলঃ**—আত্মসংযত; **সমঞ্জস-দর্শনঃ**—পূর্ণ চিৎ-শক্তি থেকে বঞ্চিত না হয়ে; **উদাস্তে**—সাক্ষীরূপে উদাসীন থাকেন; **ইতি**—এই প্রকার; **হ বাব**—নিশ্চিতভাবে; **ন বিদামঃ**—আমরা বুঝতে পারি না।

অনুবাদ

আমাদের দুটি প্রশ্ন। সাধারণ বদ্ধ জীব জড়া প্রকৃতির নিয়মের অধীন এবং তার ফলে তাকে তার কর্মের ফল ভোগ করতে হবে। আপনিও কি একজন সাধারণ মানুষের মতো জড়া প্রকৃতির গুণ থেকে উৎপন্ন একটি শরীরে অবস্থান করেন? আপনি কি কাল, কর্ম আদির অধীনে স্বকৃত শুভ এবং অশুভ ফল ভোগ করেন? নতুবা আপনি কি আত্মারাম, জড় বাসনামুক্ত এবং নিত্য-চিৎশক্তি-যুক্ত নিরপেক্ষ সাক্ষীরূপে কেবল বিরাজ করেন? আমরা আপনার প্রকৃত স্থিতি বুঝতে পারি না।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, তিনি দুটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই জড় জগতে অবতরণ করেন, যথা, *পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্*—ভক্তদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং অভক্ত অসুরদের বিনাশ করার জন্য। ভগবানের এই দুই প্রকার কর্মই সমান। ভগবান যখন অসুরদের দণ্ড দেবার জন্য আসেন, তখন তিনি তাদের উপর তাঁর কৃপা বর্ষণ করেন, এবং তেমনই তিনি যখন তাঁর ভক্তদের উদ্ধার করেন, তখন তাদের প্রতিও কৃপা বর্ষণ করেন। এইভাবে ভগবান বদ্ধ জীবেদের সমভাবে কৃপা করেন। কোন বদ্ধ জীব যখন অন্যদের ত্রাণ করেন, তখন তিনি পুণ্য অর্জন করেন এবং কেউ যখন অন্যদের দুঃখকষ্ট দেয়, তখন সে পাপকর্ম করে, কিন্তু ভগবান পুণ্যবান বা পাপী নন; তিনি সর্বদাই পূর্ণ চিৎশক্তি সমন্বিত, যার দ্বারা তিনি দণ্ডনীয় এবং রক্ষণীয় উভয়কেই সমান কৃপা প্রদর্শন করেন। ভগবান *অপাপ-বিদ্ধম্* । তিনি কখনও পাপকর্মের দ্বারা কলুষিত হন না। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই পৃথিবীতে বিরাজ করছিলেন, তখন তিনি বহু বৈরীভাবাপন্ন অভক্তদের সংহার করেছিলেন, কিন্তু তারা সকলেই সারূপ্য মুক্তি লাভ করেছিলেন, অর্থাৎ তারা তাদের চিন্ময় স্বরূপ পুনঃপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। যারা ভগবানকে জানে না তারা বলে যে, ভগবান তাদের প্রতি নির্দয় কিন্তু অন্যদের প্রতি সদয়। প্রকৃতপক্ষে *ভগবদ্‌গীতায়* (৯/২৯) ভগবান বলেছেন, *সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে*

দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ—"আমি সকলের প্রতি সমদর্শী। কেউই আমার শত্রু নয় অথবা বন্ধু নয়।" কিন্তু তিনি এও বলেছেন, *যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্*—"কেউ যদি আমার ভক্ত হয় এবং সর্বতোভাবে আমার শরণাগত হয়, সে আমার বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে।"

শ্লোক ৩৬

ন হি বিরোধ উভয়ং ভগবত্যপরিমিতগুণগণ ঈশ্বরেঽনব-গাহ্যমাহাত্ম্যেঽর্বাচীনবিকল্পবিতর্কবিচারপ্রমাণাভাসকুতর্কশাস্ত্রকলিলান্তঃ করণাশ্রয়দুরবগ্রহবাদিনাং বিবাদানবসর উপরতসমস্তমায়াময়ে কেবল এবাত্মমায়ামন্তর্ধায় কো ন্বর্থো দুর্ঘট ইব ভবতি স্বরূপদ্বয়াভাবাৎ ॥৩৬॥

ন—না; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **বিরোধঃ**—বিরোধ; **উভয়ম্**—উভয়; **ভগবতি**—ভগবানে; **অপরিমিত**—অসীম; **গুণ-গণে**—দিব্য গুণাবলী; **ঈশ্বরে**—পরম নিয়ন্তায়; **অনবগাহ্য**—সমন্বিত; **মাহাত্ম্যে**—অপরিমিত গুণ এবং মহিমা; **অর্বাচীন**—আধুনিক; **বিকল্প**—বিকল্প; **বিতর্ক**—বিরোধী তর্ক; **বিচার**—বিচার; **প্রমাণ-আভাস**—ভ্রান্ত প্রমাণ; **কুতর্ক**—অর্থহীন তর্ক; **শাস্ত্র**—অপ্রামাণিক শাস্ত্রের দ্বারা; **কলিল**—বিক্ষুব্ধ; **অন্তঃকরণ**—মন; **আশ্রয়**—আশ্রয়; **দুরবগ্রহ**—দুষ্ট আগ্রহ; **বাদিনাম্**—সিদ্ধান্ত-বাদীদের; **বিবাদ**—বিরোধের; **অনবসরে**—সীমার মধ্যে নয়; **উপরত**—বিরত; **সমস্ত**—সব কিছু; **মায়া-ময়ে**—মায়াশক্তি; **কেবলে**—অদ্বিতীয়; **এব**—বস্তুত; **আত্ম-মায়াম্**—মায়াশক্তি, যা অচিন্ত্যকে গড়তে পারে এবং নষ্ট করতে পারে; **অন্তর্ধায়**—মাঝখানে রেখে; **কঃ**—কে; **নু**—বস্তুতপক্ষে; **অর্থঃ**—অর্থ; **দুর্ঘটঃ**—সম্ভব; **ইব**—যেন; **ভবতি**—হয়; **স্বরূপ**—প্রকৃতি; **দ্বয়**—দুইয়ের; **অভাবাৎ**—অভাবের ফলে।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনাতে সমস্ত বিরোধের সমন্বয় হয়। যেহেতু আপনি পরম পুরুষ, অনন্ত দিব্য গুণের আধার, পরম ঈশ্বর, তাই আপনার অনন্ত মহিমা বদ্ধ জীবদের কল্পনার অতীত। আধুনিক সিদ্ধান্তবাদীরা প্রকৃত সত্য যে কি তা না জেনে, কোন্‌টি সত্য এবং কোন্‌টি মিথ্যা তা নিয়ে তর্ক করে। তাদের তর্ক সর্বদাই ভ্রান্ত এবং তাদের বিচার অমীমাংসিত, কারণ আপনার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করার প্রকৃত পন্থা তারা জানে না। যেহেতু তাদের মন অপসিদ্ধান্তপূর্ণ তথাকথিত শাস্ত্রের

দ্বারা বিক্ষুব্ধ, তাই তারা পরম সত্য আপনাকে জানতে অক্ষম। অধিকন্তু সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার কলুষিত আগ্রহবশত তাদের মতবাদগুলি তাদের জড় ধারণার অতীত অধোক্ষজ আপনাকে প্রকাশ করতে পারে না। আপনি এক এবং অদ্বিতীয়, এবং তাই আপনার কাছে কর্তব্য-অকর্তব্য, সুখ-দুঃখ ইত্যাদির বিরোধ নেই। আপনার শক্তি এমনই মহান যে, আপনার ইচ্ছা অনুসারে আপনি যে কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারেন এবং ধ্বংস করতে পারেন। এই শক্তির প্রভাবে আপনার পক্ষে অসম্ভব কি হতে পারে? আপনার স্বরূপে যেহেতু কোন দ্বৈত ভাব নেই, তাই আপনি আপনার শক্তির প্রভাবে সব কিছুই করতে পারেন।

তাৎপর্য

ভগবান স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার ফলে, চিন্ময় আনন্দে পূর্ণ আত্মারাম। তিনি আনন্দ দুই ভাগে উপভোগ করেন—যখন তাঁকে প্রসন্ন বলে মনে হয় এবং যখন তাঁকে দুঃখিত বলে মনে হয়। তাঁর মধ্যে ভেদ এবং বিভেদ সম্ভব নয়, কারণ সেইগুলির উদ্ভব তাঁর থেকেই হয়। ভগবান সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত শক্তি, সমস্ত সৌন্দর্য, সমস্ত ঐশ্বর্য এবং সমস্ত যশের উৎস। তাঁর শক্তি অসীম। যেহেতু তিনি সমস্ত দিব্য গুণে পূর্ণ, তাই জড় জগতের কোন কলুষ তাঁর মধ্যে থাকতে পারে না। তিনি জড়াতীত ও চিন্ময় এবং তাই জড় সুখ ও দুঃখের ধারণা তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

ভগবানের মধ্যে যদি বিরোধ ভাব দেখা যায়, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। প্রকৃতপক্ষে তাঁর মধ্যে কোন বিরোধ নেই। তিনি যে পরম তার অর্থ এই। যেহেতু তিনি সর্বশক্তিমান, তাই তাঁর অস্তিত্ব আছে কি নেই তা নিয়ে বদ্ধ জীবেদের যে তর্ক, তিনি তার অধীন নন। ভক্তদের শত্রুগণকে হত্যা করে, ভক্তদের রক্ষা করে তিনি আনন্দ পান। এইভাবে হত্যা এবং রক্ষা উভয়ের মাধ্যমেই তিনি আনন্দ উপভোগ করেন।

দ্বৈত ভাব থেকে এই মুক্তি কেবল ভগবানের ক্ষেত্রেই নয়, তাঁর ভক্তদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বৃন্দাবনে ব্রজ-বালিকারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাহচর্যে দিব্য আনন্দ উপভোগ করেন, আবার কৃষ্ণ-বলরাম যখন বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় চলে যান, তখনও তাঁদের বিরহে তাঁরা সেই অপ্রাকৃত আনন্দ অনুভব করেন। পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্ত উভয়ের ক্ষেত্রেই জড় দুঃখ অথবা সুখের কোন প্রশ্ন ওঠে না, যদিও আপাতদৃষ্টিতে কখনও কখনও বলা হয় যে, তাঁরা দুঃখী অথবা সুখী। যিনি আত্মারাম, তিনি উভয় স্থিতিতেই আনন্দমগ্ন থাকেন।

অভক্তেরা ভগবানের মধ্যে এই বিরোধের অভাব বুঝতে পারে না। তাই *ভগবদ্‌গীতায়* ভগবান বলেছেন, *ভক্ত্যা মাম্ অভিজানাতি*—ভগবানের চিন্ময় লীলা কেবল ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়; অভক্তদের কাছে তা সম্পূর্ণরূপে দুর্বোধ্য। *অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ*—ভগবান এবং তাঁর নাম, রূপ, লীলা ও বৈশিষ্ট্য অভক্তদের কাছে অচিন্ত্য, এবং তাই যুক্তি-তর্কের দ্বারা তা বোঝার চেষ্টা করা উচিত নয়। তার ফলে তারা কখনই পরম সত্যকে জানতে পারবে না।

শ্লোক ৩৭

সমবিষমমতীনাং মতমনুসরসি যথা রজ্জুখণ্ডঃ সর্পাদিধিয়াম্ ॥ ৩৭ ॥

সম—সমান বা যথাযথ; **বিষম**—অসমান বা ভ্রান্ত; **মতীনাম্**—বুদ্ধিমানদের; **মতম্**—সিদ্ধান্ত; **অনুসরসি**—আপনি অনুসরণ করেন; **যথা**—যেমন; **রজ্জু-খণ্ডঃ**—দড়ির টুকরো; **সর্পাদি**—সর্প ইত্যাদি; **ধিয়াম্**—যারা মনে করে তাদের কাছে।

অনুবাদ

একটি রজ্জু মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তির কাছে সর্পের মতো প্রতিভাত হয়ে ভয় উৎপাদন করে, কিন্তু যথার্থ বুদ্ধি সমন্বিত ব্যক্তি জানেন যে, তা কেবল একটি রজ্জু। তেমনই, আপনি, সকলের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে তাদের বুদ্ধি অনুসারে ভয় এবং অভয় উৎপাদন করেন, কিন্তু আপনার মধ্যে কোন দ্বৈতভাব নেই।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় (৪/১১) ভগবান বলেছেন, *যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্*—"যে যেভাবে আমার শরণাগত হয়, সেই অনুসারে আমি তাকে ফল প্রদান করি।" ভগবান সমস্ত জ্ঞান, সত্য এবং বিরোধের উৎস। এখানে যে উদাহরণটি দেওয়া হয়েছে, তা অত্যন্ত উপযুক্ত। রজ্জু একটি বস্তু, কিন্তু কেউ সেটিকে ভুল করে সাপ বলে মনে করতে পারে, কিন্তু অন্যেরা জানে যে, সেটি হচ্ছে একটি রজ্জু। তেমনই, যে সমস্ত ভক্তেরা ভগবানকে জানেন, তাঁরা তাঁর মধ্যে কোন বিরোধ দেখতে পান না, কিন্তু অভক্তেরা তাঁকে সর্পবৎ সমস্ত ভয়ের উৎসরূপে দর্শন করে। যেমন, নৃসিংহদেব যখন আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁকে পরম পরিত্রাতারূপে দর্শন করেছিলেন, কিন্তু তাঁর পিতা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু তাঁকে মৃত্যুরূপে দর্শন করেছিল। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/২/৩৭) সেই

সম্বন্ধে বলা হয়েছে, ভয়ং *দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ*—দ্বৈতভাবে মগ্ন থাকার ফলেই ভয়ের উদয় হয়। কেউ যখন দ্বৈতজ্ঞান সমন্বিত থাকেন, তখন তিনি ভয় এবং আনন্দ উভয় তত্ত্বই অবগত থাকেন। একই ভগবান ভক্তদের আনন্দের এবং অজ্ঞানী অভক্তদের ভয়ের উৎস হন। ভগবান এক, কিন্তু সেই পরমতত্ত্বকে বিভিন্ন ব্যক্তি তাদের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপলব্ধি করে। বুদ্ধিহীন ব্যক্তিরা তাঁর মধ্যে বিরোধ দর্শন করে, কিন্তু ধীর ভক্তেরা তাঁর মধ্যে কোন বিরোধ দেখতে পান না।

শ্লোক ৩৮

স এব হি পুনঃ সর্ববস্তুনি বস্তুস্বরূপঃ সর্বেশ্বরঃ সকলজগৎ-কারণকারণভূতঃ সর্বপ্রত্যগাত্মত্বাৎ সর্বগুণাভাসোপলক্ষিত এক এব পর্যবশেষিতঃ ॥ ৩৮ ॥

সঃ—তিনি (ভগবান); **এব**—বস্তুত; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **পুনঃ**—পুনরায়; **সর্ব-বস্তুনি**—জড় এবং চিন্ময় সমস্ত বস্তুতে; **বস্তু-স্বরূপঃ**—বস্তু; **সর্ব-ঈশ্বরঃ**—সব কিছুর নিয়ন্তা; **সকল-জগৎ**—সমগ্র জগতের; **কারণ**—কারণের; **কারণ-ভূতঃ**—কারণরূপে; **সর্ব-প্রত্যক্-আত্মত্বাৎ**—সমস্ত জীবের পরমাত্মা হওয়ার ফলে, অথবা পরমাণুতে পর্যন্ত বিরাজমান হওয়ার ফলে; **সর্ব-গুণ**—প্রকৃতির সমস্ত গুণের প্রভাবে (যথা, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়); **আভাস**—প্রকাশের দ্বারা; **উপলক্ষিতঃ**—অনুভূত; **একঃ**—এক; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **পর্যবশেষিতঃ**—পর্যবসিত হয়।

অনুবাদ

বিচার করলে দেখা যায় যে, যিনি নানারূপে প্রতীত হন, সেই পরমাত্মাই প্রকৃতপক্ষে সব কিছুর মূলতত্ত্ব। মহত্তত্ত্ব জড় জগতের কারণ, কিন্তু সেই মহত্তত্ত্বের কারণও হচ্ছেন তিনি। তাই তিনি হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ। তিনি বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ের প্রকাশক। তিনি অন্তর্যামীরূপে উপলক্ষিত হন। তাঁর অভাবে সব কিছুই মৃত। সেই পরমাত্মা, পরম ঈশ্বর, আপনি ভিন্ন আর কেউই নন।

তাৎপর্য

সর্ববস্তুনি বস্তুস্বরূপঃ শব্দগুলি সূচিত করে যে, পরমেশ্বর ভগবান প্রত্যেক বস্তুর মূল সিদ্ধান্ত। সেই কথা *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৫) বর্ণিত হয়েছে—

একোঽপ্যসৌ রচয়িতুং জগদণ্ডকোটিং
যচ্ছক্তিরস্তি জগদণ্ডচয়া যদন্তঃ ।
অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দের ভজনা করি, যিনি তাঁর এক অংশের দ্বারা প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে এবং প্রতিটি পরমাণুতে প্রবেশ করে সমগ্র জড় সৃষ্টি জুড়ে তাঁর অনন্ত শক্তি প্রকাশ করেন।" তাঁর এক অংশ অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে ভগবান অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ব্যাপ্ত। তিনি সমস্ত জীবের *প্রত্যক্* বা অন্তর্যামী। ভগবান *ভগবদ্গীতায়* (১৩/৩) বলেছেন, *ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত* — "হে ভরতশ্রেষ্ঠ, জেনে রেখো যে, আমি সমস্ত দেহেরও জ্ঞাতা (ক্ষেত্রজ্ঞ)।" ভগবান যেহেতু পরমাত্মা, তাই তিনি প্রত্যেক বস্তুর, এমন কি পরমাণুরও মূল তত্ত্ব (*অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থম্*)। তিনিই হচ্ছেন বাস্তব সত্য। বুদ্ধির বিভিন্ন স্তর অনুসারে মানুষ প্রত্যেক বস্তুতে ভগবানের প্রকাশের মাধ্যমে ভগবানের উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারে। সমগ্র জগৎ তিন গুণের দ্বারা ব্যাপ্ত এবং মানুষ তার গুণ অনুসারে ভগবানের উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারে।

শ্লোক ৩৯

অথ হ বাব তব মহিমামৃতরসসমুদ্রবিপ্রুষা সকৃদবলীঢ়য়া স্বমনসি নিষ্যন্দমানানবরতসুখেন বিস্মারিতদৃষ্টশ্রুতবিষয়সুখলেশাভাসাঃ পরমভাগবতা একান্তিনো ভগবতি সর্বভূতপ্রিয়সুহৃদি সর্বাত্মনি নিতরাং নিরন্তরং নির্বৃতমনসঃ কথমু হ বা এতে মধুমথন পুনঃ স্বার্থকুশলা হ্যাত্মপ্রিয়সুহৃদঃ সাধবস্ত্বচ্চরণাম্বুজানুসেবাং বিসৃজন্তি ন যত্র পুনরয়ং সংসারপর্যাবর্তঃ ॥ ৩৯ ॥

অথ হ—অতএব; **বাব**—বস্তুত; **তব**—আপনার; **মহিম**—মহিমা; **অমৃত**—অমৃত; **রস**—রস; **সমুদ্র**—সমুদ্রের; **বিপ্রুষা**—বিন্দু; **সকৃৎ**—কেবল একবার; **অবলীঢ়য়া**—আস্বাদিত; **স্ব-মনসি**—তাঁর মনে; **নিষ্যন্দমান**—প্রবাহিত; **অনবরত**—নিরন্তর; **সুখেন**—দিব্য আনন্দে; **বিস্মারিত**—বিস্মৃত; **দৃষ্ট**—জড় দৃষ্টিতে; **শ্রুত**—ধ্বনি; **বিষয়-সুখ**—জড় সুখের; **লেশ-আভাসাঃ**—এক অতি নগণ্য অংশের অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব; **পরম-ভাগবতাঃ**—মহান ভক্তগণ; **একান্তিনঃ**—ভগবানের প্রতি একনিষ্ঠ শ্রদ্ধাপরায়ণ; **ভগবতি**—ভগবানে; **সর্ব-ভূত**—সমস্ত জীবেদের; **প্রিয়**—প্রিয়তম; **সুহৃদি**—বন্ধু; **সর্ব-**

আত্মনি—সকলের অন্তর্যামী পরমাত্মা; **নিতরাম্**—সম্পূর্ণরূপে; **নিরন্তরম্**—নিরন্তর; **নির্বৃত**—সুখে; **মনসঃ**—যাঁদের মন; **কথম্**—কিভাবে; **উ হ**—তা হলে; **বা**—অথবা; **এতে**—এই সমস্ত; **মধু-মথন**—হে মধুসূদন; **পুনঃ**—পুনরায়; **স্ব-অর্থ-কুশলাঃ**—যাঁরা জীবনের প্রকৃত অর্থ সাধনে নিপুণ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **আত্ম-প্রিয়-সুহৃদঃ**—যাঁরা পরমাত্মারূপে আপনাকে তাঁদের পরম প্রিয় সুহৃদরূপে গ্রহণ করেছেন; **সাধবঃ**—ভক্তগণ; **ত্বৎ-চরণ-অম্বুজ-অনুসেবাম্**—আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবা; **বিসৃজন্তি**—ত্যাগ করতে পারেন; **ন**—না; **যত্র**—যাতে; **পুনঃ**—পুনরায়; **অয়ম্**—এই; **সংসার-পর্যাবর্তঃ**—এই জড় জগতে জন্ম-মৃত্যুর চক্র।

অনুবাদ

অতএব, হে মধুসূদন, যাঁরা আপনার মহিমা সমুদ্রের এক বিন্দু অমৃত আস্বাদন করেছেন, তাঁদের মনে নিরন্তর আনন্দের ধারা প্রবাহিত হতে থাকে। এই প্রকার মহান ভক্ত মায়িক দৃষ্টি এবং শ্রুতিজাত বিষয় সুখের আভাস বিস্মৃত হন। সমস্ত বিষয়-বাসনা থেকে মুক্ত এই মহাভাগবতেরা সমস্ত জীবের প্রকৃত সুহৃদ। তাঁদের মন সর্বতোভাবে আপনাতে নিবেদন করে এবং চিন্ময় আনন্দ আস্বাদন করে তাঁরা জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনে নিপুণ। হে ভগবান, আপনি এই ভক্তদের পরম আত্মা এবং পরম সুহৃদ, যাঁরা কখনও এই জড় জগতে ফিরে আসেন না। তাঁরা কিভাবে আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবা পরিত্যাগ করতে পারেন?

তাৎপর্য

অভক্তেরা যদিও তাদের অল্প জ্ঞান এবং জল্পনা-কল্পনার অভ্যাসের ফলে ভগবানকে জানতে পারে না, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত একবার মাত্র ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের অমৃত আস্বাদন করার ফলে, ভগবদ্ভক্তির দিব্য আনন্দ উপলব্ধি করতে পারেন। ভগবদ্ভক্ত জানেন যে, কেবলমাত্র ভগবানের সেবা সম্পাদন করার ফলে, তিনি সকলের সেবা করছেন। তাই ভগবদ্ভক্তই সমস্ত জীবের প্রকৃত সুহৃদ। শুদ্ধ ভক্তই কেবল সমস্ত বদ্ধ জীবেদের মঙ্গলের জন্য ভগবানের মহিমা প্রচার করতে পারেন।

শ্লোক ৪০

ত্রিভুবনাত্মভবন ত্রিবিক্রম ত্রিনয়ন ত্রিলোকমনোহরানুভাব তবৈব বিভূতয়ো দিতিজদনুজাদয়শ্চাপি তেষামুপক্রমসময়োঽয়মিতি স্বাত্মমায়য়া সুরনরমৃগমিশ্রিতজলচরাকৃতিভির্যথাপরাধং দণ্ডং দণ্ডধর দধর্থ এবমেনমপি ভগবঞ্জহি ত্বাষ্ট্রমুত যদি মন্যসে ॥ ৪০ ॥

ত্রি-ভুবন-আত্ম-ভবন—হে ভগবান, আপনি ত্রিভুবনের আশ্রয়, কারণ আপনি ত্রিভুবনের পরমাত্মা; **ত্রি-বিক্রম**—হে ভগবান, আপনি বামনরূপে ত্রিভুবন জুড়ে আপনার বিক্রম এবং ঐশ্বর্য বিস্তার করেছিলেন; **ত্রি-নয়ন**—হে ত্রিভুবনের পালনকর্তা এবং দ্রষ্টা; **ত্রিলোক-মনোহর-অনুভাব**—হে ত্রিভুবনে মনোহররূপে প্রতীয়মান; **তব**—আপনার; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **বিভূতয়ঃ**—শক্তির বিস্তার; **দিতিজ-দনুজ-আদয়ঃ**—দিতি এবং দনুর পুত্র দৈত্য এবং দানবেরা; **চ**—এবং; **অপি**—(মানুষ)ও; **তেষাম্**—তাদের সকলের; **উপক্রম-সময়ঃ**—অভ্যুত্থানের সময়; **অয়ম্**—এই; **ইতি**—এইভাবে; **স্ব-আত্ম-মায়য়া**—আপনার আত্মমায়ার দ্বারা; **সুর-নর-মৃগ-মিশ্রিত-জলচর-আকৃতিভিঃ**—দেবতা, মনুষ্য, পশু, মিশ্র এবং জলচর রূপে (বামন, রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, বরাহ, হয়গ্রীব, নৃসিংহ, মৎস্য, কূর্ম আদি অবতার); **যথা-অপরাধম্**—তাদের অপরাধ অনুসারে; **দণ্ডম্**—দণ্ড; **দণ্ড-ধর**—হে পরম দণ্ডদাতা; **দধর্থ**—আপনি ফল প্রদান করেন; **এবম্**—এই প্রকার; **এনম্**—এই (বৃত্রাসুর); **অপি**—ও; **ভগবন্**—হে পরমেশ্বর ভগবান; **জহি**—হত্যা করুন; **ত্বাষ্ট্রম্**—ত্বষ্টার পুত্রকে; **উত**—বস্তুত; **যদি মন্যসে**—যদি আপনি যথাযথ মনে কয়েন।

অনুবাদ

হে ভগবান, হে ত্রিভুবন-স্বরূপ, ত্রিভুবনের জনক! হে বামন রূপধারী ত্রিবিক্রম! হে নৃসিংহদেবরূপী ত্রিনয়ন! হে ত্রিলোক মনোহর! মনুষ্য, দৈত্য, দানব, সকলেই আপনার শক্তির প্রকাশ। হে পরম শক্তিমান, অসুরেরা যখন অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তখন তাদের দণ্ড দান করার জন্য আপনি বিভিন্নরূপে সর্বদা অবতরণ করেন। আপনি বামনদেব, রামচন্দ্র ও কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। আপনি কখনও কখনও বরাহ আদি পশুরূপে আবির্ভূত হন, কখনও নৃসিংহদেব এবং হয়গ্রীব—এই মিশ্ররূপে আবির্ভূত হন এবং কখনও মৎস্য, কূর্ম আদি জলচররূপে আবির্ভূত হন। এইভাবে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে আপনি সর্বদা অসুর এবং দানবদের দণ্ড দান করেন। আমরা তাই আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, আপনি পুনরায় আবির্ভূত হন এবং যদি উপযুক্ত মনে করেন, তা হলে বৃত্রাসুরকে সংহার করুন।

তাৎপর্য

সকাম এবং *অকাম* ভেদে দুই প্রকার ভক্ত রয়েছে। শুদ্ধ ভক্তেরা *অকাম*, কিন্তু স্বর্গের দেবতারা *সকাম* ভক্ত, কারণ তাঁরা জড় ঐশ্বর্য ভোগ করতে চান। তাঁদের

পুণ্যকর্মের ফলে সকাম ভক্তেরা উচ্চতর লোকে উন্নীত হন, কিন্তু তাঁদের অন্তরে জড় ঐশ্বর্য ভোগ করার বাসনা থাকে। সকাম ভক্তেরা কখনও কখনও দানব এবং রাক্ষসদের দ্বারা উৎপীড়িত হন, কিন্তু ভগবান এতই কৃপাময় যে, তিনি তাঁদের রক্ষা করার জন্য অবতরণ করেন। ভগবানের অবতারেরা এতই শক্তিশালী যে, বামনদেব তাঁর দুই পদবিক্ষেপের দ্বারা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড আচ্ছাদিত করেছিলেন এবং তাই তাঁর তৃতীয় পদ রাখার আর কোন স্থান ছিল না। ভগবানকে বলা হয় ত্রিবিক্রম, কারণ তিনি কেবল তিনটি পদবিক্ষেপের দ্বারা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড উদ্ধার করে তাঁর বিক্রম প্রদর্শন করেছিলেন।

সকাম ভক্ত এবং অকাম ভক্তদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, দেবতা আদি সকাম ভক্তেরা যখন বিপদে পড়েন, তখন তাঁরা উদ্ধারের জন্য ভগবানের শরণাগত হন, কিন্তু অকাম ভক্তেরা পরম বিপদেও তাঁদের নিজেদের স্বার্থে ভগবানকে বিরক্ত করেন না। অকাম ভক্ত যদি দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করেন, তিনি মনে করেন যে, সেটি তাঁর পূর্বকৃত কর্মের ফল এবং তিনি নীরবে সেই কর্মফল ভোগ করতে প্রস্তুত থাকেন। তিনি কখনও ভগবানকে বিরক্ত করতে চান না। সকাম ভক্ত বিপদে পড়া মাত্রই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে শুরু করেন। কিন্তু তাঁদের পুণ্যবান বলে মনে করা হয়, কারণ তাঁরা সম্পূর্ণরূপে ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/১৪/৮) বলা হয়েছে—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকং ।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥

দুঃখ-দুর্দশার মধ্যেও ভক্ত ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে থাকেন এবং অধিক উৎসাহ সহকারে তাঁর সেবা করতে থাকেন। এইভাবে ভগবদ্ভক্তিতে সুদৃঢ়ভাবে নিষ্ঠাপরায়ণ হওয়ার ফলে, তাঁরা নিঃসন্দেহে ভগবদ্ধামে ফিরে যাবার যোগ্য হন। সকাম ভক্তেরা অবশ্য তাঁদের প্রার্থনা অনুসারে ভগবানের কাছ থেকে তাঁদের বাঞ্ছিত ফল লাভ করেন, কিন্তু তাঁরা ভগবদ্ধামে ফিরে যাবার যোগ্য হন না। এখানে দ্রষ্টব্য যে, ভগবান বিষ্ণু তাঁর বিভিন্ন অবতারে সর্বদা তাঁর ভক্তদের রক্ষা করেন। শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন—*বিবিধং ভাবপাত্রত্বাৎ সর্বে বিষ্ণোর্বিভূতয়ঃ* । শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান (*কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্*)। অন্য সমস্ত অবতারেরা বিষ্ণু থেকে প্রকাশিত হন।

শ্লোক ৪১

অস্মাকং তাবকানাং ততত্ত নতানাং হরে তব চরণনলিনযুগলধ্যানানুবদ্ধ-হৃদয়নিগড়ানাং স্বলিঙ্গবিবরণেনাত্মসাৎকৃতানামনুকম্পানুরঞ্জিতবিশদ-রুচিরশিশিরস্মিতাবলোকেন বিগলিতমধুরমুখরসামৃতকলয়া চান্তস্তাপমনঘার্হসি শময়িতুম্ ॥ ৪১ ॥

অস্মাকম্—আমাদের; **তাবকানাম্**—যাঁরা সর্বতোভাবে আপনার উপর নির্ভরশীল; **তত-তত**—হে পিতামহ; **নতানাম্**—যাঁরা পূর্ণরূপে আপনার শরণাগত; **হরে**—হে হরি; **তব**—আপনার; **চরণ**—পায়ে; **নলিন-যুগল**—দুটি নীলপদ্মের মতো; **ধ্যান**—ধ্যানের দ্বারা; **অনুবদ্ধ**—বদ্ধ; **হৃদয়**—হৃদয়; **নিগড়ানাম্**—শৃঙ্খলিত; **স্ব-লিঙ্গ-বিবরণেন**—আপনার স্বীয় রূপ প্রকাশ করে; **আত্মসাৎ-কৃতানাম্**—যাদের আপনি নিজজন বলে গ্রহণ করেছেন; **অনুকম্পা**—করুণার দ্বারা; **অনুরঞ্জিত**—রঞ্জিত হয়ে; **বিশদ**—উজ্জ্বল; **রুচির**—অত্যন্ত মনোহর; **শিশির**—শীতল; **স্মিত**—মৃদুমন্দ হাস্যযুক্ত; **অবলোকেন**—আপনার দৃষ্টিপাতের দ্বারা; **বিগলিত**—অনুকম্পার দ্বারা বিগলিত; **মধুর-মুখ-রস**—আপনার মুখের অত্যন্ত মধুর বাণী; **অমৃত-কলয়া**—অমৃতবিন্দুর দ্বারা; **চ**—এবং; **অন্তঃ**—আমাদের হৃদয়ে; **তাপম্**—গভীর বেদনা; **অনঘ**—হে পরম পবিত্র; **অর্হসি**—আপনি যোগ্য; **শময়িতুম্**—প্রশমিত করতে।

অনুবাদ

হে পরম রক্ষক, হে পিতামহ, হে পরম পবিত্র ভগবান! আমরা সকলে আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত আত্মা। আপনার চরণারবিন্দ-যুগলের ধ্যানে আমাদের চিত্ত প্রেমরূপ শৃঙ্খলের দ্বারা শৃঙ্খলিত। আপনি কৃপাপূর্বক অবতাররূপে নিজেকে প্রকাশিত করুন। আমাদের আপনার নিত্য দাস এবং ভক্ত বলে গ্রহণ করে, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমাদেরকে অনুকম্পা প্রদর্শন করুন। আপনার প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিপাতের দ্বারা, শীতল করুণাঘন হাসির দ্বারা এবং আপনার সুন্দর মুখ থেকে নিঃসৃত অমৃত মধুর বাণীর দ্বারা আমাদের বৃত্রভয়জনিত হৃদয়ের সমস্ত বেদনা প্রশমিত করুন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মাকে দেবতাদের পিতা বলে মনে করা হয়, কিন্তু কৃষ্ণ বা বিষ্ণু হচ্ছেন ব্রহ্মার পিতা, কারণ ব্রহ্মার জন্ম হয়েছিল ভগবানের নাভিপদ্ম থেকে।

শ্লোক ৪২

অথ ভগবংস্তবাস্মাভিরখিলজগদুৎপত্তিস্থিতিলয়নিমিত্তায়মানদিব্য-মায়াবিনোদস্য সকলজীবনিকায়ানামন্তর্হৃদয়েষু বহিরপি চ ব্রহ্মপ্রত্যগাত্ম-স্বরূপেণ প্রধানরূপেণ চ যথাদেশকালদেহাবস্থানবিশেষং তদুপাদানো-পলম্ভকতয়ানুভবতঃ সর্বপ্রত্যয়সাক্ষিণ আকাশশরীরস্য সাক্ষাৎ পরব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ কিয়ানিহ বার্থবিশেষো বিজ্ঞাপনীয়ঃ স্যাদ্ বিস্ফুলিঙ্গাদিভিরিব হিরণ্যরেতসঃ ॥ ৪২ ॥

অথ—অতএব; **ভগবন্**—হে ভগবান; **তব**—আপনার; **অস্মাভিঃ**—আমাদের দ্বারা; **অখিল**—সমগ্র; **জগৎ**—জড় জগৎ; **উৎপত্তি**—সৃষ্টি; **স্থিতি**—পালন; **লয়**—এবং সংহারের; **নিমিত্তায়মান**—কারণ হওয়ার ফলে; **দিব্য-মায়া**—চিৎ-শক্তির দ্বারা; **বিনোদস্য**—বিলাস-পরায়ণ আপনার; **সকল**—সমস্ত; **জীব-নিকায়ানাম্**—জীবসমূহের; **অন্তঃ-হৃদয়েষু**—হৃদয়ের অভ্যন্তরে; **বহিঃ অপি**—বাইরেও; **চ**—এবং; **ব্রহ্ম**—নির্বিশেষ ব্রহ্মের অথবা পরমতত্ত্বের; **প্রত্যক্-আত্ম**—পরমাত্মার; **স্বরূপেন**—আপনার স্বরূপের দ্বারা; **প্রধান-রূপেণ**—বহিরঙ্গা প্রকৃতিরূপে; **চ**—ও; **যথা**—অনুসারে; **দেশ-কাল-দেহ-অবস্থান**—দেশ, কাল, দেহ এবং অবস্থার; **বিশেষম্**—বিশেষ; **তৎ**—তাদের; **উপাদান**—উপাদান কারণের; **উপলম্ভকতয়া**—প্রকাশকরূপে; **অনুভবতঃ**—সাক্ষী হয়ে; **সর্ব-প্রত্যয়-সাক্ষিণঃ**—বিভিন্ন কার্যকলাপের সাক্ষী; **আকাশ-শরীরস্য**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পরমাত্মা; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **পর-ব্রহ্মণঃ**—পরব্রহ্ম; **পরমাত্মনঃ**—পরমাত্মা; **কিয়ান্**—কত দূর পর্যন্ত; **ইহ**—এখানে; **বা**—অথবা; **অর্থ-বিশেষঃ**—বিশেষ প্রয়োজন; **বিজ্ঞাপনীয়ঃ**—জানাবার যোগ্য; **স্যাৎ**—হতে পারে; **বিস্ফুলিঙ্গ-আদিভিঃ**—অগ্নিস্ফুলিঙ্গের দ্বারা; **ইব**—সদৃশ; **হিরণ্য-রেতসঃ**—আদি অগ্নিকে।

অনুবাদ

হে ভগবান, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেমন সমগ্র অগ্নির কার্য করতে পারে না, তেমনই আপনার অংশস্বরূপ আমরা আপনাকে আমাদের জীবনের আবশ্যকতাগুলি জানাতে অক্ষম। আপনি পূর্ণ ব্রহ্ম। তাই আপনাকে আমরা কি জানাতে পারি? আপনি সব কিছুই জানেন, কারণ আপনি সর্বকারণের পরম কারণ, সমগ্র জগতের পালনকর্তা এবং সংহারকর্তা। আপনি সর্বদা আপনার চিৎশক্তিতে এবং জড় শক্তিতে লীলা-বিলাস করেন, কারণ আপনিই এই সমস্ত শক্তির নিয়ন্তা। আপনি সমস্ত জীবের এবং জড় জগতের অন্তরে বিরাজ করেন এবং বাইরেও বিরাজ

করেন। আপনি অন্তরে পরব্রহ্মরূপে এবং বাইরে জড় সৃষ্টির উপাদানরূপে বিরাজ করেন। তাই যদিও আপনি বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন শরীরে প্রকট হন, তবু আপনি সর্বকারণের পরম কারণ পরমেশ্বর ভগবান। বস্তুতপক্ষে আপনিই মূলতত্ত্ব। আপনি সমস্ত কার্যকলাপের সাক্ষী, কিন্তু আপনি যেহেতু আকাশের মতো সর্বব্যাপ্ত, তাই কেউই আপনাকে স্পর্শ করতে পারে না। পরব্রহ্ম এবং পরমাত্মারূপে আপনিই সব কিছুর সাক্ষী। হে পরমেশ্বর ভগবান, আপনার অজ্ঞাত কিছুই নেই।

তাৎপর্য

পরমতত্ত্ব তিন রূপে উপলব্ধ হয়—ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান (*ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে*)। পরমেশ্বর ভগবান ব্রহ্ম এবং পরমাত্মার কারণ। পরমতত্ত্বের নির্বিশেষ রূপ ব্রহ্ম হচ্ছে সর্বব্যাপ্ত এবং পরমাত্মা সকলের হৃদয়ে অবস্থিত, কিন্তু ভগবান যিনি তাঁর ভক্তদের দ্বারা আরাধ্য হন, তিনিই সর্বকারণের পরম কারণ। শুদ্ধ ভক্ত জানেন যে, যেহেতু ভগবানের অজ্ঞাত কিছুই নেই, তাই তাঁর সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধে তাঁকে জানাবার কোন আবশ্যকতা নেই। শুদ্ধ ভক্ত জানেন যে, জড়-জাগতিক কোন কিছুর আবশ্যকতার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করার কোন প্রয়োজন নেই। তাই বৃত্রাসুরের আক্রমণজনিত দুঃখ থেকে উদ্ধারের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করার জন্য দেবতারা ক্ষমা ভিক্ষা করেছেন। নবীন ভক্তেরা দুঃখ-দুর্দশা থেকে অথবা দারিদ্র্য থেকে উদ্ধার লাভের জন্য অথবা ভগবানের প্রতি জিজ্ঞাসু হয়ে ভগবানের শরণাগত হয়। *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৬) উল্লেখ করা হয়েছে যে, চার প্রকার সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হন—আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী। কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত জানেন যে, ভগবান যেহেতু সর্বব্যাপ্ত এবং সর্বজ্ঞ, তাই ব্যক্তিগত লাভের জন্য তাঁর পূজা করার অথবা তাঁকে প্রার্থনা নিবেদন করার কোন আবশ্যকতা নেই। শুদ্ধ ভক্ত কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা না করে সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন। ভগবান সর্বত্র বিরাজমান এবং তিনি তাঁর ভক্তের আবশ্যকতা জানেন, তাই তাঁর কাছে জড়-জাগতিক লাভের জন্য প্রার্থনা জানিয়ে তাঁকে বিরক্ত করার কোন প্রয়োজন হয় না।

শ্লোক ৪৩

অত এব স্বয়ং তদুপকল্পয়াস্মাকং ভগবতঃ পরমগুরোস্তব চরণশতপলাশ-চ্ছায়াং বিবিধবৃজিনসংসারপরিশ্রমোপশমনীমুপসৃতানাং বয়ং যৎকামেনো-পসাদিতাঃ ॥ ৪৩ ॥

অত এব—সুতরাং; **স্বয়ম্**—আপনি স্বয়ং; **তৎ**—তা; **উপকল্পয়**—দয়া করে আপনি আয়োজন করুন; **অস্মাকম্**—আমাদের; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **পরম-গুরোঃ**—পরম গুরু; **তব**—আপনার; **চরণ**—চরণের; **শত-পলাশৎ**—শতদল-পদ্মসদৃশ; **ছায়াম্**—ছায়া; **বিবিধ**—বিবিধ; **বৃজিন**—ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সমন্বিত; **সংসার**—এই বদ্ধ জীবনের; **পরিশ্রম**—বেদনা; **উপশমনীম্**—উপশম করে; **উপসৃতানাম্**—যে ভক্তেরা আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছে; **বয়ম্**—আমরা; **যৎ**—যে জন্য; **কামেন**—বাসনার দ্বারা; **উপসাদিতাঃ**—যার ফলে আমরা আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ে এসেছি।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি সর্বজ্ঞ, তাই আপনি ভালভাবেই জানেন, কেন আমরা আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেছি, যে পাদপদ্মের ছায়া সমস্ত জড়-জাগতিক ক্লেশের উপশম করে। যেহেতু আপনি পরম গুরু এবং আপনি সব কিছুই জানেন, তাই আমরা আপনার উপদেশের জন্য আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছি। দয়া করে আপনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা নিবৃত্তি সাধন করে আমাদের শান্তি প্রদান করুন। আপনার শ্রীপাদপদ্মই শরণাগত ভক্তের একমাত্র আশ্রয় এবং এই জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি সাধনের একমাত্র উপায়।

তাৎপর্য

ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ মানুষের একমাত্র প্রয়োজন। তা হলে সমস্ত জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি হবে, ঠিক যেমন বিশাল বৃক্ষের ছায়ায় এলে আপনা থেকেই প্রখর সূর্যের তাপের উপশম হয়। তাই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মই বদ্ধ জীবের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করে বদ্ধ জীব জড় জগতের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হতে পারে।

শ্লোক ৪৪

অথো ঈশ জহি ত্বাষ্ট্রং গ্রসন্তং ভুবনত্রয়ম্ ।
গ্রস্তানি যেন নঃ কৃষ্ণ তেজাংস্যস্ত্রায়ুধানি চ ॥ ৪৪ ॥

অথো—অতএব; **ঈশ**—হে পরমেশ্বর; **জহি**—সংহার করুন; **ত্বাষ্ট্রম্**—ত্বষ্টার পুত্র বৃত্রাসুরকে; **গ্রসন্তম্**—যে গ্রাস করছে; **ভুবন-ত্রয়ম্**—ত্রিভুবন; **গ্রস্তানি**—গ্রাস করেছে; **যেন**—যার দ্বারা; **নঃ**—আমাদের; **কৃষ্ণ**—হে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **তেজাংসি**—সমস্ত তেজ এবং শক্তি; **অস্ত্র**—অস্ত্র; **আয়ুধানি**—এবং অন্যান্য আয়ুধ; **চ**—ও।

অনুবাদ

অতএব, হে পরমেশ্বর, হে শ্রীকৃষ্ণ, ত্বষ্টানন্দন এই ভয়ঙ্কর বৃত্রাসুরকে আপনি সংহার করুন, যে আমাদের অস্ত্র, আয়ুধ এবং তেজরাশি গ্রাস করেছে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৭/১৫-১৬) ভগবান বলেছেন—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥
চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন ।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥

"মূঢ়, নরাধম, মায়ার দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে এবং যারা আসুরিক ভাবসম্পন্ন, সেই সমস্ত দুষ্কৃতকারী কখনও আমার শরণাগত হয় না। হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন! আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী—এই চার প্রকার পুণ্যকর্মা ব্যক্তিগণ আমার ভজনা করেন।"

যে চার প্রকার নব্য ভক্ত জড় উদ্দেশ্য নিয়ে ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হয়, তারা শুদ্ধ ভক্ত নয়, কিন্তু এই প্রকার জড় উদ্দেশ্য-পরায়ণ ভক্তদেরও লাভ এই যে, এক সময় তারা এই জড় বাসনা পরিত্যাগ করে শুদ্ধ হবে। দেবতারা যখন সম্পূর্ণরূপে অসহায় হন, তখন তাঁরা অশ্রুপূর্ণ নয়নে ভগবানের শরণাগত হয়ে, তাঁর চরণে তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করতে থাকেন, এবং এইভাবে তাঁরা জড় বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে প্রায় শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হন। তাঁরা তখন স্বীকার করেন যে, অসীম ঐশ্বর্যের ফলে তাঁরা শুদ্ধ ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা করতে ভুলে গেছেন। তখন তাঁরা পূর্ণরূপে ভগবানের শরণাগত হন এবং ভগবান তাঁদের রক্ষা করবেন না সংহার করবেন, সেই বিচার তাঁরা সম্পূর্ণরূপে ভগবানের উপর ছেড়ে দেন। এই প্রকার শরণাগতির প্রয়োজন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গেয়েছেন, *মারবি রাখবি—যো ইচ্ছা তোহারা*—"হে ভগবান, আমি সর্বতোভাবে আপনার

শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হয়েছি। এখন আপনি আমাকে রক্ষা করবেন না সংহার করবেন তা নির্ভর করছে আপনার ইচ্ছার উপরে। আমার প্রতি আপনার পূর্ণ অধিকার রয়েছে।"

শ্লোক ৪৫

হংসায় দহ্রনিলয়ায় নিরীক্ষকায়
কৃষ্ণায় মৃষ্টযশসে নিরুপক্রমায় ।
সৎসংগ্রহায় ভবপান্থনিজাশ্রমাপ্তা-
বন্তে পরীষ্টগতয়ে হরয়ে নমস্তে ॥ ৪৫ ॥

হংসায়—পরম পবিত্রকে (*পবিত্রং পরমম্*); **দহ্র**—হৃদয়ের অন্তঃস্থলে; **নিলয়ায়**—যাঁর ধাম; **নিরীক্ষকায়**—জীবাত্মার কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করে; **কৃষ্ণায়**—শ্রীকৃষ্ণের অংশ পরমাত্মাকে; **মৃষ্ট-যশসে**—যাঁর যশ অত্যন্ত উজ্জ্বল; **নিরুপক্রমায়**—যাঁর আদি নেই; **সৎ-সংগ্রহায়**—যাঁকে কেবল শুদ্ধ ভক্তির দ্বারাই জানা যায়; **ভব-পান্থ-নিজ-আশ্রম-আপ্তৌ**—এই জড় জগতে শ্রীকৃষ্ণের শরণ প্রাপ্ত হয়েছেন যে ব্যক্তি; **অন্তে**—অন্তিম সময়ে; **পরীষ্ট-গতয়ে**—জীবনের চরম লক্ষ্য যিনি তাঁকে; **হরয়ে**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণাম; **তে**—আপনাকে।

অনুবাদ

হে ভগবান, হে পরম পবিত্র, আপনি সকলের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে বিরাজ করে বদ্ধ জীবেদের সমস্ত বাসনা এবং কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করেন। হে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, আপনার যশ অত্যন্ত উজ্জ্বল। আপনার আদি নেই, কারণ আপনি সব কিছুর আদি। শুদ্ধ ভক্তেরা সেই কথা জানেন, কারণ যাঁরা শুদ্ধ এবং সত্যনিষ্ঠ, তাঁরা অনায়াসে আপনাকে লাভ করতে পারেন। বদ্ধ জীবেরা যখন কোটি কোটি বছর ধরে এই জড় জগতে ভ্রমণ করার পর মুক্ত হয়ে আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন তাঁরা জীবনের পরম সাফল্য লাভ করেন। তাই, হে ভগবান, আমরা আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

দেবতারা বস্তুত তাঁদের সঙ্কট থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এখন তাঁরা সরাসরিভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত

হয়েছেন, কারণ যদিও শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীবিষ্ণুর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, তবু শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের রক্ষা করার জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করবার জন্য (*পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্*) তাঁর বাসুদেবরূপে অবতরণ করেন। অসুরেরা অথবা নাস্তিকেরা সর্বদাই দেবতাদের বা ভক্তদের উৎপীড়ন করে, তাই শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত নাস্তিক এবং অসুরদের দণ্ডদান করার জন্য এবং তাঁর ভক্তদের বাসনা পূরণ করার জন্য অবতরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ সব কিছুর আদি কারণ হওয়ার ফলে, তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষ। যদিও ভগবানের বিভিন্ন রূপের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, তবু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন বিষ্ণু এবং নারায়ণেরও ঊর্ধ্বে। সেই সম্বন্ধে *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৪৬) বলা হয়েছে—

দীপার্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য
দীপায়তে বিবৃতহেতুসমানধর্মা ।
যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুরূপে নিজেকে বিস্তার করেন, ঠিক যেভাবে একটি প্রদীপ আর একটি প্রদীপকে প্রজ্বলিত করে। যদিও এক প্রদীপের সঙ্গে আর এক প্রদীপের দীপ্তির কোন পার্থক্য নেই, তবু যে প্রদীপটি থেকে অন্য প্রদীপগুলি জ্বালানো হয়েছিল, সেই আদি প্রদীপটির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের তুলনা করা হয়।

এখানে *মৃষ্টযশসে* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য বিখ্যাত। যে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য সব কিছু ত্যাগ করেছেন, এবং যাঁর একমাত্র আশ্রয় হচ্ছেন কৃষ্ণ, তাঁকে বলা হয় *অকিঞ্চন*।

কুন্তী দেবী তাঁর প্রার্থনায় ভগবানকে *অকিঞ্চনবিত্ত* বা ভক্তের সম্পদ বলে সম্বোধন করেছেন। যাঁরা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত, তাঁরা চিৎ-জগতে উন্নীত হন, যেখানে তাঁরা সাযুজ্য, সালোক্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি এবং সামীপ্য—এই পাঁচ প্রকার মুক্তি লাভ করেন। তাঁরা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মাধুর্য—এই পাঁচটি রসে ভগবানের সঙ্গ করেন। এই রসগুলি শ্রীকৃষ্ণ থেকে উদ্ভূত। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, আদি রস হচ্ছে মাধুর্য প্রেম। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন শুদ্ধ এবং চিন্ময় মাধুর্য প্রেমের উৎস।

শ্লোক ৪৬

শ্রীশুক উবাচ

অথৈবমীড়িতো রাজন্ সাদরং ত্রিদশৈর্হরিঃ ।
স্বমুপস্থানমাকর্ণ্য প্রাহ তানভিনন্দিতঃ ॥ ৪৬ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **অথ**—তারপর; **এবম্**—এইভাবে; **ঈড়িতঃ**—পূজিত হয়ে; **রাজন্**—হে রাজন্; **স-আদরম্**—শ্রদ্ধা সহকারে; **ত্রি-দশৈঃ**—স্বর্গের সমস্ত দেবতাদের দ্বারা; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **স্বম্ উপস্থানম্**—তাঁর মহিমা কীর্তনকারী প্রার্থনা; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **প্রাহ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **তান্**—তাঁদের (দেবতাদের); **অভিনন্দিতঃ**—প্রসন্ন হয়ে।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, দেবতারা যখন ভগবানকে এইভাবে ঐকান্তিক প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন, তখন ভগবান তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তা শ্রবণ করেছিলেন। প্রসন্ন হয়ে তিনি তখন দেবতাদের বলেছিলেন।

শ্লোক ৪৭

শ্রীভগবানুবাচ

প্রীতোঽহং বঃ সুরশ্রেষ্ঠা মদুপস্থানবিদ্যয়া ।
আত্মৈশ্বর্যস্মৃতিঃ পুংসাং ভক্তিশ্চৈব যয়া ময়ি ॥ ৪৭ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **প্রীতঃ**—প্রসন্ন; **অহম্**—আমি; **বঃ**—তোমাদের প্রতি; **সুর-শ্রেষ্ঠাঃ**—হে শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ; **মৎ-উপস্থান-বিদ্যয়া**—আমার উদ্দেশ্যে যে জ্ঞানগর্ভ স্তুতি নিবেদন করেছ; **আত্ম-ঐশ্বর্য-স্মৃতিঃ**—আমার (ভগবানের) দিব্য স্থিতির স্মৃতি; **পুংসাম্**—মানুষদের; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **চ**—এবং; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **যয়া**—যার দ্বারা; **ময়ি**—আমাকে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে প্রিয় দেবতাগণ, তোমরা যে আমার উদ্দেশ্যে জ্ঞানগর্ভ স্তুতি নিবেদন করেছ, তাতে আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। এই জ্ঞানের প্রভাবেই মুক্তি লাভ হয় এবং আমার প্রতি ঐশ্বর্যময় স্মৃতির উদয় হয়। তখন সে জড় জগতের অতীত আমার দিব্য পদ উপলব্ধি করতে পারে। এই প্রকার ভক্ত পূর্ণ জ্ঞানে আমার স্তব করার ফলে পূর্ণরূপে পবিত্র হয়। এটিই আমার ভক্তির উৎস।

তাৎপর্য

ভগবানের আর এক নাম *উত্তমশ্লোক*, অর্থাৎ বিশেষ শ্লোকের দ্বারা তাঁর বর্ণনা করা হয়। ভক্তি মানে হচ্ছে *শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ*, অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তন করা। নির্বিশেষবাদীরা শুদ্ধ হতে পারে না, কারণ তারা ভগবানের বন্দনা করে না বা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে না। যদিও তারা কখনও কখনও প্রার্থনা করে, কিন্তু সেই প্রার্থনা ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয় না। নির্বিশেষবাদীরা কখনও কখনও ভগবানকে নামহীন বলে সম্বোধন করে তাদের অপূর্ণ জ্ঞান প্রদর্শন করে। তারা সর্বদা "আপনি এই, আপনি সেই," বলে পরোক্ষভাবে প্রার্থনা নিবেদন করে। কিন্তু তারা যে কার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করছে, তা তারা জানে না। ভক্ত কিন্তু সর্বদা সবিশেষ ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা নিবেদন করেন। ভক্ত বলেন, *গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি*—"গোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।" এটিই প্রার্থনা করার পন্থা। কেউ যদি ভগবানের উদ্দেশ্যে এইভাবে প্রার্থনা করেন, তা হলে তিনি শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন।

শ্লোক ৪৮

কিং দুরাপং ময়ি প্রীতে তথাপি বিবুধর্ষভাঃ ।
ময্যেকান্তমতির্নান্যন্মত্তো বাঞ্ছতি তত্ত্ববিৎ ॥ ৪৮ ॥

কিম্—কি; **দুরাপম্**—দুর্লভ; **ময়ি**—যখন আমি; **প্রীতে**—প্রসন্ন হই; **তথাপি**—তবু; **বিবুধ-ঋষভাঃ**—হে বুদ্ধিমান দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; **ময়ি**—আমাতে; **একান্ত**—ঐকান্তিকভাবে নিষ্ঠাপরায়ণ; **মতিঃ**—যার মন; **ন অন্যৎ**—অন্য কোন কিছুতে নয়; **মত্তঃ**—আমার থেকে; **বাঞ্ছতি**—বাসনা করে; **তত্ত্ব-বিৎ**—তত্ত্বজ্ঞানী।

অনুবাদ

হে বিবুধ শ্রেষ্ঠগণ, এই কথা যদিও সত্য যে, আমি প্রসন্ন হলে কোন বস্তুই দুর্লভ থাকে না, তবু আমার অনন্য ভক্ত যার মন সর্বতোভাবে আমাতে একনিষ্ঠ হয়েছে, সে আমার প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার সুযোগ ব্যতীত অন্য কিছুই আমার কাছে প্রার্থনা করে না।

তাৎপর্য

দেবতারা ভগবানের প্রতি তাঁদের স্তব সমাপ্ত করে, তাঁদের শত্রু বৃত্রাসুর বধের জন্য উৎকণ্ঠা সহকারে প্রতীক্ষা করছিলেন। তা থেকে বোঝা যায় যে, দেবতারা শুদ্ধ ভক্ত নন। ভগবান যদি প্রসন্ন হন, তা হলে যদিও সব কিছু অনায়াসে লাভ করা যায়, তবু দেবতারা ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের পর জড়-জাগতিক লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন। ভগবান চেয়েছিলেন যে, দেবতারা যেন তাঁর প্রতি অনন্য ভক্তি লাভের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করেন। কিন্তু তার পরিবর্তে তাঁরা চেয়েছিলেন যেন তাঁদের শত্রুর বিনাশ হয়। এটিই শুদ্ধ ভক্ত এবং প্রাকৃত ভক্তের মধ্যে পার্থক্য। দেবতারা যে তাঁর কাছে শুদ্ধ ভক্তি প্রার্থনা করেননি, সেই জন্য ভগবান পরোক্ষভাবে অনুতাপ করেছিলেন।

শ্লোক ৪৯

ন বেদ কৃপণঃ শ্রেয় আত্মনো গুণবস্তুদৃক্ ।
তস্য তানিচ্ছতো যচ্ছেদ্ যদি সোঽপি তথাবিধঃ ॥ ৪৯ ॥

ন—না; **বেদ**—জানে; **কৃপণঃ**—কৃপণ জীব; **শ্রেয়ঃ**—চরম আবশ্যকতা; **আত্মনঃ**—আত্মার; **গুণ-বস্তু-দৃক্**—জড়া প্রকৃতির গুণজাত বস্তুর প্রতি যে আকৃষ্ট; **তস্য**—তার; **তান্**—জড়া প্রকৃতিজাত বস্তু; **ইচ্ছতঃ**—কামনা করে; **যচ্ছেৎ**—প্রদান করে; **যদি**—যদি; **সঃ অপি**—সেও; **তথা-বিধঃ**—সেই প্রকার (মূর্খ কৃপণ যে তার প্রকৃত হিত সম্বন্ধে অজ্ঞ)।

অনুবাদ

যারা জড় সম্পদকেই সব কিছু বলে মনে করে অথবা তাদের জীবনের পরম লক্ষ্য বলে মনে করে, তাদের বলা হয় কৃপণ। আত্মার পরম প্রয়োজন যে কি তা তারা জানে না। সেই প্রকার মূর্খদের যা বাঞ্ছিত, তা যদি কেউ তাদের দান করে, তা হলে বুঝতে হবে যে, সেও তাদেরই মতো মূর্খ।

তাৎপর্য

দুই শ্রেণীর মানুষ রয়েছে—*কৃপণ* এবং *ব্রাহ্মণ* । যিনি ব্রহ্ম বা পরম সত্যকে জানেন এবং তার ফলে তাঁর জীবনের প্রকৃত হিতসাধন করা কিভাবে সম্ভব সেই কথা জানেন, তাঁকে বলা হয় *ব্রাহ্মণ* । আর যে ব্যক্তি দেহাত্মবুদ্ধি সম্পন্ন তাকে

বলা হয় *কৃপণ*। *কৃপণেরা* মানব-জীবন বা দেব-জীবনের সদ্ব্যবহার কি করে করতে হয় তা না জেনে, জড়া প্রকৃতিজাত বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়। *কৃপণেরা* সর্বদাই জড় জাগতিক লাভের বাসনা করে, তাই তারা মূর্খ, কিন্তু *ব্রাহ্মণেরা* সর্বদা পারমার্থিক লাভের বাসনা করেন, তাই তাঁরা বুদ্ধিমান। *কৃপণ* তার প্রকৃত স্বার্থ যে কি তা না জেনে, যদি মূর্খের মতো জড়-জাগতিক বিষয় প্রার্থনা করে, তা হলে যে তাকে তা দান করে, সেও মূর্খ। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু মূর্খ নন, তিনি হচ্ছেন পরম বুদ্ধিমান। কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের কাছে জড়-জাগতিক লাভের আশায় প্রার্থনা করে তা হলে শ্রীকৃষ্ণ তাকে তার বাঞ্ছিত বিষয় দান করেন না। পক্ষান্তরে, তিনি তাকে বুদ্ধি দান করেন, যাতে সে তার বিষয়-বাসনার কথা ভুলে গিয়ে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের প্রতি আসক্ত হয়। এই প্রকার পরিস্থিতিতে কৃপণ যদিও জড় বিষয়ের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে, তবু ভগবান তার সমস্ত জড়-জাগতিক বিষয় হরণ করে, তাকে ভক্ত হওয়ার সদ্বুদ্ধি প্রদান করেন। সেই সম্বন্ধে *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (*মধ্য* ২২/৩৯) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

আমি—বিজ্ঞ, এই মূর্খে 'বিষয়' কেনে দিব?
স্ব-চরণামৃত দিয়া 'বিষয়' ভুলাইব ॥

কেউ যদি ভগবদ্ভক্তির পরিবর্তে জড়-জাগতিক বিষয় লাভের আশায় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে, তা হলে ভগবান তার সমস্ত জড় বিষয়-সম্পত্তি অপহরণ করে নেন এবং তাকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত হয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার সদ্বুদ্ধি প্রদান করেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, মূর্খ শিশু যদি মায়ের কাছে বিষ চায়, তা হলে বুদ্ধিমতী মাতা নিশ্চয়ই তাকে তা দেবেন না। বিষয়ী ব্যক্তিরা জানে না যে, বিষয় হচ্ছে বিষেরই মতো, যা তাকে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত করে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি সর্বদাই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চান। সেটিই হচ্ছে মানুষের প্রকৃত স্বার্থ।

শ্লোক ৫০

স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম হি ।
ন রাতি রোগিণোঽপথ্যং বাঞ্ছতোঽপি ভিষক্তমঃ ॥ ৫০ ॥

স্বয়ম্—স্বয়ং; **নিঃশ্রেয়সম্**—জীবনের পরম উদ্দেশ্য, যথা ভগবৎ প্রেমানন্দ লাভ করা; **বিৎ-বান্**—যিনি ভগবদ্ভক্তি লাভ করেছেন; **ন**—না; **বক্তি**—শিক্ষা দেন;

অজ্ঞায়—জীবনের চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে অজ্ঞ ব্যক্তিকে; **কর্ম**—সকাম কর্ম; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **ন**—না; **রাতি**—প্রদান করে; **রোগিণঃ**—রোগীকে; **অপথ্যম্**—অখাদ্য; **বাঞ্ছতঃ**—ইচ্ছুক; **অপি**—যদিও; **ভিষক্-তমঃ**—অভিজ্ঞ বৈদ্য।

অনুবাদ

ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ শুদ্ধ ভক্ত কখনও মূর্খ ব্যক্তিকে জড় সুখভোগের জন্য সকাম কর্মে যুক্ত হওয়ার শিক্ষা দেন না, আর তাকে সেই কর্মে সাহায্য করা তো দূরের কথা। রোগী চাইলেও অভিজ্ঞ বৈদ্য তাকে অপথ্য খেতে দেন না, এই প্রকার ভক্তও অজ্ঞ ব্যক্তিদের সকাম কর্মে প্রবৃত্ত হতে দেন না।

তাৎপর্য

দেবতাদের দেওয়া বর এবং ভগবানের দেওয়া বরের মধ্যে এটিই পার্থক্য। দেবতাদের ভক্তেরা কেবল ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বর প্রার্থনা করে এবং তাই তাদের *ভগবদ্‌গীতায়* (৭/২০) বুদ্ধিহীন বলে বর্ণনা করা হয়েছে—

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥

"যাদের মন জড় কামনা-বাসনার দ্বারা বিকৃত, তারা অন্য দেব-দেবীর শরণাগত হয় এবং তাদের স্বীয় স্বভাব অনুসারে নিয়ম পালন করে দেবতাদের উপাসনা করে।"

বদ্ধ জীবেরা সাধারণত তীব্র ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনার ফলে বুদ্ধিহীন হয়। তারা জানে না কি বর প্রার্থনা করা উচিত। তাই শাস্ত্রে অভক্তদের জড়-জাগতিক লাভের জন্য বিভিন্ন দেব-দেবীদের পূজা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন, কেউ যদি সুন্দরী স্ত্রী কামনা করে, তা হলে তাকে উমা বা দুর্গাদেবীর পূজা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কেউ যদি রোগমুক্ত হতে চায়, তা হলে তাকে সূর্যদেবের পূজা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। দেবতাদের কাছে এই সমস্ত বরলাভের প্রার্থনা কাম-বাসনা থেকে উদ্ভূত হয়। জগতের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে বর প্রদানকারী সহ এই সমস্ত বর সমাপ্ত হয়ে যাবে। কেউ যদি বরলাভের জন্য ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শরণাগত হন, তা হলে ভগবান তাঁকে সেই বর দেবেন, যার ফলে তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন। সেই কথা *ভগবদ্‌গীতায়* (১০/১০) ভগবান স্বয়ং প্রতিপন্ন করেছেন—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

যে ভক্ত নিরন্তর ভগবানের সেবায় যুক্ত, ভগবান বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে উপদেশ দেন কিভাবে তাঁর দেহত্যাগের পর তিনি ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারেন। ভগবান *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) বলেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্য ধাম লাভ করেন।" এটিই শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণের বর। দেহত্যাগ করার পর ভক্ত তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যান।

কোন ভক্ত মূর্খতাবশত বিষয়ভোগের বর প্রার্থনা করতে পারেন, কিন্তু ভক্তের প্রার্থনা সত্ত্বেও ভগবান তাঁকে সেই বর দান করেন না। তাই যারা অত্যন্ত বিষয়াসক্ত, তারা সাধারণত শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীবিষ্ণুর ভক্ত হয় না। পক্ষান্তরে, তারা দেবতাদের ভক্ত হয় (*কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ*)। *ভগবদ্গীতায়* কিন্তু দেবতাদের বরের নিন্দা করা হয়েছে। *অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ ভবত্যল্পমেধসাম্*—"যারা অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন তারাই কেবল দেবতাদের পূজা করে, এবং তাদের সেই ফলও অত্যন্ত সীমিত ও ক্ষণস্থায়ী।" যে অবৈষ্ণব ভগবানের সেবায় যুক্ত নয়, তাকে ক্ষুদ্র মস্তিষ্কসম্পন্ন মূর্খ বলে বিবেচনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৫১

মঘবন্ যাত ভদ্রং বো দধ্যঞ্চমৃষিসত্তমম্ ।
বিদ্যাব্রততপঃসারং গাত্রং যাচত মা চিরম্ ॥ ৫১ ॥

মঘবন্—হে ইন্দ্র; **যাত**—যাও; **ভদ্রম্**—সৌভাগ্য; **বঃ**—তোমাদের; **দধ্যঞ্চম্**—দধীচির কাছে; **ঋষি-সৎ-তমম্**—ঋষিশ্রেষ্ঠ; **বিদ্যা**—বিদ্যার; **ব্রত**—ব্রত; **তপঃ**—এবং তপস্যার; **সারম্**—নির্যাস; **গাত্রম্**—তাঁর দেহ; **যাচত**—ভিক্ষা কর; **মা চিরম্**—দেরি না করে।

অনুবাদ

হে মঘবন্ (ইন্দ্র), তোমাদের মঙ্গল হোক। তোমরা ঋষিশ্রেষ্ঠ দধীচির কাছে যাও। বিদ্যা, ব্রত ও তপস্যার দ্বারা তাঁর শরীর অত্যন্ত সুদৃঢ় হয়েছে। অবিলম্বে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর ঐ দেহ প্রার্থনা কর।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি পিপীলিকা পর্যন্ত সকলেই তাদের দেহসুখ চায়। শুদ্ধ ভক্তও আরামে থাকতে পারেন, কিন্তু তিনি এই প্রকার বরের আগ্রহী নন। দেবরাজ ইন্দ্র যেহেতু দেহসুখের বাসনা করছিলেন, তাই ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁকে দধ্যঞ্চের কাছে গিয়ে তাঁর দেহ ভিক্ষা করার উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর সেই দেহ বিদ্যা, ব্রত ও তপস্যার দ্বারা অত্যন্ত সুদৃঢ় হয়েছিল।

শ্লোক ৫২

স বা অধিগতো দধ্যঙঙশ্বিভ্যাং ব্রহ্ম নিষ্কলম্ ।
যদ্ বা অশ্বশিরো নাম তয়োরমরতাং ব্যধাৎ ॥ ৫২ ॥

সঃ—তিনি; **বা**—নিশ্চিতভাবে; **অধিগতঃ**—লাভ করে; **দধ্যঙ্**—দধ্যঞ্চ; **অশ্বিভ্যাম্**—অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে; **ব্রহ্ম**—দিব্য জ্ঞান; **নিষ্কলম্**—শুদ্ধ; **যৎ বা**—যার দ্বারা; **অশ্বশিরঃ**—অশ্বশির; **নাম**—নামক; **তয়োঃ**—দুইয়ের; **অমরতাম্**—জীবন থেকে মুক্তি; **ব্যধাৎ**—প্রদান করেছিলেন।

অনুবাদ

সেই দধ্যঞ্চ ঋষি, যিনি দধীচি নামেও পরিচিত, স্বয়ং ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করে সেই ব্রহ্মজ্ঞান অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে দান করেছিলেন। কথিত আছে যে, দধ্যঞ্চ অশ্বশির ধারণ করে তাঁদের সেই মন্ত্র দান করেছিলেন। তাই সেই মন্ত্রকে বলা হয় অশ্বশির। দধীচির কাছ থেকে সেই মন্ত্র লাভ করে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় জীবন্মুক্ত হয়েছেন।

তাৎপর্য

বহু আচার্যগণ তাঁদের ভাষ্যে নিম্নলিখিত কাহিনীটি বর্ণনা করেছেন—

নিশম্যাথর্বণং দক্ষং প্রবর্গ্যব্রহ্মবিদ্যয়োঃ। দধ্যঞ্চং সমুপাগম্য তমূচতুরথাশ্বিনৌ।

ভগবন্ দেহি নৌ বিদ্যামিতি শ্রুত্বা স চাব্রবীৎ। কর্মণ্যবস্থিতোঽদ্যাহং পশ্চাদ্বক্ষ্যামি গচ্ছতম্। তয়োর্নির্গতয়োরেব শক্র আগত্য তং মুনিম্। উবাচ ভিষজোর্বিদ্যাং মা বাদীরশ্বিনোর্মুনে। যদি মদ্বাক্যমুল্লঙ্ঘ্য ব্রবীষি সহসৈব তে। শিরশ্ছিন্দ্যাং ন সন্দেহ ইত্যুক্ত্বা স যযৌ হরিঃ। ইন্দ্রে গতে তথাভ্যেত্য নাসত্যাবূচতুর্দ্বিজম্। তন্মুখাদিন্দ্রগদিতং শ্রুত্বা তাবূচতুঃ পুনঃ। আবাং তব শিরশ্ছিত্ত্বা পূর্বমশ্বস্য মস্তকম্। সন্ধাস্যাবস্ততো ব্রূহি তেন বিদ্যাং চ নৌ দ্বিজ। তস্মিন্নিন্দ্রেণ সঞ্ছিন্নে পুনঃ সন্ধায় মস্তকম্। নিজং তে দক্ষিণাং দত্ত্বা গমিষ্যাবো যথাগতম্। এতচ্ছ্রুত্বা তদোবাচ দধ্যঙ্ঙাথর্বণস্তয়োঃ প্রবর্গ্যং ব্রহ্মবিদ্যাং চ সৎকৃতোঽসত্যশঙ্কিতঃ।

মহর্ষি দধীচির সকাম কর্ম অনুষ্ঠান করার পূর্ণ জ্ঞান ছিল এবং তাঁর ব্রহ্ম জ্ঞানও ছিল। তা জেনে অশ্বিনীকুমারদ্বয় এক সময় তাঁর কাছে গিয়ে ব্রহ্মবিদ্যা প্রার্থনা করেন। দধীচি মুনি বলেছিলেন, "আমি এখন সকাম কর্মের যজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজনে ব্যস্ত। তোমরা পরে এসো।" অশ্বিনীকুমারেরা চলে যাওয়ার পর দেবরাজ ইন্দ্র দধীচির কাছে গিয়ে বলেন, "হে মুনিবর, অশ্বিনীকুমারেরা হচ্ছেন কেবল বৈদ্য। দয়া করে তাদের ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করবেন না। আমার সাবধান বাণী সত্ত্বেও যদি আপনি তাদের সেই জ্ঞান দান করেন, তা হলে আমি দণ্ডস্বরূপ আপনার মস্তক ছেদন করব।" এইভাবে দধীচি মুনিকে সাবধান করে ইন্দ্র স্বর্গে ফিরে আসেন। অশ্বিনীকুমারেরা ইন্দ্রের মনোভাব বুঝতে পেরে দধীচির কাছে ব্রহ্মবিদ্যা ভিক্ষা করেন। মহর্ষি দধীচি যখন তাঁদের কাছে ইন্দ্রের সাবধান বাণীর কথা বলেন, তখন অশ্বিনীকুমারেরা তাঁকে বলেন, "আমরা আপনার মস্তক ছেদন করে, সেখানে একটি অশ্বশির স্থাপন করব। আপনি সেই অশ্বের মস্তকের মাধ্যমে আমাদের ব্রহ্মবিদ্যা দান করতে পারেন, এবং ইন্দ্র যখন এসে আপনার সেই মস্তকটি ছেদন করবে, তখন আমরা আপনার মস্তকটি পুনঃস্থাপন করব।" দধীচি যেহেতু অশ্বিনীকুমারদের ব্রহ্মবিদ্যা দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাই তাঁদের সেই প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন। যেহেতু দধীচি অশ্বের মুখ দিয়ে ব্রহ্মবিদ্যা দান করেছিলেন, তাই এই ব্রহ্মবিদ্যাকে অশ্বশির বলা হয়।

শ্লোক ৫৩

দধ্যঙ্ঙাথর্বণস্ত্বষ্ট্রে বর্মাভেদ্যং মদাত্মকম্ ।
বিশ্বরূপায় যৎ প্রাদাৎ ত্বষ্টা যৎ ত্বমধাস্ততঃ ॥ ৫৩ ॥

দধ্যঙ্—দধ্যঞ্চ; **আথর্বণঃ**—অথর্বার পুত্র; **ত্বষ্ট্রে**—ত্বষ্টাকে; **বর্ম**—নারায়ণ-কবচ নামক বর্ম; **অভেদ্যম্**—অভেদ্য; **মৎ-আত্মকম্**—আমি সহ; **বিশ্বরূপায়**—বিশ্বরূপকে; **যৎ**—যা; **প্রাদাৎ**—প্রদত্ত; **ত্বষ্টা**—ত্বষ্টা; **যৎ**—যা; **ত্বম্**—তুমি; **অধাঃ**—প্রাপ্ত; **ততঃ**—তার থেকে।

অনুবাদ

দধ্যঞ্চ নারায়ণ-কবচ নামক দুর্ভেদ্য বর্ম ত্বষ্টাকে দিয়েছিলেন, ত্বষ্টা তাঁর পুত্র বিশ্বরূপকে তা দান করেন এবং বিশ্বরূপের কাছ থেকে তোমরা তা প্রাপ্ত হয়েছ। এই নারায়ণ-কবচের বলে দধীচির শরীর অত্যন্ত সুদৃঢ় হয়েছে। তোমরা তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর সেই দেহটি প্রার্থনা কর।

শ্লোক ৫৪

যুষ্মভ্যং যাচিতোঽশ্বিভ্যাং ধর্মজ্ঞোঽঙ্গানি দাস্যতি ।
ততস্তৈরায়ুধশ্রেষ্ঠো বিশ্বকর্মবিনির্মিতঃ ।
যেন বৃত্রশিরো হর্তা মত্তেজউপবৃংহিতঃ ॥ ৫৪ ॥

যুষ্মভ্যম্—তোমাদের জন্য; **যাচিতঃ**—প্রার্থিত হয়ে; **অশ্বিভ্যাম্**—অশ্বিনীকুমারদের দ্বারা; **ধর্ম-জ্ঞঃ**—ধর্মবেত্তা দধীচি; **অঙ্গানি**—তাঁর দেহ; **দাস্যতি**—দান করবেন; **ততঃ**—তারপর; **তৈঃ**—সেই অস্থির দ্বারা; **আয়ুধ**—অস্ত্র; **শ্রেষ্ঠঃ**—সব চাইতে শক্তিশালী (বজ্র); **বিশ্বকর্ম-বিনির্মিতঃ**—বিশ্বকর্মার দ্বারা নির্মিত; **যেন**—যার দ্বারা; **বৃত্র-শিরঃ**—বৃত্রাসুরের মস্তক; **হর্তা**—ছেদন করা হবে; **মৎ-তেজঃ**—আমার শক্তির দ্বারা; **উপবৃংহিতঃ**—বর্ধিত হয়ে।

অনুবাদ

অশ্বিনীকুমারদ্বয় যখন তোমাদের জন্য তাঁর শরীর প্রার্থনা করবেন, তখন তোমাদের প্রতি স্নেহবশত তিনি অবশ্যই তা দান করবেন। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ করো না। কারণ দধ্যঞ্চ অতিশয় ধর্মজ্ঞ। দধ্যঞ্চ তাঁর শরীর দান করলে তাঁর অস্থি দিয়ে বিশ্বকর্মা বজ্র নির্মাণ করবে। সেই বজ্রের দ্বারা বৃত্রাসুরকে সংহার করা সম্ভব হবে, কারণ আমার শক্তির দ্বারা বজ্রের তেজ বর্ধিত হবে।

শ্লোক ৫৫

তস্মিন্ বিনিহতে যূয়ং তেজোঽস্ত্রায়ুধসম্পদঃ ।
ভূয়ঃ প্রাপ্স্যথ ভদ্রং বো ন হিংসন্তি চ মৎপরান্ ॥ ৫৫ ॥

তস্মিন্—যখন সে (বৃত্রাসুর); **বিনিহতে**—নিহত হবে; **যূয়ম্**—তোমরা; **তেজঃ**—শক্তি; **অস্ত্র**—অস্ত্র; **আয়ুধ**—আয়ুধ; **সম্পদঃ**—এবং ঐশ্বর্য; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **প্রাপ্স্যথ**—লাভ করবে; **ভদ্রম্**—সর্বমঙ্গল; **বঃ**—তোমাদের; **ন**—না; **হিংসন্তি**—হিংসা করা, **চ**—ও; **মৎ-পরান্**—আমার ভক্তদের।

অনুবাদ

আমার শক্তির প্রভাবে বৃত্রাসুর নিহত হলে, তোমরা তোমাদের তেজ, অস্ত্র, আয়ুধ এবং সম্পদ ফিরে পাবে। এইভাবে তোমাদের সকলের মঙ্গল হবে। বৃত্রাসুর ত্রিভুবন ধ্বংস করতে পারলেও তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। সেই জন্য ভয় করো না। সেও আমার ভক্ত, তাই তোমাদের প্রতি সে কখনও হিংসা করবে না।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্ত কারও প্রতি মাৎসর্য-পরায়ণ নন, সুতরাং অন্য ভক্তদের আর কি কথা। পরে দেখা যাবে যে, বৃত্রাসুরও ছিলেন ভগবানের ভক্ত। তাই তিনি দেবতাদের প্রতি হিংসা করবেন বলে আশা করা যায় না। বস্তুতপক্ষে, তিনি স্বয়ং দেবতাদের হিতসাধন করার চেষ্টা করবেন। ভক্ত মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁর দেহ দান করতে দ্বিধা করেন না। চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন, *সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি* । সমস্ত জড় সম্পদ, এমন কি দেহটি পর্যন্ত কালের প্রবাহে বিনষ্ট হবে, অতএব এই দেহ এবং অন্যান্য সম্পদ যদি কোন মহৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায়, তা হলে ভগবদ্ভক্তের সেই বিষয়ে কখনও দ্বিধা করা উচিত নয়। ভগবান শ্রীবিষ্ণু যেহেতু দেবতাদের রক্ষা করতে চেয়েছিলেন, তাই বৃত্রাসুর ত্রিভুবন গ্রাস করতে সক্ষম হলেও দেবতাদের হস্তে নিহত হওয়াই শ্রেয় বলে মনে করেছিলেন। ভক্তের কাছে মরা ও বাঁচার কোন পার্থক্য নেই, কারণ জীবিত অবস্থায় ভক্ত ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন এবং দেহত্যাগের পর তিনি চিৎ-জগতে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন। তাঁর ভগবৎ-সেবা কখনই ব্যাহত হয় না।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের 'বৃত্রাসুরের আবির্ভাব' নামক নবম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

দশম অধ্যায়

দেবতা এবং বৃত্রাসুরের মধ্যে যুদ্ধ

এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, ইন্দ্র দধীচির দেহ প্রাপ্ত হলে, তাঁর অস্থি দিয়ে বজ্র নির্মিত হয় এবং বৃত্রাসুর ও দেবতাদের মধ্যে যুদ্ধ হয়।

ভগবানের আদেশ অনুসারে দেবতারা দধীচি মুনির কাছে গিয়ে তাঁর দেহ ভিক্ষা করেন। দধীচি মুনি দেবতাদের কাছে ধর্মতত্ত্ব শ্রবণ করার জন্য প্রথমে উপহাস ছলে তা প্রত্যাখ্যান করেন। পরে কুকুর বিড়ালের ভক্ষ্য অনিত্য দেহ দ্বারা মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁর দেহ দেবতাদের প্রদান করতে সম্মত হন। দধীচি মুনি প্রথমে পঞ্চভূতের দ্বারা নির্মিত তাঁর স্থূল দেহ পঞ্চভূতের মূল কারণে বিলীন করে দিয়ে, তাঁর আত্মাকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সংযুক্ত করে তাঁর স্থূল দেহ পরিত্যাগ করেন। তখন দেবতাগণ বিশ্বকর্মার সাহায্যে দধীচির অস্থি দিয়ে বজ্র নির্মাণ করেন। তারপর দেবরাজ ইন্দ্র বজ্র ধারণপূর্বক দেবগণ পরিবৃত হয়ে, ঐরাবতে আরোহণ করে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন।

সত্যযুগের অবসানে এবং ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে দেবতা এবং অসুরদের মধ্যে এক মহাযুদ্ধ হয়। এই সংগ্রামে অসুরেরা দেবতাদের তেজ সহ্য করতে না পেরে, তাদের সেনাপতি বৃত্রাসুরকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিত্যাগ করে পলায়ন করতে শুরু করে। বৃত্রাসুর তখন পলায়ন রত অসুরদের যুদ্ধ করতে করতে মৃত্যুবরণ করার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে উপদেশ দেন। যুদ্ধে জয়ী হলে জড় প্রতিষ্ঠা লাভ হয় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করলে স্বর্গলাভ হয়। এইভাবে উভয় ক্ষেত্রেই যোদ্ধার লাভ হয়।

শ্লোক ১

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

ইন্দ্রমেবং সমাদিশ্য ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ ।
পশ্যতামনিমেষাণাং তত্রৈবান্তর্দধে হরিঃ ॥ ১ ॥

শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইন্দ্রম্**—দেবরাজ ইন্দ্রকে; **এবম্**—এইভাবে; **সমাদিশ্য**—উপদেশ দিয়ে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **বিশ্ব-**

ভাবনঃ—সমগ্র জগতের আদি কারণ; **পশ্যতাম্ অনিমেষাণাম্**—দেবতারা যখন নির্নিমেষ নয়নে অবলোকন করছিলেন; **তত্র**—সেই স্থানেই; **এব**—প্রকৃতপক্ষে; **অন্তর্দধে**—অন্তর্হিত হয়েছিলেন; **হরিঃ**—ভগবান।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—ইন্দ্রকে এইভাবে আদেশ দিয়ে, সমগ্র জগতের পরম কারণ ভগবান শ্রীহরি দেবতাদের সম্মুখেই সেখান থেকে অন্তর্হিত হলেন।

শ্লোক ২

তথাভিযাচিতো দেবৈর্ঋষিরাথর্বণো মহান্ ।
মোদমান উবাচেদং প্রহসন্নিব ভারত ॥ ২ ॥

তথা—সেইভাবে; **অভিযাচিতঃ**—প্রার্থিত হয়ে; **দেবৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **ঋষিঃ**—মহান ঋষি; **আথর্বণঃ**—অথর্বা ঋষির পুত্র দধীচি; **মহান্**—মহাত্মা; **মোদমানঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **উবাচ**—বলেছিলেন; **ইদম্**—এই; **প্রহসন্**—হেসে; **ইব**—কিছু; **ভারত**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ , ভগবানের উপদেশ অনুসারে দেবতারা অথর্বার পুত্র দধীচি মুনির কাছে গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার চিত্ত এবং যখন দেবতারা তাঁর কাছে তাঁর শরীর ভিক্ষা করলেন, তখন তিনি আংশিকভাবে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু দেবতাদের কাছে ধর্ম-উপদেশ শ্রবণ করার জন্য ঈষৎ হেসে পরিহাস ছলে তিনি এই কথা বলেছিলেন।

শ্লোক ৩

অপি বৃন্দারকা যূয়ং ন জানীথ শরীরিণাম্ ।
সংস্থায়াং যস্ত্বভিদ্রোহো দুঃসহশ্চেতনাপহঃ ॥ ৩ ॥

অপি—যদিও; **বৃন্দারকাঃ**—হে দেবতাগণ; **যূয়ম্**—আপনারা; **ন জানীথ**—জানেন না; **শরীরিণাম্**—জড় শরীরধারীদের; **সংস্থায়াম্**—মৃত্যুর সময় অথবা দেহত্যাগ করার সময়; **যঃ**—যা; **তু**—তখন; **অভিদ্রোহঃ**—তীব্র বেদনা; **দুঃসহঃ**—অসহ্য; **চেতনা**—চেতনা; **অপহঃ**—অপহরণকারী।

অনুবাদ

হে দেবগণ, দেহধারী জীবেদের মৃত্যুর সময় চেতনা অপহরণকারী যে অসহ্য যন্ত্রণা হয়, তা কি আপনারা জানেন না?

শ্লোক ৪

জিজীবিষূণাং জীবানামাত্মা প্রেষ্ঠ ইহেপ্সিতঃ ।
ক উৎসহেত তং দাতুং ভিক্ষমাণায় বিষ্ণবে ॥ ৪ ॥

জিজীবিষূণাম্—বেঁচে থাকার অভিলাষী; **জীবানাম্**—সমস্ত জীবেদের; **আত্মা**—দেহ; **প্রেষ্ঠঃ**—অত্যন্ত প্রিয়; **ইহ**—এখানে; **ঈপ্সিতঃ**—বাঞ্ছিত; **কঃ**—কে; **উৎসহেত**—সহ্য করতে পারে; **তম্**—সেই শরীর; **দাতুম্**—দান করতে; **ভিক্ষমাণায়**—ভিক্ষা করার জন্য; **বিষ্ণবে**—এমন কি ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে।

অনুবাদ

এই জড় জগতে প্রতিটি জীবই তার জড় দেহের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। চিরকাল বেঁচে থাকার বাসনায় প্রতিটি জীব সর্বতোভাবে, এমন কি তার সর্বস্ব উৎসর্গ করেও তার দেহ রক্ষা করার চেষ্টা করে। সুতরাং বিষ্ণুও যদি তা প্রার্থনা করেন, তা হলেও কে সেই দেহ দান করতে সম্মত হবে?

তাৎপর্য

কথিত আছে, *আত্মানং সর্বতো রক্ষেৎ ততো ধর্মং ততো ধনম্*—সর্বতোভাবে নিজের দেহ রক্ষা করা উচিত; তারপর ধর্ম রক্ষা করা উচিত এবং তারপর ধন। সেটিই সমস্ত জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। বলপূর্বক হরণ করে না নেওয়া পর্যন্ত কেউই তার দেহ ত্যাগ করতে চায় না। যদিও দেবতারা দধীচিকে বলেছিলেন যে, ভগবান বিষ্ণুর আদেশ অনুসারে তাঁরা তাঁদের লাভের জন্য দধীচির দেহ ভিক্ষা করছেন, তবু দধীচি পরিহাস ছলে তাঁদের তাঁর দেহ দান করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

শ্লোক ৫

শ্রীদেবা উচুঃ

কিং নু তদ্ দুস্ত্যজং ব্রহ্মন্ পুংসাং ভূতানুকম্পিনাম্ ।
ভবদ্বিধানাং মহতাং পুণ্যশ্লোকেড্যকর্মণাম্ ॥ ৫ ॥

শ্রীদেবাঃ উচুঃ—দেবতারা বললেন; **কিম্**—কি; **নু**—বস্তুতপক্ষে; **তৎ**—তা; **দুস্ত্যজম্**—ত্যাগ করা কঠিন; **ব্রহ্মন্**—হে মহান ব্রাহ্মণ; **পুংসাম্**—ব্যক্তিদের; **ভূত-অনুকম্পিনাম্**—যাঁরা দুর্দশাগ্রস্ত জীবদের প্রতি অত্যন্ত দয়াপরবশ; **ভবৎ-বিধানাম্**—আপনার মতো; **মহতাম্**—অত্যন্ত মহান; **পুণ্য-শ্লোক-ঈড্য-কর্মণাম্**—মহাত্মারা যাঁদের পুণ্যকর্মের প্রশংসা করেন।

অনুবাদ

দেবতারা বললেন—হে মহান ব্রাহ্মণ, আপনার মতো পুণ্যবান ব্যক্তিদের কার্যকলাপ অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং তাঁরা সকলের প্রতি অত্যন্ত দয়াপরবশ। অন্যের মঙ্গলের জন্য এই প্রকার পুণ্যবান মহাত্মা কি না দান করতে পারেন? তাঁরা সব কিছু এমন কি তাঁদের দেহ পর্যন্ত দান করতে পারেন।

শ্লোক ৬

নূনং স্বার্থপরো লোকো ন বেদ পরসঙ্কটম্ ।
যদি বেদ ন যাচেত নেতি নাহ যদীশ্বরঃ ॥ ৬ ॥

নূনম্—নিশ্চিতভাবে; **স্ব-অর্থ-পরঃ**—এই জীবনে অথবা পরবর্তী জীবনে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্যই কেবল আগ্রহী; **লোকঃ**—সাধারণ বিষয়াসক্ত ব্যক্তি; **ন**—না; **বেদ**—জানে; **পর-সঙ্কটম্**—অন্যের বেদনা; **যদি**—যদি; **বেদ**—জানে; **ন**—না; **যাচেত**—ভিক্ষা করবে; **ন**—না; **ইতি**—এই প্রকার; **ন আহ**—বলে না; **যৎ**—যেহেতু; **ঈশ্বরঃ**—দান করতে সমর্থ।

অনুবাদ

অত্যন্ত স্বার্থপর ব্যক্তিরা নিশ্চয়ই পরের ক্লেশ বুঝতে না পেরে তাদের কাছে ভিক্ষা করে। কিন্তু প্রার্থনাকারী যদি দাতার ক্লেশ বুঝতে পারে, তা হলে সে তার কাছে কোন কিছু ভিক্ষা করবে না। তেমনই প্রার্থনাকারীর ক্লেশ বুঝতে না পারার ফলেই দান করতে সমর্থ ব্যক্তি তাকে প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ তা না হলে তিনি প্রার্থনাকারীকে কোন কিছু দান করতে অস্বীকার করতে পারতেন না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে দুই প্রকার ব্যক্তির বর্ণনা করা হয়েছে—যিনি দান করেন এবং যিনি ভিক্ষা করেন। যে ব্যক্তি স্বয়ং সঙ্কটাপন্ন, তার কাছে ভিক্ষা করা উচিত নয়। তেমনই, যে ব্যক্তি দান করতে সমর্থ, তার দান দিতে অস্বীকার করা উচিত নয়।

এইগুলি শাস্ত্রের নৈতিক উপদেশ। চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন, *সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি*—এই সংসারে সব কিছুই বিনাশশীল, এবং তাই সৎ উদ্দেশ্যে প্রতিটি বস্তুর উপযোগ করা উচিত। কেউ যদি জ্ঞানী হন, তা হলে মহৎ উদ্দেশ্যে যে কোন বস্তু উৎসর্গ করার জন্য তিনি সর্বদা প্রস্তুত থাকেন। বর্তমান সময়ে ঈশ্বরবিহীন সভ্যতার প্রভাবে, সারা বিশ্বে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তাই এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের বহু জ্ঞানবান মহাত্মার প্রয়োজন, যাঁরা সারা পৃথিবী জুড়ে ভগবৎ-চেতনার পুনঃজাগরণের জন্য তাঁদের জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। তাই আমরা উন্নত জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ এবং স্ত্রীদের আহ্বান করি, তাঁরা যেন এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে যোগদান করে, ভগবৎ-চেতনার পুনঃ অভ্যুত্থানের জন্য তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেন।

শ্লোক ৭

শ্রীঋষিরুবাচ

ধর্মং বঃ শ্রোতুকামেন যূয়ং মে প্রত্যুদাহৃতাঃ ।
এষ বঃ প্রিয়মাত্মানং ত্যজন্তং সংত্যজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

শ্রী-ঋষিঃ উবাচ—মহর্ষি দধীচি বললেন; **ধর্মম্**—ধর্মতত্ত্ব; **বঃ**—আপনাদের কাছে; **শ্রোতু-কামেন**—শ্রবণ করার বাসনায়; **যূয়ম্**—আপনাদের; **মে**—আমি; **প্রত্যুদাহৃতাঃ**—বিপরীতভাবে উত্তর দিয়েছিলাম; **এষঃ**—এই; **বঃ**—আপনাদের জন্য; **প্রিয়ম্**—প্রিয়; **আত্মানম্**—শরীর; **ত্যজন্তম্**—আজ হোক অথবা কাল হোক, আমাকে ত্যাগ করতেই হবে; **সংত্যজামি**—ত্যাগ করছি; **অহম্**—আমি।

অনুবাদ

মহর্ষি দধীচি বললেন—আপনাদের কাছে ধর্মের তত্ত্ব শ্রবণ করার জন্যই আমি আমার দেহ আপনাদের দান করতে অস্বীকার করেছিলাম। এখন, তা অতি প্রিয় হলেও যে দেহ একদিন না একদিন আমাকে ত্যাগ করতেই হবে, তা আপনাদের উপকারের জন্য প্রদান করছি।

শ্লোক ৮

যোঽধ্রুবেণাত্মনা নাথা ন ধর্মং ন যশঃ পুমান্ ।
ঈহেত ভূতদয়য়া স শোচ্যঃ স্থাবরৈরপি ॥ ৮ ॥

যঃ—যিনি; **অধ্রুবেণ**—অনিত্য; **আত্মনা**—দেহের দ্বারা; **নাথাঃ**—হে প্রভুগণ; **ন**—না; **ধর্মম্**—ধর্ম; **ন**—না; **যশঃ**—যশ; **পুমান্**—পুরুষ; **ঈহেত**—প্রচেষ্টা করে; **ভূত-দয়য়া**—জীবেদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **শোচ্যঃ**—শোচনীয়; **স্থাবরৈঃ**—স্থাবর জীবেদের দ্বারা; **অপি**—ও।

অনুবাদ

হে দেবতাগণ, যে পুরুষ জীবেদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে এই অনিত্য দেহের দ্বারা ধর্ম এবং যশ অর্জনের চেষ্টা করে না, সেই ব্যক্তি স্থাবর প্রাণীদের চেয়েও শোচনীয়।

তাৎপর্য

এই প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং বৃন্দাবনের ষড়্‌গোস্বামীগণ এক অতি উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/৫/৩৪) বলা হয়েছে—

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ্যসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্মিষ্ঠ আর্যবচসা যদগাদরণ্যম্ ।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥

"আমরা ভগবানের চরণারবিন্দে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, সর্বদা যাঁর ধ্যান করা কর্তব্য। স্বর্গের দেবতারাও যাঁর পূজা করেন, সেই নিত্যসঙ্গিনীকে পরিত্যাগ করে, তিনি তাঁর গৃহস্থ আশ্রম ত্যাগ করেছিলেন। তিনি মায়াচ্ছন্ন জীবেদের উদ্ধার করার জন্য সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করেছিলেন।" সন্ন্যাস গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে সামাজিকভাবে আত্মহত্যা করা। কিন্তু এই সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করা অন্ততপক্ষে প্রতিটি ব্রাহ্মণের, প্রতিটি প্রথম শ্রেণীর মানুষের অবশ্য কর্তব্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর স্ত্রী ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী যুবতী এবং তাঁর মাতা ছিলেন অত্যন্ত স্নেহপরায়ণা। তাঁর আত্মীয়-স্বজন সমন্বিত গার্হস্থ্য জীবন এতই সুন্দর ছিল যে, স্বর্গের দেবতারা পর্যন্ত তাঁদের গৃহে সেই প্রকার সুখ আশা করতে পারেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সারা পৃথিবীর সমস্ত বদ্ধ জীবেদের উদ্ধার করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চব্বিশ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। সন্ন্যাসীরূপে তিনি সমস্ত দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ করে অত্যন্ত কঠোর জীবন যাপন করেছিলেন। তেমনই, তাঁর শিষ্য ষড়্‌গোস্বামীগণ ছিলেন অত্যন্ত উচ্চপদস্থ মন্ত্রী

এবং রাজপুত্রের মতো ঐশ্বর্য সমন্বিত, কিন্তু তাঁরাও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলনে যোগদান করার জন্য সব কিছু ত্যাগ করেছিলেন। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য গেয়েছেন—

ত্যক্ত্বা তূর্ণমশেষ-মণ্ডলপতিশ্রেণীং সদা তুচ্ছবৎ
ভূত্বা দীনগণেশকৌ করুণয়া কৌপীন-কন্থাশ্রিতৌ ।

এই গোস্বামীগণ ছিলেন মন্ত্রী, জমিদার এবং মহাপণ্ডিত, কিন্তু তাঁরা তাঁদের সেই সুখের জীবন পরিত্যাগ করে, পৃথিবীর অধঃপতিত মানুষদের কৃপা প্রদর্শন করার জন্য (*দীনগণেশকৌ করুণয়া*) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। তাঁরা কৌপীন এবং কন্থা ধারণপূর্বক ভিক্ষুকের জীবন অবলম্বন করে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশ অনুসারে বৃন্দাবনের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য বৃন্দাবনে বাস করেছিলেন।

তেমনই, সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে এই জড় জগতে তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন পরিত্যাগ করে, অধঃপতিত জীবেদের উন্নতি সাধনের জন্য কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে যোগদান করা। *ভূতদয়য়া, মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতম্* এবং *দীনগণেশকৌ করুণয়া* —এই শব্দগুলির অর্থ একই। যারা মানব-সমাজের যথার্থ উন্নতি সাধন করতে চান, তাঁদের পক্ষে এই শব্দগুলি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, ষড়্‌গোস্বামী, দধীচি আদি মহাপুরুষদের আদর্শ অনুসরণ করে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে যোগদান করা মানুষের কর্তব্য। অনিত্য দেহসুখের জন্য জীবনের বৃথা অপচয় না করে, মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকা উচিত। এই দেহটি একদিন না একদিন নষ্ট হয়ে যাবেই। অতএব সারা পৃথিবী জুড়ে ধর্ম-প্রচারের মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তা উৎসর্গ করা উচিত।

শ্লোক ৯

এতাবানব্যয়ো ধর্মঃ পুণ্যশ্লোকৈরুপাসিতঃ ।
যো ভূতশোকহর্ষাভ্যামাত্মা শোচতি হৃষ্যতি ॥ ৯ ॥

এতাবান্—এতখানি; **অব্যয়ঃ**—অবিনশ্বর; **ধর্মঃ**—ধর্মতত্ত্ব; **পুণ্য-শ্লোকৈঃ**—পুণ্যবান বলে যাঁরা বিখ্যাত, সেই যশস্বী ব্যক্তিদের দ্বারা; **উপাসিতঃ**—মান্য; **যঃ**—যা; **ভূত**—জীবেদের; **শোক**—দুঃখের দ্বারা; **হর্ষাভ্যাম্**—এবং সুখের দ্বারা; **আত্মা**—মন; **শোচতি**—অনুতাপ করে; **হৃষ্যতি**—সুখ অনুভব করে।

অনুবাদ

কেউ যদি অন্য জীবের দুঃখ দর্শন করে দুঃখিত হন এবং তাদের সুখ দর্শন করে সুখী হন, তাঁর ধর্মই পুণ্যশ্লোক মহাত্মাগণ অক্ষয় ধর্ম বলে উপাসনা করেন।

তাৎপর্য

জীব জড়া প্রকৃতির গুণ অনুসারে প্রাপ্ত দেহ অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার ধর্ম পালন করে। এই শ্লোকে কিন্তু প্রকৃত ধর্মের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রত্যেকের কর্তব্য পরদুঃখে দুঃখী হওয়া এবং পরসুখে সুখী হওয়া। *আত্মবৎ সর্বভূতেষু*—মানুষের কর্তব্য অন্যের সুখ এবং দুঃখকে তার নিজের সুখ এবং দুঃখ বলে অনুভব করা। এই তত্ত্বের ভিত্তিতেই বৌদ্ধধর্মের অহিংসা নীতি প্রতিষ্ঠিত—*অহিংসা পরমো ধর্ম*। কেউ যখন আমাদের পীড়ন করে, তখন আমরা বেদনা অনুভব করি, এবং তাই অন্য জীবকে কখনও ব্যথা দেওয়া উচিত নয়। বুদ্ধদেবের উদ্দেশ্য ছিল অনর্থক পশুহত্যা বন্ধ করা, তাই তিনি উপদেশ দিয়েছেন যে, অহিংসা হচ্ছে পরম ধর্ম।

পশুহত্যা এবং ধর্ম আচরণ এক সঙ্গে চলতে পারে না। যদি তা হয়, তা হলে তা সব চাইতে বড় কপটতা। যিশুখ্রিস্ট বলেছেন, "হত্যা করো না," কিন্তু কপটেরা হাজার হাজার কসাইখানা খুলে যিশুখ্রিস্টের অনুগামী সাজার ভণ্ডামি করছে। এই শ্লোকে সেই প্রকার ভণ্ডামিকে ধিক্কার দেওয়া হয়েছে। পরসুখে সুখী এবং পরদুঃখে দুঃখী হওয়া উচিত। সেই নীতিই অনুসরণীয়। দুর্ভাগ্যবশত, বর্তমান সময়ে তথাকথিত লোকহিতৈষী এবং মানবতাবাদীরা অসহায় প্রাণীদের জীবনের বিনিময়ে মানব-সমাজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের অভিনয় করছে। এখানে তার সমর্থন করা হয়নি। এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, সমস্ত জীবের প্রতি দয়াপরবশ হওয়া উচিত। মানুষ, পশু, বৃক্ষলতা নির্বিশেষে সমস্ত জীবই ভগবানের সন্তান। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (১৪/৪) বলেছেন—

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্ যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥

"হে কৌন্তেয়! সমস্ত যোনিতে যত মূর্তি প্রকাশিত হয়, ব্রহ্মরূপ যোনিই তাদের জননী-স্বরূপা এবং আমি তাদের বীজ প্রদানকারী পিতা।" জীবের বিভিন্ন রূপ কেবল তার বাহ্য আবরণ। প্রতিটি জীবই প্রকৃতপক্ষে ভগবানের বিভিন্ন অংশ, চিন্ময় আত্মা। তাই কেবল এক প্রকার জীবের প্রতি পক্ষপাত করা উচিত নয়। বৈষ্ণব সমস্ত জীবকেই ভগবানের বিভিন্ন অংশরূপে দর্শন করেন। *ভগবদ্গীতায়* (৫/১৮ এবং ১৮/৫৪) ভগবান বলেছেন—

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥

"যথার্থ জ্ঞানবান পণ্ডিত বিদ্যা-বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গাভী, হস্তী, কুকুর, ও চণ্ডাল সকলের প্রতি সমদর্শী হন।"

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥

"যিনি এইভাবে চিন্ময় ভাব লাভ করেছেন, তিনি পরমব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছেন। তিনি কখনই কোন কিছুর জন্য শোক করেন না বা কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না; তিনি সমস্ত জীবের প্রতি সমদৃষ্টি-সম্পন্ন। সেই অবস্থায় তিনি আমার শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেন।" তাই বৈষ্ণব হচ্ছেন প্রকৃত আদর্শ ব্যক্তি, কারণ তিনি পরদুঃখে দুঃখী এবং পরসুখে সুখী। তাই এই জড় জগতে বদ্ধ জীবেদের দুঃখ-দুর্দশা দর্শন করে তিনি সর্বদা দুঃখিত হন। তাই বৈষ্ণব সর্বদা সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারে ব্যস্ত থাকেন।

শ্লোক ১০

অহো দৈন্যমহো কষ্টং পারক্যৈঃ ক্ষণভঙ্গুরৈঃ ।
যন্নোপকুর্যাদস্বার্থৈর্মর্ত্যঃ স্বজ্ঞাতিবিগ্রহৈঃ ॥ ১০ ॥

অহো—আহা; **দৈন্যম্**—দীন অবস্থা; **অহো**—আহা; **কষ্টম্**—কষ্ট; **পারক্যৈঃ**—যা মৃত্যুর পর কুকুর ও বিড়ালের ভক্ষ্য; **ক্ষণ-ভঙ্গুরৈঃ**—ক্ষণস্থায়ী; **যৎ**—যেহেতু; **ন**—না; **উপকুর্যাৎ**—উপকার হবে; **অ-স্ব-অর্থৈঃ**—নিজের স্বার্থের জন্য নয়; **মর্ত্যঃ**—মরণশীল; **স্ব**—তার সম্পদের দ্বারা; **জ্ঞাতি**—আত্মীয়স্বজন; **বিগ্রহৈঃ**—এবং তার দেহ।

অনুবাদ

এই ক্ষণস্থায়ী দেহ যা কুকুর শিয়ালের ভক্ষ্য এবং যার দ্বারা নিজের আত্মার কিছুমাত্র উপকার হয় না, সেই দেহের ধন-সম্পদ এবং তার আত্মীয়স্বজন দিয়ে যদি পরের উপকার করা না যায়, তা হলে সেই সকল কেবল দুঃখ-দুর্দশা ভোগেরই কারণ হয়।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতেও (১০/২২/৩৫) সেই উপদেশই দেওয়া হয়েছে—

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহীনামিহ দেহিষু ।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা ॥

"প্রতিটি জীবের কর্তব্য তার জীবন, ধন, বুদ্ধি এবং বাণীর দ্বারা অন্যের উপকার করা।" সেটিই হচ্ছে জীবনের উদ্দেশ্য। নিজের দেহ এবং আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের দেহ আর নিজের ধন-সম্পদ যা কিছু রয়েছে, তা সব কিছু পরের উপকারে নিয়োগ করা উচিত। সেটিই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ। সেই সম্বন্ধে *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (*আদি লীলা* ৯/৪১) বলা হয়েছে—

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার ।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার ॥

উপকুর্যাৎ শব্দটির অর্থ হচ্ছে পর-উপকার। মানব-সমাজে অবশ্য বহু পর-উপকারী সঙ্ঘ রয়েছে, কিন্তু যেহেতু তথাকথিত লোকহিতৈষীরা জানে না যে, কিভাবে পরের উপকার করতে হয়, তাই তাদের সেই পর-উপকারের চেষ্টা কার্যকরী হচ্ছে না। জীবনের পরম উদ্দেশ্য যে কি (*শ্রেয় আচরণম্*) তা তারা জানে না। জীবনের পরম উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা। সমস্ত লোকহিতৈষী এবং মানবতাবাদী কার্যকলাপ যদি জীবনের এই পরম লক্ষ্য—ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য সাধিত হত, তা হলে তাদের সেই সমস্ত কার্যকলাপ যথার্থই সার্থক হত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিয়ে মানবহিতৈষী কার্য সম্পূর্ণরূপে অর্থহীনতায় পর্যবসিত হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আমাদের সমস্ত কার্যকলাপের কেন্দ্রবিন্দুরূপে গ্রহণ করতে হবে, তা না হলে সেই সমস্ত কার্যকলাপের কোন মূল্য নেই।

শ্লোক ১১

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

এবং কৃতব্যবসিতো দধ্যঙ্ঙাথর্বণস্তনুম্ ।
পরে ভগবতি ব্রহ্মণ্যাত্মানং সন্নয়ঞ্জহৌ ॥ ১১ ॥

শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **কৃত-ব্যবসিতঃ**—কি করা কর্তব্য তা স্থির করে (দেবতাদের তাঁর শরীর দান করতে);

দধ্যঙ্—দধীচি মুনি; **আথর্বণঃ**—অথর্বার পুত্র; **তনুম্**—তাঁর দেহ; **পরে**—পরম; **ভগবতি**—ভগবানকে; **ব্রহ্মণি**—পরব্রহ্ম; **আত্মানম্**—স্বয়ং (আত্মা); **সন্নয়ন্**—নিবেদন করে; **জহৌ**—পরিত্যাগ করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—অথর্বানন্দন দধীচি মুনি এইভাবে দেবতাদের সেবায় তাঁর দেহ উৎসর্গ করতে মনস্থ করলেন। তারপর পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে তাঁর আত্মাকে স্থাপন করে তাঁর পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

পরে ভগবতি ব্রহ্মণ্যাত্মানং সন্নয়ন্ শব্দগুলি ইঙ্গিত করে যে, দধীচি মুনি তাঁর আত্মাকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে স্থাপন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধের (১/১৩/৫৫) ধৃতরাষ্ট্রের দেহত্যাগের বর্ণনা দ্রষ্টব্য। ধৃতরাষ্ট্র তাঁর দেহের পঞ্চভূতকে ক্রমে ক্রমে তাদের কারণে নিযুক্ত করে, অহঙ্কারকে তার কারণ মহত্তত্ত্বে নিযুক্ত করেছিলেন। তারপর মহত্তত্ত্বকে ক্ষেত্রজ্ঞ জীবে সংযুক্ত করে, ক্রমে জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে নিযুক্ত করেছিলেন। তার দৃষ্টান্ত যেমন—ঘট ভগ্ন হলে ঘটাকাশ যেমন মহাকাশে পরিণত হয়, তেমনই দেহরূপ উপাধি বিনষ্ট হলে আত্মা নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। মায়াবাদীরা *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই বর্ণনাটির কদর্থ করে। তাই শ্রীরামানুজাচার্য তাঁর *বেদান্ত-তত্ত্বসারে* বর্ণনা করেছেন যে, আত্মার লীন হয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে, মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—এই আটটি জড় উপাদানের দ্বারা গঠিত জড় দেহটি থেকে পৃথক হয়ে আত্মা তার নিত্য স্বরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয় (*ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ / অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্*)। জড় উপাদানের জড় কারণে জড় দেহ লীন হয়ে যায় এবং আত্মা তার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। সেই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, *জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'*। কেউ যখন দিব্য জ্ঞান এবং ভক্তির অনুশীলনের মাধ্যমে জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হন, তখন তিনি তাঁর স্বরূপ প্রাপ্ত হয়ে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন।

শ্লোক ১২

যতাক্ষাসুমনোবুদ্ধিস্তত্ত্বদৃগ্ ধ্বস্তবন্ধনঃ ।
আস্থিতঃ পরমং যোগং ন দেহং বুবুধে গতম্ ॥ ১২ ॥

যত—সংযত; **অক্ষ**—ইন্দ্রিয়; **অসু**—প্রাণবায়ু; **মনঃ**—মন; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **তত্ত্ব-দৃক্**—জড় এবং চিৎ-শক্তির তত্ত্ব সম্বন্ধে যিনি অবগত; **ধ্বস্ত-বন্ধনঃ**—বন্ধনমুক্ত; **আস্থিতঃ**—স্থিত হয়ে; **পরমম্**—পরম; **যোগম্**—ধ্যানমগ্ন, সমাধি; **ন**—না; **দেহম্**—জড় দেহ; **বুবুধে**—অনুভূত; **গতম্**—ত্যাগ করেছিলেন।

অনুবাদ

দধীচি মুনি তাঁর ইন্দ্রিয়, প্রাণবায়ু, মন এবং বুদ্ধিকে সংযত করে সমাধিমগ্ন হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর সমস্ত জড় বন্ধন ছিন্ন করেছিলেন। তার ফলে তাঁর আত্মা যে তাঁর দেহ থেকে পৃথক হয়ে গেছে, তা তিনি অনুভব করতে পারেননি।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৮/৫) ভগবান বলেছেন—

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্ ।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥

"মৃত্যুর সময় যিনি আমাকে স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ আমার ভাবই প্রাপ্ত হন। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।" মৃত্যুর কবলিত হওয়ার পূর্বেই অবশ্য ভগবানকে স্মরণ করার অভ্যাস করা কর্তব্য। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় সমাধিমগ্ন হয়ে, সিদ্ধ যোগী অর্থাৎ ভগবদ্ভক্ত দেহত্যাগ করেন। তাঁর জড় দেহ যে তাঁর আত্মা থেকে পৃথক হয়ে গেছে, তা তিনি অনুভব করেন না; তাঁর আত্মা তৎক্ষণাৎ চিৎ-জগতে স্থানান্তরিত হয়। *ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি*—আত্মা আর পুনরায় মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে না, তা তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যায়। এই ভক্তিযোগ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ যোগের পন্থা, যে সম্বন্ধে ভগবান স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* (৬/৪৭) বলেছেন—

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা ।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥

"যিনি শ্রদ্ধা সহকারে মদ্গত চিত্তে সর্বদা আমাকে স্মরণ করেন, তিনিই সবচেয়ে অন্তরঙ্গভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত এবং তিনিই সমস্ত যোগীদের থেকে শ্রেষ্ঠ।" ভক্তিযোগী সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করেন এবং তাই তিনি দেহত্যাগ করার সময় কোন রকম মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভব না করে, অনায়াসে তাঁর প্রকৃত আলয় কৃষ্ণলোকে ফিরে যান।

শ্লোক ১৩-১৪

অথেন্দ্রো বজ্রমুদ্যম্য নির্মিতং বিশ্বকর্মণা ।
মুনেঃ শক্তিভিরুৎসিক্তো ভগবত্তেজসান্বিতঃ ॥ ১৩ ॥
বৃতো দেবগণৈঃ সর্বৈর্গজেন্দ্রোপর্যশোভত ।
স্তূয়মানো মুনিগণৈস্ত্রৈলোক্যং হর্ষয়ন্নিব ॥ ১৪ ॥

অথ—তারপর; **ইন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **বজ্রম্**—বজ্র; **উদ্যম্য**—ধারণ করে; **নির্মিতম্**—নির্মিত; **বিশ্বকর্মণা**—বিশ্বকর্মার দ্বারা; **মুনেঃ**—দধীচি মুনির; **শক্তিভিঃ**—শক্তির দ্বারা; **উৎসিক্তঃ**—পরিপূর্ণ; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **তেজসা**—আধ্যাত্মিক বলের দ্বারা; **অন্বিতঃ**—সমন্বিত হয়ে; **বৃতঃ**—পরিবৃত; **দেব-গণৈঃ**—অন্যান্য দেবগণের দ্বারা; **সর্বৈঃ**—সমস্ত; **গজেন্দ্র**—তাঁর বাহন হস্তীর; **উপরি**—পিঠের উপর; **অশোভত**—শোভিত হয়েছিলেন; **স্তূয়মানঃ**—বন্দিত হয়ে; **মুনি-গণৈঃ**—মুনিদের দ্বারা; **ত্রৈলোক্যম্**—ত্রিভুবনের; **হর্ষয়ন্**—হর্ষ উৎপাদন করে; **ইব**—যেন।

অনুবাদ

তারপর দেবরাজ ইন্দ্র দধীচি মুনির অস্থির দ্বারা বিশ্বকর্মার নির্মিত বজ্র ধারণ করেছিলেন। দধীচি মুনির শক্তির দ্বারা শক্তিমান ও ভগবানের তেজে তেজীয়ান হয়ে এবং সমস্ত দেবতাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে ইন্দ্র যখন ঐরাবতে আরোহণ করেছিলেন, তখন মুনিরা তাঁর স্তব করছিলেন। এইভাবে তিনি যেন ত্রিলোকের হর্ষ উৎপাদন করে বৃত্রাসুরকে বধ করতে যাচ্ছিলেন।

শ্লোক ১৫

বৃত্রমভ্যদ্রবচ্ছক্রমসুরানীকযূথপৈঃ ।
পর্যস্তমোজসা রাজন্ ক্রুদ্ধো রুদ্র ইবান্তকম্ ॥ ১৫ ॥

বৃত্রম্—বৃত্রাসুর; **অভ্যদ্রবৎ**—আক্রমণ করেছিলেন; **শক্রম্**—শক্রকে; **অসুর-অনীক-যূথপৈঃ**—অসুর সেনাপতিদের দ্বারা; **পর্যস্তম্**—পরিবৃত; **ওজসা**—অত্যন্ত বেগে; **রাজন্**—হে রাজন্; **ক্রুদ্ধঃ**—ক্রুদ্ধ হয়ে; **রুদ্রঃ**—শিবের অবতার; **ইব**—সদৃশ; **অন্তকম্**—অন্তক অথবা যমরাজ।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ , রুদ্র যেমন অন্তকের প্রতি (যমরাজের প্রতি) অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে সংহার করার জন্য তাঁর প্রতি ধাবিত হয়েছিলেন, তেমনি ইন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অসুর সেনাপতি পরিবৃত বৃত্রাসুরের দিকে বেগে ধাবিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৬

ততঃ সুরাণামসুরৈ রণঃ পরমদারুণঃ ।
ত্রেতামুখে নর্মদায়ামভবৎ প্রথমে যুগে ॥ ১৬ ॥

ততঃ—তারপর; **সুরাণাম্**—দেবতাদের; **অসুরৈঃ**—অসুরদের সঙ্গে; **রণঃ**—মহাযুদ্ধে; **পরম-দারুণঃ**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **ত্রেতা-মুখে**—ত্রেতাযুগের শুরুতে; **নর্মদায়াম্**—নর্মদা নদীর তীরে; **অভবৎ**—হয়েছিল; **প্রথমে**—প্রথমে; **যুগে**—যুগ।

অনুবাদ

তারপর সত্যযুগের অবসানে এবং ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে নর্মদা নদীর তীরে দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়েছিল।

তাৎপর্য

এখানে যে নর্মদা নদীর উল্লেখ করা হয়েছে তা ভারতবর্ষের নর্মদা নদী নয়। ভারতে পাঁচটি পবিত্র নদী—গঙ্গা, যমুনা, নর্মদা, কাবেরী এবং কৃষ্ণা হচ্ছে দিব্য নদী। গঙ্গার মতো নর্মদাও স্বর্গে প্রবাহিত হচ্ছে। অসুর এবং দেবতাদের এই সংগ্রাম হয়েছিল স্বর্গলোকে।

প্রথমে যুগে বলতে 'প্রথম চতুর্যুগের শুরুতে' বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ বৈবস্বত মন্বন্তরের শুরুতে। ব্রহ্মার এক দিনে চতুর্দশ মনুর আবির্ভাব হয় এবং তাঁরা প্রত্যেকে ৭১ চতুর্যুগ পর্যন্ত জীবিত থাকেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি—এই এক চতুর্যুগে এক দিব্য যুগ হয়। আমরা এখন বৈবস্বত মন্বন্তরে রয়েছি, যার কথা *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে (*ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্ /বিবস্বান্মনবে প্রাহ*)। আমরা এখন বৈবস্বত মনুর অষ্টবিংশতি চতুর্যুগে রয়েছি, কিন্তু এই সংগ্রাম হয়েছিল বৈবস্বত মনুর প্রথম চতুর্যুগের শুরুতে। এই যুদ্ধ কবে হয়েছিল তার ঐতিহাসিক বিচার গণনা করে স্থির করা যায়। যেহেতু ৪৩,২০,০০০ বছরে এক চতুর্যুগ এবং এখন অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগ চলছে, অতএব প্রায় ১২,০৪,০০,০০০ বছর পূর্বে নর্মদা নদীর তীরে সেই যুদ্ধ হয়েছিল।

শ্লোক ১৭-১৮

রুদ্রৈর্বসুভিরাদিত্যৈরশ্বিভ্যাং পিতৃবহ্নিভিঃ ।
মরুদ্ভির্ঋভুভিঃ সাধ্যৈর্বিশ্বেদেবৈর্মরুৎপতিম্ ॥ ১৭ ॥
দৃষ্ট্বা বজ্রধরং শক্রং রোচমানং স্বয়া শ্রিয়া ।
নামৃষ্যন্নসুরা রাজন্ মৃধে বৃত্রপুরঃসরাঃ ॥ ১৮ ॥

রুদ্রৈঃ—রুদ্রগণ দ্বারা; **বসুভিঃ**—বসুদের দ্বারা; **আদিত্যৈঃ**—আদিত্যগণ দ্বারা; **অশ্বিভ্যাম্**—অশ্বিনীকুমারদ্বয় দ্বারা; **পিতৃ**—পিতৃগণ দ্বারা; **বহ্নিভিঃ**—বহ্নিগণ দ্বারা; **মরুদ্ভিঃ**—মরুৎগণ দ্বারা; **ঋভুভিঃ**—ঋভুগণ দ্বারা; **সাধ্যৈঃ**—সাধ্যগণ দ্বারা; **বিশ্বে-দেবৈঃ**—বিশ্বদেবগণ দ্বারা; **মরুৎ-পতিম্**—দেবরাজ ইন্দ্র; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **বজ্র-ধরম্**—বজ্র ধারণ করে; **শক্রম্**—ইন্দ্রের আর এক নাম; **রোচমানম্**—শোভমান; **স্বয়া**—তাঁর নিজের; **শ্রিয়া**—ঐশ্বর্যের দ্বারা; **ন**—না; **অমৃষ্যন্**—সহ্য করেছিলেন; **অসুরাঃ**—অসুরগণ; **রাজন্**— হে রাজন্; **মৃধে**—যুদ্ধে; **বৃত্র-পুরঃসরাঃ**—বৃত্রাসুরের নেতৃত্বে।

অনুবাদ

হে রাজন্, বৃত্রাসুরের নেতৃত্বে সমস্ত অসুরেরা যুদ্ধক্ষেত্রে এসে রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, পিতৃগণ, বহ্নিগণ, মরুৎগণ, ঋভুগণ, সাধ্যগণ ও বিশ্বদেবগণ পরিবৃত বজ্রধর ইন্দ্রকে দেখে তাঁর তেজ সহ্য করতে পারল না।

শ্লোক ১৯-২২

নমুচিঃ শম্বরোঽনর্বা দ্বিমূর্ধা ঋষভোঽসুরঃ ।
হয়গ্রীবঃ শঙ্কুশিরা বিপ্রচিত্তিরয়োমুখঃ ॥ ১৯ ॥
পুলোমা বৃষপর্বা চ প্রহেতির্হেতিরুৎকলঃ ।
দৈতেয়া দানবা যক্ষা রক্ষাংসি চ সহস্রশঃ ॥ ২০ ॥
সুমালিমালিপ্রমুখাঃ কার্তস্বরপরিচ্ছদাঃ ।
প্রতিষিধ্যেন্দ্রসেনাগ্রং মৃত্যোরপি দুরাসদম্ ॥ ২১ ॥
অভ্যর্দয়ন্নসংভ্রান্তাঃ সিংহনাদেন দুর্মদাঃ ।
গদাভিঃ পরিঘৈর্বাণৈঃ প্রাসমুদ্গরতোমরৈঃ ॥ ২২ ॥

নমুচিঃ—নমুচি; **শম্বরঃ**—শম্বর; **অনর্বা**—অনর্বা; **দ্বিমূর্ধা**—দ্বিমূর্ধা; **ঋষভঃ**—ঋষভ; **অসুরঃ**—অসুর; **হয়গ্রীবঃ**—হয়গ্রীব; **শঙ্কুশিরাঃ**—শঙ্কুশিরা; **বিপ্রচিত্তিঃ**—বিপ্রচিত্তি; **অয়োমুখঃ**—অয়োমুখ; **পুলোমা**—পুলোমা; **বৃষপর্বা**—বৃষপর্বা; **চ**—ও; **প্রহেতিঃ**—প্রহেতি; **হেতিঃ**—হেতি; **উৎকলঃ**—উৎকল; **দৈতেয়াঃ**—দৈত্যগণ; **দানবাঃ**—দানবগণ; **যক্ষাঃ**—যক্ষগণ; **রক্ষাংসি**—রাক্ষসগণ; **চ**—এবং; **সহস্রশঃ**—হাজার হাজার; **সুমালি-মালি-প্রমুখাঃ**—সুমালি এবং মালি প্রমুখ অন্যান্য অসুরেরা; **কার্তস্বর**—সোনার; **পরিচ্ছদাঃ**—পরিচ্ছদে ভূষিত; **প্রতিষিধ্য**—পিছনে রেখে; **ইন্দ্র-সেনা-অগ্রম্**—ইন্দ্র-সেনানীর সম্মুখে; **মৃত্যোঃ**—মৃত্যুর জন্য; **অপি**—ও; **দুরাসদম্**—দুর্ধর্ষ; **অভ্যর্দয়ন্**—পীড়িত; **অসংভ্রান্তাঃ**—নির্ভীক; **সিংহ-নাদেন**—সিংহের মতো গর্জন করে; **দুর্মদাঃ**—ভয়ঙ্কর; **গদাভিঃ**—গদার দ্বারা; **পরিঘৈঃ**—পরিঘের দ্বারা; **বাণৈঃ**—বাণের দ্বারা; **প্রাস-মুদ্গর-তোমরৈঃ**—প্রাস, মুদ্গর এবং তোমরের দ্বারা।

অনুবাদ

স্বর্ণ পরিচ্ছদে ভূষিত নমুচি, শম্বর, অনর্বা, দ্বিমূর্ধা, ঋষভ, অসুর, হয়গ্রীব, শঙ্কুশিরা, বিপ্রচিত্তি, অয়োমুখ, পুলোমা, বৃষপর্বা, প্রহেতি, হেতি, উৎকল, এবং অন্যান্য স্বর্ণময় পরিচ্ছদে বিভূষিত হাজার হাজার দৈত্য, দানব, যক্ষ, রাক্ষস এবং সুমালি, মালি প্রমুখ দুর্দান্ত অসুরেরা সিংহের মতো গর্জন করতে করতে গদা, পরিঘ, বাণ, প্রাস, মুদ্গর, তোমর প্রভৃতি অস্ত্রের দ্বারা দেবতাদের নিপীড়িত করতে লাগল।

শ্লোক ২৩

শূলৈঃ পরশ্বধৈঃ খড়্গৈঃ শতঘ্নীভির্ভুশুণ্ডিভিঃ ।
সর্বতোঽবাকিরন্ শস্ত্রৈরস্ত্রৈশ্চ বিবুধর্ষভান্ ॥ ২৩ ॥

শূলৈঃ—বর্শার দ্বারা; **পরশ্বধৈঃ**—কুঠারের দ্বারা; **খড়্গৈঃ**—তরবারির দ্বারা; **শতঘ্নীভিঃ**—শতঘ্নীর দ্বারা; **ভুশুণ্ডিভিঃ**—ভুশুণ্ডির দ্বারা; **সর্বতঃ**—চতুর্দিকে; **অবাকিরন্**—বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছিল; **শস্ত্রৈঃ**—অস্ত্রের দ্বারা; **অস্ত্রৈঃ**—বাণের দ্বারা; **চ**—এবং; **বিবুধ-ঋষভান্**—প্রধান দেবতাদের।

অনুবাদ

শূল, কুঠার, খড়্গ, শতঘ্নী, ভুশুণ্ডি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা অসুরেরা বিভিন্ন দেবতাদের আক্রমণ করেছিল এবং দেবতাদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ, তাঁদের বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছিল।

শ্লোক ২৪

ন তেঽদৃশ্যন্ত সংছন্নাঃ শরজালৈঃ সমন্ততঃ ।
পুঙ্খানুপুঙ্খপতিতৈর্জ্যোতীংষীব নভোঘনৈঃ ॥ ২৪ ॥

ন—না; **তে**—তাঁরা (দেবতারা); **অদৃশ্যন্ত**—অদৃশ্য হয়েছিল; **সংছন্নাঃ**—সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত হয়ে; **শর-জালৈঃ**—বাণের জালের দ্বারা; **সমন্ততঃ**—চতুর্দিকে; **পুঙ্খানুপুঙ্খ**—এক শরের পর আর এক শর; **পতিতৈঃ**—পতিত; **জ্যোতীংষি ইব**—আকাশের তারার মতো; **নভঃ-ঘনৈঃ**—ঘন মেঘের দ্বারা।

অনুবাদ

আকাশে ঘন মেঘের দ্বারা আচ্ছাদিত তারকারাজি যেমন দেখা যায় না, তেমনই চতুর্দিকে একের পর এক নিক্ষিপ্ত শরের জালে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত হওয়ার ফলে দেবতাদের দেখা যাচ্ছিল না।

শ্লোক ২৫

ন তে শস্ত্রাস্ত্রবর্ষৌঘা হ্যাসেদুঃ সুরসৈনিকান্ ।
ছিন্নাঃ সিদ্ধপথে দেবৈর্লঘুহস্তৈঃ সহস্রধা ॥ ২৫ ॥

ন—না; **তে**—সেই সমস্ত; **শস্ত্র-অস্ত্র-বর্ষ-ওঘাঃ**—শর এবং অন্যান্য অস্ত্রের বর্ষণ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **আসেদুঃ**—প্রাপ্ত; **সুর-সৈনিকান্**—দেবসৈন্যগণ; **ছিন্নাঃ**—ছিন্ন; **সিদ্ধ পথে**—আকাশে; **দেবৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **লঘু-হস্তৈঃ**—ক্ষিপ্রহস্ত; **সহস্রধা**—হাজার হাজার খণ্ডে।

অনুবাদ

দেবসৈন্যদের সংহার করার উদ্দেশ্যে অসুরদের সেই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র দেবতাদের অঙ্গ স্পর্শ করতে পারেনি, কারণ দেবতারা ক্ষিপ্রহস্তে আকাশমার্গেই সেই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র সহস্র খণ্ডে ছেদন করেছিলেন।

শ্লোক ২৬

অথ ক্ষীণাস্ত্রশস্ত্রৌঘা গিরিশৃঙ্গদ্রুমোপলৈঃ ।
অভ্যবর্ষন্ সুরবলং চিচ্ছিদুস্তাংশ্চ পূর্ববৎ ॥ ২৬ ॥

অথ—তারপর; **ক্ষীণ**—ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে; **অস্ত্র**—মন্ত্রের দ্বারা নিক্ষিপ্ত বাণ; **শস্ত্র**—শস্ত্র; **ওঘাঃ**—সমূহ; **গিরি**—পর্বতের; **শৃঙ্গ**—চূড়া; **দ্রুম**—বৃক্ষ; **উপলৈঃ**—পাথর; **অভ্যবর্ষন্**—বর্ষণ করেছিল; **সুর-বলম্**—দেবসৈন্যদের উপর; **চিচ্ছিদুঃ**—খণ্ড খণ্ড করেছিল; **তান্**—তাদের; **চ**—এবং; **পূর্ববৎ**—পূর্বের মতো।

অনুবাদ

অসুরদের মন্ত্র এবং অস্ত্রশস্ত্র ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায়, তারা পর্বতশৃঙ্গ, বৃক্ষ এবং পাথর দেবসৈন্যদের উপর বর্ষণ করতে লাগল, কিন্তু দেবতারা এতই শক্তিশালী এবং দক্ষ ছিলেন যে, তাঁরা সেগুলি আকাশমার্গেই পূর্বের মতো খণ্ড খণ্ড করেছিলেন।

শ্লোক ২৭

তানক্ষতান্ স্বস্তিমতো নিশাম্য
শস্ত্রাস্ত্রপূগৈরথ বৃত্রনাথাঃ ।
দ্রুমৈর্দৃষদ্ভির্বিবিধাদ্রিশৃঙ্গৈ-
রবিক্ষতাংস্তত্রসুরিন্দ্রসৈনিকান্ ॥ ২৭ ॥

তান্—তাঁদের (দেবসৈনিকদের); **অক্ষতান্**—অক্ষত; **স্বস্তি-মতঃ**—অত্যন্ত সুস্থ; **নিশাম্য**—দর্শন করে; **শস্ত্র-অস্ত্র-পূগৈঃ**—অস্ত্রশস্ত্র এবং মন্ত্রের দ্বারা; **অথ**—তারপর; **বৃত্র-নাথাঃ**—বৃত্রাসুরের সৈন্যগণ; **দ্রুমৈঃ**—বৃক্ষের দ্বারা; **দৃষদ্ভিঃ**—পাথরের দ্বারা; **বিবিধ**—অনেক; **অদ্রি**—পর্বতের; **শৃঙ্গৈঃ**—শিখরের দ্বারা; **অবিক্ষতান্**—অক্ষত; **তত্রসুঃ**—ভীত হয়েছিল; **ইন্দ্র-সৈনিকান্**—ইন্দ্রের সৈন্যগণ।

অনুবাদ

বৃত্রাসুরের অসুর-সৈন্যেরা যখন দেখল যে, তাদের অস্ত্রশস্ত্রের প্রহার এবং বৃক্ষ, পর্বতশৃঙ্গ ও পাথর বর্ষণের ফলেও ইন্দ্রের সৈন্যরা অক্ষত রয়েছেন এবং সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছেন, তখন তারা অত্যন্ত ভীত হয়েছিল।

শ্লোক ২৮

সর্বে প্রয়াসা অভবন্ বিমোঘাঃ
কৃতাঃ কৃতা দেবগণেষু দৈত্যৈঃ ।
কৃষ্ণানুকূলেষু যথা মহৎসু
ক্ষুদ্রৈঃ প্রযুক্তা উষতী রূক্ষবাচঃ ॥ ২৮ ॥

সর্বে—সমস্ত; **প্রয়াসাঃ**—প্রয়াস; **অভবন্**—হয়েছিল; **বিমোঘাঃ**—নিষ্ফল; **কৃতাঃ**—অনুষ্ঠিত; **কৃতাঃ**—পুনরায় অনুষ্ঠিত; **দেব-গণেষু**—দেবতাদের; **দৈত্যৈঃ**—অসুরদের দ্বারা; **কৃষ্ণ-অনুকূলেষু**—কৃষ্ণের দ্বারা সর্বদা রক্ষিত; **যথা**—যেমন; **মহৎসু**—বৈষ্ণবদের; **ক্ষুদ্রৈঃ**—তুচ্ছ ব্যক্তিদের দ্বারা; **প্রযুক্তাঃ**—ব্যবহৃত; **উষতীঃ**—প্রতিকূল; **রূক্ষ**—কঠোর; **বাচঃ**—বাক্য।

অনুবাদ

নিচ ব্যক্তি যেমন মহৎ ব্যক্তির প্রতি ক্রোধোদ্দীপক কোন রুক্ষ বাক্য প্রয়োগ করলে তা মহৎ ব্যক্তিকে বিচলিত করে না, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা সুরক্ষিত দেবতাদের বিরুদ্ধে অসুরদের সমস্ত প্রয়াস নিষ্ফল হয়েছিল।

তাৎপর্য

একটি প্রবাদ আছে যে, শকুনের শাপে গরু মরে না। তেমনই, কৃষ্ণভক্তদের বিরুদ্ধে আসুরিক ব্যক্তিদের অভিযোগ কখনও কার্যকরী হয় না। দেবতারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত এবং তাই তাঁদের প্রতি অসুরদের অভিশাপ নিষ্ফল হয়েছিল।

শ্লোক ২৯

তে স্বপ্রয়াসং বিতথং নিরীক্ষ্য
হরাবভক্তা হতযুদ্ধদর্পাঃ ।
পলায়নায়াজিমুখে বিসৃজ্য
পতিং মনস্তে দধুরাত্তসারাঃ ॥ ২৯ ॥

তে—তারা (অসুরেরা); **স্ব-প্রয়াসম্**—তাদের প্রচেষ্টা; **বিতথম্**—নিষ্ফল; **নিরীক্ষ্য**—দর্শন করে; **হরৌ অভক্তাঃ**—ভগবদ্বিমুখ অসুরেরা; **হত**—পরাজিত; **যুদ্ধ-দর্পাঃ**—তাদের যুদ্ধ করার গর্ব; **পলায়নায়**—যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করার জন্য; **আজি-মুখে**—যুদ্ধের শুরুতে; **বিসৃজ্য**—পরিত্যাগ করে; **পতিম্**—তাদের সেনাপতি বৃত্রাসুরকে; **মনঃ**—তাদের মন; **তে**—তারা সকলে; **দধুঃ**—দিয়েছিল; **আত্তসারাঃ**—যাদের বল অপহৃত হয়েছে।

অনুবাদ

ভগবদ্বিমুখ অসুরেরা যখন দেখল যে, তাদের সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে, তখন তাদের যুদ্ধ করার গর্ব খর্ব হয়েছিল। যুদ্ধের আরম্ভেই তাদের সেনাপতিকে

পরিত্যাগ করে তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করতে মনস্থ করেছিল, কারণ তাদের শত্রুরা তাদের সমস্ত বল অপহরণ করে নিয়েছিল।

শ্লোক ৩০

বৃত্রোঽসুরাংস্তাননুগান্ মনস্বী
প্রধাবতঃ প্রেক্ষ্য বভাষ এতৎ ।
পলায়িতং প্রেক্ষ্য বলং চ ভগ্নং
ভয়েন তীব্রেণ বিহস্য বীরঃ ॥ ৩০ ॥

বৃত্রঃ—অসুর সেনাপতি বৃত্রাসুর; **অসুরান্**—অসুরদের; **তান্**—তাদের; **অনুগান্**—তার অনুগামীদের; **মনস্বী**—উদার চিত্ত; **প্রধাবতঃ**—পলায়ন করতে; **প্রেক্ষ্য**—দর্শন করে; **বভাষ**—বলেছিলেন; **এতৎ**—এই; **পলায়িতম্**—পলায়নরত; **প্রেক্ষ্য**—দর্শন করে; **বলম্**—সৈন্য; **চ**—এবং; **ভগ্নম্**—ভগ্ন; **ভয়েন**—ভয়ে; **তীব্রেণ**—তীব্র; **বিহস্য**—হেসে; **বীরঃ**—মহাবীর।

অনুবাদ

নিজ সেনাবাহিনী ভগ্ন হতে দেখে, এমন কি যারা বীর বলে প্রসিদ্ধ সেই সমস্ত সৈন্যরাও ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করছে দেখে, উদার চিত্ত মহাবীর বৃত্রাসুর হেসে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

শ্লোক ৩১

কালোপপন্নাং রুচিরাং মনস্বিনাং
জগাদ বাচং পুরুষপ্রবীরঃ ।
হে বিপ্রচিত্তে নমুচে পুলোমন্
ময়ানর্বঞ্ছম্বর মে শৃণুধ্বম্ ॥ ৩১ ॥

কাল-উপপন্নাম্—কাল এবং পরিস্থিতির উপযুক্ত; **রুচিরাম্**—অতি সুন্দর; **মনস্বিনাম্**—মহান গভীর চিন্তাশীল ব্যক্তিদের; **জগাদ**—বলেছিলেন; **বাচম্**—বাক্য; **পুরুষ-প্রবীরঃ**—পুরুষপ্রবীর বৃত্রাসুর; **হে**—হে; **বিপ্রচিত্তে**—হে বিপ্রচিত্তি; **নমুচে**—হে নমুচি; **পুলোমন্**—হে পুলোমা; **ময়**—হে ময়; **অনর্বন্**—হে অনর্বা; **শম্বর**—হে শম্বর; **মে**—আমার থেকে; **শৃণুধ্বম্**—শ্রবণ কর।

অনুবাদ

স্থান, কাল এবং পরিস্থিতি অনুসারে পুরুষপ্রবীর বৃত্রাসুর মনস্বীদের মনোজ্ঞ এই কথাগুলি বলেছিলেন। তিনি অসুরবীরদের সম্বোধন করে বলেছিলেন, "হে বিপ্রচিত্তি! হে নমুচি! হে পুলোমা! হে ময়, অনর্বা এবং শম্বর! তোমরা আমার কথা শ্রবণ কর এবং পলায়ন করো না।"

শ্লোক ৩২

জাতস্য মৃত্যুর্ধ্রুব এব সর্বতঃ
প্রতিক্রিয়া যস্য ন চেহ কৢপ্তা ।
লোকো যশশ্চাথ ততো যদি হ্যমুং
কো নাম মৃত্যুং ন বৃণীত যুক্তম্ ॥ ৩২ ॥

জাতস্য—যার জন্ম হয়েছে (সমস্ত জীব); **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **ধ্রুবঃ**—অবশ্যম্ভাবী; **এব**—বস্তুত; **সর্বতঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র; **প্রতিক্রিয়া**—প্রতিকার; **যস্য**—যার; **ন**—না; **চ**—ও; **ইহ**—এই জড় জগতে; **কৢপ্তা**—নির্মিত; **লোকঃ**—স্বর্গলোকে উন্নীত; **যশঃ**—যশ; **চ**—ও; **অথ**—তা হলে; **ততঃ**—তা থেকে; **যদি**—যদি; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অমুম্**—তা; **কঃ**—কে; **নাম**—বস্তুতপক্ষে; **মৃত্যুম্**—মৃত্যু; **ন**—না; **বৃণীত**—গ্রহণ করবে; **যুক্তম্**—উপযুক্ত।

অনুবাদ

বৃত্রাসুর বললেন—যে সমস্ত জীব এই জগতে জন্মগ্রহণ করেছে তাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। মৃত্যুর প্রতিকারের কোন উপায় এই জড় জগতে কেউ খুঁজে পায়নি। এমন কি বিধাতাও তার প্রতিকারের উপায় বিধান করেননি। সেই অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু থেকে যদি ইহকালে যশ এবং পরকালে স্বর্গলাভের সম্ভাবনা থাকে, তা হলে কোন্ ব্যক্তি সেই মহিমান্বিত মৃত্যুকে বরণ করবে না?

তাৎপর্য

কেউ যদি মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে উন্নীত হতে পারে এবং তার ফলে যশস্বী হতে পারে, তা হলে এমন মূর্খ কে আছে যে সেই মহিমান্বিত মৃত্যুকে বরণ করবে না? শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকেও এই উপদেশ দিয়েছিলেন, "হে অর্জুন, এই যুদ্ধ তুমি ত্যাগ করো না। তুমি যদি যুদ্ধে জয়লাভ কর, তা হলে তুমি তোমার রাজ্যসুখ

ভোগ করবে এবং যদি তোমার মৃত্যু হয়, তা হলে তুমি স্বর্গলোক লাভ করবে।" সকলেরই মহান কার্য সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে প্রস্তুত থাকা উচিত। মহান ব্যক্তি কুকুর-বিড়ালের মতো মরতে চান না।

শ্লোক ৩৩

দ্বৌ সম্মতাবিহ মৃত্যু দুরাপৌ
যদ্ ব্রহ্মসন্ধারণয়া জিতাসুঃ ।
কলেবরং যোগরতো বিজহ্যাদ্
যদগ্রণীর্বীরশয়েঽনিবৃত্তঃ ॥ ৩৩ ॥

দ্বৌ—দুই; **সম্মতৌ**—(শাস্ত্র এবং মহাজনদের দ্বারা) সম্মত; **ইহ**—এই জগতে; **মৃত্যু**—মৃত্যু; **দুরাপৌ**—অত্যন্ত দুর্লভ; **যৎ**—যা; **ব্রহ্ম-সন্ধারণয়া**—ব্রহ্ম, পরমাত্মা অথবা পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানমগ্ন হয়ে; **জিত-অসুঃ**—মন এবং ইন্দ্রিয় সংযত করে; **কলেবরম্**—দেহ; **যোগ-রতঃ**—যোগ সাধনায় রত হয়ে; **বিজহ্যাৎ**—ত্যাগ করতে পারে; **যৎ**—যা; **অগ্রণীঃ**—পথপ্রদর্শক হয়ে; **বীর-শয়ে**—যুদ্ধক্ষেত্রে; **অনিবৃত্তঃ**—পৃষ্ঠ-প্রদর্শন না করে।

অনুবাদ

দুই প্রকার মহিমান্বিত মৃত্যু রয়েছে এবং সেই দুটি অত্যন্ত দুর্লভ। একটি যোগ অনুষ্ঠান করে বিশেষ করে ভক্তিযোগ, যার দ্বারা মন এবং প্রাণবায়ু সংযত করে ভগবানের ধ্যানে মগ্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করা। অন্যটি যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের নেতৃত্ব প্রদান করে এবং পৃষ্ঠ-প্রদর্শন না করে মৃত্যুবরণ করা।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের 'দেবতা এবং বৃত্রাসুরের মধ্যে যুদ্ধ' নামক দশম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য ।

একাদশ অধ্যায়

বৃত্রাসুরের দিব্য গুণাবলী

এই অধ্যায়ে বৃত্রাসুরের মহান গুণাবলীর বর্ণনা করা হয়েছে। প্রধান প্রধান অসুর সেনানায়কেরা যখন বৃত্রাসুরের উপদেশ শ্রবণ না করে পলায়ন করছিল, তখন বৃত্রাসুর তাদের কাপুরুষ বলে ধিক্কার দিয়েছিলেন। বৃত্রাসুর তখন একলা দেবতাদের সম্মুখে অবস্থান করে ভয়ঙ্কর গর্জন করেছিলেন। তাতে দেবতারা ভয়ে মূর্ছিত হলে, বৃত্রাসুর তাঁদের পদদলিত করতে শুরু করেছিলেন। তা সহ্য করতে না পেরে, ইন্দ্র বৃত্রাসুরের প্রতি তাঁর গদা নিক্ষেপ করেছিলেন, কিন্তু বৃত্রাসুর এমনই মহান বীর ছিলেন যে, তিনি অনায়াসে তাঁর বাম হাতে সেই গদা ধারণ করে, তা দিয়ে ইন্দ্রের বাহন ঐরাবতের মস্তকে আঘাত করেন। এইভাবে আহত হয়ে ঐরাবত ইন্দ্রকে পিঠে নিয়ে চোদ্দ গজ দূরে পতিত হয়।

ইন্দ্র বিশ্বরূপকে প্রথমে তাঁর পুরোহিতরূপে বরণ করে পরে তাঁকে হত্যা করেন। ইন্দ্রের সেই নৃশংস কর্ম স্মরণ করিয়ে দিয়ে, বৃত্রাসুর বলেছিলেন, "ভগবান বিষ্ণু যাঁদের একমাত্র সহায়, তাঁদের জয়, ঐশ্বর্য এবং সন্তোষ অবশ্যম্ভাবী। ত্রিভুবনে তাঁদের বাঞ্ছনীয় কিছুই নেই। ভগবান এতই কৃপাময় যে, তিনি তাঁর ভক্তদের প্রতি বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করে, ভক্তির প্রতিবন্ধক জড় সম্পদ তাদের প্রদান করেন না। তাই আমি ভগবানের সেবার জন্য সব কিছু পরিত্যাগ করতে ইচ্ছা করি। আমি চাই, আমি যেন সর্বদাই ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে পারি এবং তাঁর সেবায় যুক্ত থাকতে পারি। আমি চাই, আমার দেহ, পুত্র, কলত্র আদিতে অনাসক্ত হয়ে যেন ভগবদ্ভক্তের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারি। আমি স্বর্গলোকে উন্নীত হতে চাই না। এমন কি ধ্রুবলোক, ব্রহ্মপদ, পৃথিবীর একচ্ছত্র আধিপত্য পর্যন্ত আমি চাই না। এই সবে আমার কোন প্রয়োজন নেই।"

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

ত এবং শংসতো ধর্মং বচঃ পত্যুরচেতসঃ ।
নৈবাগৃহ্নন্ত সম্ভ্রান্তাঃ পলায়নপরা নৃপ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **তে**—তারা; **এবম্**—এইভাবে; **শংসতঃ**—প্রশংসা করে; **ধর্মম্**—ধর্মতত্ত্ব; **বচঃ**—বাণী; **পত্যুঃ**—তাদের প্রভুর; **অচেতসঃ**—ব্যাকুল চিত্ত; **ন**—না; **এব**—বস্তুত; **অগৃহ্ণন্ত**—গ্রহণ করেছিলেন; **সম্ভ্রান্তাঃ**—ভয়ভীত; **পলায়ন-পরাঃ**—পলায়নরত; **নৃপ**—হে রাজন্।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, অসুর সেনাপতি বৃত্র এইভাবে তার সেনানায়কদের ধর্ম উপদেশ প্রদান করলেও সেই সমস্ত কাপুরুষ অসুর সেনানায়কেরা এতই ভয়ভীত হয়েছিল যে, তারা তার বাক্য গ্রহণ করতে পারল না।

শ্লোক ২-৩

বিশীর্যমাণাং পৃতনামাসুরীমসুরর্ষভঃ ।
কালানুকূলৈস্ত্রিদশৈঃ কাল্যমানামনাথবৎ ॥ ২ ॥
দৃষ্ট্বাতপ্যত সংক্রুদ্ধ ইন্দ্রশত্রুরমর্ষিতঃ ।
তান্ নিবার্যৌজসা রাজন্ নির্ভর্ৎস্যেদমুবাচ হ ॥ ৩ ॥

বিশীর্যমাণাম্—বিধ্বস্ত হয়ে; **পৃতনাম্**—সৈন্য; **আসুরীম্**—অসুরদের; **অসুর-ঋষভঃ**—অসুরশ্রেষ্ঠ বৃত্রাসুর; **কাল-অনুকূলৈঃ**—কালের অনুকূল পরিস্থিতি অনুসারে; **ত্রি-দশৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **কাল্যমানাম্**—বিতাড়িত হয়ে; **অনাথবৎ**—নিরাশ্রয়ের মতো; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **অতপ্যত**—সন্তপ্ত হয়েছিল; **সংক্রুদ্ধ**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে; **ইন্দ্র-শত্রুঃ**—ইন্দ্রের শত্রু বৃত্রাসুর; **অমর্ষিতঃ**—সহ্য করতে না পেরে; **তান্**—তাঁদের (দেবতাদের); **নিবার্য**—বাধা দিয়ে; **ওজসা**—বলপূর্বক; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **নির্ভর্ৎস্য**—তিরস্কার করে; **ইদম্**—এই; **উবাচ**—বলেছিলেন; **হ**—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, দেবতারা সেই অনুকূল সুযোগ লাভ করে অসুর-সৈন্যদের পশ্চাতে ধাবিত হয়ে তাদের আক্রমণ করেছিলেন, এবং তার ফলে অসুর-সৈন্যরা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়েছিল এবং তাদের তখন কোন নেতা ছিল না। তাঁর সৈন্যদের এই প্রকার করুণ অবস্থা দর্শন করে, অসুরশ্রেষ্ঠ এবং ইন্দ্রের শত্রু বৃত্রাসুর অত্যন্ত

সন্তপ্ত হয়েছিলেন। এই প্রকার বিরূপ পরিস্থিতি সহ্য করতে না পেরে, তিনি বলপূর্বক দেবতাদের নিবারিত করে, ক্রোধান্বিত হয়ে তাদের তিরস্কারপূর্বক বলেছিলেন।

শ্লোক ৪

কিং ব উচ্চরিতৈর্মাতুর্ধাবদ্ভিঃ পৃষ্ঠতো হতৈঃ ।
ন হি ভীতবধঃ শ্লাঘ্যো ন স্বর্গ্যঃ শূরমানিনাম্ ॥ ৪ ॥

কিম্—কি লাভ; **বঃ**—তোমাদের; **উচ্চরিতৈঃ**—বিষ্ঠার মতো; **মাতুঃ**—মাতার; **ধাবদ্ভিঃ**—পলায়নরত; **পৃষ্ঠতঃ**—পিছন থেকে; **হতৈঃ**—নিহত; **ন**—না; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **ভীত-বধঃ**—ভীত ব্যক্তিকে বধ; **শ্লাঘ্যঃ**—প্রশংসনীয়; **ন**—না; **স্বর্গ্যঃ**—স্বর্গলোক প্রাপ্তি; **শূরমানিনাম্**—নিজেকে যারা বীর বলে অভিমান করে।

অনুবাদ

হে দেবগণ, এই পলায়নরত অসুরেরা তাদের মাতৃজঠর থেকে বিষ্ঠার মতো বৃথাই জন্মগ্রহণ করেছে। প্রকৃতপক্ষে এদের জন্ম নিরর্থক। এই প্রকার শত্রুকে পিছন থেকে বধ করে তোমাদের লাভ কি? নিজেকে যারা বীর বলে অভিমান করে, তাদের প্রাণভয়ে ভীত শত্রুকে কখনও হত্যা করা উচিত নয়। এই প্রকার হত্যা প্রশংসনীয় নয় এবং তার ফলে স্বর্গও লাভ হয় না।

তাৎপর্য

বৃত্রাসুর দেবতা এবং অসুর উভয়কেই তিরস্কার করেছিলেন, কারণ অসুরেরা প্রাণভয়ে পলায়ন করছিল এবং দেবতারা তাদের পিছন থেকে হত্যা করছিল। এই দুটি কার্যই নিন্দনীয়। যখন যুদ্ধ হয়, তখন বিরোধী পক্ষকে বীরের মতো যুদ্ধ করতে প্রস্তুত থাকা উচিত। বীর কখনও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেন না। তিনি সর্বদা শত্রুর মুখোমুখি হয়ে জয় লাভের জন্য অথবা যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে যুদ্ধ করেন। সেটিই বীরের ধর্ম। শত্রুকে পিছন থেকে বধ করা নিন্দনীয়। শত্রু যখন প্রাণভয়ে ভীত হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, তখন তাকে বধ করা উচিত নয়। সেটিই সমরের নীতি।

বৃত্রাসুর অসুর সৈন্যদের তাদের মায়ের বিষ্ঠার সঙ্গে তুলনা করেছিল। বিষ্ঠা এবং কাপুরুষ পুত্র উভয়ই মায়ের উদর থেকে নিঃসৃত হয়। তাই বৃত্রাসুর

বলেছিলেন যে, সেই দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তুলসীদাসও এই প্রকার একটি উপমা দিয়ে বলেছিলেন যে, পুত্র এবং মূত্র দু-ই এক মার্গ থেকে নির্গত হয়। বীর্য এবং মূত্র উভয়ই উপস্থ থেকে নির্গত হয়, কিন্তু বীর্য থেকে সন্তান উৎপাদন হয় অথচ মূত্র থেকে কিছুই হয় না। অতএব যে পুত্র বীর নয় অথবা ভগবদ্ভক্ত নয়, সে পুত্র নয়, মূত্র। তেমনই চাণক্য পণ্ডিতও বলেছেন—

কোঽর্থঃ পুত্রেণ জাতেন যো ন বিদ্বান্ ন ধার্মিকঃ।
কাণেন চক্ষুষা কিং বা চক্ষুঃ পীড়ৈব কেবলম্ ॥

"যে পুত্র যশস্বী নয় অথবা ভগবদ্ভক্ত নয়, সেই পুত্রের কি প্রয়োজন? এই প্রকার পুত্র কানা চোখের মতো, যা দেখতে সাহায্য করে না, কেবল বেদনাই দেয়।"

শ্লোক ৫

যদি বঃ প্রধনে শ্রদ্ধা সারং বা ক্ষুল্লকা হৃদি।
অগ্রে তিষ্ঠত মাত্রং মে ন চেদ্ গ্রাম্যসুখে স্পৃহা ॥ ৫ ॥

যদি—যদি; **বঃ**—তোমাদের; **প্রধনে**—যুদ্ধে; **শ্রদ্ধা**—শ্রদ্ধা; **সারম্**—ধৈর্য; **বা**—অথবা; **ক্ষুল্লকাঃ**—হে ক্ষুদ্র দেবতাগণ; **হৃদি**—হৃদয়ে; **অগ্রে**—সম্মুখে; **তিষ্ঠত**—দাঁড়াও; **মাত্রম্**—ক্ষণিকের জন্য; **মে**—আমার; **ন**—না; **চেৎ**—যদি; **গ্রাম্য-সুখে**—ইন্দ্রিয়সুখে; **স্পৃহা**—আকাঙ্ক্ষা।

অনুবাদ

হে তুচ্ছ দেবতাগণ, যদি তোমাদের যুদ্ধে যথার্থই শ্রদ্ধা থাকে ও হৃদয়ে ধৈর্য থাকে এবং বিষয়ভোগে অভিলাষ না থাকে, তবে ক্ষণিকের জন্য আমার সম্মুখে দাঁড়াও।

তাৎপর্য

দেবতাদের তিরস্কার করে বৃত্রাসুর তাঁদের যুদ্ধে আহ্বান করে বলেছিলেন, "হে দেবগণ, তোমরা যদি প্রকৃতই বীর হও, তা হলে আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়ে তোমাদের বীরত্ব প্রদর্শন কর। তোমরা যদি যুদ্ধ করতে ইচ্ছা না কর, তোমরা যদি প্রাণভয়ে ভীত থাক, তা হলে আমি তোমাদের বধ করব না। কারণ আমি তোমাদের মতো নই, তা ছাড়া যে বীর নয় এবং যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক নয়, তাকে হত্যা করার মতো আমি নিচ মনোভাবাপন্ন নই। তোমাদের যদি নিজেদের বীরত্বে বিশ্বাস থাকে, তা হলে আমার সামনে দাঁড়াও।"

শ্লোক ৬

এবং সুরগণান্ ক্রুদ্ধো ভীষয়ন্ বপুষা রিপূন্ ।
ব্যনদৎ সুমহাপ্রাণো যেন লোকা বিচেতসঃ ॥ ৬ ॥

এবম্—এইভাবে; **সুর-গণান্**—দেবতারা; **ক্রুদ্ধঃ**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে; **ভীষয়ন্**—ভয়ঙ্কর; **বপুষা**—তার শরীরের দ্বারা; **রিপূন্**—তার শত্রুদের; **ব্যনদৎ**—গর্জন করেছিল; **সু-মহা-প্রাণঃ**—মহা বলবান বৃত্রাসুর; **যেন**—যার দ্বারা; **লোকাঃ**—সমস্ত প্রাণী; **বিচেতসঃ**—মূর্ছিত হয়েছিল।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—মহা বলশালী বৃত্রাসুর ক্রুদ্ধ হয়ে তার বিশাল এবং ভয়ঙ্কর শরীর প্রদর্শনপূর্বক দেবতাদের ভীত করে এমনভাবে গর্জন করেছিলেন যে, তার ফলে সমস্ত প্রাণীবর্গ মূর্ছিত হয়েছিল।

শ্লোক ৭

তেন দেবগণাঃ সর্বে বৃত্রবিস্ফোটনেন বৈ ।
নিপেতুর্মূর্চ্ছিতা ভূমৌ যথৈবাশনিনা হতাঃ ॥ ৭ ॥

তেন—তার দ্বারা; **দেব-গণাঃ**—দেবতাগণ; **সর্বে**—সমস্ত; **বৃত্র-বিস্ফোটনেন**—বৃত্রাসুরের ভীষণ গর্জনে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **নিপেতুঃ**—পতিত হয়েছিল; **মূর্চ্ছিতাঃ**—মূর্ছিত হয়ে; **ভূমৌ**—ভূমিতে; **যথা**—ঠিক যেমন; **এব**—প্রকৃতপক্ষে; **অশনিনা**—বজ্রের দ্বারা; **হতাঃ**—আহত।

অনুবাদ

দেবতারা বৃত্রাসুরের সেই ভীষণ সিংহনাদ সদৃশ গর্জন শ্রবণে বজ্রাহত ব্যক্তির মতো মূর্ছিত হয়ে ভূমিতে পতিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৮

মমর্দ পদ্ভ্যাং সুরসৈন্যমাতুরং
নিমীলিতাক্ষং রণরঙ্গদুর্মদঃ ।
গাং কম্পয়ন্নুদ্যতশূল ওজসা
নালং বনং যূথপতির্যথোন্মদঃ ॥ ৮ ॥

মমর্দ—দলিত করে; **পদ্ভ্যাম্**—পায়ের দ্বারা; **সুর-সৈন্যম্**—দেব-সৈন্যদের; **আতুরম্**—যারা অত্যন্ত ভয়ভীত হয়েছিল; **নিমীলিত-অক্ষম**—চক্ষু নিমীলিত করে; **রণ-রঙ্গ-দুর্মদঃ**—যুদ্ধক্ষেত্রে গর্বোদ্ধত; **গাম্**—পৃথিবীপৃষ্ঠে; **কম্পয়ন্**—কম্পিত করে; **উদ্যত-শূলঃ**—তাঁর শূল উত্তোলন করে; **ওজসা**—তাঁর বলের দ্বারা; **নালম্**—নল; **বনম্**—বন; **যূথপতিঃ**—যূথপতি হস্তী; **যথা**—যেমন; **উন্মদঃ**—মদমত্ত।

অনুবাদ

দেবতারা যখন ভয়ে তাঁদের চক্ষু নিমীলিত করেছিলেন, তখন বৃত্রাসুর তাঁর ত্রিশূল উত্তোলন করে তাঁর নিজ বলে পৃথিবী কম্পিত করেছিলেন। মদমত্ত হস্তী যেমন নলবনকে পদদলিত করে, ঠিক সেইভাবে বৃত্রাসুর দেবতাদের পদদলিত করেছিলেন।

শ্লোক ৯

বিলোক্য তং বজ্রধরোঽত্যমর্ষিতঃ
স্বশত্রবেঽভিদ্রবতে মহাগদাম্ ।
চিক্ষেপ তামাপততীং সুদুঃসহাং
জগ্রাহ বামেন করেণ লীলয়া ॥ ৯ ॥

বিলোক্য—দর্শন করে; **তম্**—তাঁকে (বৃত্রাসুরকে); **বজ্র-ধরঃ**—বজ্রধারী ইন্দ্র; **অতি**—অত্যন্ত; **অমর্ষিতঃ**—অসহিষ্ণু; **স্ব**—তার; **শত্রবে**—শত্রুর প্রতি; **অভিদ্রবতে**—ধাবিত হয়ে; **মহা-গদাম্**—এক ভয়ঙ্কর শক্তিশালী গদা; **চিক্ষেপ**—নিক্ষেপ করেছিলেন; **তাম্**—সেই (গদা); **আপততীম্**—তাঁর অভিমুখে নিপতিত হয়ে; **সুদুঃসহাম্**—দুঃসহ; **জগ্রাহ**—ধরেছিলেন; **বামেন**—বাম; **করেণ**—হস্তের দ্বারা; **লীলয়া**—অবলীলাক্রমে।

অনুবাদ

বৃত্রাসুরের কার্যকলাপ দর্শন করে, দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে তাঁর প্রতি এক মহাগদা নিক্ষেপ করেছিলেন। অপরের পক্ষে দুঃসহ হলেও বৃত্রাসুর তাঁর প্রতি নিক্ষিপ্ত সেই গদাটিকে অবলীলাক্রমে বাম হস্তে ধারণ করেছিলেন।

শ্লোক ১০

স ইন্দ্রশত্রুঃ কুপিতো ভৃশং তয়া
মহেন্দ্রবাহং গদয়োরুবিক্রমঃ ।
জঘান কুম্ভস্থল উন্নদন্ মৃধে
তৎকর্ম সর্বে সমপূজয়ন্নৃপ ॥ ১০ ॥

সঃ—সেই; **ইন্দ্র-শত্রুঃ**—বৃত্রাসুর; **কুপিতঃ**—ক্রুদ্ধ হয়ে; **ভৃশম্**—অত্যন্ত; **তয়া**—তার দ্বারা; **মহেন্দ্র-বাহম্**—ইন্দ্রের বাহন ঐরাবতকে; **গদয়া**—গদার দ্বারা; **উরু-বিক্রমঃ**—যিনি তাঁর মহাবলের জন্য বিখ্যাত; **জঘান**—আঘাত করেছিলেন; **কুম্ভস্থলে**—মস্তকে; **উন্নদন্**—প্রচণ্ড গর্জন করে; **মৃধে**—যুদ্ধে; **তৎ কর্ম**—সেই কার্য (তাঁর বাম হস্তধৃত গদার দ্বারা ইন্দ্রের হস্তীর মস্তকে আঘাত করে); **সর্বে**—(উভয় পক্ষের) সমস্ত সৈন্যেরা; **সমপূজয়ন্**—প্রশংসা করেছিল; **নৃপ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, অত্যন্ত বিক্রমশালী ইন্দ্রশত্রু বৃত্রাসুর তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রচণ্ড গর্জন করে ইন্দ্রের হস্তী ঐরাবতের মস্তকে সেই গদার দ্বারা আঘাত করেছিলেন। তাঁর এই বীরত্বপূর্ণ কার্যের জন্য উভয়পক্ষের সৈন্যেরাই তাঁর প্রশংসা করেছিল।

শ্লোক ১১

ঐরাবতো বৃত্রগদাভিমৃষ্টো
বিঘূর্ণিতোঽদ্রিঃ কুলিশাহতো যথা ।
অপাসরদ্ ভিন্নমুখঃ সহেন্দ্রো
মুঞ্চন্নসৃক্ সপ্তধনুর্ভৃশার্তঃ ॥ ১১ ॥

ঐরাবতঃ—ইন্দ্রের হস্তী ঐরাবত; **বৃত্র-গদা-অভিমৃষ্টঃ**—বৃত্রাসুরের হস্তস্থিত গদার আঘাতে; **বিঘূর্ণিতঃ**—ঘুরতে ঘুরতে; **অদ্রিঃ**—পর্বত; **কুলিশ**—বজ্রের দ্বারা; **আহতঃ**—আঘাতপ্রাপ্ত; **যথা**—যেমন; **অপাসরৎ**—পিছিয়ে গিয়েছিল; **ভিন্ন-মুখঃ**—ভগ্নমুখ; **সহ-ইন্দ্রঃ**—ইন্দ্র সহ; **মুঞ্চন্**—বমন করে; **অসৃক্**—রক্ত; **সপ্ত-ধনুঃ**—সাত ধনুকের দূরত্ব (প্রায় চোদ্দ গজ); **ভৃশ**—অত্যন্ত; **আর্তঃ**—পীড়িত।

অনুবাদ

বৃত্রাসুরের গদার আঘাতে ঐরাবতের মুখ বিদীর্ণ হয়েছিল, তার ফলে ঐরাবত অত্যন্ত পীড়িত হয়ে রক্ত বমন করতে করতে এবং বজ্রাহত পর্বতের মতো ঘুরতে ঘুরতে পিঠে ইন্দ্রকে নিয়ে সপ্ত ধনুক (চোদ্দ গজ) দূরে পতিত হয়।

শ্লোক ১২

ন সন্নবাহায় বিষণ্ণচেতসে
প্রাযুঙ্‌ক্ত ভূয়ঃ স গদাং মহাত্মা ।
ইন্দ্রোঽমৃতস্যন্দিকরাভিমর্শ-
বীতব্যথক্ষতবাহোঽবতস্থে ॥ ১২ ॥

ন—না; **সন্ন**—অবসন্ন; **বাহায়**—বাহনের উপর; **বিষণ্ণ-চেতসে**—বিষণ্ণ চিত্ত; **প্রাযুঙ্‌ক্ত**—নিক্ষেপ; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **সঃ**—তিনি (বৃত্রাসুর); **গদাম্**—গদা; **মহাত্মা**—মহাত্মা (যে ইন্দ্রকে বিষণ্ণ এবং পীড়িত দেখে তার প্রতি গদা নিক্ষেপ করেনি); **ইন্দ্রঃ**—ইন্দ্র; **অমৃত-স্যন্দি-কর**—অমৃত বর্ষণকারী হস্তের দ্বারা; **অভিমর্শ**—স্পর্শ করে; **বীত**—দূর করে; **ব্যথ**—বেদনা; **ক্ষত**—এবং ক্ষত; **বাহঃ**—বাহন; **অবতস্থে**—সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

অনুবাদ

মহাত্মা বৃত্রাসুর ধর্মনীতি অনুসরণ করে, বাহন ঐরাবতকে আহত এবং অবসন্ন দেখে দুঃখিত চিত্ত ইন্দ্রের প্রতি পুনরায় গদা নিক্ষেপ করেন নি। সেই অবসরে ইন্দ্র তাঁর অমৃতস্রাবী হস্তের স্পর্শে ঐরাবতের ক্ষত ব্যথা অপনোদন করে, সেই স্থানে নীরবে অবস্থান করেছিলেন।

শ্লোক ১৩

স তং নৃপেন্দ্রাহবকাম্যয়া রিপুং
বজ্রায়ুধং ভ্রাতৃহণং বিলোক্য ।
স্মরংশ্চ তৎকর্ম নৃশংসমংহঃ
শোকেন মোহেন হসঞ্জগাদ ॥ ১৩ ॥

সঃ—তিনি (বৃত্রাসুর); **তম্**—তাঁকে (দেবরাজ ইন্দ্রকে); **নৃপেন্দ্র**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **আহব-কাম্যয়া**—যুদ্ধ করার বাসনায়; **রিপুম্**—তাঁর শত্রুকে; **বজ্র-**

আয়ুধম্—(দধীচির অস্থিনির্মিত) বজ্র যাঁর আয়ুধ; **ভ্রাতৃ-হণম্**—তাঁর ভ্রাতৃহন্তা; **বিলোক্য**—দেখে; **স্মরন্**—স্মরণ করে; **চ**—এবং; **তৎ-কর্ম**—তাঁর কার্যকলাপ; **নৃশংসম্**—নিষ্ঠুর; **অংহঃ**—মহাপাপ; **শোকেন**—শোকে; **মোহেন**—বিভ্রান্ত হয়ে; **হসন্**—হাসতে হাসতে; **জগাদ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

হে রাজন্, বৃত্রাসুর তাঁর ভ্রাতৃহন্তা শত্রু ইন্দ্রকে যুদ্ধ করার বাসনায় বজ্র ধারণ করে সম্মুখে অবস্থিত দেখে বৃত্রাসুরের মনে পড়েছিল, ইন্দ্র নিষ্ঠুরভাবে তাঁর ভ্রাতাকে হত্যা করেছে। ইন্দ্রের সেই পাপকর্মের কথা স্মরণ করে, তিনি শোকে ও মোহে বিভ্রান্ত হয়ে হাসতে হাসতে বলেছিলেন।

শ্লোক ১৪

শ্রীবৃত্র উবাচ

দিষ্ট্যা ভবান্ মে সমবস্থিতো রিপু-
র্যো ব্রহ্মহা গুরুহা ভ্রাতৃহা চ ।
দিষ্ট্যানৃণোঽদ্যাহমসত্তম ত্বয়া
মচ্ছূলনির্ভিন্নদৃষদ্‌হৃদাচিরাৎ ॥ ১৪ ॥

শ্রী-বৃত্রঃ উবাচ—মহাবীর বৃত্রাসুর বলেছিলেন; **দিষ্ট্যা**—সৌভাগ্যের ফলে; **ভবান্**—তুমি; **মে**—আমার; **সমবস্থিতঃ**—সম্মুখে অবস্থিত; **রিপুঃ**—আমার শত্রু; **যঃ**—যে; **ব্রহ্ম-হা**—ব্রাহ্মণকে হত্যাকারী; **গুরু-হা**—তোমার গুরুকে হত্যাকারী; **ভ্রাতৃ-হা**—আমার ভ্রাতাকে হত্যাকারী; **চ**—ও; **দিষ্ট্যা**—সৌভাগ্যক্রমে; **অনৃণঃ**—আমার ভ্রাতৃঋণ থেকে মুক্ত হব; **অদ্য**—আজ; **অহম্**—আমি; **অসৎ-তম**—হে পরম ঘৃণ্য; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **মৎ-শূল**—আমার শূলের দ্বারা; **নির্ভিন্ন**—বিদীর্ণ হয়ে; **দৃষৎ**—পাষাণের মতো; **হৃদা**—হৃদয়; **অচিরাৎ**—অতি শীঘ্র।

অনুবাদ

শ্রীবৃত্রাসুর বললেন—যে ব্যক্তি ব্রহ্মবধ, গুরুবধ এবং আমার ভ্রাতাকে বধ করেছে, সৌভাগ্যবশত সেই তুমি আজ শত্রুভাবে আমার সামনে উপস্থিত হয়েছ। হে পাপিষ্ঠ, আমি যখন আমার ত্রিশূলের দ্বারা তোমার পাষাণতুল্য হৃদয় বিদীর্ণ করব, তখন আমি আমার ভ্রাতৃঋণ থেকে মুক্ত হব।

শ্লোক ১৫

যো নোঽগ্রজস্যাত্মবিদো দ্বিজাতে-
র্গুরোরপাপস্য চ দীক্ষিতস্য ।
বিশ্রভ্য খড়্গেন শিরাংস্যবৃশ্চৎ
পশোরিবাকরুণঃ স্বর্গকামঃ ॥ ১৫ ॥

যঃ—যে; **নঃ**—আমাদের; **অগ্রজস্য**—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার; **আত্ম-বিদঃ**—আত্মজ্ঞানী; **দ্বি-জাতেঃ**—যোগ্য ব্রাহ্মণ; **গুরোঃ**—তোমার গুরু; **অপাপস্য**—নিষ্পাপ; **চ**—ও; **দীক্ষিতস্য**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য দীক্ষিত; **বিশ্রভ্য**—বিশ্বাসপূর্বক; **খড়্গেন**—তোমার খড়্গের দ্বারা; **শিরাংসি**—মস্তক; **অবৃশ্চৎ**—ছেদন করেছ; **পশোঃ**—একটি পশুর; **ইব**—মতো; **অকরুণঃ**—নির্দয়ভাবে; **স্বর্গ-কামঃ**—স্বর্গ-কামনায়।

অনুবাদ

কেবল স্বর্গকামনায় তুমি আত্মজ্ঞানী, নিষ্পাপ, তোমার যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত রূপে নিযুক্ত যোগ্য ব্রাহ্মণ আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে হত্যা করেছ। তিনি ছিলেন তোমার গুরু, কিন্তু তোমার যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দায়িত্বভার তাঁর উপর অর্পণ করা সত্ত্বেও তুমি নির্দয়ভাবে তোমার খড়্গের দ্বারা একটি পশুর মতো তাঁর শিরশ্ছেদ করেছ।

শ্লোক ১৬

শ্রীহ্রীদয়াকীর্তিভিরুজ্ঝিতং ত্বাং
স্বকর্মণা পুরুষাদৈশ্চ গর্হ্যম্ ।
কৃচ্ছ্রেণ মচ্ছূলবিভিন্নদেহ-
মস্পৃষ্টবহ্নিং সমদন্তি গৃধ্রাঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রী—ঐশ্বর্য বা সৌন্দর্য; **হ্রী**—লজ্জা; **দয়া**—দয়া; **কীর্তিভিঃ**—এবং কীর্তি; **উজ্ঝিতম্**—বিহীন হয়ে; **ত্বাম্**—তুমি; **স্ব-কর্মণা**—তোমার কর্মের দ্বারা; **পুরুষ-অদৈঃ**—রাক্ষসদের দ্বারা; **চ**—এবং; **গর্হ্যম্**—নিন্দনীয়; **কৃচ্ছ্রেণ**—অতি কষ্টে; **মৎ-শূল**—আমার ত্রিশূলের দ্বারা; **বিভিন্ন**—বিদীর্ণ; **দেহম্**—তোমার দেহ; **অস্পৃষ্ট-বহ্নিম্**—অগ্নিও স্পর্শ করবে না; **সমদন্তি**—ভক্ষণ করবে; **গৃধ্রাঃ**—শকুন।

অনুবাদ

হে ইন্দ্র, তুমি লজ্জা, দয়া, কীর্তি এবং ঐশ্বর্য থেকে ভ্রষ্ট হয়েছ। নিজ কর্মবশে এই সমস্ত সদ্‌গুণ থেকে বঞ্চিত হয়ে, তুমি রাক্ষসদেরও নিন্দনীয় হয়েছ। এখন আমি আমার ত্রিশূলের দ্বারা তোমার দেহ বিদীর্ণ করব, তার ফলে তোমাকে অতি কষ্টে মরতে হবে এবং তোমার মৃত্যুর পর অগ্নিও তোমাকে স্পর্শ করবে না; কেবল শকুনেরা তোমার দেহ ভক্ষণ করবে।

শ্লোক ১৭

অন্যেঽনু যে ত্বেহ নৃশংসমজ্ঞা
যদুদ্যতাস্ত্রাঃ প্রহরন্তি মহ্যম্ ।
তৈর্ভূতনাথান্ সগণান্ নিশাত-
ত্রিশূলনির্ভিন্নগলৈর্যজামি ॥ ১৭ ॥

অন্যে—অন্যেরা; **অনু**—অনুগমন করে; **যে**—যে; **ত্বা**—তুমি; **ইহ**—এই সম্পর্কে; **নৃশংসম্**—অত্যন্ত নিষ্ঠুর; **অজ্ঞাঃ**—আমার প্রভাব না জেনে; **যৎ**—যদি; **উদ্যত-অস্ত্রাঃ**—তাদের অস্ত্র উদ্যত করে; **প্রহরন্তি**—আক্রমণ করে; **মহ্যম্**—আমাকে; **তৈঃ**—সেগুলির দ্বারা; **ভূত-নাথান্**—ভৈরব আদি ভূতদের নেতাদের; **স-গণান্**—তাদের নিজগণ সহ; **নিশাত**—তীক্ষ্ণধার; **ত্রিশূল**—ত্রিশূলের দ্বারা; **নির্ভিন্ন**—ভিন্ন অথবা বিদীর্ণ; **গলৈঃ**—তাদের কণ্ঠ; **যজামি**—যজ্ঞ করব।

অনুবাদ

যদি অন্যান্য দেবতারা আমার প্রভাব না জেনে, নিষ্ঠুর-প্রকৃতি তোমার অনুগামী হয়ে আমার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য তাদের অস্ত্র উদ্যত করে, তা হলে আমি আমার এই তীক্ষ্ণ ত্রিশূলের দ্বারা তাদের মস্তক ছেদন করব এবং তাদের সেই মুণ্ডগুলি দিয়ে ভূত-প্রেত আদি সহ ভৈরব আদি ভূতনাথদের যজ্ঞ করব।

শ্লোক ১৮

অথো হরে মে কুলিশেন বীর
হর্তা প্রমথ্যৈব শিরো যদীহ ।
তত্রানৃণো ভূতবলিং বিধায়
মনস্বিনাং পাদরজঃ প্রপৎস্যে ॥ ১৮ ॥

অথো—অন্যথা; **হরে**—হে ইন্দ্র; **মে**—আমার; **কুলিশেন**—তোমার বজ্রের দ্বারা; **বীর**—হে বীর; **হর্তা**—ছেদন কর; **প্রমথ্য**—আমার সৈন্য ধ্বংস করে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **শিরঃ**—মস্তক; **যদি**—যদি; **ইহ**—এই যুদ্ধে; **তত্র**—সেই অবস্থায়; **অনৃণঃ**—এই জড় জগতের সমস্ত ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে; **ভূত-বলিম্**—সমস্ত জীবেদের উপহার দিয়ে; **বিধায়**—আয়োজন করে; **মনস্বিনাম্**—নারদ মুনি সদৃশ মহাত্মার; **পাদ-রজঃ**—শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণার; **প্রপৎস্যে**—আমি লাভ করব।

অনুবাদ

হে বীর ইন্দ্র! অথবা এই সংগ্রামে তুমিই যদি বজ্রের দ্বারা আমার শিরশ্ছেদ কর এবং আমার সৈন্যদের বিনাশ কর, তা হলে আমি আমার এই দেহ অন্য সমস্ত জীবেদের (যেমন শৃগাল এবং শকুনিদের) উপহার দিয়ে কর্ম বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নারদ মুনির মতো মহাভাগবতের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণা লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করব।

তাৎপর্য

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—

এই ছয় গোসাঞি যাঁর, মুঞি তাঁর দাস ।
তাঁ' সবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস ॥

"আমি ছয় গোস্বামীর দাস এবং তাঁদের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণা আমার পঞ্চগ্রাস।" বৈষ্ণব সর্বদাই পূর্বতন আচার্য এবং বৈষ্ণবদের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণা কামনা করেন। বৃত্রাসুর নিশ্চিতভাবে জানতেন যে, ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর মৃত্যু হবে, কারণ সেটিই ছিল ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বাসনা। তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন, কারণ তিনি জানতেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর তিনি তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন। সেই পরম গতি কেবল বৈষ্ণবের কৃপার ফলেই লাভ হয়। *ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা নিস্তার পায়েছে কেবা*—বৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত কেউ কখনও ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেনি। এই শ্লোকে তাই আমরা *মনস্বিনাং পাদরজঃ প্রপৎস্যে*—"আমি মহান্ ভক্তের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণা লাভ করব"—এই বাক্যটির উল্লেখ দেখতে পাই। *মনস্বিনাম্* শব্দটি সেই মহান ভক্তদের ইঙ্গিত করে, যাঁরা সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকেন। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করে সর্বদাই প্রশান্ত এবং তাই তাঁদের বলা হয় ধীর। এই প্রকার ভক্তের আদর্শ দৃষ্টান্ত হচ্ছেন নারদ মুনি। কেউ যদি মহান ভক্ত বা মনস্বীর শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণা লাভ করেন, তা হলে তিনি নিশ্চিতভাবে ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন।

শ্লোক ১৯

সুরেশ কস্মান্ন হিনোষি বজ্রং
পুরঃ স্থিতে বৈরিণি ময্যমোঘম্ ।
মা সংশয়িষ্ঠা ন গদেব বজ্রঃ
স্যান্নিষ্ফলঃ কৃপণার্থেব যাচ্ঞা ॥ ১৯ ॥

সুরেশ—হে দেবতাদের রাজা; **কস্মাৎ**—কেন; **ন**—না; **হিনোষি**—নিক্ষেপ কর; **বজ্রম্**—বজ্র; **পুরঃ স্থিতে**—তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান; **বৈরিণি**—তোমার শত্রু; **ময়ি**—আমার প্রতি; **অমোঘম্**—যা অব্যর্থ (তোমার বজ্র); **মা**—করো না; **সংশয়িষ্ঠাঃ**—সন্দেহ; **ন**—না; **গদা ইব**—গদার মতো; **বজ্রঃ**—বজ্র; **স্যাৎ**—হতে পারে; **নিষ্ফলঃ**—বিফল; **কৃপণ**—কৃপণ ব্যক্তির থেকে; **অর্থা**—ধন; **ইব**—সদৃশ; **যাচ্ঞা**—প্রার্থনা।

অনুবাদ

হে দেবরাজ! আমি তোমার শত্রুরূপে সম্মুখে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কি জন্য আমার প্রতি তোমার বজ্র নিক্ষেপ করছ না? যদিও আমার প্রতি নিক্ষিপ্ত তোমার গদা কৃপণের কাছে ধন প্রার্থনা করার মতো নিষ্ফল হয়েছে, কিন্তু এই বজ্র সেভাবে বিফল হবে না। এই বিষয়ে তুমি কোন সন্দেহ করো না।

তাৎপর্য

ইন্দ্র যখন বৃত্রাসুরের প্রতি তাঁর গদা নিক্ষেপ করেছিলেন, তখন বৃত্রাসুর তা তাঁর বাম হাতে ধারণ করে তা দিয়ে ইন্দ্রের বাহন ঐরাবতের মস্তকে আঘাত করেছিলেন। এইভাবে ইন্দ্রের আক্রমণ শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। বৃত্রাসুরের আঘাতের ফলে ঐরাবত আহত হয়েছিল এবং চোদ্দ গজ পিছনে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। তাই ইন্দ্র যদিও বৃত্রাসুরের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করতে উদ্যত হয়েছিল, তবু তাঁর মনে আশঙ্কা হয়েছিল যদি সেই বজ্রও নিষ্ফল হয়। বৈষ্ণব বৃত্রাসুর কিন্তু ইন্দ্রকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, বজ্র নিষ্ফল হবে না, কারণ বৃত্রাসুর জানতেন যে, তা ভগবানের নির্দেশে নির্মিত হয়েছিল। ইন্দ্রের মনে সন্দেহ ছিল, কারণ ইন্দ্র জানতেন না যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আদেশ কখনও বিফল হয় না, কিন্তু বৃত্রাসুর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্য জানতেন। বৃত্রাসুর বিষ্ণুর নির্দেশে নির্মিত বজ্রের দ্বারা নিহত হতে উৎসুক ছিলেন, কারণ তিনি নিশ্চিতভাবে জানতেন যে, তা হলে তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে

যাবেন। তিনি সেই সুযোগের প্রতীক্ষা করছিলেন। তাই বৃত্রাসুর ইন্দ্রকে বলেছিলেন, "আমি যেহেতু তোমার শত্রু, তাই যদি তুমি আমাকে বধ করতে চাও, তা হলে এই সুযোগ গ্রহণ কর। আমাকে বধ কর। তুমি জয় লাভ করবে এবং আমি ভগবদ্ধামে ফিরে যাব। তোমার এই কার্য আমাদের উভয়ের পক্ষেই লাভজনক হবে। অতএব এখনই তা কর।"

শ্লোক ২০

নন্বেষ বজ্রস্তব শক্র তেজসা
হরের্দধীচেস্তপসা চ তেজিতঃ ।
তেনৈব শত্রুং জহি বিষ্ণুযন্ত্রিতো
যতো হরির্বিজয়ঃ শ্রীর্গুণাস্ততঃ ॥ ২০ ॥

ননু—নিশ্চিতভাবে; **এষঃ**—এই; **বজ্রঃ**—বজ্র; **তব**—তোমার; **শক্র**—হে ইন্দ্র; **তেজসা**—তেজের দ্বারা; **হরেঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **দধীচেঃ**—দধীচির; **তপসা**—তপস্যার দ্বারা; **চ**—ও; **তেজিতঃ**—শক্তিসম্পন্ন; **তেন**—তার দ্বারা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **শত্রুম্**—তোমার শত্রুকে; **জহি**—বধ কর; **বিষ্ণু-যন্ত্রিতঃ**—শ্রীবিষ্ণু কর্তৃক প্রেরিত; **যতঃ**—যেখানেই; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **বিজয়ঃ**—বিজয়; **শ্রীঃ**—ঐশ্বর্য; **গুণাঃ**—এবং অন্যান্য সদ্‌গুণ; **ততঃ**—সেখানে।

অনুবাদ

হে দেবরাজ ইন্দ্র! তুমি আমাকে বধ করার জন্য যে বজ্র ধারণ করেছ, তা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর তেজে এবং দধীচি মুনির তপস্যায় অত্যন্ত তেজোযুক্ত হয়েছে। তুমিও যেহেতু ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আদেশে আমাকে হত্যা করার জন্য এসেছ, সুতরাং তোমার বজ্রের আঘাতে যে আমার মৃত্যু হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভগবান শ্রীবিষ্ণু তোমার পক্ষ অবলম্বন করেছেন। তাই তোমার বিজয়, সমৃদ্ধি এবং সমস্ত সদ্‌গুণ অবশ্যম্ভাবী।

তাৎপর্য

বৃত্রাসুর দেবরাজ ইন্দ্রকে তাঁর বজ্র অজেয় বলে কেবল আশ্বাসই দেননি, তাঁর বিরুদ্ধে তা প্রয়োগ করতে তিনি ইন্দ্রকে অনুপ্রাণিতও করেছিলেন। বৃত্রাসুর ভগবান

শ্রীবিষ্ণু প্রেরিত বজ্রের আঘাতে মৃত্যুবরণ করতে উৎসুক ছিলেন, যাতে তিনি অচিরেই ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন। বজ্র নিক্ষেপের ফলে ইন্দ্রের জয় হবে এবং তিনি জন্ম-মৃত্যুময় এই জড় জগতের সংসার-চক্রে থেকে স্বর্গসুখ ভোগ করবেন। ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে পরাজিত করে সুখভোগ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা বাস্তবিকই সুখ ছিল না। স্বর্গলোক ব্রহ্মলোকেরও নীচে, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন*—ব্রহ্মলোক লাভ করলেও বার বার নিম্নতর লোকে অধঃপতিত হতে হয়। কিন্তু, কেউ যদি একবার ভগবদ্ধামে ফিরে যান, তা হলে তাঁকে আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না। বৃত্রাসুরকে বধ করে ইন্দ্রের প্রকৃতপক্ষে কোন লাভ হবে না; কারণ তাঁকে এই জড় জগতেই থাকতে হবে। কিন্তু বৃত্রাসুর চিৎ-জগতে ফিরে যাবেন। তাই প্রকৃত বিজয় বৃত্রাসুরের জন্য নির্ধারিত ছিল, ইন্দ্রের জন্য নয়।

শ্লোক ২১

অহং সমাধায় মনো যথাহ নঃ
সঙ্কর্ষণস্তচ্চরণারবিন্দে ।
ত্বদ্বজ্ররংহোলুলিতগ্রাম্যপাশো
গতিং মুনের্যাম্যপবিদ্ধলোকঃ ॥ ২১ ॥

অহম্—আমি; **সমাধায়**—স্থির করে; **মনঃ**—মন; **যথা**—যেমন; **আহ**—বলা হয়েছে; **নঃ**—আমাদের; **সঙ্কর্ষণঃ**—ভগবান সঙ্কর্ষণ; **তৎ-চরণারবিন্দে**—তাঁর শ্রীপাদপদ্মে; **ত্বৎ-বজ্র**—তোমার বজ্রের; **রংহঃ**—শক্তির দ্বারা; **লুলিত**—ছিন্ন; **গ্রাম্য**—জড় আসক্তির; **পাশঃ**—রজ্জু; **গতিম্**—গতি; **মুনেঃ**—নারদ মুনি এবং অন্যান্য ভক্তদের; **যামি**—আমি প্রাপ্ত হব; **অপবিদ্ধ**—ত্যাগ করে; **লোকঃ**—এই জড় জগৎ (যেখানে জীব অনিত্য বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করে)।

অনুবাদ

তোমার বজ্রের প্রভাবে আমি সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হব এবং এই দেহ ও জড় বাসনা সমন্বিত এই জগৎ ত্যাগ করব। ভগবান সঙ্কর্ষণের শ্রীপাদপদ্মে আমার চিত্ত স্থির করে, আমি নারদ মুনি আদি মহান ঋষিদের গতি লাভ করব, যে কথা ভগবান সঙ্কর্ষণ স্বয়ং বলেছেন।

তাৎপর্য

অহং সমাধায় মনঃ শব্দগুলি ইঙ্গিত করে যে, মৃত্যুর সময় সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হচ্ছে মনকে একাগ্র করা। কেউ যদি তাঁর মনকে শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু, সঙ্কর্ষণ অথবা অন্য কোন বিষ্ণুমূর্তির শ্রীপাদপদ্মে স্থির করতে পারেন, তা হলে তিনি সার্থক হবেন। সঙ্কর্ষণের শ্রীপাদপদ্মে চিত্ত স্থির করে মৃত্যু বরণ করার জন্য বৃত্রাসুর ইন্দ্রকে বলেছিলেন তাঁর প্রতি তাঁর বজ্র নিক্ষেপ করতে। ভগবান প্রদত্ত বজ্রের আঘাতে তাঁর মৃত্যু হওয়ার ছিল; তা প্রতিহত করার কোন প্রশ্নই ছিল না। তাই বৃত্রাসুর ইন্দ্রকে অনুরোধ করেছিলেন তৎক্ষণাৎ সেই বজ্র নিক্ষেপ করতে এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে তাঁর চিত্ত স্থির করে তিনি নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন। ভক্ত সর্বদাই তাঁর জড় দেহ ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকেন, যাকে এখানে *গ্রাম্যপাশ* বা জড়-জাগতিক আসক্তির পাশ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই দেহ মোটেই সৎ নয়; তা কেবল এই জড় জগতের বন্ধনের কারণ। দুর্ভাগ্যবশত, দেহের বিনাশ যদিও অবশ্যম্ভাবী তবু মূর্খেরা তাদের দেহের উপরে পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে এবং ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে কখনও আগ্রহী হয় না।

শ্লোক ২২

পুংসাং কিলৈকান্তধিয়াং স্বকানাং
যাঃ সম্পদো দিবি ভূমৌ রসায়াম্ ।
ন রাতি যদ্ দ্বেষ উদ্বেগ আধি-
র্মদঃ কলির্ব্যসনং সংপ্রয়াসঃ ॥ ২২ ॥

পুংসাম্—পুরুষদের; **কিল**—নিশ্চিতভাবে; **একান্ত-ধিয়াম্**—যাঁরা আধ্যাত্মিক চেতনায় উন্নত; **স্বকানাম্**—যাঁরা ভগবানের নিজজন বলে পরিচিত; **যাঃ**—যা; **সম্পদঃ**—সম্পদ; **দিবি**—স্বর্গলোকে; **ভূমৌ**—মর্ত্যলোকে; **রসায়াম্**—এবং পাতাললোকে; **ন**—না; **রাতি**—প্রদান করেন; **যৎ**—যার ফলে; **দ্বেষঃ**—বিদ্বেষ; **উদ্বেগঃ**—উদ্বেগ; **আধিঃ**—মনস্তাপ; **মদঃ**—গর্ব; **কলিঃ**—কলহ; **ব্যসনম্**—নাশজনিত দুঃখ; **সংপ্রয়াসঃ**—মহান প্রয়াস।

অনুবাদ

যাঁরা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সম্পূর্ণরূপে শরণাগত এবং সর্বদা ঐকান্তিকভাবে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের চিন্তায় মগ্ন, তাঁদের ভগবান তাঁর নিজ জন বা সেবকরূপে স্বীকার

করেন। স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতালে যে সম্পদ রয়েছে, তা তিনি তাদের দান করেন না। কারণ এই ত্রিভুবনের ঐশ্বর্যের ফলে শত্রুতা, উদ্বেগ, মনস্তাপ, গর্ব এবং কলহের সৃষ্টি হয়। তখন সেই সম্পদ বৃদ্ধি করার জন্য এবং সংরক্ষণের জন্য তাকে অধিক প্রয়াস করতে হয় এবং সেই সম্পদ হারালে তখন তার গভীর দুঃখ হয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৪/১১) ভগবান বলেছেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥

"যে যেভাবে আমার প্রতি আত্মসমর্পণ করে, প্রপত্তি স্বীকার করে, আমি তাকে সেইভাবেই পুরস্কৃত করি। হে পার্থ, সকলেই সর্বতোভাবে আমার পথের অনুসরণ করে।" ইন্দ্র এবং বৃত্রাসুর উভয়েই ছিলেন ভগবানের ভক্ত, যদিও ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করার জন্য ভগবানের আদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, ভগবান প্রকৃতপক্ষে বৃত্রাসুরের প্রতি অধিক কৃপাপরবশ ছিলেন, কারণ ইন্দ্রের বজ্রের আঘাতে মৃত্যুর পর বৃত্রাসুর ভগবদ্ধামে তাঁর কাছে ফিরে আসবেন, কিন্তু বিজয়ী ইন্দ্রকে এই জড় জগতে দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হবে। যেহেতু তাঁরা উভয়েই ছিলেন ভক্ত, তাই ভগবান তাঁদের ইচ্ছা অনুসারে তাঁদের বাসনা পূর্ণ করেছিলেন। বৃত্রাসুর কখনই জড় সম্পদ কামনা করেননি, কারণ এর পরিণতি সম্বন্ধে তিনি ভালভাবেই অবগত ছিলেন। জড় সম্পদ সঞ্চয় করতে হলে মানুষকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয় এবং যখন তা লাভ হয়, তখন বহু শত্রুতার সৃষ্টি হয়, কারণ এই জড় জগৎ সর্বদাই বিদ্বেষে পূর্ণ। কেউ যদি ধন লাভ করে, তা হলে তার বন্ধুবান্ধব অথবা আত্মীয়-স্বজনেরা তার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে ওঠে। তাই একান্ত ভক্তদের জন্য শ্রীকৃষ্ণ কখনও জড় সম্পদ প্রদান করেন না। প্রচারের জন্য ভক্তের কখনও কখনও ধন-সম্পদের আবশ্যকতা হয়, কিন্তু প্রচারকের ধন কর্মীর ধনের মতো নয়। কর্মীর ধন লাভ হয় কর্মের ফলে, কিন্তু ভক্তের ধন ভগবান আয়োজন করেন তাঁর ভক্তিকার্য সম্পাদনের প্রয়োজনে। ভক্ত যেহেতু ভগবানের সেবা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে কখনও ধন-সম্পদের অপব্যবহার করেন না, তাই কর্মীর ধনের সঙ্গে ভক্তের ধনের কখনও তুলনা করা যায় না।

শ্লোক ২৩

ত্রৈবর্গিকায়াসবিঘাতমস্মৎ-
পতির্বিধত্তে পুরুষস্য শক্র ।
ততোঽনুমেয়ো ভগবৎপ্রসাদো
যো দুর্লভোঽকিঞ্চনগোচরোঽন্যৈঃ ॥ ২৩ ॥

ত্রৈ-বর্গিক—ধর্ম, অর্থ এবং কাম—এই ত্রিবর্গের উদ্দেশ্যে; **আয়াস**—প্রচেষ্টার; **বিঘাতম্**—বিনাশ; **অস্মৎ**—আমাদের; **পতিঃ**—ভগবান; **বিধত্তে**—অনুষ্ঠান করেন; **পুরুষস্য**—ভক্তের; **শক্র**—হে ইন্দ্র; **ততঃ**—যার ফলে; **অনুমেয়ঃ**—অনুমান করা যায়; **ভগবৎ-প্রসাদঃ**—ভগবানের বিশেষ কৃপা; **যঃ**—যা; **দুর্লভঃ**—অত্যন্ত দুর্লভ; **অকিঞ্চন-গোচরঃ**—ঐকান্তিক ভক্তের লভ্য; **অন্যৈঃ**—অন্যদের দ্বারা, যারা জড়-জাগতিক সুখ চায়।

অনুবাদ

হে ইন্দ্র! আমাদের প্রভু ভগবান তাঁর ভক্তদের ধর্ম, অর্থ এবং কামের প্রয়াস করতে নিষেধ করেন। তা থেকে বোঝা যায় ভগবান কত কৃপাময়। এই প্রকার কৃপা কেবল অনন্য ভক্তদেরই লভ্য, বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা কখনও এই প্রকার কৃপা লাভ করতে পারে না।

তাৎপর্য

মানব-জীবনের চারটি বর্গ হচ্ছে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ। সাধারণ মানুষেরা ধর্ম, অর্থ এবং কামের আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু ভক্তের এই জীবনে এবং পরবর্তী জীবনে ভগবানের সেবা ব্যতীত অন্য কোন বাসনা থাকে না। অনন্য ভক্তদের প্রতি ভগবানের বিশেষ কৃপা এই যে, তিনি ধর্ম, অর্থ এবং কাম লাভের জন্য তাদের বৃথা পরিশ্রম করতে দেন না। অবশ্য কেউ যদি সেগুলি চান, তা হলে তিনি নিশ্চয়ই সেইগুলি তাঁদের দেন। যেমন, ইন্দ্র ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও, জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আগ্রহী ছিলেন না; পক্ষান্তরে, তিনি স্বর্গলোকে উচ্চতর ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের কামনা করেছিলেন। কিন্তু বৃত্রাসুর ভগবানের অনন্য ভক্ত হওয়ার ফলে, কেবল ভগবানের সেবাই কামনা করেছিলেন। তাই ভগবান ইন্দ্রের দ্বারা তাঁর দেহের বন্ধন বিনষ্ট করে, তাঁকে তাঁর ধামে ফিরিয়ে

নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছিলেন। বৃত্রাসুর ইন্দ্রের কাছে অনুরোধ করেছিলেন, তিনি যেন যত শীঘ্র সম্ভব তাঁর উদ্দেশ্যে তাঁর বজ্র নিক্ষেপ করেন, যাতে তাঁর এবং ইন্দ্রের উভয়েরই ভক্তির মাত্রা অনুসারে ঈপ্সিত ফল লাভ হয়।

শ্লোক ২৪

অহং হরে তব পাদৈকমূল-
দাসানুদাসো ভবিতাস্মি ভূয়ঃ ।
মনঃ স্মরেতাসুপতের্গুণাংস্তে
গৃণীত বাক্ কর্ম করোতু কায়ঃ ॥ ২৪ ॥

অহম্—আমি; **হরে**—হে ভগবান; **তব**—আপনার; **পাদ-এক-মূল**—আপনার শ্রীপাদপদ্মই যাঁর একমাত্র আশ্রয়; **দাস-অনুদাসঃ**—দাসের অনুদাস; **ভবিতাস্মি**—আমি হব; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **মনঃ**—আমার মন; **স্মরেত**—স্মরণ করতে পারে; **অসুপতেঃ**—আমার প্রাণনাথের; **গুণান্**—গুণাবলী; **তে**—আপনার; **গৃণীত**—কীর্তন করুক; **বাক্**—আমার বাক্য; **কর্ম**—আপনার সেবাকার্য; **করোতু**—অনুষ্ঠান করুক; **কায়ঃ**—আমার দেহ।

অনুবাদ

হে ভগবান, যাঁরা আপনার পাদমূল আশ্রয় করেছেন, আমি কি আবার আপনার সেই দাসদের দাস হতে পারব? হে প্রাণপতি, আমি যেন পুনরায় তাঁদের দাস হতে পারি যাতে আমার মন সর্বদা আপনার দিব্য গুণাবলী স্মরণ করে, আমার বাণী যেন সর্বদা আপনার মহিমা কীর্তন করে এবং আমার দেহ যেন সর্বদা আপনার সেবাকার্য সম্পাদন করতে পারে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি ভগবদ্ভক্তির সারমর্ম বর্ণনা করেছে। প্রথমে ভগবানের দাসের অনুদাসের দাস হওয়া অবশ্য কর্তব্য (*দাসানুদাস*)। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিয়েছেন এবং নিজে আচরণ করে শিক্ষা দিয়েছেন যে, প্রতিটি জীবের সর্বদা ব্রজ-গোপিকাদের পালক শ্রীকৃষ্ণের দাসের অনুদাসের দাস হওয়ার (*গোপীভর্তুঃ পদ-কমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ*) বাসনা করা উচিত। অর্থাৎ গুরুপরম্পরার ধারায় যিনি ভগবানের দাসের অনুদাস, তাঁকে গুরুরূপে বরণ করা উচিত। এই নির্দেশ অনুসারে

কায়, মন এবং বাক্য—এই তিনটি সম্পদ নিযুক্ত করা উচিত। শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা অনুসারে দেহকে সেবামূলক কার্যে নিযুক্ত করতে হবে, মন দিয়ে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করতে হবে এবং বাণী দিয়ে সর্বদা ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে হবে। কেউ যদি এইভাবে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তা হলে তাঁর জীবন সার্থক হয়।

শ্লোক ২৫

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং
ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্ ।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
সমঞ্জস ত্বা বিরহয্য কাঙ্ক্ষে ॥ ২৫ ॥

ন—না; **নাক-পৃষ্ঠম্**—স্বর্গলোক বা ধ্রুবলোক; **ন**—না; **চ**—ও; **পারমেষ্ঠ্যম্**—যে লোকে ব্রহ্মা বাস করেন; **ন**—না; **সার্বভৌমম্**—সারা পৃথিবীর উপর একাধিপত্য; **ন**—না; **রসা-আধিপত্যম্**—পাতালের আধিপত্য; **ন**—না; **যোগ-সিদ্ধীঃ**—অণিমা, লঘিমা, মহিমা আদি যোগের অষ্টসিদ্ধি; **অপুনঃ-ভবম্**—জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্তি; **বা**—অথবা; **সমঞ্জস**—হে সমগ্র সৌভাগ্যের উৎস; **ত্বা**—আপনি; **বিরহয্য**—পৃথক হয়ে; **কাঙ্ক্ষে**—আমি কামনা করি।

অনুবাদ

হে সর্ব সৌভাগ্যের উৎস, আমি আপনার শ্রীপাদপদ্ম ত্যাগ করে ধ্রুবলোক, ব্রহ্মপদ, পৃথিবীর একচ্ছত্র আধিপত্য, অষ্ট যোগসিদ্ধি, এমন কি মোক্ষও লাভ করতে চাই না।

তাৎপর্য

শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবা করে কখনও কোন জড়-জাগতিক সৌভাগ্য লাভ করতে চান না। শুদ্ধ ভক্ত কেবল ভগবান এবং তাঁর পার্ষদদের নিত্য সান্নিধ্য লাভ করে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত থাকতে চান, যে সম্বন্ধে পূর্ববর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে *দাসানুদাসো ভবিতাস্মি* । সেই সম্বন্ধে নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—

তাঁদের চরণ সেবি ভক্তসনে বাস ।
জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ ॥

শুদ্ধ ভক্তের একমাত্র বাসনা, ভক্তসঙ্গে ভগবান এবং তাঁর দাসের অনুদাসের সেবা করা।

শ্লোক ২৬

অজাতপক্ষা ইব মাতরং খগাঃ
স্তন্যং যথা বৎসতরাঃ ক্ষুধার্তাঃ ।
প্রিয়ং প্রিয়েব ব্যুষিতং বিষণ্ণা
মনোঽরবিন্দাক্ষ দিদৃক্ষতে ত্বাম্ ॥ ২৬ ॥

অজাত-পক্ষাঃ—যার পাখা গজায়নি; **ইব**—সদৃশ; **মাতরম্**—মাতা; **খগাঃ**—পক্ষীশাবক; **স্তন্যম্**—স্তনদুগ্ধ; **যথা**—যেমন; **বৎসতরাঃ**—বাছুর; **ক্ষুধ্-আর্তাঃ**—ক্ষুধায় পীড়িত; **প্রিয়ম্**—প্রিয় বা পতি; **প্রিয়া**—প্রেয়সী বা পত্নী; **ইব**—সদৃশ; **ব্যুষিতম্**—প্রবাসী; **বিষণ্ণা**—বিষণ্ণ; **মনঃ**—আমার মন; **অরবিন্দ-অক্ষ**—হে কমলনয়ন; **দিদৃক্ষতে**—দর্শন করতে ইচ্ছা করছে; **ত্বাম্**—আপনাকে।

অনুবাদ

হে অরবিন্দাক্ষ, অজাতপক্ষ পক্ষীশাবক যেমন মাতার আগমনের প্রতীক্ষা করে, রজ্জুবদ্ধ গোবৎস যেমন ক্ষুধায় পীড়িত হয়ে কখন স্তন্য পান করবে তার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে, বিষণ্ণা প্রেয়সী পত্নী যেভাবে প্রবাসী পতির দর্শনের অভিলাষ করে, আমার মনও সর্বদা সেইভাবে আপনার সেবা করার আকাঙ্ক্ষা করছে।

তাৎপর্য

শুদ্ধ ভক্ত সর্বদা ভগবানের সান্নিধ্যে তাঁর সেবা করার অভিলাষ করেন। সেই সম্বন্ধে এখানে যে উদাহরণগুলি দেওয়া হয়েছে, তা অত্যন্ত সুন্দর। পক্ষীশাবকের মা যতক্ষণ পর্যন্ত না ফিরে এসে তাকে খেতে দেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে সন্তুষ্ট হতে পারে না, বাছুর মায়ের স্তন্যদুধ পান করতে না পারা পর্যন্ত সন্তুষ্ট হয় না এবং প্রবাসী পতি ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত পতিব্রতা পত্নী সন্তুষ্ট হতে পারে না।

শ্লোক ২৭

মমোত্তমশ্লোকজনেষু সখ্যং
সংসারচক্রে ভ্রমতঃ স্বকর্মভিঃ ।
ত্বন্মায়য়াত্মাত্মজদারগেহে-
ষ্বাসক্তচিত্তস্য ন নাথ ভূয়াৎ ॥ ২৭ ॥

মম—আমার; **উত্তম-শ্লোক-জনেষু**—কেবল ভগবানের প্রতি আসক্ত ভক্তদের সঙ্গে; **সখ্যম্**—বন্ধুত্ব; **সংসার-চক্রে**—জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে; **ভ্রমতঃ**—ভ্রমণরত; **স্ব-কর্মভিঃ**—সকাম কর্মের ফলের দ্বারা; **ত্বৎ-মায়য়া**—আপনার বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা; **আত্ম**—দেহ; **আত্ম-জ**—সন্তান; **দার**—পত্নী; **গেহেষু**—এবং গৃহতে; **আসক্ত**—আসক্ত; **চিত্তস্য**—যার মন; **ন**—না; **নাথ**—হে ভগবান; **ভূয়াৎ**—হতে পারে।

অনুবাদ

হে নাথ, আমি আমার কর্মের ফলে সংসারচক্রে ভ্রমণ করছি। তাই আমি যেন আপনার পুণ্যকীর্তি ভক্তগণের সঙ্গে সখ্য লাভ করতে পারি। আপনার মায়ার প্রভাবে আমার চিত্ত যে দেহ, পুত্র, কলত্র, গৃহ প্রভৃতির প্রতি আসক্ত হয়েছে, তাতে যেন আর আসক্তি না থাকে। আমার মন, প্রাণ, সব কিছুই যেন আপনাতেই আসক্ত হয়।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের 'বৃত্রাসুরের দিব্য গুণাবলী' নামক একাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

দ্বাদশ অধ্যায়

বৃত্রাসুরের মহিমান্বিত মৃত্যু

দেবরাজ ইন্দ্র কিভাবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বৃত্রাসুরকে বধ করেছিলেন, তা এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

বৃত্রাসুর তাঁর কথা শেষ করে মহাক্রোধে ইন্দ্রের প্রতি তাঁর ত্রিশূল নিক্ষেপ করেন। কিন্তু ইন্দ্র তা থেকে বহুগুণ শক্তিশালী বজ্রের দ্বারা সেই ত্রিশূলকে খণ্ডখণ্ড করেন এবং বৃত্রাসুরের একটি বাহু ছিন্ন করেন। তা সত্ত্বেও বৃত্রাসুর তাঁর অন্য বাহু দিয়ে একটি লৌহ গদার দ্বারা ইন্দ্রকে আঘাত করেন এবং তার ফলে ইন্দ্রের হাত থেকে বজ্র পড়ে যায়। ইন্দ্র তখন অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে মাটি থেকে বজ্র তুলে নেননি, কিন্তু বৃত্রাসুর তাঁকে বজ্র তুলে নিয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে অনুপ্রাণিত করেন। বৃত্রাসুর ইন্দ্রকে উপদেশ দিয়ে এই কথাগুলি বলেছিলেন—

"পরমেশ্বর ভগবান জয় এবং পরাজয়ের কারণ। ভগবানকে সর্বকারণের পরম কারণ বলে না জেনে, মূর্খেরা নিজেদেরই জয়-পরাজয়ের হেতু বলে মনে করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সব কিছুই ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। ভগবান ব্যতীত অন্য কেউই স্বতন্ত্র নয়। পুরুষ এবং প্রকৃতি ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন, কারণ তাঁরই অধ্যক্ষতায় সব কিছু সুচারুরূপে কার্য করে। প্রত্যেক কর্মে ভগবানের প্রভাব দর্শন না করে মূর্খেরা নিজেদেরই সব কিছুর ঈশ্বর বলে মনে করে। কিন্তু কেউ যখন জানতে পারেন যে, ভগবানই হচ্ছেন পরম ঈশ্বর, তখন তিনি এই জড় জগতের দুঃখ, সুখ, ভয় এবং অপবিত্রতার দ্বৈতভাব থেকে মুক্ত হন।" এইভাবে ইন্দ্র এবং বৃত্রাসুর কেবল যুদ্ধই করেননি, তাঁরা দার্শনিক আলোচনাও করেছিলেন। তারপর তাঁরা পুনরায় যুদ্ধ করতে শুরু করেছিলেন।

এইবার ইন্দ্র অধিক শক্তিশালী হয়েছিলেন। এইবার তিনি বৃত্রের অন্য হাতটিও ছিন্ন করেন। তখন বৃত্রাসুর এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে ইন্দ্রকে গ্রাস করেন। কিন্তু নারায়ণ-কবচের দ্বারা ইন্দ্র সুরক্ষিত ছিলেন বলে, বৃত্রাসুরের উদরস্থ হয়েও নিজেকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ইন্দ্র বৃত্রাসুরের উদর থেকে নির্গত হয়ে তাঁর অত্যন্ত শক্তিশালী বজ্রের দ্বারা বৃত্রাসুরের মস্তক ছিন্ন করেছিলেন। বৃত্রাসুরের মস্তক ছিন্ন করতে ইন্দ্রের সম্পূর্ণ এক বৎসর সময় লেগেছিল।

শ্লোক ১

শ্রীঋষিরুবাচ

এবং জিহাসুর্নৃপ দেহমাজৌ
মৃত্যুং বরং বিজয়ান্মন্যমানঃ ।
শূলং প্রগৃহ্যাভ্যপতৎ সুরেন্দ্রং
যথা মহাপুরুষং কৈটভোঽপ্সু ॥ ১ ॥

শ্রী-ঋষিঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **জিহাসুঃ**—ত্যাগ করতে উৎসুক; **নৃপ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **দেহম্**—দেহ; **আজৌ**—যুদ্ধে; **মৃত্যুম্**—মৃত্যু; **বরম্**—শ্রেয়; **বিজয়াৎ**—বিজয় থেকে; **মন্যমানঃ**—মনে করে; **শূলম্**—ত্রিশূল; **প্রগৃহ্য**—গ্রহণ করে; **অভ্যপতৎ**—আক্রমণ করেছিলেন; **সুর-ইন্দ্রম্**—দেবরাজ ইন্দ্রকে; **যথা**—ঠিক যেমন; **মহা-পুরুষম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **কৈটভঃ**—কৈটভ নামক অসুরকে; **অপ্সু**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যখন জলমগ্ন হয়েছিল।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, দেহত্যাগ করতে ইচ্ছা করে বৃত্রাসুর জয় লাভের চেয়ে মৃত্যুকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছিলেন। তখন তিনি তাঁর ত্রিশূল গ্রহণ করে ব্রহ্মাণ্ড যখন জলমগ্ন হয়েছিল তখন কৈটভ দৈত্য বিষ্ণুর প্রতি যেভাবে ধাবিত হয়েছিল, সেইভাবে দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতি ধাবিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

বৃত্রাসুর যদিও বজ্রের দ্বারা তাঁকে বধ করার জন্য ইন্দ্রকে বার বার অনুপ্রাণিত করছিলেন, কিন্তু ইন্দ্র এমন একজন মহান ভক্তকে বধ করতে চাননি। তাই তিনি তাঁর প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করছিলেন না। ইন্দ্রকে অনুপ্রাণিত করা সত্ত্বেও ইতস্তত করতে দেখে, বৃত্রাসুর তাঁর ত্রিশূল মহাবেগে ইন্দ্রের প্রতি নিক্ষেপ করেন। বৃত্রাসুর জয় লাভের জন্য মোটেই আগ্রহী ছিলেন না; তিনি মৃত্যুবরণ করতে চেয়েছিলেন যাতে তিনি ভগবদ্ধামে ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারেন। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) প্রতিপন্ন হয়েছে, *ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি*—তাঁর দেহ ত্যাগ করার পর ভক্ত ভগবানের কাছে ফিরে যান এবং তাঁকে অন্য দেহ ধারণ করতে হয় না। সেটিই বৃত্রাসুরের অভিপ্রায় ছিল।

শ্লোক ২

ততো যুগান্তাগ্নিকঠোরজিহ্ব-
মাবিধ্য শূলং তরসাসুরেন্দ্রঃ ।
ক্ষিপ্‌ত্বা মহেন্দ্রায় বিনদ্য বীরো
হতোঽসি পাপেতি রুষা জগাদ ॥ ২ ॥

ততঃ—তারপর; **যুগান্ত-অগ্নি**—যুগান্তকালীন অগ্নিশিখার মতো; **কঠোর**—তীক্ষ্ণ; **জিহ্বম্**—অগ্রভাগ; **আবিধ্য**—ঘূর্ণন করে; **শূলম্**—ত্রিশূল; **তরসা**—মহাবেগে; **অসুর-ইন্দ্রঃ**—অসুরশ্রেষ্ঠ বৃত্রাসুর; **ক্ষিপ্‌ত্বা**—নিক্ষেপ করে; **মহা-ইন্দ্রায়**—ইন্দ্রের প্রতি; **বিনদ্য**—গর্জন করে; **বীরঃ**—মহাবীর (বৃত্রাসুর); **হতঃ**—নিহত; **অসি**—তুমি হলে; **পাপ**—হে পাপাত্মা; **ইতি**—এই প্রকার; **রুষা**—মহাক্রোধে; **জগাদ**—তিনি গর্জন করেছিলেন।

অনুবাদ

তখন অসুরশ্রেষ্ঠ মহাবীর বৃত্র যুগান্তকালীন অগ্নিশিখার মতো তীক্ষ্ণাগ্র শূল ঘূর্ণন করে, অতি বেগে ক্রোধের সঙ্গে ইন্দ্রের উপর নিক্ষেপপূর্বক গর্জন করে বলেছিলেন, "হে পাপাত্মা! এখন আমি তোকে হত্যা করব!"

শ্লোক ৩

খ আপতৎ তদ্ বিচলদ্ গ্রহোল্কব-
ন্নিরীক্ষ্য দুষ্প্রেক্ষ্যমজাতবিক্লবঃ ।
বজ্রেণ বজ্রী শতপর্বণাচ্ছিনদ্
ভুজং চ তস্যোরগরাজভোগম্ ॥ ৩ ॥

খে—আকাশে; **আপতৎ**—তাঁর দিকে উড়ে আসছে; **তৎ**—সেই ত্রিশূল; **বিচলৎ**—ঘূর্ণিত হয়ে; **গ্রহ-উল্ক-বৎ**—উল্কার মতো; **নিরীক্ষ্য**—দর্শন করে; **দুষ্প্রেক্ষ্যম্**—অসহ্য দর্শন; **অজাত-বিক্লবঃ**—নির্ভীক; **বজ্রেণ**—বজ্রের দ্বারা; **বজ্রী**—বজ্রধারী ইন্দ্র; **শত-পর্বণা**—শত পর্ব বিশিষ্ট; **আচ্ছিনৎ**—ছেদন করলেন; **ভুজম্**—বাহু; **চ**—এবং; **তস্য**—তাঁর (বৃত্রাসুরের); **উরগ-রাজ**—সর্পরাজ বাসুকি; **ভোগম্**—দেহের মতো।

অনুবাদ

বৃত্রাসুরের ত্রিশূল আকাশমার্গে উল্কার মতো উড়ে আসছিল। যদিও সেই অস্ত্রটি এত ভয়ঙ্কর উজ্জ্বল ছিল যে তার দিকে তাকানো যাচ্ছিল না, তবু নির্ভীক চিত্তে ইন্দ্র তাঁর বজ্রের দ্বারা সেই অস্ত্রটি খণ্ড খণ্ড করেন এবং সেই সঙ্গে বৃত্রাসুরের সর্পরাজ বাসুকির শরীরের মতো বিশালাকৃতি একটি বাহুও ছিন্ন করেন।

শ্লোক ৪

ছিন্নৈকবাহুঃ পরিঘেণ বৃত্রঃ
সংরব্ধ আসাদ্য গৃহীতবজ্রম্ ।
হনৌ ততাড়েন্দ্রমথামরেভং
বজ্রং চ হস্তান্ন্যপতন্মঘোনঃ ॥ ৪ ॥

ছিন্ন—কর্তিত; **এক**—এক; **বাহুঃ**—যার হাত; **পরিঘেণ**—একটি লৌহনির্মিত গদার দ্বারা; **বৃত্রঃ**—বৃত্রাসুর; **সংরব্ধঃ**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে; **আসাদ্য**—পৌঁছে; **গৃহীত**—গ্রহণ করে; **বজ্রম্**—বজ্র; **হনৌ**—চোয়ালে; **ততাড়**—আঘাত করেছিলেন; **ইন্দ্রম্**—ইন্দ্র; **অথ**—ও; **অমর-ইভম্**—তাঁর হস্তী ঐরাবত; **বজ্রম্**—বজ্র; **চ**—এবং; **হস্তাৎ**—হাত থেকে; **ন্যপতৎ**—পতিত হয়েছিল; **মঘোনঃ**—দেবরাজ ইন্দ্রের।

অনুবাদ

যদিও তাঁর একটি হস্ত দেহ থেকে ছিন্ন হয়েছিল, তবু বৃত্রাসুর অপর হস্তে একটি লৌহ গদা নিয়ে ইন্দ্রের কাছে গিয়ে তাঁর চোয়ালে আঘাত করেছিলেন। তিনি ইন্দ্রের বাহন ঐরাবতকেও আঘাত করেছিলেন। তার ফলে ইন্দ্রের হাত থেকে বজ্র পড়ে গিয়েছিল।

শ্লোক ৫

বৃত্রস্য কর্মাতিমহাদ্ভুতং তৎ
সুরাসুরাশ্চারণসিদ্ধসঙ্ঘাঃ ।
অপূজয়ংস্তৎ পুরুহূতসঙ্কটং
নিরীক্ষ্য হা হেতি বিচুক্রুশুর্ভৃশম্ ॥ ৫ ॥

বৃত্রস্য—বৃত্রাসুরের; **কর্ম**—কার্য; **অতি**—অত্যন্ত; **মহা**—মহান; **অদ্ভুতম্**—আশ্চর্যজনক; **তৎ**—তা; **সুর**—দেবতাগণ; **অসুরাঃ**—এবং অসুরেরা; **চারণ**—চারণগণ; **সিদ্ধ-সঙ্ঘাঃ**—এবং সিদ্ধগণ; **অপূজয়ন্**—প্রশংসা করেছিলেন; **তৎ**—তা; **পুরুহূত-সঙ্কটম্**—ইন্দ্রের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি; **নিরীক্ষ্য**—দর্শন করে; **হা হা**—হায় হায়; **ইতি**—এই প্রকার; **বিচুক্রুশুঃ**—বিলাপ করেছিলেন; **ভৃশম্**—অত্যন্ত।

অনুবাদ

বৃত্রাসুরের সেই অদ্ভুত কার্য দর্শন করে সুর, অসুর, চারণ ও সিদ্ধগণ সকলেই তাঁর বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন, কিন্তু ইন্দ্রের মহাবিপদ দর্শন করে দেবতাগণ হাহাকার করে বিলাপ করেছিলেন।

শ্লোক ৬

ইন্দ্রো ন বজ্রং জগৃহে বিলজ্জিত-
শ্চ্যুতং স্বহস্তাদরিসন্নিধৌ পুনঃ ।
তমাহ বৃত্রো হর আত্তবজ্রো
জহি স্বশত্রুং ন বিষাদকালঃ ॥ ৬ ॥

ইন্দ্রঃ—দেবরাজ ইন্দ্র; **ন**—না; **বজ্রম্**—বজ্র; **জগৃহে**—গ্রহণ করেছিলেন; **বিলজ্জিতঃ**—লজ্জিত হয়ে; **চ্যুতম্**—পতিত; **স্ব-হস্তাৎ**—তাঁর হাত থেকে; **অরি-সন্নিধৌ**—তাঁর শত্রুর সম্মুখে; **পুনঃ**—পুনরায়; **তম্**—তাঁকে; **আহ**—বলেছিলেন; **বৃত্রঃ**—বৃত্রাসুর; **হরে**—হে ইন্দ্র; **আত্ত-বজ্রঃ**—তোমার বজ্র তুলে নিয়ে; **জহি**—বধ কর; **স্ব-শত্রুম্**—তোমার শত্রুকে; **ন**—না; **বিষাদ-কালঃ**—বিষাদের সময়।

অনুবাদ

শত্রুর সম্মুখে তাঁর হাত থেকে বজ্র পতিত হওয়ায়, ইন্দ্রের এক প্রকার পরাজয় হয়েছিল এবং তিনি সেই জন্য অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর অস্ত্র তুলে নিতে সাহস করেননি। বৃত্রাসুর কিন্তু তাঁকে উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন, "বজ্র গ্রহণ করে তোমার শত্রুকে বিনাশ কর। এটি বিষাদের সময় নয়।"

শ্লোক ৭

যুযুৎসতাং কুত্রচিদাততায়িনাং
জয়ঃ সদৈকত্র ন বৈ পরাত্মনাম্ ।
বিনৈকমুৎপত্তিলয়স্থিতীশ্বরং
সর্বজ্ঞমাদ্যং পুরুষং সনাতনম্ ॥ ৭ ॥

যুযুৎসতাম্—যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক; **কুত্রচিৎ**—কখনও; **আততায়িনাম্**—সশস্ত্র শত্রু; **জয়ঃ**—বিজয়; **সদা**—সর্বদা; **একত্র**—একস্থানে; **ন**—না; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **পর-আত্মনাম্**—যারা পরমাত্মার নির্দেশে কাজ করে, সেই অধীনস্থ জীবাত্মাদের ; **বিনা**—ব্যতীত; **একম্**—এক; **উৎপত্তি**—সৃষ্টি; **লয়**—সংহার; **স্থিতি**—এবং পালনের; **ঈশ্বরম্**—নিয়ন্তা; **সর্বজ্ঞম্**—যিনি (অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে) সব কিছু জানেন; **আদ্যম্**—আদি; **পুরুষম্**—ভোক্তা; **সনাতনম্**—আদি।

অনুবাদ

বৃত্রাসুর বললেন—হে ইন্দ্র, আদি ভোক্তা পরমেশ্বর ভগবান ব্যতীত অন্য কারোরই বিজয় নিশ্চিত নয়। সেই ভগবান সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কারণ এবং তিনি সর্বজ্ঞ। পরতন্ত্র দেহধারী জীব যুদ্ধ করার ইচ্ছা করে কখনও বিজয়ী হয় এবং কখনও পরাজিত হয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৫/১৫) ভগবান বলেছেন—

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ ।

"আমি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত, এবং আমার থেকেই স্মৃতি, জ্ঞান ও বিস্মৃতি হয়।" যখন দুই পক্ষ যুদ্ধ করে, তখন সেই যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মা ভগবানের নির্দেশনায় সংঘটিত হয়। *ভগবদ্গীতায়* (৩/২৭) ভগবান বলেছেন—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥

"মোহাচ্ছন্ন জীব প্রাকৃত অহঙ্কারবশত জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ দ্বারা ক্রিয়মান সমস্ত কার্যকে স্বীয় কার্য বলে মনে করে 'আমি কর্তা'—এই রকম অভিমান করে।" জীব

ভগবানের নির্দেশ অনুসারে কেবল কার্য করে। ভগবান জড়া প্রকৃতিকে আদেশ দেন এবং তিনি জীবের সমস্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করেন। জীব মূর্খতাবশত নিজেকে কর্তা বলে মনে করলেও সে স্বতন্ত্র নয়।

বিজয় সর্বদা ভগবানেরই হয়। পরতন্ত্র জীবেরা ভগবানের ব্যবস্থাপনায় যুদ্ধ করে। জয় এবং পরাজয় প্রকৃতপক্ষে তাদের হয় না; জড়া প্রকৃতির মাধ্যমে সেটি ভগবানেরই আয়োজন। জয়ে গর্ব অথবা পরাজয়ে বিষাদ তাই অর্থহীন। সমস্ত জীবের জয়-পরাজয়ের জন্য যিনি দায়ী, সর্বতোভাবে তাঁর উপরই নির্ভর করা উচিত। ভগবান উপদেশ দিয়েছেন, *নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ*—"তুমি তোমার কর্তব্য-কর্ম সম্পাদন কর, কারণ অকর্ম থেকে কর্ম শ্রেয়।" জীবকে তার স্থিতি অনুসারে কর্ম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জয় অথবা পরাজয় পরমেশ্বর ভগবানের উপর নির্ভর করে। *কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন*—"তোমার কর্তব্য-কর্ম অনুষ্ঠান করার অধিকার রয়েছে, কিন্তু তার ফলে তোমার কোন অধিকার নেই।" জীবের কর্তব্য তার স্থিতি অনুসারে নিষ্ঠাপূর্বক কর্ম করা। জয়-পরাজয় নির্ভর করে ভগবানের উপর।

বৃত্রাসুর এই বলে ইন্দ্রকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, "আমার বিজয়ে বিষণ্ণ হয়ো না। যুদ্ধ বন্ধ করার কোন আবশ্যকতা নেই। পক্ষান্তরে, তুমি তোমার কর্তব্য-কর্ম করে যাও। কৃষ্ণ যদি চান, তা হলে অবশ্যই তোমার জয় হবে।" কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের নিষ্ঠাবান সদস্যদের জন্য এই উপদেশটি অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ। আমাদের বিজয়ে উল্লসিত হওয়া উচিত নয়, অথবা পরাজয়ে বিষণ্ণ হওয়া উচিত নয়। আমাদের কর্তব্য শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাসনা ফলপ্রসূ করার জন্য ঐকান্তিকভাবে চেষ্টা করা এবং জয়-পরাজয়ের ব্যাপারে বিচলিত না হওয়া। আমাদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে নিষ্ঠা সহকারে কর্ম করে যাওয়া, যাতে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের কার্যকলাপের স্বীকৃতি দেন।

শ্লোক ৮

লোকাঃ সপালা যস্যেমে শ্বসন্তি বিবশা বশে ।
দ্বিজা ইব শিচা বদ্ধাঃ স কাল ইহ কারণম্ ॥ ৮ ॥

লোকাঃ—বিভিন্ন গ্রহলোক; **স-পালাঃ**—লোকপালগণ সহ; **যস্য**—যাঁর; **ইমে**—এই সমস্ত; **শ্বসন্তি**—জীবিত; **বিবশাঃ**—পূর্ণরূপে নির্ভরশীল; **বশে**—নিয়ন্ত্রণাধীন; **দ্বিজাঃ**—পক্ষীগণ; **ইব**—সদৃশ; **শিচা**—জালের দ্বারা; **বদ্ধাঃ**—বদ্ধ; **সঃ**—তা; **কালঃ**—কাল; **ইহ**—এই; **কারণম্**—কারণ।

অনুবাদ

লোকপালগণ সহ এই ব্রহ্মাণ্ডে সমস্ত লোকের সমস্ত জীবেরা সর্বতোভাবে ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। জালবদ্ধ পাখির মতো তাদের কোন স্বাধীনতা নেই।

তাৎপর্য

সুর এবং অসুরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, সুরেরা জানেন যে, ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত কোন কিছুই হতে পারে না, আর অসুরেরা ভগবানের ইচ্ছা যে কি, তা বুঝতে পারে না। এই যুদ্ধে প্রকৃতপক্ষে বৃত্রাসুর হচ্ছেন সুর আর ইন্দ্র হচ্ছেন অসুর। কেউই স্বতন্ত্রভাবে কার্য করতে পারে না। পক্ষান্তরে, সকলেই ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হচ্ছে। তাই কর্মের ফল অনুসারে জয়-পরাজয় ঘটে এবং তার বিচার করেন ভগবান (*কর্মণা দৈবনেত্রেণ*)। যেহেতু আমরা আমাদের কর্ম অনুসারে ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন, তাই ব্রহ্মা থেকে শুরু করে নগণ্য পিপীলিকা পর্যন্ত কেউই স্বাধীন নন। আমাদের পরাজয় হোক অথবা জয় হোক, ভগবানই সর্বদা বিজয়ী হন, কারণ সকলে তাঁরই নির্দেশনায় কার্য করে।

শ্লোক ৯

ওজঃ সহো বলং প্রাণমমৃতং মৃত্যুমেব চ।
তমজ্ঞায় জনো হেতুমাত্মানং মন্যতে জড়ম্ ॥ ৯ ॥

ওজঃ—ইন্দ্রিয়ের শক্তি; **সহঃ**—মনের শক্তি; **বলম্**—শরীরের শক্তি; **প্রাণম্**—জীবিত অবস্থা; **অমৃতম্**—অমরত্ব; **মৃত্যুম্**—মৃত্যু; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **চ**—ও; **তম্**—তাঁকে (ভগবানকে); **অজ্ঞায়**—না জেনে; **জনঃ**—মূর্খ ব্যক্তি; **হেতুম্**—কারণ; **আত্মানম্**—শরীর; **মন্যতে**—মনে করে; **জড়ম্**—যদিও পাথরের মতো নিষ্ক্রিয়।

অনুবাদ

আমাদের ইন্দ্রিয়ের শক্তি, মনের শক্তি, দেহের শক্তি, প্রাণ, অমরত্ব এবং মৃত্যু সবই ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। সেই কথা না জেনে, মূর্খেরা জড় দেহটিকেই তাদের কার্যকলাপের কারণ বলে মনে করে।

শ্লোক ১০

যথা দারুময়ী নারী যথা পত্রময়ো মৃগঃ ।
এবং ভূতানি মঘবন্নীশতন্ত্রাণি বিদ্ধি ভোঃ ॥ ১০ ॥

যথা—যেমন; **দারুময়ী**—কাষ্ঠনির্মিত; **নারী**—নারী; **যথা**—যেমন; **পত্রময়ঃ**—পত্রনির্মিত; **মৃগঃ**—পশু; **এবম্**—এই প্রকার; **ভূতানি**—সমস্ত বস্তু; **মঘবন্**—হে দেবরাজ ইন্দ্র; **ঈশ**—পরমেশ্বর ভগবান; **তন্ত্রাণি**—নিয়ন্ত্রিত; **বিদ্ধি**—জেনো; **ভোঃ**—হে মহাশয়।

অনুবাদ

হে ইন্দ্র, দারুময়ী নারী এবং পত্রময় মৃগ যেমন স্বেচ্ছায় চলাফেরা করতে পারে না অথবা নৃত্য করতে পারে না, কিন্তু নর্তকের ইচ্ছায় নৃত্য করে, তেমনই সব কিছুই ভগবানের অধীন। কেউই স্বতন্ত্র নয়।

তাৎপর্য

সেই কথা *শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে* (*আদিলীলা* ৫/১৪২) প্রতিপন্ন হয়েছে,

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য ।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য ॥

"শ্রীকৃষ্ণই কেবল পরম ঈশ্বর এবং অন্য সকলে তাঁর ভৃত্য। তিনি যেভাবে তাঁদের নাচান, সেইভাবে তাঁরা নৃত্য করেন।" আমরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের ভৃত্য; আমাদের কোন স্বাতন্ত্র্য নেই। আমরা ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে নৃত্য করছি, কিন্তু অজ্ঞতাবশত এবং মায়ার প্রভাবে আমরা মনে করি যে, আমরা ভগবানের ইচ্ছার অধীন নই। তাই বলা হয়েছে—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

"শ্রীকৃষ্ণ বা গোবিন্দ হচ্ছেন পরম ঈশ্বর। তাঁর চিন্ময় দেহ নিত্য আনন্দময়। তিনিই সব কিছুর আদি, তাঁর কোন আদি নেই, কারণ তিনি সর্বকারণের পরম কারণ।" (*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/১)

শ্লোক ১১

পুরুষঃ প্রকৃতির্ব্যক্তমাত্মা ভূতেন্দ্রিয়াশয়াঃ ।
শক্নুবন্ত্যস্য সর্গাদৌ ন বিনা যদনুগ্রহাৎ ॥ ১১ ॥

পুরুষঃ—সমগ্র জড় শক্তির জনক; **প্রকৃতিঃ**—জড়া প্রকৃতি; **ব্যক্তম্**—অভিব্যক্তির মূল কারণ মহত্তত্ত্ব; **আত্মা**—অহংকার; **ভূত**—পঞ্চ মহাভূত; **ইন্দ্রিয়**—দশ ইন্দ্রিয়; **আশয়াঃ**—মন, বুদ্ধি এবং চেতনা; **শক্নুবন্তি**—সমর্থ; **অস্য**—এই ব্রহ্মাণ্ডের; **সর্গাদৌ**—সৃষ্টি ইত্যাদিতে; **ন**—না; **বিনা**—ব্যতীত; **যৎ**—যাঁর; **অনুগ্রহাৎ**—কৃপায়।

অনুবাদ

তিন পুরুষ—কারণোদকশায়ী বিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু ও ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু এবং জড়া প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চ মহাভূত, জড় ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও চেতনা ভগবানের কৃপা ব্যতীত জড় জগৎ সৃষ্টি করতে পারে না।

তাৎপর্য

বিষ্ণুপুরাণে প্রতিপন্ন হয়েছে, *পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ*—আমরা যা কিছু অনুভব করি, তা ভগবানের শক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। এই সমস্ত শক্তি স্বতন্ত্রভাবে কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। সেই কথা ভগবান স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* (৯/১০) প্রতিপন্ন করেছেন, *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*—"হে কৌন্তেয়, আমারই পরিচালনায় জড়া প্রকৃতি কার্য করছে এবং স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত জীব উৎপন্ন করছে।" কেবল ভগবানের পরিচালনাতেই চব্বিশ তত্ত্বরূপে প্রকাশিত প্রকৃতি জীবের জন্য বিভিন্ন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। *বেদে* ভগবান বলেছেন—

মদীয়ং মহিমানং চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতম্ ।
বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সম্প্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদি ॥

"যেহেতু সব কিছু আমার সৃষ্টিরই প্রকাশ, তাই আমি পরব্রহ্ম নামে পরিচিত। অতএব সকলেরই আমার মহিমান্বিত কার্যকলাপ আমার কাছ থেকে শ্রবণ করা উচিত।" ভগবান *ভগবদ্গীতাতেও* (১০/২) বলেছেন, *অহমাদির্হি দেবানাম্*—"আমি সমস্ত দেবতাদের আদি।" অতএব, পরমেশ্বর ভগবান সব কিছুরই আদি এবং কেউই তাঁর থেকে স্বতন্ত্র নয়। শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন, *অনীশজীবরূপেণ*—জীব *অনীশ* অর্থাৎ সে কখনই ঈশ্বর নয়, সে সর্বদাই নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই জীব যখন স্বতন্ত্র ঈশ্বর বা ভগবান হওয়ার অভিমান করে, সেটি তার মূর্খতা। এই প্রকার মূর্খতা পরবর্তী শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ১২

অবিদ্বানেবমাত্মানং মন্যতেঽনীশমীশ্বরম্ ।
ভূতৈঃ সৃজতি ভূতানি গ্রসতে তানি তৈঃ স্বয়ম্ ॥ ১২ ॥

অবিদ্বান্—মূর্খ, অজ্ঞান; **এবম্**—এইভাবে; **আত্মানম্**—নিজেকে; **মন্যতে**—মনে করে; **অনীশম্**—যদিও সর্বতোভাবে অন্যের উপর নির্ভরশীল; **ঈশ্বরম্**—পরম ঈশ্বর, স্বতন্ত্র; **ভূতৈঃ**—জীবেদের দ্বারা; **সৃজতি**—তিনি (ভগবান) সৃষ্টি করেন; **ভূতানি**—অন্য জীবেদের; **গ্রসতে**—গ্রাস করেন; **তানি**—তাদের; **তৈঃ**—অন্য জীবেদের দ্বারা; **স্বয়ম্**—স্বয়ং।

অনুবাদ

মূর্খ নির্বোধ মানুষেরা ভগবানকে জানতে পারে না। যদিও তারা সর্বদাই নির্ভরশীল, তবু তারা ভ্রান্তিবশত নিজেদের স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলে মনে করে। কেউ যদি মনে করে যে, তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে তার দেহটি পিতা-মাতার দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই দেহটি অন্য কারও দ্বারা বিনষ্ট হবে, যেমন ব্যাঘ্র আদি পশু অন্য পশুকে গ্রাস করে, অর্থাৎ কেউ যদি পিতা-মাতাকে স্রষ্টা এবং ব্যাঘ্র আদি পশুদের হন্তা বলে মনে করে, তা হলে তার সেই ধারণা যথার্থ নয়। কারণ প্রকৃতপক্ষে ভগবানই জীবেদের দ্বারা জীবেদের সৃষ্টি এবং জীবেদের দ্বারা জীবেদের বিনাশ করেন, অতএব তাতে জীবের কোন স্বতন্ত্রতা নেই—ভগবানই স্বতন্ত্র।

তাৎপর্য

কর্মমীমাংসা দর্শন অনুসারে, মানুষের কর্মই সব কিছুর কারণ এবং তাই ঈশ্বরের কোন আবশ্যকতা নেই। যারা এই ধরনের সিদ্ধান্ত করে, তারা মূর্খ। পিতা যখন সন্তান উৎপাদন করেন, তখন তিনি তা স্বতন্ত্রভাবে করেন না; তিনি ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তা করেন। সেই সম্বন্ধে ভগবান স্বয়ং *ভগবদ্‌গীতায়* (১৫/১৫) বলেছেন,—*সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*—"আমি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান এবং আমার থেকেই স্মৃতি, জ্ঞান ও বিস্মৃতি হয়।" সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন যে ভগবান, তাঁর নির্দেশ না পেলে কেউই কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। সুতরাং পিতা-মাতা জীবের স্রষ্টা নন। জীবের কর্ম অনুসারে সে কোন বিশেষ পিতার বীর্যে স্থাপিত হয়, যিনি সেই জীবকে মাতৃজঠরে প্রেরণ করেন। তারপর মাতার ও পিতার দেহ অনুসারে (*যথাযোনি যথাবীজম্*) জীব একটি শরীর ধারণ করে এবং সুখ-দুঃখ ভোগ করার জন্য জন্মগ্রহণ করে। অতএব ভগবানই জন্মের মূল কারণ। তেমনই, ভগবান জীবের মৃত্যুরও কারণ। কেউই স্বতন্ত্র নয়; সকলেই পরতন্ত্র। প্রকৃত সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, একমাত্র স্বতন্ত্র পুরুষ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান।

শ্লোক ১৩

আয়ুঃ শ্রীঃ কীর্তিরৈশ্বর্যমাশিষঃ পুরুষস্য যাঃ ।
ভবন্ত্যেব হি তৎকালে যথানিচ্ছোর্বিপর্যয়াঃ ॥ ১৩ ॥

আয়ুঃ—আয়ু; **শ্রীঃ**—সৌন্দর্য; **কীর্তিঃ**—যশ; **ঐশ্বর্যম্**—ঐশ্বর্য; **আশিষঃ**—আশীর্বাদ; **পুরুষস্য**—জীবের; **যাঃ**—যা; **ভবন্তি**—উদিত হয়; **এব**—প্রকৃতপক্ষে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **তৎকালে**—উপযুক্ত সময়ে; **যথা**—যেমন; **অনিচ্ছোঃ**—অনিচ্ছা সত্ত্বেও; **বিপর্যয়াঃ**—বিপরীত পরিস্থিতি।

অনুবাদ

মৃত্যুর সময় যেমন অনিচ্ছা সত্ত্বেও আয়ু, শ্রী, যশ প্রভৃতি ত্যাগ করতে হয়, তেমনই বিজয়ের সময়ও ভগবান যখন কৃপা করে সেইগুলি প্রদান করেন, তখন কোন রকম প্রচেষ্টা ছাড়াই সেইগুলি লাভ হয়।

তাৎপর্য

ঐশ্বর্য, বিদ্যা, সৌন্দর্য ইত্যাদি নিজের চেষ্টায় লাভ হয়েছে বলে কখনও গর্ববোধ করা উচিত নয়। ভগবানের কৃপার ফলেই এই সমস্ত সৌভাগ্য লাভ হয়। অন্য আর এক বিচার অনুসারে, কেউই মরতে চায় না এবং কেউই দরিদ্র অথবা কুৎসিত হতে চায় না। তা হলে এই সমস্ত অবাঞ্ছিত ক্লেশদায়ক বস্তুগুলি লাভ হয় কেন? ভগবানের কৃপা অথবা দণ্ডের ফলে জীব জড় জগতে বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কেউই স্বতন্ত্র নয়, সকলেই ভগবানের কৃপা অথবা দণ্ডের উপর নির্ভরশীল। একটি প্রবাদে বলা হয় যে, ভগবানের দশ হাত। অর্থাৎ তিনি দশ দিকের সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি যদি আমাদের থেকে তাঁর দশ হাত দিয়ে সব কিছু নিয়ে নিতে চান, তা হলে আমাদের দুহাত দিয়ে সেইগুলি আমরা কোন মতেই আগলে রাখতে পারব না। তেমনই, তাঁর দশ হাত দিয়ে তিনি যদি তাঁর কৃপা বিতরণ করতে চান, তা হলে আমরা আমাদের দুহাত দিয়ে তা পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে পারব না; অর্থাৎ তাঁর আশীর্বাদ আমাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষাকে অতিক্রম করে যায়। মূল কথা হচ্ছে যে, আমাদের জড় জীবনে আমরা যা কিছু সঞ্চয় করেছি, যদিও, তা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাই না, তবু ভগবান জোর করে আমাদের থেকে তা ছিনিয়ে নেন এবং কখনও কখনও তিনি আমাদের প্রতি এমনভাবে কৃপা বিতরণ করেন যে, আমরা তা পূর্ণরূপে গ্রহণ পর্যন্ত করতে পারি না। অতএব সম্পদে অথবা বিপদে আমাদের কোন স্বাতন্ত্র্য নেই; সব কিছুই নির্ভর করে ভগবানের ইচ্ছার উপর।

শ্লোক ১৪

তস্মাদকীর্তিযশসোর্জয়াপজয়য়োরপি ।
সমঃ স্যাৎ সুখদুঃখাভ্যাং মৃত্যুজীবিতয়োস্তথা ॥ ১৪ ॥

তস্মাৎ—অতএব (ভগবানের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হওয়ার ফলে); **অকীর্তি**—অপযশ; **যশসোঃ**—এবং যশের; **জয়**—জয়; **অপজয়য়োঃ**—এবং পরাজয়ের; **অপি**—ও; **সমঃ**—সমান; **স্যাৎ**—হওয়া উচিত; **সুখ-দুঃখাভ্যাম্**—সুখ এবং দুঃখে; **মৃত্যু**—মৃত্যু; **জীবিতয়োঃ**—অথবা জীবনে; **তথা**—ও।

অনুবাদ

যেহেতু সব কিছুই ভগবানের পরম ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণাধীন, তাই অকীর্তি এবং যশে, জয় এবং পরাজয়ে, মৃত্যু এবং জীবনে অবিচলিত থাকা উচিত। সেইগুলির কার্য, সুখ এবং দুঃখ প্রভৃতি সকল অবস্থাতেই সমভাবে অবস্থান করা উচিত।

শ্লোক ১৫

সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্নাত্মনো গুণাঃ ।
তত্র সাক্ষিণমাত্মানং যো বেদ স ন বধ্যতে ॥ ১৫ ॥

সত্ত্বম্—সত্ত্বগুণ; **রজঃ**—রজোগুণ; **তমঃ**—তমোগুণ; **ইতি**—এই প্রকার; **প্রকৃতেঃ**—জড়া প্রকৃতির; **ন**—না; **আত্মনঃ**—আত্মার; **গুণাঃ**—গুণাবলী; **তত্র**—এই অবস্থায়; **সাক্ষিণম্**—সাক্ষী; **আত্মানম্**—আত্মা; **যঃ**—যিনি; **বেদ**—জানেন; **সঃ**—তিনি; **ন**—না; **বধ্যতে**—বদ্ধ হয়।

অনুবাদ

যিনি জানেন সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই গুণ তিনটি আত্মার গুণ নয়, জড়া প্রকৃতির গুণ এবং যিনি জানেন শুদ্ধ আত্মা এই সমস্ত গুণের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার সাক্ষী মাত্র, তিনি মুক্ত পুরুষ। তিনি এই সকল গুণের বন্ধনে আবদ্ধ নন।

তাৎপর্য

ভগবান *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৪) বিশ্লেষণ করেছেন—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥

"যিনি চিন্ময় ভাব লাভ করেছেন, তিনি পরমব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছেন। তিনি কখনই কোন কিছুর জন্য শোক করেন না বা কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না; তিনি সমস্ত জীবের প্রতি সমদৃষ্টি-সম্পন্ন। সেই অবস্থায় তিনি আমার শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেন।" কেউ যখন আত্ম-উপলব্ধির স্তর বা *ব্রহ্মভূত* স্তর প্রাপ্ত হন, তখন তিনি জানতে পারেন যে, জীবনে যা কিছু হয় তা সবই জড়া প্রকৃতির কলুষিত গুণের প্রভাব। শুদ্ধ আত্মা বা জীবের এই গুণের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। জড় জগতের ঘূর্ণিবাত্যায় সব কিছুরই অতি দ্রুত পরিবর্তন হয়, কিন্তু কেউ যদি নীরবে সেই ঘূর্ণিবাত্যার ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া দর্শন করেন, তা হলে বুঝতে হবে, তিনি মুক্ত। মুক্ত পুরুষের প্রকৃত গুণ হচ্ছে যে তিনি জড়া প্রকৃতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় অবিচলিতভাবে কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণ থাকেন। এই প্রকার মুক্ত পুরুষ সর্বদাই অত্যন্ত প্রসন্ন। তিনি কখনও কোন কিছুর জন্য অনুশোচনা করেন না অথবা কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না। যেহেতু ভগবানই সব কিছু দেন, তাই জীব তাঁর উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়ে তাঁর নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য কোন কিছু প্রত্যাখ্যান করেন না অথবা গ্রহণ করেন না; পক্ষান্তরে, তিনি সর্ব অবস্থায় অবিচলিত থেকে সব কিছুই ভগবানের কৃপা বলে গ্রহণ করেন।

শ্লোক ১৬

পশ্য মাং নির্জিতং শত্রু বৃক্ণায়ুধভুজং মৃধে ।
ঘটমানং যথাশক্তি তব প্রাণজিহীর্ষয়া ॥ ১৬ ॥

পশ্য—দেখ; **মাম্**—আমাকে; **নির্জিতম্**—ইতিমধ্যে পরাজিত; **শত্রু**—হে শত্রু; **বৃক্ণ**—ছিন্ন হয়েছে; **আয়ুধ**—আমার অস্ত্র; **ভুজম্**—এবং আমার বাহু; **মৃধে**—যুদ্ধে; **ঘটমানম্**—তবুও চেষ্টা করছি; **যথা-শক্তি**—যথাসাধ্য; **তব**—তোমার; **প্রাণ**—প্রাণ; **জিহীর্ষয়া**—হরণ করার বাসনায়।

অনুবাদ

হে শত্রু, দেখ, যুদ্ধে আমার অস্ত্র এবং বাহু ছিন্ন হয়েছে। তুমি আমাকে ইতিমধ্যেই পরাজিত করেছ, তবু তোমার প্রাণ হরণের বাসনায় আমি যথাশক্তি যুদ্ধ করে চলেছি। এই প্রকার বিষম পরিস্থিতিতেও আমি একটুও বিষণ্ণ হইনি। অতএব তুমিও তোমার বিষাদ ত্যাগ করে যুদ্ধ কর।

তাৎপর্য

বৃত্রাসুর এতই মহান বলবান ছিলেন যে, বস্তুতপক্ষে তিনি ইন্দ্রের গুরুরূপে আচরণ করছিলেন। বৃত্রাসুর যদিও প্রায় পরাজিত হয়েছিলেন, তবু তিনি বিচলিত হননি। তিনি জানতেন যে, ইন্দ্রের কাছে তিনি পরাজিত হবেন এবং তিনি স্বেচ্ছায় সেই পরাজয় স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন ইন্দ্রের শত্রু, তাই তিনি ইন্দ্রকে বধ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন। সর্ব অবস্থাতেই, এমন কি পরিণাম কি হবে তা জানা সত্ত্বেও, কর্তব্য সম্পাদন করে যাওয়া উচিত।

শ্লোক ১৭

প্রাণগ্লহোঽয়ং সমর ইষ্বক্ষো বাহনাসনঃ ।
অত্র ন জ্ঞায়তেঽমুষ্য জয়োঽমুষ্য পরাজয়ঃ ॥ ১৭ ॥

প্রাণ-গ্লহঃ—প্রাণপণ; **অয়ম্**—এই; **সমরঃ**—যুদ্ধ; **ইষু-অক্ষঃ**—বাণ হচ্ছে তার অক্ষ (পাশা); **বাহন-আসনঃ**—হাতি, ঘোড়া আদি বাহন তার ফলক; **অত্র**—এখানে (এই দ্যূতক্রীড়ায়); **ন**—না; **জ্ঞায়তে**—জ্ঞাত; **অমুষ্য**—তার; **জয়ঃ**—জয়; **অমুষ্য**—তার; **পরাজয়ঃ**—পরাজয়।

অনুবাদ

হে শত্রু, এই যুদ্ধকে দ্যূতক্রীড়া বলে মনে কর, এতে প্রাণই পণ, বাণই অক্ষ (পাশা), হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি বাহনই তার ফলক। এতে যে কার জয় হবে আর কার পরাজয় হবে, তা কেউই বলতে পারে না। তা সবই নির্ভর করে ভবিতব্যের উপর।

শ্লোক ১৮

শ্রীশুক উবাচ

ইন্দ্রো বৃত্রবচঃ শ্রুত্বা গতালীকমপূজয়ৎ ।
গৃহীতবজ্রঃ প্রহসংস্তমাহ গতবিস্ময়ঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **বৃত্র-বচঃ**—বৃত্রাসুরের বাক্য; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **গত-অলীকম্**—নিষ্কপট; **অপূজয়ৎ**—পূজা

করেছিলেন; **গৃহীত-বজ্রঃ**—বজ্র ধারণ করে; **প্রহসন্**—হেসে; **তম্**—বৃত্রাসুরকে; **আহ**—বলেছিলেন; **গত-বিস্ময়ঃ**—তাঁর বিস্ময় পরিত্যাগ করে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—বৃত্রাসুরের নিষ্কপট বাক্য শ্রবণ করে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর প্রশংসাপূর্বক পুনরায় বজ্র ধারণ করেছিলেন। বিস্ময় এবং কপটতা পরিত্যাগ করে তিনি হাসতে হাসতে বৃত্রাসুরকে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরের উপদেশ শ্রবণ করে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছিলেন। একজন অসুরের মুখে এই প্রকার জ্ঞানগর্ভ বাণী শ্রবণ করে তিনি বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিলেন। তখন তাঁর প্রহ্লাদ মহারাজ এবং বলি মহারাজ আদি মহান ভক্তদের কথা মনে পড়েছিল, যাঁরা দৈত্যকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তখন তিনি প্রকৃতিস্থ হয়েছিলেন। তথাকথিত অসুরেরাও কখনও কখনও ভগবানের প্রতি অত্যন্ত ভক্তিপরায়ণ হন। তাই ইন্দ্র হেসে বৃত্রাসুরকে সম্মতি জানিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৯

ইন্দ্র উবাচ

অহো দানব সিদ্ধোঽসি যস্য তে মতিরীদৃশী ।
ভক্তঃ সর্বাত্মনাত্মানং সুহৃদং জগদীশ্বরম্ ॥ ১৯ ॥

ইন্দ্রঃ উবাচ—ইন্দ্র বললেন; **অহো**—ওহে; **দানব**—দানব; **সিদ্ধঃ অসি**—তুমি এখন সিদ্ধি লাভ করেছ; **যস্য**—যার; **তে**—তোমার; **মতিঃ**—চেতনা; **ঈদৃশী**—এই প্রকার; **ভক্তঃ**—মহান ভক্ত; **সর্ব-আত্মনা**—অনন্যভাবে; **আত্মানম্**—পরমাত্মাকে; **সুহৃদম্**—পরম সুহৃদ্; **জগদীশ্বরম্**—ভগবানকে।

অনুবাদ

ইন্দ্র বললেন—হে দানব, সঙ্কটকালেও যে তোমার বিবেক, ধৈর্য এবং ভক্তিযুক্ত মতি অবিচলিত রয়েছে, তা থেকে আমি বুঝতে পারছি, তুমি সর্বাত্মা এবং সর্বসুহৃদ্ জগদীশ্বরকে অনন্যভাবে সেবা করেছ।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় (৬/২২) বলা হয়েছে—

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥

"পারমার্থিক চেতনায় অবস্থিত হলে, যোগী আর আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান থেকে বিচলিত হন না এবং তখন আর অন্য কোন কিছু লাভই এর থেকে অধিক বলে মনে হয় না। এই অবস্থায় স্থিত হলে, চরম বিপর্যয়েও চিত্ত বিচলিত হয় না।" অনন্য ভক্ত কোন সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতেও বিচলিত হন না। বৃত্রাসুর যে অবিচলিতভাবে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিষ্ঠাপরায়ণ ছিলেন, তা দেখে ইন্দ্র অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছিলেন, কারণ এই প্রকার মনোভাব একজন অসুরের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু, ভগবানের কৃপায় যে কেউই মহান ভক্ত হতে পারেন (*স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্*)। শুদ্ধ ভক্ত নিশ্চিতভাবে ভগবদ্ধামে ফিরে যান।

শ্লোক ২০

ভবানতার্ষীন্মায়াং বৈ বৈষ্ণবীং জনমোহিনীম্ ।
যদ্ বিহায়াসুরং ভাবং মহাপুরুষতাং গতঃ ॥ ২০ ॥

ভবান্—তুমি; **অতার্ষীৎ**—অতিক্রম করেছ; **মায়াম্**—মায়া; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **বৈষ্ণবীম্**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **জন-মোহিনীম্**—যা জনসাধারণকে মোহিত করে; **যৎ**—যেহেতু; **বিহায়**—পরিত্যাগ করে; **আসুরম্**—আসুরিক; **ভাবম্**—মনোভাব; **মহা-পুরুষতাম্**—মহান ভক্তের পদ; **গতঃ**—প্রাপ্ত হয়েছ।

অনুবাদ

তুমি ভগবানের মায়াকে অতিক্রম করেছ, এবং এইভাবে মুক্ত হওয়ার ফলে, তুমি আসুরিক ভাব পরিত্যাগ করে মহান ভক্তের পদ প্রাপ্ত হয়েছ।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন মহাপুরুষ। তাই যাঁরা বৈষ্ণব হন, তাঁরা *মহাপৌরুষ্য* পদ প্রাপ্ত হন। সেই পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন পরীক্ষিৎ মহারাজ। *পদ্ম-পুরাণে* বলা হয়েছে, দেবতা এবং অসুরদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, দেবতারা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ভক্ত আর অসুরেরা ঠিক তার বিপরীত—*বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্যয়।*

বৃত্রাসুরকে একজন অসুর বলে মনে করা হয়েছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি সম্পূর্ণরূপে যোগ্য ভক্ত বা *মহাপৌরুষ্য* ছিলেন। কেউ যখন ভগবানের ভক্ত হন, তখন তাঁর স্থিতি যাই হোক না কেন, তিনি সিদ্ধ পুরুষের পদ প্রাপ্ত হতে পারেন। তা সম্ভব হয় যদি কোন শুদ্ধ ভক্ত এইভাবে তাঁকে উদ্ধার করে ভগবানের সেবা করতে চান। তাই শ্রীল শুকদেব গোস্বামী *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/৪/১৮) বলেছেন—

কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুল্কশা
আভীরশুম্ভা যবনাঃ খসাদয়ঃ ।
যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥

"কিরাত, হূণ, আন্ধ্র, পুলিন্দ, পুল্কশ, আভীর, শুম্ভ, যবন, খস তথা অন্যান্য সমস্ত জাতির পাপাসক্ত মানুষেরা যাঁর ভক্তদের আশ্রয় গ্রহণ করার ফলে শুদ্ধ হতে পারে, আমি সেই পরম শক্তিশালী পরমেশ্বর ভগবানকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।" কেউ যদি শুদ্ধ ভক্তের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় অবলম্বন করেন, তা হলে তিনি পবিত্র হতে পারেন এবং সেই শুদ্ধ ভক্তের নির্দেশ অনুসারে তাঁর চরিত্র গড়ে তুলতে পারেন। তখন, তিনি যদি কিরাত, আন্ধ্র, পুলিন্দও হন, তা হলেও তিনি পবিত্র হয়ে *মহাপৌরুষ্য* পদে উন্নীত হতে পারেন।

শ্লোক ২১

খল্বিদং মহদাশ্চর্যং যদ্ রজঃপ্রকৃতেস্তব ।
বাসুদেবে ভগবতি সত্ত্বাত্মনি দৃঢ়া মতিঃ ॥ ২১ ॥

খলু—বস্তুতপক্ষে; **ইদম্**—এই; **মহৎ আশ্চর্যম্**—অত্যন্ত আশ্চর্যজনক; **যৎ**—যা; **রজঃ**—রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত; **প্রকৃতেঃ**—যার প্রকৃতি; **তব**—তোমার; **বাসুদেবে**—শ্রীকৃষ্ণে; **ভগবতি**—ভগবান; **সত্ত্ব-আত্মনি**—যিনি শুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত; **দৃঢ়া**—দৃঢ়; **মতিঃ**—চেতনা।

অনুবাদ

হে বৃত্রাসুর, অসুরেরা সাধারণত রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত। তাই, তুমি যে অসুর হওয়া সত্ত্বেও শুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবে সুদৃঢ় ভক্তিপরায়ণ হয়েছ, তা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়।

তাৎপর্য

দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরের ঐকান্তিক ভক্তি দর্শন করে আশ্চর্যান্বিত হয়ে ভেবেছিলেন, একজন অসুরের পক্ষে এই অতি উন্নত স্তরের ভক্তি লাভ কি করে সম্ভব হয়েছিল। প্রহ্লাদ মহারাজ নারদ মুনি কর্তৃক দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং তাই দৈত্যকুলে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও তাঁর পক্ষে উত্তম ভক্তে পরিণত হওয়া সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু বৃত্রাসুরের ক্ষেত্রে ইন্দ্র সেই প্রকার কোন কারণ দেখতে পাননি। তাই তিনি আশ্চর্যান্বিত হয়ে ভেবেছিলেন, ভগবান বাসুদেবের শ্রীপাদপদ্মে এইভাবে মনকে একাগ্র করার অতি উত্তম ভক্তি বৃত্রাসুর কিভাবে লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ২২

যস্য ভক্তির্ভগবতি হরৌ নিঃশ্রেয়সেশ্বরে ।
বিক্রীড়তোঽমৃতাম্ভোধৌ কিং ক্ষুদ্রৈঃ খাতকোদকৈঃ ॥ ২২ ॥

যস্য—যাঁর; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **ভগবতি**—ভগবান; **হরৌ**—শ্রীহরির প্রতি; **নিঃশ্রেয়স-ঈশ্বরে**—পরম সিদ্ধি বা পরম মুক্তির নিয়ন্তা; **বিক্রীড়তঃ**—খেলা করতে করতে; **অমৃত-অম্ভোধৌ**—অমৃতের সমুদ্রে; **কিম্**—কি প্রয়োজন; **ক্ষুদ্রৈঃ**—ক্ষুদ্র; **খাতক-উদকৈঃ**—ডোবার জল।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি পরম মঙ্গলময় ভগবান শ্রীহরির প্রতি ভক্তিপরায়ণ, তিনি অমৃতের সাগরে ক্রীড়া করেন। ক্ষুদ্র খাতোদকে তাঁর কি প্রয়োজন?

তাৎপর্য

বৃত্রাসুর পূর্বে (*ভাগবত* ৬/১১/২৫) প্রার্থনা করেছেন, *ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্*—"আমি ব্রহ্মলোক, স্বর্গলোক, এমন কি ধ্রুবলোকের সুখও চাই না, অতএব পৃথিবী অথবা পাতাললোকের আর কি কথা। আমি কেবল ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চাই।" এটিই শুদ্ধ ভক্তের সংকল্প। শুদ্ধ ভক্ত কখনও এই জড় জগতের উচ্চ পদের প্রতি আকৃষ্ট হন না। তিনি কেবল শ্রীমতী রাধারাণী, ব্রজগোপিকা, নন্দ মহারাজ, মা যশোদা, শ্রীকৃষ্ণের সখা, ভৃত্য আদি ব্রজবাসীদের মতো ভগবানের সঙ্গ করতে চান। তিনি বৃন্দাবনের সুন্দর পরিবেশের সঙ্গ করতে চান। এটিই হচ্ছে কৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্তের চরম অভিলাষ। বিষ্ণুভক্তেরা বৈকুণ্ঠলোকে

উন্নীত হওয়ার অভিলাষ করেন, কিন্তু কৃষ্ণভক্তেরা বৈকুণ্ঠের সুখও কামনা করেন না; তাঁরা গোলোক বৃন্দাবনে ফিরে গিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলায় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ করতে চান। ভক্ত চিৎ-জগতে যে নিত্য চিন্ময় আনন্দ আস্বাদন করেন, তা অমৃতের সমুদ্রে খেলা করার মতো, তাই যে কোন জড় সুখ তাঁর কাছে খাতোদকের মতো।

শ্লোক ২৩

শ্রীশুক উবাচ

ইতি ব্রুবাণাবন্যোন্যং ধর্মজিজ্ঞাসয়া নৃপ ।
যুযুধাতে মহাবীর্যাবিন্দ্রবৃত্রৌ যুধাম্পতী ॥ ২৩ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **ব্রুবাণৌ**—বলতে বলতে; **অন্যোন্যম্**—পরস্পরের প্রতি; **ধর্ম-জিজ্ঞাসয়া**—পরম ধর্ম (ভগবদ্ভক্তি) সম্বন্ধে জানার ইচ্ছায়; **নৃপ**—হে রাজন্; **যুযুধাতে**—যুদ্ধ করেছিলেন; **মহা-বীর্যৌ**—উভয়েই অত্যন্ত শক্তিশালী; **ইন্দ্র**—দেবরাজ ইন্দ্র; **বৃত্রৌ**—এবং বৃত্রাসুর; **যুধাম্ পতী**—উভয়েই মহান সেনানায়ক।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—বৃত্রাসুর এবং দেবরাজ ইন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্রেও ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে এইভাবে বলতে বলতে, কর্তব্যবলে পুনরায় যুদ্ধ করতে শুরু করেছিলেন। হে রাজন্, তাঁরা উভয়েই ছিলেন মহান যোদ্ধা এবং সমান শক্তিশালী।

শ্লোক ২৪

আবিধ্য পরিঘং বৃত্রঃ কার্ষ্ণায়সমরিন্দমঃ ।
ইন্দ্রায় প্রাহিণোদ্ ঘোরং বামহস্তেন মারিষ ॥ ২৪ ॥

আবিধ্য—ঘূর্ণন করে; **পরিঘম্**—পরিঘ; **বৃত্রঃ**—বৃত্রাসুর; **কার্ষ্ণ-অয়সম্**—লৌহনির্মিত; **অরিন্দমঃ**—শত্রু জয়ে সক্ষম; **ইন্দ্রায়**—ইন্দ্রের প্রতি; **প্রাহিণোৎ**—নিক্ষেপ করেছিলেন; **ঘোরম্**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **বাম-হস্তেন**—তাঁর বাম হাতের দ্বারা; **মারিষ**—হে নৃপশ্রেষ্ঠ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, শত্রু দমনে পূর্ণরূপে সক্ষম বৃত্রাসুর তাঁর লৌহনির্মিত পরিঘ বাম হস্তে ঘূর্ণনপূর্বক ইন্দ্রের প্রতি নিক্ষেপ করেছিলেন।

শ্লোক ২৫

স তু বৃত্রস্য পরিঘং করং চ করভোপমম্ ।
চিচ্ছেদ যুগপদ্ দেবো বজ্রেণ শতপর্বণা ॥ ২৫ ॥

সঃ—তিনি (দেবরাজ ইন্দ্র); **তু**—কিন্তু; **বৃত্রস্য**—বৃত্রাসুরের; **পরিঘম্**—লৌহ পরিঘ; **করম্**—বাহু; **চ**—এবং; **করভ-উপমম্**—হাতির শুঁড়ের মতো সুদৃঢ়; **চিচ্ছেদ**—খণ্ড খণ্ড করেছিলেন; **যুগপৎ**—একসঙ্গে; **দেবঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **বজ্রেণ**—বজ্রের দ্বারা; **শত-পর্বণা**—শত গ্রন্থি সমন্বিত।

অনুবাদ

ইন্দ্র শতপর্বন্ নামক তাঁর বজ্রের দ্বারা বৃত্রাসুরের পরিঘ এবং বাম হাত যুগপৎ ছেদন করেছিলেন।

শ্লোক ২৬

দোর্ভ্যামুৎকৃত্তমূলাভ্যাং বভৌ রক্তস্রবোঽসুরঃ ।
ছিন্নপক্ষো যথা গোত্রঃ খাদ্ ভ্রষ্টো বজ্রিণা হতঃ ॥ ২৬ ॥

দোর্ভ্যাম্—দুই হাতের; **উৎকৃত্ত-মূলাভ্যাম্**—মূল থেকে ছিন্ন; **বভৌ**—ছিল; **রক্ত-স্রবঃ**—প্রচুর পরিমাণে রক্ত ঝরে পড়তে লাগল; **অসুরঃ**—বৃত্রাসুর; **ছিন্ন-পক্ষঃ**—ছিন্নপক্ষ; **যথা**—যেমন; **গোত্রঃ**—পর্বত; **খাৎ**—আকাশ থেকে; **ভ্রষ্টঃ**—পতিত; **বজ্রিণা**—বজ্রধারী ইন্দ্রের দ্বারা; **হতঃ**—আহত।

অনুবাদ

বৃত্রাসুরের মূল হতে ছিন্ন বাহুযুগল থেকে প্রবল ধারায় রক্ত ঝরে পড়ছিল, তাই তখন তাঁকে ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে আকাশ থেকে পতিত ছিন্নপক্ষ পর্বতের মতো সুন্দর দেখাচ্ছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, পক্ষযুক্ত পর্বত রয়েছে যা আকাশে উড়তে পারে এবং ইন্দ্র সেই পর্বতের পাখা কেটে দিয়েছিলেন। বৃত্রাসুরের বিশাল শরীরটি ছিল যেন একটি পর্বতের মতো।

শ্লোক ২৭-২৯

মহাপ্রাণো মহাবীর্যো মহাসর্প ইব দ্বিপম্ ।
কৃত্বাধরাং হনুং ভূমৌ দৈত্যো দিব্যুত্তরাং হনুম্ ।
নভোগম্ভীরবক্ত্রেণ লেলিহোল্বণজিহ্বয়া ॥ ২৭ ॥
দংষ্ট্রাভিঃ কালকল্পাভির্গ্রসন্নিব জগত্ত্রয়ম্ ।
অতিমাত্রমহাকায় আক্ষিপংস্তরসা গিরীন্ ॥ ২৮ ॥
গিরিরাট্ পাদচারীব পদ্ভ্যাং নির্জরয়ন্ মহীম্ ।
জগ্রাস স সমাসাদ্য বজ্রিণং সহবাহনম্ ॥ ২৯ ॥

মহা-প্রাণঃ—মহাবল; **মহা-বীর্যঃ**—অসাধারণ প্রভাবসম্পন্ন; **মহা-সর্পঃ**—মহাসর্প; **ইব**—সদৃশ; **দ্বিপম্**—হস্তী; **কৃত্বা**—স্থাপন করে; **অধরাম্**—নিম্ন; **হনুম্**—চোয়াল; **ভূমৌ**—ভূমিতে; **দৈত্যঃ**—অসুর; **দিবি**—আকাশে; **উত্তরাম্ হনুম্**—উপরের হনু; **নভঃ**—আকাশের মতো; **গম্ভীর**—গভীর; **বক্ত্রেণ**—মুখের দ্বারা; **লেলিহ**—সর্পের মতো; **উল্বণ**—ভয়ঙ্কর; **জিহ্বয়া**—জিহ্বার দ্বারা; **দংষ্ট্রাভিঃ**—দন্তের দ্বারা; **কাল-কল্পাভিঃ**—কাল অর্থাৎ মৃত্যুর মতো; **গ্রসন্**—গ্রাস করে; **ইব**—যেন; **জগৎ-ত্রয়ম্**—ত্রিজগৎ; **অতি-মাত্র**—অতি উচ্চ; **মহা-কায়ঃ**—বিশাল শরীর; **আক্ষিপন্**—কম্পিত করে; **তরসা**—প্রচণ্ড বেগে; **গিরীন্**—পর্বত; **গিরি-রাট্**—হিমালয় পর্বত; **পাদ-চারী**—পায়ে চলা; **ইব**—যেন; **পদ্ভ্যাম্**—তাঁর পায়ের দ্বারা; **নির্জরয়ন্**—চূর্ণ করে; **মহীম্**—পৃথিবীপৃষ্ঠ; **জগ্রাস**—গ্রাস করেছিলেন; **সঃ**—তিনি; **সমাসাদ্য**—পৌঁছে; **বজ্রিণম্**—বজ্রধারী ইন্দ্রকে; **সহ-বাহনম্**—তাঁর বাহন ঐরাবত সহ।

অনুবাদ

বৃত্রাসুর ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবসম্পন্ন এবং বলবান। তিনি তাঁর নিম্ন হনু ভূমিতে রেখে অপর হনু আকাশ পর্যন্ত বিস্তার করে, আকাশেরই মতো সুগভীর বদন, সর্পতুল্য ভয়ঙ্কর জিহ্বা এবং মৃত্যুতুল্য করাল দন্তসমূহের দ্বারা যেন ত্রিজগৎ গ্রাস

করতে উদ্যত হয়েছিলেন। এই প্রকার এক বিশাল শরীর ধারণ করে, মহান অসুর বৃত্র পর্বতসমূহকে বিচলিত করতে করতে এবং পায়ের দ্বারা পৃথিবীকে বিচূর্ণ করতে করতে পাদচারী গিরিরাজের মতো ইন্দ্র সমীপে আগত হয়ে মহা বলশালী অজগর সর্প যেভাবে হস্তীকে গ্রাস করে, সেইভাবে বাহন সহ ইন্দ্রকে গ্রাস করলেন।

শ্লোক ৩০

বৃত্রগ্রস্তং তমালোক্য সপ্রজাপতয়ঃ সুরাঃ ।
হা কষ্টমিতি নির্বিণ্ণাশ্চুক্রুশুঃ সমহর্ষয়ঃ ॥ ৩০ ॥

বৃত্র-গ্রস্তম্—বৃত্রাসুর কর্তৃক গ্রসিত; **তম্**—তাঁকে (ইন্দ্রকে); **আলোক্য**—দর্শন করে; **স-প্রজাপতয়ঃ**—ব্রহ্মা সহ প্রজাপতিগণ; **সুরাঃ**—সমস্ত দেবতারা; **হা**—হায়; **কষ্টম্**—কি কষ্ট; **ইতি**—এইভাবে; **নির্বিণ্ণাঃ**—অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে; **চুক্রুশুঃ**—বিলাপ করেছিলেন; **স-মহা-ঋষয়ঃ**—মহর্ষিগণ সহ।

অনুবাদ

ব্রহ্মা, অন্যান্য প্রজাপতিগণ এবং মহর্ষিগণ সহ দেবতারা যখন দেখলেন যে বৃত্রাসুর ইন্দ্রকে গ্রাস করেছে, তখন তাঁরা অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে হাহাকার করে রোদন করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ৩১

নিগীর্ণোঽপ্যসুরেন্দ্রেণ ন মমারোদরং গতঃ ।
মহাপুরুষসন্নদ্ধো যোগমায়াবলেন চ ॥ ৩১ ॥

নিগীর্ণঃ—গ্রসিত; **অপি**—সত্ত্বেও; **অসুর-ইন্দ্রেণ**—অসুরশ্রেষ্ঠ বৃত্র; **ন**—না; **মমার**—মৃত; **উদরম্**—উদরে; **গতঃ**—গিয়ে; **মহা-পুরুষ**—ভগবান নারায়ণের কবচের দ্বারা; **সন্নদ্ধঃ**—রক্ষিত হয়ে; **যোগ-মায়া-বলেন**—ইন্দ্রের স্বীয় যোগশক্তির বলে; **চ**—ও।

অনুবাদ

ইন্দ্রের কাছে যে নারায়ণ-কবচ ছিল তা ভগবান নারায়ণ থেকে অভিন্ন। সেই কবচের দ্বারা এবং তাঁর নিজের যোগশক্তির বলে ইন্দ্র বৃত্রাসুরের উদরে গিয়েও মৃত হননি।

শ্লোক ৩২

ভিত্ত্বা বজ্রেণ তৎকুক্ষিং নিষ্ক্রম্য বলভিদ্বিভুঃ ।
উচ্চকর্ত শিরঃ শত্রোর্গিরিশৃঙ্গমিবৌজসা ॥ ৩২ ॥

ভিত্ত্বা—ভেদ করে; **বজ্রেণ**—বজ্রের দ্বারা; **তৎ-কুক্ষিম্**—বৃত্রাসুরের উদর; **নিষ্ক্রম্য**—বেরিয়ে এসে; **বল-ভিৎ**—বলাসুর সংহারকারী; **বিভুঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালী দেবরাজ ইন্দ্র; **উচ্চকর্ত**—কেটে ছিলেন; **শিরঃ**—মস্তক; **শত্রোঃ**—শত্রুর; **গিরি-শৃঙ্গম্**—পর্বতশৃঙ্গ; **ইব**—সদৃশ; **ওজসা**—মহাবলের দ্বারা।

অনুবাদ

অত্যন্ত প্রভাবশালী ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা বৃত্রাসুরের উদর বিদীর্ণ করে নির্গত হয়েছিলেন। বলাসুর সংহারকারী ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ গিরিশৃঙ্গতুল্য বৃত্রের মস্তক ছেদন করেছিলেন।

শ্লোক ৩৩

বজ্রস্তু তৎকন্ধরমাশুবেগঃ
কৃন্তন্ সমন্তাৎ পরিবর্তমানঃ ।
ন্যপাতয়ৎ তাবদহর্গণেন
যো জ্যোতিষাময়নে বার্ত্রহত্যে ॥ ৩৩ ॥

বজ্রঃ—বজ্র; **তু**—কিন্তু; **তৎ-কন্ধরম্**—তার গলা; **আশু-বেগঃ**—অত্যন্ত বেগবান; **কৃন্তন্**—কাটতে; **সমন্তাৎ**—সর্বদিকে; **পরিবর্তমানঃ**—ঘুরতে ঘুরতে; **ন্যপাতয়ৎ**—নিপতিত হয়েছিল; **তাবৎ**—যতখানি; **অহঃ-গণেন**—দিন; **যঃ**—যা; **জ্যোতিষাম্**—সূর্য চন্দ্র আদি জ্যোতিষ্কের; **অয়নে**—বিষুবরেখার উভয় দিকে গমন; **বার্ত্র-হত্যে**—বৃত্রহত্যার যোগ্য কালে।

অনুবাদ

বজ্র অতিশয় বেগবান হলেও বৃত্রাসুরের গলার চারদিকে ভ্রমণ করে ছেদন করতে করতে তার এক বৎসর সময় অতীত হয়েছিল। অর্থাৎ সূর্য, চন্দ্র এবং অন্যান্য জোতিষ্কের উত্তর ও দক্ষিণ অয়নে ৩৬০ দিন অতীত হলে, বৃত্র হত্যার যোগ্য সময় উপস্থিত হয়। তখন বজ্রের দ্বারা বৃত্রাসুরের মস্তক ভূমিতে নিপতিত হয়।

শ্লোক ৩৪

তদা চ খে দুন্দুভয়ো বিনেদু-
গর্ন্ধর্বসিদ্ধাঃ সমহর্ষিসংঘাঃ ।
বার্ত্রঘ্নলিঙ্গৈস্তমভিষ্টুবানা
মন্ত্রৈর্মুদা কুসুমৈরভ্যবর্ষন্ ॥ ৩৪ ॥

তদা—তখন; **চ**—ও; **খে**—স্বর্গে; **দুন্দুভয়ঃ**—দুন্দুভি; **বিনেদুঃ**—বেজে উঠেছিল; **গন্ধর্ব**—গন্ধর্ব; **সিদ্ধাঃ**—সিদ্ধগণ; **স-মহর্ষি-সঙ্ঘাঃ**—মহর্ষিগণ সহ; **বার্ত্র-ঘ্ন-লিঙ্গৈঃ**—বৃত্রহত্যার বীর্য প্রকাশক; **তম্**—তাঁকে (ইন্দ্রকে); **অভিষ্টুবানাঃ**—অভিনন্দিত করে; **মন্ত্রৈঃ**—মন্ত্রের দ্বারা; **মুদা**—মহা আনন্দে; **কুসুমৈঃ**—পুষ্প; **অভ্যবর্ষন্**—বর্ষণ করেছিলেন।

অনুবাদ

বৃত্রাসুর নিহত হলে স্বর্গে দুন্দুভি বেজে উঠেছিল। গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিরা বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা বৃত্রহন্তা ইন্দ্রের স্তুতি করে মহাহর্ষে পুষ্পবৃষ্টি করেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

বৃত্রস্য দেহান্নিষ্ক্রান্তমাত্মজ্যোতিররিন্দম ।
পশ্যতাং সর্বদেবানামলোকং সমপদ্যত ॥ ৩৫ ॥

বৃত্রস্য—বৃত্রাসুরের; **দেহাৎ**—দেহ থেকে; **নিষ্ক্রান্তম্**—নির্গত; **আত্ম-জ্যোতিঃ**—ব্রহ্মজ্যোতির মতো উজ্জ্বল আত্মা; **অরিন্দম**—হে শত্রু দমনকারী মহারাজ পরীক্ষিৎ; **পশ্যতাম্**—দেখছিলেন; **সর্ব-দেবানাম্**—সমস্ত দেবতারা যখন; **অলোকম্**—ব্রহ্মজ্যোতিতে উদ্ভাসিত পরম ধাম; **সমপদ্যত**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

হে অরিন্দম মহারাজ পরীক্ষিৎ, তখন বৃত্রের দেহ থেকে জ্যোতির্ময় আত্মা নিষ্ক্রান্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়েছিলেন। দেবতারা দেখলেন যে, ভগবান সঙ্কর্ষণের পার্ষদরূপে তিনি চিৎ-জগতে প্রবেশ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিশ্লেষণ করেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে বৃত্রাসুরের মৃত্যু হয়নি, মৃত্যু হয়েছিল ইন্দ্রের। তিনি বলেছেন, বৃত্রাসুর যখন ইন্দ্রকে তাঁর বাহন ঐরাবত সহ গ্রাস করেন, তখন তিনি মনে করেছিলেন, "এখন আমি ইন্দ্রকে বধ করেছি, সুতরাং আর যুদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। এখন আমি ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারি।" তখন তিনি তাঁর দেহের সমস্ত কার্যকলাপ স্তব্ধ করে সমাধিমগ্ন হয়েছিলেন। বৃত্রাসুরের দেহের এই নীরবতার সুযোগ নিয়ে ইন্দ্র তাঁর উদর ভেদ করেছিলেন এবং বৃত্রাসুর যেহেতু সমাধিমগ্ন ছিলেন, তাই ইন্দ্র সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। বৃত্রাসুর যোগসমাধিস্থ ছিলেন এবং তাই ইন্দ্র তাঁর কণ্ঠ ছেদন করার চেষ্টা করলেও তা এমনই কঠোরতা প্রাপ্ত হয়েছিল যে, ইন্দ্রের বজ্রের তা কাটতে ৩৬০দিন লেগেছিল। প্রকৃতপক্ষে, ইন্দ্র বৃত্রাসুরের পরিত্যক্ত দেহটি কেটেছিলেন; বৃত্রাসুর নিহত হননি। তাঁর প্রকৃত চেতনায় বৃত্রাসুর ভগবান সঙ্কর্ষণের পার্ষদত্ব লাভ করে ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়েছিলেন। এখানে *অলোকম্* শব্দে সঙ্কর্ষণের নিত্যধাম বৈকুণ্ঠলোক বোঝানো হয়েছে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের 'বৃত্রাসুরের মহিমান্বিত মৃত্যু' নামক দ্বাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দেবরাজ ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপ

এই অধ্যায়ে ব্রাহ্মণ বৃত্রাসুরকে বধ করে ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপের ভয়ে ইন্দ্রের পলায়ন এবং বিষ্ণু কর্তৃক তাঁর রক্ষা বর্ণিত হয়েছে।

বৃত্রাসুর বধ করতে সমস্ত দেবতারা যখন ইন্দ্রকে অনুরোধ করেন, তখন বৃত্রাসুর ব্রাহ্মণ ছিলেন বলে ইন্দ্র তাঁদের সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু দেবতারা তাঁকে আশ্বাস দেন যে, বৃত্রাসুরকে বধ করলে ব্রহ্মহত্যার ভয়ের কোন কারণ নেই, কেননা ইন্দ্র নারায়ণ-কবচ অথবা স্বয়ং ভগবান নারায়ণের দ্বারা রক্ষিত। নারায়ণের নামাভাসের ফলে স্ত্রীহত্যা, গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি যাবতীয় পাপ থেকে মুক্তি লাভ হয়। দেবতারা ইন্দ্রকে অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে উপদেশ দেন, যার ফলে নারায়ণ প্রসন্ন হবেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলে সমগ্র জগৎ বিনাশের পাপ থেকেও মুক্ত হওয়া যায়।

দেবতাদের পরামর্শে ইন্দ্র বৃত্রাসুর বধে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু বৃত্রাসুর নিহত হলে সকলে সুখী হলেও ইন্দ্র সুখী হতে পারেননি, কারণ তিনি বৃত্রাসুরের মাহাত্ম্য জানতে পেরেছিলেন। এটিই মহৎ ব্যক্তির স্বভাব। মহৎ ব্যক্তি কোনরূপ নিন্দনীয় কাজ করে ঐশ্বর্য লাভ করলে লজ্জিত এবং অনুতপ্ত বোধ করেন। ইন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপে জড়িয়ে পড়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি মূর্তিমতী ব্রহ্মহত্যারূপ পাপিনীকে তাঁর পশ্চাতে দেখতে পেয়ে, ভয়ে সেই পাপ থেকে মুক্তির উপায় চিন্তা করতে করতে চতুর্দিকে ধাবমান হতে লাগলেন। তিনি মানস সরোবরে লক্ষ্মীর দ্বারা সংরক্ষিত হয়ে, সেখানে এক হাজার বছর ধরে ধ্যান করেন। সেই সময় নহুষ স্বর্গে ইন্দ্রের প্রতিনিধিরূপে রাজত্ব করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, তিনি ইন্দ্রের পত্নী শচীদেবীর রূপে আকৃষ্ট হন এবং সেই পাপবাসনার ফলে তিনি সর্পযোনি প্রাপ্ত হন। পরে ইন্দ্র ব্রহ্মর্ষিদের সাহায্যে এক মহান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এইভাবে তিনি ব্রহ্মহত্যারূপ পাপ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

বৃত্রে হতে ত্রয়ো লোকা বিনা শক্রেণ ভূরিদ ।
সপালা হ্যভবন্ সদ্যো বিজ্বরা নির্বৃতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **বৃত্রে হতে**—বৃত্রাসুর নিহত হলে; **ত্রয়ঃ লোকাঃ**—ত্রিভুবন (স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতাল); **বিনা**—ব্যতীত; **শক্রেণ**—ইন্দ্র; **ভূরিদ**—প্রভূত দানশীল মহারাজ পরীক্ষিৎ; **সপালাঃ**—বিবিধ লোকপালগণ সহ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অভবন্**—হয়েছিলেন; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **বিজ্বরাঃ**—মৃত্যুভয় রহিত; **নির্বৃত**—অত্যন্ত আনন্দিত; **ইন্দ্রিয়াঃ**—যার ইন্দ্রিয়।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে প্রভূত দানশীল মহারাজ পরীক্ষিৎ, বৃত্রাসুর নিহত হলে, ইন্দ্র ব্যতীত লোকপালগণ সহ ত্রিভুবনের সকলেই তখন সন্তাপ রহিত হয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২

দেবর্ষিপিতৃভূতানি দৈত্যা দেবানুগাঃ স্বয়ম্ ।
প্রতিজগ্মুঃ স্বধিষ্ণ্যানি ব্রহ্মেশেন্দ্রাদয়স্ততঃ ॥ ২ ॥

দেব—দেবতাগণ; **ঋষি**—মহর্ষিগণ; **পিতৃ**—পিতৃগণ; **ভূতানি**—এবং অন্য সমস্ত জীবগণ; **দৈত্যাঃ**—দৈত্যগণ; **দেবানুগাঃ**—দেবতাদের নীতি পালনকারী অন্যান্য লোকের অধিবাসীগণ; **স্বয়ম্**—স্বতন্ত্রভাবে (ইন্দ্রের অনুমতি না নিয়ে); **প্রতিজগ্মুঃ**—প্রত্যাবর্তন করেছিলেন; **স্ব-ধিষ্ণ্যানি**—তাঁদের নিজ নিজ লোকে এবং গৃহে; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্মা; **ঈশ**—শিব; **ইন্দ্রাদয়ঃ**—এবং ইন্দ্র প্রমুখ দেবতাগণ; **ততঃ**—তারপর।

অনুবাদ

তারপর, দেবতা, ঋষি, পিতৃ, ভূত, দৈত্য, দেবানুগগণ এবং ব্রহ্মা, শিব ও ইন্দ্রের অনুগামী দেবতারা সকলে তাঁদের স্বস্থানে প্রস্থান করেছিলেন। যাওয়ার সময় কিন্তু তাঁরা কেউই ইন্দ্রকে কোন সম্ভাষণ করেননি।

তাৎপর্য

এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন—

ব্রহ্মেশেন্দ্রাদয় ইতি। ইন্দ্রস্য স্বধিষ্ণ্যগমনং নোপপদ্যতে বৃত্রবধক্ষণ এব ব্রহ্মহত্যোপদ্রবপ্রাপ্তেঃ। তস্মাৎ তত ইত্যনেন মানসসরোবরাদ্ আগত্য প্রবর্তিতাদ্ অশ্বমেধাৎ পরত ইতি ব্যাখ্যেয়ম্।

ব্রহ্মা, শিব এবং অন্যান্য দেবতারা তাঁদের স্ব-স্ব স্থানে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, কিন্তু ইন্দ্র যাননি, কারণ যথার্থ ব্রাহ্মণ বৃত্রাসুরকে বধ করার ফলে, তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন। বৃত্রাসুরকে বধ করার পর ইন্দ্র মানস-সরোবরে গিয়ে তাঁর পাপ থেকে মুক্ত হন। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন এবং তারপর তাঁর গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।

শ্লোক ৩

শ্রীরাজোবাচ

ইন্দ্রস্যানির্বৃতের্হেতুং শ্রোতুমিচ্ছামি ভো মুনে।
যেনাসন্ সুখিনো দেবা হরের্দুঃখং কুতোঽভবৎ ॥ ৩ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করেছিলেন; **ইন্দ্রস্য**—দেবরাজ ইন্দ্রের; **অনির্বৃতেঃ**—দুঃখের; **হেতুম্**—কারণ; **শ্রোতুম্**—শুনতে; **ইচ্ছামি**—ইচ্ছা করি; **ভোঃ**—হে প্রভু; **মুনে**—হে মহর্ষি শুকদেব গোস্বামী; **যেন**—যার দ্বারা; **আসন্**—ছিল; **সুখিনঃ**—অত্যন্ত সুখী; **দেবাঃ**—দেবতারা; **হরেঃ**—দেবরাজ ইন্দ্রের; **দুঃখম্**—দুঃখ; **কুতঃ**—কোথা থেকে; **অভবৎ**—হয়েছিল।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—হে মহর্ষে, ইন্দ্রের দুঃখের কি কারণ ছিল? আমি তা জানতে ইচ্ছা করি। তিনি যখন বৃত্রাসুরকে বধ করেছিলেন, তখন সমস্ত দেবতারা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। তা হলে ইন্দ্র কেন অসুখী ছিলেন?

তাৎপর্য

এটি অবশ্যই অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ প্রশ্ন। যখন কোন অসুরের মৃত্যু হয়, তখন সমস্ত দেবতারা নিশ্চিতরূপে অত্যন্ত সুখী হন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে অন্য সমস্ত

দেবতারা সুখী হলেও ইন্দ্র সুখী হননি। কেন? সেই সম্বন্ধে বলা যেতে পারে, ইন্দ্রের দুঃখের কারণ ছিল যে, তিনি জানতেন বৃত্রাসুর একজন মহান ভক্ত ও ব্রাহ্মণ। বাহ্য দৃষ্টিতে বৃত্রাসুরকে একজন অসুর বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু অন্তরে তিনি ছিলেন ভগবানের এক মহান ভক্ত এবং তাই এক মহান ব্রাহ্মণ।

এখানে স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যাঁরা একটুও আসুরিক বৃত্তিসম্পন্ন নন, যেমন প্রহ্লাদ মহারাজ এবং বলি মহারাজ, তাঁরা বাহ্যত অসুরবংশে জন্মগ্রহণ করতে পারেন অথবা তাঁদেরকে আসুরিক বলে মনে হতে পারে। তাই প্রকৃত সংস্কৃতি অনুসারে, কেবল জন্মের দ্বারা কাউকে দেবতা অথবা দৈত্য বলে বিচার করা উচিত নয়। বৃত্রাসুর যে ভগবানের কত বড় একজন ভক্ত, ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় তা প্রমাণিত হয়েছিল। অধিকন্তু, ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে যখন আপাতদৃষ্টিতে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল, তখন বৃত্রাসুর সঙ্কর্ষণের পার্ষদত্ব লাভ করে বৈকুণ্ঠলোকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। ইন্দ্র সেই কথা জানতেন এবং তাই তিনি বৃত্রাসুরকে বধ করে অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়েছিলেন, কারণ প্রকৃতপক্ষে বৃত্রাসুর ছিলেন একজন বৈষ্ণব বা ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব নাও হতে পারেন কিন্তু বৈষ্ণব সর্বদাই ব্রাহ্মণ। *পদ্ম-পুরাণে* বলা হয়েছে—

> *ষট্‌কর্মনিপুণো বিপ্রো মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ ।*
> *অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাদ্বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ ॥*

সংস্কার অনুসারে কেউ ব্রাহ্মণ হতে পারেন এবং মন্ত্রতন্ত্রে বিশারদ হতে পারেন, কিন্তু তিনি যদি বৈষ্ণব না হন, তা হলে তিনি গুরু হতে পারেন না। অর্থাৎ একজন সুদক্ষ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব নাও হতে পারেন, কিন্তু বৈষ্ণব সর্বদাই গুণগতভাবে ব্রাহ্মণ। একজন কোটিপতির কাছে স্বভাবতই হাজার টাকা রয়েছে, কিন্তু যাঁর কাছে হাজার টাকা রয়েছে তিনি কোটিপতি নাও হতে পারেন। বৃত্রাসুর ছিলেন একজন আদর্শ বৈষ্ণব এবং তাই তিনি ব্রাহ্মণও ছিলেন।

শ্লোক ৪

শ্রীশুক উবাচ

বৃত্রবিক্রমসংবিগ্নাঃ সর্বে দেবাঃ সহর্ষিভিঃ ।
তদ্বধায়ার্থয়ন্নিন্দ্রং নৈচ্ছদ্ ভীতো বৃহদ্বধাৎ ॥ ৪ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **বৃত্র**—বৃত্রাসুরের; **বিক্রম**—বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপে; **সংবিগ্নাঃ**—অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে; **সর্বে**—সমস্ত; **দেবাঃ**—দেবতারা; **সহ**

ঋষিভিঃ—মহর্ষিগণ সহ; **তৎ-বধায়**—তাঁকে বধ করার জন্য; **অর্থয়ন্**—অনুরোধ করেছিলেন; **ইন্দ্রম্**—ইন্দ্রকে; **ন ঐচ্ছৎ**—প্রত্যাখ্যান করেছিলেন; **ভীতঃ**—ভীত হয়ে; **বৃহৎ-বধাৎ**—ব্রহ্মহত্যার ফলে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী উত্তর দিয়েছিলেন—বৃত্রাসুরের বিক্রমে উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁকে বধ করার জন্য সমস্ত ঋষি এবং দেবতাগণ যখন ইন্দ্রের কাছে অনুরোধ করেছিলেন, তখন ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যার ভয়ে ভীত হয়ে তাতে অস্বীকার করেছিলেন।

শ্লোক ৫

ইন্দ্র উবাচ

স্ত্রীভূদ্রুমজলৈরেনো বিশ্বরূপবধোদ্ভবম্ ।
বিভক্তমনুগৃহ্ণদ্ভির্বৃত্রহত্যাং ক্ব মার্জ্ম্যহম্ ॥ ৫ ॥

ইন্দ্রঃ উবাচ—দেবরাজ ইন্দ্র উত্তর দিয়েছিলেন; **স্ত্রী**—স্ত্রী; **ভূ**—ভূমি; **দ্রুম**—বৃক্ষ; **জলৈঃ**—এবং জল; **এনঃ**—এই (পাপ); **বিশ্বরূপ**—বিশ্বরূপ; **বধ**—বধ করার ফলে; **উদ্ভবম্**—উৎপন্ন হয়েছিল; **বিভক্তম্**—বিভক্ত; **অনুগৃহ্ণদ্ভিঃ**—আমার প্রতি তাদের অনুগ্রহ প্রদর্শন করে; **বৃত্র-হত্যাম্**—বৃত্রহত্যা; **ক্ব**—কিভাবে; **মার্জ্মি**—কিভাবে মুক্ত হব; **অহম্**—আমি।

অনুবাদ

দেবরাজ ইন্দ্র উত্তর দিয়েছিলেন—বিশ্বরূপকে বধ করার ফলে আমার যে পাপ হয়েছিল তা স্ত্রী, ভূমি, বৃক্ষ এবং জল অনুগ্রহপূর্বক বিভক্ত করে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু এখন আর একজন ব্রাহ্মণ বৃত্রাসুরকে বধ করলে, সেই ব্রহ্মহত্যারূপ পাপ থেকে আমি কিভাবে মুক্ত হব?

শ্লোক ৬

শ্রীশুক উবাচ

ঋষয়স্তদুপাকর্ণ্য মহেন্দ্রমিদমব্রুবন্ ।
যাজয়িষ্যাম ভদ্রং তে হয়মেধেন মা স্ম ভৈঃ ॥ ৬ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ঋষয়ঃ**—ঋষিগণ; **তৎ**—তা; **উপাকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **মহা-ইন্দ্রম্**—দেবরাজ ইন্দ্রকে; **ইদম্**—এই; **অব্রুবন্**—

বলেছিলেন; **যাজয়িষ্যামঃ**—আমরা এক মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করব; **ভদ্রম্**—মঙ্গল; **তে**—তোমার; **হয়মেধেন**—অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা; **মা স্ম ভৈঃ**—ভয় করো না।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—দেবরাজ ইন্দ্রের সেই বাক্য শ্রবণ করে মহান ঋষিগণ বলেছিলেন, "হে দেবরাজ, তোমার মঙ্গল হবে। তুমি সেই জন্য কোন ভয় করো না। আমরা তোমাকে দিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ করাব, তার ফলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ থেকে তুমি মুক্ত হবে।"

শ্লোক ৭

হয়মেধেন পুরুষং পরমাত্মানমীশ্বরম্ ।
ইষ্ট্বা নারায়ণং দেবং মোক্ষ্যসেঽপি জগদ্বধাৎ ॥ ৭ ॥

হয়মেধেন—অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা; **পুরুষম্**—পরম পুরুষ; **পরমাত্মানম্**—পরমাত্মা; **ঈশ্বরম্**—পরম ঈশ্বর; **ইষ্ট্বা**—পূজা করে; **নারায়ণম্**—নারায়ণকে; **দেবম্**—ভগবান; **মোক্ষ্যসে**—তুমি মুক্ত হবে; **অপি**—ও; **জগৎ-বধাৎ**—সমস্ত জগৎ বধজনিত পাপ থেকে।

অনুবাদ

ঋষিরা বললেন—হে ইন্দ্র, অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা পরম পুরুষ পরমাত্মা পরমেশ্বর নারায়ণের প্রসন্নতা বিধান করার ফলে, তুমি সমস্ত জগৎ বধজনিত পাপ থেকেও মুক্ত হতে পারবে, অতএব বৃত্রবধের আর কি কথা।

শ্লোক ৮-৯

ব্রহ্মহা পিতৃহা গোঘ্নো মাতৃহাচার্যহাঘবান্ ।
শ্বাদঃ পুল্কসকো বাপি শুদ্ধ্যেরন্ যস্য কীর্তনাৎ ॥ ৮ ॥
তমশ্বমেধেন মহামখেন
শ্রদ্ধান্বিতোঽস্মাভিরনুষ্ঠিতেন ।
হত্বাপি সব্রহ্মচরাচরং ত্বং
ন লিপ্যসে কিং খলনিগ্রহেণ ॥ ৯ ॥

ব্রহ্ম-হা—ব্রহ্মঘাতী; **পিতৃ-হা**—পিতৃহন্তা; **গো-ঘ্নঃ**—গো-হত্যাকারী; **মাতৃ-হা**—মাতৃ-হত্যাকারী; **আচার্য-হা**—গুরু-হত্যাকারী; **অঘবান্**—এই প্রকার পাপী; **শ্ব-অদঃ**—শ্বপচ; **পুল্কসকঃ**—চণ্ডাল; **বা**—অথবা; **অপি**—ও; **শুদ্ধ্যেরন্**—শুদ্ধ হতে পারে; **যস্য**—যাঁর (ভগবান নারায়ণের); **কীর্তনাৎ**—দিব্য নাম কীর্তনের ফলে; **তম্**—তাঁকে; **অশ্বমেধেন**—অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা; **মহা-মখেন**—সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ; **শ্রদ্ধান্বিতঃ**—শ্রদ্ধাযুক্ত; **অস্মাভিঃ**—আমাদের দ্বারা; **অনুষ্ঠিতেন**—অনুষ্ঠিত; **হত্বা**—হত্যা করে; **অপি**—ও; **স-ব্রহ্ম-চরাচরম্**—ব্রাহ্মণ সহ সমস্ত জীব; **ত্বম্**—তুমি; **ন**—না; **লিপ্যসে**—কলুষিত হবে; **কিম্**—কি কথা; **খল-নিগ্রহেণ**—এক দুষ্ট অসুরকে হত্যা করার দ্বারা।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীনারায়ণের পবিত্র নাম কীর্তন করার ফলে ব্রাহ্মণ, গাভী, পিতা, মাতা অথবা গুরুহত্যার পাপ থেকেও মুক্ত হওয়া যায়। শূদ্রাধম শ্বপচ এবং চণ্ডাল আদি পাপীরা পর্যন্ত এইভাবে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে। আর তুমি ভক্তিমান এবং আমরা তোমাকে মহান অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে সাহায্য করব। তুমি যদি এইভাবে ভগবান নারায়ণের প্রসন্নতা বিধান কর, তা হলে তুমি ব্রাহ্মণ সহ সমস্ত প্রাণিহত্যা করলেও পাপে লিপ্ত হবে না, অতএব বৃত্রাসুরের মতো দুষ্ট অসুরহত্যা-জনিত পাপের আর কি কথা।

তাৎপর্য

বৃহদ্বিষ্ণু পুরাণে বলা হয়েছে—

> *নাম্নো হি যাবতী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ ।*
> *তাবৎ কর্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী নরঃ ॥*

জগদানন্দ পণ্ডিতের *প্রেমবিবর্তেও* বলা হয়েছে—

> *এক কৃষ্ণনামে পাপীর যত পাপক্ষয় ।*
> *বহু জন্মে সেই পাপী করিতে নারয় ॥*

অর্থাৎ ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তনের ফলে, কল্পনার অতীত পাপের ফল থেকে মুক্ত হওয়া যায়। ভগবানের পবিত্র নাম এমনই চিন্ময় শক্তি সমন্বিত যে, তা কীর্তনের ফলেই সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। অতএব যাঁরা নিয়মিতভাবে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করেন অথবা ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করেন, তাঁদের আর কি কথা? এই প্রকার শুদ্ধ ভক্তদের পাপমোচন নিশ্চিতভাবেই হবে।

কিন্তু তা বলে নামবলে পাপাচরণ করা উচিত নয়। সেটি নাম প্রভুর চরণে সব চাইতে গর্হিত অপরাধ। *নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধিঃ* —ভগবানের নাম অবশ্যই সমস্ত পাপ ক্ষয় করতে পারে, কিন্তু কেউ যদি নাম-বলে পাপাচরণ করে, তা হলে তা অত্যন্ত নিন্দনীয় অপরাধ।

এই শ্লোকগুলিতে অনেক প্রকার পাপকর্মের উল্লেখ করা হয়েছে। *মনু-সংহিতায়* নিম্নলিখিত নামগুলি দেওয়া হয়েছে। শূদ্রা মাতার গর্ভে ব্রাহ্মণ পিতার সন্তানকে বলা হয় *পারশব* বা *নিষাদ* অর্থাৎ চৌর্য প্রবৃত্তিসম্পন্ন ব্যাধ। শূদ্রা রমণীর গর্ভে নিষাদের পুত্রকে বলা হয় *পুক্কশ* । শূদ্র কন্যার গর্ভে ক্ষত্রিয়ের পুত্রকে বলা হয় *উগ্র* । ক্ষত্রিয় কন্যার গর্ভে শূদ্র পিতার পুত্রকে বলা হয় *ক্ষত্তা* । নিম্নবর্ণের স্ত্রীর গর্ভে ক্ষত্রিয়ের সন্তানকে বলা হয় *শ্বাদ* বা *শ্বপচ* । এই প্রকার সন্তানদের অত্যন্ত পাপী বলে বিবেচনা করা হয়, কিন্তু ভগবানের দিব্য নাম এতই শক্তিশালী যে, কেবলমাত্র হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে তারা সকলেই পবিত্র হতে পারে।

হরেকৃষ্ণ আন্দোলন জন্ম বা কুলের বিচার না করে, সকলকেই পবিত্র হওয়ার সুযোগ প্রদান করছে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/৪/১৮) সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে—

কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশা
আভীরশুম্ভা যবনাঃ খসাদয়ঃ ।
যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥

"কিরাত, হূণ, আন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, শুম্ভ, যবন, খস তথা অন্যান্য সমস্ত জাতির পাপাসক্ত মানুষেরা যাঁর ভক্তদের আশ্রয় গ্রহণ করার ফলে শুদ্ধ হতে পারে, আমি সেই পরম শক্তিশালী পরমেশ্বর ভগবানকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।" এই প্রকার পাপীরাও যদি শুদ্ধ ভক্তের নির্দেশে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করে, তা হলে নিশ্চিতভাবে পবিত্র হতে পারে।

এখানে ঋষিরা ইন্দ্রকে ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপের ভয় থাকা সত্ত্বেও বৃত্রাসুরকে বধ করতে অনুপ্রাণিত করেছেন এবং তাঁরা তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা তাঁর সেই পাপ মোচন হবে। কিন্তু এই প্রকার উদ্দেশ্য- মূলক প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পাপ মোচন হয় না। তা আমরা পরবর্তী শ্লোকে দেখতে পাব।

শ্লোক ১০

শ্রীশুক উবাচ

এবং সঞ্চোদিতো বিপ্রৈর্মরুত্বানহনদ্রিপুম্ ।
ব্রহ্মহত্যা হতে তস্মিন্নাসসাদ বৃষাকপিম্ ॥ ১০ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **সঞ্চোদিতঃ**—অনুপ্রাণিত হয়ে; **বিপ্রৈঃ**—ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **মরুত্বান্**—ইন্দ্র; **অহনৎ**—হত্যা করেছিলেন; **রিপুম্**—তাঁর শত্রু বৃত্রাসুরকে; **ব্রহ্ম-হত্যা**—ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপ; **হতে**—নিহত হয়েছিলেন; **তস্মিন্**—তিনি (বৃত্রাসুর) যখন; **আসসাদ**—আশ্রয় গ্রহণ করেছিল; **বৃষাকপিম্**—ইন্দ্র, যাঁর আর এক নাম বৃষাকপি।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—ঋষিদের বাক্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করেছিলেন, কিন্তু বৃত্রাসুর নিহত হলে, সেই ব্রহ্মহত্যার পাপ ইন্দ্রকে আশ্রয় করেছিল।

তাৎপর্য

বৃত্রাসুরকে বধ করার পর ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপ এড়াতে পারেননি। পূর্বে তিনি পরিস্থিতি-জনিত ক্রোধের বশে এক ব্রাহ্মণ বিশ্বরূপকে হত্যা করেছিলেন, কিন্তু এখন ঋষিদের অনুরোধে তিনি সুপরিকল্পিতভাবে আর একজন ব্রাহ্মণকে হত্যা করলেন। তাই এই পাপের ফল অত্যন্ত গুরুতর ছিল। কেবল প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে ইন্দ্রের পক্ষে সেই পাপ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব ছিল না। তাঁকে তাঁর পাপের কঠোর ফল ভোগ করতে হয়েছিল এবং তারপর তিনি যখন তা থেকে মুক্ত হয়েছিলেন, তখনই কেবল ব্রাহ্মণেরা তাঁকে দিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়েছিলেন। ভগবানের পবিত্র নামের বলে জেনে শুনে পাপাচরণ করা অথবা প্রায়শ্চিত্ত করার দ্বারা কেউই পাপমুক্ত হতে পারেন না, এমন কি ইন্দ্র অথবা নহুষ তা পারেননি। ইন্দ্র যখন স্বর্গে অনুপস্থিত ছিলেন, তখন নহুষ তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। তিনি যে পাপ করেছিলেন তা মোচন করার জন্য সর্বত্র ভ্রমণ করেও তিনি সার্থক হতে পারেননি।

শ্লোক ১১

তয়েন্দ্রঃ স্মাসহৎ তাপং নির্বৃতির্নামুমাবিশৎ ।
হ্রীমন্তং বাচ্যতাং প্রাপ্তং সুখয়ন্ত্যপি নো গুণাঃ ॥ ১১ ॥

তয়া—সেই কর্মের দ্বারা; **ইন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **স্ম**—বস্তুতপক্ষে; **অসহৎ**—ভোগ করেছিলেন; **তাপম্**—দুঃখ; **নির্বৃতিঃ**—সুখ; **নঃ**—না; **অমুম্**—তাঁকে; **আবিশৎ**—প্রবেশ করেছিল; **হ্রীমন্তম্**—লজ্জাশীল; **বাচ্যতাম্**—অপযশ; **প্রাপ্তম্**—প্রাপ্ত হয়ে; **সুখয়ন্তি**—সুখ প্রদান করে; **অপি**—যদিও; **নো**—না; **গুণাঃ**—ঐশ্বর্য আদি লাভ।

অনুবাদ

দেবতাদের পরামর্শে ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করেছিলেন এবং সেই পাপের ফলে তাঁকে দুঃখ ভোগ করতে হয়েছিল। অন্যান্য দেবতারা যদিও তার ফলে সুখী হয়েছিলেন, কিন্তু ইন্দ্র সুখী হতে পারেননি। ঐশ্বর্য, ধৈর্য আদি অন্যান্য সদ্‌গুণ তাঁকে সেই পাপ থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করেনি।

তাৎপর্য

পাপকর্ম করে যদি ঐশ্বর্য লাভও হয়, তা হলেও সুখী হওয়া যায় না। ইন্দ্র এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। লোকেরা তাঁকে এই বলে নিন্দা করতে শুরু করেছিল, "এই ব্যক্তি স্বর্গসুখ ভোগ করার জন্য ব্রহ্মহত্যা করেছে।" তাই স্বর্গের রাজা হওয়া সত্ত্বেও এবং জড় ঐশ্বর্য ভোগ করা সত্ত্বেও, জনসাধারণের এই অভিযোগের ফলে ইন্দ্র অসুখী হয়েছিলেন।

শ্লোক ১২-১৩

তাং দদর্শানুধাবন্তীং চাণ্ডালীমিব রূপিণীম্ ।
জরয়া বেপমানাঙ্গীং যক্ষ্মগ্রস্তামসৃক্‌পটাম্ ॥ ১২ ॥
বিকীর্য পলিতান্ কেশাংস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভাষিণীম্ ।
মীনগন্ধ্যসুগন্ধেন কুর্বতীং মার্গদূষণম্ ॥১৩ ॥

তাম্—সেই পাপ; **দদর্শ**—তিনি দেখেছিলেন; **অনুধাবন্তীম্**—পশ্চাদ্ধাবন করে; **চাণ্ডালীম্**—চণ্ডালী; **ইব**—সদৃশ; **রূপিণীম্**—রূপী; **জরয়া**—বার্ধক্যবশত; **বেপমান-অঙ্গীম্**—যার অঙ্গ কম্পিত হচ্ছিল; **যক্ষ্ম-গ্রস্তাম্**—যক্ষ্মা-রোগাক্রান্ত; **অসৃক্-পটাম্**—

যার বস্ত্র রক্তে রঞ্জিত; **বিকীর্য**—বিক্ষিপ্ত করে; **পলিতান্**—পক; **কেশান্**—কেশ; **তিষ্ঠ তিষ্ঠ**—দাঁড়াও, দাঁড়াও; **ইতি**—এইভাবে; **ভাষিণীম্**—বলে; **মীন-গন্ধি**—মাছের গন্ধ; **অসু**—যার শ্বাস; **গন্ধেন**—দুর্গন্ধের দ্বারা; **কুর্বতীম্**—করে; **মার্গ-দূষণম্**—সারা পথ দূষিত।

অনুবাদ

ইন্দ্র দেখলেন, চণ্ডালীর মতো মূর্তিমতী ব্রহ্মহত্যা তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে আসছে। তার দেহ জরাগ্রস্ত এবং তার ফলে তার অঙ্গ থরথর করে কাঁপছে। সে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত এবং তাই তার দেহ ও পরিধেয় বস্ত্র রক্তে রঞ্জিত। তার শ্বাসবায়ু মৎস্যের মতো অসহ্য দুর্গন্ধ ত্যাগ করছে এবং তাতে পথ পর্যন্ত দূষিত হয়ে গিয়েছে। সে ইন্দ্রকে "দাঁড়াও, দাঁড়াও" বলে পশ্চাদ্ধাবন করছে।

তাৎপর্য

যক্ষ্মারোগ হলে প্রায়ই রক্তবমি হয় এবং তার ফলে পরিচ্ছদ রক্তাক্ত হয়।

শ্লোক ১৪

নভো গতো দিশঃ সর্বাঃ সহস্রাক্ষো বিশাম্পতে ।
প্রাগুদীচীং দিশং তূর্ণং প্রবিষ্টো নৃপ মানসম্ ॥ ১৪ ॥

নভঃ—আকাশে; **গতঃ**—গিয়ে; **দিশঃ**—দিকে; **সর্বাঃ**—সমস্ত; **সহস্রাক্ষঃ**—ইন্দ্র, যিনি এক হাজার চক্ষু সমন্বিত; **বিশাম্পতে**—হে রাজন্; **প্রাক্-উদীচীম্**—উত্তর-পূর্ব; **দিশম্**—দিকে; **তূর্ণম্**—অত্যন্ত দ্রুতবেগে; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করেছিলেন; **নৃপ**—হে রাজন্; **মানসম্**—মানস-সরোবরে।

অনুবাদ

হে রাজন্, ইন্দ্র প্রথমে আকাশে পলায়ন করেছিলেন, কিন্তু সেখানেও তিনি দেখলেন যে মূর্তিমতী ব্রহ্মহত্যা তাঁকে অনুসরণ করছে। তিনি যেখানেই গেলেন, সেখানেই সেই পিশাচী তাঁকে অনুসরণ করেছিল। অবশেষে তিনি দ্রুতবেগে উত্তর-পূর্ব কোণে মানস সরোবরে প্রবেশ করেছিলেন।

শ্লোক ১৫

স আবসৎ পুষ্করনালতন্তূ-
নলব্ধভোগো যদিহাগ্নিদূতঃ ।
বর্ষাণি সাহস্রমলক্ষিতোঽন্তঃ
সঞ্চিন্তয়ন্ ব্রহ্মবধাদ্ বিমোক্ষম্ ॥ ১৫ ॥

সঃ—তিনি (ইন্দ্র); **আবসৎ**—বাস করেছিলেন; **পুষ্কর-নাল-তন্তূন্**—পদ্মনাল তন্তুতে; **অলব্ধ-ভোগঃ**—কোন প্রকার জড় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য না প্রাপ্ত হয়ে (প্রকৃতপক্ষে সমস্ত জড়-জাগতিক আবশ্যকতাগুলি থেকে বঞ্চিত হয়ে); **যৎ**—যা; **ইহ**—এখানে; **অগ্নি-দূতঃ**—অগ্নিদেবরূপ দূত; **বর্ষাণি**—দিব্য বৎসর; **সাহস্রম্**—এক হাজার; **অলক্ষিতঃ**—অদৃশ্য; **অন্তঃ**—তার অন্তরে; **সঞ্চিন্তয়ন্**—সর্বদা চিন্তা করে; **ব্রহ্ম-বধাৎ**—ব্রহ্মহত্যা থেকে; **বিমোক্ষম্**—মুক্তি।

অনুবাদ

ইন্দ্র সেই মানস সরোবরে অন্যের অলক্ষিতভাবে ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপ থেকে মুক্তির উপায় চিন্তা করতে করতে পদ্মনাল তন্তুতে এক হাজার বছর বাস করেছিলেন। অগ্নিদেব সমস্ত যজ্ঞের ভাগ তাঁর জন্য আনয়ন করতেন, কিন্তু জলে প্রবেশ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল বলে, এই দীর্ঘকাল দেবরাজ ইন্দ্র প্রায় অনাহারেই ছিলেন।

শ্লোক ১৬

তাবৎ ত্রিণাকং নহুষঃ শশাস
বিদ্যাতপোযোগবলানুভাবঃ ।
স সম্পদৈশ্বর্যমদান্ধবুদ্ধি-
র্নীতস্তিরশ্চাং গতিমিন্দ্রপত্ন্যা ॥ ১৬ ॥

তাবৎ—ততদিন পর্যন্ত; **ত্রিণাকম্**—স্বর্গলোক; **নহুষঃ**—নহুষ; **শশাস**—শাসন করেছিলেন; **বিদ্যা**—বিদ্যা; **তপঃ**—তপস্যা; **যোগ**—যোগশক্তি; **বল**—এবং বলের দ্বারা; **অনুভাবঃ**—সমন্বিত হয়ে; **সঃ**—তিনি (নহুষ); **সম্পৎ**—সম্পদ; **ঐশ্বর্য**—এবং ঐশ্বর্যের; **মদ**—গর্বে; **অন্ধ**—অন্ধ; **বুদ্ধিঃ**—তাঁর বুদ্ধি; **নীতঃ**—প্রাপ্ত হয়েছিল; **তিরশ্চাম্**—সর্পের; **গতিম্**—গতি; **ইন্দ্র-পত্ন্যা**—ইন্দ্রপত্নী শচীদেবীর দ্বারা।

অনুবাদ

যে পর্যন্ত ইন্দ্র জলে পদ্মনাল তন্তুতে বাস করছিলেন, সেই সময় পর্যন্ত নহুষ তাঁর বিদ্যা, তপস্যা এবং যোগবলে স্বর্গলোক শাসন করার যোগ্যতা-সম্পন্ন হওয়ার ফলে, স্বর্গরাজ্য শাসন করেছিলেন। কিন্তু নহুষ সম্পদ ও ঐশ্বর্যগর্বে মদান্ধ হয়ে ইন্দ্রপত্নী শচীকে ভোগ করার অবৈধ বাসনা করেন। তার ফলে নহুষ ব্রহ্মশাপে সর্পযোনি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৭

ততো গতো ব্রহ্মগিরোপহূত
ঋতম্ভরধ্যাননিবারিতাঘঃ ।
পাপস্তু দিগ্‌দেবতয়া হতৌজা-
স্তং নাভ্যভূদবিতং বিষ্ণুপত্ন্যা ॥ ১৭ ॥

ততঃ—তারপর; **গতঃ**—গিয়ে; **ব্রহ্ম**—ব্রাহ্মণের; **গিরা**—বাক্যের দ্বারা; **উপহূতঃ**—আমন্ত্রিত হয়ে; **ঋতম্ভর**—সত্যপালক পরমেশ্বরের; **ধ্যান**—ধ্যানের দ্বারা; **নিবারিত**—নিবারিত; **অঘঃ**—যাঁর পাপ; **পাপঃ**—পাপকর্ম; **তু**—তখন; **দিক্‌-দেবতয়া**—রুদ্রদেবের দ্বারা; **হত-ওজাঃ**—যাঁর বল ক্ষয় হয়েছিল; **তম্**—তাঁকে (ইন্দ্রকে); **ন অভ্যভূৎ**—পরাভূত করতে পারেনি; **অবিতম্**—সংরক্ষিত হয়ে; **বিষ্ণু-পত্ন্যা**—বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা।

অনুবাদ

দিক দেবতা শ্রীরুদ্রের প্রভাবে ইন্দ্রের পাপ ক্ষীণ হয়েছিল। ইন্দ্র যেহেতু মানস-সরোবরের পদ্মবনস্থিত বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা সংরক্ষিত হয়েছিলেন, তাই তাঁর পাপ তাঁকে প্রভাবিত করতে পারেনি। চরমে ইন্দ্র নিষ্ঠা সহকারে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করার ফলে, তাঁর সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। তারপর তিনি ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণে পুনরায় স্বর্গলোকে ফিরে গিয়ে দেবরাজের পদে অধিষ্ঠিত হন।

শ্লোক ১৮

তং চ ব্রহ্মর্ষয়োঽভ্যেত্য হয়মেধেন ভারত ।
যথাবদ্দীক্ষয়াঞ্চক্রুঃ পুরুষারাধনেন হ ॥ ১৮ ॥

তম্—তাঁকে (দেবরাজ ইন্দ্রকে); **চ**—এবং; **ব্রহ্ম-ঋষয়ঃ**—ব্রহ্মর্ষিগণ; **অভ্যেত্য**—সমীপবর্তী হয়ে; **হয়মেধেন**—অশ্বমেধ যজ্ঞে; **ভারত**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **যথাবৎ**—নিয়মানুসারে; **দীক্ষয়াম্ চক্রুঃ**—দীক্ষিত করেছিলেন; **পুরুষ-আরাধনেন**—পরম পুরুষ শ্রীহরির আরাধনা সমন্বিত; **হ**—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

হে রাজন্, দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গে ফিরে গেলে, ব্রহ্মর্ষিরা তাঁর কাছে এসে পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞে তাঁকে যথাযথভাবে দীক্ষিত করেছিলেন।

শ্লোক ১৯-২০

অথেজ্যমানে পুরুষে সর্বদেবময়াত্মনি ।
অশ্বমেধে মহেন্দ্রেণ বিততে ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ ১৯ ॥
স বৈ ত্বাষ্ট্রবধো ভূয়ানপি পাপচয়ো নৃপ ।
নীতস্তেনৈব শূন্যায় নীহার ইব ভানুনা ॥ ২০ ॥

অথ—অতএব; **ইজ্যমানে**—পূজিত হয়ে; **পুরুষে**—পরমেশ্বর ভগবান; **সর্ব**—সমস্ত; **দেব-ময়-আত্মনি**—পরমাত্মা এবং দেবতাদের পালক; **অশ্বমেধে**—অশ্বমেধ যজ্ঞের মাধ্যমে; **মহা-ইন্দ্রেণ**—দেবরাজ ইন্দ্রের দ্বারা; **বিততে**—অনুষ্ঠিত হলে; **ব্রহ্ম-বাদিভিঃ**—বৈদিক জ্ঞানে পারদর্শী ব্রাহ্মণ এবং ঋষিদের দ্বারা; **সঃ**—তা; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **ত্বাষ্ট্র-বধঃ**—ত্বষ্টার পুত্র বৃত্রাসুরের বধ; **ভূয়ান্**—হতে পারে; **অপি**—যদিও; **পাপচয়ঃ**—পাপসমূহ; **নৃপ**—হে রাজন্; **নীতঃ**—আনীত; **তেন**—তার দ্বারা (অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা); **এব**—নিশ্চিতভাবে; **শূন্যায়**—শূন্যে; **নীহারঃ**—কুজ্ঝটিকা; **ইব**—সদৃশ; **ভানুনা**—উজ্জ্বল সূর্যের দ্বারা।

অনুবাদ

ব্রহ্মর্ষিদের দ্বারা অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ যজ্ঞ ইন্দ্রকে তাঁর সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করেছিল, কারণ তিনি সেই যজ্ঞে পরমেশ্বর ভগবানের অর্চনা করেছিলেন। হে রাজন্, তিনি যদিও মহাপাপ করেছিলেন, তবুও সূর্যের তেজে কুজ্ঝটিকা যেমন বিনষ্ট হয়ে যায়, ঠিক সেইভাবে তাঁর পাপ বিনষ্ট হয়েছিল।

শ্লোক ২১

স বাজিমেধেন যথোদিতেন
বিতায়মানেন মরীচিমিশ্রৈঃ ।
ইষ্ট্বাধিযজ্ঞং পুরুষং পুরাণ-
মিন্দ্রো মহানাস বিধূতপাপঃ ॥ ২১ ॥

সঃ—তিনি (ইন্দ্র); **বাজিমেধেন**—অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা; **যথা**—যেমন; **উদিতেন**—বর্ণিত; **বিতায়মানেন**—অনুষ্ঠিত হয়ে; **মরীচি-মিশ্রৈঃ**—মরীচি আদি পুরোহিতদের দ্বারা; **ইষ্ট্বা**—পূজা করে; **অধিযজ্ঞম্**—পরম পরমাত্মা; **পুরুষম্ পুরাণম্**—পুরাণ পুরুষ ভগবান; **ইন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **মহান্**—পূজ্য; **আস**—হয়েছিলেন; **বিধূত-পাপঃ**—সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে।

অনুবাদ

দেবরাজ ইন্দ্র মরীচি আদি মহর্ষিদের দ্বারা অনুগৃহীত হয়েছিলেন। তাঁরা পরমাত্মা পুরাণ পুরুষ ভগবানের আরাধনা করে যথাবিধি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। তার ফলে ইন্দ্র পাপমুক্ত হয়ে তাঁর মহান পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং সকলের পূজ্য হয়েছিলেন।

শ্লোক ২২-২৩

ইদং মহাখ্যানমশেষপাপ্মনাং
প্রক্ষালনং তীর্থপদানুকীর্তনম্ ।
ভক্ত্যুচ্ছ্রয়ং ভক্তজনানুবর্ণনং
মহেন্দ্রমোক্ষং বিজয়ং মরুত্বতঃ ॥ ২২ ॥
পঠেয়ুরাখ্যানমিদং সদা বুধাঃ
শৃণ্বন্ত্যথো পর্বণি পর্বণীন্দ্রিয়ম্ ।
ধন্যং যশস্যং নিখিলাঘমোচনং
রিপুঞ্জয়ং স্বস্ত্যয়নং তথায়ুষম্ ॥ ২৩ ॥

ইদম্—এই; **মহা-আখ্যানম্**—মহান ঐতিহাসিক ঘটনা; **অশেষ-পাপ্মনাম্**—অসীম পাপরাশির; **প্রক্ষালনম্**—বিধৌত করে; **তীর্থপদ-অনুকীর্তনম্**—তীর্থপদ ভগবানের

মহিমা কীর্তন করে; **ভক্তি**—ভগবদ্ভক্তির; **উচ্ছ্রয়ম্**—বর্ধনকারী; **ভক্ত-জন**—ভক্তগণ; **অনুবর্ণনম্**—বর্ণনা করে; **মহা-ইন্দ্র-মোক্ষম্**—দেবরাজ ইন্দ্রের মুক্তি; **বিজয়ম্**—বিজয়; **মরুত্বতঃ**—দেবরাজ ইন্দ্রের; **পঠেয়ুঃ**—পাঠ করা কর্তব্য; **আখ্যানম্**—বর্ণনা; **ইদম্**—এই; **সদা**—সর্বদা; **বুধাঃ**—বিদগ্ধ পণ্ডিতগণ; **শৃণ্বন্তি**—শ্রবণ করেন; **অথো**—ও; **পর্বণি পর্বণি**—মহা উৎসবে; **ইন্দ্রিয়ম্**—ইন্দ্রিয়ের পটুতা প্রদান করে; **ধন্যম্**—ধন প্রদান করে; **যশস্যম্**—যশ আনয়ন করে; **নিখিল**—সমস্ত; **অঘ-মোচনম্**—পাপ থেকে মুক্ত করে; **রিপুম্-জয়ম্**—শত্রুদের জয় করে; **স্বস্তি-অয়নম্**—সকলের সৌভাগ্য আনয়ন করে; **তথা**—তেমনই; **আয়ুষম্**—আয়ু।

অনুবাদ

এই আখ্যানটি অত্যন্ত মহৎ, এতে তীর্থপদ নারায়ণের মাহাত্ম্য, ভক্তির উৎকর্ষ প্রতিপাদন, ভক্তদের কথা, দেবরাজ ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্তি এবং অসুরের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর জয় লাভের বর্ণনা হয়েছে। এই ঘটনাটি হৃদয়ঙ্গম করার দ্বারা মানুষ সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে। সুতরাং, বিদ্বান ব্যক্তিদের সর্বদা এই আখ্যানটি পাঠ করার উপদেশ দেওয়া হয়। কেউ যদি তা করেন, তা হলে তিনি তাঁর ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপে দক্ষতা অর্জন করবেন, তাঁর ধন বৃদ্ধি হবে এবং তাঁর যশ বিস্তৃত হবে। তার ফলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে তিনি তাঁর সমস্ত শত্রুদের পরাভূত করবেন এবং তাঁর আয়ু বৃদ্ধি হবে। যেহেতু এই আখ্যানটি সর্বতোভাবে কল্যাণকর, তাই বিদগ্ধ পণ্ডিতেরা প্রতি শুভ উৎসবে তা শ্রবণ এবং কীর্তন করেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের 'দেবরাজ ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপ' নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

চতুর্দশ অধ্যায়

মহারাজ চিত্রকেতুর শোক

এই চতুর্দশ অধ্যায়ে পরীক্ষিৎ মহারাজ তাঁর গুরুদেব শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করেছেন, কিভাবে বৃত্রাসুরের মতো একজন অসুর পরম ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। সেই প্রসঙ্গে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বৃত্রাসুরের পূর্বজন্মের কথা বর্ণনা করেছেন। সেই সূত্রে চিত্রকেতুর কাহিনী এবং তাঁর পুত্রশোক বর্ণনা করা হয়েছে।

অসংখ্য জীবের মধ্যে মানুষের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। সেই মানুষদের মধ্যে যাঁরা ধর্মপরায়ণ, তাঁদের মধ্যে অল্প কয়েকজনই মাত্র জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেন। হাজার হাজার মুক্তিকামীদের মধ্যে কদাচিৎ একজন অসৎসঙ্গ থেকে মুক্ত হন। কোটি মুক্তের মধ্যে কদাচিৎ একজন ভগবান নারায়ণের ভক্ত হন। তাই ভগবদ্ভক্ত অত্যন্ত দুর্লভ। ভক্তি যেহেতু সুদুর্লভা, তাই পরীক্ষিৎ মহারাজ একজন অসুরকে সেই পদে উন্নীত হতে দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছিলেন, সেই বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায়, পরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন এবং তিনি তখন শূরসেনের রাজা চিত্রকেতুরূপে বৃত্রাসুরের পূর্বজন্মের কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন।

নিঃসন্তান চিত্রকেতুর মহর্ষি অঙ্গিরার সাক্ষাৎ লাভের সৌভাগ্য হয়েছিল। অঙ্গিরা যখন রাজার কুশল জিজ্ঞাসা করেন, তখন রাজা তাঁকে তাঁর মনোবেদনার কথা জানান এবং মহর্ষির কৃপায় রাজার প্রথম পত্নী কৃতদ্যুতির গর্ভে একটি পুত্রসন্তানের জন্ম হয়, যে তাঁর সুখ এবং দুঃখ উভয়েরই কারণ হয়েছিল। পুত্র জন্মগ্রহণের ফলে রাজা এবং রাজপুরবাসী সকলের মহা আনন্দ হয়েছিল। কিন্তু কৃতদ্যুতির সপত্নীরা তাঁর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয় এবং তাঁর পুত্রকে বিষ প্রদান করে। পুত্রের মৃত্যুতে চিত্রকেতু শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। তখন নারদ মুনি এবং অঙ্গিরা তাঁর কাছে আসেন।

শ্লোক ১

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ

রজস্তমঃস্বভাবস্য ব্রহ্মন্ বৃত্রস্য পাপ্মনঃ ।
নারায়ণে ভগবতি কথমাসীদ্ দৃঢ়া মতিঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-পরীক্ষিৎ উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন; **রজঃ**—রজোগুণের; **তমঃ**—এবং তমোগুণের; **স্ব-ভাবস্য**—স্বভাব সমন্বিত; **ব্রহ্মন্**—হে তত্ত্বদ্রষ্টা ব্রাহ্মণ; **বৃত্রস্য**—বৃত্রাসুরের; **পাপ্মনঃ**—যে পাপী ছিল; **নারায়ণে**—ভগবান নারায়ণে; **ভগবতি**—ভগবান; **কথম্**—কিভাবে; **আসীৎ**—ছিল; **দৃঢ়া**—অত্যন্ত দৃঢ়; **মতিঃ**—চেতনা।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—হে তত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণ, সাধারণত অসুরেরা রজ এবং তম স্বভাবসম্পন্ন পাপাত্মা। কিন্তু বৃত্রাসুর কিভাবে ভগবান নারায়ণে এই প্রকার দৃঢ় ভক্তি লাভ করেছিলেন?

তাৎপর্য

এই জড় জগতে সকলেই রজ এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু এই গুণগুলি জয় করে সত্ত্বগুণে না আসা পর্যন্ত শুদ্ধ ভক্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। সেই কথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং *ভগবদ্‌গীতায়* (৭/২৮) প্রতিপন্ন করেছেন—

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্ ।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥

"যে সমস্ত পুণ্যবান ব্যক্তির পাপ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়েছে এবং যাঁরা দ্বন্দ্ব এবং মোহ থেকে মুক্ত হয়েছেন, তাঁরা দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে আমার ভজনা করেন।" বৃত্র ছিলেন অসুর, তাই তাঁর পক্ষে পরম ভক্তের পদ প্রাপ্ত হওয়া কিভাবে সম্ভব হয়েছিল তা ভেবে পরীক্ষিৎ মহারাজ আশ্চর্য হয়েছিলেন।

শ্লোক ২

দেবানাং শুদ্ধসত্ত্বানামৃষীণাং চামলাত্মনাম্ ।
ভক্তির্মুকুন্দচরণে ন প্রায়েণোপজায়তে ॥ ২ ॥

দেবানাম্—দেবতাদের; **শুদ্ধ-সত্ত্বানাম্**—যাঁদের চিত্ত নির্মল; **ঋষীণাম্**—মহর্ষিদের; **চ**—এবং; **অমল-আত্মনাম্**—যাঁরা পবিত্র হয়েছেন; **ভক্তিঃ**—ভগবদ্ভক্তি; **মুকুন্দ-চরণে**—মুক্তিদাতা মুকুন্দের শ্রীপাদপদ্মে; **ন**—না; **প্রায়েণ**—প্রায় সর্বদা; **উপজায়তে**—উদিত হয়।

অনুবাদ

শুদ্ধ সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত দেবতারা এবং ভোগবাসনারূপ কলুষরহিত ঋষিরাও প্রায়ই মুকুন্দের শ্রীপাদপদ্মে ভক্তি লাভ করেন না। (অতএব বৃত্রাসুর কিভাবে এই প্রকার মহান ভক্ত হলেন?)

শ্লোক ৩

রজোভিঃ সমসংখ্যাতাঃ পার্থিবৈরিহ জন্তবঃ ।
তেষাং যে কেচনেহন্তে শ্রেয়ো বৈ মনুজাদয়ঃ ॥ ৩ ॥

রজোভিঃ—পরমাণুসমূহ; **সম-সংখ্যাতাঃ**—সমান সংখ্যক; **পার্থিবৈঃ**—পৃথিবীর; **ইহ**—এই জগতে; **জন্তবঃ**—জীব; **তেষাম্**—তাদের; **যে**—যারা; **কেচন**—কেউ; **ঈহন্তে**—আচরণ করে; **শ্রেয়ঃ**—ধর্মানুষ্ঠানের জন্য; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **মনুজাদয়ঃ**—মনুষ্য আদি।

অনুবাদ

এই জড় জগতে পরমাণুসমূহ যেমন অসংখ্য, জীবও তেমন অসংখ্য। সেই সমস্ত জীবের মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্প সংখ্যক এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ কেবল ধর্ম অনুষ্ঠান করেন।

শ্লোক ৪

প্রায়ো মুমুক্ষবস্তেষাং কেচনৈব দ্বিজোত্তম ।
মুমুক্ষূণাং সহস্রেষু কশ্চিন্মুচ্যেত সিধ্যতি ॥ ৪ ॥

প্রায়ঃ—প্রায় সর্বদা; **মুমুক্ষবঃ**—মুক্তি লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তি; **তেষাম্**—তাঁদের; **কেচন**—কেউ; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **দ্বিজ-উত্তম**—হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ; **মুমুক্ষূণাম্**—মুক্তিকামীদের; **সহস্রেষু**—হাজার হাজার; **কশ্চিৎ**—কোন একজন; **মুচ্যেত**—প্রকৃতপক্ষে মুক্ত হতে পারেন; **সিধ্যতি**—সিদ্ধিলাভ করেন।

অনুবাদ

হে দ্বিজোত্তম শুকদেব গোস্বামী, সেই ধর্ম অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিদের মধ্যে অল্প কয়েকজন কেবল জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার বাসনা করেন। হাজার

হাজার মুক্তিকামীদের মধ্যে কদাচিৎ একজন জড় জগতের স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, ইত্যাদির আসক্তি পরিত্যাগ করে মুক্ত হন এবং এই প্রকার হাজার হাজার মুক্তদের মধ্যে কদাচিৎ কোন ব্যক্তি প্রকৃত তত্ত্ব জানতে পারেন।

তাৎপর্য

চার শ্রেণীর মানুষ রয়েছে, যথা—কর্মী, জ্ঞানী, যোগী এবং ভক্ত। এই শ্লোকের বর্ণনাটি কেবল বিশেষ করে কর্মী এবং জ্ঞানীদের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। কর্মী এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয়ে এই জড় জগতে সুখী হতে চায়। তার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইহলোকে বা পরলোকে দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করা। কিন্তু এই প্রকার ব্যক্তি যখন জ্ঞানী হন, তখন তিনি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চান। এই প্রকার বহু মুক্তিকামীদের মধ্যে কদাচিৎ একজন এই জীবনে প্রকৃতপক্ষে মুক্তি লাভ করেন। সেই প্রকার ব্যক্তি তাঁর স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদির আসক্তি পরিত্যাগ করেন। এই প্রকার বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বী বহু ব্যক্তিদের মধ্যে কদাচিৎ একজন সম্পূর্ণরূপে ত্যাগের জীবন অবলম্বন করে সন্ন্যাসী হওয়ার মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

শ্লোক ৫

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ॥ ৫ ॥

মুক্তানাম্—যাঁরা এই জীবনে মুক্ত হয়েছেন; **অপি**—ও; **সিদ্ধানাম্**—যাঁরা দেহসুখের অনিত্যত্ব উপলব্ধি করে সিদ্ধ হয়েছেন; **নারায়ণ-পরায়ণঃ**—যাঁরা নারায়ণকেই পরমতত্ত্ব বলে জানতে পেরেছেন; **সুদুর্লভঃ**—অত্যন্ত দুর্লভ; **প্রশান্ত**—পরম শান্ত; **আত্মা**—যাঁর চিত্ত; **কোটিষু**—কোটি কোটির মধ্যে; **অপি**—ও; **মহামুনে**—হে মহর্ষে।

অনুবাদ

হে মহর্ষে, এই প্রকার কোটি কোটি মুক্ত ও সিদ্ধদের মধ্যেও প্রশান্তাত্মা নারায়ণ-পরায়ণ ভক্ত অত্যন্ত দুর্লভ।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এই শ্লোকের নিম্নলিখিত ভাষ্য প্রদান করেছেন। কেবল মুক্তির বাসনা যথেষ্ট নয়; প্রকৃতপক্ষে মুক্ত হওয়া উচিত। কেউ যখন জড়-জাগতিক

জীবনের নিরর্থকতা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তখন তিনি প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানী হন এবং তাই তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী-পুত্রের আসক্তি পরিত্যাগ করে বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করেন। মানুষের কর্তব্য আরও উন্নতি সাধন করে অবিচলিতভাবে সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করা। মানুষ যদিও মুক্তির বাসনা করে, তার অর্থ এই নয় যে সে মুক্ত হয়ে গেছে। কদাচিৎ একজন মুক্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে মুক্তি লাভের জন্য যদিও অনেকেই সন্ন্যাস অবলম্বন করে, তবু তাদের অপূর্ণতার জন্য তারা পুনরায় স্ত্রী, জড়-জাগতিক কার্যকলাপ, সমাজ কল্যাণ ইত্যাদি কার্যে আসক্ত হয়।

ভগবদ্ভক্তিবিহীন জ্ঞানী, যোগী, এবং কর্মীদের বলা হয় অপরাধী। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, *মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী*—সব কিছু শ্রীকৃষ্ণ বলে মনে না করে যারা মনে করে যে সব কিছুই মায়া, তাদের বলা হয় অপরাধী। মায়াবাদীরা যদিও নির্বিশেষবাদী এবং শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে অপরাধী, তবু তাদের আত্ম-তত্ত্ববেত্তা সিদ্ধদের মধ্যে গণনা করা যেতে পারে। যেহেতু তারা অন্তত পারমার্থিক জীবন কি তা বুঝতে পেরেছে, তাই তারা সিদ্ধির নিকটবর্তী হয়েছে বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। এই প্রকার ব্যক্তি যদি নারায়ণ-পরায়ণ হয়, ভগবান নারায়ণের ভক্ত হয়, তা হলে সে জীবন্মুক্তের থেকে শ্রেষ্ঠ। সেই জন্য উচ্চতর বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন হয়।

জ্ঞানী দুই প্রকার—ভক্তিপরায়ণ এবং নির্বিশেষ উপলব্ধি-পরায়ণ। নির্বিশেষ-বাদীরা সাধারণত অনর্থক পরিশ্রম করে এবং তাই তাদের স্থূল-তুষাবঘাতি বলা হয়। অন্য প্রকার জ্ঞানী, যাদের জ্ঞান ভক্তিমিশ্রিত, তারাও আবার দুই প্রকার। যারা ভগবানের তথাকথিত মায়িক রূপের প্রতি ভক্তিপরায়ণ এবং যাঁরা ভগবানের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ বুঝতে পারেন। মায়াবাদীরা নিরাকার ব্রহ্ম মায়িক রূপ পরিগ্রহ-পূর্বক নারায়ণ অথবা বিষ্ণুর রূপ ধারণ করেছে বলে মনে করে তাদের পূজা করে। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তেরা কখনও মনে করেন না যে বিষ্ণুর রূপ মায়িক; পক্ষান্তরে, তাঁরা ভালভাবেই জানেন যে, পরম সত্য হচ্ছেন পরম পুরুষ ভগবান। এই প্রকার ভক্তই প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানবান। তিনি কখনও ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হন না। সেই সম্পর্কে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/২/৩২) উল্লেখ করা হয়েছে—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুস্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥

"হে ভগবান, যারা নিজেদের মুক্ত বলে মনে করে কিন্তু ভক্তিপরায়ণ নয়, তাদের বুদ্ধি অবিশুদ্ধ। যদিও তারা কঠোর তপস্যার প্রভাবে মুক্তির পরম স্তরে উন্নীত হয়, তবু পুনরায় এই জড় জগতে তাদের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী, কারণ তারা আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেনি।" তার প্রমাণ *ভগবদ্গীতাতেও* (৯/১১) পাওয়া যায়, যেখানে ভগবান বলেছেন—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥

"আমি যখন মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হই তখন মূর্খেরা আমাকে অবজ্ঞা করে। তারা আমার পরম ভাব সম্বন্ধে অবগত নয় এবং তারা আমাকে সর্বভূতের মহেশ্বর বলে জানে না।" মূঢ় ব্যক্তিরা যখন শ্রীকৃষ্ণকে একজন মানুষের মতো আচরণ করতে দেখে, তখন তারা তাঁর চিন্ময় স্বরূপের অবজ্ঞা করে, কারণ তারা তাঁর পরম ভাব, তাঁর চিন্ময় রূপ এবং কার্যকলাপ জানে না। এই প্রকার ব্যক্তিদের বর্ণনা করে *ভগবদ্গীতায়* (৯/১২) বলা হয়েছে—

মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ ।
রাক্ষসীমাসুরীং চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥

"এইভাবে যারা মোহাচ্ছন্ন হয়েছে, তারা রাক্ষসী এবং আসুরী ভাবের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সেই মোহাচ্ছন্ন অবস্থায়, তাদের মুক্তি লাভের আশা, তাদের সকাম কর্ম এবং জ্ঞানের প্রয়াস সমস্তই ব্যর্থ হয়।" এই প্রকার ব্যক্তিরা জানে না যে, শ্রীকৃষ্ণের দেহ জড় নয়। শ্রীকৃষ্ণের দেহ এবং আত্মার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কিন্তু যেহেতু বুদ্ধিহীন ব্যক্তিরা কৃষ্ণকে একজন মানুষের মতো দর্শন করে, তাই তারা তাঁকে অবজ্ঞা করে। তারা কল্পনাও করতে পারে না কৃষ্ণের মতো একজন মানুষ কিভাবে সব কিছুর উৎস হতে পারে (*গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি*)। এই প্রকার ব্যক্তিদের মোঘাশা বা ব্যর্থ আশা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তারা তাদের ভবিষ্যতের জন্য যা কিছু আশা করবে তা ব্যর্থ হবে। যদিও আপাতদৃষ্টিতে তারা ভক্তিপরায়ণ হয়, তাদের মোঘাশা বলে বর্ণনা করা হয়েছে কারণ চরমে তাদের বাসনা হচ্ছে ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়া।

যারা ভগবদ্ভক্তির দ্বারা স্বর্গলোকে উন্নীত হতে চায়, তারাও নিরাশ হবে কারণ সেটি ভগবদ্ভক্তির ফল নয়। কিন্তু, তাদের ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়ে পবিত্র হওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। যে কথা *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/১৭) উল্লেখ করা হয়েছে—

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎসতাম্ ॥

"পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি পরমাত্মারূপে সকলের হৃদয়েই বিরাজ করেন এবং যিনি হচ্ছেন সাধুবর্গের সুহৃদ, তিনি তাঁর পবিত্র কথা শ্রবণ এবং কীর্তনে রতিযুক্ত ভক্তদের হৃদয়ের সমস্ত ভোগবাসনা বিনাশ করেন।"

যতক্ষণ পর্যন্ত না হৃদয়ের কলুষ বিধৌত হয়, ততক্ষণ শুদ্ধ ভক্ত হওয়া যায় না। তাই এই শ্লোকে *সুদুর্লভঃ* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কেবল শতসহস্রের মধ্যে নয়, কোটি কোটি মুক্তদের মধ্যে একজন শুদ্ধ ভক্ত খুঁজে পাওয়া দুর্লভ। তাই এখানে *কোটিষ্বপি* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। শ্রীল মধ্বাচার্য *তন্ত্র-ভাগবত* থেকে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উল্লেখ করেছেন—

নবকোট্যস্তু দেবানাম্ ঋষয়ঃ সপ্তকোটয়ঃ ।
নারায়ণায়নাঃ সর্বে যে কেচিৎ তৎপরায়ণাঃ ॥

"নয় কোটি দেবতা এবং সাত কোটি ঋষি রয়েছেন, যাঁদের বলা হয় *নারায়ণায়ন* অর্থাৎ নারায়ণের ভক্ত। তাঁদের মধ্যে কেবল অল্প কয়েকজনকে *নারায়ণপরায়ণ* বলা হয়।"

নারায়ণায়না দেবা ঋষ্যাদ্যাস্তাৎপরায়ণাঃ ।
ব্রহ্মাদ্যাঃ কেচনৈব স্যুঃ সিদ্ধো যোগ্যসুখং লভন্ ॥

সিদ্ধ এবং *নারায়ণপরায়ণ*—এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের ভক্ত, তাঁদের বলা হয় *নারায়ণপরায়ণ,* কিন্তু যাঁরা বিভিন্ন প্রকার যোগসাধন করেন, তাঁদের বলা হয় *সিদ্ধ* ।

শ্লোক ৬

বৃত্রস্তু স কথং পাপঃ সর্বলোকোপতাপনঃ ।
ইত্থং দৃঢ়মতিঃ কৃষ্ণ আসীৎ সংগ্রাম উল্বণে ॥ ৬ ॥

বৃত্রঃ—বৃত্রাসুর; **তু**—কিন্তু; **সঃ**—তিনি; **কথম্**—কিভাবে; **পাপঃ**—(অসুর শরীর প্রাপ্ত হওয়ার ফলে) যদিও পাপী; **সর্ব-লোক**—সমগ্র ত্রিলোকের; **উপতাপনঃ**—তাপের কারণ; **ইত্থম্**—এই প্রকার; **দৃঢ়-মতিঃ**—সুদৃঢ় বুদ্ধি; **কৃষ্ণে**—কৃষ্ণে; **আসীৎ**—হয়েছিল; **সংগ্রামে উল্বণে**—ভয়ঙ্কর যুদ্ধস্থলে।

অনুবাদ

ভয়ঙ্কর যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হয়েও সেই কুখ্যাত পাপাত্মা অসুর, যে সর্বদা অন্যদের দুঃখ-দুর্দশা এবং উৎকণ্ঠার কারণ ছিল, সে কিভাবে এই প্রকার মহান কৃষ্ণভক্ত হয়েছিল?

তাৎপর্য

এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোটি কোটি মানুষের মধ্যে একজন *নারায়ণপরায়ণ* শুদ্ধ ভক্ত দুর্লভ। তাই পরীক্ষিৎ মহারাজ আশ্চর্য হয়েছেন যে, বৃত্রাসুরের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল অন্যদের দুঃখকষ্ট দেওয়া, তিনি কিভাবে যুদ্ধক্ষেত্রেও এই প্রকার ভক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। বৃত্রাসুরের এই পারমার্থিক উন্নতির কারণ কি ছিল?

শ্লোক ৭

অত্র নঃ সংশয়ো ভূয়াঞ্ছ্রোতুং কৌতূহলং প্রভো ।
যঃ পৌরুষেণ সমরে সহস্রাক্ষমতোষয়ৎ ॥ ৭ ॥

অত্র—এই সম্পর্কে; **নঃ**—আমাদের; **সংশয়ঃ**—সন্দেহ; **ভূয়ান্**—অত্যন্ত; **শ্রোতুম্**—শ্রবণ করতে; **কৌতূহলম্**—কৌতূহল; **প্রভো**—হে প্রভু; **যঃ**—যিনি; **পৌরুষেণ**—শৌর্যবীর্যের দ্বারা; **সমরে**—যুদ্ধে; **সহস্রাক্ষম্**—সহস্রাক্ষ ইন্দ্রকে; **অতোষয়ৎ**—সন্তুষ্ট করেছিলেন।

অনুবাদ

হে প্রভু শুকদেব গোস্বামী, বৃত্র পাপাত্মা অসুর হলেও যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়োচিত পৌরুষ প্রদর্শন করেছিলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। এই প্রকার অসুর কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহান ভক্ত হয়েছিলেন? এই বিষয়ে আমার অত্যন্ত সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে এবং আপনার কাছে তার কারণ শ্রবণ করতে অত্যন্ত কৌতূহল জন্মেছে।

শ্লোক ৮

শ্রীসূত উবাচ

পরীক্ষিতোঽথ সংপ্রশ্নং ভগবান্ বাদরায়ণিঃ ।
নিশম্য শ্রদ্দধানস্য প্রতিনন্দ্য বচোঽব্রবীৎ ॥ ৮ ॥

শ্রী-সূতঃ উবাচ—শ্রীসূত গোস্বামী বললেন; **পরীক্ষিতঃ**—মহারাজ পরীক্ষিতের; **অথ**—এই প্রকার; **সম্প্রশ্নম্**—আদর্শ প্রশ্ন; **ভগবান্**—অত্যন্ত শক্তিমান; **বাদরায়ণিঃ**—শ্রীল ব্যাসদেবের পুত্র শ্রীল শুকদেব গোস্বামী; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **শ্রদ্দধানস্য**—তত্ত্বজ্ঞান লাভে শ্রদ্ধান্বিত শিষ্যের; **প্রতিনন্দ্য**—অভিনন্দন জানিয়ে; **বচঃ**—বাণী; **অব্রবীৎ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—শ্রদ্ধাবান মহারাজ পরীক্ষিতের যুক্তিযুক্ত প্রশ্ন শ্রবণ করে, মহর্ষি শুকদেব গোস্বামী গভীর স্নেহ সহকারে তাঁর শিষ্যকে বলেছিলেন।

শ্লোক ৯

শ্রীশুক উবাচ

শৃণুষ্বাবহিতো রাজন্নিতিহাসমিমং যথা ।
শ্রুতং দ্বৈপায়নমুখান্নারদাদ্দেবলাদপি ॥ ৯ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **শৃণুষ্ব**—শ্রবণ করুন; **অবহিতঃ**—গভীর মনোযোগ সহকারে; **রাজন্**—হে রাজন্; **ইতিহাসম্**—ইতিহাস; **ইমম্**—এই; **যথা**—ঠিক যেমন; **শ্রুতম্**—শ্রবণ করেছি; **দ্বৈপায়ন**—ব্যাসদেবের; **মুখাৎ**—মুখ থেকে; **নারদাৎ**—নারদ মুনি থেকে; **দেবলাৎ**—দেবল ঋষি থেকে; **অপি**—ও।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, ব্যাসদেব, নারদ এবং দেবল ঋষির শ্রীমুখ থেকে যে ইতিহাস আমি শ্রবণ করেছি, সেই কথাই আমি তোমাকে বলব। মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ কর।

শ্লোক ১০

আসীদ্রাজা সার্বভৌমঃ শূরসেনেষু বৈ নৃপ ।
চিত্রকেতুরিতি খ্যাতো যস্যাসীৎ কামধুঙ্মহী ॥ ১০ ॥

আসীৎ—ছিলেন; **রাজা**—এক রাজা; **সার্বভৌমঃ**—সারা পৃথিবীর সম্রাট; **শূরসেনেষু**—শূরসেন নামক দেশে; **বৈ**—বস্তুত; **নৃপ**—হে রাজন্; **চিত্রকেতুঃ**—

চিত্রকেতু; **ইতি**—এই প্রকার; **খ্যাতঃ**—বিখ্যাত ছিলেন; **যস্য**—যাঁর; **আসীৎ**—ছিল; **কামধুক্**—সমস্ত কামনা পূর্ণকারী; **মহী**—পৃথিবী।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, শূরসেন দেশে চিত্রকেতু নামক একজন রাজা ছিলেন, যিনি সারা পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে পৃথিবী কামধুক্ ছিলেন অর্থাৎ জীবনের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি পূর্ণ করতেন।

তাৎপর্য

এখানে সব চাইতে মহত্ত্বপূর্ণ উক্তি হচ্ছে যে, মহারাজ চিত্রকেতুর রাজত্বকালে পৃথিবী জীবনের সমস্ত প্রকার আবশ্যকতাগুলি পূর্ণরূপে উৎপন্ন করতেন। *ঈশোপনিষদে* (মন্ত্র ১) উল্লেখ করা হয়েছে—

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ ধনম্ ॥

"এই জগতে স্থাবর অথবা জঙ্গম সব কিছুই ভগবানের সম্পদ এবং তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই জীবন ধারণের জন্য তিনি যেটুকু বরাদ্দ করে দিয়েছেন, সেটুকুই কেবল গ্রহণ করা উচিত এবং প্রকৃতপক্ষে সব কিছু কার তা ভালমতো জেনে কখনও পরের ধনে লোভ করা উচিত নয়।" পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, যা সর্বতোভাবে পূর্ণ এবং যেখানে কোনও প্রকার অভাব নেই। ভগবান জীবের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি সরবরাহ করেন। এই সমস্ত বস্তুগুলি উৎপন্ন হয় পৃথিবী থেকে এবং তার ফলে পৃথিবী সমস্ত সরবরাহের উৎস। যখন সৎ শাসক পৃথিবী শাসন করেন, তখন সমস্ত আবশ্যক বস্তুগুলি পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। কিন্তু সৎ শাসক না থাকলে অভাব দেখা দেয়। এটিই *কামধুক্* শব্দটির তাৎপর্য। *শ্রীমদ্ভাগবতের* অন্যত্র (১/১০/৪) বলা হয়েছে—*কামং ববর্ষ পর্জন্যঃ সর্বকামদুঘা মহী*—"মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে, মেঘ মানুষের প্রয়োজন অনুসারে বারি বর্ষণ করত এবং তার ফলে পৃথিবী মানুষের আবশ্যক বস্তুগুলি প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করত।" আমরা দেখতে পাই যে, কোন ঋতুতে পর্যাপ্ত পরিমাণে বারি বর্ষণ হয় এবং অন্য ঋতুতে বর্ষার অভাব হয়। পৃথিবীর উৎপাদনের উপর আমাদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, কারণ তা স্বাভাবিকভাবেই পূর্ণরূপে ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। ভগবানের আদেশ অনুসারে পৃথিবী পর্যাপ্ত পরিমাণে অথবা অপর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদন করতে পারে। পুণ্যবান রাজা যদি শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে

পৃথিবী শাসন করেন, তা হলে স্বাভাবিকভাবেই নিয়মিতভাবে বৃষ্টিপাত হবে এবং মানুষের সমস্ত প্রয়োজন মেটানোর জন্য আবশ্যক বস্তুগুলি যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হবে। তখন কোন প্রকার শোষণের প্রশ্ন থাকবে না, কারণ সকলেই প্রাচুর্যের মধ্যে থাকবে। তার ফলে কালোবাজারী এবং অন্যান্য অপরাধমূলক কার্যকলাপ আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে। নেতাদের যদি আধ্যাত্মিক ক্ষমতা না থাকে, তা হলে কেবল দেশ শাসন করেই মানুষের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। তাঁকে মহারাজ যুধিষ্ঠির, মহারাজ পরীক্ষিৎ অথবা মহারাজ রামচন্দ্রের মতো হতে হবে। তা হলে দেশের সমস্ত অধিবাসীরা পরম সুখী হবে।

শ্লোক ১১

তস্য ভার্যাসহস্রাণাং সহস্রাণি দশাভবন্ ।
সান্তানিকশ্চাপি নৃপো ন লেভে তাসু সন্ততিম্ ॥ ১১ ॥

তস্য—তাঁর (মহারাজ চিত্রকেতুর); **ভার্যা**—পত্নী; **সহস্রাণাম্**—হাজার; **সহস্রাণি**—হাজার; **দশ**—দশ; **অভবন্**—ছিল; **সান্তানিকঃ**—সন্তান উৎপাদন করতে সমর্থ; **চ**—এবং; **অপি**—যদিও; **নৃপঃ**—রাজা; **ন**—না; **লেভে**—লাভ করেছিলেন; **তাসু**—তাঁদের থেকে; **সন্ততিম্**—পুত্র।

অনুবাদ

এই চিত্রকেতুর এক কোটি পত্নী ছিল, তিনি সন্তান উৎপাদনে সমর্থ হলেও তাদের থেকে তিনি একটি সন্তানও লাভ করতে পারেননি। দৈবযোগে তারা সকলেই বন্ধ্যা ছিল।

শ্লোক ১২

রূপৌদার্যবয়োজন্মবিদ্যৈশ্বর্যশ্রিয়াদিভিঃ ।
সম্পন্নস্য গুণৈঃ সর্বৈশ্চিন্তা বন্ধ্যাপতেরভূৎ ॥ ১২ ॥

রূপ—সৌন্দর্যে; **ঔদার্য**—উদারতা; **বয়ঃ**—যৌবন; **জন্ম**—উচ্চকুলে জন্ম; **বিদ্যা**—বিদ্যা; **ঐশ্বর্য**—ঐশ্বর্য; **শ্রিয়-আদিভিঃ**—ধনসম্পদ ইত্যাদি; **সম্পন্নস্য**—যুক্ত; **গুণৈঃ**—সদ্-গুণে; **সর্বৈঃ**—সমস্ত; **চিন্তা**—উৎকণ্ঠা; **বন্ধ্যা-পতেঃ**—বন্ধ্যা পত্নীদের পতি চিত্রকেতুর; **অভূৎ**—হয়েছিলেন।

অনুবাদ

এক কোটি বন্ধ্যা পত্নীর পতি চিত্রকেতু রূপবান, উদার এবং তরুণ ছিলেন। তাঁর অতি উচ্চকুলে জন্ম হয়েছিল। তিনি পূর্ণ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং তিনি ঐশ্বর্যবান ছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত গুণে গুণান্বিত হওয়া সত্ত্বেও, কোন পুত্র না থাকায় তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন।

তাৎপর্য

মনে হয় মহারাজ চিত্রকেতু প্রথমে এক পত্নী বিবাহ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর কোন সন্তান না হওয়ায় তিনি দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এইভাবে বহু পত্নী বিবাহ করেছিলেন, কিন্তু তাদের কারোরই সন্তান হয়নি। জন্ম-ঐশ্বর্য-শ্রুত-শ্রী আদি জড় সম্পদ থাকা সত্ত্বেও এবং অতগুলি পত্নী থাকলেও তিনি নিঃসন্তান হওয়ার ফলে অত্যন্ত দুঃখী ছিলেন। তাঁর এই দুঃখ স্বাভাবিক ছিল। পত্নীর পাণিগ্রহণই নয়, সন্তান উৎপাদনই গৃহস্থ জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন, *পুত্রহীনং গৃহং শূন্যম্*—গৃহস্থের যদি পুত্র না থাকে, তা হলে তাঁর গৃহ মরুভূমি-সদৃশ। পুত্র না থাকায় মহারাজ চিত্রকেতু অবশ্যই অত্যন্ত অসুখী ছিলেন এবং তাই তাঁকে এত পত্নী বিবাহ করতে হয়েছিল। ক্ষত্রিয়দের একাধিক পত্নী বিবাহ করার বিশেষ অনুমতি রয়েছে এবং মহারাজ চিত্রকেতু তাই করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর কোন সন্তান হয়নি।

শ্লোক ১৩

ন তস্য সম্পদঃ সর্বা মহিষ্যো বামলোচনাঃ ।
সার্বভৌমস্য ভূশ্চেয়মভবন্ প্রীতিহেতবঃ ॥ ১৩ ॥

ন—না; **তস্য**—তাঁর (চিত্রকেতুর); **সম্পদঃ**—অসীম ঐশ্বর্য; **সর্বাঃ**—সমস্ত; **মহিষ্যঃ**—মহিষীরা; **বাম-লোচনাঃ**—মনোহর নয়না; **সার্ব-ভৌমস্য**—সম্রাটের; **ভূঃ**—ভূমি; **চ**—ও; **ইয়ম্**—এই; **অভবন্**—ছিল; **প্রীতি-হেতবঃ**—আনন্দদায়ক।

অনুবাদ

তাঁর অতি সুন্দরী চারুনয়না মহিষীগণ, সম্পদ, ভূমি—এই সব কিছুই সেই সার্বভৌম নরপতির প্রীতিজনক হয়নি।

শ্লোক ১৪

তস্যৈকদা তু ভবনমঙ্গিরা ভগবানৃষিঃ ।
লোকাননুচরন্নেতানুপাগচ্ছদ্‌যদৃচ্ছয়া ॥ ১৪ ॥

তস্য—তাঁর; **একদা**—এক সময়; **তু**—কিন্তু; **ভবনম্**—প্রাসাদে; **অঙ্গিরাঃ**—অঙ্গিরা; **ভগবান্**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **ঋষিঃ**—ঋষি; **লোকান্**—লোকসমূহ; **অনুচরন্**—ভ্রমণ করতে করতে; **এতান্**—এই সমস্ত; **উপাগচ্ছৎ**—এসেছিলেন; **যদৃচ্ছয়া**—সহসা।

অনুবাদ

এক সময়ে অত্যন্ত শক্তিশালী অঙ্গিরা ঋষি ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করতে করতে মহারাজ চিত্রকেতুর প্রাসাদে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৫

তং পূজয়িত্বা বিধিবৎ প্রত্যুত্থানার্হণাদিভিঃ ।
কৃতাতিথ্যমুপাসীদৎ সুখাসীনং সমাহিতঃ ॥ ১৫ ॥

তম্—তাঁকে ; **পূজয়িত্বা**—পূজা করে; **বিধিবৎ**—অতিথি সৎকারের বিধি অনুসারে; **প্রত্যুত্থান**—সিংহাসন থেকে উঠে; **অর্হণ-আদিভিঃ**—অর্ঘ্য আদি নিবেদন করে; **কৃত-অতিথ্যম্**—অতিথি সৎকার করেছিলেন; **উপাসীদৎ**—নিকটে উপবিষ্ট হয়েছিলেন; **সুখাসীনম্**—সুখে উপবিষ্ট; **সমাহিতঃ**—তাঁর মন এবং ইন্দ্রিয় সংযত করে।

অনুবাদ

চিত্রকেতু তৎক্ষণাৎ তাঁর সিংহাসন থেকে উঠে তাঁর পূজা করেছিলেন। তাঁকে আহার্য এবং পানীয় প্রদান করে তিনি সেই মহান অতিথির সৎকার করেছিলেন। ঋষি যখন সুখে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন মহারাজ তাঁর মন এবং ইন্দ্রিয় সংযত করে সেই ঋষির পায়ের কাছে ভূমিতে উপবেশন করেছিলেন।

শ্লোক ১৬

মহর্ষিস্তমুপাসীনং প্রশ্রয়াবনতং ক্ষিতৌ ।
প্রতিপূজ্য মহারাজ সমাভাষ্যেদমব্রবীৎ ॥ ১৬ ॥

মহা-ঋষিঃ—মহান ঋষি; **তম্**—তাঁকে (রাজাকে); **উপাসীনম্**—নিকটে উপবিষ্ট; **প্রশ্রয়-অবনতম্**—বিনয়াবনত; **ক্ষিতৌ**—ভূমিতে; **প্রতিপূজ্য**—অভিনন্দন জানিয়ে; **মহারাজ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **সমাভাষ্য**—সম্বোধন করে; **ইদম্**—এই; **অব্রবীৎ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, চিত্রকেতু যখন বিনয়াবনতভাবে মহর্ষির শ্রীপাদপদ্মের পাশে মাটিতে বসেছিলেন, তখন ঋষি অঙ্গিরা তাঁকে তাঁর বিনয় এবং আতিথেয়তার জন্য অভিনন্দন জানিয়ে তাঁকে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

শ্লোক ১৭

অঙ্গিরা উবাচ

অপি তেঽনাময়ং স্বস্তি প্রকৃতীনাং তথাত্মনঃ ।
যথা প্রকৃতিভির্গুপ্তঃ পুমান্ রাজা চ সপ্তভিঃ ॥ ১৭ ॥

অঙ্গিরাঃ উবাচ—মহর্ষি অঙ্গিরা বললেন; **অপি**—কি; **তে**—তোমার; **অনাময়ম্**—স্বাস্থ্য; **স্বস্তি**—মঙ্গল; **প্রকৃতীনাম্**—আপনার রাজকীয় উপাদান (পার্ষদ এবং সামগ্রী); **তথা**—ও; **আত্মনঃ**—আপনার নিজের দেহ, মন এবং আত্মা; **যথা**—যেমন; **প্রকৃতিভিঃ**—জড়া প্রকৃতির উপাদানের দ্বারা; **গুপ্তঃ**—রক্ষিত; **পুমান্**—জীব; **রাজা**—রাজা; **চ**—ও; **সপ্তভিঃ**—সাত।

অনুবাদ

মহর্ষি অঙ্গিরা বললেন—হে রাজন্, আমি আশা করি আপনার দেহ, মন এবং রাজকীয় পার্ষদ ও সামগ্রী সবই কুশলে রয়েছে। প্রকৃতির সাতটি তত্ত্ব (মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার এবং পঞ্চ তন্মাত্র) যখন যথাযথভাবে থাকে, তখন জড় তত্ত্বের মধ্যে জীব সুখী থাকে। এই সাতটি তত্ত্ব ব্যতীত জীবের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তেমনই রাজাও সর্বদা সাতটি তত্ত্বের দ্বারা রক্ষিত—তাঁর উপদেষ্টা (স্বামী বা গুরু), তাঁর মন্ত্রীবর্গ, রাজ্য, দুর্গ, কোষ, দণ্ড এবং মিত্র।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী তাঁর *ভাগবত* ভাষ্যে এই শ্লোকটির উল্লেখ করেছেন—

স্বাম্যমাত্যৌ জনপদা দুর্গদ্রবিণসঞ্চয়াঃ ।
দণ্ডো মিত্রং চ তস্যৈতাঃ সপ্তপ্রকৃতয়ো মতাঃ ॥

রাজা একা থাকেন না। সর্বপ্রথমে রয়েছে তাঁর গুরু, বা তাঁর পরম উপদেষ্টা। তাঁরপর রয়েছে তাঁর মন্ত্রী, তাঁর রাজ্য, তাঁর দুর্গ, তাঁর রাজকোষ, তাঁর আইন এবং তার বন্ধু বা মিত্র। এই সাতটি যদি যথাযথভাবে থাকে, তা হলে রাজা সুখী হন। তেমনই *ভগবদ্গীতায়* (*দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে*) বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, জীবাত্মা মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার এবং পঞ্চ তন্মাত্রের আবরণের ভিতর রয়েছে। এই সাতটি যখন যথাযথভাবে থাকে, তখন জীব সুখ অনুভব করে। সাধারণত রাজার পার্ষদেরা যখন শান্ত এবং বিশ্বস্ত হন, তখন রাজা সুখী হতে পারেন। তাই মহর্ষি অঙ্গিরা রাজাকে তাঁর স্বাস্থ্য এবং এই সাতটি প্রকৃতির কুশল জিজ্ঞাসা করেছেন। আমরা যখন কোন বন্ধুকে তার কুশল প্রশ্ন করি, তখন কেবল তার কথাই জিজ্ঞাসা করি না, তার পরিবার, তার আর্থিক অবস্থা, তার সহায়ক অথবা সেবকদের কথাও জিজ্ঞাসা করি। যখন এই সব কুশলে থাকে, তখন মানুষ সুখী হতে পারে।

শ্লোক ১৮

আত্মানং প্রকৃতিষ্বদ্ধা নিধায় শ্রেয় আপ্নুয়াৎ ।
রাজ্ঞা তথা প্রকৃতয়ো নরদেবাহিতাধয়ঃ ॥ ১৮ ॥

আত্মানম্—স্বয়ং; **প্রকৃতিষু**—এই সপ্ত প্রকৃতির অনুবর্তী; **অদ্ধা**—সাক্ষাৎভাবে; **নিধায়**—স্থাপন করে; **শ্রেয়ঃ**—পরম সুখ; **আপ্নুয়াৎ**—লাভ করা যেতে পারে; **রাজ্ঞা**—রাজার দ্বারা; **তথা**—তেমনই; **প্রকৃতয়ঃ**—অধীনস্থ রাজকীয় প্রকৃতিসমূহ; **নর-দেব**—হে রাজন্; **আহিত-অধয়ঃ**—সম্পদ এবং অন্যান্য উপকরণ নিবেদন করে।

অনুবাদ

হে নরদেব, রাজা যখন সাক্ষাৎভাবে এই সপ্ত প্রকৃতির অনুবর্তী হন, তখন তিনি সুখী হন। তেমনই তাঁরাও যখন তাঁদের ধন-সম্পদ এবং কর্মক্ষমতা রাজাকে নিবেদন করে রাজার আদেশ পালন করেন, তখন তাঁরাও সুখী হন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে রাজা এবং তাঁর আশ্রিতদের প্রকৃত সুখ বর্ণনা করা হয়েছে। রাজা প্রভু বলে তাঁর কাজ কেবল যারা তাঁর অধীনে রয়েছে তাদের আদেশ দেওয়াই

নয়; কখনও কখনও তাদের উপদেশ পালন করাও তাঁর কর্তব্য। তেমনই, যারা অধীনস্থ তাদের কর্তব্য রাজার উপর নির্ভর করা। এইভাবে পরস্পরের উপর নির্ভর করলে সকলেই সুখী হবে।

শ্লোক ১৯

অপি দারাঃ প্রজামাত্যা ভৃত্যাঃ শ্রেণ্যোঽথ মন্ত্রিণঃ ।
পৌরা জানপদা ভূপা আত্মজা বশবর্তিনঃ ॥ ১৯ ॥

অপি—কি; **দারাঃ**—পত্নীগণ; **প্রজা**—প্রজাগণ; **অমাত্যাঃ**—এবং সচিবগণ; **ভৃত্যাঃ**—ভৃত্যগণ; **শ্রেণ্যঃ**—বণিকগণ; **অথ**—এবং; **মন্ত্রিণঃ**—মন্ত্রিগণ; **পৌরাঃ**—পুরবাসীগণ; **জানপদাঃ**—রাজ্যপালগণ; **ভূপাঃ**—ভূম্যধিকারীগণ; **আত্মজাঃ**—পুত্রগণ; **বশবর্তিনঃ**—পূর্ণরূপে তোমার বশবর্তী।

অনুবাদ

হে রাজন্, তোমার পত্নী, প্রজা, অমাত্য, ভৃত্য, তেল মসলা আদি সরবরাহকারী বণিকগণ, মন্ত্রিবৃন্দ, পুরবাসীগণ, রাজ্যপালগণ, পুত্রগণ সকলে তোমার বশবর্তী আছে তো?

তাৎপর্য

প্রভু অথবা রাজা এবং তাঁদের আশ্রিতদের পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল হতে হয়। তাঁদের সহযোগিতার ফলে উভয়েই সুখী হয়।

শ্লোক ২০

যস্যাত্মানুবশশ্চেৎ স্যাৎ সর্বে তদ্বশগা ইমে ।
লোকাঃ সপালা যচ্ছন্তি সর্বে বলিমতন্দ্রিতাঃ ॥ ২০ ॥

যস্য—যাঁর; **আত্মা**—মন; **অনুবশঃ**—বশবর্তী; **চেৎ**—যদি; **স্যাৎ**—হয়; **সর্বে**—সমস্ত; **তৎ-বশ-গাঃ**—তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন; **ইমে**—এরা সকলে; **লোকাঃ**—বিভিন্ন লোক; **স-পালাঃ**—পালকগণ সহ; **যচ্ছন্তি**—অর্পণ করেন; **সর্বে**—সমস্ত; **বলিম্**—উপহার; **অতন্দ্রিতাঃ**—নিরলস হয়ে।

অনুবাদ

যদি রাজার মন সম্পূর্ণরূপে সংযত থাকে, তা হলে তাঁর পরিবারের সমস্ত সদস্য এবং রাজকর্মচারীগণ সকলেই তাঁর অধীন থাকেন। তাঁর রাজ্যপালগণ তাঁকে যথাসময়ে অবাধে কর প্রদান করেন, অতএব নিম্নতর ভৃত্যদের আর কি কথা?

তাৎপর্য

অঙ্গিরা ঋষি রাজাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাঁর মনও তাঁর বশবর্তী কি না। সুখী হওয়ার জন্য এটিই সব চাইতে আবশ্যক।

শ্লোক ২১

আত্মনঃ প্রীয়তে নাত্মা পরতঃ স্বত এব বা ।
লক্ষয়েঽলব্ধকামং ত্বাং চিন্তয়া শবলং মুখম্ ॥ ২১ ॥

আত্মনঃ—তোমার; **প্রীয়তে**—সন্তুষ্ট; **ন**—না; **আত্মা**—মন; **পরতঃ**—অন্য কারণে; **স্বতঃ**—তোমার নিজের থেকেই; **এব**—বস্তুত; **বা**—অথবা; **লক্ষয়ে**—আমি দেখছি; **অলব্ধ-কামম্**—তোমার মনোবাসনা পূর্ণ না হওয়ায়; **ত্বাম্**—তুমি; **চিন্তয়া**—চিন্তার দ্বারা; **শবলম্**—বিবর্ণ; **মুখম্**—মুখ।

অনুবাদ

হে মহারাজ চিত্রকেতু, আমি দেখতে পাচ্ছি যে তোমার মন প্রসন্ন নয়। তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হয়নি বলে মনে হচ্ছে। তা কি তোমার নিজের থেকেই হয়েছে না অন্য কারও কারণে হয়েছে? তোমার বিবর্ণ মুখমণ্ডলই তোমার গভীর দুশ্চিন্তা প্রতিফলিত করছে।

শ্লোক ২২

এবং বিকল্পিতো রাজন্ বিদুষা মুনিনাপি সঃ ।
প্রশ্রয়াবনতোঽভ্যাহ প্রজাকামস্ততো মুনিম্ ॥ ২২ ॥

এবম্—এইভাবে; **বিকল্পিতঃ**—জিজ্ঞাসিত হয়ে; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **বিদুষা**—মহাজ্ঞানী; **মুনিনা**—মুনির দ্বারা; **অপি**—যদিও; **সঃ**—তিনি (মহারাজ চিত্রকেতু); **প্রশ্রয়-অবনতঃ**—বিনয়াবনত হয়ে; **অভ্যাহ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **প্রজা-কামঃ**—পুত্র লাভের কামনা করে; **ততঃ**—তারপর; **মুনিম্**—মহর্ষিকে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ , মহর্ষি অঙ্গিরা যদিও সব কিছুই জানতেন, তবু তিনি রাজাকে এইভাবে প্রশ্ন করেছিলেন। তখন পুত্রার্থী রাজা চিত্রকেতু মহর্ষি অঙ্গিরাকে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

তাৎপর্য

মুখ যেহেতু মনের দর্পণ, তাই মহাত্মারা মুখ দেখে মনের অবস্থা বুঝতে পারেন। অঙ্গিরা ঋষি যখন রাজার বিবর্ণ মুখ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন, তখন মহারাজ চিত্রকেতু তাঁর দুশ্চিন্তার কারণ তাঁকে বলেছিলেন।

শ্লোক ২৩

চিত্রকেতুরুবাচ

ভগবন্ কিং ন বিদিতং তপোজ্ঞানসমাধিভিঃ ।
যোগিনাং ধ্বস্তপাপানাং বহিরন্তঃ শরীরিষু ॥ ২৩ ॥

চিত্রকেতুঃ উবাচ—চিত্রকেতু উত্তর দিয়েছিলেন; **ভগবন্**—হে পরম শক্তিমান ঋষি; **কিম্**—কি; **ন**—না; **বিদিতম্**—অবগত; **তপঃ**—তপস্যার প্রভাবে; **জ্ঞান**—জ্ঞান; **সমাধিভিঃ**—এবং সমাধির দ্বারা; **যোগিনাম্**—মহান যোগী এবং ভক্তদের পক্ষে; **ধ্বস্ত-পাপানাম্**—যাঁরা সম্পূর্ণরূপে পাপ মুক্ত; **বহিঃ**—বাইরে; **অন্তঃ**—অন্তরে; **শরীরিষু**—জড় দেহধারী বদ্ধ জীবের।

অনুবাদ

মহারাজ চিত্রকেতু বললেন—হে মহাত্মন্, তপস্যা, জ্ঞান এবং সমাধির বলে আপনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়েছেন। তাই আপনার মতো একজন সিদ্ধ যোগী আমার মতো একজন বদ্ধ জীবের অন্তরের এবং বাইরের সব কথা জানেন।

শ্লোক ২৪

তথাপি পৃচ্ছতো ব্রূয়াং ব্রহ্মন্নাত্মনি চিন্তিতম্ ।
ভবতো বিদুষশ্চাপি চোদিতস্ত্বদনুজ্ঞয়া ॥ ২৪ ॥

তথাপি—তা সত্ত্বেও; **পৃচ্ছতঃ**—জিজ্ঞাসা করেছেন; **ব্রুয়াম্**—আমি বলছি; **ব্রহ্মন্**—হে মহান্ ব্রাহ্মণ; **আত্মনি**—মনে; **চিন্তিতম্**—চিন্তা; **ভবতঃ**—আপনাকে; **বিদুষঃ**—যিনি সব কিছু জানেন; **চ**—এবং; **অপি**—যদিও; **চোদিতঃ**—অনুপ্রাণিত হয়ে; **ত্বৎ**—আপনার; **অনুজ্ঞয়া**—আদেশের দ্বারা।

অনুবাদ

হে মহাত্মন, আপনি যদিও সব কিছু জানেন, তবুও আপনি আমার দুশ্চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করেছেন। তাই আপনার আদেশ অনুসারে আমি তার কারণ বিশ্লেষণ করছি।

শ্লোক ২৫

লোকপালৈরপি প্রার্থ্যাঃ সাম্রাজ্যৈশ্বর্যসম্পদঃ ।
ন নন্দয়ন্ত্যপ্রজং মাং ক্ষুত্তৃট্‌কামমিবাপরে ॥ ২৫ ॥

লোক-পালৈঃ—মহান দেবতাদের; **অপি**—ও; **প্রার্থ্যাঃ**—বাঞ্ছিত; **সাম্রাজ্য**—সাম্রাজ্য; **ঐশ্বর্য**—ঐশ্বর্য; **সম্পদঃ**—ধন-সম্পদ; **ন নন্দয়ন্তি**—আনন্দ প্রদান করে না; **অপ্রজম্**—পুত্র না থাকার ফলে; **মাম্**—আমাকে; **ক্ষুৎ**—ক্ষুধা; **তৃট্**—তৃষ্ণা; **কামম্**—তৃপ্ত করার বাসনায়; **ইব**—সদৃশ; **অপরে**—অন্য ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বিষয়।

অনুবাদ

ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় কাতর ব্যক্তিকে যেমন মালা অথবা চন্দন আদি সুখপ্রদ বিষয় সুখ দিতে পারে না, তেমনই স্বর্গের দেবতাদেরও অভিলষিত সাম্রাজ্য, ঐশ্বর্য, সম্পদ আমাকে সুখ দিতে পারে না, কারণ আমি অপুত্রক।

শ্লোক ২৬

ততঃ পাহি মহাভাগ পূর্বৈঃ সহ গতং তমঃ ।
যথা তরেম দুষ্পারং প্রজয়া তদ্ বিধেহি নঃ ॥ ২৬ ॥

ততঃ—অতএব, এই কারণে; **পাহি**—রক্ষা করুন; **মহাভাগ**—হে মহর্ষি; **পূর্বৈঃ সহ**—আমার পিতৃপুরুষগণ সহ; **গতম্**—গিয়েছে; **তমঃ**—অন্ধকারে; **যথা**—যাতে;

তরেম—আমরা পার হতে পারি; **দুষ্পারম্**—পার হওয়া অত্যন্ত কঠিন; **প্রজয়া**—পুত্র লাভ করে; **তৎ**—তা; **বিধেহি**—দয়া করে বিধান করুন; **নঃ**—আমাদের জন্য।

অনুবাদ

হে মহর্ষি, যাতে আমি পুত্র লাভ করে আমার পূর্বপুরুষগণ সহ অন্ধকার নরক থেকে উদ্ধার পেতে পারি, সেই উপায় বিধান করুন।

তাৎপর্য

বৈদিক সভ্যতায় মানুষ পুত্র উৎপাদনের জন্য বিবাহ করেন, কারণ পুত্র পিণ্ড দান করে তাঁর পিতৃপুরুষদের উদ্ধার করেন। মহারাজ চিত্রকেতু পুত্র লাভের বাসনা করেছিলেন, যাতে তাঁর পিতৃপুরুষেরা অন্ধকার নরক থেকে উদ্ধার পেতে পারেন। শুধু তাঁর নিজের জন্যই নয়, তাঁর পূর্বপুরুষদেরও পরলোকে কে পিণ্ডদান করবে সেই জন্য তিনি চিন্তিত ছিলেন। তাই তিনি অঙ্গিরা ঋষিকে অনুরোধ করেছিলেন যাতে তিনি এমন কিছু করেন, যার ফলে তিনি একটি পুত্রসন্তান লাভ করতে পারেন।

শ্লোক ২৭

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যর্থিতঃ স ভগবান্ কৃপালুর্ব্রহ্মণঃ সুতঃ ।
শ্রপয়িত্বা চরুং ত্বাষ্ট্রং ত্বষ্টারমযজদ্ বিভুঃ ॥ ২৭ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **অর্থিতঃ**—অনুরোধ জানালে; **সঃ**—তিনি (অঙ্গিরা ঋষি); **ভগবান্**—মহা শক্তিশালী; **কৃপালুঃ**—অত্যন্ত কৃপাপরবশ হয়ে; **ব্রহ্মণঃ**—ব্রহ্মার; **সুতঃ**—পুত্র (ব্রহ্মার মন থেকে জাত); **শ্রপয়িত্বা**—রন্ধন করিয়ে; **চরুম্**—যজ্ঞে নিবেদন করার এক বিশেষ প্রকার পায়স; **ত্বাষ্ট্রম্**—ত্বষ্টা নামক দেবতার উদ্দেশ্যে; **ত্বষ্টারম্**—ত্বষ্টা; **অযজৎ**—পূজা করেছিলেন; **বিভুঃ**—মহান ঋষি।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—মহারাজ চিত্রকেতুর অনুরোধে ব্রহ্মার মানসপুত্র অঙ্গিরা ঋষি তাঁর প্রতি কৃপাপরবশ হয়েছিলেন। যেহেতু তিনি ছিলেন একজন মহা শক্তিশালী ব্যক্তি, তাই তিনি ত্বষ্টার উদ্দেশ্যে পায়স নিবেদন করে এক যজ্ঞ করেছিলেন।

শ্লোক ২৮

জ্যেষ্ঠা শ্রেষ্ঠা চ যা রাজ্ঞো মহিষীণাং চ ভারত ।
নাম্না কৃতদ্যুতিস্তস্যৈ যজ্ঞোচ্ছিষ্টমদাদ্ দ্বিজঃ ॥ ২৮ ॥

জ্যেষ্ঠা—জ্যেষ্ঠা; **শ্রেষ্ঠা**—পরম গুণবতী; **চ**—এবং; **যা**—যিনি; **রাজ্ঞঃ**—রাজার; **মহিষীণাম্**—সমস্ত রাণীদের মধ্যে; **চ**—ও; **ভারত**—হে ভারতশ্রেষ্ঠ মহারাজ পরীক্ষিৎ; **নাম্না**—নামক; **কৃতদ্যুতিঃ**—কৃতদ্যুতি; **তস্যৈ**—তাঁকে; **যজ্ঞ**—যজ্ঞের; **উচ্ছিষ্টম্**—অবশেষ; **অদাৎ**—দিয়েছিলেন; **দ্বিজঃ**—মহর্ষি (অঙ্গিরা)।

অনুবাদ

হে ভারতশ্রেষ্ঠ মহারাজা পরীক্ষিৎ, চিত্রকেতুর এক কোটি রাণীর মধ্যে যিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠা, কৃতদ্যুতি নামক সেই প্রথম বিবাহিতা মহিষীকে মহর্ষি অঙ্গিরা যজ্ঞাবশেষ প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ২৯

অথাহ নৃপতিং রাজন্ ভবিতৈকস্তবাত্মজঃ ।
হর্ষশোকপ্রদস্তুভ্যমিতি ব্রহ্মসুতো যযৌ ॥ ২৯ ॥

অথ—তারপর; **আহ**—বলেছিলেন; **নৃপতিম্**—রাজাকে; **রাজন্**—হে মহারাজ চিত্রকেতু; **ভবিতা**—হবে; **একঃ**—একটি; **তব**—তোমার; **আত্মজঃ**—পুত্র; **হর্ষ-শোক**—হর্ষ এবং বিষাদ; **প্রদঃ**—প্রদানকারী; **তুভ্যম্**—তোমাকে; **ইতি**—এই প্রকার; **ব্রহ্ম-সুতঃ**—ব্রহ্মার পুত্র অঙ্গিরা ঋষি; **যযৌ**—প্রস্থান করেছিলেন।

অনুবাদ

তারপর, মহর্ষি অঙ্গিরা রাজাকে বলেছিলেন, "হে মহারাজন্, এখন তুমি একটি পুত্র লাভ করবে যে তোমার হর্ষ এবং শোক উভয়েরই কারণ হবে।" এই কথা বলে, চিত্রকেতুর উত্তরের অপেক্ষা না করে সেই ঋষি প্রস্থান করেছিলেন।

তাৎপর্য

রাজা যখন জানতে পেরেছিলেন যে, তিনি একটি পুত্র সন্তান লাভ করবেন, তখন তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হয়েছিলেন। এই মহা আনন্দের ফলে তিনি অঙ্গিরা ঋষির

উক্তির প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারেননি। তিনি মনে করেছিলেন যে, পুত্রের জন্মের ফলে তাঁর অবশ্যই অত্যন্ত আনন্দ হবে, কিন্তু রাজার একমাত্র পুত্র হওয়ার ফলে, তার ঐশ্বর্য এবং সৌভাগ্যের গর্বে গর্বিত হয়ে সে হয়তো তার পিতার খুব একটা বাধ্য হবে না। কিন্তু রাজা এই মনে করে প্রসন্ন হয়েছিলেন, "পুত্র তো হোক। সে যদি খুব একটা বাধ্য নাও হয় তাতে কিছু যায় আসে না।" একটি প্রবাদ আছে, "নাই মামার থেকে কানা মামা ভাল।" সেই বিচার অনুসারে রাজা ভেবেছিলেন যে, কোন পুত্র না থাকার থেকে অন্তত অবাধ্য পুত্র থাকা ভাল। মহা পণ্ডিত চাণক্য বলেছেন—

কোঽর্থঃ পুত্রেণ জাতেন যো ন বিদ্বান্ ন ধার্মিকঃ ।
কাণেন চক্ষুষা কিং বা চক্ষুঃ পীড়ৈব কেবলম্ ॥

"যে পুত্র বিদ্বান নয় এবং ভগবদ্ভক্ত নয়, সেই পুত্র থেকে কি লাভ? সে পুত্র অন্ধ চক্ষুর মতো কেবল দুঃখকষ্টই দেয়।" কিন্তু তা সত্ত্বেও জড় জগৎ এমনই কলুষিত যে, মানুষ পুত্র কামনা করে, তা সেই পুত্র যতই নিষ্কর্মা হোক না কেন। রাজা চিত্রকেতুর উপাখ্যান সেই মনোভাবেরই প্রতীক।

শ্লোক ৩০

সাপি তৎপ্রাশনাদেব চিত্রকেতোরধারয়ৎ ।
গর্ভং কৃতদ্যুতির্দেবী কৃত্তিকাগ্নেরিবাত্মজম্ ॥ ৩০ ॥

সা—তিনি; **অপি**—ও; **তৎ-প্রাশনাৎ**—সেই মহাযজ্ঞের অবশেষ আহার করে; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **চিত্রকেতোঃ**—মহারাজ চিত্রকেতু থেকে; **অধারয়ৎ**—ধারণ করেছিলেন; **গর্ভম্**—গর্ভ; **কৃতদ্যুতিঃ**—রাণী কৃতদ্যুতি; **দেবী**—দেবী; **কৃত্তিকা**—কৃত্তিকা; **অগ্নেঃ**—অগ্নির থেকে; **ইব**—যেমন; **আত্মজম্**—একটি পুত্র।

অনুবাদ

কৃত্তিকাদেবী যেমন অগ্নির কাছ থেকে মহাদেবের বীর্য গ্রহণ করে স্কন্দ (কার্তিকেয়) নামক পুত্রকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন, কৃতদ্যুতিও তেমন অঙ্গিরার অনুষ্ঠিত যজ্ঞের প্রসাদ ভক্ষণপূর্বক চিত্রকেতুর বীর্য ধারণ করে গর্ভবতী হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩১

তস্যা অনুদিনং গর্ভঃ শুক্লপক্ষ ইবোড়ুপঃ ।
ববৃধে শূরসেনেশতেজসা শনকৈর্নৃপ ॥ ৩১ ॥

তস্যাঃ—তাঁর; **অনুদিনম্**—দিনের পর দিন; **গর্ভঃ**—গর্ভ; **শুক্লপক্ষে**—শুক্লপক্ষের; **ইব**—মতো; **উড়ুপঃ**—চন্দ্রের; **ববৃধে**—বৃদ্ধি পেতে লাগল; **শূরসেন-ঈশ**—শূরসেন দেশের রাজার; **তেজসা**—বীর্যের দ্বারা; **শনকৈঃ**—একটু একটু করে; **নৃপ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, শূরসেন দেশের অধিপতি রাজা চিত্রকেতুর বীর্য ধারণ করে, রাজমহিষী কৃতদ্যুতির যে গর্ভ হয়েছিল, তা শুক্লপক্ষের চন্দ্রের মতো দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল।

শ্লোক ৩২

অথ কাল উপাবৃত্তে কুমারঃ সমজায়ত ।
জনয়ন্ শূরসেনানাং শৃণ্বতাং পরমাং মুদম্ ॥ ৩২ ॥

অথ—তারপর; **কালে উপাবৃত্তে**—যথাসময়ে; **কুমারঃ**—পুত্র; **সমজায়ত**—জন্মগ্রহণ করেছিল; **জনয়ন্**—সৃষ্টি করে; **শূরসেনানাম্**—শূরসেনবাসীদের; **শৃণ্বতাম্**—শ্রবণ করে; **পরমাম্**—অত্যন্ত; **মুদম্**—আনন্দ।

অনুবাদ

তারপর, যথাসময়ে রাজার একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিল। সেই সংবাদ শ্রবণ করে শূরসেন দেশবাসীরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৩

হৃষ্টো রাজা কুমারস্য স্নাতঃ শুচিরলঙ্কৃতঃ ।
বাচয়িত্বাশিষো বিপ্রৈঃ কারয়ামাস জাতকম্ ॥ ৩৩ ॥

হৃষ্টঃ—অত্যন্ত আনন্দিত; **রাজা**—রাজা; **কুমারস্য**—তাঁর নবজাত পুত্রের; **স্নাতঃ**—স্নান করে; **শুচিঃ**—পবিত্র হয়ে; **অলঙ্কৃতঃ**—অলঙ্কার ধারণ করে; **বাচয়িত্বা**—বলিয়ে; **আশিষঃ**—আশীর্বাদ বাণী; **বিপ্রৈঃ**—বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **কারয়াম্ আস**—অনুষ্ঠান করিয়েছিলেন; **জাতকম্**—জাতকর্ম।

অনুবাদ

মহারাজ চিত্রকেতু এই সংবাদ শ্রবণে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন এবং স্নান করে শুচি হয়ে অলঙ্কার ধারণপূর্বক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দ্বারা কুমারের আশীর্বাদ বাণী পাঠ এবং জাতকর্ম সম্পন্ন করিয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৪

তেভ্যো হিরণ্যং রজতং বাসাংস্যাভরণানি চ ।
গ্রামান্ হয়ান্ গজান্ প্রাদাদ্ ধেনূনামর্বুদানি ষট্ ॥ ৩৪ ॥

তেভ্যঃ—তাঁদের (বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের); **হিরণ্যম্**—স্বর্ণ; **রজতম্**—রৌপ্য; **বাসাংসি**—বসন; **আভরণানি**—অলঙ্কার; **চ**—ও; **গ্রামান্**—গ্রাম; **হয়ান্**—অশ্ব; **গজান্**—হস্তী; **প্রাদাৎ**—দান করেছিলেন; **ধেনূনাম্**—গাভী; **অর্বুদানি**—দশ কোটি; **ষট্**—ছয়।

অনুবাদ

রাজা সেই অনুষ্ঠানে যোগদানকারী ব্রাহ্মণদের স্বর্ণ, রজত, বসন, অলঙ্কার, গ্রাম, অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি এবং ছয় অর্বুদ (ষাট কোটি) গাভী দান করেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

ববর্ষ কামানন্যেষাং পর্জন্য ইব দেহিনাম্ ।
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং কুমারস্য মহামনাঃ ॥ ৩৫ ॥

ববর্ষ—বর্ষণ করেছিলেন, দান করেছিলেন; **কামান্**—সমস্ত অভিলষিত বস্তু; **অন্যেষাম্**—অন্যদের; **পর্জন্যঃ**—মেঘ; **ইব**—সদৃশ; **দেহিনাম্**—সমস্ত জীবদের; **ধন্যম্**—ধন; **যশস্যম্**—যশ; **আয়ুষ্যম্**—এবং আয়ু বৃদ্ধির বাসনায়; **কুমারস্য**—নবজাত শিশুর; **মহা-মনাঃ**—উদারচিত্ত মহারাজ চিত্রকেতু।

অনুবাদ

মেঘ যেভাবে অকাতরে জল বর্ষণ করে, মহামতি রাজাও সেইভাবে কুমারের যশ, ধন ও আয়ু বৃদ্ধির জন্য সকলকে তাঁদের অভিলষিত বস্তু দান করেছিলেন।

শ্লোক ৩৬

কৃচ্ছ্রলব্ধেঽথ রাজর্ষেস্তনয়েঽনুদিনং পিতুঃ ।
যথা নিঃস্বস্য কৃচ্ছ্রাপ্তে ধনে স্নেহোঽন্ববর্ধত ॥ ৩৬ ॥

কৃচ্ছ্র—মহাকষ্টে; **লব্ধে**—প্রাপ্ত; **অথ**—তারপর; **রাজর্ষেঃ**—পুণ্যবান রাজা চিত্রকেতুর; **তনয়ে**—পুত্রের জন্য; **অনুদিনম্**—দিন দিন; **পিতুঃ**—পিতার; **যথা**—ঠিক যেমন; **নিঃস্বস্য**—দরিদ্র ব্যক্তির; **কৃচ্ছ্র-আপ্তে**—মহাকষ্টে অর্জিত; **ধনে**—ধনের প্রতি; **স্নেহঃ**—স্নেহ; **অন্ববর্ধত**—বর্ধিত হয়েছিল।

অনুবাদ

দরিদ্র ব্যক্তির যেমন কষ্টলব্ধ ধনের প্রতি দিন দিন স্নেহ বর্ধিত হয়, তেমনই, মহারাজ চিত্রকেতু বহু কষ্টে সেই পুত্র লাভ করার ফলে, তার প্রতি তাঁর স্নেহ দিন দিন বর্ধিত হতে লাগল।

শ্লোক ৩৭

মাতুস্ত্বতিতরাং পুত্রে স্নেহো মোহসমুদ্ভবঃ ।
কৃতদ্যুতেঃ সপত্নীনাং প্রজাকামজ্বরোঽভবৎ ॥ ৩৭ ॥

মাতুঃ—মাতার; **তু**—ও; **অতিতরাম্**—অত্যন্ত; **পুত্রে**—পুত্রের জন্য; **স্নেহঃ**—স্নেহ; **মোহ**—অজ্ঞানতাবশত; **সমুদ্ভবঃ**—উৎপন্ন হয়েছিল; **কৃতদ্যুতেঃ**—কৃতদ্যুতির; **সপত্নীনাম্**—সপত্নীদের; **প্রজাকাম**—পুত্র লাভের বাসনা; **জ্বরঃ**—জ্বর; **অভবৎ**—হয়েছিল।

অনুবাদ

পিতার মতো মাতা কৃতদ্যুতিরও পুত্রের প্রতি অত্যধিক স্নেহ ক্রমশ বর্ধিত হয়েছিল। কৃতদ্যুতির সন্তান দর্শন করে তাঁর সপত্নীদেরও পুত্র কামনায় পরিতাপ উপস্থিত হয়েছিল।

শ্লোক ৩৮

চিত্রকেতোরতিপ্রীতির্যথা দারে প্রজাবতি ।
ন তথান্যেষু সঞ্জজ্ঞে বালং লালয়তোঽন্বহম্ ॥ ৩৮ ॥

চিত্রকেতোঃ—রাজা চিত্রকেতুর; **অতিপ্রীতিঃ**—অত্যধিক আকর্ষণ; **যথা**—যেমন; **দারে**—তাঁর পত্নীর প্রতি; **প্রজা-বতি**—পুত্রবতী; **ন**—না; **তথা**—তেমন; **অন্যেষু**—অন্যদের প্রতি; **সঞ্জজ্ঞে**—উৎপন্ন হয়েছিল; **বালম্**—পুত্র; **ল.-য়তঃ**—লালন পালন করে; **অন্বহম্**—নিরন্তর।

অনুবাদ

পুত্রের লালন পালন করতে করতে পুত্রবতী ভার্যা কৃতদ্যুতির প্রতি চিত্রকেতুর প্রীতি যেমন বর্ধিত হয়েছিল, তেমনই তাঁর অন্যান্য পত্নী যাঁদের পুত্র ছিল না, তাঁদের প্রতি তাঁর প্রীতি ক্রমশ হ্রাস পেয়েছিল।

শ্লোক ৩৯

তাঃ পর্যতপ্যন্নাত্মানং গর্হয়ন্ত্যোঽভ্যসূয়য়া ।
আনপত্যেন দুঃখেন রাজ্ঞশ্চানাদরেণ চ ॥ ৩৯ ॥

তাঃ—তাঁরা (অপুত্রক মহিষীরা); **পর্যতপ্যন্**—অনুতাপ করেছিলেন; **আত্মানম্**—নিজেদের; **গর্হয়ন্ত্যঃ**—ধিক্কার দিয়ে; **অভ্যসূয়য়া**—ঈর্ষাবশত; **আনপত্যেন**—পুত্রহীন হওয়ার ফলে; **দুঃখেন**—দুঃখে; **রাজ্ঞঃ**—রাজার; **চ**—ও; **অনাদরেণ**—উপেক্ষার ফলে; **চ**—ও।

অনুবাদ

অন্য মহিষীরা পুত্রহীনা হওয়ার ফলে অত্যন্ত অসুখী হয়েছিলেন। রাজা তাঁদের প্রতি উপেক্ষা করার ফলে, তাঁরা ঈর্ষায় নিজেদের ধিক্কার দিতে দিতে অনুতাপ করেছিলেন।

শ্লোক ৪০

ধিগপ্রজাং স্ত্রিয়ং পাপাং পত্যুশ্চাগৃহসম্মতাম্ ।
সুপ্রজাভিঃ সপত্নীভির্দাসীমিব তিরস্কৃতাম্ ॥ ৪০ ॥

ধিক্—ধিক্; **অপ্রজাম্**—পুত্রহীনা; **স্ত্রিয়ম্**—স্ত্রীকে; **পাপাম্**—পাপপূর্ণ; **পত্যুঃ**—পতির দ্বারা; **চ**—ও; **অ-গৃহ-সম্মতাম্**—গৃহে যাঁর সম্মান নেই; **সুপ্রজাভিঃ**—পুত্রবতী; **সপত্নীভিঃ**—সপত্নীদের দ্বারা; **দাসীম্**—দাসী; **ইব**—সদৃশ; **তিরস্কৃতাম্**—অনাদৃত।

অনুবাদ

পুত্রহীনা স্ত্রীকে তার গৃহে তার পতি অনাদর করে এবং সপত্নীরা তাকে দাসীর মতো অসম্মান করে। সেই প্রকার স্ত্রী তার পাপের জন্য সর্বতোভাবে নিন্দনীয়।

তাৎপর্য

চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন—

মাতা যস্য গৃহে নাস্তি ভার্যা চাপ্রিয়বাদিনী ।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্ ॥

"যে ব্যক্তির গৃহে মাতা নেই এবং যার স্ত্রী মধুরভাষিণী নয়, তার উচিত বনে চলে যাওয়া। কারণ তার পক্ষে গৃহ এবং বন সমান।" তেমনই যে রমণীর পুত্র নেই, যার পতি তাকে অনাদর করে, এবং যার সপত্নীরা তার প্রতি দাসীর মতো ব্যবহার করে তাকে উপেক্ষা করে, তার পক্ষে গৃহে থাকার থেকে বনে যাওয়াই শ্রেয়।

শ্লোক ৪১

দাসীনাং কো নু সন্তাপঃ স্বামিনঃ পরিচর্যয়া ।
অভীক্ষ্ণং লব্ধমানানাং দাস্যা দাসীব দুর্ভগাঃ ॥ ৪১ ॥

দাসীনাম্—দাসীদের; **কঃ**—কি; **নু**—বস্তুতপক্ষে; **সন্তাপঃ**—অনুতাপ; **স্বামিনঃ**—স্বামীকে; **পরিচর্যয়া**—সেবা করার দ্বারা; **অভীক্ষ্ণম্**—নিরন্তর; **লব্ধমানানাম্**—সম্মানিত; **দাস্যাঃ**—দাসীর; **দাসী ইব**—দাসীর মতো; **দুর্ভগাঃ**—অত্যন্ত দুর্ভাগা।

অনুবাদ

দাসীরাও নিরন্তর স্বামীর পরিচর্যা করে স্বামীর কাছ থেকে সম্মান পায় এবং তাই তাদের কোন সন্তাপ থাকে না। কিন্তু আমাদের অবস্থা দাসীরও দাসীর মতো। অতএব, আমরা অত্যন্ত দুর্ভাগা।

শ্লোক ৪২

এবং সন্দহ্যমানানাং সপত্ন্যাঃ পুত্রসম্পদা ।
রাজ্ঞোঽসম্মতবৃত্তীনাং বিদ্বেষো বলবানভূৎ ॥ ৪২ ॥

এবম্—এইভাবে; **সন্দহ্যমানানাম্**—শোকদগ্ধ রাণীদের; **সপত্ন্যাঃ**—সপত্নী কৃতদ্যুতির; **পুত্র-সম্পদা**—পুত্ররূপ সম্পদের ফলে; **রাজ্ঞঃ**—রাজার দ্বারা; **অসম্মত-বৃত্তীনাম্**—অনুগৃহীত না হওয়ার ফলে; **বিদ্বেষঃ**—ঈর্ষা; **বলবান্**—অত্যন্ত প্রবল; **অভূৎ**—হয়েছিল।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলতে লাগলেন—এইভাবে পতির দ্বারা উপেক্ষিত হয়ে এবং কৃতদ্যুতির পুত্রসম্পদ দর্শন করে, কৃতদ্যুতির সপত্নীরা সর্বক্ষণ ঈর্ষায় দগ্ধ হতে লাগলেন, যা অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছিল।

শ্লোক ৪৩

বিদ্বেষনষ্টমতয়ঃ স্ত্রিয়ো দারুণচেতসঃ ।
গরং দদুঃ কুমারায় দুর্মর্ষা নৃপতিং প্রতি ॥ ৪৩ ॥

বিদ্বেষ-নষ্ট-মতয়ঃ—ঈর্ষার ফলে যাদের বুদ্ধি নষ্ট হয়েছিল; **স্ত্রীয়ঃ**—রমণীগণ; **দারুণ-চেতসঃ**—অত্যন্ত কঠিন হৃদয় হয়ে; **গরম্**—বিষ; **দদুঃ**—প্রদান করেছিল; **কুমারায়**—বালককে; **দুর্মর্ষাঃ**—সহ্য করতে না পেরে; **নৃপতিম্**—রাজার; **প্রতি**—প্রতি।

অনুবাদ

ক্রমশ তাদের বিদ্বেষ বৃদ্ধি পেয়ে তাদের বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অত্যন্ত কঠোর হৃদয় হয়ে এবং তাদের প্রতি রাজার অনাদর সহ্য করতে না পেরে, তারা অবশেষে কুমারকে বিষ প্রদান করেছিল।

শ্লোক ৪৪

কৃতদ্যুতিরজানন্তী সপত্নীনামঘং মহৎ ।
সুপ্ত এবেতি সঞ্চিন্ত্য নিরীক্ষ্য ব্যচরদ্ গৃহে ॥ ৪৪ ॥

কৃতদ্যুতিঃ—রাণী কৃতদ্যুতি; **অজানন্তী**—না জেনে; **সপত্নীনাম্**—তাঁর সপত্নীদের; **অঘম্**—পাপকর্ম; **মহৎ**—অত্যন্ত; **সুপ্তঃ**—নিদ্রিত; **এব**—বস্তুত; **ইতি**—এইভাবে; **সঞ্চিন্ত্য**ঃ—মনে করে; **নিরীক্ষ্য**—দর্শন করে; **ব্যচরৎ**—বিচরণ করছিলেন; **গৃহে**—গৃহে।

অনুবাদ

তাঁর সপত্নীরা যে তাঁর পুত্রকে বিষ প্রদান করেছে মহারাণী কৃতদ্যুতি সেই কথা জানতে পারেননি। তাঁর পুত্রকে গভীর নিদ্রায় মগ্ন বলে মনে করে, তিনি গৃহে বিচরণ করছিলেন। তাঁর পুত্রের যে মৃত্যু হয়েছে, সেই কথা তিনি বুঝতে পারেননি।

শ্লোক ৪৫

শয়ানং সুচিরং বালমুপধার্য মনীষিণী ।
পুত্রমানয় মে ভদ্রে ইতি ধাত্রীমচোদয়ৎ ॥ ৪৫ ॥

শয়ানম্—শায়িত; **সুচিরম্**—দীর্ঘকাল; **বালম্**—পুত্র; **উপধার্য**—মনে করে; **মনীষিণী**—অত্যন্ত বুদ্ধিমতী; **পুত্রম্**—পুত্রকে; **আনয়**—নিয়ে এসো; **মে**—আমার কাছে; **ভদ্রে**—হে সখী; **ইতি**—এইভাবে; **ধাত্রীম্**—ধাত্রীকে; **অচোদয়ৎ**—আদেশ দিয়েছিলেন।

অনুবাদ

পুত্র বহুক্ষণ ধরে নিদ্রিত আছে বলে মনে করে, অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মহারাণী কৃতদ্যুতি ধাত্রীকে আদেশ দিয়েছিলেন, "হে ভদ্রে, আমার পুত্রকে আমার কাছে নিয়ে এসো।"

শ্লোক ৪৬

সা শয়ানমুপব্রজ্য দৃষ্ট্বা চোত্তারলোচনম্ ।
প্রাণেন্দ্রিয়াত্মভিস্ত্যক্তং হতাস্মীত্যপতদ্ভুবি ॥ ৪৬ ॥

সা—সেই (ধাত্রী); **শয়ানম্**—শায়িত; **উপব্রজ্য**—কাছে গিয়ে; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **চ**—ও; **উত্তার-লোচনম্**—তার চক্ষু ঊর্ধ্বগত হয়ে আছে (মৃত ব্যক্তির মতো); **প্রাণ-**

ইন্দ্রিয়-আত্মভিঃ—প্রাণ, ইন্দ্রিয় এবং আত্মা; **ত্যক্তম্**—ত্যাগ করেছে; **হতা অস্মি**—আমার সর্বনাশ হয়েছে; **ইতি**—এই বলে; **অপতৎ**—নিপতিত হয়েছিল; **ভুবি**—ভূমিতে।

অনুবাদ

ধাত্রী শায়িত বালকের কাছে গিয়ে দেখল যে, তার চক্ষু উর্ধ্বগত হয়ে আছে। তার দেহে জীবনের লক্ষণ নেই এবং তার ইন্দ্রিয়গুলি স্তব্ধ হয়ে গেছে। তখন সে বুঝতে পারে শিশুটির মৃত্যু হয়েছে। তা দেখে, "হায়, আমার সর্বনাশ হয়েছে," এই বলে আর্তনাদ করে সে ভূমিতে নিপতিত হয়েছিল।

শ্লোক ৪৭

তস্যাস্তদাকর্ণ্য ভৃশাতুরং স্বরং
ঘ্নন্ত্যাঃ করাভ্যামুর উচ্চকৈরপি ।
প্রবিশ্য রাজ্ঞী ত্বরয়াত্মজান্তিকং
দদর্শ বালং সহসা মৃতং সুতম্ ॥ ৪৭ ॥

তস্যাঃ—তাঁর (ধাত্রীর); **তদা**—তখন; **আকর্ণ্য**—শুনে; **ভৃশ-আতুরম্**—অত্যন্ত শোকার্তা এবং ব্যাকুল হয়ে; **স্বরম্**—কণ্ঠস্বর; **ঘ্নন্ত্যাঃ**—আঘাত করে; **করাভ্যাম্**—করযুগলের দ্বারা; **উরঃ**—বক্ষ; **উচ্চকৈঃ**—উচ্চস্বরে; **অপি**—ও; **প্রবিশ্য**—প্রবেশ করে; **রাজ্ঞী**—রাণী; **ত্বরয়া**—শীঘ্র; **আত্মজ-অন্তিকম্**—তাঁর পুত্রের নিকটে; **দদর্শ**—তিনি দেখেছিলেন; **বালম্**—শিশুকে; **সহসা**—অকস্মাৎ; **মৃতম্**—মৃত; **সুতম্**—পুত্র।

অনুবাদ

ধাত্রী অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে তার করযুগলের দ্বারা বক্ষে আঘাত করতে করতে উচ্চস্বরে চিৎকার করছিল। তার সেই চিৎকার শুনে রাণী তৎক্ষণাৎ তাঁর পুত্রের কাছে এসে সহসা তাকে মৃত দেখতে পেলেন।

শ্লোক ৪৮

পপাত ভূমৌ পরিবৃদ্ধয়া শুচা
মুমোহ বিভ্রষ্টশিরোরুহাম্বরা ॥ ৪৮ ॥

পপাত—পড়ে গিয়েছিলেন; **ভূমৌ**—ভূমিতে; **পরিবৃদ্ধয়া**—অত্যন্ত; **শুচা**—শোকের ফলে; **মুমোহ**—মূর্ছিত হয়েছিলেন; **বিভ্রষ্ট**—বিক্ষিপ্ত; **শিরোরুহ**—কেশ; **অম্বরা**—এবং বসন।

অনুবাদ

গভীর শোকে তখন রাণীর কেশ এবং বসন বিক্ষিপ্ত হয়েছিল এবং তিনি মূর্ছিত হয়ে ভূমিতে পতিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪৯

ততো নৃপান্তঃপুরবর্তিনো জনা
নরাশ্চ নার্যশ্চ নিশম্য রোদনম্ ।
আগত্য তুল্যব্যসনাঃ সুদুঃখিতা-
স্তাশ্চ ব্যলীকং রুরুদুঃ কৃতাগসঃ ॥ ৪৯ ॥

ততঃ—তারপর; **নৃপ**—হে রাজন্; **অন্তঃপুর-বর্তিনঃ**—অন্তঃপুরবাসীগণ; **জনাঃ**—সমস্ত লোকেরা; **নরাঃ**—পুরুষেরা; **চ**—এবং; **নার্যঃ**—স্ত্রীলোকেরা; **চ**—ও; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **রোদনম্**—উচ্চ ক্রন্দনধ্বনি; **আগত্য**—এসে; **তুল্য-ব্যসনাঃ**—সমানভাবে দুঃখিত হয়ে; **সু-দুঃখিতাঃ**—অত্যন্ত গভীরভাবে শোক করে; **তাঃ**—তারা; **চ**—এবং; **ব্যলীকম্**—কপটভাবে; **রুরুদুঃ**—রোদন করেছিলেন; **কৃত-আগসঃ**—যারা (বিষ প্রদান করে) সেই অপরাধ করেছিল।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, সেই উচ্চ ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করে পুরবাসী স্ত্রী-পুরুষ সকলেই সেখানে এসেছিল এবং তাঁদের মতো দুঃখিত হয়ে ক্রন্দন করতে শুরু করেছিল। বিষ প্রদানকারী রাণীরাও তাদের অপরাধ ভালভাবে জেনে কপটভাবে ক্রন্দন করেছিল।

শ্লোক ৫০-৫১

শ্রুত্বা মৃতং পুত্রমলক্ষিতান্তকং
বিনষ্টদৃষ্টিঃ প্রপতন্ স্খলন্ পথি ।
স্নেহানুবন্ধৈধিতয়া শুচা ভৃশং
বিমূর্চ্ছিতোঽনুপ্রকৃতির্দ্বিজৈর্বৃতঃ ॥ ৫০ ॥

পপাত বালস্য স পাদমূলে
মৃতস্য বিস্রস্তশিরোরুহাম্বরঃ ।
দীর্ঘং শ্বসন্ বাষ্পকলোপরোধতো
নিরুদ্ধকণ্ঠো ন শশাক ভাষিতুম্ ॥ ৫১ ॥

শ্রুত্বা—শ্রবণ করে; **মৃতম্**—মৃত; **পুত্রম্**—পুত্র; **অলক্ষিত-অন্তকম্**—মৃত্যুর কারণ অজ্ঞাত হওয়ার ফলে; **বিনষ্ট-দৃষ্টিঃ**—যথাযথভাবে দেখতে না পেয়ে; **প্রপতন্**—বার বার পড়ে গিয়ে; **স্খলন্**—স্খলিত; **পথি**—পথে; **স্নেহ-অনুবন্ধ**—স্নেহের ফলে; **এধিতয়া**—বর্ধিত হয়ে; **শুচা**—শোকের দ্বারা; **ভৃশম্**—অত্যন্ত; **বিমূর্চ্ছিতঃ**—মূর্ছিত হয়ে; **অনুপ্রকৃতিঃ**—মন্ত্রী এবং অন্যান্য রাজকর্মচারীরাও তাঁর অনুগামী হয়েছিলেন; **দ্বিজৈঃ**—ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **বৃতঃ**—পরিবৃত; **পপাত**—পতিত হয়েছিলেন; **বালস্য**—বালকের; **সঃ**—তিনি (রাজা); **পাদমূলে**—পায়ে; **মৃতস্য**—মৃতের; **বিস্রস্ত**—বিক্ষিপ্ত; **শিরোরুহ**—কেশ; **অম্বরঃ**—বসন; **দীর্ঘম্**—দীর্ঘ; **শ্বসন্**—নিঃশ্বাস; **বাষ্প-কলা-উপরোধতঃ**—অশ্রুপূর্ণ নেত্রে ক্রন্দন করার ফলে; **নিরুদ্ধ-কণ্ঠঃ**—কণ্ঠ রুদ্ধ হয়েছিল; **ন**—না; **শশাক**—সমর্থ হয়েছিলেন; **ভাষিতুম্**—বলতে।

অনুবাদ

রাজা চিত্রকেতু যখন শুনলেন যে, অজ্ঞাত কারণে তাঁর পুত্রের মৃত্যু হয়েছে, তখন তিনি শোকে প্রায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর পুত্রের প্রতি গভীর স্নেহের ফলে, তাঁর শোক জ্বলন্ত অগ্নির মতো বর্ধিত হয়েছিল। তাকে দেখতে গিয়ে তিনি বার বার ভূমিতে স্খলিত এবং পতিত হতে লাগলেন। মন্ত্রী আদি রাজকর্মচারী এবং ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে, তিনি বিকীর্ণ কেশ এবং বিক্ষিপ্ত বসনে মৃত বালকের পাদমূলে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। রাজা যখন তাঁর চেতনা ফিরে পেয়েছিলেন, তখন তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করছিলেন এবং তাঁর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠেছিল এবং তিনি কিছুই বলতে সমর্থ হলেন না।

শ্লোক ৫২

পতিং নিরীক্ষ্যোরুশুচার্পিতং তদা
মৃতং চ বালং সুতমেকসন্ততিম্ ।
জনস্য রাজ্ঞী প্রকৃতেশ্চ হৃদ্রুজং
সতী দধানা বিললাপ চিত্রধা ॥ ৫২ ॥

পতিম্—পতিকে; **নিরীক্ষ্য**—দেখে; **উরু**—অত্যন্ত; **শুচ**—শোকে; **অর্পিতম্**—সন্তপ্ত; **তদা**—তখন; **মৃতম্**—মৃত; **চ**—এবং; **বালম্**—শিশু; **সুতম্**—পুত্র; **এক-সন্ততিম্**—পরিবারের একমাত্র পুত্র; **জনস্য**—সেখানে উপস্থিত সকলের; **রাজ্ঞী**—রাণী; **প্রকৃতেঃ চ**—মন্ত্রী এবং রাজকর্মচারীদেরও; **হৃৎ-রুজম্**—হৃদয়ের বেদনা; **সতী দধানা**—বর্ধিত করে; **বিললাপ**—বিলাপ করেছিলেন; **চিত্রধা**—বহুবিধ।

অনুবাদ

পতিকে নিদারুণ শোকসন্তপ্ত এবং বংশের একমাত্র পুত্রকে মৃত দেখে, রাণী নানাভাবে বিলাপ করেছিলেন। তা শুনে অন্তঃপুরবাসী, অমাত্যবর্গ এবং ব্রাহ্মণদের হৃদয়ের বেদনা বর্ধিত হয়েছিল।

শ্লোক ৫৩

স্তনদ্বয়ং কুঙ্কুমপঙ্কমণ্ডিতং
নিষিঞ্চতী সাঞ্জনবাষ্পবিন্দুভিঃ ।
বিকীর্য কেশান্ বিগলৎস্রজঃ সুতং
শুশোচ চিত্রং কুররীব সুস্বরম্ ॥ ৫৩ ॥

স্তন-দ্বয়ম্—স্তনদ্বয়; **কুঙ্কুম**—কুমকুমের দ্বারা; **পঙ্ক**—পঙ্ক; **মণ্ডিতম্**—সুশোভিত; **নিষিঞ্চতী**—আর্দ্র করে; **স-অঞ্জন**—চোখের কাজল মিশ্রিত; **বাষ্প**—অশ্রু; **বিন্দুভিঃ**—বিন্দুর দ্বারা; **বিকীর্য**—বিকীর্ণ; **কেশান্**—কেশ; **বিগলৎ**—পড়ে যাচ্ছিল; **স্রজঃ**—ফুলের মালা; **সুতম্**—পুত্রের জন্য; **শুশোচ**—শোক করেছিলেন; **চিত্রম্**—বহুবিধ; **কুররী ইব**—কুররী পক্ষীর মতো; **সু-স্বরম্**—অত্যন্ত মধুর স্বরে।

অনুবাদ

রাণীর উন্মুক্ত কেশপাশ থেকে ফুলের মালাগুলি পড়ে গিয়েছিল। তাঁর অশ্রু চোখের কাজল বিগলিত করে তাঁর কুমকুম-রঞ্জিত স্তনযুগলকে সিক্ত করেছিল। পুত্রশোকে তাঁর উচ্চ ক্রন্দন কুররী পাখির মধুর স্বরের মতো শোনাচ্ছিল।

শ্লোক ৫৪

অহো বিধাতস্ত্বমতীব বালিশো
যস্ত্বাত্মসৃষ্ট্যপ্রতিরূপমীহসে ।
পরে নু জীবত্যপরস্য যা মৃতি-
র্বিপর্যয়শ্চেৎ ত্বমসি ধ্রুবঃ পরঃ ॥ ৫৪ ॥

অহো—হায় (গভীর শোকে); **বিধাতঃ**—হে বিধাতা; **ত্বম্**—তুমি; **অতীব**—অত্যন্ত; **বালিশঃ**—অনভিজ্ঞ; **যঃ**—যে; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **আত্ম-সৃষ্টি**—তাঁর নিজের সৃষ্টির; **অপ্রতিরূপম্**—ঠিক বিপরীত; **ঈহসে**—তুমি কার্য কর এবং বাসনা কর; **পরে**—পিতা বা গুরুজন; **নু**—বস্তুতপক্ষে; **জীবতি**—জীবিত; **অপরস্য**—যার পরে জন্ম হয়েছে; **যা**—যা; **মৃতিঃ**—মৃত্যু; **বিপর্যয়ঃ**—বিপরীত; **চেৎ**—যদি; **ত্বম্**—তুমি; **অসি**—হও; **ধ্রুবঃ**—বস্তুতপক্ষে; **পরঃ**—শত্রু।

অনুবাদ

হে বিধাতা, তুমি সৃষ্টির বিষয়ে নিশ্চয় অত্যন্ত অনভিজ্ঞ, কারণ তুমি পিতার জীবিত অবস্থায় পুত্রের মৃত্যুরূপ নিজ সৃষ্টির নিয়মের বিপরীত কার্য করেছ। তুমি যদি এইভাবে বিপরীত আচরণই করতে চাও, তা হলে তুমি নিশ্চয় তাদের প্রতি কৃপালু নও, তুমি তাদের শত্রু।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীব যখন বিরুদ্ধ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, তখন সে এইভাবে বিধাতার নিন্দা করে। কখনও কখনও তারা ভগবানকে কুটিল বলে দোষারোপ করে, কারণ তাঁর সৃষ্টিতে কিছু মানুষ সুখী এবং অন্যেরা সুখী নয়। এখানে রাণী তাঁর পুত্রের মৃত্যুর জন্য বিধাতাকে দোষী করেছেন। সৃষ্টির নিয়ম অনুসারে পিতার মৃত্যু পুত্রের পূর্বে হওয়ার কথা। কিন্তু সৃষ্টির নিয়ম যদি বিধাতার খামখেয়ালিবশে পরিবর্তিত হয়, তা হলে অবশ্যই বিধাতাকে কৃপালু বলে বিবেচনা করা যায় না, পক্ষান্তরে তাঁকে জীবদের শত্রু বলেই বিবেচনা করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে জীবেরাই অনভিজ্ঞ, বিধাতা নন। জীব জানে না কিভাবে সকাম কর্মের সূক্ষ্ম নিয়ম কার্য করে এবং প্রকৃতির এই নিয়ম সম্বন্ধে অজ্ঞ হওয়ার ফলে, সে মূর্খের মতো ভগবানকে দোষারোপ করে।

শ্লোক ৫৫

ন হি ক্রমশ্চেদিহ মৃত্যুজন্মনোঃ
শরীরিণামস্তু তদাত্মকর্মভিঃ ।
যঃ স্নেহপাশো নিজসর্গবৃদ্ধয়ে
স্বয়ং কৃতস্তে তমিমং বিবৃশ্চসি ॥ ৫৫ ॥

ন—না; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **ক্রমঃ**—ক্রম অনুসারে; **চেৎ**—যদি; **ইহ**—এই জড় জগতে; **মৃত্যু**—মৃত্যুর; **জন্মনোঃ**—এবং জন্মের; **শরীরিণাম্**—জড় দেহধারী বদ্ধ জীবদের; **অস্তু**—হোক; **তৎ**—তা; **আত্ম-কর্মভিঃ**—নিজের কর্মফলের দ্বারা; **যঃ**—যা; **স্নেহ-পাশঃ**—স্নেহের বন্ধন; **নিজ-সর্গ**—তোমার নিজের সৃষ্টি; **বৃদ্ধয়ে**—বৃদ্ধির জন্য; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **কৃতঃ**—তৈরি হয়েছে; **তে**—তোমার দ্বারা; **তম্**—তা; **ইমম্**—এই; **বিবৃশ্চসি**—ছিন্ন করছ।

অনুবাদ

হে ভগবান, তুমি বলতে পার যে, পুত্র জীবিত থাকতেই পিতার মৃত্যু হবে এবং পিতা জীবিত থাকতেই পুত্রের জন্ম হবে, এই রকম কোন নিয়ম নেই, কারণ সকলেরই কর্ম অনুসারে জন্ম-মৃত্যু হয়। কিন্তু কর্ম যদি এতই প্রবল হয় যে, জন্ম এবং মৃত্যু তার উপর নির্ভর করে, তা হলে নিয়ন্তা বা ভগবানের কোন প্রয়োজন নেই। আর যদি তুমি বল যে, নিয়ন্তার প্রয়োজন রয়েছে কারণ জড়া প্রকৃতির নিজে থেকে সক্রিয় হওয়ার ক্ষমতা নেই, তার উত্তরে তা হলে বলা যায় যে, তুমি যে স্নেহের বন্ধন সৃষ্টি করেছ তা তুমি কর্মের দ্বারা ছিন্ন কর, এবং তা হলে স্নেহের ফলে এই প্রকার দুঃখ দর্শন করে কেউই আর সন্তানদের প্রতি স্নেহ করবে না; পক্ষান্তরে তারা তাদের সন্তানদের নিষ্ঠুরভাবে অবহেলা করবে। যে স্নেহের বশে পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের প্রতিপালন করতে বাধ্য হয়, যেহেতু তুমি সেই স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করেছ, তাই তুমি অনভিজ্ঞ এবং নির্বোধ।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় উল্লেখ করা হয়েছে, *কর্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাম্*—"যিনি কৃষ্ণভক্তি অবলম্বন করেছেন, তিনি কর্মফলের দ্বারা প্রভাবিত হন না।" এই শ্লোকে *কর্ম-মীমাংসা* দর্শনের ভিত্তিতে কর্মের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। *কর্ম-মীমাংসা* দর্শনে বলা হয় যে, মানুষকে কর্ম অনুসারে আচরণ করতে হয় এবং ঈশ্বর কর্মের ফল প্রদান করতে বাধ্য। কর্মের সূক্ষ্ম নিয়ম যা ঈশ্বরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তা সাধারণ বদ্ধ জীবেরা বুঝতে পারে না। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, কেউ যখন তাঁকে জানতে পারেন এবং তিনি যে কিভাবে তাঁর সূক্ষ্ম নিয়মের দ্বারা সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন তা বুঝতে পারেন, তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর কৃপায় মুক্ত হন। সেটিই *ব্রহ্মসংহিতার* বাণী (*কর্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাম্*)। তাই

সর্বান্তঃকরণে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করা উচিত এবং ভগবানের পরম ইচ্ছার কাছে সব কিছু সমর্পণ করা উচিত, তা হলে মানুষ এই জীবনে এবং পরবর্তী জীবনে সুখী হতে পারবে।

শ্লোক ৫৬

ত্বং তাত নার্হসি চ মাং কৃপণামনাথাং
ত্যক্তুং বিচক্ষ্ব পিতরং তব শোকতপ্তম্ ।
অঞ্জস্তরেম ভবতাপ্রজদুস্তরং যদ্
ধ্বান্তং ন যাহ্যকরুণেন যমেন দূরম্ ॥ ৫৬ ॥

ত্বম্—তুমি; **তাত**—হে পুত্র; **ন**—না; **অর্হসি**—উচিত; **চ**—এবং; **মাম**—আমাকে; **কৃপণাম্**—অত্যন্ত কাতরা; **অনাথাম্**—অনাথা; **ত্যক্তুম্**—ত্যাগ করে; **বিচক্ষ্ব**—দেখ; **পিতরম্**—পিতাকে; **তব**—তোমার; **শোক-তপ্তম্**—শোক-সন্তপ্ত; **অঞ্জঃ**—অনায়াসে; **তরেম**—আমরা উত্তীর্ণ হব; **ভবতা**—তোমার দ্বারা; **অপ্রজ-দুস্তরম্**—পুত্রহীনের পক্ষে যা পার হওয়া অত্যন্ত কঠিন; **যৎ**—যা; **ধ্বান্তম্**—অন্ধকার লোক; **ন যাহি**—যেও না; **অকরুণেন**—নির্দয়; **যমেন**—যমরাজের সঙ্গে; **দূরম্**—দূরে।

অনুবাদ

হে বৎস, আমি অসহায় এবং অত্যন্ত কাতরা। তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যেও না। তোমার শোকসন্তপ্ত পিতাকে দেখ। আমরা অসহায়, কারণ পুত্র না থাকলে আমাদের ঘোর নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। সেই অন্ধকার নরক থেকে উদ্ধারের তুমিই একমাত্র ভরসা। তাই তুমি নির্দয় যমের সঙ্গে আর অধিক দূরে যেও না।

তাৎপর্য

বৈদিক নির্দেশ অনুসারে পত্নীর পাণিগ্রহণের উদ্দেশ্য হচ্ছে পুত্রসন্তান লাভ করা, যে যমরাজের কবল থেকে উদ্ধার করতে পারে। পিতৃপুরুষদের পিণ্ডদান করার জন্য যদি পুত্র না থাকে, তা হলে তাকে যমালয়ে যন্ত্রণাভোগ করতে হয়। রাজা চিত্রকেতু এই মনে করে অত্যন্ত শোকার্ত হয়েছিলেন যে, যেহেতু তাঁর পুত্র যমরাজের সঙ্গে চলে যাচ্ছে, তাই তাঁকে আবার যন্ত্রণাভোগ করতে হবে। এই সমস্ত সূক্ষ্ম নিয়মগুলি কর্মীদের জন্য। কেউ যখন ভগবানের ভক্ত হন, তখন আর তাঁকে কর্মের নিয়ন্ত্রণাধীন হতে হয় না।

শ্লোক ৫৭

উত্তিষ্ঠ তাত ত ইমে শিশবো বয়স্যা-
স্ত্বামাহ্বয়ন্তি নৃপনন্দন সংবিহর্তুম্ ।
সুপ্তশ্চিরং হ্যশনয়া চ ভবান্ পরীতো
ভুঙ্ক্ষ্ব স্তনং পিব শুচো হর নঃ স্বকানাম্ ॥ ৫৭ ॥

উত্তিষ্ঠ—ওঠো; **তাত**—হে প্রিয় পুত্র; **তে**—তারা; **ইমে**—এই সমস্ত; **শিশবঃ**—শিশুরা; **বয়স্যাঃ**—খেলার সাথী; **ত্বাম্**—তুমি; **আহ্বয়ন্তি**—ডাকছে; **নৃপ-নন্দন**—হে রাজকুমার; **সংবিহর্তুম্**—খেলার জন্য; **সুপ্তঃ**—তুমি ঘুমিয়েছ; **চিরম্**—দীর্ঘকাল; **হি**—বস্তুত; **অশনয়া**—ক্ষুধার দ্বারা; **চ**—ও; **ভবান্**—তুমি; **পরিতঃ**—আর্ত; **ভুঙ্ক্ষ্ব**—খাও; **স্তনম্**—তোমার মায়ের স্তন; **পিব**—পান কর; **শুচঃ**—শোক; **হর**—দূর কর; **নঃ**—আমাদের; **স্বকানাম্**—তোমার আত্মীয়দের।

অনুবাদ

হে প্রিয় পুত্র, তুমি অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছ। এখন ওঠ। তোমার খেলার সাথীরা তোমাকে খেলতে ডাকছে। তুমি নিশ্চয়ই অত্যন্ত ক্ষুধার্ত। উঠে স্তন পান কর এবং আমাদের শোক দূর কর।

শ্লোক ৫৮

নাহং তনূজ দদৃশে হতমঙ্গলা তে
মুগ্ধস্মিতং মুদিতবীক্ষণমাননাব্জম্ ।
কিং বা গতোঽস্যপুনরন্বয়মন্যলোকং
নীতোঽঘৃণেন ন শৃণোমি কলা গিরস্তে ॥ ৫৮ ॥

ন—না; **অহম্**—আমি; **তনূ-জ**—(আমার দেহ থেকে উৎপন্ন) প্রিয় পুত্র; **দদৃশে**—দেখ; **হত-মঙ্গলা**—হতভাগ্য হওয়ার ফলে; **তে**—তোমার; **মুগ্ধ-স্মিতম্**—মনোহর হাস্যযুক্ত; **মুদিত-বীক্ষণম্**—মুদিত নেত্র; **আনন-অব্জম্**—মুখপদ্ম; **কিং বা**—অথবা; **গতঃ**—চলে গেছে; **অসি**—তুমি; **অ-পুনঃ-অন্বয়ম্**—যেখান থেকে কেউ ফিরে আসে না; **অন্য-লোকম্**—অন্য লোকে বা যমলোকে; **নীতঃ**—নিয়ে গিয়েছে; **অঘৃণেন**—নিষ্ঠুর যমরাজের দ্বারা; **ন**—না; **শৃণোমি**—শুনতে পাই না; **কলাঃ**—অত্যন্ত মধুর; **গিরঃ**—বাক্য; **তে**—তোমার।

অনুবাদ

হে প্রিয় পুত্র, আমি অবশ্যই অত্যন্ত দুর্ভাগা, কারণ আমি আর তোমার সুন্দর মুখমণ্ডলে মধুর মৃদু হাস্য দর্শন করতে পারব না। তা হলে কি তোমাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যেখানে গেলে আর কেউ ফিরে আসে না। হে প্রিয় পুত্র, আমি আর তোমার অস্ফুট মধুর বাক্য শুনতে পাব না।

শ্লোক ৫৯

শ্রীশুক উবাচ

বিলপন্ত্যা মৃতং পুত্রমিতি চিত্রবিলাপনৈঃ ।
চিত্রকেতুর্ভৃশং তপ্তো মুক্তকণ্ঠো রুরোদ হ ॥ ৫৯ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **বিলপন্ত্যা**—বিলাপকারিণী; **মৃতম্**—মৃত; **পুত্রম্**—পুত্রের জন্য; **ইতি**—এইভাবে; **চিত্র-বিলাপনৈঃ**—বহুবিধ বিলাপের দ্বারা; **চিত্রকেতুঃ**—রাজা চিত্রকেতু; **ভৃশম্**—অত্যন্ত; **তপ্তঃ**—শোকসন্তপ্ত; **মুক্ত-কণ্ঠঃ**—উচ্চস্বরে; **রুরোদ**—ক্রন্দন করেছিলেন; **হ**—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে মৃত পুত্রের জন্য বিলাপকারিণী পত্নীর সঙ্গে রাজা চিত্রকেতু অতি উচ্চস্বরে রোদন করতে লাগলেন।

শ্লোক ৬০

তয়োর্বিলপতোঃ সর্বে দম্পত্যোস্তদনুব্রতাঃ ।
রুরুদুঃ স্ম নরা নার্যঃ সর্বমাসীদচেতনম্ ॥ ৬০ ॥

তয়োঃ—তাঁরা দুজনে যখন; **বিলপতোঃ**—বিলাপ করছিলেন; **সর্বে**—সমস্ত; **দম্পত্যোঃ**—রাজা ও রাণী; **তৎ-অনুব্রতাঃ**—তাঁদের অনুগত; **রুরুদুঃ**—উচ্চস্বরে ক্রন্দন করছিলেন; **স্ম**—বস্তুতপক্ষে; **নরাঃ**—পুরুষ; **নার্যঃ**—নারী; **সর্বম্**—রাজ্যের সকলে; **আসীৎ**—হয়েছিল; **অচেতনম্**—অচেতনপ্রায়।

অনুবাদ

এইভাবে রাজা ও রাণী ক্রন্দন করতে থাকলে, তাঁদের অনুগত নরনারী সকলেই রোদন করেছিল। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় সমস্ত নগরবাসী শোকে অচেতনপ্রায় হয়েছিল।

শ্লোক ৬১

এবং কশ্মলমাপন্নং নষ্টসংজ্ঞমনায়কম্ ।
জ্ঞাত্বাঙ্গিরা নাম ঋষিরাজগাম সনারদঃ ॥ ৬১ ॥

এবম্—এইভাবে; **কশ্মলম্**—দুঃখ; **আপন্নম্**—প্রাপ্ত হয়ে; **নষ্ট**—হত; **সংজ্ঞম্**—চেতনা; **অনায়কম্**—অসহায়; **জ্ঞাত্বা**—জেনে; **অঙ্গিরাঃ**—অঙ্গিরা; **নাম**—নামক; **ঋষিঃ**—ঋষি; **আজগাম**—এসেছিলেন; **স-নারদঃ**—নারদ মুনি সহ।

অনুবাদ

মহর্ষি অঙ্গিরা যখন জানতে পারলেন যে, রাজা শোকসাগরে নিমজ্জিত হয়ে মৃতপ্রায় হয়েছেন, তখন তিনি নারদ মুনি সহ সেখানে গিয়েছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের 'মহারাজ চিত্রকেতুর শোক' নামক চতুর্দশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

পঞ্চদশ অধ্যায়

রাজা চিত্রকেতুকে নারদ ও অঙ্গিরার উপদেশ

এই অধ্যায়ে চিত্রকেতুকে অঙ্গিরা ঋষি এবং নারদ মুনির যথাসাধ্য সান্ত্বনা প্রদানের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। অঙ্গিরা ঋষি এবং নারদ মুনি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব উপদেশ দান করে রাজার গভীর শোক নিবারণ করতে এসেছিলেন।

মহর্ষি অঙ্গিরা এবং নারদ মুনি বিশ্লেষণ করেছিলেন যে, পিতা-পুত্রের সম্পর্ক বাস্তব নয়; তা মায়া কল্পিত। এই সম্পর্ক পূর্বে ছিল না এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না। কালের প্রভাবে বর্তমানে কেবল এই সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। অতএব এই অনিত্য সম্পর্কের জন্য শোক করা উচিত নয়। সমগ্র জগৎ একেবারে অস্তিত্ব শূন্য না হলেও বাস্তব অস্তিত্ব-রহিত এবং ক্ষণস্থায়ী। ভগবানের পরিচালনায় এই জগতে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে তা সবই ক্ষণস্থায়ী। এই অনিত্য আয়োজনে পিতার পুত্র উৎপন্ন হয় অথবা কোন জীব তথাকথিত পিতার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। এই অনিত্য আয়োজন ভগবানই সৃষ্টি করেছেন। পিতা এবং পুত্র কারোরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই।

মহর্ষিদের উপদেশ শ্রবণ করে, রাজা তাঁর মিথ্যা শোক থেকে মুক্ত হয়েছিলেন এবং তাঁদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছিলেন। ঋষিরা তাঁদের পরিচয় প্রদান করে বলেছিলেন যে, দেহাত্মবুদ্ধিই সমস্ত দুঃখকষ্টের মূল। কেউ যখন তাঁর চিন্ময় স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরে পরম পুরুষ ভগবানের শরণাগত হন, তখন তিনি প্রকৃতপক্ষে সুখী হন। কেউ যখন জড়ের মাধ্যমে সুখের অন্বেষণ করে, তখন তাকে অবশ্যই দেহের সম্পর্কের জন্যই শোক করতে হয়। আত্ম-উপলব্ধির অর্থ হচ্ছে কৃষ্ণের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক উপলব্ধি করা। এই উপলব্ধির ফলেই দুঃখ-দুর্দশাময় জড়-জাগতিক জীবনের অবসান হয়।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

ঊচতুর্মৃতকোপান্তে পতিতং মৃতকোপমম্ ।
শোকাভিভূতং রাজানং বোধয়ন্তৌ সদুক্তিভিঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **উচতুঃ**—তাঁরা বলেছিলেন; **মৃতক**—মৃতদেহ; **উপান্তে**—সমীপে; **পতিতম্**—পতিত; **মৃতক-উপমম্**—মৃতবৎ; **শোক-অভিভূতম্**—অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত; **রাজানম্**—রাজাকে; **বোধয়ন্তৌ**—উপদেশ দিয়ে; **সৎ-উক্তিভিঃ**—যে উপদেশ বাস্তব, অনিত্য নয়।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—শোকসন্তপ্ত রাজা চিত্রকেতু তাঁর পুত্রের মৃতদেহের পাশে আর একটি মৃতদেহের মতো পড়ে ছিলেন। তখন মহর্ষি নারদ এবং অঙ্গিরা তাঁকে আধ্যাত্মিক চেতনা সম্বন্ধে এইভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ২

কোঽয়ং স্যাৎ তব রাজেন্দ্র ভবান্ যমনুশোচতি ।
ত্বং চাস্য কতমঃ সৃষ্টৌ পুরেদানীমতঃ পরম্ ॥ ২ ॥

কঃ—কে; **অয়ম্**—এই; **স্যাৎ**—হয়; **তব**—তোমার; **রাজেন্দ্র**—হে রাজশ্রেষ্ঠ; **ভবান্**—তোমার; **যম্**—যার জন্য; **অনুশোচতি**—শোক করছ; **ত্বম্**—তুমি; **চ**—এবং; **অস্য**—তার (মৃত বালকের); **কতমঃ**—কি; **সৃষ্টৌ**—জন্মে; **পুরা**—পূর্বে; **ইদানীম্**—এখন; **অতঃ পরম্**—এবং পরে, ভবিষ্যতে।

অনুবাদ

হে রাজেন্দ্র, যে মৃত বালকের জন্য তুমি এইভাবে শোক করছ, সে তোমার কে? তার সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক? তুমি বলতে পার এখন তুমি তার পিতা এবং সে তোমার পুত্র, কিন্তু তুমি কি মনে কর তোমাদের এই সম্পর্ক পূর্বে ছিল? এখনও কি রয়েছে? ভবিষ্যতে কি তা থাকবে?

তাৎপর্য

নারদ মুনি এবং অঙ্গিরা যে উপদেশ দিয়েছেন তা মোহাচ্ছন্ন বদ্ধ জীবদের জন্য প্রকৃত আধ্যাত্মিক উপদেশ। এই জড় জগৎ অনিত্য, কিন্তু আমাদের পূর্ব কৃত কর্ম অনুসারে আমরা এখানে আসি এবং দেহ ধারণ করে সমাজ, বন্ধু, প্রেম, জাতি ইত্যাদির ভিত্তিতে ক্ষণস্থায়ী সম্পর্ক সৃষ্টি করি, যা মৃত্যুতে শেষ হয়ে যাবে। এই অনিত্য সম্পর্কগুলি অতীতে ছিল না এবং ভবিষ্যতে থাকবে না। অতএব বর্তমানে যে তথাকথিত সম্পর্ক তা মায়িক।

শ্লোক ৩

যথা প্রযান্তি সংযান্তি স্রোতোবেগেন বালুকাঃ ।
সংযুজ্যন্তে বিযুজ্যন্তে তথা কালেন দেহিনঃ ॥ ৩ ॥

যথা—যেমন; **প্রযান্তি**—আলাদা হয়ে যায়; **সংযান্তি**—একত্র হয়; **স্রোতঃ-বেগেন**—স্রোতের বেগের দ্বারা; **বালুকাঃ**—বালুকণা; **সংযুজ্যন্তে**—মিলিত হয়; **বিযুজ্যন্তে**—পৃথক হয়ে যায়; **তথা**—তেমনই; **কালেন**—কালের দ্বারা; **দেহিনঃ**—জড় দেহধারী জীব।

অনুবাদ

হে রাজন্, স্রোতের বেগে বালুকারাশি কখনও একত্রিত হয় এবং কখনও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তেমনই কালের প্রভাবে জড় দেহধারী জীবদের কখনও মিলন হয় এবং কখনও বিচ্ছেদ হয়।

তাৎপর্য

দেহাত্মবুদ্ধির ফলেই বদ্ধ জীবের অবিদ্যা। দেহ জড়, কিন্তু দেহের ভিতরে রয়েছে আত্মা। এটিই আত্মজ্ঞান। দুর্ভাগ্যবশত কেউ যখন মায়ার প্রভাবে অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকে, তখন সে তার দেহকে তার আত্মা বলে মনে করে। সে বুঝতে পারে না যে, তার দেহটি জড়। কালের প্রভাবে বালুকণার মতো দেহগুলি একত্রিত হয় আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং মানুষ ভ্রান্তভাবে এই মিলনের সুখ এবং বিচ্ছেদের শোক অনুভব করে। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত তা জানতে না পারে, ততক্ষণ তার পক্ষে প্রকৃত সুখ অনুভব করার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। তাই *ভগবদ্গীতায়* (২/১৩) ভগবান অর্জুনকে তাঁর প্রথম উপদেশ দিয়ে বলেছেন—

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা ।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥

"দেহী যেভাবে কৌমার, যৌবন এবং জরার মাধ্যমে দেহের রূপ পরিবর্তন করে চলে, মৃত্যুকালে তেমনই ঐ দেহী (আত্মা) এক দেহ থেকে অন্য কোনও দেহে দেহান্তরিত হয়। স্থিতপ্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা কখনও এই পরিবর্তনে মুহ্যমান হন না।" আমরা আমাদের দেহ নই; আমরা এই দেহের বন্ধনে আবদ্ধ চিন্ময় আত্মা। সেই সরল সত্যটি উপলব্ধি করার মধ্যে নিহিত রয়েছে আমাদের জীবনের প্রকৃত সার্থকতা। তখন আমরা আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করতে পারি, তা না হলে

আমাদের চিরকালের জন্য এই দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে হবে। রাজনৈতিক জোড়াতালি, সমাজ-কল্যাণকার্য, চিকিৎসার সহায়তা ইত্যাদির দ্বারা যে সুখ শান্তির আয়োজন তা কখনও স্থায়ী হবে না। আমাদের একের পর এক জড়-জাগতিক দুঃখভোগ করতে হবে। তাই জড় জগৎকে বলা হয়েছে *দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতম্*—অর্থাৎ এই জড় জগৎ দুঃখ-দুর্দশায় পূর্ণ।

শ্লোক ৪

যথা ধানাসু বৈ ধানা ভবন্তি ন ভবন্তি চ ।
এবং ভূতানি ভূতেষু চোদিতানীশমায়য়া ॥ ৪ ॥

যথা—যেমন; **ধানাসু**—ধানের বীজ থেকে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **ধানাঃ**—ধান; **ভবন্তি**—উৎপন্ন হয়; **ন**—না; **ভবন্তি**—উৎপন্ন হয়; **চ**—ও; **এবম্**—এইভাবে; **ভূতানি**—জীবেরা; **ভূতেষু**—অন্য জীবে; **চোদিতানি**—বাধ্য হয়; **ঈশ-মায়য়া**—ভগবানের মায়ার দ্বারা।

অনুবাদ

জমিতে বীজ বপন করলে কখনও তা অঙ্কুরিত হয়, কখনও হয় না। কখনও জমি উর্বর না হওয়ার ফলে বীজ বপন নিরর্থক হয়। তেমনই কখনও সম্ভাব্য পিতা ভগবানের মায়ার দ্বারা প্রেরিত হয়ে সন্তান লাভ করে এবং কখনও করে না। তাই এই কৃত্রিম পিতৃত্বের সম্পর্কের জন্য শোক করা উচিত নয়, যা চরমে ভগবানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

তাৎপর্য

মহারাজ চিত্রকেতুর পুত্র হওয়ার কথা ছিল না। তাই শত সহস্র পত্নীকে বিবাহ করা সত্ত্বেও তাঁরা সকলেই বন্ধ্যা ছিলেন এবং তিনি একটি পুত্রও লাভ করতে পারেননি। অঙ্গিরা ঋষি যখন রাজার কাছে এসেছিলেন, তখন রাজা তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর কৃপায় তিনি যেন অন্তত একটি পুত্রসন্তান লাভ করতে পারেন। অঙ্গিরা ঋষির আশীর্বাদে, মায়ার কৃপায় তিনি একটি পুত্র লাভ করেছিলেন, কিন্তু সেই পুত্রটির দীর্ঘকাল বাঁচার কথা ছিল না। তাই প্রথমে অঙ্গিরা ঋষি রাজাকে বলেছিলেন যে, তিনি একটি পুত্র লাভ করবেন যে তাঁর হর্ষ এবং বিষাদের কারণ হবে।

ভগবানের বিধান অনুসারে রাজা চিত্রকেতুর পুত্র লাভের কথা ছিল না। নিষ্ফলা বীজ থেকে যেমন শস্য উৎপন্ন হয় না, তেমনই ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে নির্বীজ পুরুষ থেকেও সন্তান উৎপাদন হয় না। কখনও কখনও পুরুষত্বহীন পিতা এবং বন্ধ্যা মাতারও সন্তান হয়, আবার কখনও কখনও বীর্যবান পিতা এবং উর্বরা মাতা নিঃসন্তান হন। কখনও কখনও গর্ভনিরোধকের ব্যবস্থা সত্ত্বেও সন্তানের জন্ম হয় এবং তাই পিতা-মাতা গর্ভেই শিশুকে হত্যা করে। বর্তমান যুগে গর্ভেই সন্তানকে হত্যা করা মানুষের একটি সাধারণ অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেন? গর্ভনিরোধকের ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও তা কার্যকরী হচ্ছে না কেন? কেন সন্তানের জন্ম হচ্ছে, যাকে তার পিতা এবং মাতা গর্ভেই হত্যা করছে? তা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হই যে, তথাকথিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তিতে আমাদের যত সমস্ত আয়োজন, তার দ্বারা আমরা নির্ধারণ করতে পারি না যে কি ঘটবে। কি হবে তা প্রকৃতপক্ষে নির্ভর করে ভগবানের ইচ্ছার উপর। ভগবানেরই ইচ্ছার ফলে আমরা পরিবার, সমাজ এবং ব্যক্তিত্বের ভিত্তিতে কোন বিশেষ অবস্থা প্রাপ্ত হই। সেগুলি মায়ার প্রভাবে আমাদের বাসনা অনুসারে ভগবানেরই আয়োজন। তাই ভক্তিমূলক জীবনে আমরা জানতে পারি যে, আমাদের কোন কিছুরই বাসনা করা উচিত নয়, যেহেতু সব কিছুই নির্ভর করে ভগবানের উপর। সেই সম্বন্ধে *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে* (১/১/১১) বলা হয়েছে—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্ ।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

"কোন রকম জড়-জাগতিক লাভের বাসনা, সকাম কর্ম অথবা দার্শনিক জ্ঞানের বাসনা শূন্য হয়ে অনুকূলভাবে যে ভগবানের প্রেমময়ী সেবা, তাকে বলা হয় উত্তম ভক্তি বা শুদ্ধ ভক্তি।" কেবল কৃষ্ণভক্তির বিকাশের জন্যই কর্ম করা উচিত। অন্য সব কিছুর জন্য সর্বতোভাবে ভগবানের উপর নির্ভর করা উচিত। আমাদের কখনই এমন সমস্ত পরিকল্পনা করা উচিত নয়, যার ফলে চরমে আমাদের নিরাশ হতে হবে।

শ্লোক ৫

বয়ং চ ত্বং চ যে চেমে তুল্যকালাশ্চরাচরাঃ ।
জন্মমৃত্যোর্যথা পশ্চাৎ প্রাঙ্নৈবমধুনাপি ভোঃ ॥ ৫ ॥

বয়ম্—আমরা (মহর্ষিগণ, মন্ত্রীগণ এবং রাজার অনুচরগণ); **চ**—এবং; **ত্বম্**—তুমি; **চ**—ও; **যে**—যে; **চ**—ও; **ইমে**—এই সমস্ত; **তুল্যকালাঃ**—সমকালীন; **চর-অচরাঃ**—স্থাবর এবং জঙ্গম; **জন্ম**—জন্ম; **মৃত্যোঃ**—মৃত্যু; **যথা**—যেমন; **পশ্চাৎ**—পরে; **প্রাক্**—পূর্বে; **ন**—না; **এবম্**—এইভাবে; **অধুনা**—বর্তমানে; **অপি**—যদিও; **ভোঃ**—হে রাজন্।

অনুবাদ

হে রাজন্, তুমি এবং আমরা—তোমার উপদেষ্টাগণ, তোমার পত্নী এবং মন্ত্রীগণ এবং চরাচর সমস্ত জগৎ এই যে এক বর্তমান কালে রয়েছি, তা এক অনিত্য পরিস্থিতি। আমাদের জন্মের পূর্বে তা ছিল না এবং মৃত্যুর পরেও তা থাকবে না। তাই বর্তমানে আমাদের যে স্থিতি, তা মিথ্যা না হলেও অনিত্য।

তাৎপর্য

মায়াবাদীরা বলে *ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা*। কিন্তু বৈষ্ণব দর্শন অনুসারে এই জগৎ মিথ্যা নয়, কিন্তু অনিত্য। তা স্বপ্নের মতো। নিদ্রিত হওয়ার পূর্বে স্বপ্নের অস্তিত্ব থাকে না এবং জেগে ওঠার পরেও তার অস্তিত্ব থাকে না। এই দুটি অবস্থার মধ্যবর্তী যে কাল তার মধ্যেই কেবল স্বপ্নের অস্তিত্ব এবং তাই তা অনিত্য বলে একদিক দিয়ে মিথ্যা। তেমনই সমগ্র জড় সৃষ্টি এবং আমাদের ও অন্যদের সৃষ্টি সবই অনিত্য। আমরা আমাদের স্বপ্ন দেখার পূর্বে স্বপ্ন নিয়ে শোক করি না এবং স্বপ্ন ভেঙ্গে যাওয়ার পরেও শোক করি না। তাই স্বপ্ন বা স্বপ্নবৎ পরিস্থিতিকে বাস্তব বলে মনে করে সেই জন্য শোক করা উচিত নয়। সেটিই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান।

শ্লোক ৬

ভূতৈর্ভূতানি ভূতেশঃ সৃজত্যবতি হন্তি চ।
আত্মসৃষ্টৈরস্বতন্ত্রৈরনপেক্ষোঽপি বালবৎ ॥ ৬ ॥

ভূতৈঃ—কিছু জীবের দ্বারা; **ভূতানি**—অন্য জীবেরা; **ভূত-ঈশঃ**—সমস্ত জীবের ঈশ্বর ভগবান; **সৃজতি**—সৃষ্টি করেন; **অবতি**—পালন করেন; **হন্তি**—সংহার করেন; **চ**—ও; **আত্ম-সৃষ্টৈঃ**—যারা তাঁর দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে; **অস্বতন্ত্রৈঃ**—স্বতন্ত্র নয়; **অনপেক্ষঃ**—(সৃষ্টির বিষয়ে) নিরপেক্ষ; **অপি**—যদিও; **বালবৎ**—বালকের মতো।

অনুবাদ

সমস্ত জীবের ঈশ্বর ভগবান অবশ্যই এই অনিত্য জড় জগতের সৃষ্টির ব্যাপারে নিরপেক্ষ। কিন্তু তা সত্ত্বেও, সমুদ্রের তটে বালক যেমন খেলার ছলে কিছু তৈরি করে, ভগবানও তেমন সব কিছু তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীনে রেখে সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহার-কার্য সম্পাদন করেন। পিতাদের সন্তান উৎপাদনের কার্যে ব্যাপৃত রেখে তিনি সৃষ্টি করেন, রাজাদের দ্বারা তিনি পালন করেন এবং সর্প আদি মৃত্যুদূতের মাধ্যমে সংহার করেন। সৃষ্টি, পালন এবং বিনাশের এই প্রতিনিধিদের কোন স্বাতন্ত্র্য নেই, কিন্তু মায়ার দ্বারা মোহিত হয়ে তারা নিজেদের স্রষ্টা, পালনকর্তা এবং সংহারকর্তা বলে মনে করে।

তাৎপর্য

কেউই স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টি, পালন এবং সংহার করতে পারে না। *ভগবদ্গীতায়* (৩/২৭) তাই বলা হয়েছে—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥

"মোহাচ্ছন্ন জীব প্রাকৃত অহঙ্কারবশত জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ দ্বারা ক্রিয়মান সমস্ত কার্যকে স্বীয় কার্য বলে মনে করে 'আমি কর্তা'—এই রকম অভিমান করে।" ভগবানের পরিচালনায় প্রকৃতি গুণ অনুসারে সৃষ্টি, পালন অথবা সংহার-কার্যে সমস্ত জীবদের অনুপ্রাণিত করে। কিন্তু ভগবান এবং তাঁর প্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞতার ফলে জীব নিজেকে কর্তা বলে মনে করে। প্রকৃতপক্ষে সে কখনও কর্তা নয়। পরম কর্তা ভগবানের প্রতিনিধিরূপে ভগবানের নির্দেশ পালন করাই জীবের কর্তব্য। পৃথিবীর বর্তমান সঙ্কটজনক অবস্থার কারণ হচ্ছে ভগবান সম্বন্ধে নেতাদের অজ্ঞতা। তাঁরা ভুলে গেছেন যে, ভগবানেরই ইচ্ছাক্রমে তাঁরা নেতৃত্বের পদ লাভ করেছেন। যেহেতু তাঁরা ভগবান কর্তৃক সেই পদে নিযুক্ত হয়েছেন, তাই তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের পরামর্শ অনুসারে কার্য করা। ভগবানের সঙ্গে পরামর্শ করার গ্রন্থটি হচ্ছে *ভগবদ্গীতা*, যাতে ভগবান সমস্ত নির্দেশ দিয়েছেন। তাই যাঁরা সৃষ্টি, পালন এবং সংহার-কার্যে নিযুক্ত হয়েছেন, তাঁদের কর্তব্য যিনি তাঁদের সেই কার্যে নিযুক্ত করেছেন, সেই ভগবানের সঙ্গে পরামর্শ করে কার্য করা। তা হলে সকলেই সন্তুষ্ট হবে এবং কোথাও কোন রকম অশান্তি থাকবে না।

শ্লোক ৭

দেহেন দেহিনো রাজন্ দেহাদ্দেহোঽভিজায়তে ।
বীজাদেব যথা বীজং দেহ্যর্থ ইব শাশ্বতঃ ॥ ৭ ॥

দেহেন—দেহের দ্বারা; **দেহিনঃ**—জড় দেহধারী পিতার; **রাজন্**—হে রাজন্; **দেহাৎ**—(মাতার) দেহ থেকে; **দেহঃ**—আর একটি দেহ; **অভিজায়তে**—জন্মগ্রহণ করে; **বীজাৎ**—একটি বীজ থেকে; **এব**—যথার্থই; **যথা**—যেমন; **বীজম্**—আর একটি বীজ; **দেহী**—জড় দেহধারী ব্যক্তির; **অর্থঃ**—জড় তত্ত্ব; **ইব**—সদৃশ; **শাশ্বতঃ**—নিত্য।

অনুবাদ

হে রাজন্, একটি বীজ থেকে যেমন আর একটি বীজ উৎপন্ন হয়, তেমনই একটি দেহ (পিতার দেহ) থেকে অন্য একটি দেহের (মাতার দেহের) মাধ্যমে আর একটি দেহের (পুত্রের দেহের) জন্ম হয়। জড় দেহের উপাদানগুলি যেমন নিত্য, তেমনই এই সমস্ত উপাদানের মাধ্যমে প্রকট হয় যে জীব সেও নিত্য।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতা থেকে আমরা জানতে পারি যে, দুটি প্রকৃতি রয়েছে—পরা প্রকৃতি এবং অপরা প্রকৃতি। অপরা বা নিকৃষ্টা প্রকৃতি পাঁচটি স্থূল এবং তিনটি সূক্ষ্ম জড় তত্ত্ব সমন্বিত। পরা প্রকৃতির প্রতীক জীব মায়ার তত্ত্বাবধানে এই সমস্ত জড় উপাদানগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার দেহ ধারণ করে। প্রকৃতপক্ষে জড়া প্রকৃতি এবং পরা প্রকৃতি অর্থাৎ জড় পদার্থ এবং আত্মা উভয়েই ভগবানের শক্তিরূপে নিত্য। ভগবান হচ্ছেন শক্তিমান। যেহেতু ভগবানের বিভিন্ন অংশ চিৎশক্তিসম্পন্ন জীব এই জড় জগৎকে ভোগ করতে চায়, তাই ভগবান তাকে বিভিন্ন প্রকার জড় শরীর ধারণ করার সুযোগ দেন এবং তার ফলে সে বিভিন্ন জড় পরিস্থিতিতে সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করে। প্রকৃতপক্ষে, চিৎশক্তিসম্পন্ন জীব যে জড় বস্তু ভোগ করার বাসনা করে, সে ভগবানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তথাকথিত পিতা এবং মাতার তাতে কোন হাত থাকে না। জীব তার কর্ম অনুসারে তথাকথিত পিতা-মাতার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার দেহ ধারণ করে।

শ্লোক ৮

দেহদেহিবিভাগোঽয়মবিবেককৃতঃ পুরা ।
জাতিব্যক্তিবিভাগোঽয়ং যথা বস্তুনি কল্পিতঃ ॥ ৮ ॥

দেহ—এই দেহের; **দেহি**—দেহের মালিক; **বিভাগঃ**—বিভাগ; **অয়ম্**—এই; **অবিবেক**—অবিদ্যা থেকে; **কৃতঃ**—নির্মিত; **পুরা**—অনাদি কাল থেকে; **জাতি**—বর্ণ বা জাতি; **ব্যক্তি**—এবং ব্যক্তি; **বিভাগঃ**—বিভাগ; **অয়ম্**—এই; **যথা**—যেমন; **বস্তুনি**—আদি বস্তুতে; **কল্পিতঃ**—কল্পনা করা হয়েছে।

অনুবাদ

যারা উন্নত জ্ঞান সম্পন্ন নয় তারাই জাতি এবং ব্যক্তি, এই ধরনের সমষ্টি ও ব্যষ্টির বিভেদ সৃষ্টি করে।

তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে দুই প্রকার শক্তি রয়েছে,—জড় এবং চেতন। তারা উভয়েই নিত্য, কারণ তারা পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবান থেকে উদ্ভূত। যেহেতু জীবাত্মা অনাদিকাল ধরে তার প্রকৃত স্বরূপ ভুলে গিয়ে জড় জগৎকে ভোগ করার বাসনা করছে, তাই সে জাতি, সম্প্রদায়, সমাজ, প্রজাতি আদি বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত হয়ে, তার জড় দেহ অনুসারে বিভিন্ন স্থিতি গ্রহণ করছে।

শ্লোক ৯

শ্রীশুক উবাচ

এবমাশ্বাসিতো রাজা চিত্রকেতুর্দ্বিজোক্তিভিঃ ।
বিমৃজ্য পাণিনা বক্ত্রমাধিম্লানমভাষত ॥ ৯ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **আশ্বাসিতঃ**—জ্ঞান লাভ করে অথবা আশ্বাসিত হয়ে; **রাজা**—রাজা; **চিত্রকেতুঃ**—চিত্রকেতু; **দ্বিজ-উক্তিভিঃ**—মহান ব্রাহ্মণদের (নারদ এবং অঙ্গিরা ঋষির) উপদেশের দ্বারা; **বিমৃজ্য**—মুছে; **পাণিনা**—হাতের দ্বারা; **বক্ত্রম্**—তাঁর মুখ; **আধিম্লানম্**—শোকের প্রভাবে ম্লান; **অভাষত**—বুদ্ধিমত্তা সহকারে বলেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে নারদ মুনি এবং অঙ্গিরা ঋষির উপদেশে জ্ঞান লাভ করে রাজা চিত্রকেতু আশ্বাসিত হয়েছিলেন। তখন তিনি তাঁর হস্তের দ্বারা তাঁর মলিন মুখ পরিমার্জন করে বলেছিলেন।

শ্লোক ১০

শ্রীরাজোবাচ

কৌ যুবাং জ্ঞানসম্পন্নৌ মহিষ্ঠৌ চ মহীয়সাম্ ।
অবধূতেন বেষেণ গূঢ়াবিহ সমাগতৌ ॥ ১০ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—রাজা চিত্রকেতু বলেছিলেন; **কৌ**—কে; **যুবাম্**—আপনারা দুজন; **জ্ঞান-সম্পন্নৌ**—পূর্ণ জ্ঞানী; **মহিষ্ঠৌ**—শ্রেষ্ঠ; **চ**—ও; **মহীয়সাম্**—অন্য মহান ব্যক্তিদের মধ্যে; **অবধূতেন**—মুক্ত পরিব্রাজকের; **বেষেণ**—বেশের দ্বারা; **গূঢ়ৌ**—আত্মগোপন করে; **ইহ**—এই স্থানে; **সমাগতৌ**—এসেছেন।

অনুবাদ

রাজা চিত্রকেতু বললেন—হে মহাপুরুষদ্বয়! অবধূত বেশে আত্মগোপন করে এখানে সমাগত আপনারা দুজন কে? আমি দেখছি যে আপনারা মহাজ্ঞানী এবং মহৎ থেকেও অতিশয় মহৎ।

শ্লোক ১১

চরন্তি হ্যবনৌ কামং ব্রাহ্মণা ভগবৎপ্রিয়াঃ ।
মাদৃশাং গ্রাম্যবুদ্ধীনাং বোধায়োন্মত্তলিঙ্গিনঃ ॥ ১১ ॥

চরন্তি—বিচরণ করেন; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অবনৌ**—পৃথিবীতে; **কামম্**—বাসনা অনুসারে; **ব্রাহ্মণাঃ**—ব্রাহ্মণগণ; **ভগবৎ-প্রিয়াঃ**—ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় বৈষ্ণবগণ; **মাদৃশাম্**—আমার মতো; **গ্রাম্য-বুদ্ধীনাম্**—অনিত্য বিষয় ভোগের বুদ্ধি সমন্বিত; **বোধায়**—জ্ঞান প্রদান করার জন্য; **উন্মত্ত-লিঙ্গিনঃ**—যিনি উন্মত্তের মতো বেশ গ্রহণ করেছেন।

অনুবাদ

বৈষ্ণবের পদ প্রাপ্ত হয়েছেন যে ব্রাহ্মণেরা তাঁরা ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় সেবক। কখনও কখনও তাঁরা উন্মত্তের মতো বেশ গ্রহণ করে, আমাদের মতো বিষয়াসক্ত মূর্খদের অজ্ঞানতা দূর করার জন্য এই পৃথিবীতে যথেচ্ছভাবে বিচরণ করেন।

শ্লোক ১২-১৫

কুমারো নারদ ঋভুরঙ্গিরা দেবলোঽসিতঃ ।
অপান্তরতমা ব্যাসো মার্কণ্ডেয়োঽথ গৌতমঃ ॥ ১২ ॥
বসিষ্ঠো ভগবান্ রামঃ কপিলো বাদরায়ণিঃ ।
দুর্বাসা যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ জাতুকর্ণস্তথারুণিঃ ॥ ১৩ ॥
রোমশশ্চ্যবনো দত্ত আসুরিঃ সপতঞ্জলিঃ ।
ঋষির্বেদশিরা ধৌম্যো মুনিঃ পঞ্চশিখস্তথা ॥ ১৪ ॥
হিরণ্যনাভঃ কৌশল্যঃ শ্রুতদেব ঋতধ্বজঃ ।
এতে পরে চ সিদ্ধেশাশ্চরন্তি জ্ঞানহেতবঃ ॥ ১৫ ॥

কুমারঃ—সনৎকুমার; **নারদঃ**—নারদ মুনি; **ঋভুঃ**—ঋভু; **অঙ্গিরাঃ**—অঙ্গিরা; **দেবলঃ**—দেবল; **অসিতঃ**—অসিত; **অপান্তরতমাঃ**—ব্যাসদেবের পূর্বের নাম, অপান্তরতমা; **ব্যাসঃ**—ব্যাসদেব; **মার্কণ্ডেয়ঃ**—মার্কণ্ডেয়; **অথ**—এবং; **গৌতমঃ**—গৌতম; **বসিষ্ঠঃ**—বসিষ্ঠ; **ভগবান্ রামঃ**—ভগবান পরশুরাম; **কপিলঃ**—কপিল; **বাদরায়ণিঃ**—শুকদেব গোস্বামী; **দুর্বাসাঃ**—দুর্বাসা; **যাজ্ঞবল্ক্যঃ**—যাজ্ঞবল্ক্য; **চ**—ও; **জাতুকর্ণঃ**—জাতুকর্ণ; **তথা**—এবং; **অরুণিঃ**—অরুণি; **রোমশঃ**—রোমশ; **চ্যবনঃ**—চ্যবন; **দত্তঃ**—দত্তাত্রেয়; **আসুরিঃ**—আসুরি; **স-পতঞ্জলিঃ**—পতঞ্জলি ঋষি সহ; **ঋষিঃ**—ঋষি; **বেদ-শিরাঃ**—বেদের মস্তক; **ধৌম্যঃ**—ধৌম্য; **মুনিঃ**—মুনি; **পঞ্চশিখঃ**—পঞ্চশিখ; **তথা**—তেমনই; **হিরণ্যনাভঃ**—হিরণ্যনাভ; **কৌশল্যঃ**—কৌশল্য; **শ্রুতদেবঃ**—শ্রুতদেব; **ঋতধ্বজঃ**—ঋতধ্বজ; **এতে**—এরা সকলে; **পরে**—অন্যেরা; **চ**—এবং; **সিদ্ধ-ঈশাঃ**—যোগসিদ্ধ; **চরন্তি**—বিচরণ করেন; **জ্ঞান-হেতবঃ**—মহাজ্ঞানী ব্যক্তি, যাঁরা জ্ঞান উপদেশ করার জন্য পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করেন।

অনুবাদ

হে মহাত্মাগণ, আমি শুনেছি অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীবদের জ্ঞান উপদেশ করার জন্য যে সমস্ত সিদ্ধ মহাত্মাগণ পৃথিবীতে বিচরণ করেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সনৎকুমার, নারদ, ঋভু, অঙ্গিরা, দেবল, অসিত, অপান্তরতমা (ব্যাসদেব), মার্কণ্ডেয়, গৌতম, বসিষ্ঠ, ভগবান পরশুরাম, কপিল, শুকদেব, দুর্বাসা, যাজ্ঞবল্ক্য, জাতুকর্ণ, অরুণি, রোমশ, চ্যবন, দত্তাত্রেয়, আসুরি, পতঞ্জলি, বেদশিরা, ঋষি ধৌম্য, মুনি পঞ্চশিখ, হিরণ্যনাভ, কৌশল্য, শ্রুতদেব এবং ঋতধ্বজ। আপনারা নিশ্চয়ই তাঁদের মধ্যে কেউ হবেন।

তাৎপর্য

এখানে *জ্ঞানহেতবঃ* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এই শ্লোকে যে সমস্ত মহাপুরুষদের উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা প্রকৃত জ্ঞান বিতরণ করার জন্য পৃথিবীতে বিচরণ করেন। এই জ্ঞান বিনা মনুষ্য-জীবন বৃথা। মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের নিত্য সম্পর্ক উপলব্ধি করা। এই জ্ঞান যার নেই সে পশুতুল্য। ভগবান স্বয়ং *ভগবদ্‌গীতায়* (৭/১৫) বলেছেন—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥

"মূঢ়, নরাধম, মায়ার দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে এবং যারা আসুরিক ভাবসম্পন্ন, সেই সমস্ত দুষ্কৃতকারী কখনও আমার শরণাগত হয় না।"

দেহাত্মবুদ্ধিই হচ্ছে অবিদ্যা (*যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে.... স এব গোখরঃ*)। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্রই, বিশেষ করে এই ভূর্লোকে, সকলে মনে করে যে, দেহ এবং আত্মার ভিন্ন অস্তিত্ব নেই এবং তাই আত্ম-উপলব্ধির কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু তা সত্য নয়। তাই এখানে যে সমস্ত ব্রাহ্মণদের উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা এই প্রকার মূর্খ জড়বাদীদের হৃদয়ে কৃষ্ণভাবনামৃত জাগরিত করার জন্য পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করেন।

এই শ্লোকে যে আচার্যদের উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের কথা *মহাভারতে* বর্ণনা করা হয়েছে। *পঞ্চশিখ* শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ। যিনি অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় ধারণা থেকে মুক্ত হয়েছেন, এবং যিনি আত্মার এই পাঁচটি সূক্ষ্ম আবরণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত তাঁকে বলা হয় *পঞ্চশিখ*। *মহাভারতের* বর্ণনা অনুসারে (*শান্তিপর্ব*, ২১৮-২১৯ অধ্যায়) *পঞ্চশিখ* নামক আচার্য মিথিলাধিপতি জনকের বংশে উৎপন্ন রাজা জনদেবের কাছে উপস্থিত হয়ে, প্রত্যক্ষবাদী নাস্তিক চার্বাকের ও সৌগতের মত নিরসন করে বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্বের উপদেশ প্রদান করেন। সাংখ্য দার্শনিকেরা পঞ্চশিখাচার্যকে তাঁদের একজন আচার্য বলে স্বীকার করেন। দেহের অভ্যন্তরে নিবাস করে যে জীব তার সঙ্গে সম্পর্কিত জ্ঞানই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান। দুর্ভাগ্যবশত, অজ্ঞানের ফলে জীব তার দেহকে তার স্বরূপ বলে মনে করে এবং তার ফলে সে সুখ ও দুঃখ অনুভব করে।

শ্লোক ১৬

তস্মাদ্‌যুবাং গ্রাম্যপশোর্মম মূঢ়ধিয়ঃ প্রভূ ।
অন্ধে তমসি মগ্নস্য জ্ঞানদীপ উদীর্যতাম্ ॥ ১৬ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **যুবাম্**—আপনারা উভয়ে; **গ্রাম্য-পশোঃ**—শূকর, কুকুর আদি পশুসদৃশ; **মম**—আমার; **মূঢ়-ধিয়ঃ**—(আধ্যাত্মিক জ্ঞান না থাকার ফলে) যে অত্যন্ত মূঢ়; **প্রভূ**—হে প্রভুদ্বয়; **অন্ধে**—গভীর; **তমসি**—অন্ধকারে; **মগ্নস্য**—নিমগ্ন; **জ্ঞান-দীপঃ**—জ্ঞানের প্রদীপ; **উদীর্যতাম্**—প্রজ্বলিত করুন।

অনুবাদ

আপনারা দুজন মহাপুরুষ, তাই আপনারা আমাকে প্রকৃত জ্ঞান প্রদান করতে সমর্থ। আমি শূকর, কুকুর আদি গ্রাম্যপশুর মতো মূঢ়বুদ্ধি এবং অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমগ্ন। তাই দয়া করে জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্বলিত করে আমাকে উদ্ধার করুন।

তাৎপর্য

জ্ঞান লাভ করার এটিই পন্থা। মানুষের কর্তব্য দিব্য জ্ঞান প্রদানে সমর্থ মহাপুরুষের শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করা। তাই বলা হয়েছে, *তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্* —"যিনি জীবনের চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছুক, তাঁর কর্তব্য সদ্গুরুর শরণ গ্রহণ করা।" যারা প্রকৃতপক্ষে অবিদ্যারূপ অজ্ঞানের অন্ধকার দূর করার জন্য জ্ঞান লাভে আগ্রহী, তাঁরাই সদ্গুরুর শরণাগত হওয়ার যোগ্য। কোন রকম জড়-জাগতিক লাভের জন্য গুরুর শরণাগত হওয়া উচিত নয়। কোন রোগ নিরাময়ের জন্য অথবা অলৌকিক শক্তির বলে জাগতিক লাভের উদ্দেশ্যে গুরুর শরণাগত হওয়া উচিত নয়। গুরুর কাছে যাওয়ার পন্থা এটি নয়। *তদ্বিজ্ঞানার্থম্*—পারমার্থিক জীবনের দিব্য জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করার জন্য গুরুর শরণাগত হওয়া উচিত। দুর্ভাগ্যবশত, এই কলিযুগে বহু ভণ্ড গুরু রয়েছে, যারা তাদের শিষ্যদের জাদু দেখায় এবং মূর্খ শিষ্যেরা জড়-জাগতিক লাভের জন্য এই ধরনের ভেলকিবাজি দেখতে চায়। এই ধরনের শিষ্যেরা পারমার্থিক জীবনের উন্নতি সাধন করে অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে নিজেদের উদ্ধার করতে আগ্রহী নয়। বলা হয়েছে—

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

"অজ্ঞানের গভীরতম অন্ধকারে আমার জন্ম হয়েছিল, কিন্তু আমার গুরুদেব জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে আমার চক্ষু উন্মীলিত করেছেন। সেই পরমারাধ্য গুরুদেবকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।" এই শ্লোকটিতে গুরুর তত্ত্ব বর্ণনা করা হয়েছে।

সকলেই অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তাই সকলেরই দিব্য জ্ঞান লাভ করার প্রয়োজন। যিনি তাঁর শিষ্যকে এই জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করে এই জড় জগতের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করেন, তিনিই প্রকৃত গুরু।

শ্লোক ১৭

শ্রীঅঙ্গিরা উবাচ

অহং তে পুত্রকামস্য পুত্রদোঽস্ম্যঙ্গিরা নৃপ ।
এষ ব্রহ্মসুতঃ সাক্ষান্নারদো ভগবানৃষিঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীঅঙ্গিরাঃ উবাচ—মহর্ষি অঙ্গিরা বললেন; **অহম্**—আমি; **তে**—তোমার; **পুত্র-কামস্য**—পুত্র-কামনাকারী; **পুত্রদঃ**—পুত্র-দানকারী; **অস্মি**—হই; **অঙ্গিরাঃ**—অঙ্গিরা ঋষি; **নৃপ**—হে রাজন্; **এষঃ**—ইনি; **ব্রহ্ম-সুতঃ**—ব্রহ্মার পুত্র; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **নারদঃ**—নারদ মুনি; **ভগবান্**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **ঋষিঃ**—ঋষি।

অনুবাদ

অঙ্গিরা বললেন—হে রাজন্, তুমি যখন পুত্র কামনা করেছিলে, তখন যে তোমাকে পুত্র প্রদান করেছিল, আমিই সেই অঙ্গিরা ঋষি। আর ইনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মার পুত্র দেবর্ষি নারদ।

শ্লোক ১৮-১৯

ইত্থং ত্বাং পুত্রশোকেন মগ্নং তমসি দুস্তরে ।
অতদর্হমনুস্মৃত্য মহাপুরুষগোচরম্ ॥ ১৮ ॥
অনুগ্রহায় ভবতঃ প্রাপ্তাবাবামিহ প্রভো ।
ব্রহ্মণ্যো ভগবদ্ভক্তো নাবাসাদিতুমর্হসি ॥ ১৯ ॥

ইত্থম্—এইভাবে; **ত্বাম্**—তুমি; **পুত্র-শোকেন**—মৃত পুত্রের শোকে; **মগ্নম্**—মগ্ন; **তমসি**—অন্ধকারে; **দুস্তরে**—দুরতিক্রম্য; **অ-তৎ-অর্হম্**—তোমার মতো ব্যক্তির অযোগ্য; **অনুস্মৃত্য**—স্মরণ করে; **মহা-পুরুষ**—পরমেশ্বর ভগবান; **গোচরম্**—উন্নত জ্ঞানসম্পন্ন; **অনুগ্রহায়**—কৃপা প্রদর্শন করার জন্য; **ভবতঃ**—তোমার প্রতি; **প্রাপ্তৌ**—এসেছি; **আবাম্**—আমরা দুজন; **ইহ**—এই স্থানে; **প্রভো**—হে রাজন্; **ব্রহ্মণ্যঃ**—যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন; **ভগবদ্ভক্তঃ**—ভগবানের ভক্ত; **ন**—না; **অবাসাদিতুম্**—শোক করা; **অর্হসি**—উচিত।

অনুবাদ

হে রাজন্, তুমি ভগবানের পরম ভক্ত। তোমার মতো ব্যক্তির পক্ষে এইভাবে জড়-জাগতিক বিষয়ের ক্ষতিতে মোহাচ্ছন্ন হওয়া উচিত নয়। তাই অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকার ফলে তুমি যে শোক সাগরে নিমজ্জিত হয়েছ, তা থেকে উদ্ধার করার জন্য আমরা দুজন এসেছি। যাঁরা তত্ত্বজ্ঞানী তাঁদের জড়-জাগতিক লাভে অথবা ক্ষতিতে প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের কয়েকটি শব্দ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। *মহাপুরুষ* শব্দটির অর্থ মহান ভগবদ্ভক্ত এবং ভগবান উভয়ই। যিনি সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাঁকে বলা হয় *মহাপৌরুষিক*। শুকদেব গোস্বামী এবং মহারাজ পরীক্ষিৎকে কখনও কখনও *মহাপৌরুষিক* বলে সম্বোধন করা হয়েছে। ভক্তের কর্তব্য সর্বদা উত্তম ভক্তের সেবায় যুক্ত থাকা। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—

তাঁদের চরণ সেবি ভক্তসনে বাস।
জনমে জনমে হয়, এই অভিলাষ ॥

ভক্তের কর্তব্য মহাভাগবতের সান্নিধ্যে বাস করা এবং পরম্পরার ধারায় ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার অভিলাষ করা। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের উপদেশ অনুসারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা গ্রহণ করা এবং তাঁর সেবা করা উচিত। একেই বলা হয় *তাঁদের চরণ সেবি*। গোস্বামীদের শ্রীপাদপদ্মের সেবা করার সময় ভক্তদের সঙ্গে বাস করা উচিত (*ভক্তসনে বাস*)। এটিই হচ্ছে ভক্তের কর্তব্য। ভক্তের কখনও জড়-জাগতিক লাভের কামনা করা উচিত নয় এবং জড়-জাগতিক ক্ষতিতে শোক করা উচিত নয়। অঙ্গিরা ঋষি এবং নারদ মুনি যখন দেখেছিলেন যে মহারাজ চিত্রকেতুর মতো একজন পরম ভক্ত অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমগ্ন হয়ে মৃত পুত্রের জন্য শোক করছেন, তখন তাঁরা তাঁদের অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে সেখানে এসে তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন, যাতে তিনি সেই অজ্ঞান থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারেন।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হচ্ছে *ব্রহ্মণ্য*। ভগবানকে কখনও কখনও *নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়* রূপে প্রার্থনা করা হয়, যার অর্থ হচ্ছে আমি সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমার প্রণতি নিবেদন করি, কারণ ভক্তেরা তাঁর সেবা করেন। তাই এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে, *ব্রহ্মণ্যো ভগবদ্ভক্তো নাবাসাদিতুমর্হসি*। এটিই মহাভাগবতের

লক্ষণ। *ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা* । আত্ম-তত্ত্ববেত্তা উন্নত ভক্ত জড়-জাগতিক লাভে উৎফুল্ল হন না অথবা ক্ষতিতে শোকাচ্ছন্ন হন না। তিনি সর্বদাই জড়-জাগতিক জীবনের অতীত।

শ্লোক ২০

তদৈব তে পরং জ্ঞানং দদামি গৃহমাগতঃ ।
জ্ঞাত্বান্যাভিনিবেশং তে পুত্রমেব দদাম্যহম্ ॥ ২০ ॥

তদা—তখন; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **তে**—তোমাকে; **পরম্**—দিব্য; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **দদামি**—আমি দান করতাম; **গৃহম্**—তোমার গৃহে; **আগতঃ**—এসে; **জ্ঞাত্বা**—জেনে; **অন্য-অভিনিবেশম্**—অন্য (জড় বিষয়ে) আসক্তি; **তে**—তোমার; **পুত্রম্**—পুত্র; **এব**—কেবল; **দদামি**—দিয়েছিলাম; **অহম্**—আমি।

অনুবাদ

আমি যখন পূর্বে তোমার গৃহে এসেছিলাম, তখনই আমি তোমাকে দিব্য জ্ঞান দান করতাম, কিন্তু আমি যখন দেখলাম তোমার মন অন্য বিষয়ে আসক্ত রয়েছে, তখন আমি তোমাকে কেবলমাত্র একটি পুত্র প্রদান করেছিলাম, যে তোমার হর্ষ ও বিষাদের কারণ হয়েছে।

শ্লোক ২১-২৩

অধুনা পুত্রিণাং তাপো ভবতৈবানুভূয়তে ।
এবং দারা গৃহা রায়ো বিবিধৈশ্বর্যসম্পদঃ ॥ ২১ ॥
শব্দাদয়শ্চ বিষয়াশ্চলা রাজ্যবিভূতয়ঃ ।
মহী রাজ্যং বলং কোষো ভৃত্যামাত্যসুহৃজ্জনাঃ ॥ ২২ ॥
সর্বেঽপি শূরসেনেমে শোকমোহভয়ার্তিদাঃ ।
গন্ধর্বনগরপ্রখ্যাঃ স্বপ্নমায়ামনোরথাঃ ॥ ২৩ ॥

অধুনা—এখন; **পুত্রিণাম্**—পুত্রবান ব্যক্তিদের; **তাপঃ**—দুঃখ; **ভবতা**—তোমার দ্বারা; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **অনুভূয়তে**—অনুভব করছেন; **এবম্**—এইভাবে; **দারাঃ**—পত্নী; **গৃহাঃ**—গৃহ; **রায়ঃ**—ধন; **বিবিধ**—নানা প্রকার; **ঐশ্বর্য**—ঐশ্বর্য; **সম্পদঃ**—সম্পদ; **শব্দ-আদয়ঃ**—শব্দ ইত্যাদি; **চ**—এবং; **বিষয়াঃ**—ইন্দ্রিয় সুখভোগের বিষয়;

চলাঃ—অনিত্য; **রাজ্য**—রাজ্যের; **বিভূতয়ঃ**—ঐশ্বর্য; **মহী**—পৃথিবী; **রাজ্যম্**—রাজ্য; **বলম্**—বল; **কোষঃ**—ধনাগার; **ভৃত্য**—ভৃত্য; **অমাত্য**—মন্ত্রী; **সুহৃৎ-জনাঃ**—মিত্র; **সর্বে**—সকলে; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **শূরসেন**—হে শূরসেন নৃপতি; **ইমে**—এইগুলি; **শোক**—শোক; **মোহ**—মোহ; **ভয়**—ভয়; **অর্তি**—পীড়া; **দাঃ**—প্রদান করে; **গন্ধর্ব-নগর-প্রখ্যাঃ**—গন্ধর্বনগর (অরণ্যে এক অলীক প্রাসাদ দর্শনের মতো); **স্বপ্ন**—স্বপ্ন; **মায়া**—মায়া; **মনোরথাঃ**—এবং কল্পনা।

অনুবাদ

হে রাজন্, এখন তুমি নিজেই পুত্রবানদের দুঃখ অনুভব করছ। হে শূরসেন-পতি, স্ত্রী, গৃহ, ধন, রাজৈশ্বর্য, বিবিধ সম্পদ এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয়—এ সবই অনিত্য। রাজ্য, সামরিক শক্তি, ধনাগার, ভৃত্য, অমাত্য, আত্মীয়-স্বজন—এরা সকলেই ভয়, মোহ, শোক এবং দুঃখের কারণ। এরা গন্ধর্ব-নগরের মতো, অর্থাৎ অরণ্যের মধ্যে কল্পনার দ্বারা সৃষ্ট এক বিশাল প্রাসাদের মতো। সেগুলি স্বপ্ন, মায়া এবং কল্পনার মতো ক্ষণস্থায়ী।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে সংসার-বন্ধন বর্ণিত হয়েছে। এই সংসারে জীব জড় দেহ, সন্তান, পত্নী ইত্যাদি (*দেহাপত্য-কলত্রাদিষু*) অনেক কিছু সংগ্রহ করে। কেউ মনে করতে পারে যে সেগুলি তাকে রক্ষা করবে, কিন্তু তা কখনই সম্ভব হয় না। এত কিছু থাকা সত্ত্বেও জীবাত্মাকে তার বর্তমান স্থিতি পরিত্যাগ করে আর একটি স্থিতি গ্রহণ করতে হয়। পরবর্তী স্থিতিটি প্রতিকূল হতে পারে এবং তা যদি অনুকূলও হয়, তা হলেও তাকে তা পরিত্যাগ করে পুনরায় আর একটি দেহ গ্রহণ করতে হয়। এইভাবে জড় জগতে জীবের দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি হয় না। বুদ্ধিমান ব্যক্তির ভালভাবেই জেনে রাখা উচিত যে, এগুলি কখনও তাকে সুখী করতে পারবে না। মানুষের অবশ্য কর্তব্য চিন্ময় স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়ে ভক্তরূপে ভগবানের নিত্য সেবা সম্পাদন করা। অঙ্গিরা ঋষি এবং নারদ মুনি মহারাজ চিত্রকেতুকে এই উপদেশ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৪

দৃশ্যমানা বিনার্থেন ন দৃশ্যন্তে মনোভবাঃ ।
কর্মভির্ধ্যায়তো নানাকর্মাণি মনসোঽভবন্ ॥ ২৪ ॥

দৃশ্যমানাঃ—দৃশ্যমান; **বিনা**—ব্যতীত; **অর্থেন**—বাস্তব; **ন**—না; **দৃশ্যন্তে**—দৃষ্ট হয়; **মনোভবাঃ**—মনঃকল্পিত; **কর্মভিঃ**—সকাম কর্মের দ্বারা; **ধ্যায়তঃ**—ধ্যান করে; **নানা**—বিবিধ; **কর্মাণি**—সকাম কর্ম; **মনসঃ**—মন থেকে; **অভবন্**—উৎপত্তি হয়।

অনুবাদ

স্ত্রী, সন্তান, সম্পত্তি—এই সমস্ত দৃশ্যমান বস্তুগুলি স্বপ্নের মতো এবং মনঃকল্পিত। প্রকৃতপক্ষে আমরা যা দেখি, তার কোন বাস্তব সত্তা নেই। কিছুক্ষণের জন্য তা দৃষ্ট হয় এবং তারপর তার আর অস্তিত্ব থাকে না। আমাদের পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে আমরা এই প্রকার কল্পনা সৃষ্টি করি এবং সেই অনুসারে পুনরায় কার্য করি।

তাৎপর্য

যা কিছু জড় তা সবই মনের কল্পনা, কারণ তা কখনও দৃশ্যমান এবং কখনও দৃশ্যমান নয়। রাত্রে যখন আমরা বাঘ অথবা সাপের স্বপ্ন দেখি, তখন সেগুলি প্রকৃতপক্ষে না থাকলেও আমরা ভয়ে ভীত হই, কারণ আমরা স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর দ্বারা প্রভাবিত হই। যা কিছু জড় তা সবই স্বপ্নের মতো, কারণ তার বাস্তবিক অস্তিত্ব নেই।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর টীকায় লিখেছেন—*অর্থেন ব্যাঘ্রসর্পাদিনা বিনৈব দৃশ্যমানাঃ স্বপ্নাদিভঙ্গে সতি ন দৃশ্যন্তে তদেবং দারাদয়োঽবাস্তববস্তুভূতাঃ স্বপ্নাদয়োঽবস্তুভূতাশ্চ সর্বে মনোভবাঃ মনোবাসনা জন্যত্বান্ মনোভবাঃ*। রাত্রে কেউ যখন বাঘ অথবা সর্পের স্বপ্ন দেখে, তখন সে প্রকৃতপক্ষে তা দর্শন করে, কিন্তু যে মাত্র স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়, তখন আর তার অস্তিত্ব থাকে না। তেমনই, এই জড় জগৎ আমাদের মনের কল্পনা। আমরা এই জড় জগতে এসেছি এই জগৎকেই ভোগ করার জন্য এবং আমাদের মনের কল্পনার দ্বারা আমরা উপভোগের বহু সামগ্রী আবিষ্কার করি, কারণ আমাদের মন জড় বিষয়ে মগ্ন। তাই আমরা বিভিন্ন দেহ প্রাপ্ত হই। আমাদের মনের কল্পনা অনুসারে বিভিন্ন বস্তু আকাঙ্ক্ষা করে আমরা বিভিন্ন কর্মে লিপ্ত হই এবং ভগবানের আদেশে (*কর্মণা দৈবনেত্রেণ*) প্রকৃতির দ্বারা আমরা আমাদের বাসনা অনুসারে ফল লাভ করি। এইভাবে আমরা জড় বিষয়ে ক্রমশ জড়িয়ে পড়ি। জড় জগতে আমাদের দুঃখ-দুর্দশার এটিই হচ্ছে কারণ। এক প্রকার কর্মের দ্বারা আমরা আর এক প্রকার কর্ম সৃষ্টি করি এবং সেই সবই আমাদের মনের কল্পনা থেকে উদ্ভূত।

শ্লোক ২৫

অয়ং হি দেহিনো দেহো দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াত্মকঃ ।
দেহিনো বিবিধক্লেশসন্তাপকৃদুদাহৃতঃ ॥ ২৫ ॥

অয়ম্—এই; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **দেহিনঃ**—জীবের; **দেহঃ**—দেহ; **দ্রব্য-জ্ঞান-ক্রিয়া-আত্মকঃ**—পঞ্চভূত, জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয় সমন্বিত; **দেহিনঃ**—জীবের; **বিবিধ**—নানা প্রকার; **ক্লেশ**—দুঃখ; **সন্তাপ**—এবং বেদনার; **কৃৎ**—কারণ; **উদাহৃতঃ**—ঘোষিত হয়েছে।

অনুবাদ

দেহাভিমানী জীব পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং মন সমন্বিত দেহে মগ্ন থাকে। মনের মাধ্যমে জীব আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক—এই তিন প্রকার ক্লেশ ভোগ করে। তাই দেহ সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার উৎস।

তাৎপর্য

পঞ্চম স্কন্ধে (৫/৫/৪) ঋষভদেব তাঁর পুত্রদের উপদেশ প্রদান করার সময় বলেছেন, *অসন্নপি ক্লেশদ আস দেহঃ*—এই দেহ অনিত্য হলেও সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার কারণ। পূর্ববর্তী শ্লোকে আমরা আলোচনা করেছি যে, সমস্ত জড় সৃষ্টি মনের কল্পনা থেকে উদ্ভূত। মন কখনও কখনও আমাদের চিন্তা করায় যে, আমরা যদি একটি গাড়ি কিনি, তা হলে লোহা, প্লাস্টিক, পেট্রোল ইত্যাদি রূপে প্রকাশিত মাটি, জল, বায়ু, আগুন আদি ভৌতিক উপাদানগুলি উপভোগ করতে পারব। পঞ্চ মহাভূত, চক্ষু, কর্ণ আদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্ত, পদ আদি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম করে আমরা জড় জগতের বন্ধনে জড়িয়ে পড়ি। এইভাবে আমরা আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক ক্লেশ ভোগ করতে বাধ্য হই। মন হচ্ছে সব কিছুর কেন্দ্র, কারণ মনই এই সব কিছু সৃষ্টি করে। জড় বস্তুতে আঘাত লাগা মাত্রই মন প্রভাবিত হয় এবং আমরা ক্লেশ অনুভব করি। যেমন, পঞ্চভূত, কর্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা একটি খুব সুন্দর গাড়ি তৈরি করি, এবং কোন দুর্ঘটনায় গাড়িটি যখন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, তখন মন কষ্ট পায় এবং মনের মাধ্যমে জীব কষ্ট ভোগ করে।

আসল কথা হচ্ছে জীব মনের কল্পনার দ্বারা ভৌতিক অবস্থা সৃষ্টি করে। যেহেতু জড় পদার্থ নশ্বর, তাই ভৌতিক অবস্থার মাধ্যমে জীব দুঃখকষ্ট ভোগ

করে। তা না হলে জীব সমস্ত ভৌতিক অবস্থা থেকে মুক্ত। জীব যখন ব্রহ্মভূত স্তর অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জীবনের স্তর প্রাপ্ত হয়ে পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন যে, তিনি হচ্ছেন চিন্ময় আত্মা (*অহং ব্রহ্মাস্মি*), তখন তিনি আর অনুশোচনা এবং আকাঙ্ক্ষার দ্বারা প্রভাবিত হন না। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৪) ভগবান বলেছেন, *ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি*—"যিনি চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ পরমব্রহ্মকে উপলব্ধি করে পূর্ণরূপে প্রসন্ন হন। তিনি কখনও কোন কিছুর জন্য শোক করেন না বা কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না।" *ভগবদ্গীতার* অন্যত্র (১৫/৭) ভগবান বলেছেন—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়ানি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥

"এই জড় জগতে বদ্ধ জীব আমার সনাতন বিভিন্ন অংশ। জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে তারা মন সহ ছয়টি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকৃতিরূপ ক্ষেত্রে কঠোর সংগ্রাম করছে।" জীব প্রকৃতপক্ষে ভগবানের বিভিন্ন অংশ এবং সে জড় পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত নয়। কিন্তু যেহেতু মন এবং ইন্দ্রিয় প্রভাবিত হয়, তাই জীব এই জগতে তার অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম করে।

শ্লোক ২৬

তস্মাৎ স্বস্থেন মনসা বিমৃশ্য গতিমাত্মনঃ ।
দ্বৈতে ধ্রুবার্থবিশ্রম্ভং ত্যজোপশমমাবিশ ॥ ২৬ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **স্বস্থেন**—সাবধানে; **মনসা**—মন; **বিমৃশ্য**—বিচার করে; **গতিম্**—প্রকৃত স্থিতি; **আত্মনঃ**—তোমার নিজের; **দ্বৈতে**—দ্বৈতে; **ধ্রুব**—চিরস্থায়ীরূপে; **অর্থ**—বস্তু; **বিশ্রম্ভম্**—বিশ্বাস; ত্যজ—পরিত্যাগ কর; **উপশমম্**—শান্তিপূর্ণ অবস্থা; **আবিশ**—গ্রহণ কর।

অনুবাদ

অতএব, হে রাজা চিত্রকেতু, সাবধানতা সহকারে আত্মতত্ত্ব বিচার কর। অর্থাৎ তুমি কি দেহ, মন না আত্মা, সেই কথা বোঝার চেষ্টা কর। বিচার করে দেখ তুমি কোথা হতে এসেছ এবং এই দেহ ত্যাগ করার পর তুমি কোথায় যাবে, এবং কেন তুমি জড় শোকের বশীভূত হয়েছ। এইভাবে তুমি তোমার প্রকৃত

স্থিতি জানার চেষ্টা কর, তা হলে তুমি তোমার অনর্থক আসক্তি পরিত্যাগ করতে পারবে। তখন এই জড় জগৎ এবং কৃষ্ণের সেবায় যুক্ত নয় যে সমস্ত বস্তু তাদের নিত্য বলে মনে করার যে বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসও তুমি পরিত্যাগ করতে পারবে। এইভাবে তুমি শান্তি লাভ করতে পারবে।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন বাস্তবিকভাবে মানব-সমাজকে প্রশান্তির স্তরে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে। মানব-সভ্যতা যেহেতু বিপথগামী হয়েছে, তাই মানুষ জড়-জাগতিক জীবনে সব রকম জঘন্য পাপকর্ম করে কুকুর-বিড়ালের মতো লাফাচ্ছে এবং সংসার-বন্ধনে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর-রূপে আবদ্ধ হয়ে পড়ছে। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে আত্মজ্ঞান নিহিত রয়েছে, কারণ শ্রীকৃষ্ণ প্রথমেই জীবদের নির্দেশ দিয়েছেন, সে যে দেহ নয়, কিন্তু দেহের মালিক তথা দেহী, তা হৃদয়ঙ্গম করতে। কেউ যখন এই সরল সত্যটি উপলব্ধি করতে পারে, তখন সে তার জীবনের চরম লক্ষ্যে নিজেকে পরিচালিত করতে পারে। জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মানুষ যেহেতু শিক্ষা লাভ করেনি, তাই তারা উন্মাদের মতো আচরণ করছে এবং জড় জগতের বন্ধনে আরও বেশি করে আসক্ত হয়ে পড়ছে। মানুষেরা ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হয়ে জড়-জাগতিক অবস্থাকে চিরস্থায়ী বলে মনে করছে। এই জড় বিষয়ের প্রতি তাদের বিশ্বাস এবং তার প্রতি তাদের আসক্তি পরিত্যাগ করা তাদের অবশ্য কর্তব্য। তখনই কেবল মানুষ ধীর এবং শান্ত হতে পারবে।

শ্লোক ২৭

শ্রীনারদ উবাচ

এতাং মন্ত্রোপনিষদং প্রতীচ্ছ প্রয়তো মম ।
যাং ধারয়ন্ সপ্তরাত্রাদ্ দ্রষ্টা সঙ্কর্ষণং বিভুম্ ॥ ২৭ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—শ্রীনারদ মুনি বললেন; **এতাম্**—এই; **মন্ত্র-উপনিষদম্**—মন্ত্ররূপ উপনিষদ, যার দ্বারা জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধন করা যায়; **প্রতীচ্ছ**—গ্রহণ কর; **প্রয়তঃ**—গভীর মনোযোগ সহকারে (তোমার মৃত পুত্রের দাহ সংস্কার করার পর); **মম**—আমার থেকে; **যাম্**—যা; **ধারয়ন্**—গ্রহণ করে; **সপ্ত-রাত্রাৎ**—সাত রাত্রির পর; **দ্রষ্টা**—তুমি দেখবে; **সঙ্কর্ষণম্**—সঙ্কর্ষণকে; **বিভুম্**—ভগবান।

অনুবাদ

মহর্ষি নারদ বললেন—হে রাজন্, তুমি সংযত হয়ে আমার কাছ থেকে এই পরম শ্রেয়াস্পদ মন্ত্র গ্রহণ কর, যা গ্রহণ করলে সাত রাত্রির মধ্যে ভগবান সঙ্কর্ষণকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করতে পারবে।

শ্লোক ২৮

যৎপাদমূলমুপসৃত্য নরেন্দ্র পূর্বে
শর্বাদয়ো ভ্রমমিমং দ্বিতয়ং বিসৃজ্য ।
সদ্যস্তদীয়মতুলানধিকং মহিত্বং
প্রাপুর্ভবানপি পরং নচিরাদুপৈতি ॥ ২৮ ॥

যৎ-পাদ-মূলম্—যাঁর শ্রীপাদপদ্ম (ভগবান সঙ্কর্ষণের); **উপসৃত্য**—শরণ লাভ করে; **নর-ইন্দ্র**—হে রাজন্; **পূর্বে**—পূর্বে; **শর্ব-আদয়ঃ**—মহাদেব আদি দেবতারা; **ভ্রমম্**—মোহ; **ইমম্**—এই; **দ্বিতয়ম্**—দ্বৈতভাব সমন্বিত; **বিসৃজ্য**—পরিত্যাগ করে; **সদ্যঃ**—শীঘ্র; **তদীয়ম্**—তাঁর; **অতুল**—অতুলনীয়; **অনধিকম্**—অনতিক্রম্য; **মহিত্বম্**—মহিমা; **প্রাপুঃ**—লাভ করেছিলেন; **ভবান্**—তুমি; **অপি**—ও; **পরম্**—পরম ধাম; **ন**—না; **চিরাৎ**—অচিরে; **উপৈতি**—লাভ করবে।

অনুবাদ

হে রাজন্, পুরাকালে ভগবান শিব এবং অন্যান্য দেবতারা সঙ্কর্ষণের শ্রীপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করেছিলেন। তার ফলে তাঁরা তৎক্ষণাৎ দ্বৈতভ্রম থেকে মুক্ত হয়ে আধ্যাত্মিক জীবনে অতুলনীয় এবং অনতিক্রম্য মহিমা লাভ করেছিলেন। তুমিও শীঘ্রই সেই পরম পদ লাভ করবে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের 'রাজা চিত্রকেতুকে নারদ ও অঙ্গিরার উপদেশ' নামক পঞ্চদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

ষোড়শ অধ্যায়

ভগবানের সঙ্গে রাজা চিত্রকেতুর সাক্ষাৎকার

এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, চিত্রকেতু তাঁর মৃত পুত্রের মুখে তত্ত্ব-উপদেশ শ্রবণ করে যখন শোকমুক্ত হয়েছিলেন, তখন দেবর্ষি নারদ তাঁকে মন্ত্র দান করেন। সেই মন্ত্র জপ করে চিত্রকেতু সঙ্কর্ষণের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করেন।

জীবাত্মা নিত্য, তাই তার জন্ম-মৃত্যু নেই (*ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে*)। জীব কর্মফলের বশে পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, মানুষ, দেবতা প্রভৃতি নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করে। কিছুকালের জন্য সে পিতা অথবা পুত্ররূপে মিথ্যা সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে একটি বিশেষ শরীর লাভ করে। বন্ধু, আত্মীয় অথবা শত্রু প্রভৃতি এই জড় জগতের সম্পর্ক দ্বন্দ্বভাব সমন্বিত; তার ফলে কখনও সে নিজেকে সুখী আবার কখনও দুঃখী বলে মনে করে। জীব প্রকৃতপক্ষে ভগবানের বিভিন্ন অংশ চিন্ময় আত্মা। তার সেই নিত্য স্বরূপে এই সমস্ত অনিত্য সম্পর্ক না থাকায়, তার জন্য শোক করা কর্তব্য নয়। তাই নারদ মুনি চিত্রকেতুকে তাঁর তথাকথিত পুত্রের মৃত্যুতে শোক না করতে উপদেশ দিয়েছেন।

তাঁদের মৃত পুত্রের মুখে এই তত্ত্ব-উপদেশ শ্রবণ করে চিত্রকেতু এবং তাঁর পত্নী বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই জড় জগতে সমস্ত সম্পর্কই দুঃখের কারণ। যে মহিষীরা কৃতদ্যুতির পুত্রকে বিষ প্রদান করেছিলেন, তাঁরা অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছিলেন। তাঁরা শিশুহত্যা-জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন এবং পুত্রকামনা পরিত্যাগ করেছিলেন। তারপর নারদ মুনি চতুর্ব্যূহাত্মক নারায়ণী স্তব করে চিত্রকেতুকে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের একমাত্র কারণ এবং প্রকৃতির প্রভু ভগবান সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেছিলেন। এইভাবে রাজা চিত্রকেতুকে উপদেশ দেওয়ার পর তিনি ব্রহ্মলোকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। এই ভগবৎ-তত্ত্ব উপদেশের নাম মন্ত্রবিদ্যা। রাজা চিত্রকেতু নারদ মুনি কর্তৃক দীক্ষিত হয়ে মন্ত্রবিদ্যা জপ করেছিলেন এবং সাতদিন পর চতুঃসন পরিবৃত সঙ্কর্ষণের দর্শন লাভ করেছিলেন। ভগবান সঙ্কর্ষণ নীলাম্বর পরিহিত, স্বর্ণমুকুট এবং অলঙ্কারে বিভূষিত ছিলেন। তাঁর মুখমণ্ডল অত্যন্ত প্রসন্ন ছিল। তাঁকে দর্শন করে চিত্রকেতু তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করে স্তব করতে শুরু করেছিলেন।

চিত্রকেতু তাঁর প্রার্থনায় বলেছিলেন যে, সঙ্কর্ষণের রোমকূপে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করে। তিনি অসীম এবং তাঁর কোন আদি ও অন্ত নেই। ভগবানের ভক্তেরা জানেন যে, তিনি অনাদি। ভগবান এবং দেব-দেবীদের উপাসনার পার্থক্য এই যে, যাঁরা ভগবানের আরাধনা করেন, তাঁরা নিত্যত্ব প্রাপ্ত হন, কিন্তু দেব-দেবীদের কাছ থেকে যে আশীর্বাদ লাভ হয়, তা অনিত্য। ভগবানের ভক্ত না হলে ভগবানকে জানা যায় না।

চিত্রকেতুর প্রার্থনা সমাপ্ত হলে, ভগবান স্বয়ং চিত্রকেতুর কাছে তাঁর নিজের তত্ত্ব বিশেষভাবে বর্ণনা করেছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

অথ দেবঋষী রাজন্ সম্পরেতং নৃপাত্মজম্ ।
দর্শয়িত্বেতি হোবাচ জ্ঞাতীনামনুশোচতাম্ ॥ ১ ॥

শ্রী-বাদরায়ণিঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **অথ**—এইভাবে; **দেব-ঋষিঃ**—দেবর্ষি নারদ; **রাজন্**—হে রাজন্; **সম্পরেতম্**—মৃত; **নৃপ-আত্মজম্**—রাজপুত্রকে; **দর্শয়িত্বা**—প্রত্যক্ষ-গোচর করিয়ে; **ইতি**—এইভাবে; **হ**—বস্তুতপক্ষে; **উবাচ**—বলেছিলেন; **জ্ঞাতীনাম্**—সমস্ত আত্মীয়স্বজনদের; **অনুশোচতাম্**—যাঁরা শোক করছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, দেবর্ষি নারদ যোগবলে মৃত রাজপুত্রকে শোকাকুল আত্মীয়স্বজনদের প্রত্যক্ষগোচর করিয়ে বলেছিলেন।

শ্লোক ২

শ্রীনারদ উবাচ

জীবাত্মন্ পশ্য ভদ্রং তে মাতরং পিতরং চ তে ।
সুহৃদো বান্ধবাস্তপ্তাঃ শুচা ত্বৎকৃতয়া ভৃশম্ ॥ ২ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—শ্রীনারদ মুনি বললেন; **জীব-আত্মন্**—হে জীবাত্মা; **পশ্য**—দেখ; **ভদ্রম্**—মঙ্গল; **তে**—তোমার; **মাতরম্**—মাতা; **পিতরম্**—পিতা; **চ**—এবং; **তে**—

তোমার; সুহৃদঃ—বন্ধু; বান্ধবাঃ—আত্মীয়স্বজন; তপ্তাঃ—সন্তপ্ত; শুচা—শোকের দ্বারা; ত্বৎ-কৃতয়া—তোমার জন্য; ভৃশম্—অত্যন্ত।

অনুবাদ

শ্রীনারদ মুনি বললেন—হে জীবাত্মা, তোমার মঙ্গল হোক। তোমার শোকে অত্যন্ত পরিতপ্ত তোমার মাতা-পিতা, সুহৃদ ও আত্মীয়স্বজনদের দর্শন কর।

শ্লোক ৩

কলেবরং স্বমাবিশ্য শেষমায়ুঃ সুহৃদ্বৃতঃ ।
ভুঙ্‌ক্ষ্ব ভোগান্ পিতৃপ্রত্তানধিতিষ্ঠ নৃপাসনম্ ॥ ৩ ॥

কলেবরম্—দেহ; **স্বম্**—তোমার নিজের; **আবিশ্য**—প্রবেশ করে; **শেষম্**—অবশিষ্ট; **আয়ুঃ**—আয়ু; **সুহৃৎ-বৃতঃ**—তোমার বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজন দ্বারা পরিবৃত হয়ে; **ভুঙ্‌ক্ষ্ব**—ভোগ কর; **ভোগান্**—ভোগ করার সমস্ত ঐশ্বর্য; **পিতৃ**—তোমার পিতার দ্বারা; **প্রত্তান্**—প্রদত্ত; **অধিতিষ্ঠ**—গ্রহণ কর; **নৃপ-আসনম্**—রাজসিংহাসন।

অনুবাদ

যেহেতু তোমার অকালমৃত্যু হয়েছে, তাই তোমার আয়ু এখনও অবশিষ্ট রয়েছে। অতএব তুমি পুনরায় তোমার দেহে প্রবেশ করে বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজন পরিবৃত হয়ে অবশিষ্ট আয়ুষ্কাল ভোগ কর। তোমার পিতৃপ্রদত্ত রাজসিংহাসন এবং সমস্ত ঐশ্বর্য গ্রহণ কর।

শ্লোক ৪

জীব উবাচ

কস্মিঞ্জন্মন্যমী মহ্যং পিতরো মাতরোঽভবন্ ।
কর্মভির্ভ্রাম্যমাণস্য দেবতির্যঙ্‌নৃযোনিষু ॥ ৪ ॥

জীবঃ উবাচ—জীবাত্মা বললেন; **কস্মিন্**—কোন; **জন্মনি**—জন্মে; **অমী**—সেই সব; **মহ্যম্**—আমাকে; **পিতরঃ**—পিতাগণ; **মাতরঃ**—মাতাগণ; **অভবন্**—ছিল; **কর্মভিঃ**—কর্মের দ্বারা; **ভ্রাম্যমাণস্য**—আমি ভ্রমণ করছি; **দেব-তির্যক্**—দেবতা এবং নিম্নস্তরের পশুদের; **নৃ**—এবং মনুষ্য; **যোনিষু**—যোনিতে।

অনুবাদ

নারদ মুনির যোগবলে জীবাত্মা কিছুকালের জন্য তাঁর মৃত শরীরে পুনঃপ্রবেশ করে, নারদ মুনির অনুরোধের উত্তরে বলেছিলেন—আমি আমার কর্মের ফলে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হচ্ছি। কখনও দেবযোনিতে, কখনও নিম্নস্তরের পশুযোনিতে, কখনও বৃক্ষলতারূপে এবং কখনও মনুষ্য-যোনিতে ভ্রমণ করছি। অতএব, কোন্ জন্মে এঁরা আমার মাতা-পিতা ছিলেন? প্রকৃতপক্ষে কেউই আমার মাতা-পিতা নন। আমি কিভাবে এই দুই ব্যক্তিকে আমার পিতা এবং মাতারূপে গ্রহণ করতে পারি?

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে বোঝানো হয়েছে যে, জীবাত্মা জড়া প্রকৃতির পাঁচটি স্থূল উপাদান (মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ) এবং তিনটি সূক্ষ্ম উপাদান (মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার) দ্বারা নির্মিত একটি যন্ত্রসদৃশ জড় দেহে প্রবেশ করে। *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, পরা এবং অপরা নামক দুটি প্রকৃতি রয়েছে, যা ভগবানের প্রকৃতি। জীব তার কর্মফল অনুসারে বিভিন্ন প্রকার দেহে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়।

এই জন্মে জীবাত্মাটি মহারাজ চিত্রকেতু এবং রাণী কৃতদ্যুতির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছে, কারণ প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে সে রাজা এবং রাণীর দ্বারা নির্মিত শরীরে প্রবিষ্ট হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে তাদের সন্তান নয়। জীবাত্মা ভগবানের সন্তান এবং যেহেতু সে জড় জগৎকে ভোগ করতে চায়, তাই ভগবান তাকে বিভিন্ন জড় শরীরে প্রবেশ করার মাধ্যমে তার সেই বাসনা পূর্ণ করার সুযোগ দিয়েছেন। জড় দেহের পিতা-মাতার কাছ থেকে জীব যে জড় দেহ প্রাপ্ত হয়, তার সঙ্গে তার বাস্তবিক কোন সম্পর্ক নেই। সে ভগবানের বিভিন্ন অংশ, কিন্তু তাকে বিভিন্ন শরীরে প্রবেশ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তথাকথিত পিতা-মাতার দ্বারা সৃষ্ট দেহটির সঙ্গেও তথাকথিত স্রষ্টাদের প্রকৃতপক্ষে কোন সম্পর্ক নেই। তাই জীবাত্মাটি মহারাজ চিত্রকেতু এবং তাঁর পত্নীকে তার পিতা এবং মাতারূপে গ্রহণ করতে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করেছে।

শ্লোক ৫

বন্ধুজ্ঞাত্যরিমধ্যস্থমিত্রোদাসীনবিদ্বিষঃ ।
সর্ব এব হি সর্বেষাং ভবন্তি ক্রমশো মিথঃ ॥ ৫ ॥

বন্ধু—সখা; **জ্ঞাতি**—কুটুম্ব; **অরি**—শত্রু; **মধ্যস্থ**—নিরপেক্ষ; **মিত্র**—শুভাকাঙ্ক্ষী; **উদাসীন**—উদাসীন; **বিদ্বিষঃ**—ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি; **সর্বে**—সকলেই; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **সর্বেষাম্**—সকলের; **ভবন্তি**—হয়; **ক্রমশঃ**—ক্রমশ; **মিথঃ**—পরস্পরের।

অনুবাদ

সমস্ত জীবদের নিয়ে নদীর মতো প্রবহমান এই জড় জগতে সকলেই কালের প্রভাবে পরস্পরের বন্ধু, আত্মীয়, শত্রু, নিরপেক্ষ, মিত্র, উদাসীন, বিদ্বেষী আদি বহু সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়। এই সমস্ত সম্পর্ক সত্ত্বেও কেউই প্রকৃতপক্ষে কারও সঙ্গে নিত্য সম্পর্কে সম্পর্কিত নয়।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে আমাদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই, আজ যে বন্ধু কাল সে শত্রুতে পরিণত হয়। শত্রু অথবা মিত্র, আপন অথবা পর, আমাদের এই সম্পর্কগুলি প্রকৃতপক্ষে আমাদের বিভিন্ন প্রকার আদান-প্রদানের ফল। মহারাজ চিত্রকেতু তাঁর মৃত পুত্রের জন্য শোক করছিলেন, কিন্তু তিনি এই পরিস্থিতিটি অন্যভাবে বিচার করতে পারতেন। তিনি ভাবতে পারতেন, "এই জীবাত্মাটি পূর্ব জীবনে আমার শত্রু ছিল, এবং এখন আমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে আমাকে দুঃখ দেওয়ার জন্য অসময়ে প্রয়াণ করছে।" তিনি বিবেচনা করেননি যে, তাঁর মৃত পুত্রটি ছিল তাঁর পূর্বেকার শত্রু এবং কেন একজন শত্রুর মৃত্যুতে তিনি শোকগ্রস্ত হওয়ার পরিবর্তে আনন্দিত হননি? *ভগবদ্গীতায়* (৩/২৭) বলা হয়েছে, *প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ*—প্রকৃতপক্ষে জড়া প্রকৃতির গুণের সঙ্গে সম্পর্কের ফলে সব কিছু ঘটছে। তাই সত্ত্বগুণের প্রভাবে যে আজ আমার বন্ধু, কাল সে রজ এবং তমোগুণের প্রভাবে আমার শত্রুতে পরিণত হতে পারে। জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন প্রকার আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা অন্যদের বন্ধু, শত্রু, পুত্র অথবা পিতা বলে মনে করি।

শ্লোক ৬

যথা বস্তূনি পণ্যানি হেমাদীনি ততস্ততঃ ।
পর্যটন্তি নরেষ্বেবং জীবো যোনিষু কর্তৃষু ॥ ৬ ॥

যথা—যেমন; বস্তূনি—বস্তু; পণ্যানি—ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য; হেমাদীনি—স্বর্ণের মতো; ততঃ ততঃ—এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়; পর্যটন্তি—পরিভ্রমণ করে; নরেষু—মানুষদের মধ্যে; এবম্—এইভাবে; জীবঃ—জীব; যোনিষু—বিভিন্ন যোনিতে; কর্তৃষু—বিভিন্ন পিতারূপে।

অনুবাদ

স্বর্ণ আদি ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য বস্তু যেমন একজনের কাছ থেকে আর এক জনের কাছে স্থানান্তরিত হয়, তেমনই জীব তার কর্মফলের প্রভাবে একের পর এক বিভিন্ন প্রকার পিতার দ্বারা বিভিন্ন যোনিতে সঞ্চারিত হয়ে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র পরিভ্রমণ করছে।

তাৎপর্য

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, চিত্রকেতুর পুত্র পূর্ব জীবনে রাজার শত্রু ছিল এবং এখন তাঁকে গভীর বেদনা দেওয়ার জন্য তাঁর পুত্ররূপে এসেছে। বস্তুতই, পুত্রের অকাল মৃত্যু পিতার শোকের কারণ হয়। কেউ হয়তো বলতে পারে, "চিত্রকেতুর পুত্র যদি সত্যিই তাঁর শত্রু হয়ে থাকে, তা হলে রাজা তার প্রতি এত স্নেহাসক্ত হলেন কি করে?" তার উত্তরে বলা হয়েছে যে, শত্রুর ধন নিজের ঘরে এলে, সেই ধন বন্ধুতে পরিণত হয়। তখন তা নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করা যায়। এমন কি সেই ধন যে শত্রুর কাছ থেকে এসেছে, তারই ক্ষতিসাধন করার জন্য ব্যবহার করা যায়। অতএব ধন এই পক্ষ বা ঐপক্ষ কোন পক্ষেরই নয়। ধন সর্বদাই ধন, কিন্তু বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তা শত্রু এবং মিত্ররূপে ব্যবহার করা যায়।

ভগবদ্গীতায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, কোন পিতা বা মাতা থেকে কোন জীবের জন্ম হয় না। জীব তথাকথিত পিতা-মাতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন সত্তা। প্রকৃতির নিয়মে জীব কোন পিতার বীর্যে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়, এবং তারপর মাতার গর্ভে তা প্রবিষ্ট হয়। পিতা-মাতা মনোনয়নের ব্যাপারে তার কোন স্বাতন্ত্র্য নেই। *প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি*—প্রকৃতির নিয়ম তাকে বিভিন্ন পিতা এবং মাতার কাছে যেতে বাধ্য করে, ঠিক যেমন ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে পণ্যবস্তু বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে যায়। তাই পিতা-পুত্রের তথাকথিত সম্পর্ক প্রকৃতির আয়োজন। তার কোন অর্থ নেই এবং তাই তাকে বলা হয় মায়া।

সেই জীবাত্মা কখনও কখনও পশু পিতা-মাতা আবার কখনও মানুষ পিতা-মাতার আশ্রয় গ্রহণ করে। কখনও সে পক্ষী পিতা-মাতার আশ্রয় গ্রহণ করে,

কখনও সে দেবতা পিতা-মাতার আশ্রয় গ্রহণ করে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই বলেছেন—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব ।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥

প্রকৃতির নিয়মে বার বার হয়রানি হতে হতে জীব ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করে। কোন ভাগ্যে যদি সে ভগবদ্ভক্তের সান্নিধ্যে আসে, তা হলে তার জীবনের আমূল পরিবর্তন হয়। তখন জীব তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যায়। তাই বলা হয়েছে—

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায় ।
কৃষ্ণ গুরু নাহি মিলে, ভজহ হিয়ায় ॥

মানুষ, পশু, বৃক্ষ, দেবতা আদি বিভিন্ন যোনিতে দেহান্তরিত হতে হতে আত্মা বিভিন্ন পিতা-মাতা পায়। সেটি খুব একটি কঠিন ব্যাপার নয়। কিন্তু সদ্‌গুরু এবং কৃষ্ণকে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। তাই মানুষের কর্তব্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেবের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য হলে, সেই সুযোগ তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করা। আধ্যাত্মিক পিতা শ্রীগুরুদেবের পরিচালনায় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়।

শ্লোক ৭

নিত্যস্যার্থস্য সম্বন্ধো হ্যনিত্যো দৃশ্যতে নৃষু ।
যাবদ্যস্য হি সম্বন্ধো মমত্বং তাবদেব হি ॥ ৭ ॥

নিত্যস্য—নিত্য; **অর্থস্য**—বস্তুর; **সম্বন্ধঃ**—সম্পর্ক; **হি**—নিঃসন্দেহে; **অনিত্যঃ**—অনিত্য; **দৃশ্যতে**—দেখা যায়; **নৃষু**—মানব-সমাজে; **যাবৎ**—যতক্ষণ পর্যন্ত; **যস্য**—যার; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **সম্বন্ধঃ**—সম্পর্ক; **মমত্বম্**—মমত্ব; **তাবৎ**—ততক্ষণ পর্যন্ত; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **হি**—নিশ্চিতভাবে।

অনুবাদ

অল্প কিছু সংখ্যক জীব মনুষ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং বহু জীব পশু যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। যদিও উভয়েই জীব, তবুও তাদের সম্পর্ক অনিত্য। একটি পশু কিছুকালের জন্য কোন মানুষের অধিকারে থাকতে পারে, এবং তারপর সেই পশুটি অন্য কোন মানুষের অধিকারে হস্তান্তরিত হতে পারে। যখন পশুটি

চলে যায়, তখন আর পূর্বের মালিকের তার উপর মমত্ব থাকে না। যতক্ষণ পর্যন্ত পশুটি তার অধিকারে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার প্রতি তার মমত্ব থাকে, কিন্তু পশুটি বিক্রি করে দেওয়ার পরে, সেই মমত্ব শেষ হয়ে যায়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের দৃষ্টান্তটি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হওয়া ছাড়াও, এই জীবনেই জীবের মধ্যে যে সম্পর্ক তা অনিত্য। চিত্রকেতুর পুত্রের নাম ছিল হর্ষশোক। জীব অবশ্য নিত্য, কিন্তু যেহেতু সে তার দেহের অনিত্য আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত, তাই তার নিত্যত্ব দর্শন করা যায় না। *দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা*—"দেহী আত্মা নিরন্তর এই দেহে কৌমার থেকে যৌবনে এবং যৌবন থেকে বৃদ্ধ অবস্থায় দেহান্তরিত হয়।" অতএব দেহরূপী এই পরিধান অনিত্য। কিন্তু জীব নিত্য। পশু যেমন একজন মালিক থেকে অন্য আর এক মালিকের কাছে হস্তান্তরিত হয়, চিত্রকেতুর পুত্র জীবটিও তেমনই কিছু দিন তাঁর পুত্ররূপে ছিল, কিন্তু অন্য একটি শরীরে দেহান্তরিত হওয়া মাত্রই তাঁর দেহের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। পূর্ববর্তী শ্লোকের দৃষ্টান্তটি অনুসারে, কারও হাতে যখন কোন বস্তু থাকে, তখন সে তাকে তার সম্পত্তি বলে মনে করে, কিন্তু যখনই তা অন্যের হাতে হস্তান্তরিত হয়, তৎক্ষণাৎ সেই বস্তু অন্যের সম্পত্তি হয়ে যায়। তখন এর সঙ্গে তার আর কোন সম্পর্ক থাকে না; এর প্রতি তার মমত্ব থাকে না এবং তার জন্য সে শোকও করে না।

শ্লোক ৮

এবং যোনিগতো জীবঃ স নিত্যো নিরহঙ্কৃতঃ ।
যাবদ্যত্রোপলভ্যেত তাবৎ স্বত্বং হি তস্য তৎ ॥ ৮ ॥

এবম্—এইভাবে; **যোনি-গতঃ**—কোন বিশেষ যোনিতে গিয়ে; **জীবঃ**—জীব; **সঃ**—সে; **নিত্যঃ**—নিত্য; **নিরহঙ্কৃতঃ**—দেহ অভিমানশূন্য; **যাবৎ**—যতক্ষণ; **যত্র**—যেখানে; **উপলভ্যেত**—তাকে পাওয়া যায়; **তাবৎ**—ততক্ষণ পর্যন্ত; **স্বত্বম্**—নিজের বলে ধারণা; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **তস্য**—তার; **তৎ**—তা।

অনুবাদ

এক জীব যদিও দেহের ভিত্তিতে অন্য জীবের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত হয়, তবু সেই সম্পর্ক নশ্বর, কিন্তু জীব নিত্য। প্রকৃতপক্ষে দেহের জন্ম হয় অথবা মৃত্যু হয়,

জীবের হয় না। কখনও মনে করা উচিত নয় যে, জীবের জন্ম হয়েছে অথবা মৃত্যু হয়েছে। তথাকথিত পিতা-মাতার সঙ্গে জীবের প্রকৃত কোন সম্পর্ক নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার পূর্বকৃত কর্মের ফলস্বরূপ কোন বিশেষ পিতা এবং মাতার পুত্র বলে নিজেকে মনে করে, ততক্ষণ পর্যন্তই সেই পিতা-মাতা প্রদত্ত শরীরের সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকে। এইভাবে সে ভ্রান্তভাবে নিজেকে তাদের পুত্র বলে মনে করে তাদের প্রতি স্নেহপূর্ণ আচরণ করে। কিন্তু তার মৃত্যুর পর সেই সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। তাই এই সম্পর্কের ভিত্তিতে ভ্রান্তভাবে হর্ষ এবং বিষাদে জড়িয়ে পড়া উচিত নয়।

তাৎপর্য

জীব যখন জড় দেহে থাকে, তখন সে ভ্রান্তভাবে তার দেহটিকে তার স্বরূপ মনে করে, যদিও প্রকৃতপক্ষে তা নয়। তার দেহ এবং তথাকথিত পিতা-মাতার সঙ্গে তার সম্পর্ক ভ্রান্ত অর্থাৎ মায়িক ধারণা। জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে যতক্ষণ পর্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান লাভ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত জীবকে এই মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন থাকতে হয়।

শ্লোক ৯

এষ নিত্যোঽব্যয়ঃ সূক্ষ্ম এষ সর্বাশ্রয়ঃ স্বদৃক্ ।
আত্মমায়াগুণৈর্বিশ্বমাত্মানং সৃজতে প্রভুঃ ॥ ৯ ॥

এষঃ—এই জীব; **নিত্যঃ**—নিত্য; **অব্যয়ঃ**—অবিনশ্বর; **সূক্ষ্মঃ**—অত্যন্ত সূক্ষ্ম (জড় চক্ষুর দ্বারা তাকে দেখা যায় না); **এষঃ**—এই জীব; **সর্ব-আশ্রয়ঃ**—বিভিন্ন প্রকার দেহের কারণ; **স্বদৃক্**—স্বতঃপ্রকাশ; **আত্ম-মায়া-গুণৈঃ**—ভগবানের মায়ার গুণের দ্বারা; **বিশ্বম্**—এই জড় জগৎ; **আত্মানম্**—নিজেকে; **সৃজতে**—প্রকাশ করেন; **প্রভুঃ**—প্রভু।

অনুবাদ

জীব নিত্য এবং অবিনশ্বর, কারণ তার আদি নেই এবং অন্ত নেই। তার কখনও জন্ম হয় না অথবা মৃত্যু হয় না। সে সর্বপ্রকার দেহের মূল কারণ, তবু সে কোন দেহের অন্তর্ভুক্ত নয়। জীব এতই মহিমান্বিত যে, সে গুণগতভাবে ভগবানের সমান। কিন্তু যেহেতু সে অত্যন্ত ক্ষুদ্র, তাই সে ভগবানের

বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার দ্বারা মোহিত হতে পারে, এবং তার ফলে সে তার বাসনা অনুসারে নিজের জন্য বিভিন্ন প্রকার দেহ সৃষ্টি করে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ দর্শন বর্ণিত হয়েছে। জীব ভগবানের মতো নিত্য, কিন্তু জীব এবং ভগবানে ভেদ এই যে, ভগবান মহত্তম, কেউই তাঁর সমান অথবা তাঁর থেকে বড় নয়, কিন্তু জীব অত্যন্ত সূক্ষ্ম বা অত্যন্ত ক্ষুদ্র। শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে জীবের আয়তন কেশাগ্রের দশ সহস্র ভাগের এক ভাগের সমান। ভগবান সর্বব্যাপ্ত (*অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থম্*)। তুলনামূলকভাবে জীব যদি সব চাইতে ক্ষুদ্র হয়, তা হলে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে, সব চাইতে মহৎ কে। পরম মহৎ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং জীব হচ্ছে ক্ষুদ্রতম।

জীবের আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, জীব মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত হয়। *আত্মমায়াগুণৈঃ*—সে ভগবানের মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত হতে পারে। জীব জড় জগতে তার বদ্ধ জীবনের জন্য দায়ী, এবং তাই তাকে এখানে প্রভু বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সে যদি চায় তা হলে সে জড় জগতে আসতে পারে, এবং সে যদি ইচ্ছা করে তা হলে সে তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। যেহেতু সে এই জড় জগৎকে ভোগ করতে চায়, তাই ভগবান তাকে জড়া প্রকৃতির মাধ্যমে একটি জড় দেহ দান করেছেন। সেই সম্বন্ধে ভগবান স্বয়ং ভগবদ্গীতায় (১৮/৬১) বলেছেন—

> *ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি ।*
> *ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥*

"হে অর্জুন, পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবকে দেহরূপ যন্ত্রে আরোহণ করিয়ে মায়ার দ্বারা ভ্রমণ করান।" ভগবান জীবকে তার বাসনা অনুসারে এই জড় জগৎকে ভোগ করার সুযোগ দেন, কিন্তু তিনি নিজেই মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, জীব যেন তার সমস্ত জড় বাসনা পরিত্যাগ করে সর্বতোভাবে তাঁর শরণাগত হয় এবং তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যায়।

জীবাত্মা অত্যন্ত সূক্ষ্ম। শ্রীল জীব গোস্বামী এই সম্পর্কে বলেছেন যে, জড় বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে দেহের অভ্যন্তরে জীবাত্মাকে খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন, যদিও মহাজনদের কাছ থেকে আমরা জানতে পারি যে, দেহের অভ্যন্তরে জীবাত্মা রয়েছে। জড় দেহ জীবাত্মা থেকে ভিন্ন।

শ্লোক ১০

ন হ্যস্যাস্তি প্রিয়ঃ কশ্চিন্নাপ্রিয়ঃ স্বঃ পরোঽপি বা ।
একঃ সর্বধিয়াং দ্রষ্টা কর্তৃণাং গুণদোষয়োঃ ॥ ১০ ॥

ন—না; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অস্য**—জীবাত্মার; **অস্তি**—রয়েছে; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়; **কশ্চিৎ**—কেউ; **ন**—না; **অপ্রিয়ঃ**—অপ্রিয়; **স্বঃ**—স্বীয়; **পরঃ**—অন্য; **অপি**—ও; **বা**—অথবা; **একঃ**—এক; **সর্ব-ধিয়াম্**—বিভিন্ন প্রকার বুদ্ধির; **দ্রষ্টা**—দ্রষ্টা; **কর্তৃণাম্**—অনুষ্ঠানকারীর; **গুণ-দোষয়োঃ**—গুণ এবং দোষের, উচিত এবং অনুচিত কর্মের।

অনুবাদ

এই আত্মার কেউই প্রিয় বা অপ্রিয় নয়। সে আপন এবং পরের পার্থক্য দর্শন করে না। সে এক; অর্থাৎ সে শত্রু অথবা মিত্র, শুভাকাঙ্ক্ষী অথবা অনিষ্টকারীর দ্বৈত ভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। সে কেবল অন্যদের গুণের দ্রষ্টা অর্থাৎ সাক্ষী।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, জীব গুণগতভাবে ভগবানের সঙ্গে এক, কিন্তু তার মধ্যে সেই গুণগুলি অত্যন্ত সূক্ষ্ম পরিমাণে রয়েছে, কিন্তু ভগবান হচ্ছেন সর্বব্যাপ্ত এবং বিভু। ভগবানের কেউই বন্ধু নয়, শত্রু নয় বা আত্মীয় নয়, তিনি বদ্ধ জীবের অবিদ্যা-জনিত অসৎ গুণের অতীত। পক্ষান্তরে, তিনি তাঁর ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাময় এবং অনুকূল, এবং যারা তাঁর ভক্তদের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ, তাদের প্রতি তিনি একটুও প্রসন্ন নন। ভগবদ্গীতায় (৯/২৯) ভগবান স্বয়ং প্রতিপন্ন করেছেন—

সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥

"আমি সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন। কেউই আমার প্রিয় নয় এবং অপ্রিয়ও নয়। কিন্তু যাঁরা ভক্তিপূর্বক আমাকে ভজনা করেন, তাঁরা স্বভাবতই আমাতে অবস্থান করেন এবং আমিও স্বভাবতই তাঁদের হৃদয়ে অবস্থান করি।" কেউই ভগবানের শত্রু নন অথবা মিত্র নন, কিন্তু যে ভক্ত সর্বদা তার প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, তিনি তার প্রতি অত্যন্ত প্রীতিপরায়ণ। তেমনই, ভগবদ্গীতায় অন্যত্র (১৬/১৯) ভগবান বলেছেন—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥

"সেই বিদ্বেষী, ক্রূর নরাধমদের আমি এই সংসারেই অশুভ আসুরী যোনিতে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করি।" ভগবদ্ভক্তদের প্রতি যারা বিদ্বেষ-পরায়ণ, ভগবান তাদের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ। তাঁর ভক্তদের রক্ষা করার জন্য ভগবান কখনও কখনও এই ভক্ত বিদ্বেষীদের সংহার করেন। যেমন, প্রহ্লাদ মহারাজকে রক্ষা করার জন্য তিনি হিরণ্যকশিপুকে সংহার করেছিলেন। ভগবানের হস্তে নিহত হওয়ার ফলে, হিরণ্যকশিপু অবশ্যই মুক্তি লাভ করেছিল। ভগবান যেহেতু সমস্ত কার্যকলাপের সাক্ষী, তাই তিনি তাঁর ভক্তের শত্রুদের কার্যকলাপেরও সাক্ষী হয়ে তাদের দণ্ডদান করেন। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে তিনি কেবল জীবদের কার্যকলাপের সাক্ষী থেকে তাদের পাপ অথবা পুণ্যকর্মের ফল প্রদান করেন।

শ্লোক ১১

নাদত্ত আত্মা হি গুণং ন দোষং ন ক্রিয়াফলম্ ।
উদাসীনবদাসীনঃ পরাবরদৃগীশ্বরঃ ॥ ১১ ॥

ন—না; **আদত্তে**—গ্রহণ করে; **আত্মা**—পরমেশ্বর ভগবান; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **গুণম্**—সুখ; **ন**—না; **দোষম্**—দুঃখ; **ন**—না; **ক্রিয়াফলম্**—কোন কর্মের ফল; **উদাসীনবৎ**—উদাসীন ব্যক্তির মতো; **আসীনঃ**—অবস্থান করে (হৃদয়ে); **পর-অবরদৃক্**—কার্য এবং কারণ দর্শন করছেন; **ঈশ্বরঃ**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

পরম ঈশ্বর (আত্মা) কার্য ও কারণের দ্রষ্টা, কর্মফল-জনিত সুখ এবং দুঃখ গ্রহণ করেন না। জড় দেহ গ্রহণ করার ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র, এবং যেহেতু তাঁর জড় শরীর নেই, তাই তিনি সর্বদা নিরপেক্ষ। জীব তাঁর বিভিন্ন অংশ হওয়ার ফলে, তাঁর গুণগুলি অত্যন্ত অল্পমাত্রায় জীবের মধ্যেও রয়েছে। তাই শোকের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীবের শত্রু এবং মিত্র রয়েছে। সে তার স্থিতির ফলে গুণ এবং দোষের দ্বারা প্রভাবিত হয়। কিন্তু ভগবান সর্বদাই জড়াতীত চিন্ময় স্তরে বিরাজ করেন।

যেহেতু তিনি ঈশ্বর, পরম নিয়ন্তা, তাই তিনি দ্বৈত ভাবের দ্বারা প্রভাবিত হন না। তাই বলা যেতে পারে যে, তিনি জীবের ভাল এবং মন্দ আচরণের কার্য এবং কারণের উদাসীন সাক্ষীরূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন। আমাদের মনে রাখা উচিত উদাসীন শব্দটির অর্থ এই নয় যে, তিনি কোন কার্য করেন না। পক্ষান্তরে, এই শব্দটির অর্থ হচ্ছে যে, তিনি স্বয়ং প্রভাবিত হন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, দুই বিরোধীপক্ষ যখন আদালতে বিচারকের সম্মুখে আসে, তখন বিচারক নিরপেক্ষ থাকেন, কিন্তু তিনি মামলা অনুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। জড়-জাগতিক কার্যকলাপের প্রতি সম্পূর্ণরূপে উদাসীন হতে হলে, আমাদের পরম উদাসীন পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে।

মহারাজ চিত্রকেতুকে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল যে, পুত্রের মৃত্যুর মতো মর্মান্তিক পরিস্থিতিতে উদাসীন থাকা অসম্ভব, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভগবান যেহেতু জানেন কিভাবে সব কিছুর সমন্বয় সাধন করতে হয়, তাই তাঁর উপর নির্ভর করে ভগবদ্ভক্তির কর্তব্য সম্পাদন করাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। সমস্ত পরিস্থিতিতেই দ্বৈত ভাবের দ্বারা অবিচলিত থাকা উচিত। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (২/৪৭) বলা হয়েছে—

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন ।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি ॥

"স্বধর্ম বিহিত কর্মে তোমার অধিকার আছে, কিন্তু কোন কর্মফলে তোমার অধিকার নেই। কখনও নিজেকে কর্মফলের হেতু বলে মনে করো না, এবং কখনও স্বধর্ম আচরণ থেকে বিরত হয়ো না।" মানুষের উচিত ভগবদ্ভক্তিরূপ কর্তব্য সম্পাদন করা এবং কর্মের ফলের জন্য ভগবানের উপর নির্ভর করা।

শ্লোক ১২

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

ইত্যুদীর্য গতো জীবো জ্ঞাতয়স্তস্য তে তদা ।
বিস্মিতা মুমুচুঃ শোকং ছিত্ত্বাত্মস্নেহশৃঙ্খলাম্ ॥ ১২ ॥

শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **উদীর্য**—বলে; **গতঃ**—গিয়েছিলেন; **জীবঃ**—জীব (মহারাজ চিত্রকেতুর পুত্ররূপে যে এসেছিল); **জ্ঞাতয়ঃ**—আত্মীয়স্বজন; **তস্য**—তার; **তে**—তাঁরা; **তদা**—তখন; **বিস্মিতাঃ**—আশ্চর্য

হয়েছিলেন; মুমুচুঃ—পরিত্যাগ করেছিলেন; শোকম্—শোক; ছিত্ত্বা—ছেদন করে; আত্ম-স্নেহ—সম্পর্ক-জনিত স্নেহের; শৃঙ্খলাম্—লৌহনিগড়।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—মহারাজ চিত্রকেতুর পুত্ররূপী জীব এইভাবে বলে চলে গেলে, চিত্রকেতু এবং মৃত বালকের অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনেরা অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন। এইভাবে তাঁরা তাঁদের স্নেহরূপ শৃঙ্খল ছেদন করে শোক পরিত্যাগ করেছিলেন।

শ্লোক ১৩

নির্হৃত্য জ্ঞাতয়ো জ্ঞাতের্দেহং কৃত্বোচিতাঃ ক্রিয়াঃ।
তত্যজুর্দুস্ত্যজং স্নেহং শোকমোহভয়ার্তিদম্ ॥ ১৩ ॥

নির্হৃত্য—দূর করে; জ্ঞাতয়ঃ—রাজা চিত্রকেতু এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনেরা; জ্ঞাতেঃ—পুত্রের; দেহম্—দেহ; কৃত্বা—অনুষ্ঠান করে; উচিতাঃ—উপযুক্ত; ক্রিয়াঃ—ক্রিয়া; তত্যজুঃ—ত্যাগ করেছিলেন; দুস্ত্যজম্—যা ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন; স্নেহম্—স্নেহ; শোক—শোক; মোহ—মোহ; ভয়—ভয়; অর্তি—এবং দুঃখ; দম্—প্রদানকারী।

অনুবাদ

আত্মীয়স্বজনেরা মৃত বালকের দেহটির দাহ সংস্কার সম্পন্ন করে শোক, মোহ, ভয় এবং দুঃখ প্রাপ্তির কারণ-স্বরূপ স্নেহ পরিত্যাগ করেছিলেন। এই প্রকার স্নেহ পরিত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু তাঁরা অনায়াসে তা করেছিলেন।

শ্লোক ১৪

বালঘ্ন্যো ব্রীড়িতাস্তত্র বালহত্যাহতপ্রভাঃ।
বালহত্যাব্রতং চেরুর্ব্রাহ্মণৈর্যন্নিরূপিতম্ ।
যমুনায়াং মহারাজ স্মরন্ত্যো দ্বিজভাষিতম্ ॥ ১৪ ॥

বালঘ্ন্যঃ—শিশু-হত্যাকারিণী; ব্রীড়িতাঃ—অত্যন্ত লজ্জিতা হয়ে; তত্র—সেখানে; বালহত্যা—শিশু হত্যা করার ফলে; হত—বিহীন; প্রভাঃ—দেহের কান্তি; বাল-হত্যা-ব্রতম্—শিশুহত্যার প্রায়শ্চিত্ত; চেরুঃ—সম্পন্ন করেছিল; ব্রাহ্মণৈঃ—

ব্রাহ্মণদের দ্বারা; যৎ—যা; নিরূপিতম্—বর্ণিত হয়েছে; যমুনায়াম্—যমুনার কূলে; মহারাজ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; স্মরন্ত্যঃ—স্মরণ করে; দ্বিজ-ভাষিতম্—ব্রাহ্মণের বাণী।

অনুবাদ

মহারাণী কৃতদ্যুতির সপত্নীরা যারা শিশুটিকে বিষ প্রদান করেছিল, তারা অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছিল, এবং সেই পাপের ফলে হতপ্রভ হয়েছিল। হে রাজন্, অঙ্গিরার উপদেশ স্মরণ করে তারা পুত্র কামনা পরিত্যাগ করেছিল। ব্রাহ্মণদের নির্দেশ অনুসারে তারা যমুনার জলে স্নান করে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে বালহত্যাহতপ্রভাঃ শব্দটি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। বালহত্যার প্রথা যদিও মানব-সমাজে অনাদিকাল ধরে চলে আসছে, তবে পুরাকালে তা অত্যন্ত বিরল ছিল। কিন্তু বর্তমান কলিযুগে ভ্রূণহত্যা—মাতৃজঠরে শিশুকে হত্যা ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এমন কি কখনও কখনও শিশুকে জন্মের পরেও হত্যা করা হচ্ছে। কোন স্ত্রী যদি এই প্রকার জঘন্য কার্য করে, তা হলে সে তার দেহের কান্তি হারিয়ে ফেলে (বালহত্যাহতপ্রভাঃ)। এখানে এই বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, শিশুকে বিষ প্রদান করেছিল যে সমস্ত রমণীরা তারা অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছিল, এবং ব্রাহ্মণদের নির্দেশ অনুসারে তারা শিশুহত্যা-জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছিল। কোন নারী যদি কখনও এই প্রকার নিন্দনীয় পাপকর্ম করে, তার অবশ্য কর্তব্য সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা, কিন্তু আজকাল কেউই তা করছে না। তাই সেই রমণীদের এই জীবনে এবং পরবর্তী জীবনে তার ফল ভোগ করতে হবে। যাঁরা নিষ্ঠাপরায়ণ, তাঁরা এই ঘটনা শ্রবণ করার পর শিশুহত্যারূপ পাপ থেকে বিরত হবেন, এবং অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করে তাঁদের সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবেন। কেউ যদি নিরপরাধে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন, তা হলে নিঃসন্দেহে তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যায়। কিন্তু তারপর আর পাপ করা উচিত নয়, কারণ সেটি একটি অপরাধ।

শ্লোক ১৫

স ইত্থং প্রতিবুদ্ধাত্মা চিত্রকেতুর্দ্বিজোক্তিভিঃ ।
গৃহান্ধকূপান্নিষ্ক্রান্তঃ সরঃপঙ্কাদিব দ্বিপঃ ॥ ১৫ ॥

সঃ—তিনি; **ইত্থম্**—এইভাবে; **প্রতিবুদ্ধ-আত্মা**—পূর্ণরূপে আত্মজ্ঞান লাভ করে; **চিত্রকেতুঃ**—রাজা চিত্রকেতু; **দ্বিজ-উক্তিভিঃ**—(অঙ্গিরা এবং নারদ মুনি) এই দুইজন ব্রাহ্মণের উপদেশ দ্বারা; **গৃহ-অন্ধ-কূপাৎ**—গৃহরূপ অন্ধকূপ থেকে; **নিষ্ক্রান্তঃ**—নির্গত হয়েছিলেন; **সরঃ**—সরোবরের; **পঙ্কাৎ**—পঙ্ক থেকে; **ইব**—সদৃশ; **দ্বিপঃ**—হস্তী।

অনুবাদ

ব্রহ্মজ্ঞানী অঙ্গিরা এবং নারদ মুনির উপদেশে রাজা চিত্রকেতু পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করেছিলেন। হস্তী যেমন সরোবরের পঙ্ক থেকে নির্গত হয়, রাজা চিত্রকেতুও তেমন গৃহরূপ অন্ধকূপ থেকে নির্গত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৬

কালিন্দ্যাং বিধিবৎ স্নাত্বা কৃতপুণ্যজলক্রিয়ঃ ।
মৌনেন সংযতপ্রাণো ব্রহ্মপুত্রাববন্দত ॥ ১৬ ॥

কালিন্দ্যাম্—যমুনা নদীতে; **বিধিবৎ**—বিধিপূর্বক; **স্নাত্বা**—স্নান করে; **কৃত**—অনুষ্ঠান করে; **পুণ্য**—পুণ্য; **জল-ক্রিয়ঃ**—তর্পণ; **মৌনেন**—মৌন; **সংযত-প্রাণঃ**—মন এবং ইন্দ্রিয় সংযত করে; **ব্রহ্ম-পুত্রৌ**—ব্রহ্মার দুই পুত্রকে (অঙ্গিরা এবং নারদকে); **অবন্দত**—বন্দনা করেছিলেন এবং প্রণাম করেছিলেন।

অনুবাদ

তারপর রাজা যমুনার জলে বিধিপূর্বক স্নান করে দেবতা এবং পিতৃদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করেছিলেন। তারপর অত্যন্ত গম্ভীরভাবে তাঁর মন এবং ইন্দ্রিয় সংযত করে ব্রহ্মার দুই পুত্র অঙ্গিরা এবং নারদের বন্দনা করেছিলেন এবং প্রণাম করেছিলেন।

শ্লোক ১৭

অথ তস্মৈ প্রপন্নায় ভক্তায় প্রযতাত্মনে ।
ভগবান্ নারদঃ প্রীতো বিদ্যামেতামুবাচ হ ॥ ১৭ ॥

অথ—তারপর; **তস্মৈ**—তাঁকে; **প্রপন্নায়**—শরণাগত; **ভক্তায়**—ভক্ত; **প্রযত-আত্মনে**—জিতেন্দ্রিয়; **ভগবান্**—পরম শক্তিশালী; **নারদঃ**—নারদ; **প্রীতঃ**—অত্যন্ত

প্রসন্ন হয়ে; বিদ্যাম্—দিব্য জ্ঞান; এতাম্—এই; উবাচ—উপদেশ দিয়েছিলেন; হ—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

তারপর, ভগবান নারদ শরণাগত জিতেন্দ্রিয় ভক্ত চিত্রকেতুর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, তাঁকে এই দিব্য জ্ঞান উপদেশ করেছিলেন।

শ্লোক ১৮-১৯

ওঁ নমস্তুভ্যং ভগবতে বাসুদেবায় ধীমহি ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ ॥ ১৮ ॥
নমো বিজ্ঞানমাত্রায় পরমানন্দমূর্তয়ে ।
আত্মারামায় শান্তায় নিবৃত্তদ্বৈতদৃষ্টয়ে ॥ ১৯ ॥

ওঁ—হে ভগবান; **নমঃ**—নমস্কার; **তুভ্যম্**—আপনাকে; **ভগবতে**—ভগবান; **বাসুদেবায়**—বসুদেব তনয় শ্রীকৃষ্ণ; **ধীমহি**—আমি ধ্যান করি; **প্রদ্যুম্নায়**—প্রদ্যুম্নকে; **অনিরুদ্ধায়**—অনিরুদ্ধকে; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণাম; **সঙ্কর্ষণায়**—ভগবান সঙ্কর্ষণকে; **চ**—ও; **নমঃ**—সর্বতোভাবে প্রণাম; **বিজ্ঞান-মাত্রায়**—জ্ঞানময় মূর্তিকে; **পরম-আনন্দ-মূর্তয়ে**—আনন্দময় মূর্তিকে; **আত্মারামায়**—আত্মারামকে; **শান্তায়**—শান্ত; **নিবৃত্ত-দ্বৈত-দৃষ্টয়ে**—যাঁর দৃষ্টি দ্বৈতভাব রহিত অথবা যিনি এক এবং অদ্বিতীয়।

অনুবাদ

(নারদ মুনি চিত্রকেতুকে এই মন্ত্রটি প্রদান করেছিলেন।) হে প্রণবাত্মক ভগবান, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে বাসুদেব, আমি আপনার ধ্যান করি, হে প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এবং সঙ্কর্ষণ, আমি আপনাদের আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে চিৎ-শক্তির উৎস, হে পরম আনন্দময়, হে আত্মারাম, হে শান্ত, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে পরম সত্য, হে এক এবং অদ্বিতীয়, আপনি ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানরূপে উপলব্ধ হন, এবং তাই আপনি সমস্ত জ্ঞানের উৎস। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, তিনি হচ্ছেন *প্রণবঃ সর্ববেদেষু*, তিনি বৈদিক মন্ত্রের মধ্যে ওঁকার। দিব্য জ্ঞানে ভগবানকে প্রণব বা ওঁকার বলে সম্বোধন করা হয়, যা নাদরূপে ভগবানের প্রতীক। *ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।* নারায়ণের প্রকাশ বাসুদেব নিজেকে প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এবং সঙ্কর্ষণরূপে বিস্তার করেন। সঙ্কর্ষণ থেকে দ্বিতীয় নারায়ণের প্রকাশ হয়, এবং সেই নারায়ণ থেকে বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, সঙ্কর্ষণ এবং অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহের বিস্তার হয়। এই চতুর্ব্যূহের সঙ্কর্ষণ কারণোদকশায়ী বিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু এবং ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু—এই তিন পুরুষ অবতারের মূল কারণ। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু শ্বেতদ্বীপ নামক একটি বিশেষ লোকে অবস্থান করেন। সেই কথা *ব্রহ্মসংহিতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে—*অণ্ডান্তরস্থ*। অণ্ড মানে ব্রহ্মাণ্ড। এই ব্রহ্মাণ্ডে শ্বেতদ্বীপ নামক একটি লোক রয়েছে, যেখানে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু অবস্থান করেন। তাঁর থেকে এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত অবতারেরা আসেন।

ব্রহ্মসংহিতায় প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ভগবানের এই সমস্ত রূপ অদ্বৈত অর্থাৎ অভিন্ন, এবং অচ্যুত; তাঁরা বদ্ধ জীবের মতো পতনশীল নয়। সাধারণ জীবেরা মায়ার বন্ধনে পতিত হতে পারে, কিন্তু ভগবান তাঁর বিভিন্ন অবতারে এবং রূপে অচ্যুত। তাই তাঁর দেহ বদ্ধ জীবের জড় দেহ থেকে ভিন্ন।

মেদিনী অভিধানে *মাত্রা* শব্দটি বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে—*মাত্রা কর্ণবিভূষায়াং বিত্তে মানে পরিচ্ছদে*। মাত্রা শব্দের অর্থ কর্ণভূষণ, বিত্ত, মান এবং পরিচ্ছদ। *ভগবদ্‌গীতায়* (২/১৪) বলা হয়েছে—

> *মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।*
> *আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত॥*

"হে কৌন্তেয়, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগের ফলে অনিত্য সুখ এবং দুঃখের অনুভব হয়, সেগুলি ঠিক যেন শীত এবং গ্রীষ্ম ঋতুর গমনাগমনের মতো। হে ভরতকুল-প্রদীপ, সেই ইন্দ্রিয়জাত অনুভূতির দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সেগুলি সহ্য করার চেষ্টা কর।" বদ্ধ জীবনে দেহটি একটি পোশাকের মতো, এবং শীত ও গ্রীষ্মে যেমন বিভিন্ন ধরনের পোশাকের প্রয়োজন হয়, তেমনই বদ্ধ জীবের বাসনা অনুসারে দেহের পরিবর্তন হয়। কিন্তু, যেহেতু ভগবানের দেহ পূর্ণ জ্ঞানময়, তাই তাঁর দেহের আর কোন আবরণের প্রয়োজন হয় না। আমাদের মতো কৃষ্ণেরও দেহ এবং আত্মা ভিন্ন বলে যে ধারণা, সেটি ভুল। শ্রীকৃষ্ণে এই ধরনের কোন

দ্বৈতভাব নেই, কারণ তাঁর দেহ জ্ঞানময়। আমরা অজ্ঞানের ফলে এখানে জড় দেহ ধারণ করি, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বা বাসুদেব যেহেতু পূর্ণ জ্ঞানময়, তাই তাঁর দেহ এবং আত্মার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। শ্রীকৃষ্ণ চার কোটি বছর আগে সূর্যদেবকে কি বলেছিলেন তা তিনি স্মরণ করতে পারেন, কিন্তু একজন সাধারণ জীব গতকাল কি বলেছিল তাও মনে রাখতে পারে না। এটিই শ্রীকৃষ্ণের দেহ এবং আমাদের দেহের মধ্যে পার্থক্য। তাই ভগবানকে *বিজ্ঞান মাত্রায় পরমানন্দ মূর্তয়ে* বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

ভগবানের দেহ যেহেতু পূর্ণ জ্ঞানময়, তাই তিনি সর্বদা দিব্য আনন্দ আস্বাদন করেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর স্বরূপই পরমানন্দ। সেই কথা *বেদান্ত-সূত্রে* প্রতিপন্ন হয়েছে—*আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ*। ভগবান স্বভাবতই আনন্দময়। আমরা যখন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করি, তখন দেখতে পাই তিনি সর্ব অবস্থাতেই আনন্দময়। কেউ তাঁকে নিরানন্দ করতে পারে না। *আত্মারামায়*—তাঁকে বাহ্যিক আনন্দের অন্বেষণ করতে হয় না, কারণ তিনি আত্মারাম। *শান্তায়*—তাঁর কোন উৎকণ্ঠা নেই। যাকে অন্য কোথাও আনন্দের অন্বেষণ করতে হয়, সে সর্বদাই উৎকণ্ঠায় পূর্ণ। কর্মী, জ্ঞানী এবং যোগীরা সকলেই অশান্ত কারণ তারা কিছু না কিছু কামনা করে, কিন্তু ভক্ত কিছুই চান না; তাই তিনি আনন্দময় ভগবানের সেবা করেই সন্তুষ্ট থাকেন।

নিবৃত্ত-দ্বৈত-দৃষ্টয়ে—আমাদের বদ্ধ জীবনে আমাদের দেহে বিভিন্ন অঙ্গ রয়েছে, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের দেহের বিভিন্ন অঙ্গ থাকলেও তাঁর দেহের একটি অঙ্গ অন্য অঙ্গ থেকে ভিন্ন নয়। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চক্ষু দিয়ে দর্শন করতে পারেন এবং শ্রীকৃষ্ণ চক্ষু ছাড়াও দর্শন করতে পারেন। তাই *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে* বলা হয়েছে, *পশ্যত্যচক্ষুঃ*। তিনি তাঁর হাত এবং পা দিয়ে দেখতে পান। কোন বিশেষ কার্য সম্পাদন করার জন্য তাঁর দেহের কোন বিশেষ অঙ্গের প্রয়োজন হয় না। *অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি*—তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তাঁর দেহের যে কোন অঙ্গ দিয়ে যে কোন কার্য করতে পারেন, এবং তাই তাঁকে বলা হয় সর্বশক্তিমান।

শ্লোক ২০

আত্মানন্দানুভূত্যৈব ন্যস্তশক্ত্যূর্ময়ে নমঃ।
হৃষীকেশায় মহতে নমস্তেঽনন্তমূর্তয়ে ॥ ২০ ॥

আত্ম-আনন্দ—স্বরূপানন্দের; **অনুভূত্যা**—অনুভূতির দ্বারা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ন্যস্ত**—পরিত্যক্ত; **শক্তি-ঊর্ময়ে**—জড়া প্রকৃতির তরঙ্গ; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণাম; **হৃষীকেশায়**—ইন্দ্রিয়ের পরম নিয়ন্তাকে; **মহতে**—পরমেশ্বরকে; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণাম; **তে**—আপনাকে; **অনন্ত**—অন্তহীন; **মূর্তয়ে**—যাঁর প্রকাশ।

অনুবাদ

আপনি আপনার স্বরূপভূত আনন্দের অনুভূতির দ্বারা সর্বদা মায়ার তরঙ্গের অতীত। তাই, হে প্রভু, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আপনি সমগ্র ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা হৃষীকেশ, আপনি অনন্ত মূর্তি ও মহান, এবং তাই আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে জীবাত্মা এবং পরমাত্মার পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবানের রূপ এবং বদ্ধ জীবের রূপ ভিন্ন, কারণ ভগবান সর্বদা আনন্দময়, কিন্তু বদ্ধ জীব সর্বদাই জড় জগতের ত্রিতাপ দুঃখের অধীন। ভগবান সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। তিনি তাঁর স্বীয় স্বরূপে আনন্দময়। ভগবানের দেহ চিন্ময়, কিন্তু বদ্ধ জীবের দেহ যেহেতু জড়, তাই তা দৈহিক এবং মানসিক ক্লেশে পূর্ণ। বদ্ধ জীব সর্বদা আসক্তি এবং বিরক্তির দ্বারা উদ্বিগ্ন, কিন্তু ভগবান সর্বদা এই প্রকার দ্বৈত ভাব থেকে মুক্ত। ভগবান সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর, কিন্তু বদ্ধ জীব তার ইন্দ্রিয়ের বশীভূত। ভগবান মহত্তম, কিন্তু জীব ক্ষুদ্রতম। জীব জড়া প্রকৃতির তরঙ্গের দ্বারা প্রভাবিত, কিন্তু ভগবান সমস্ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অতীত। ভগবানের বিস্তার অসংখ্য (অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপম্), কিন্তু বদ্ধ জীব কেবল একটি রূপেই সীমিত। ঐতিহাসিক তথ্য থেকে জানতে পারি যে, যোগ শক্তির প্রভাবে বদ্ধ জীব কখনও কখনও আটটি রূপে নিজেকে বিস্তার করতে পারে, কিন্তু ভগবানের বিস্তার অনন্ত। অর্থাৎ, ভগবানের দেহের কোন আদি নেই এবং অন্ত নেই।

শ্লোক ২১

বচস্যুপরতেঽপ্রাপ্য য একো মনসা সহ।
অনামরূপশ্চিন্মাত্রঃ সোঽব্যান্নঃ সদসৎপরঃ ॥ ২১ ॥

বচসি—বাণী যখন; **উপরতে**—বিরত হয়; **অপ্রাপ্য**—লক্ষ্যপ্রাপ্ত না হয়ে; **যঃ**—যিনি; **একঃ**—এক; **মনসা**—মন; **সহ**—সঙ্গে; **অনাম**—জড় নামরহিত; **রূপঃ**—অথবা জড়

রূপ; চিৎ-মাত্রঃ—সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়; সঃ—তিনি; অব্যাৎ—কৃপাপূর্বক রক্ষা করুন; নঃ—আমাদের; সৎ-অসৎ-পরঃ—যিনি সর্বকারণের পরম কারণ।

অনুবাদ

বদ্ধ জীবের বাণী এবং মন ভগবানকে প্রাপ্ত হতে পারে না, কারণ জড় নাম এবং রূপ সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় ভগবানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তিনি সমস্ত স্থূল এবং সূক্ষ্ম ধারণার অতীত। নির্বিশেষ ব্রহ্ম তাঁর আর একটি রূপ। তিনি আমাদের রক্ষা করুন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা নির্বিশেষ ব্রহ্মের বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ২২

যস্মিন্নিদং যতশ্চেদং তিষ্ঠত্যপ্যেতি জায়তে।
মৃন্ময়েষ্বিব মৃজ্জাতিস্তস্মৈ তে ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ২২ ॥

যস্মিন্—যাতে; ইদম্—এই (জগৎ); যতঃ—যাঁর থেকে; চ—ও; ইদম্—এই (জগৎ); তিষ্ঠতি—স্থিত; অপ্যেতি—বিলীন হয়ে যায়; জায়তে—উৎপন্ন হয়; মৃৎ-ময়েষু—মৃত্তিকা থেকে তৈরি; ইব—সদৃশ; মৃৎ-জাতিঃ—মৃত্তিকা থেকে জন্ম; তস্মৈ—তাঁকে; তে—আপনি; ব্রহ্মণে—পরম কারণ; নমঃ—সশ্রদ্ধ প্রণাম।

অনুবাদ

মৃন্ময় পাত্র যেমন মৃত্তিকা থেকে উৎপন্ন হয়ে মৃত্তিকাতেই অবস্থান করে এবং ভেঙে গেলে পুনরায় মৃত্তিকাতেই লীন হয়, তেমনই এই জগৎ পরমব্রহ্মের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে, পরমব্রহ্মে অবস্থান করছে এবং সেই পরমব্রহ্মেই বিলীন হয়ে যাবে। অতএব, ভগবান যেহেতু সেই ব্রহ্মেরও কারণ, আমরা তাঁকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান জগতের কারণ, এই জগৎ সৃষ্টি করার পর তিনি তা পালন করেন এবং বিনাশের পর ভগবানই হচ্ছেন সব কিছুর আশ্রয়।

শ্লোক ২৩

যম্ স্পৃশন্তি ন বিদুর্মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াসবঃ ।
অন্তর্বহিশ্চ বিততং ব্যোমবত্তন্নতোঽস্ম্যহম্ ॥ ২৩ ॥

যৎ—যাঁকে; ন—না; স্পৃশন্তি—স্পর্শ করতে পারে; ন—না; বিদুঃ—জানতে পারে; মনঃ—মন; বুদ্ধি—বুদ্ধি; ইন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়; অসবঃ—প্রাণ; অন্তঃ—অন্তরে; বহিঃ—বাইরে; চ—ও; বিততম্—ব্যাপ্ত; ব্যোমবৎ—আকাশের মতো; তৎ—তাঁকে; নতঃ—প্রণত; অস্মি—হই; অহম্—আমি।

অনুবাদ

ব্রহ্ম ভগবান থেকে উদ্ভূত এবং আকাশের মতো ব্যাপ্ত। যদিও জড় পদার্থের সঙ্গে তার কোন সংস্পর্শ নেই, তবু তা সব কিছুর অন্তরে এবং বাইরে বিরাজ করে। মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় এবং প্রাণ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না বা জানতে পারে না। তাঁকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ২৪

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়োঽমী
যদংশবিদ্ধাঃ প্রচরন্তি কর্মসু ।
নৈবান্যদা লৌহমিবাপ্রতপ্তং
স্থানেষু তদ্ দ্রষ্ট্রপদেশমেতি ॥ ২৪ ॥

দেহ—শরীর; ইন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়; প্রাণ—প্রাণ; মনঃ—মন; ধিয়ঃ—এবং বুদ্ধি; অমী—সেই সব; যৎ-অংশ-বিদ্ধাঃ—ব্রহ্মজ্যোতি বা ভগবানের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে; প্রচরন্তি—বিচরণ করে; কর্মসু—বিভিন্ন কর্মে; ন—না; এব—বস্তুতপক্ষে; অন্যদা—অন্য সময়ে; লৌহম্—লৌহ; ইব—সদৃশ; অপ্রতপ্তম্—অগ্নির দ্বারা তপ্ত হয় না; স্থানেষু—সেই সমস্ত পরিস্থিতিতে; তৎ—তা; দ্রষ্টৃ-অপদেশম্—বিষয়বস্তুর নাম; এতি—প্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ

লৌহ যেমন অগ্নির সংস্পর্শে তপ্ত হয়ে অন্য বস্তুকে দহন করার সামর্থ্য লাভ করে, তেমনই দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন এবং বুদ্ধি, জড় হলেও ভগবানের চৈতন্য

অংশের দ্বারা আবিষ্ট হয়ে নিজ নিজ কর্মে প্রবৃত্ত হয়। অগ্নির দ্বারা তপ্ত না হলে লৌহ যেমন দহন করতে পারে না, দেহের ইন্দ্রিয়গুলিও তেমন পরমব্রহ্মের দ্বারা অনুগৃহীত না হলে কর্ম করতে পারে না।

তাৎপর্য

উত্তপ্ত লৌহ অন্য বস্তুকে দহন করতে পারে, কিন্তু অগ্নিকে দহন করতে পারে না। তেমনই ব্রহ্মের কণা সম্পূর্ণরূপে পরমব্রহ্মের শক্তির উপর নির্ভরশীল। তাই ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন, মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ—"বদ্ধ জীব আমার থেকে স্মৃতি, জ্ঞান এবং বিস্মৃতি প্রাপ্ত হয়।" কার্য করার ক্ষমতা আসে ভগবান থেকে, এবং ভগবান যখন সেই শক্তি সম্বরণ করে নেন, তখন বদ্ধ জীবের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কার্য করার আর কোন ক্ষমতা থাকে না। দেহে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় এবং মন রয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলি কেবল জড় পদার্থ। যেমন মস্তিষ্ক জড় পদার্থ ছাড়া আর কিছুই নয়, কিন্তু তা যখন ভগবানের শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয় তখন মস্তিষ্ক ক্রিয়া করে, ঠিক যেমন লৌহ আগুনের প্রভাবে উত্তপ্ত হয়ে দহন করতে সমর্থ হয়। জাগ্রত অবস্থায় এবং স্বপ্নাবস্থায়ও মস্তিষ্ক কার্য করে, কিন্তু আমরা যখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকি, অথবা অচেতন হয়ে পড়ি, তখন মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। মস্তিষ্ক যেহেতু জড় পদার্থের পিণ্ড, তাই কর্ম করার স্বতন্ত্র শক্তি তার নেই। ব্রহ্ম বা পরমব্রহ্ম ভগবানের কৃপায় তাঁর শক্তিতে প্রভাবিত হওয়ার ফলেই কেবল তা সক্রিয় হতে পারে। সর্বব্যাপ্ত পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করার এটিই হচ্ছে পন্থা। সূর্যমণ্ডলস্থ সূর্যদেবের কিরণ যেমন সর্বত্র বিকীর্ণ হচ্ছে, তেমনই ভগবানের চিন্ময় শক্তি সারা জগৎ জুড়ে চেতনা বিস্তার করছে। ভগবানকে বলা হয় হৃষীকেশ; তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের একমাত্র সঞ্চালক। তাঁর শক্তির দ্বারা আবিষ্ট না হলে, ইন্দ্রিয়গুলি সক্রিয় হতে পারে না। অর্থাৎ, তিনিই একমাত্র স্রষ্টা, তিনিই একমাত্র কর্তা, তিনিই একমাত্র শ্রোতা, এবং তিনিই একমাত্র সক্রিয় তত্ত্ব বা পরম নিয়ন্তা।

শ্লোক ২৫

ওঁ নমো ভগবতে মহাপুরুষায় মহানুভাবায় মহাবিভূতিপতয়ে সকলসাত্বতপরিবৃঢ়নিকরকরকমলকুড্মলোপলালিতচরণারবিন্দযুগল পরমপরমেষ্ঠিন্ নমস্তে ॥ ২৫ ॥

ওঁ—পরমেশ্বর ভগবান; নমঃ—সশ্রদ্ধ প্রণাম; ভগবতে—ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান আপনাকে; মহা-পুরুষায়—পরম পুরুষকে; মহা-অনুভাবায়—পরম আত্মাকে; মহা-বিভূতি-পতয়ে—সমস্ত যোগশক্তির ঈশ্বর; সকল-সাত্বত-পরিবৃঢ়—সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তদের; নিকর—সমূহ; কর-কমল—পদ্মসদৃশ হস্তের; কুড়্মলো—মুকুলের দ্বারা; উপলালিত—সেবিত; চরণ-অরবিন্দ-যুগল—যাঁর পাদপদ্ম-যুগল; পরম—সর্বোচ্চ; পরমেষ্ঠিন্—যিনি চিন্ময় লোকে অবস্থিত; নমঃ তে—আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি।

অনুবাদ

হে গুণাতীত ভগবান, আপনি চিৎ-জগতের সর্বোচ্চ লোকে বিরাজ করেন। আপনার পাদপদ্ম-যুগল সর্বদা সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তদের কমলকলি-সদৃশ হস্তের দ্বারা সেবিত। আপনি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান। পুরুষসূক্ত স্তবে আপনাকে পরমপুরুষ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আপনি পরম পূর্ণ এবং সমস্ত যোগ-বিভূতির অধিপতি। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

বলা হয় যে পরম সত্য এক, কিন্তু তিনি ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবানরূপে প্রকাশিত হন। পূর্ববর্তী শ্লোকগুলিতে পরম সত্যের ব্রহ্ম এবং পরমাত্মা রূপের বর্ণনা করা হয়েছে। এই শ্লোকে ভক্তিযোগে পরম পুরুষোত্তমকে প্রার্থনা নিবেদন করা হয়েছে। এই শ্লোকে *সকল-সাত্বত-পরিবৃঢ়* শব্দগুলির উল্লেখ করা হয়েছে। *সাত্বত* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'ভক্ত' এবং *সকল* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'সকলে মিলিতভাবে'। ভক্তদের চরণ কমলসদৃশ এবং তাঁরা তাঁদের করকমলের দ্বারা ভগবানের পদকমলের সেবা করেন। ভক্তেরা কখনও কখনও ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবা করার যোগ্য না হতে পারেন, তবু ভগবান তাঁকে তাঁর সেবা করার সুযোগ দেন, এবং ভগবানকে *পরম-পরমেষ্ঠিন্* বলে সম্বোধন করা হয়েছে। তিনি পরম পুরুষ, তবু তিনি তাঁর ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। কেউই ভগবানের সেবা করার যোগ্য নন, কিন্তু ভক্ত যদি যোগ্য নাও হন, তবু ভগবান তাঁর সেবার বিনীত প্রয়াস অঙ্গীকার করেন।

শ্লোক ২৬

শ্রীশুক উবাচ

ভক্তায়ৈতাং প্রপন্নায় বিদ্যামাদিশ্য নারদঃ ।
যযাবঙ্গিরসা সাকং ধাম স্বায়ম্ভুবং প্রভো ॥ ২৬ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ভক্তায়**—ভক্তকে; **এতাম্**—এই; **প্রপন্নায়**—পূর্ণরূপে শরণাগত; **বিদ্যাম্**—দিব্য জ্ঞান; **আদিশ্য**—উপদেশ করে; **নারদঃ**—দেবর্ষি নারদ; **যযৌ**—প্রস্থান করেছিলেন; **অঙ্গিরসা**—মহর্ষি অঙ্গিরা; **সাকম্**—সহ; **ধাম**—সর্বোচ্চ লোকে; **স্বায়ম্ভুবম্**—ব্রহ্মার; **প্রভো**—হে রাজন্।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—চিত্রকেতু সর্বতোভাবে তাঁর শরণাগত হয়েছিলেন বলে, নারদ মুনি তাঁকে শিষ্যত্বে বরণ করে, তাঁর গুরুরূপে এই বিদ্যা উপদেশ দিয়ে মহর্ষি অঙ্গিরার সঙ্গে ব্রহ্মার লোকে গমন করেছিলেন।

তাৎপর্য

অঙ্গিরা যখন প্রথমে রাজা চিত্রকেতুর কাছে এসেছিলেন, তখন তিনি তাঁর সঙ্গে নারদ মুনিকে নিয়ে আসেননি, কিন্তু চিত্রকেতুর পুত্রের মৃত্যুর পর, অঙ্গিরা নারদ মুনিকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন রাজা চিত্রকেতুকে ভক্তিযোগের উপদেশ দেওয়ার জন্য। তার কারণ প্রথমে চিত্রকেতুর চিত্তে বিষয়ের প্রতি অনাসক্তি ছিল না, কিন্তু পরে তাঁর পুত্রের মৃত্যুতে তিনি যখন শোকাচ্ছন্ন হয়েছিলেন, তখন জড় জগতের অনিত্যতা সম্বন্ধে উপদেশ শ্রবণ করে তাঁর হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয় হয়েছিল। এই স্তরেই কেবল ভক্তিযোগের উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। মানুষ যতক্ষণ জড় সুখের প্রতি আসক্ত থাকে, ততক্ষণ সে ভক্তিযোগের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (২/৪৪) প্রতিপন্ন হয়েছে—

> *ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্ ।*
> *ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥*

"যারা ভোগ ও ঐশ্বর্যসুখে একান্ত আসক্ত, সেই সমস্ত বিবেকবর্জিত মূঢ় ব্যক্তিদের বুদ্ধি সমাধি অর্থাৎ ভগবানে একনিষ্ঠতা লাভ করে না।" মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত জড় সুখের প্রতি আসক্ত থাকে, ততক্ষণ সে ভক্তিযোগের বিষয়বস্তুতে তার মনকে একাগ্র করতে পারে না।

বর্তমানে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে প্রসার লাভ করছে, কারণ পাশ্চাত্যের যুবক-সম্প্রদায় বৈরাগ্যের স্তর প্রাপ্ত হয়েছে। তারা প্রকৃতপক্ষে জড় সুখভোগের প্রতি বিরক্ত হয়েছে এবং তার ফলে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে ছেলে-মেয়েরা হিপি হয়ে যাচ্ছে। এখন তারা যদি

ভক্তিযোগের অর্থাৎ কৃষ্ণভাবনামৃতের উপদেশ লাভ করে, তা হলে সেই উপদেশ অবশ্যই কার্যকরী হবে।

চিত্রকেতু বৈরাগ্য-বিদ্যার দর্শন হৃদয়ঙ্গম করা মাত্রই ভক্তিযোগের পন্থা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্য বলেছেন, *বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজ-ভক্তিযোগ*। বৈরাগ্য বিদ্যা এবং ভক্তিযোগ সমান্তরাল। একটিকে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য অন্যটি অপরিহার্য। আরও বলা হয়েছে, *ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চ* (শ্রীমদ্ভাগবত ১১/২/৪২)। ভগবদ্ভক্তি বা কৃষ্ণভাবনামৃতের উন্নতির লক্ষণ হচ্ছে জড় সুখভোগের প্রতি বিরক্তি। নারদ মুনি হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির জনক, এবং তাই চিত্রকেতুর উপর অহৈতুকী কৃপা বর্ষণ করার জন্য অঙ্গিরা নারদ মুনিকে নিয়ে এসেছিলেন রাজাকে উপদেশ দেওয়ার জন্য। তাঁর সেই উপদেশ অত্যন্ত কার্যকরী হয়েছিল। যে ব্যক্তি নারদ মুনির পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তিনি অবশ্যই শুদ্ধ ভক্ত।

শ্লোক ২৭

চিত্রকেতুস্তু তাং বিদ্যাং যথা নারদভাষিতাম্ ।
ধারয়ামাস সপ্তাহমব্ভক্ষঃ সুসমাহিতঃ ॥ ২৭ ॥

চিত্রকেতুঃ—রাজা চিত্রকেতু; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **তাম্**—তা; **বিদ্যাম্**—দিব্য জ্ঞান; **যথা**—যেমন; **নারদ-ভাষিতাম্**—দেবর্ষি নারদ কর্তৃক উপদিষ্ট; **ধারয়ামাস**—জপ করেছিলেন; **সপ্ত-অহম্**—এক সপ্তাহ ধরে; **অপ-ভক্ষঃ**—কেবল জল পান করে; **সু-সমাহিতঃ**—অত্যন্ত সাবধানতা সহকারে।

অনুবাদ

চিত্রকেতু কেবল জলপান করে, অতি সাবধানতা সহকারে নারদ মুনির দেওয়া সেই মন্ত্র এক সপ্তাহ ধরে জপ করেছিলেন।

শ্লোক ২৮

ততঃ স সপ্তরাত্রান্তে বিদ্যয়া ধার্যমাণয়া ।
বিদ্যাধরাধিপত্যং চ লেভেঽপ্রতিহতং নৃপ ॥ ২৮ ॥

ততঃ—তার ফলে; **সঃ**—তিনি; **সপ্ত-রাত্র-অন্তে**—সাত রাত্রির পর; **বিদ্যয়া**—সেই জপের দ্বারা; **ধার্যমাণয়া**—সাবধানতার সঙ্গে অনুশীলন করার ফলে; **বিদ্যাধর-**

অধিপত্যম্—(গৌণ ফলরূপে) বিদ্যাধরদের আধিপত্য; **চ**—ও; **লেভে**—লাভ করেছিলেন; **অপ্রতিহতম্**—শ্রীগুরুদেবের উপদেশ থেকে বিচলিত না হয়ে; **নৃপ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, চিত্রকেতু তাঁর গুরুদেবের কাছ থেকে প্রাপ্ত সেই মন্ত্র কেবলমাত্র সাত দিন জপ করার ফলে, সেই মন্ত্রজপের গৌণ ফলস্বরূপ বিদ্যাধর-লোকের আধিপত্য লাভ করেছিলেন।

তাৎপর্য

দীক্ষা লাভের পর ভক্ত যদি নিষ্ঠা সহকারে শ্রীগুরুদেবের উপদেশ পালন করেন, তা হলে তিনি স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যাধর-লোকের আধিপত্যরূপ জড়-জাগতিক ঐশ্বর্য গৌণ ফলস্বরূপ লাভ করেন। ভক্তকে সাফল্য লাভের জন্য যোগ, কর্ম অথবা জ্ঞানের সাধনা করতে হয় না। ভক্তকে সমস্ত জড় ঐশ্বর্য প্রদানের জন্য ভগবদ্ভক্তিই যথেষ্ট। শুদ্ধ ভক্ত কিন্তু কখনও জড় ঐশ্বর্যের প্রতি আসক্ত হন না, যদিও কোন রকম ব্যক্তিগত প্রয়াস ব্যতীত অনায়াসেই তিনি তা লাভ করেন। চিত্রকেতু নিষ্ঠা সহকারে নারদ মুনির উপদেশ অনুসারে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করেছিলেন বলে, তার গৌণ ফলস্বরূপ তা লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ২৯

ততঃ কতিপয়াহোভির্বিদ্যয়েদ্ধমনোগতিঃ ।
জগাম দেবদেবস্য শেষস্য চরণান্তিকম্ ॥ ২৯ ॥

ততঃ—তারপর; **কতিপয়-অহোভিঃ**—কয়েক দিনের মধ্যে; **বিদ্যয়া**—দিব্য মন্ত্রের দ্বারা; **ইদ্ধ-মনঃ-গতিঃ**—তাঁর মনের গতি জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হওয়ায়; **জগাম**—গিয়েছিলেন; **দেব-দেবস্য**—সমস্ত দেবতাদের দেবতা; **শেষস্য**—ভগবান শেষের; **চরণ-অন্তিকম্**—শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ে।

অনুবাদ

তারপর, কয়েক দিনের মধ্যে সেই মন্ত্র সাধনের ফলে, চিত্রকেতুর মন দিব্য জ্ঞানের প্রভাবে প্রদীপ্ত হয়েছিল, এবং তিনি দেবদেব অনন্তদেবের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভক্তের চরম গতি হচ্ছে চিদাকাশে কোন লোকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করা। নিষ্ঠা সহকারে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের ফলে, যদি প্রয়োজন হয়, ভক্ত সমস্ত জড় ঐশ্বর্য লাভ করতে পারেন; অন্যথায় ভক্ত জড় ঐশ্বর্যের প্রতি আগ্রহী নন এবং ভগবানও তাঁকে তা প্রদান করেন না। ভক্ত যখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তখন তাঁর আপাত জড় ঐশ্বর্য প্রকৃতপক্ষে জড় নয়; সেগুলি চিন্ময় ঐশ্বর্য। যেমন, কোন ভক্ত যদি বহু অর্থ ব্যয় করে ভগবানের জন্য এক সুন্দর মন্দির তৈরি করেন, তা হলে সেটি জড় নয়, চিন্ময় (*নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে*)। ভক্তের মন কখনও মন্দিরের জড় দিকে যায় না। ভগবানের শ্রীবিগ্রহ পাথর দিয়ে তৈরি হলেও যেমন তা পাথর নয়, পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং, তেমনই মন্দির নির্মাণে যে ইঁট, কাঠ, পাথর ব্যবহার হয় তা চিন্ময়। আধ্যাত্মিক চেতনায় যতই উন্নতি সাধন হয়, ভক্তির তত্ত্ব ততই তাঁর কাছে স্পষ্ট হতে থাকে। ভগবদ্ভক্তিতে কোন কিছুই জড় নয়; সব কিছুই চিন্ময়। তাই ভক্ত আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য তথাকথিত জড় ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হন। এই ঐশ্বর্য ভক্তের ভগবদ্ধামে উন্নীত হওয়ার সহায়ক-স্বরূপ। তাই মহারাজ চিত্রকেতু বিদ্যাধরপতি-রূপে জড় ঐশ্বর্য লাভ করেছিলেন, এবং ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের দ্বারা কয়েক দিনের মধ্যে ভগবান অনন্তশেষের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করে ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়েছিলেন।

কর্মীর জড় ঐশ্বর্য এবং ভক্তের জড় ঐশ্বর্য একই স্তরের নয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য মন্তব্য করেছেন—

> *অন্যান্তর্যামিণং বিষ্ণুম্ উপাস্যান্যসমীপগাঃ ।*
> *ভবেদ্ যোগ্যতয়া তস্য পদং বা প্রাপ্নুয়ান্ নরঃ ॥*

ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনার দ্বারা যে কোন বাঞ্ছিত বস্তু লাভ করা যায়। কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত কখনও ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কাছে কোন জড়-জাগতিক বিষয় প্রার্থনা করেন না। পক্ষান্তরে তিনি নিষ্কামভাবে শ্রীবিষ্ণুর সেবা করেন এবং তাই চরমে তিনি ভগবদ্ধামে উন্নীত হন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল বীররাঘব আচার্য মন্তব্য করেছেন, *যথেষ্টগতিরিত্যর্থঃ*—শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করার দ্বারা ভক্ত যা বাসনা করেন, তাই পেতে পারেন। মহারাজ চিত্রকেতু কেবল ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন, এবং তাই তিনি সেই সাফল্য লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ৩০

মৃণালগৌরং শিতিবাসসং স্ফুরৎ-
কিরীটকেয়ূরকটিত্রকঙ্কণম্ ।
প্রসন্নবক্ত্রারুণলোচনং বৃতং
দদর্শ সিদ্ধেশ্বরমণ্ডলৈঃ প্রভুম্ ॥ ৩০ ॥

মৃণাল-গৌরম্—শ্বেতপদ্মের মতো শুভ্র; **শিতি-বাসসম্**—নীল রেশমের বস্ত্র পরিহিত; **স্ফুরৎ**—উজ্জ্বল; **কিরীট**—মুকুট; **কেয়ূর**—বাহুভূষণ; **কটিত্র**—কটিসূত্র; **কঙ্কণম্**—হস্তভূষণ; **প্রসন্ন-বক্ত্র**—হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল; **অরুণ-লোচনম্**—আরক্তিম নয়ন; **বৃতম্**—পরিবৃত; **দদর্শ**—তিনি দেখেছিলেন; **সিদ্ধ-ঈশ্বর-মণ্ডলৈঃ**—পরম সিদ্ধ ভক্তদের দ্বারা; **প্রভুম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে।

অনুবাদ

ভগবান অনন্ত শেষের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ে উপনীত হয়ে চিত্রকেতু দেখেছিলেন যে, তাঁর অঙ্গকান্তি শ্বেতপদ্মের মতো শুভ্র, তিনি নীলাম্বর পরিহিত এবং অতি উজ্জ্বল মুকুট, কেয়ূর, কটিসূত্র এবং কঙ্কণে সুশোভিত। তাঁর মুখমণ্ডল প্রসন্ন হাসিতে উদ্ভাসিত এবং তাঁর নয়ন অরুণবর্ণ। তিনি সনৎকুমার আদি মুক্ত পুরুষ দ্বারা পরিবৃত।

শ্লোক ৩১

তদ্দর্শনধ্বস্তসমস্তকিল্বিষঃ
স্বস্থামলান্তঃকরণোঽভ্যয়ান্মুনিঃ ।
প্রবৃদ্ধভক্ত্যা প্রণয়াশ্রুলোচনঃ
প্রহৃষ্টরোমানমদাদিপুরুষম্ ॥ ৩১ ॥

তৎ-দর্শন—ভগবানের সেই দর্শনের দ্বারা; **ধ্বস্ত**—বিনষ্ট; **সমস্ত-কিল্বিষঃ**—সমস্ত পাপ; **স্বস্থ**—সুস্থ; **অমল**—এবং শুদ্ধ; **অন্তঃকরণঃ**—যাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল; **অভ্যয়াৎ**—তাঁর সম্মুখে এসে; **মুনিঃ**—রাজা, যিনি পূর্ণ মানসিক প্রসন্নতার ফলে মৌন হয়েছিলেন; **প্রবৃদ্ধ-ভক্ত্যা**—ভক্তি বৃদ্ধির প্রবণতার ফলে; **প্রণয়-অশ্রু-লোচনঃ**—প্রণয়জনিত অশ্রুপূর্ণ নেত্রে; **প্রহৃষ্ট-রোম**—হর্ষজনিত রোমাঞ্চ; **অনমৎ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন; **আদি-পুরুষম্**—আদি পুরুষকে।

অনুবাদ

ভগবানকে দর্শন করা মাত্রই মহারাজ চিত্রকেতুর সমস্ত পাপ বিধৌত হয়েছিল এবং তাঁর অন্তঃকরণ নির্মল হওয়ার ফলে তিনি তাঁর স্বরূপগত কৃষ্ণভক্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তখন তিনি মৌনভাবে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করতে করতে হর্ষে রোমাঞ্চিত হয়ে, ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে আদি পুরুষ সঙ্কর্ষণকে প্রণাম করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *তদ্-দর্শন-ধ্বস্ত-সমস্ত-কিল্বিষঃ* শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেউ যদি মন্দিরে নিয়মিতভাবে ভগবানকে দর্শন করেন, তা হলে তিনি কেবল শ্রীমন্দিরে গমন এবং ভগবানের শ্রীবিগ্রহ দর্শনের ফলে ধীরে ধীরে সমস্ত জড় বাসনার কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন। সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র হলে মন সুস্থ হয় ও নির্মল হয় এবং কৃষ্ণভক্তির পথে অগ্রসর হওয়া যায়।

শ্লোক ৩২

স উত্তমশ্লোকপদাব্জবিষ্টরং
প্রেমাশ্রুলেশৈরুপমেহয়ন্মুহুঃ ।
প্রেমোপরুদ্ধাখিলবর্ণনির্গমো
নৈবাশকৎ তং প্রসমীড়িতুং চিরম্ ॥ ৩২ ॥

সঃ—তিনি; **উত্তমশ্লোক**—ভগবানের; **পদাব্জ**—শ্রীপাদপদ্মের; **বিষ্টরম্**—আসন; **প্রেমাশ্রু**—শুদ্ধ প্রেমের অশ্রু; **লেশৈঃ**—বিন্দুর দ্বারা; **উপমেহয়ন্**—সিক্ত করে; **মুহুঃ**—বার বার; **প্রেম-উপরুদ্ধ**—প্রেম গদ্‌গদ কণ্ঠে; **অখিল**—সমস্ত; **বর্ণ**—অক্ষরের; **নির্গমঃ**—উচ্চারণ করতে; **ন**—না; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **অশকৎ**—সক্ষম হয়েছিলেন; **তম্**—তাঁকে; **প্রসমীড়িতুম্**—প্রার্থনা নিবেদন করতে; **চিরম্**—অনেকক্ষণ ধরে।

অনুবাদ

চিত্রকেতু তাঁর প্রেমাশ্রু ধারায় ভগবানের পাদপদ্ম-তলের আসন বার বার অভিষিক্ত করতে লাগলেন। প্রেমে গদ্‌গদ-কণ্ঠে ভগবানের উপযুক্ত প্রার্থনার বর্ণ উচ্চারণ করতে অসমর্থ হওয়ায়, অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁর স্তব করতে পারলেন না।

তাৎপর্য

সমস্ত অক্ষর এবং সেই অক্ষর দ্বারা নির্মিত শব্দগুলি ভগবানের স্তব করার নিমিত্ত। মহারাজ চিত্রকেতু অক্ষর দিয়ে সুন্দর শ্লোক তৈরি করে ভগবানের স্তব করার সুযোগ পেয়েছিলেন, কিন্তু ভগবৎ প্রেমানন্দে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হওয়ার ফলে, অনেকক্ষণ পর্যন্ত তিনি সেই সমস্ত অক্ষরগুলির সমন্বয়ে ভগবানকে প্রার্থনা নিবেদন করতে পারেননি। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/৫/২২) বলা হয়েছে—

> *ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা*
> *স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধিদত্তয়োঃ ।*
> *অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো*
> *যদুত্তমশ্লোকগুণানুবর্ণনম্ ॥*

যদি কারও বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অথবা অন্য কোন যোগ্যতা থাকে এবং তিনি যদি জ্ঞানের পূর্ণতা লাভ করতে চান, তা হলে অতি সুন্দর কবিতা রচনা করে তাঁর ভগবানের প্রার্থনা করা উচিত অথবা তাঁর প্রতিভা ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করা উচিত। চিত্রকেতু তা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ভগবৎ প্রেমানন্দের ফলে তা করতে অসমর্থ হয়েছিলেন। তাই ভগবানকে প্রার্থনা নিবেদন করতে তাঁকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

শ্লোক ৩৩

> **ততঃ সমাধায় মনো মনীষয়া**
> **বভাষ এতৎ প্রতিলব্ধবাগসৌ ।**
> **নিয়ম্য সর্বেন্দ্রিয়বাহ্যবর্তনং**
> **জগদ্গুরুং সাত্বতশাস্ত্রবিগ্রহম্ ॥ ৩৩ ॥**

ততঃ—তারপর; **সমাধায়**—সংযত করে; **মনঃ**—মন; **মনীষয়া**—তাঁর বুদ্ধির দ্বারা; **বভাষ**—বলেছিলেন; **এতৎ**—এই; **প্রতিলব্ধ**—ফিরে পেয়ে; **বাক্**—বাণী; **অসৌ**—তিনি (রাজা চিত্রকেতু); **নিয়ম্য**—নিয়ন্ত্রিত করে; **সর্ব-ইন্দ্রিয়**—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের; **বাহ্য**—বাহ্য; **বর্তনম্**—বিচরণের; **জগৎ-গুরুম্**—যিনি সকলের গুরু; **সাত্বত**—ভগবদ্ভক্তির; **শাস্ত্র**—শাস্ত্রের; **বিগ্রহম্**—মূর্তরূপ।

অনুবাদ

তারপর, তাঁর বুদ্ধির দ্বারা মনকে বশীভূত করে এবং ইন্দ্রিয়সমূহের বাহ্যবৃত্তি নিরোধপূর্বক পুনরায় বাক্‌শক্তি লাভ করে সেই চিত্রকেতু ব্রহ্মসংহিতা,

নারদপঞ্চরাত্র আদি ভক্তিশাস্ত্রের (সাত্বত সংহিতার) মূর্তরূপ জগদ্‌গুরু ভগবানের স্তব করে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

জড় শব্দের দ্বারা ভগবানের স্তব করা যায় না। ভগবানের স্তব করতে হলে, মন এবং ইন্দ্রিয় সংযত করে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করা অবশ্য কর্তব্য। তখন ভগবানের স্তব করার উপযুক্ত শব্দ খুঁজে পাওয়া যায়। *পদ্মপুরাণ* থেকে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রামাণিক ভক্তের দ্বারা গীত হয়নি যে গান তা গাইতে নিষেধ করেছেন।

অবৈষ্ণবমুখোদ্‌গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্ ।
শ্রবণং নৈব কর্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ ॥

যারা নিষ্ঠা সহকারে বিধি-নিষেধ পালন করে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে না, সেই অবৈষ্ণবের বাণী অথবা সঙ্গীত শুদ্ধ ভক্তদের গ্রহণ করা উচিত নয়। *সাত্বতশাস্ত্রবিগ্রহম্* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, ভগবানের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহকে কখনও মায়িক বলে মনে করা উচিত নয়। ভগবদ্ভক্তেরা কখনও ভগবানের কল্পিত রূপের স্তুতি করেন না। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে ভগবানের রূপের সমর্থন করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৪

চিত্রকেতুরুবাচ

অজিত জিতঃ সমমতিভিঃ
সাধুভির্ভবান্ জিতাত্মভির্ভবতা ।
বিজিতাস্তেঽপি চ ভজতা-
মকামাত্মনাং য আত্মদোঽতিকরুণঃ ॥ ৩৪ ॥

চিত্রকেতুঃ উবাচ—রাজা চিত্রকেতু বললেন; **অজিত**—হে অজিত ভগবান; **জিতঃ**—বিজিত; **সম-মতিভিঃ**—যাঁরা তাঁদের মনকে সংযত করেছেন; **সাধুভিঃ**—ভক্তদের দ্বারা; **ভবান্**—আপনি; **জিত-আত্মভিঃ**—যিনি তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্ণভাবে সংযত করেছেন; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **বিজিতাঃ**—বিজিত; **তে**—তাঁরা; **অপি**—ও; **চ**—এবং; **ভজতাম্**—যাঁরা সর্বদা আপনার সেবায় যুক্ত; **অকাম-আত্মনাম্**—যাঁদের জড়-জাগতিক লাভের কোন বাসনা নেই; **যঃ**—যিনি; **আত্মদঃ**—নিজেকে দান করেন; **অতি-করুণঃ**—অত্যন্ত দয়ালু।

অনুবাদ

চিত্রকেতু বললেন—হে অজিত ভগবান, যদিও আপনি অন্যের দ্বারা অজিত, তবু আপনার যে ভক্ত তাঁর মন এবং ইন্দ্রিয় সংযত করেছেন, তাঁর দ্বারা আপনি বিজিত হন। তাঁরা আপনাকে তাঁদের অধীনে রাখতে পারেন, কারণ যে ভক্তেরা আপনার কাছে কোন জড়-জাগতিক লাভের বাসনা করেন না, তাঁদের প্রতি আপনি অহৈতুকী কৃপাপরায়ণ। প্রকৃতপক্ষে সেই নিষ্কাম ভক্তদের আপনি আত্মদান করেন, সেই জন্য আপনিও আপনার সেই ভক্তদের সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করেছেন।

তাৎপর্য

ভগবান এবং ভক্ত উভয়েরই জয় হয়। ভগবান ভক্তের দ্বারা এবং ভক্ত ভগবানের দ্বারা বিজিত হন। পরস্পরের দ্বারা বিজিত হওয়ার ফলে, তাঁরা উভয়েই তাঁদের সেই সম্পর্কের মাধ্যমে অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন করেন। পরস্পরের বিজয় হওয়ার পরম সিদ্ধি শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপীদের দ্বারা প্রদর্শিত হয়েছে। গোপীরা কৃষ্ণকে জয় করেছিলেন এবং কৃষ্ণ গোপীদের জয় করেছিলেন। এইভাবে যখন কৃষ্ণ তাঁর বাঁশী বাজাতেন, তিনি গোপীদের মন জয় করতেন, এবং গোপীদের না দেখে কৃষ্ণ সুখী হতে পারতেন না। জ্ঞানী, যোগী আদি অন্যান্য পরমার্থবাদীরা কখনও ভগবানকে জয় করতে পারে না; শুদ্ধ ভক্তেরাই কেবল ভগবানকে জয় করতে পারেন।

শুদ্ধ ভক্তদের *সমদর্শি* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ তাঁরা কখনও কোন পরিস্থিতিতে ভগবদ্ভক্তি থেকে বিচলিত হন না। এমন নয় যে ভক্তেরা যখন সুখে থাকে, তখনই কেবল ভগবানের আরাধনা করে; তাঁরা দুঃখেও ভগবানের আরাধনা করেন। সুখ এবং দুঃখ ভগবদ্ভক্তির পথে কখনও বাধা সৃষ্টি করে না। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* ভগবদ্ভক্তিকে *অহৈতুকী* এবং *অপ্রতিহতা* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবদ্ভক্ত যখন অন্যাভিলাষ-শূন্য হয়ে ভগবানের সেবা করেন, তখন তাঁর সেই সেবা কোন জড়-জাগতিক পরিস্থিতির দ্বারা প্রতিহত হতে পারে না (*অপ্রতিহতা*)। এইভাবে যে ভক্ত জীবনের সর্ব অবস্থাতেই ভগবানের সেবা করেন, তিনি ভগবানকে জয় করতে পারেন।

ভক্ত এবং জ্ঞানী, যোগী আদি অন্যান্য পরমার্থবাদীদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, জ্ঞানী এবং যোগীরা কৃত্রিমভাবে ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায়, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত কখনও সেই প্রকার অসম্ভব কার্য সাধনের বাসনা করেন না। ভগবদ্ভক্তেরা জানেন যে, তাঁরা হচ্ছেন ভগবানের নিত্য দাস এবং তাই তাঁরা কখনও ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চান না। তাই তাঁদের বলা হয় *সমদর্শি* বা

জিতাত্মা। ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার অভিলাষকে তাঁরা অত্যন্ত জঘন্য বলে মনে করেন। ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার কোন বাসনা তাঁদের নেই; পক্ষান্তরে তাঁরা সমস্ত জড়-জাগতিক আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত হতে চান। তাই তাঁদের বলা হয় নিষ্কাম। জীব বাসনা না করে থাকতে পারে না, কিন্তু যে বাসনা কখনই পূর্ণ হবার নয়, তাকে বলা হয় কাম। *কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ*—কাম-বাসনার ফলে অভক্তেরা তাদের বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। তাই তারা ভগবানকে জয় করতে পারে না, কিন্তু ভক্তেরা এই প্রকার অবান্তর বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানকে জয় করতে পারেন। এই প্রকার ভক্তেরাও ভগবানের দ্বারা বিজিত হন। যেহেতু তাঁরা জড় বাসনা থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে শুদ্ধ, তাই তাঁরা সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হন, এবং তাই ভগবান তাঁদের জয় করেন। এই প্রকার ভক্ত কখনও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করেন না। তাঁরা কেবল ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবা করতে চান। যেহেতু তাঁরা কোন প্রকার পুরস্কারের আকাঙ্ক্ষা করেন না, তাই তাঁরা ভগবানের কৃপা লাভ করতে পারেন। ভগবান স্বভাবতই অত্যন্ত দয়ালু, এবং যখন তিনি দেখেন যে, তাঁর ভৃত্য কোন রকম জড়-জাগতিক লাভের আশা না নিয়ে তাঁর সেবা করছেন, তখন তিনি স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কাছে পরাজয় স্বীকার করেন।

ভগবদ্ভক্তেরা সর্বদাই ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন।

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে ।

তাঁদের ইন্দ্রিয়ের সমস্ত কার্যকলাপ ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকে। এই প্রকার ভক্তির ফলে ভগবান তাঁর ভক্তের কাছে নিজেকে দান করেন, যেন তাঁরা তাঁকে যেভাবে ইচ্ছা সেইভাবে ব্যবহার করতে পারেন। ভগবদ্ভক্তের অবশ্য ভগবানের সেবা করা ছাড়া আর অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে না। ভক্ত যখন সম্পূর্ণরূপে ভগবানের শরণাগত হন, তখন তিনি আর কোন রকম জড়-জাগতিক লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন না, তখন ভগবান তাঁকে নিশ্চিতভাবে সেবা করার সমস্ত সুযোগ দেন। এইভাবে ভগবান ভক্তের দ্বারা বিজিত হন।

শ্লোক ৩৫

তব বিভবঃ খলু ভগবন্
জগদুদয়স্থিতিলয়াদীনি ।
বিশ্বসৃজস্তেঽংশাংশা-
স্তত্র মৃষা স্পর্ধন্তি পৃথগভিমত্যা ॥ ৩৫ ॥

তব—আপনার; **বিভবঃ**—ঐশ্বর্য; **খলু**—বস্তুতপক্ষে; **ভগবন্**—হে পরমেশ্বর ভগবান; **জগৎ**—জগতের; **উদয়**—সৃষ্টি; **স্থিতি**—পালন; **লয়াদীনি**—সংহার ইত্যাদি; **বিশ্ব-সৃজঃ**—জগৎস্রষ্টা; **তে**—তাঁরা; **অংশ-অংশাঃ**—আপনার অংশের অংশ-স্বরূপ; **তত্র**—তাতে; **মৃষা**—বৃথা; **স্পর্ধন্তি**—স্পর্ধা করে; **পৃথক্**—পৃথক; **অভিমত্যা**—ভ্রান্ত ধারণার বশে।

অনুবাদ

হে ভগবান, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ইত্যাদি আপনারই বৈভব। ব্রহ্মা আদি অন্যান্য স্রষ্টারা আপনারই অংশের অংশ। তাঁদের মধ্যে যে সৃষ্টি করার আংশিক শক্তি রয়েছে, তা তাঁদের ঈশ্বরে পরিণত করে না। স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলে তাঁদের যে অভিমান, তা বৃথা।

তাৎপর্য

যে ভক্ত সর্বতোভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হয়েছেন, তিনি ভালভাবেই জানেন যে, ব্রহ্মা থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র পিপীলিকা পর্যন্ত জীবের মধ্যে যে সৃজনী শক্তি রয়েছে, তার কারণ জীব ভগবানের বিভিন্ন অংশ। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/৭) ভগবান বলেছেন, *মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ*—"এই জড় জগতে জীবেরা আমারই শাশ্বত অংশ।" স্ফুলিঙ্গ যেমন আগুনের অংশ, তেমনই জীবও ভগবানের অতি ক্ষুদ্র অংশ। যেহেতু তারা ভগবানের অংশ, তাই জীবের মধ্যেও অত্যন্ত স্বল্প পরিমাণে সৃষ্টি করার শক্তি রয়েছে।

আধুনিক জড় জগতের তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরা এরোপ্লেন ইত্যাদি তৈরি করেছে বলে অত্যন্ত গর্বিত, কিন্তু এরোপ্লেন তৈরি করার প্রকৃত কৃতিত্ব ভগবানের, তথাকথিত বৈজ্ঞানিকদের নয়। প্রথম বিচার্য বিষয় হচ্ছে বৈজ্ঞানিকের বুদ্ধিমত্তা; সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) ভগবানের উক্তি আমাদের মনে রাখতে হবে, *মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানম্ অপোহনং চ*—"আমার থেকেই স্মৃতি, জ্ঞান এবং বিস্মৃতি আসে।" পরমাত্মারূপে ভগবান প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজ করেন বলে তাঁরই অনুপ্রেরণায় তারা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভ করে অথবা কোন কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। অধিকন্তু, এরোপ্লেন আদি আশ্চর্যজনক যন্ত্রগুলি তৈরি করতে যে সমস্ত উপাদানগুলি ব্যবহার করা হয়, সেগুলিও ভগবানই সরবরাহ করেন, বৈজ্ঞানিকেরা নয়। বিমান সৃষ্টির পূর্বে, ভগবানেরই প্রভাবে সেই উপাদানগুলি ছিল। কিন্তু বিমানটি বিনষ্ট হয়ে যাবার পর, তার ধ্বংসাবশেষ তথাকথিত স্রষ্টাদের কাছে সমস্যা

হয়ে দাঁড়ায়। আর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে যে, পাশ্চাত্যে বহু গাড়ি তৈরি করা হচ্ছে। এই গাড়ির উপাদানগুলি অবশ্যই ভগবান সরবরাহ করেছেন। অবশেষে যখন সেই গাড়িগুলি ফেলে দেওয়া হয়, তখন তথাকথিত স্রষ্টাদের কাছে সেই উপাদানগুলি নিয়ে তারা কি করবেন সেটা একটি মস্ত বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃত স্রষ্টা বা মূল স্রষ্টা হচ্ছেন ভগবান। মধ্যবর্তী অবস্থায় কেবল কেউ ভগবানেরই প্রদত্ত বুদ্ধির দ্বারা ভগবানের দেওয়া উপাদানগুলিকে কোন রূপ প্রদান করে, এবং তারপর সেই সৃষ্টি আবার তাদের কাছে এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। অতএব তথাকথিত স্রষ্টাদের সেই সৃষ্টিকার্যে কোন কৃতিত্ব নেই। সমস্ত কৃতিত্বই ভগবানেরই প্রাপ্য। এখানে যথাযথভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে সৃষ্টি, পালন এবং সংহারের সমস্ত কৃতিত্ব ভগবানের, জীবের নয়।

শ্লোক ৩৬

পরমাণুপরমমহতো-
স্ত্বমাদ্যন্তান্তরবর্তী ত্রয়বিধুরঃ ।
আদাবন্তেঽপি চ সত্ত্বানাং
যদ্ ধ্রুবং তদেবান্তরালেঽপি ॥ ৩৬ ॥

পরম-অণু—পরমাণুর; **পরম-মহতোঃ**—(পরমাণুর সমন্বয়ের ফলে রচিত) বৃহত্তমের; **ত্বম্**—আপনি; **আদি-অন্ত**—আদি এবং অন্ত উভয়েই; **অন্তর**—এবং মধ্যে; **বর্তী**—বিরাজ করে; **ত্রয়-বিধুরঃ**—আদি, মধ্য ও অন্ত বিহীন হওয়া সত্ত্বেও; **আদৌ**—আদিতে; **অন্তে**—অন্তে; **অপি**—ও; **চ**—এবং; **সত্ত্বানাম্**—সমস্ত অস্তিত্বের; **যৎ**—যা; **ধ্রুবম্**—স্থির; **তৎ**—তা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অন্তরালে**—মধ্যে; **অপি**—ও।

অনুবাদ

এই জগতে পরমাণু থেকে শুরু করে বিশাল ব্রহ্মাণ্ড এবং মহত্তত্ত্ব পর্যন্ত সব কিছুরই আদি, মধ্য এবং অন্তে আপনি বর্তমান রয়েছেন। অথচ, আপনি আদি, অন্ত এবং মধ্য রহিত সনাতন। এই তিনটি অবস্থাতেই আপনার অবস্থা উপলব্ধি করা যায় বলে আপনি নিত্য। যখন জগতের অস্তিত্ব থাকে না, তখন আপনি আদি শক্তিরূপে বিদ্যমান থাকেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৩) বলা হয়েছে—

> অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপ-
> আদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ ।
> বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ
> গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি আদি পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করি। তিনি অদ্বৈত, অচ্যুত, অনাদি এবং অনন্তরূপে প্রকাশিত, তবু তাঁর আদি রূপে সেই পুরাণ পুরুষ সর্বদা নবযৌবন-সম্পন্ন। ভগবানের এই নিত্য আনন্দময় এবং জ্ঞানময় রূপ বৈদিক শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতেরাও হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না, কিন্তু শুদ্ধ ভক্তদের হৃদয়ে তা সর্বদা বিরাজমান।" পরমেশ্বর ভগবান সর্বকারণের পরম কারণ, তাই তাঁর কোন কারণ নেই। ভগবান কার্য এবং কারণের অতীত। তিনি নিত্য। ব্রহ্মসংহিতায় অন্য আর একটি শ্লোকে বলা হয়েছে, *অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থম্*—ভগবান বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরেও রয়েছেন আবার ক্ষুদ্র পরমাণুতেও রয়েছেন। পরমাণুতে এবং ব্রহ্মাণ্ডে ভগবানের আবির্ভাব ইঙ্গিত করে যে, তাঁর উপস্থিতি ব্যতীত কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকতে পারে না। বৈজ্ঞানিকেরা বলে যে, জল হচ্ছে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের সমন্বয়, কিন্তু তারা যখন বিশাল মহাসাগরগুলি দর্শন করে, তখন তারা এই কথা ভেবে বিস্ময়ে হতবাক হয় যে, এত হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন এল কোথা থেকে। তারা মনে করে সব কিছুরই উদ্ভব হয়েছে রাসায়নিক পদার্থ থেকে। কিন্তু রাসায়নিক পদার্থগুলি এল কোথা থেকে? তা তারা বলতে পারে না। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ, তাই তিনি রাসায়নিক বিকাশের জন্য প্রচুর মাত্রায় রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদন করতে পারেন। আমরা প্রকৃতপক্ষে দেখতে পাই যে, রাসায়নিক পদার্থগুলি জীব থেকে উৎপন্ন হচ্ছে। যেমন একটা লেবু গাছ বহু টন সাইট্রিক অ্যাসিড তৈরি করে। সাইট্রিক অ্যাসিড বৃক্ষটির কারণ নয়। পক্ষান্তরে বৃক্ষটি হচ্ছে সাইট্রিক অ্যাসিডের কারণ। তেমনই, ভগবান সর্ব কারণের কারণ। যে বৃক্ষটি সাইট্রিক অ্যাসিড উৎপাদন করে তিনি তার কারণ (*বীজং মাং সর্বভূতানাম্*)। ভক্তরা দেখতে পান জগৎ প্রকাশকারী আদি শক্তি রাসায়নিক পদার্থগুলি নয়, পরমেশ্বর ভগবান, কারণ তিনি সমস্ত রাসায়নিক পদার্থেরও কারণ।

সব কিছুরই সৃষ্টি হয়েছে বা প্রকাশ হয়েছে ভগবানেরই শক্তির দ্বারা, এবং যখন সব কিছুর লয় হয়, তখন আদি শক্তি ভগবানের দেহে প্রবেশ করে। তাই এই শ্লোকে বলা হয়েছে, *আদাবন্তেঽপি চ সত্ত্বানাং যদ্ ধ্রুবং তদেবান্তরালেঽপি*। *ধ্রুবম্*

শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'স্থির বা অবিচল'। অবিচল সত্য হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, এই জড় জগৎ নয়। ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে, *অহম্ আদির্হি দেবানাম্* এবং *মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে*—শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সব কিছুর আদি কারণ। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে আদি পুরুষরূপে চিনতে পেরেছিলেন (*পুরুষং শাশ্বতং দিব্যম্ আদিদেবম্ অজং বিভুম্*), এবং ব্রহ্মসংহিতায় তাঁকে *গোবিন্দম্ আদিপুরুষম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি সর্বকারণের পরম কারণ, তা আদিতেই হোক, অন্তে হোক অথবা মধ্যে হোক।

শ্লোক ৩৭

ক্ষিত্যাদিভিরেষ কিলাবৃতঃ
সপ্তভির্দশগুণোত্তরৈরণ্ডকোশঃ ।
যত্র পতত্যণুকল্পঃ
সহাণ্ডকোটিকোটিভিস্তদনন্তঃ ॥ ৩৭ ॥

ক্ষিতি-আদিভিঃ—মৃত্তিকা আদি জড় জগতের উপাদানের দ্বারা; **এষঃ**—এই; **কিল**—বস্তুতপক্ষে; **আবৃতঃ**—আচ্ছাদিত; **সপ্তভিঃ**—সাত; **দশ-গুণ-উত্তরৈঃ**—প্রত্যেকটি তার পূর্বটির থেকে দশগুণ অধিক; **অণ্ডকোশঃ**—ব্রহ্মাণ্ড; **যত্র**—যাতে; **পততি**—পতিত হয়; **অণুকল্পঃ**—পরমাণুর মতো; **সহ**—সঙ্গে; **অণ্ড-কোটি-কোটিভিঃ**—কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড; **তৎ**—অতএব; **অনন্তঃ**—আপনাকে অনন্ত বলা হয়।

অনুবাদ

প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ড মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, মহত্তত্ত্ব এবং অহঙ্কার—এই সাতটি আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত, এবং প্রতিটি আবরণ পূর্ববর্তীটির থেকে দশগুণ অধিক। এই ব্রহ্মাণ্ডটি ছাড়া আরও কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, এবং সেগুলি আপনার মধ্যে পরমাণুর মতো পরিভ্রমণ করছে। তাই আপনি অনন্ত নামে প্রসিদ্ধ।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৪৮) বলা হয়েছে—

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

জড় সৃষ্টির মূল মহাবিষ্ণু, যিনি কারণ সমুদ্রে শয়ন করেন। তিনি যখন নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, তখন তাঁর সেই নিঃশ্বাসের ফলে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়, এবং তিনি যখন শ্বাস গ্রহণ করেন তখন সেগুলির বিনাশ হয়। এই মহাবিষ্ণু কৃষ্ণ বা গোবিন্দের অংশের অংশ কলা। *কলা* শব্দটির অর্থ অংশের অংশ। কৃষ্ণ বা গোবিন্দ থেকে বলরাম প্রকাশিত হন; বলরাম থেকে সঙ্কর্ষণ; সঙ্কর্ষণ থেকে নারায়ণ; নারায়ণ থেকে দ্বিতীয় সঙ্কর্ষণ; দ্বিতীয় সঙ্কর্ষণ থেকে মহাবিষ্ণু; মহাবিষ্ণু থেকে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু এবং গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু থেকে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু। ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করেন। এই বর্ণনাটি থেকে আমরা *অনন্ত* শব্দটির অর্থ অনুমান করতে পারি। তা হলে ভগবানের অনন্ত শক্তি এবং অস্তিত্বের সম্বন্ধে আর কি বলার আছে? এই শ্লোকে ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ বর্ণনা করা হয়েছে (*সপ্তভির্দশগুণোত্তরৈরণ্ডকোশঃ*)। প্রথম আবরণ মাটির, দ্বিতীয় জলের, তৃতীয় আগুনের, চতুর্থ বায়ুর, পঞ্চম আকাশের, ষষ্ঠ মহত্তত্ত্বের এবং সপ্তম অহঙ্কারের। মাটি থেকে শুরু করে প্রতিটি আবরণ উত্তরোত্তর দশগুণ অধিক। এইভাবে আমরা অনুমান করতে পারি এক-একটি ব্রহ্মাণ্ড কি বিশাল, এবং এই রকম কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে। এই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১০/৪২) প্রতিপন্ন হয়েছে—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন ।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥

"হে অর্জুন, অধিক আর কি বলব, এইমাত্র জেনে রাখ যে, আমি আমার এক অংশের দ্বারা সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছি।" সমগ্র জড় জগৎ ভগবানের শক্তির এক-চতুর্থাংশ মাত্র। তাই তাঁকে বলা হয় অনন্ত।

শ্লোক ৩৮

বিষয়তৃষো নরপশবো
য উপাসতে বিভূতীর্ন পরং ত্বাম্ ।
তেষামাশিষ ঈশ
তদনু বিনশ্যন্তি যথা রাজকুলম্ ॥ ৩৮ ॥

বিষয়-তৃষঃ—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের তৃষ্ণা; **নর-পশবঃ**—পশুসদৃশ মানুষেরা; **যে**—যারা; **উপাসতে**—অত্যন্ত আড়ম্বরের সঙ্গে উপাসনা করে; **বিভূতীঃ**—ভগবানের ক্ষুদ্র

কণাসদৃশ (দেবতাগণ); **ন**—না; **পরম্**—পরম; **ত্বাম্**—আপনি; **তেষাম্**—তাদের; **আশিষঃ**—আশীর্বাদ; **ঈশ**—হে পরমেশ্বর; **তৎ**—তাঁদের (দেবতাদের); **অনু**—পরে; **বিনশ্যন্তি**—বিনষ্ট হবে; **যথা**—যেমন; **রাজ-কুলম্**—সরকারের দ্বারা অনুগৃহীত ব্যক্তিদের ভোগ (যখন সরকারের পতনের পর নষ্ট হয়ে যায়)।

অনুবাদ

হে পরমেশ্বর ভগবান, যে সমস্ত বুদ্ধিহীন ব্যক্তিরা জড় সুখভোগের পিপাসু এবং দেব-দেবীদের উপাসনা করে, তারা নরপশুতুল্য। তাদের পাশবিক প্রবণতার ফলে, তারা আপনার আরাধনা না করে নগণ্য দেবতাদের উপাসনা করে, যাঁরা আপনার বিভূতির কণিকা-সদৃশ। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যখন লয় হয়ে যায়, তখন দেবতা সহ তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদও বিনষ্ট হয়ে যায়, ঠিক যেভাবে রাজা ক্ষমতাচ্যুত হলে, তাঁর অনুগৃহীত ব্যক্তিদের ভোগ্যসমূহও নষ্ট হয়ে যায়।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় (৭/২০) বলা হয়েছে, *কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ*—"যাদের মনোবৃত্তি কামের দ্বারা বিকৃত হয়ে গেছে, তারাই দেবতাদের শরণাগত হয়।" তেমনই এই শ্লোকে দেবতাদের পূজার নিন্দা করা হয়েছে। দেব-দেবীদের আমরা শ্রদ্ধা করতে পারি, কিন্তু তাঁরা উপাস্য নন। যারা দেব-দেবীদের পূজা করে, তাদের বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে (*হৃতজ্ঞানাঃ*), কারণ সেই সমস্ত উপাসকেরা জানে না যে, সমগ্র জড় জগৎ যখন লয় হয়ে যায়, তখন এই জড় জগতের বিভিন্ন বিভাগের অধিকর্তা-স্বরূপ দেবতারাও বিনষ্ট হয়ে যায়। দেবতাদের যখন বিনাশ হয়, তখন যে সমস্ত বুদ্ধিহীন মানুষেরা তাঁদের কাছ থেকে আশীর্বাদ লাভ করেছিল, সেগুলিও বিনষ্ট হয়ে যায়। তাই ভগবদ্ভক্তের দেবদেবীদের পূজা করে জড়-জাগতিক ঐশ্বর্য লাভের আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নয়। তাঁদের কর্তব্য ভগবানের সেবা করা, যিনি তাঁদের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করবেন।

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥

"যে ব্যক্তির বুদ্ধি উদার, তিনি সব রকম জড় কামনাযুক্তই হোন, অথবা সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্তই হোন, অথবা জড় জগতের বন্ধ থেকে মুক্তি লাভের প্রয়াসীই হোন, তাঁর কর্তব্য সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা।" শ্রীমদ্ভাগবত (২/৩/১০) এটিই আদর্শ মানুষের কর্তব্য। মানুষের আকৃতি লাভ

করলেও যাদের কার্যকলাপ পশুর মতো, তাদের বলা হয় নরপশু বা দ্বিপদপশু। যে সমস্ত মানুষ কৃষ্ণভক্তিতে আগ্রহী নয়, তাদের এখানে নরপশু বলে নিন্দা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৯

কামধিয়স্ত্বয়ি রচিতা
ন পরম রোহন্তি যথা করম্ভবীজানি ।
জ্ঞানাত্মন্যগুণময়ে
গুণগণতোহস্য দ্বন্দ্বজালানি ॥ ৩৯ ॥

কাম-ধিয়ঃ—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনা; **ত্বয়ি**—আপনাতে; **রচিতাঃ**—অনুষ্ঠিত; **ন**—না; **পরম**—হে পরমেশ্বর ভগবান; **রোহন্তি**—বর্ধিত হয় (অন্য শরীর উৎপন্ন করে); **যথা**—যেমন; **করম্ভ-বীজানি**—দগ্ধ বীজ; **জ্ঞান-আত্মনি**—যাঁর অস্তিত্ব পূর্ণ জ্ঞানময় সেই আপনাতে; **অগুণ-ময়ে**—যিনি জড় গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না; **গুণ-গণতঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণ থেকে; **অস্য**—ব্যক্তির; **দ্বন্দ্ব-জালানি**—দ্বৈত ভাবের জাল বা সংসার-বন্ধন।

অনুবাদ

হে পরমেশ্বর, কেউ যদি জড় ঐশ্বর্যের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনার বশেও সমস্ত জ্ঞানের উৎস এবং নির্গুণ আপনার উপাসনা করে, তা হলে দগ্ধ বীজ থেকে যেমন অঙ্কুর জন্মায় না, তেমনই তাদেরও আর পুনরায় এই জড় জগতে জন্মগ্রহণ করতে হয় না। জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলেই জীবকে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে হয়। কিন্তু আপনি যেহেতু জড়া প্রকৃতির অতীত, তাই যে নির্গুণ স্তরে আপনার সঙ্গ করে সেও জড়া প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়।

তাৎপর্য

এই সত্য ভগবদ্গীতায় (৪/৯) প্রতিপন্ন হয়েছে, যেখানে ভগবান বলেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার

নিত্য ধামে লাভ করেন।" কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণকে জানার জন্য কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণ হন, তা হলে তিনি অবশ্যই জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত হতে পারবেন। ভগবদ্গীতায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, *ত্যক্তা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি*—কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত হওয়ার ফলে অথবা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানার ফলে, ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্যতা লাভ হয়। এমন কি ঘোর বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরাও ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের আরাধনা করতে পারেন। বহু জড় বাসনা থাকা সত্ত্বেও কেউ যদি কৃষ্ণভক্তির স্তরে আসেন, তা হলে তিনিও ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করার মাধ্যমে ভগবানের সঙ্গ করার ফলে, ক্রমশ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের প্রতি আকৃষ্ট হবেন। ভগবান এবং তাঁর পবিত্র নাম অভিন্ন। তাই ভগবানের নাম কীর্তনের ফলে বিষয়াসক্তি দূর হয়ে যায়। জীবনের পরম সিদ্ধি হচ্ছে জড় সুখভোগের প্রতি অনীহা এবং কৃষ্ণের প্রতি দৃঢ় আসক্তি। কেউ যদি কোন না কোন মতে কৃষ্ণভক্তি লাভ করেন, এমন কি তা যদি জড়-জাগতিক লাভের জন্যও হয়, তার ফলে তিনি মুক্ত হবেন। *কামাদ্ দ্বেষাদ্ ভয়াৎ স্নেহাৎ*। এমন কি কাম, দ্বেষ, ভয়, স্নেহ অথবা অন্য কোন কারণের বশেও যদি কেউ শ্রীকৃষ্ণের কাছে আসেন, তা হলেও তাঁর জীবন সার্থক হয়।

শ্লোক ৪০

জিতমজিত তদা ভবতা
যদাহ ভাগবতং ধর্মমনবদ্যম্ ।
নিষ্কিঞ্চনা যে মুনয়
আত্মারামা যমুপাসতেঽপবর্গায় ॥ ৪০ ॥

জিতম্—বিজিত; **অজিত**—হে অজিত; **তদা**—তখন; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **যদা**—যখন; **আহ**—বলেছিলেন; **ভাগবতম্**—ভগবানের সমীপবর্তী হতে ভক্তকে যা সাহায্য করে; **ধর্মম্**—ধর্ম; **অনবদ্যম্**—অনবদ্য (নিষ্কলুষ); **নিষ্কিঞ্চনাঃ**—জড় ঐশ্বর্যের মাধ্যমে সুখী হওয়ার বাসনা যাদের নেই; **যে**—যাঁরা; **মুনয়ঃ**—মহান দার্শনিক এবং ঋষিগণ; **আত্ম-আরামাঃ**—(সম্পূর্ণরূপে ভগবানের নিত্য দাসরূপে তাঁদের স্বরূপ অবগত হওয়ার ফলে) যাঁরা আত্মতৃপ্ত; **যম্**—যাঁকে; **উপাসতে**—আরাধনা করে; **অপবর্গায়**—জড়-জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য।

অনুবাদ

হে অজিত, আপনি যখন আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভের পন্থাস্বরূপ নিষ্কলুষ ভাগবত-ধর্ম বলেছিলেন, তখন আপনার বিজয় হয়েছিল। চতুঃসনদের মতো জড় বাসনামুক্ত আত্মারামেরাও জড় কলুষ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আপনার আরাধনা করেন। অর্থাৎ, আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভের জন্য তাঁরা ভাগবত-ধর্মের পন্থা অবলম্বন করেন।

তাৎপর্য

শ্রীল রূপ গোস্বামী *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে* বলেছেন—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্ ।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

"সকাম কর্ম অথবা দার্শনিক জ্ঞানের মাধ্যমে কোন রকম জড়-জাগতিক লাভের বাসনা না করে ভগবানের প্রতি যে দিব্য প্রেমময়ী সেবা, তাকে বলা হয় উত্তমা ভক্তি।"

নারদ-পঞ্চরাত্রেও বলা হয়েছে—

সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্ ।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥

"সব রকম জড় উপাধি এবং সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে, যখন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর হৃষীকেশের সেবা করা হয়, তাকে বলা হয় ভগবদ্ভক্তি।" তাকে ভাগবত-ধর্মও বলা হয়। নিষ্কামভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা উচিত। সেই উপদেশ *ভগবদ্গীতা, নারদ-পঞ্চরাত্র* এবং *শ্রীমদ্ভাগবতে* দেওয়া হয়েছে। নারদ, শুকদেব গোস্বামী এবং গুরু-পরম্পরার ধারায় তাঁদের বিনীত সেবকেরা যাঁরা ভগবানের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি, তাঁদের দ্বারা যে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির পন্থা নিরূপিত হয়েছে, তাকে বলা হয় ভাগবত-ধর্ম। এই ভাগবত-ধর্ম হৃদয়ঙ্গম করার ফলে মানুষ তৎক্ষণাৎ সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হতে পারেন। ভগবানের বিভিন্ন অংশ জীবেরা এই জড় জগতে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করছে। তাঁরা যখন স্বয়ং ভগবান কর্তৃক উপদিষ্ট ভাগবত-ধর্মের পন্থা অবলম্বন করেন, তখন ভগবানের বিজয় হয়, কারণ তিনি তখন সেই সমস্ত অধঃপতিত জীবদের পুনরায় তাঁর অধিকারে নিয়ে আসেন। ভাগবত-ধর্ম অনুশীলনকারী ভক্তেরা ভগবানের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা অনুভব করেন। তিনি ভাগবত-ধর্মবিহীন জীবন এবং ভাগবত-ধর্ম সমন্বিত জীবনের

মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারেন এবং তাই তিনি চিরকাল ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকেন। কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করলে এবং অধঃপতিত জীবদের কৃষ্ণভক্তিতে নিয়ে আসা হলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জয় হয়।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

"সমস্ত মানুষের পরম ধর্ম হচ্ছে সেই ধর্ম, যার দ্বারা ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের অতীত শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী এবং অপ্রতিহতা ভক্তি লাভ করা যায়। সেই ভক্তিবলে অনর্থ নিবৃত্তি হয়ে আত্মা যথার্থ প্রসন্নতা লাভ করে।" *শ্রীমদ্ভাগবত* (১/২/৬) তাই *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে শুদ্ধ চিন্ময় ধর্মের পন্থা।

শ্লোক ৪১

বিষমমতির্ন যত্র নৃণাং
ত্বমহমিতি মম তবেতি চ যদন্যত্র ।
বিষমধিয়া রচিতো যঃ
স হ্যবিশুদ্ধঃ ক্ষয়িষ্ণুরধর্মবহুলঃ ॥ ৪১ ॥

বিষম—বিভেদ (তোমার ধর্ম, আমার ধর্ম; তোমার বিশ্বাস, আমার বিশ্বাস); **মতিঃ**—চেতনা; **ন**—না; **যত্র**—যাতে; **নৃণাম্**—মানব-সমাজের; **ত্বম্**—তুমি; **অহম্**—আমি; **ইতি**—এই প্রকার; **মম**—আমার; **তব**—তোমার; **ইতি**—এই প্রকার; **চ**—ও; **যৎ**—যা; **অন্যত্র**—অন্যখানে (ভাগবত ধর্ম ব্যতীত অন্য ধর্মে); **বিষম-ধিয়া**—এই প্রকার ভেদ বুদ্ধির দ্বারা; **রচিতঃ**—নির্মিত; **যঃ**—যা; **সঃ**—সেই ধর্মের পন্থা; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অবিশুদ্ধঃ**—অশুদ্ধ; **ক্ষয়িষ্ণুঃ**—নশ্বর; **অধর্ম-বহুলঃ**—অধর্মে পূর্ণ।

অনুবাদ

ভাগবত-ধর্ম ব্যতীত অন্য সমস্ত ধর্ম বিরুদ্ধ ভাবনায় পূর্ণ হওয়ার ফলে, সকাম কর্ম এবং "তুমি ও আমি" এবং "তোমার ও আমার" এই প্রকার বিরুদ্ধ ধারণা সমন্বিত। শ্রীমদ্ভাগবতের অনুগামীদের এই প্রকার বিষম বুদ্ধি নেই। তাঁরা সকলেই কৃষ্ণভাবনাময় এবং তাঁরা সব সময় মনে করেন যে, তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের। যে সমস্ত নিম্নস্তরের ধর্ম শত্রুসংহার এবং যোগশক্তি লাভের জন্য সাধিত

হয়, তা কাম এবং বিদ্বেষে পূর্ণ হওয়ার ফলে অশুদ্ধ এবং নশ্বর। যেহেতু সেগুলি হিংসাপরায়ণ, তাই সেগুলি অধর্মে পূর্ণ।

তাৎপর্য

ভাগবত-ধর্মে কোন বিরোধ নেই। "তোমার ধর্ম" এবং "আমার ধর্ম" এই মনোভাব ভাগবত-ধর্মে সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। ভাগবত-ধর্মের অর্থ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ পালন করা, যে সম্বন্ধে তিনি ভগবদ্গীতায় বলেছেন—*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*। ভগবান এক, এবং ভগবান সকলের। তাই সকলের অবশ্য কর্তব্য ভগবানের শরণাগত হওয়া। সেটিই বিশুদ্ধ ধর্ম। ভগবানের নির্দেশই হচ্ছে ধর্ম (*ধর্মং তু সাক্ষাদ্ ভগবৎ-প্রণীতম্*)। ভাগবত-ধর্মে "তুমি কি বিশ্বাস কর" এবং "আমি কি বিশ্বাস করি" এই ধরনের কোন প্রশ্ন নেই। সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে বিশ্বাস করা এবং তাঁর আদেশ পালন করা। *আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্*—কৃষ্ণ যা বলেছেন, ভগবান যা বলেছেন, তাই পালন করতে হবে। সেটিই হচ্ছে ধর্ম।

কেউ যদি প্রকৃতই কৃষ্ণভক্ত হন, তা হলে তাঁর কোন শত্রু থাকতে পারে না। যেহেতু তাঁর একমাত্র কাজ হচ্ছে সকলকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হতে অনুপ্রাণিত করা, তা হলে তাঁর শত্রু থাকে কি করে? যদি কেউ হিন্দু ধর্ম, মুসলমান ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম, এই ধর্ম অথবা ঐ ধর্মের পক্ষ অবলম্বন করে, তা হলে সংঘর্ষ হতে পারে। ইতিহাসে দেখা যায় যে, ভগবান সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণাবিহীন বিভিন্ন ধর্মমতের অনুগামীরা পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। মানব-সমাজের ইতিহাসে তার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, কিন্তু যে ধর্ম ভগবৎ-সেবোন্মুখ নয়, সেই ধর্ম অনিত্য এবং বিদ্বেষ-ভাবপূর্ণ হওয়ার ফলে তা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। এই প্রকার ধর্মের বিরুদ্ধে মানুষের বিদ্বেষ তাই ক্রমশ বর্ধিত হতে থাকে। তাই মানুষের কর্তব্য "আমার বিশ্বাস" "তোমার বিশ্বাস" এই মনোভাব পরিত্যাগ করা। সকলেরই কর্তব্য ভগবানকে বিশ্বাস করা এবং তাঁর শরণাগত হওয়া। সেটিই ভাগবত-ধর্ম।

ভাগবত-ধর্ম কোন মনগড়া সংকীর্ণ বিশ্বাস নয়, কারণ এতে গবেষণা করা হয় কিভাবে সব কিছু শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত (*ঈশাবাস্যম্ ইদং সর্বম্*)। বৈদিক নির্দেশ অনুসারে *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*—ব্রহ্মান্ বা পরম সব কিছুতে বিদ্যমান। ভাগবত-ধর্ম সর্বত্র ভগবানের উপস্থিতি স্বীকার করে। ভাগবত-ধর্ম মনে করে না যে, এই জগতে সব কিছুই মিথ্যা। যেহেতু সব কিছুই ভগবান থেকে উদ্ভূত, তাই কোন কিছু মিথ্যা হতে পারে না। ভগবানের সেবায় সব কিছুরই কিছু না কিছু উপযোগিতা রয়েছে। যেমন, আমি এখন ডিক্টেটিং মেশিনের মাইক্রোফোনে

কথা বলছি, এবং এইভাবে এই মেশিনটিও ভগবানের সেবায় যুক্ত হচ্ছে। যেহেতু আমরা এটিকে ভগবানের সেবায় ব্যবহার করছি, তার ফলে এটিও ব্রহ্ম। সর্বং খল্বিদং ব্রহ্মের এই অর্থ। সব কিছুই ব্রহ্মন্ কারণ সব কিছুই ভগবানের সেবায় ব্যবহার করা যেতে পারে। কোন কিছুই মিথ্যা নয়, সব কিছুই সত্য।

ভাগবত-ধর্মকে সর্বোৎকৃষ্ট বলা হয়, কারণ যাঁরা এই ভাগবত-ধর্ম অনুসরণ করেন, তাঁরা কারও প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ নন। শুদ্ধ ভাগবত বা শুদ্ধ ভক্তেরা নির্মৎসর হয়ে সকলকে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে যোগদান করতে নিমন্ত্রণ করেন। ভক্ত তাই ঠিক ভগবানের মতো। সুহৃদং সর্বভূতানাম্—তিনি সমস্ত জীবের বন্ধু। তাই এটিই সমস্ত ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তথাকথিত সমস্ত ধর্মগুলি বিশেষ পন্থায় বিশ্বাসী বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য। ভাগবত-ধর্ম বা কৃষ্ণভক্তিতে এই ধরনের ভেদভাবের কোন অবকাশ নেই। ভগবানকে বাদ দিয়ে অন্য সমস্ত দেব-দেবীদের বা অন্য কারোর উপাসনা করার যে সমস্ত ধর্ম, সেগুলি যদি আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করে দেখি, তা হলে দেখতে পাব সেগুলি বিদ্বেষে পূর্ণ, তাই সেগুলি অশুদ্ধ।

শ্লোক ৪২

কঃ ক্ষেমো নিজপরয়োঃ
কিয়ান্ বার্থঃ স্বপরদ্রুহা ধর্মেণ ।
স্বদ্রোহাৎ তব কোপঃ
পরসংপীড়য়া চ তথাধর্মঃ ॥ ৪২ ॥

কঃ—কি; **ক্ষেমঃ**—লাভ; **নিজ**—নিজের; **পরয়োঃ**—এবং অন্যের; **কিয়ান্**—কতখানি; **বা**—অথবা; **অর্থঃ**—উদ্দেশ্য; **স্ব-পরদ্রুহা**—যা অনুষ্ঠানকারী এবং অন্যের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ; **ধর্মেণ**—ধর্মে; **স্বদ্রোহাৎ**—নিজের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ; **তব**—আপনার; **কোপঃ**—ক্রোধ; **পর-সংপীড়য়া**—অন্যদের কষ্ট দিয়ে; **চ**—ও; **তথা**—এবং; **অধর্মঃ**—অধর্ম।

অনুবাদ

যে ধর্ম নিজের প্রতি এবং অন্যের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি করে, সেই ধর্ম কিভাবে নিজের অথবা অন্যের মঙ্গলজনক হতে পারে? এই প্রকার ধর্ম অনুশীলন করার ফলে কি কল্যাণ হতে পারে? তার ফলে কি কখনও কোন লাভ হতে পারে?

আত্মদ্রোহী হয়ে নিজের আত্মাকে কষ্ট দিয়ে এবং অন্যদের কষ্ট দিয়ে, তারা আপনার ক্রোধ উৎপাদন করে এবং অধর্ম আচরণ করে।

তাৎপর্য

ভগবানের নিত্য দাসরূপে ভগবানের সেবা করার ভাগবত-ধর্ম ব্যতীত অন্য সমস্ত ধর্মের পন্থা হচ্ছে নিজের প্রতি এবং অন্যের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ হওয়ার পন্থা। যেমন অনেক ধর্মে পশুবলির প্রথা রয়েছে। এই প্রকার পশুবলি ধর্ম-অনুষ্ঠানকারী এবং পশু উভয়েরই প্রতি অমঙ্গলজনক। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে কসাইখানা থেকে মাংস কিনে না খাওয়ার পরিবর্তে কালীর কাছে পশু বলি দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কালীর কাছে পশু বলি দিয়ে মাংস খাওয়ার অনুমতি ভগবানের আদেশ নয়। যারা মাংস না খেয়ে থাকতে পারে না, সেই সমস্ত দুর্ভাগাদের জন্য এটি একটি ছাড় মাত্র। এইভাবে পশুবলি দেওয়ার অনুমতির উদ্দেশ্য হচ্ছে অসংযতভাবে মাংস আহার করার প্রবৃত্তি সংযত করা। চরমে এই প্রকার ধর্মের নিন্দা করা হয়েছে। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*—"অন্য সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও।" সেটিই ধর্মের শেষ কথা।

কেউ তর্ক উত্থাপন করতে পারে যে, পশুবলি দেবার বিধান বেদে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই বিধানটি প্রকৃতপক্ষে নিয়ন্ত্রণ। এই বৈদিক নিয়ন্ত্রণটি না থাকলে মানুষ বাজার থেকে মাংস কিনবে, এবং তার ফলে বাজারগুলি মাংসের দোকানে পূর্ণ হবে এবং কসাইখানার সংখ্যা বাড়তে থাকবে। তা নিয়ন্ত্রণের জন্য বেদে কখনও কখনও কালীর কাছে পাঁঠা আদি নগণ্য পশু বলি দিয়ে তার মাংস আহার করার কথা বলা হয়েছে। সে যাই হোক, যে ধর্মে পশুবলির বিধান দেওয়া হয় তা অনুষ্ঠাতা এবং বলির পশু উভয়েরই পক্ষে অশুভ। যে সমস্ত মাৎসর্যপরায়ণ ব্যক্তিরা মহা আড়ম্বরে পশু বলি দেয়, *ভগবদ্গীতায়* (১৬/১৭) তাদের এইভাবে নিন্দা করা হয়েছে—

> *আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ ।*
> *যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্বকম্ ॥*

"সেই আত্মাভিমানী, অনম্র এবং ধন, মান ও মদান্বিত ব্যক্তিরা অবিধিপূর্বক দম্ভ সহকারে নামমাত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে।" কখনও কখনও মহা আড়ম্বরে কালীপূজা করে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে পশু বলি দেওয়া হয়, কিন্তু এই প্রকার উৎসব যজ্ঞ বলে অনুষ্ঠিত হলেও তা প্রকৃতপক্ষে যজ্ঞ নয়, কারণ যজ্ঞের উদ্দেশ্য ভগবানের সন্তুষ্টি

বিধান করা। তাই এই যুগের জন্য বিশেষ করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, *যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ*—যাঁরা সুমেধা-সম্পন্ন বা বুদ্ধিমান তাঁরা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুর সন্তুষ্টি বিধান করবেন। ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিরা কিন্তু ভগবান কর্তৃক নিন্দিত হয়েছে—

> *অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ ।*
> *মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥*
> *তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।*
> *ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥*

"অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের দ্বারা বিমোহিত হয়ে, অসুরস্বভাব ব্যক্তিরা স্বীয় দেহে এবং পরদেহে অবস্থিত পরমেশ্বর-স্বরূপ আমাকে দ্বেষ করে এবং প্রকৃত ধর্মের নিন্দা করে। সেই বিদ্বেষী, ক্রূর নরাধমদের আমি এই সংসারেই অশুভ আসুরী যোনিতে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করি।" (*ভগবদ্গীতা* ১৬/১৮-১৯) এই সমস্ত ব্যক্তিদের ভগবান নিন্দা করেছেন, যে সম্বন্ধে *তব কোপঃ* শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। হত্যাকারী নিজের এবং যাকে সে হত্যা করে তার উভয়েরই ক্ষতি করে। কারণ হত্যা করার অপরাধে তাকে গ্রেপ্তার করা হবে এবং ফাঁসী দেওয়া হবে। কেউ যদি মানুষের তৈরি সরকারি আইন ভঙ্গ করে, তা হলে সে রাষ্ট্রের আইন এড়াতে পারে, পালিয়ে গিয়ে প্রাণদণ্ড এড়াতে পারে, কিন্তু ভগবানের আইন কখনও এড়ানো যায় না। যারা পশু হত্যা করে, পরবর্তী জীবনে তারা সেই সমস্ত পশুদের দ্বারা নিহত হবে। প্রকৃতির এটিই নিয়ম। পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ—*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*, সকলেরই পালন করা কর্তব্য। কেউ যদি অন্য কোন ধর্ম অনুসরণ করে, তা হলে সে বিভিন্নভাবে ভগবান কর্তৃক দণ্ডিত হবে। তাই কেউ যদি মনগড়া ধর্মমত অনুসরণ করে, তা হলে সে কেবল পরদ্রোহী নয়, নিজের প্রতিও দ্রোহ করে। তার ফলে সেই ধর্মের পন্থা সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/২/৮) বলা হয়েছে—

> *ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ ।*
> *নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥*

"স্বীয় বৃত্তি অনুসারে বর্ণাশ্রম পালন রূপ স্ব-ধর্ম অনুষ্ঠান করার ফলেও যদি পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা শ্রবণ-কীর্তনে আসক্তির উদয় না হয়, তা হলে তা বৃথা শ্রম মাত্র।" যে ধর্মের পন্থা অনুশীলনের ফলে কৃষ্ণভক্তি বা ভগবৎ-চেতনার উদয় হয় না, তা কেবল ব্যর্থ পরিশ্রম মাত্র।

শ্লোক ৪৩

ন ব্যভিচরতি তবেক্ষা
যয়া হ্যভিহিতো ভাগবতো ধর্মঃ ।
স্থিরচরসত্ত্বকদম্বে-
ষ্বপৃথগ্ধিয়ো যমুপাসতে ত্বার্যাঃ ॥ ৪৩ ॥

ন—না; ব্যভিচরতি—ব্যর্থ হয়; তব—আপনার; ঈক্ষা—দৃষ্টিভঙ্গি; যয়া—যার দ্বারা; হি—বস্তুতপক্ষে; অভিহিতঃ—কথিত; ভাগবতঃ—আপনার উপদেশ এবং কার্যকলাপ সম্পর্কে ; ধর্মঃ—ধর্ম; স্থির—স্থির; চর—গতিশীল; সত্ত্ব-কদম্বেষু—জীবদের মধ্যে; অপৃথক্-ধিয়ঃ—ভেদভাব রহিত; যম্—যা; উপাসতে—অনুসরণ করে; তু—নিশ্চিতভাবে; আর্যাঃ—যাঁরা সভ্যতায় উন্নত।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনার যে দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে শ্রীমদ্ভাগবত এবং ভগবদ্গীতায় মানুষের ধর্ম উপদিষ্ট হয়েছে, সেই দৃষ্টি কখনও জীবনের চরম উদ্দেশ্য থেকে বিচলিত হয় না। যাঁরা আপনার পরিচালনায় সেই ধর্ম অনুশীলন করেন, তাঁরা স্থাবর এবং জঙ্গম সমস্ত জীবের প্রতি সমদৃষ্টি-সম্পন্ন, এবং তাঁরা কখনও উচ্চ-নিচ বিচার করেন না। তাঁদের বলা হয় আর্য। এই প্রকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা পরমেশ্বর ভগবান আপনারই উপাসনা করেন।

তাৎপর্য

ভাগবত-ধর্ম এবং *কৃষ্ণকথা* একই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চেয়েছিলেন যে, সকলেই যেন গুরু হয়ে *ভগবদ্গীতা*, *শ্রীমদ্ভাগবত*, *পুরাণ*, *বেদান্ত-সূত্র* আদি বৈদিক শাস্ত্র থেকে কৃষ্ণ-উপদেশ সর্বত্র প্রচার করেন। সভ্যতায় অগ্রণী আর্যেরা ভাগবত-ধর্ম অনুসরণ করেন। প্রহ্লাদ মহারাজ পাঁচ বছর বয়স্ক বালক হওয়া সত্ত্বেও উপদেশ দিয়েছেন—

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্মান্ ভাগবতানিহ ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৭/৬/১)

প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর পাঠশালায় শিক্ষকদের অনুপস্থিতিতে যখনই সুযোগ পেতেন, তখনই তাঁর সহপাঠীদের ভাগবত-ধর্ম উপদেশ দিতেন। তিনি তাদের বলেছিলেন

জীবনের শুরু থেকেই, পাঁচ বছর বয়স থেকে ভাগবত-ধর্ম আচরণ করা উচিত, কারণ মনুষ্য জন্ম অত্যন্ত দুর্লভ এবং এই মনুষ্য জন্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই বিষয়টি যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করা।

ভাগবত-ধর্মের অর্থ হচ্ছে ভগবানের উপদেশ অনুসারে জীবন যাপন করা। ভগবদ্গীতায় আমরা দেখতে পাই যে, ভগবান মনুষ্য-সমাজকে চারটি বর্ণে (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র) বিভক্ত করেছেন। পুনরায় পুরাণ আদি বৈদিক শাস্ত্রে আমরা দেখতে পাই যে, মানুষের পারমার্থিক জীবনও চারটি আশ্রমে বিভক্ত করা হয়েছে। অতএব ভাগবত-ধর্মের অর্থ হচ্ছে বর্ণাশ্রম-ধর্ম।

মানুষের কর্তব্য ভগবানের নির্দেশ অনুসারে এই ভাগবত-ধর্ম অনুসরণ করে জীবন যাপন করা, এবং যাঁরা তা করেন তাঁদের বলা হয় আর্য। আর্য সভ্যতা নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের নির্দেশ পালন করে এবং কখনও সেই পরম পবিত্র নির্দেশ থেকে বিচলিত হয় না। এই প্রকার সভ্য মানুষেরা গাছপালা, পশুপক্ষী, মানুষ এবং অন্যান্য জীবদের মধ্যে কোন ভেদ দর্শন করেন না। *পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ*—যেহেতু তাঁরা কৃষ্ণভাবনায় সম্পূর্ণরূপে শিক্ষিত, তাই তাঁরা সমস্ত জীবদের সমদৃষ্টিতে দর্শন করেন। আর্যেরা অকারণে একটি গাছের চারাকে পর্যন্ত হত্যা করেন না, অতএব ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য গাছ কাটা তো দূরের কথা। বর্তমানে সারা পৃথিবী জুড়ে সর্বত্র ব্যাপকভাবে হত্যা হচ্ছে। মানুষেরা তাদের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য অকাতরে গাছপালা, পশুপক্ষী এবং অন্যান্য মানুষদেরও হত্যা করছে। এটি আর্য সভ্যতা নয়। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, *স্থিরচরসত্ত্বকদম্বেষু অপৃথগ্ধিয়ঃ*। *অপৃথগ্ধিয়ঃ* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, আর্যেরা উচ্চতর এবং নিম্নতর জীবদের মধ্যে ভেদ দর্শন করেন না। সমস্ত জীবকেই রক্ষা করা উচিত। প্রতিটি জীবের বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে, এমন কি গাছপালারও। এটিই আর্য সভ্যতার মূল ভাবধারা। নিম্নস্তরের জীবদের বাদ দিয়ে, যাঁরা সভ্য মানুষের স্তরে এসেছেন, তাঁদের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চারটি বর্ণে বিভক্ত করা কর্তব্য। ব্রাহ্মণদের কর্তব্য *ভগবদ্গীতা* এবং অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রে ভগবান যে সমস্ত উপদেশ দিয়েছেন, সেগুলি অনুসরণ করা। এই বর্ণবিভাগের ভিত্তি অবশ্যই গুণ এবং কর্ম হওয়া উচিত। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের গুণাবলী অনুসারে এই বর্ণবিভাগ হওয়া কর্তব্য। এটিই আর্য সভ্যতা। কেন তাঁরা তা গ্রহণ করেন? তাঁরা তা গ্রহণ করেন কারণ তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানে অত্যন্ত আগ্রহী। এটিই হচ্ছে আদর্শ সভ্যতা।

আর্যেরা শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ থেকে বিচলিত হন না অথবা শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা সম্বন্ধে কোন রকম সন্দেহ প্রকাশ করেন না, কিন্তু অনার্যেরা এবং আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষেরা *ভগবদ্গীতার* এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* নির্দেশ পালন করতে পারে না। তার কারণ তারা অন্য জীবের জীবনের বিনিময়ে তাদের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের শিক্ষা লাভ করেছে। *নূনং প্রমত্তঃ কুরুতে বিকর্ম*—তাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য সব রকম নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হওয়া। *যদ্ ইন্দ্রিয়প্রীতয় আপৃণোতি*—তারা এইভাবে বিপথগামী হয় কারণ তারা তাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করতে চায়। তাদের অন্য কোন বৃত্তি বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। পূর্ববর্তী শ্লোকে তাদের এই প্রকার সভ্যতার নিন্দা করা হয়েছে। *কঃ ক্ষেমো নিজপরয়োঃ কিয়ান্ বার্থঃ স্বপরদ্রুহা ধর্মেণ*—"যে সভ্যতায় অন্যদের হত্যা করা হয়, সেই সভ্যতার কি প্রয়োজন?"

তাই এই শ্লোকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, সকলেই যেন আর্য সভ্যতার অনুগামী হয়ে ভগবানের নির্দেশ পালন করেন। মানুষের কর্তব্য ভগবানের নির্দেশ অনুসারে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় কার্যকলাপ অনুষ্ঠান করা। আমরা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের আদর্শে একটি সমাজ গড়ে তোলার চেষ্টা করছি। এটিই কৃষ্ণভাবনামৃতের অর্থ। তাই আমরা *ভগবদ্গীতার* জ্ঞান যথাযথভাবে উপস্থাপন করছি এবং সব রকম মনগড়া জল্পনা-কল্পনা ঝেঁটিয়ে বিদায় করছি। মূর্খ এবং পাষণ্ডেরা *ভগবদ্গীতার* মনগড়া অর্থ তৈরি করে। শ্রীকৃষ্ণ যখন বলেন, *মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু*—"সর্বদা আমার কথা চিন্তা কর, আমার ভক্ত হও, আমার পূজা কর এবং আমাকে নমস্কার কর"—তার কদর্থ করে তারা বলে কৃষ্ণের শরণাগত হতে হবে না। এইভাবে তারা *ভগবদ্গীতার* মনগড়া অর্থ তৈরি করে। কিন্তু এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সমগ্র মানব-সমাজের কল্যাণের জন্য *ভগবদ্গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* নির্দেশ অনুসারে নিষ্ঠা সহকারে ভাগবত-ধর্ম পালন করছে। যারা তাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য *ভগবদ্গীতার* কদর্থ করে, তারা অনার্য। তাই সেই ধরনের মানুষদের দেওয়া *ভগবদ্গীতার* ভাষ্য তৎক্ষণাৎ বর্জন করা উচিত। *ভগবদ্গীতার* উপদেশ যথাযথভাবে পালন করার চেষ্টা করা উচিত। *ভগবদ্গীতায়* (১২/৬-৭) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥

"হে পার্থ, যারা সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণ করে, মৎপরায়ণ হয়ে অনন্য ভক্তিযোগের দ্বারা আমার উপাসনা ও ধ্যান করে, সেই সমস্ত ভক্তদের আমি মৃত্যুময় সংসার-সাগর থেকে অচিরেই উদ্ধার করি।"

শ্লোক ৪৪

ন হি ভগবন্নঘটিতমিদং
ত্বদ্দর্শনান্নৃণামখিলপাপক্ষয়ঃ ।
যন্নামসকৃচ্ছ্রবণাৎ
পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ ॥ ৪৪ ॥

ন—না; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **ভগবন্**—হে ভগবান; **অঘটিতম্**—যা কখনও ঘটেনি; **ইদম্**—এই; **ত্বৎ**—আপনার; **দর্শনাৎ**—দর্শনের দ্বারা; **নৃণাম্**—সমস্ত মানুষের; **অখিল**—সমস্ত; **পাপ**—পাপের; **ক্ষয়ঃ**—ক্ষয়; **যৎ-নাম**—যাঁর নাম; **সকৃৎ**—কেবল একবার মাত্র; **শ্রবণাৎ**—শ্রবণের ফলে; **পুক্কশঃ**—অত্যন্ত নিকৃষ্ট চণ্ডাল; **অপি**—ও; **বিমুচ্যতে**—মুক্ত হয়; **সংসারাৎ**—সংসার-বন্ধন থেকে।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনার দর্শনে যে মানুষের অখিল পাপ নাশ হয়, তা অসম্ভব নয়। আপনার দর্শনের কি কথা, কেবল একবার মাত্র আপনার পবিত্র নাম শ্রবণ করলে, সব চাইতে নিকৃষ্ট চণ্ডাল পর্যন্ত জড় জগতের সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হয়। অতএব, আপনাকে দর্শন করে কে না জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হবে?

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (৯/৫/১৬) বর্ণনা করা হয়েছে, *যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্মলঃ*—কেবলমাত্র ভগবানের পবিত্র নাম শ্রবণের ফলে মানুষ তৎক্ষণাৎ নির্মল হয়ে যায়। অতএব এই কলিযুগে যখন সকলেই অত্যন্ত কলুষিত, তখন ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তনই ভববন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায় বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

"কলহ এবং কপটতার এই যুগে উদ্ধার লাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন। এ ছাড়া আর কোন গতি নেই, আর কোন গতি নেই, আর কোন গতি নেই।"(*বৃহন্নারদীয় পুরাণ*) আজ থেকে প্রায় পাঁচ শত বছর আগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই নাম সংকীর্তন প্রবর্তন করেছেন এবং এখন কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যাদের সব চাইতে নিম্নস্তরের মানুষ বলে মনে করা হত, তারা ভগবানের এই পবিত্র নাম শ্রবণ করার ফলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হচ্ছে। পাপকর্মের পরিণাম সংসার। এই জড় জগতে সকলেই অত্যন্ত অধঃপতিত, তবু কারাগারে যেমন বিভিন্ন স্তরের কয়েদি রয়েছে, তেমনই এই জগতেও বিভিন্ন স্তরের মানুষ রয়েছে। জীবনের সমস্ত পরিস্থিতিতে, তারা সকলেই দুঃখকষ্ট ভোগ করছে। এই সংসার-দুঃখ দূর করতে হলে, হরিনাম সংকীর্তনরূপ হরেকৃষ্ণ আন্দোলন বা কৃষ্ণভাবনাময় জীবন অবলম্বন করতে হবে।

এখানে বলা হয়েছে, *যন্নামসকৃচ্ছ্রবণাৎ*—ভগবানের পবিত্র নাম এতই শক্তিশালী যে, তা নিরপরাধে একবার মাত্র শ্রবণ করার ফলে, সব চাইতে নিকৃষ্ট স্তরের মানুষেরাও (*কিরাত-হূণান্ধ্র-পুলিন্দ-পুক্কশাঃ*) পর্যন্ত পবিত্র হয়ে যায়। এই ধরনের মানুষদের, যাদের বলা হয় চণ্ডাল, তারা শূদ্রদের থেকেও অধম, কিন্তু তারাও পর্যন্ত ভগবানের পবিত্র নাম শ্রবণ করার ফলে নির্মল হতে পারে, অতএব ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শনের আর কি কথা। আমরা আমাদের বর্তমান স্থিতিতে মন্দিরে শ্রীবিগ্রহরূপে ভগবানকে দর্শন করতে পারি। ভগবানের শ্রীবিগ্রহ ভগবান থেকে অভিন্ন। যেহেতু আমরা আমাদের জড় চক্ষুর দ্বারা ভগবানকে দর্শন করতে পারি না, তাই ভগবান কৃপা করে নিজেকে এমনভাবে প্রকাশ করেছেন যাতে আমরা তাঁকে দর্শন করতে পারি। তাই মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে জড় পদার্থ বলে মনে করা উচিত নয়। শ্রীবিগ্রহকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে, ভোগ নিবেদন করে সেবা করার ফলে, বৈকুণ্ঠে সাক্ষাৎভাবে ভগবানের সেবা করার ফল লাভ করা যায়।

শ্লোক ৪৫

অথ ভগবন্ বয়মধুনা
ত্বদবলোকপরিমৃষ্টাশয়মলাঃ ।
সুরঋষিণা যৎ কথিতং
তাবকেন কথমন্যথা ভবতি ॥ ৪৫ ॥

অথ—অতএব; **ভগবন্**—হে ভগবান; **বয়ম্**—আমরা; **অধুনা**—এখন; **ত্বৎ-অবলোক**—আপনাকে দর্শনের দ্বারা; **পরিমৃষ্ট**—ধৌত হয়েছে; **আশয়-মলাঃ**—হৃদয়ের কলুষিত বাসনা; **সুর-ঋষিণা**—দেবর্ষি নারদের দ্বারা; **যৎ**—যা; **কথিতম্**—উক্ত; **তাবকেন**—যিনি আপনার ভক্ত; **কথম্**—কিভাবে; **অন্যথা**—অন্যথা; **ভবতি**—হতে পারে।

অনুবাদ

অতএব, হে ভগবান, আপনাকে দর্শন করেই আমার অন্তরের সমস্ত পাপ এবং তার ফলস্বরূপ জড় আসক্তি ও কামবাসনা অপসারিত হয়েছে। আপনার ভক্ত দেবর্ষি নারদ যা বলেছিলেন তার কখনও অন্যথা হতে পারে না। অর্থাৎ তাঁর শিক্ষার ফলেই আমি আপনার দর্শন পেলাম।

তাৎপর্য

এটিই আদর্শ পন্থা। নারদ, ব্যাস, অসিত প্রমুখ মহাজনদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত এবং তাঁদের আদর্শ অনুসরণ করা উচিত। তা হলে স্বচক্ষে ভগবানকে দর্শন করা যাবে। সেই জন্য কেবল শিক্ষার প্রয়োজন। *অতঃ শ্রীকৃষ্ণ-নামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।* জড় চক্ষুর দ্বারা এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানকে উপলব্ধি করা যায় না, কিন্তু আমরা যদি মহাজনদের উপদেশ অনুসারে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করি, তা হলে আমাদের পক্ষে তাঁকে দর্শন করা সম্ভব হবে। ভগবানকে দর্শন করা মাত্রই অন্তরের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়ে যায়।

শ্লোক ৪৬

বিদিতমনন্ত সমস্তং
তব জগদাত্মনো জনৈরিহাচরিতম্ ।
বিজ্ঞাপ্যং পরমগুরোঃ
কিয়দিব সবিতুরিব খদ্যোতৈঃ ॥ ৪৬ ॥

বিদিতম্—সুবিদিত; **অনন্ত**—হে অনন্ত; **সমস্তম্**—সব কিছু; **তব**—আপনাকে; **জগৎ-আত্মনঃ**—যিনি সমস্ত জীবের পরমাত্মা; **জনৈঃ**—জনসমূহ বা সমস্ত জীবের দ্বারা; **ইহ**—এই জড় জগতে; **আচরিতম্**—অনুষ্ঠিত; **বিজ্ঞাপ্যম্**—প্রকাশনীয়;

পরম-গুরোঃ—পরম গুরু ভগবানকে; কিয়ৎ—কতখানি; ইব—নিশ্চিতভাবে; সবিতুঃ—সূর্যকে; ইব—সদৃশ; খদ্যোতৈঃ—জোনাকির দ্বারা।

অনুবাদ

হে অনন্ত, এই সংসারে জীবেরা যা আচরণ করে তা আপনার সুবিদিত, কারণ আপনি পরমাত্মা। সূর্যের উপস্থিতিতে জোনাকি পোকা যেমন কিছুই প্রকাশ করতে পারে না, তেমনই, আপনি যেহেতু সব কিছুই জানেন, তাই আপনার উপস্থিতিতে আমার পক্ষে জানাবার মতো কিছুই নেই।

শ্লোক ৪৭

নমস্তুভ্যং ভগবতে
　　সকলজগৎস্থিতিলয়োদয়েশায় ।
দুরবসিতাত্মগতয়ে
　　কুযোগিনাং ভিদা পরমহংসায় ॥ ৪৭ ॥

নমঃ—নমস্কার; তুভ্যম্—আপনাকে; ভগবতে—হে ভগবান; সকল—সমস্ত; জগৎ—জগতের; স্থিতি—পালন; লয়—বিনাশ; উদয়—এবং সৃষ্টির; ঈশায়—পরমেশ্বরকে; দুরবসিত—জানা অসম্ভব; আত্ম-গতয়ে—যাঁর স্বীয় স্থিতি; কুযোগিনাম্—যারা ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের প্রতি আসক্ত; ভিদা—ভেদ ভাবের দ্বারা; পরম-হংসায়—পরম পবিত্রকে।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি সমস্ত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কর্তা, কিন্তু যারা অত্যন্ত বিষয়াসক্ত এবং সর্বদা ভেদ দৃষ্টি সমন্বিত, আপনাকে দর্শন করার চক্ষু তাদের নেই। তারা আপনার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হতে পারে না, এবং তাই তারা মনে করে যে, এই জড় জগৎ আপনার ঐশ্বর্য থেকে স্বতন্ত্র। হে ভগবান, আপনি পরম পবিত্র এবং ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ। তাই আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

নাস্তিকেরা মনে করে যে, জড় পদার্থের আকস্মিক সমন্বয়ের ফলে এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, এবং ভগবান বলে কেউ নেই। জড়বাদী তথাকথিত বৈজ্ঞানিক এবং নাস্তিক দার্শনিকেরা সর্বদা সৃষ্টির ব্যাপারে ভগবানের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করতে

চায় না। তারা ঘোর জড়বাদী বলে তাদের কাছে ভগবানের সৃষ্টির তত্ত্ব জানা অসম্ভব। পরমেশ্বর ভগবান পরমহংসে বা পরম পবিত্র, কিন্তু ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হওয়ার ফলে যারা পাপী, এবং তাই গর্দভের মতো জড়-জাগতিক কার্যকলাপে সর্বদা ব্যস্ত থাকে, তারা সব চাইতে নিকৃষ্ট স্তরের মানুষ। নাস্তিক মনোভাবের জন্য তাদের তথাকথিত সমস্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন। তাই তারা ভগবানকে জানতে পারে না।

শ্লোক ৪৮

যং বৈ শ্বসন্তমনু বিশ্বসৃজঃ শ্বসন্তি
যং চেকিতানমনু চিত্তয় উচ্চকন্তি ।
ভূমণ্ডলং সর্ষপায়তি যস্য মূর্ধ্নি
তস্মৈ নমো ভগবতেঽস্তু সহস্রমূর্ধ্নে ॥ ৪৮ ॥

যম্—যাঁকে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **শ্বসন্তম্**—প্রয়াস করে; **অনু**—পরে; **বিশ্ব-সৃজঃ**—জড় সৃষ্টির অধ্যক্ষগণ; **শ্বসন্তি**—চেষ্টা করেন; **যম্**—যাঁকে; **চেকিতানম্**—দর্শন করে; **অনু**—পরে; **চিত্তয়ঃ**—সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়; **উচ্চকন্তি**—উপলব্ধি করে; **ভূমণ্ডলম্**—বিশাল ব্রহ্মাণ্ড; **সর্ষপায়তি**—সর্ষপের মতো; **যস্য**—যাঁর; **মূর্ধ্নি**—মস্তকে; **তস্মৈ**—তাঁকে; **নমঃ**—নমস্কার; **ভগবতে**—ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবানকে; **অস্তু**—হোক; **সহস্র-মূর্ধ্নে**—সহস্র ফণাবিশিষ্ট।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি চেষ্টা যুক্ত হলে তারপর ব্রহ্মা, ইন্দ্র আদি জড় জগতের অন্যান্য অধ্যক্ষেরা তাঁদের নিজ নিজ কার্যে যুক্ত হন। জড়া প্রকৃতিকে আপনি দর্শন করার পর জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি অনুভব করতে শুরু করে। আপনার শিরোদেশে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সর্ষপের মতো বিরাজ করে। সেই সহস্রশীর্ষ ভগবান আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ৪৯

শ্রীশুক উবাচ

সংস্তুতো ভগবানেবমনন্তস্তমভাষত ।
বিদ্যাধরপতিং প্রীতশ্চিত্রকেতুং কুরূদ্বহ ॥ ৪৯ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **সংস্তুতঃ**—পূজিত হয়ে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **এবম্**—এইভাবে; **অনন্তঃ**—অনন্তদেব; **তম্**—তাঁকে; **অভাষত**—উত্তর দিয়েছিলেন; **বিদ্যাধর-পতিম্**—বিদ্যাধরদের রাজা; **প্রীতঃ**—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **চিত্রকেতুম্**—রাজা চিত্রকেতুকে; **কুরু-উদ্বহ**—হে কুরুশ্রেষ্ঠ মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে কুরুশ্রেষ্ঠ মহারাজ পরীক্ষিৎ, বিদ্যাধরপতি চিত্রকেতুর স্তবে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে ভগবান অনন্তদেব তাঁকে বলেছিলেন।

শ্লোক ৫০

শ্রীভগবানুবাচ

যন্নারদাঙ্গিরোভ্যাং তে ব্যাহৃতং মেঽনুশাসনম্ ।
সংসিদ্ধোঽসি তয়া রাজন্ বিদ্যয়া দর্শনাচ্চ মে ॥ ৫০ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—শ্রীভগবান সঙ্কর্ষণ উত্তর দিলেন; **যৎ**—যা; **নারদ-অঙ্গিরোভ্যাম্**—নারদ ও অঙ্গিরা ঋষিদ্বয়ের দ্বারা; **তে**—তোমাকে; **ব্যাহৃতম্**—বলেছেন; **মে**—আমার; **অনুশাসনম্**—আরাধনা; **সংসিদ্ধঃ**—সর্বতোভাবে সিদ্ধ; **অসি**—হও; **তয়া**—তার দ্বারা; **রাজন্**—হে রাজন্; **বিদ্যয়া**—মন্ত্র; **দর্শনাৎ**—প্রত্যক্ষ দর্শনের ফলে; **চ**—ও; **মে**—আমার।

অনুবাদ

ভগবান অনন্তদেব বললেন—হে রাজন্, দেবর্ষি নারদ এবং অঙ্গিরা তোমাকে আমার সম্বন্ধে যে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিয়েছেন, সেই দিব্য জ্ঞানের ফলে এবং আমার দর্শন প্রভাবে তুমি সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয়েছ।

তাৎপর্য

ভগবানের অস্তিত্ব এবং কিভাবে তিনি জগতের সৃষ্টি, পালন এবং সংহার-কার্য সাধন করেন, সেই দিব্য জ্ঞান লাভের ফলেই মানব-জীবনের সিদ্ধি লাভ হয়। কেউ যখন পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেন, তখন তিনি নারদ, অঙ্গিরা এবং তাঁদের পরম্পরায় সিদ্ধ মহাত্মাদের সঙ্গ প্রভাবে ভগবৎ-প্রেম লাভ করতে পারেন। তখন অনন্ত ভগবানকে সাক্ষাৎভাবে দর্শন করা যায়। ভগবান যদিও অনন্ত, তবু তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তিনি তাঁর ভক্তের গোচরীভূত হন, এবং ভক্ত তখন তাঁকে

সাক্ষাৎভাবে দর্শন করতে পারেন। আমাদের বর্তমান বদ্ধ জীবনে আমরা ভগবানকে দর্শন করতে পারি না বা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি না।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥

"শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ এবং লীলা কেউই তার জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করতে পারে না। কেবল যখন কেউ ভগবানের প্রেমময়ী সেবার দ্বারা চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হন, তখন ভগবানের দিব্য নাম, রূপ, গুণ এবং লীলা তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়।" (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১/২/২৩৪)। কেউ যদি নারদ মুনি এবং তাঁর প্রতিনিধির নির্দেশ অনুসারে আধ্যাত্মিক জীবন গ্রহণ করেন এবং তাঁর সেবায় যুক্ত হন, তখন তিনি সাক্ষাৎভাবে ভগবানকে দর্শন করার যোগ্যতা অর্জন করেন। ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৮) বলা হয়েছে—

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি ।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"ভক্তেরা প্রেমরূপ অঞ্জনের দ্বারা রঞ্জিত নয়নে সর্বদা যাঁকে দর্শন করেন, আমি সেই আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি। ভক্ত তাঁর হৃদয়ে ভগবানের শাশ্বত শ্যামসুন্দর স্বরূপে তাঁকে দর্শন করেন।" মানুষের কর্তব্য শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ পালন করা। তার ফলে যোগ্যতা অর্জন করে ভগবানকে দর্শন করা যায়, মহারাজ চিত্রকেতুর দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আমরা যা এখানে দেখতে পেয়েছি।

শ্লোক ৫১

অহং বৈ সর্বভূতানি ভূতাত্মা ভূতভাবনঃ ।
শব্দব্রহ্ম পরং ব্রহ্ম মমোভে শাশ্বতী তনূ ॥ ৫১ ॥

অহম্—আমি; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **সর্ব-ভূতানি**—জীবাত্মাদের বিভিন্ন রূপে বিস্তার করে; **ভূত-আত্মা**—সমস্ত জীবের পরমাত্মা (পরম পরিচালক এবং তাদের ভোক্তা); **ভূত-ভাবনঃ**—সমস্ত জীবের প্রকাশের কারণ; **শব্দ-ব্রহ্ম**—দিব্য শব্দ (হরেকৃষ্ণ মন্ত্র); **পরম্-ব্রহ্ম**—পরম সত্য; **মম**—আমার; **উভে**—উভয় (যথা, শব্দব্রহ্ম এবং পরমব্রহ্ম); **শাশ্বতী**—নিত্য; **তনূ**—দুটি শরীর।

অনুবাদ

স্থাবর এবং জঙ্গম সমস্ত জীব আমারই প্রকাশ, এবং তারা আমার থেকে ভিন্ন। আমিই সমস্ত জীবের পরমাত্মা, এবং আমি প্রকাশ করি বলে তাদের অস্তিত্ব রয়েছে। আমিই ওঁকার এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্ররূপে শব্দব্রহ্ম, এবং আমিই পরমব্রহ্ম। আমার এই দুটি রূপ—যথা শব্দব্রহ্ম এবং বিগ্রহরূপে আমার সচ্চিদানন্দঘন তনু আমার শাশ্বত স্বরূপ; সেগুলি জড় নয়।

তাৎপর্য

নারদ এবং অঙ্গিরা চিত্রকেতুকে ভগবদ্ভক্তির বিজ্ঞান উপদেশ দিয়েছিলেন। এখন, চিত্রকেতু তাঁর ভক্তির প্রভাবে ভগবানকে দর্শন করেছেন। ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের ফলে ক্রমশ উন্নতি সাধন করে কেউ যখন ভগবৎ-প্রেম লাভ করেন (*প্রেমা পুমর্থো মহান্*), তখন তিনি সর্বক্ষণ ভগবানকে দর্শন করেন। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে, কেউ যখন শ্রীগুরুদেবের উপদেশ অনুসারে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন (*তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্*), তখন তাঁর ভক্তিতে ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হন। তখন অন্তরের অন্তঃস্থলে বিরাজমান ভগবান সেই ভক্তের সঙ্গে কথা বলেন (*দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে*)। মহারাজ চিত্রকেতুকে প্রথমে তাঁর গুরুদেব অঙ্গিরা এবং নারদ মুনি উপদেশ দিয়েছিলেন, এবং এখন তাঁদের উপদেশ অনুসরণ করার ফলে তিনি প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে দর্শন করার স্তর প্রাপ্ত হয়েছেন। তাই ভগবান এখন তাঁকে দিব্য জ্ঞানের সারমর্ম উপদেশ দিচ্ছেন।

জ্ঞানের সারমর্ম হচ্ছে যে দুই প্রকার বস্তু রয়েছে। একটি বাস্তব এবং অন্যটি মায়িক বা ক্ষণস্থায়ী হওয়ার ফলে অবাস্তব। এই দুটি অস্তিত্বই বোঝা উচিত। প্রকৃত তত্ত্ব ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/১১) বলা হয়েছে—

> *বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্ ।*
> *ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥*

"যা অদ্বয় জ্ঞান, অর্থাৎ এক এবং অদ্বিতীয় বাস্তব বস্তু, জ্ঞানীগণ তাকেই পরমার্থ বলেন। সেই তত্ত্ববস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান—এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত বা কথিত হন।" পরম সত্য এই তিনরূপে নিত্য বিরাজমান। অতএব ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান একত্রে বাস্তব বস্তু।

অবাস্তব বস্তুর দুটি ধারা—কর্ম এবং বিকর্ম। কর্ম বলতে সেই পুণ্যকর্ম বা শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে অনুষ্ঠিত কর্ম, যা দিনের বেলা জাগ্রত অবস্থায় এবং রাত্রে স্বপ্নে অনুষ্ঠিত হয়। এগুলি অস্বাভাবিক বাঞ্ছিত কর্ম। কিন্তু বিকর্ম হচ্ছে মায়িক কার্যকলাপ, যা অনেকটা আকাশ-কুসুমের মতো। এই সমস্ত কার্যকলাপের কোন অর্থ নেই। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা কল্পনা করছে যে, রাসায়নিক পদার্থের সমন্বয়ের ফলে জীবনের উদ্ভব হয়েছে এবং তারা পৃথিবীর সর্বত্র তাদের গবেষণাগারে তা প্রমাণ করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে, যদিও ইতিহাসে জড় পদার্থ থেকে জীবন সৃষ্টি করার কোন নজির কখনও দেখা যায়নি। এই প্রকার কার্যকলাপকে বলা হয় বিকর্ম।

সমস্ত জড়-জাগতিক কার্যকলাপই প্রকৃতপক্ষে মায়িক এবং মায়িক উন্নতি কেবল সময়ের অপচয় মাত্র। এই সমস্ত মায়িক কার্যকলাপকে বলা হয় অকার্য, এবং ভগবানের উপদেশের মাধ্যমে তা জানা অবশ্য কর্তব্য। ভগবদ্গীতায় (৪/১৭) বলা হয়েছে—

কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যং চ বিকর্মণঃ ।
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ ॥

"কর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন। তাই কর্ম, বিকর্ম এবং অকর্ম সম্বন্ধে যথাযথভাবে জানা কর্তব্য।" ভগবানের কাছ থেকে তা জানা অবশ্য কর্তব্য, যিনি অনন্তদেব রূপে মহারাজ চিত্রকেতুকে এই উপদেশ দিচ্ছেন, কারণ নারদ এবং অঙ্গিরার উপদেশ অনুসরণ করে চিত্রকেতু ভগবদ্ভক্তির উন্নত স্তর প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

এখানে বলা হয়েছে অহং বৈ সর্বভূতানি—জীব এবং জড় পদার্থ সহ ভগবানই সব কিছু (সর্ব-ভূতানি)। ভগবদ্গীতায় (৭/৪-৫) ভগবান বলেছেন—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥

"ভূমি, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার—এই অষ্ট প্রকারে আমার ভিন্না জড়া প্রকৃতি বিভক্ত। হে মহাবাহো, এই নিকৃষ্টা প্রকৃতি ব্যতীত আমার আর একটি উৎকৃষ্টা প্রকৃতি রয়েছে। সেই প্রকৃতি চৈতন্য-স্বরূপা ও জীবভূতা; সেই শক্তি থেকে সমস্ত জীব নিঃসৃত হয়ে এই জড় জগৎকে ধারণ করে আছে।" জীব জড় জগতের উপর আধিপত্য করতে চায়, কিন্তু চিৎস্ফুলিঙ্গ জীব এবং জড়

পদার্থ উভয়ই ভগবানেরই শক্তির প্রকাশ। তাই ভগবান বলেছেন, *অহং বৈ সর্বভূতানি*—"আমিই সব কিছু।" তাপ এবং আলোক যেমন অগ্নি থেকে উদ্ভূত হয়, তেমনই এই দুটি শক্তি—জড় পদার্থ এবং জীব ভগবান থেকে উদ্ভূত। তাই ভগবান বলেছেন, *অহং বৈ সর্বভূতানি*—"আমিই জড় এবং চেতনরূপে নিজেকে বিস্তার করি।"

পুনরায়, ভগবান পরমাত্মারূপে জড়া প্রকৃতির দ্বারা বদ্ধ জীবদের পরিচালিত করেন। তাই তাঁকে বলা হয়েছে *ভূতাত্মা ভূতভাবনঃ*। তিনিই জীবদের বুদ্ধি প্রদান করেন, যার দ্বারা তারা তাদের পরিস্থিতির উন্নতি সাধন করে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে, আর তারা যদি ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে না চায়, তা হলে ভগবান তাদের বুদ্ধি প্রদান করেন, যার দ্বারা তারা তাদের জড়-জাগতিক পরিস্থিতির উন্নতি সাধন করতে পারে। সেই কথা ভগবদ্গীতায় (১৫/১৫) ভগবান স্বয়ং প্রতিপন্ন করেছেন, *সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*—"আমি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করি, এবং আমার থেকেই স্মৃতি, জ্ঞান ও বিস্মৃতি আসে।" ভগবান জীবের অন্তরে তাকে বুদ্ধি প্রদান করেন, যার দ্বারা সে কর্ম করতে পারে। তাই পূর্ববর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে যে, ভগবান প্রচেষ্টা করার পর আমাদের প্রচেষ্টা শুরু হয়। আমরা স্বতন্ত্রভাবে প্রচেষ্টা করতে পারি না অথবা কার্য করতে পারি না। তাই ভগবান হচ্ছেন *ভূতভাবনঃ*।

এই শ্লোকে জ্ঞানের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়েছে যে, শব্দব্রহ্মও ভগবানেরই একটি রূপ। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের নিত্য আনন্দময় রূপকে পরমব্রহ্ম বলে স্বীকার করেছেন। জীব বদ্ধ অবস্থায় মায়াকে বাস্তব বস্তু বলে গ্রহণ করেছে। একে বলা হয় অবিদ্যা। তাই বৈদিক নির্দেশ অনুসারে মানুষের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে ভগবদ্ভক্ত হওয়া এবং অবিদ্যা ও বিদ্যার পার্থক্য নিরূপণ করা, যা ঈশোপনিষদে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। কেউ যখন প্রকৃতপক্ষে বিদ্যার স্তরে থাকেন, তখন তিনি শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, সংকর্ষণ ইত্যাদিরূপে ভগবানের সবিশেষ রূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। বৈদিক জ্ঞানকে পরমেশ্বর ভগবানের নিঃশ্বাস বলে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং বৈদিক জ্ঞানের ভিত্তিতে কার্য শুরু হয়। তাই ভগবান বলেছেন যখন তিনি প্রয়াস করেন বা নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, তখন ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়, এবং ক্রমশ বিভিন্ন কার্যকলাপের প্রকাশ হয়। ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন, *প্রণবঃ সর্ববেদেষু*—"আমি সমস্ত বৈদিক মন্ত্রের মধ্যে ওঁকার। প্রণব বা ওঁকাররূপ দিব্য শব্দতরঙ্গ উচ্চারণের মাধ্যমে বৈদিক জ্ঞান শুরু হয়। সেই দিব্য শব্দতরঙ্গ হচ্ছে—**হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম**

হরে রাম রাম রাম হরে হরে। অভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ—ভগবানের পবিত্র নাম এবং স্বয়ং ভগবানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

শ্লোক ৫২

লোকে বিততমাত্মানং লোকং চাত্মনি সন্ততম্ ।
উভয়ং চ ময়া ব্যাপ্তং ময়ি চৈবোভয়ং কৃতম্ ॥ ৫২ ॥

লোকে—এই জড় জগতে; **বিততম্**—ব্যাপ্ত (জড় সুখভোগের আশায়); **আত্মানম্**—জীব; **লোকম্**—জড় জগৎ; **চ**—ও; **আত্মনি**—জীবে; **সন্ততম্**—ব্যাপ্ত; **উভয়ম্**—উভয় (জড় জগৎ এবং জীব); **চ**—এবং; **ময়া**—আমার দ্বারা; **ব্যাপ্তম্**—ব্যাপ্ত; **ময়ি**—আমাতে; **চ**—ও; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **উভয়ম্**—উভয়ই; **কৃতম্**—রচিত।

অনুবাদ

বদ্ধ জীব এই জড় জগৎকে সুখভোগের সাধন বলে মনে করে এই জড় জগতে ভোক্তারূপে ব্যাপ্ত। তেমনই, জড় জগৎ জীবাত্মাতে ভোগ্যরূপে ব্যাপ্ত। কিন্তু যেহেতু তারা উভয়েই আমার শক্তি, তাই তারা আমার দ্বারা ব্যাপ্ত। পরমেশ্বররূপে আমি এই উভয় কার্যেরই কারণ। তাই জানা উচিত তারা উভয়েই আমাতে অবস্থিত।

তাৎপর্য

মায়াবাদীরা সব কিছুকেই ভগবান বা পরমব্রহ্মের সমান বলে মনে করে, এবং তাই তারা সব কিছুকেই পূজনীয় বলে দর্শন করে। তাদের এই ভয়ঙ্কর মতবাদটি সাধারণ মানুষকে নাস্তিকে পরিণত করেছে। এই মতবাদের বলে মানুষ নিজেদের ভগবান বলে মনে করে। কিন্তু তা সত্য নয়। ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে (*ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা*), প্রকৃত সত্য হচ্ছে সমগ্র জগৎ ভগবানের শক্তির বিস্তার, যা জড় পদার্থ এবং চেতন জীবরূপে প্রকাশিত হয়। ব্যক্তিগতভাবে জীবেরা মনে করে যে, জড় উপাদানগুলি তার ভোগের সামগ্রী, এবং তারা নিজেদের ভোক্তা বলে অভিমান করে। কিন্তু, তারা কেউই স্বতন্ত্র নয়; তারা উভয়েই ভগবানের শক্তি। জড়া প্রকৃতি এবং পরা প্রকৃতি উভয়েরই মূল কারণ হচ্ছেন ভগবান। যদিও ভগবানের শক্তি হচ্ছে মূল কারণ, কিন্তু তা বলে মনে করা উচিত নয় যে, ভগবান স্বয়ং বিভিন্নরূপে নিজেকে বিস্তার করেছেন। মায়াবাদীদের এই মতবাদকে বিকার

দিয়ে ভগবান স্পষ্টভাবে ভগবদ্‌গীতায় বলেছেন, মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ—"যদিও সমস্ত জীবেরা আমার মধ্যে স্থিত, কিন্তু আমি তাদের মধ্যে অবস্থিত নই।" সব কিছু তাঁকেই আশ্রয় করে বিরাজ করে এবং সব কিছুই তাঁর শক্তির বিস্তার, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সব কিছুই ভগবানের মতো পূজনীয়। জড় বিস্তার অনিত্য, কিন্তু ভগবান অনিত্য নন। জীবেরা ভগবানের বিভিন্ন অংশ, কিন্তু তারা স্বয়ং ভগবান নয়। এই জড় জগতে জীবেরা অচিন্ত্য নয়, কিন্তু ভগবান অচিন্ত্য। ভগবানের শক্তি ভগবানের বিস্তার বলে ভগবানেরই সমতুল্য, এই মতবাদটি ভ্রান্ত।

শ্লোক ৫৩-৫৪

যথা সুষুপ্তঃ পুরুষো বিশ্বং পশ্যতি চাত্মনি ।
আত্মানমেকদেশস্থং মন্যতে স্বপ্ন উত্থিতঃ ॥ ৫৩ ॥
এবং জাগরণাদীনি জীবস্থানানি চাত্মনঃ ।
মায়ামাত্রাণি বিজ্ঞায় তদ্‌দ্রষ্টারং পরং স্মরেৎ ॥ ৫৪ ॥

যথা—যেমন; **সুষুপ্তঃ**—নিদ্রিত; **পুরুষঃ**—ব্যক্তি; **বিশ্বম্**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড; **পশ্যতি**—দর্শন করে; **চ**—ও; **আত্মনি**—নিজের মধ্যে; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **এক-দেশস্থম্**—এক স্থানে শায়িত; **মন্যতে**—মনে করে; **স্বপ্নে**—স্বপ্নাবস্থায়; **উত্থিতঃ**—জেগে উঠে; **এবম্**—এইভাবে; **জাগরণ-আদীনি**—জাগ্রত আদি অবস্থা; **জীব-স্থানানি**—জীবের অস্তিত্বের বিভিন্ন অবস্থা; **চ**—ও; **আত্মনঃ**—ভগবানের; **মায়া-মাত্রাণি**—মায়াশক্তির প্রদর্শন; **বিজ্ঞায়**—জেনে; **তৎ**—তাদের; **দ্রষ্টারম্**—এই প্রকার অবস্থার স্রষ্টা বা দ্রষ্টা; **পরম্**—পরমেশ্বর; **স্মরেৎ**—সর্বদা স্মরণ করা উচিত।

অনুবাদ

কোন ব্যক্তি যখন গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হয়, তখন সে গিরি, নদী, এমন কি সমগ্র বিশ্ব দূরস্থ হলেও নিজের মধ্যে দর্শন করে, কিন্তু জেগে উঠলে দেখতে পায় যে, সে একটি মানুষরূপে তার শয্যায় এক স্থানে শায়িত রয়েছে। তখন সে নিজেকে কোন বিশেষ জাতি, পরিবার ইত্যাদির অন্তর্ভুক্তরূপে বিভিন্ন অবস্থায় দেখতে পায়। সুষুপ্তি, স্বপ্ন এবং জাগরণ—এই অবস্থাগুলি ভগবানেরই মায়া মাত্র। মানুষের সর্বদা মনে রাখা উচিত, এই সমস্ত অবস্থার আদি স্রষ্টা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, যিনি সেগুলির দ্বারা প্রভাবিত হন না।

তাৎপর্য

সুষুপ্তি, স্বপ্ন এবং জাগরণ—জীবের এই অবস্থাগুলির কোনটিই বাস্তব নয়। সেগুলি কেবল বদ্ধ জীবনের বিভিন্ন অবস্থার প্রদর্শন মাত্র। অনেক দূরে বহু পর্বত, নদী, বৃক্ষ, ব্যাঘ্র, সর্প আদি থাকতে পারে, কিন্তু স্বপ্নে সেগুলিকে নিকটে কল্পনা করা হয়। তেমনই, মানুষ যেমন রাত্রে সূক্ষ্ম স্বপ্ন দেখে, কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় সে জাতি, সমাজ, সম্পত্তি, গগনচুম্বী অট্টালিকা, ব্যাঙ্কের টাকা, পদ, সম্মান ইত্যাদি স্থূল স্বপ্নে মগ্ন থাকে। এইরূপ অবস্থায়, মানুষের মনে রাখা উচিত যে, তার এই স্থিতি হচ্ছে জড় জগতের সঙ্গে সংস্পর্শের ফলে। মানুষ বিভিন্ন জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় অবস্থিত, যেগুলি মায়ার সৃষ্টি এবং যা ভগবানের পরিচালনায় কার্যরত হয়। তাই পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম কর্তা, এবং জীবদের সেই আদি কর্তা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ রাখা উচিত। জীবরূপে আমরা প্রকৃতির তরঙ্গে ভেসে যাচ্ছি, যা ভগবানের নির্দেশনায় কার্য করে (*ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*)। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গেয়েছেন—*(মিছে) মায়ার বশে, যাচ্ছ ভেসে', খাচ্ছ হাবুডুবু, ভাই*। আমাদের একমাত্র কর্তব্য এই মায়ার একমাত্র পরিচালক শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করা। সেই জন্য শাস্ত্রে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, *হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্*—কেবল ভগবানের পবিত্র নাম ***হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে*** নিরন্তর কীর্তন করা কর্তব্য। পরমেশ্বর ভগবানকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান—এই তিনটি স্তরে উপলব্ধি করা যায়, কিন্তু ভগবান হচ্ছেন চরম উপলব্ধি। যিনি ভগবানকে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পেরেছেন, তিনিই হচ্ছেন আদর্শ মহাত্মা (*বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ*)। মনুষ্য-জীবনে ভগবানকে জানা কর্তব্য, কারণ তা হলে অন্য সব কিছুই জানা হয়ে যাবে। *যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বমেবং বিজ্ঞাতং ভবতি*। এই বৈদিক নির্দেশ অনুসারে, কেবল শ্রীকৃষ্ণকে জানার ফলে ব্রহ্ম, পরমাত্মা, প্রকৃতি, মায়াশক্তি, চিৎ-শক্তি এবং অন্য সব কিছু জানা হয়ে যায়। সব কিছুই প্রকাশিত হবে। জড়া প্রকৃতি ভগবানের নির্দেশনায় কার্য করে, এবং আমরা অর্থাৎ জীবেরা প্রকৃতির বিভিন্ন স্তরে ভেসে চলেছি। অধ্যাত্ম উপলব্ধির জন্য সর্বদা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করা কর্তব্য। পদ্মপুরাণে সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুঃ*—সর্বদা ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করা কর্তব্য। *বিস্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ*—আমাদের কখনও তাঁকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। এটিই জীবনের পরম সিদ্ধি।

শ্লোক ৫৫

যেন প্রসুপ্তঃ পুরুষঃ স্বাপং বেদাত্মনস্তদা ।
সুখং চ নির্গুণং ব্রহ্ম তমাত্মানমবেহি মাম্ ॥ ৫৫ ॥

যেন—যাঁর দ্বারা (পরমব্রহ্ম); **প্রসুপ্তঃ**—নিদ্রিত; **পুরুষঃ**—ব্যক্তি; **স্বাপম্**—স্বপ্নের বিষয়ে; **বেদ**—জানে; **আত্মনঃ**—নিজের; **তদা**—তখন; **সুখম্**—সুখ; **চ**—ও; **নির্গুণম্**—জড় পরিবেশের সম্পর্ক-রহিত; **ব্রহ্ম**—পরম চেতনা; **তম্**—তাঁকে; **আত্মানম্**—সর্বব্যাপ্ত; **অবেহি**—জেনো; **মাম্**—আমাকে।

অনুবাদ

যে সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মার মাধ্যমে নিদ্রিত ব্যক্তি তার স্বপ্নাবস্থা এবং অতীন্দ্রিয় সুখ জানতে পারে, আমাকেই সেই পরমব্রহ্ম বলে জেনো। অর্থাৎ, আমিই সুপ্ত জীবাত্মার কার্যকলাপের কারণ।

তাৎপর্য

জীব যখন অহঙ্কার থেকে মুক্ত হয়, তখন সে ভগবানের বিভিন্ন অংশ আত্মারূপে তার শ্রেষ্ঠ স্থিতি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। অতএব, ব্রহ্মের প্রভাবেই, সুপ্ত অবস্থাতেও জীব সুখ উপভোগ করতে পারে। ভগবান বলেছেন, "সেই ব্রহ্ম, সেই পরমাত্মা এবং সেই ভগবান আমিই।" শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর ক্রমসন্দর্ভ গ্রন্থে সেই কথা উল্লেখ করেছেন।

শ্লোক ৫৬

উভয়ং স্মরতঃ পুংসঃ প্রস্বাপপ্রতিবোধয়োঃ ।
অন্বেতি ব্যতিরিচ্যেত তজ্‌জ্ঞানং ব্রহ্ম তৎ পরম্ ॥ ৫৬ ॥

উভয়ম্—(নিদ্রিত এবং জাগ্রত) উভয় প্রকার চেতনা; **স্মরতঃ**—স্মরণ করে; **পুংসঃ**—পুরুষের; **প্রস্বাপ**—নিদ্রাকালীন চেতনার; **প্রতিবোধয়োঃ**—এবং জাগ্রত অবস্থার চেতনা; **অন্বেতি**—বিস্তৃত হয়; **ব্যতিরিচ্যেত**—অতিক্রম করতে পারে; **তৎ**—তা; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **ব্রহ্ম**—পরমব্রহ্ম; **তৎ**—তা; **পরম্**—দিব্য।

অনুবাদ

নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নে দৃষ্ট বিষয় যদি কেবল পরমাত্মাই দেখে থাকেন, তা হলে পরমাত্মা থেকে ভিন্ন জীবাত্মা কিভাবে সেই স্বপ্নের বিষয় স্মরণ রাখে? এক ব্যক্তির অভিজ্ঞতা অন্য ব্যক্তি বুঝতে পারে না। অতএব জ্ঞাতা জীব, যে স্বপ্ন

এবং জাগ্রত অবস্থার প্রকাশিত ঘটনাবলী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, সে কার্য থেকে পৃথক। সেই জ্ঞানই হচ্ছে ব্রহ্ম। অর্থাৎ, জানবার ক্ষমতা জীব এবং পরমাত্মা উভয়ের মধ্যে রয়েছে। অতএব জীবও স্বপ্ন এবং জাগ্রত অবস্থার অভিজ্ঞতা উপলব্ধি করতে পারে। উভয় স্তরেই জ্ঞাতা অপরিবর্তিত, এবং গুণগতভাবে পরমব্রহ্মের সঙ্গে এক।

তাৎপর্য

জীবাত্মা গুণগতভাবে পরম ব্রহ্মের সঙ্গে এক কিন্তু আয়তনগতভাবে এক নয়, কারণ জীব পরমব্রহ্মের অংশ। যেহেতু জীব গুণগতভাবে ব্রহ্ম, তাই সে বিগত স্বপ্নের কার্যকলাপ স্মরণ করতে পারে এবং বর্তমান জাগ্রত অবস্থার কার্যকলাপ জানতে পারে।

শ্লোক ৫৭

যদেতদ্বিস্মৃতং পুংসো মদ্ভাবং ভিন্নমাত্মনঃ ।
ততঃ সংসার এতস্য দেহাদ্দেহো মৃতের্মৃতিঃ ॥ ৫৭ ॥

যৎ—যা; **এতৎ**—এই; **বিস্মৃতম্**—ভুলে যায়; **পুংসঃ**—জীবের; **মদ্ভাবম্**—আমার চিন্ময় স্থিতি; **ভিন্নম্**—ভিন্ন; **আত্মনঃ**—পরমাত্মা থেকে; **ততঃ**—তা থেকে; **সংসারঃ**—জড় বদ্ধ জীবন; **এতস্য**—জীবের; **দেহাৎ**—এক দেহ থেকে; **দেহঃ**—আর এক দেহ; **মৃতেঃ**—এক মৃত্যু থেকে; **মৃতিঃ**—আর এক মৃত্যু ।

অনুবাদ

জীবাত্মা যখন নিজেকে আমার থেকে ভিন্ন বলে মনে করে, সচ্চিদানন্দময় স্বরূপে সে যে আমার সঙ্গে গুণগতভাবে এক তা বিস্মৃত হয়, তখন তার জড়-জাগতিক সংসার-জীবন শুরু হয়। অর্থাৎ, আমার সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার পরিবর্তে সে স্ত্রী, পুত্র, বিত্ত ইত্যাদি দৈহিক সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়। এইভাবে সে তার কর্মের প্রভাবে এক দেহ থেকে আর এক দেহে এবং এক মৃত্যু থেকে আর এক মৃত্যুতে পরিভ্রমণ করে।

তাৎপর্য

সাধারণত মায়াবাদী বা মায়াবাদ দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিরা নিজেদের ভগবান বলে মনে করে। সেটিই তাদের বদ্ধ জীবনের কারণ। সেই সম্বন্ধে বৈষ্ণব কবি জগদানন্দ পণ্ডিত তাঁর *প্রেমবিবর্তে* বলেছেন—

কৃষ্ণ-বহির্মুখ হঞা ভোগ-বাঞ্ছা করে ।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে ॥

জীব যখনই তার স্বরূপ বিস্মৃত হয় এবং ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা করে, তখন তার বদ্ধ জীবন শুরু হয়। জীব পরমব্রহ্মের সঙ্গে কেবল গুণগতভাবেই নয়, আয়তনগত ভাবেও যে এক, সেই ধারণাই বদ্ধ জীবনের কারণ। কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবান এবং জীবের পার্থক্য ভুলে যায়, তখন তার বদ্ধ জীবন শুরু হয়। বদ্ধ জীবন মানে এক দেহ ত্যাগ করে আর এক দেহ গ্রহণ করা এবং এক মৃত্যুর পর আর এক মৃত্যু বরণ করা। মায়াবাদীরা শিক্ষা দেয় তত্ত্বমসি, অর্থাৎ, "তুমিই ভগবান।" সে ভুলে যায় যে, তত্ত্বমসির তত্ত্ব সূর্যকিরণ সদৃশ জীবের তটস্থ অবস্থা সম্পর্কে প্রযোজ্য। সূর্যের তাপ এবং আলোক রয়েছে, এবং সূর্য-কিরণেরও তাপ এবং আলোক রয়েছে, সেই সূত্রে তারা গুণগতভাবে এক। কিন্তু ভুলে যাওয়া উচিত নয় সূর্যকিরণ সূর্যের উপর আশ্রিত। ভগবদ্গীতায় সেই সম্বন্ধে ভগবান বলেছেন, *ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্*—"আমি ব্রহ্মের উৎস।" সূর্য-মণ্ডলের উপস্থিতির ফলে সূর্যকিরণের মাহাত্ম্য। এমন নয় যে সর্বব্যাপ্ত সূর্যকিরণের ফলে সূর্যমণ্ডল মহত্বপূর্ণ হয়েছে। এই সত্য-বিস্মৃতি এবং বিভ্রান্তিকে বলা হয় মায়া। জীব তার নিজের স্বরূপ এবং ভগবানের স্বরূপ বিস্মৃত হওয়ার ফলে, মায়া বা সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই প্রসঙ্গে মধ্বাচার্য বলেছেন—

সর্বাভিন্নং পরাত্মানং বিস্মরন্ সংসরেদিহ ।
অভিন্নং সংস্মরন্ যাতি তমো নাত্রাত্র সংশয়ঃ ॥

যে মনে করে, জীব সর্বতোভাবে ভগবান থেকে অভিন্ন, সে যে অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

শ্লোক ৫৮

লব্ধ্বেহ মানুষীং যোনিং জ্ঞানবিজ্ঞানসম্ভবাম্ ।
আত্মানং যো ন বুধ্যেত ন ক্বচিৎ ক্ষেমমাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৮ ॥

লব্ধ্বা—লাভ করে; **ইহ**—এই জড় জগতে (বিশেষ করে এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে); **মানুষীম্**—মনুষ্য; **যোনিম্**—যোনি; **জ্ঞান**—বৈদিক শাস্ত্রজ্ঞান; **বিজ্ঞান**—এবং জীবনে সেই জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ; **সম্ভবাম্**—সম্ভাবনা; **আত্মানম্**—জীবের প্রকৃত স্বরূপ; **যঃ**—যে; **ন**—না; **বুধ্যেত**—বুঝতে পারে; **ন**—না; **ক্বচিৎ**—কখনও; **ক্ষেমম্**—জীবনে সাফল্য; **আপ্নুয়াৎ**—লাভ করতে পারে।

অনুবাদ

বৈদিক জ্ঞান এবং তার ব্যবহারিক প্রয়োগের দ্বারা মানুষ সিদ্ধি লাভ করতে পারে। পুণ্য ভারত-ভূমিতে যারা মনুষ্যজন্ম লাভ করেছে, তাদের পক্ষে তা বিশেষভাবে সম্ভব। এই প্রকার অনুকূল অবস্থা লাভ করা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তার আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না, সে স্বর্গলোকে উন্নীত হলেও পরম সিদ্ধি লাভ করতে পারে না।

তাৎপর্য

এই উক্তিটি *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (আদি ৯/৪১) প্রতিপন্ন হয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥

যাঁরা মনুষ্যজন্ম লাভ করেছেন, তাঁরা বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়নের মাধ্যমে এবং জীবনে সেই জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে পরম সিদ্ধি লাভ করতে পারেন। কেউ যখন সিদ্ধি লাভ করেন, তখন তিনি সমগ্র মানব-সমাজের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির জন্য সেবাকার্য সম্পাদন করতে পারেন। এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ পরোপকার।

শ্লোক ৫৯

স্মৃত্বেহায়াং পরিক্লেশং ততঃ ফলবিপর্যয়ম্।
অভয়ং চাপ্যনীহায়াং সঙ্কল্পাদ্বিরমেৎ কবিঃ॥ ৫৯॥

স্মৃত্বা—স্মরণ করে; **ঈহায়াম্**—কর্মফলের উদ্দেশ্যে কর্মক্ষেত্রে; **পরিক্লেশম্**—শক্তির ক্ষয় এবং দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা; **ততঃ**—তা থেকে; **ফল-বিপর্যয়ম্**—বাঞ্ছিত ফলের বিপরীত অবস্থা; **অভয়ম্**—অভয়; **চ**—ও; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **অনীহায়াম্**—যখন কর্মফলের কোন বাসনা থাকে না; **সঙ্কল্পাৎ**—জড় বাসনা থেকে; **বিরমেৎ**—বিরত হওয়া উচিত; **কবিঃ**—জ্ঞানীজন।

অনুবাদ

কর্মক্ষেত্রে সকাম কর্ম অনুষ্ঠান করার ফলে যে মহাক্লেশ প্রাপ্তি হয় সেই কথা মনে রেখে, এবং লৌকিক ও বৈদিক কাম্য কর্ম থেকে যে বিপরীত ফল লাভ

হয়, সেই কথা স্মরণ করে বুদ্ধিমান ব্যক্তি সকাম কর্মের বাসনা পরিত্যাগ করবেন, কারণ এই প্রকার প্রচেষ্টার ফলে জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। পক্ষান্তরে কেউ যদি নিষ্কামভাবে কর্ম করেন, অর্থাৎ ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তা হলে তিনি জড় জগতের সমস্ত ক্লেশ থেকে মুক্ত হয়ে জীবনের চরম সিদ্ধি লাভ করতে পারেন। সেই কথা স্মরণ করে জ্ঞানীজন জড় বাসনা পরিত্যাগ করবেন।

শ্লোক ৬০

সুখায় দুঃখমোক্ষায় কুর্বাতে দম্পতী ক্রিয়াঃ ।
ততোঽনিবৃত্তিরপ্রাপ্তির্দুঃখস্য চ সুখস্য চ ॥ ৬০ ॥

সুখায়—সুখের জন্য; **দুঃখ-মোক্ষায়**—দুঃখ থেকে মুক্তির জন্য; **কুর্বাতে**—অনুষ্ঠান করে; **দম্পতী**—পতি এবং পত্নী; **ক্রিয়াঃ**—কার্যকলাপ; **ততঃ**—তা থেকে; **অনিবৃত্তিঃ**—নিবৃত্তি হয় না; **অপ্রাপ্তিঃ**—লাভ হয় না; **দুঃখস্য**—দুঃখের; **চ**—ও; **সুখস্য**—সুখের; **চ**—ও।

অনুবাদ

পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েই সুখ লাভ এবং দুঃখ নিবৃত্তির জন্য নানা প্রকার কর্ম করে, কিন্তু তাদের সেই সমস্ত কার্যকলাপ সকাম বলে তা থেকে কখনও সুখ প্রাপ্তি হয় না এবং দুঃখের নিবৃত্তি হয় না। পক্ষান্তরে, সেগুলি মহা দুঃখেরই কারণ হয়।

শ্লোক ৬১-৬২

এবং বিপর্যয়ং বুদ্ধ্বা নৃণাং বিজ্ঞাভিমানিনাম্ ।
আত্মনশ্চ গতিং সূক্ষ্মাং স্থানত্রয়বিলক্ষণাম্ ॥ ৬১ ॥
দৃষ্টশ্রুতাভির্মাত্রাভির্নির্মুক্তঃ স্বেন তেজসা ।
জ্ঞানবিজ্ঞানসন্তৃপ্তো মদ্ভক্তঃ পুরুষো ভবেৎ ॥ ৬২ ॥

এবম্—এইভাবে; **বিপর্যয়ম্**—বিপরীত; **বুদ্ধ্বা**—উপলব্ধি করে; **নৃণাম্**—মানুষদের; **বিজ্ঞ-অভিমানিনাম্**—যারা নিজেদের অত্যন্ত বিজ্ঞ বলে অভিমান করে; **আত্মনঃ**—

আত্মার; চ—ও; গতিম্—প্রগতি; সূক্ষ্মাম্—বোঝা অত্যন্ত কঠিন; স্থান-ত্রয়—জীবনের তিনটি অবস্থা (সুষুপ্তি, স্বপ্ন এবং জাগরণ); বিলক্ষণাম্—তা ছাড়া; দৃষ্ট—প্রত্যক্ষ দর্শন; শ্রুতাভিঃ—অথবা মহাজনদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে হৃদয়ঙ্গম করার দ্বারা; মাত্রাভিঃ—বস্তুর থেকে; নির্মুক্তঃ—মুক্ত হয়ে; স্বেন—নিজে নিজে; তেজসা—বিবেকের বলে; জ্ঞান-বিজ্ঞান—জ্ঞান এবং জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের দ্বারা; সন্তুষ্টঃ—সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হয়ে; মদ্ভক্তঃ—আমার ভক্ত; পুরুষঃ—পুরুষ; ভবেৎ—হওয়া উচিত।

অনুবাদ

মানুষের বোঝা উচিত যে, যারা তাদের জড়-জাগতিক অভিজ্ঞতার গর্বে গর্বিত হয়ে কর্ম করে, তাদের জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তির অবস্থায় তাদের যে ধারণা তার বিপরীত ফল লাভ হয়। অধিকন্তু তাদের জানা উচিত যে, জড়বাদীর পক্ষে আত্মাকে জানা অত্যন্ত কঠিন, এবং তা এই সমস্ত অবস্থার অতীত। বিবেক বলে বর্তমান জীবনে এবং পরবর্তী জীবনে সমস্ত ফলের আশা পরিত্যাগ করা উচিত। এইভাবে দিব্য জ্ঞান লাভ করে এবং উপলব্ধি করে আমার ভক্ত হওয়া উচিত।

শ্লোক ৬৩

এতাবানেব মনুজৈর্যোগনৈপুণ্যবুদ্ধিভিঃ ।
স্বার্থঃ সর্বাত্মনা জ্ঞেয়ো যৎ পরাত্মৈকদর্শনম্ ॥ ৬৩ ॥

এতাবান্—এতখানি; এব—বস্তুতপক্ষে; মনুজৈঃ—মানুষের দ্বারা; যোগ—ভক্তিযোগের মাধ্যমে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পন্থার দ্বারা; নৈপুণ্য—নৈপুণ্য; বুদ্ধিভিঃ—বুদ্ধি সমন্বিত; স্ব-অর্থঃ—জীবনের চরম উদ্দেশ্য; সর্ব-আত্মনা—সর্বতোভাবে; জ্ঞেয়ঃ—জ্ঞেয়; যৎ—যা; পর—পরমেশ্বর ভগবানের; আত্ম—এবং আত্মার; এক—একত্ব; দর্শনম্—হৃদয়ঙ্গম করে।

অনুবাদ

যাঁরা জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধন করতে চান, তাঁদের কর্তব্য পূর্ণ এবং অশেষরূপে গুণগতভাবে এক পরমেশ্বর ভগবান এবং জীবের তত্ত্ব ভালভাবে নিরীক্ষণ করা। সেটিই জীবনের পরম পুরুষার্থ, তার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কোন পুরুষার্থ নেই।

শ্লোক ৬৪

ত্বমেতচ্ছ্রদ্ধয়া রাজন্নপ্রমত্তো বচো মম ।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো ধারয়ন্নাশু সিধ্যসি ॥ ৬৪ ॥

ত্বম্—তুমি; **এতৎ**—এই; **শ্রদ্ধয়া**—পরম শ্রদ্ধা সহকারে; **রাজন্**—হে রাজন্; **অপ্রমত্তঃ**—অন্য কোন সিদ্ধান্তের দ্বারা বিচলিত না হয়ে; **বচঃ**—উপদেশ; **মম**—আমার; **জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্নঃ**—জ্ঞান এবং বিজ্ঞান সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবগত হয়ে; **ধারয়ন্**—গ্রহণ করে; **আশু**—অতি শীঘ্র; **সিধ্যসি**—তুমি সিদ্ধি লাভ করবে।

অনুবাদ

হে রাজন্, তুমি যদি জড় সুখভোগের প্রতি অনাসক্ত হয়ে শ্রদ্ধা সহকারে আমার এই উপদেশ গ্রহণ কর, তা হলে জ্ঞান এবং বিজ্ঞান সম্পন্ন হয়ে আমাকে প্রাপ্ত হওয়ার পরম সিদ্ধি লাভ করবে।

শ্লোক ৬৫

শ্রীশুক উবাচ

আশ্বাস্য ভগবানিত্থং চিত্রকেতুং জগদ্গুরুঃ ।
পশ্যতস্তস্য বিশ্বাত্মা ততশ্চান্তর্দধে হরিঃ ॥ ৬৫ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **আশ্বাস্য**—আশ্বাস প্রদান করে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ইত্থম্**—এইভাবে; **চিত্রকেতুম্**—রাজা চিত্রকেতুকে; **জগৎ-গুরুঃ**—পরম গুরু; **পশ্যতঃ**—সমক্ষে; **তস্য**—তাঁর; **বিশ্বাত্মা**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পরমাত্মা; **ততঃ**—সেখান থেকে; **চ**—ও; **অন্তর্দধে**—অন্তর্হিত হয়েছিলেন; **হরিঃ**—ভগবান হরি।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—ভগবান জগদ্গুরু বিশ্বাত্মা সঙ্কর্ষণ এইভাবে চিত্রকেতুকে সিদ্ধি লাভের আশ্বাস প্রদান করে, তাঁর সমক্ষেই সেখান থেকে অন্তর্হিত হলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের 'ভগবানের সঙ্গে রাজা চিত্রকেতুর সাক্ষাৎকার' নামক ষোড়শ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

ষোড়শ অধ্যায়

ভগবানের সঙ্গে রাজা চিত্রকেতুর সাক্ষাৎকার

এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, চিত্রকেতু তাঁর মৃত পুত্রের মুখে তত্ত্ব-উপদেশ শ্রবণ করে যখন শোকমুক্ত হয়েছিলেন, তখন দেবর্ষি নারদ তাঁকে মন্ত্র দান করেন। সেই মন্ত্র জপ করে চিত্রকেতু সঙ্কর্ষণের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করেন।

জীবাত্মা নিত্য, তাই তার জন্ম-মৃত্যু নেই (*ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে*)। জীব কর্মফলের বশে পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, মানুষ, দেবতা প্রভৃতি নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করে। কিছুকালের জন্য সে পিতা অথবা পুত্ররূপে মিথ্যা সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে একটি বিশেষ শরীর লাভ করে। বন্ধু, আত্মীয় অথবা শত্রু প্রভৃতি এই জড় জগতের সম্পর্ক দ্বন্দ্বভাব সমন্বিত; তার ফলে কখনও সে নিজেকে সুখী আবার কখনও দুঃখী বলে মনে করে। জীব প্রকৃতপক্ষে ভগবানের বিভিন্ন অংশ চিন্ময় আত্মা। তার সেই নিত্য স্বরূপে এই সমস্ত অনিত্য সম্পর্ক না থাকায়, তার জন্য শোক করা কর্তব্য নয়। তাই নারদ মুনি চিত্রকেতুকে তাঁর তথাকথিত পুত্রের মৃত্যুতে শোক না করতে উপদেশ দিয়েছেন।

তাঁদের মৃত পুত্রের মুখে এই তত্ত্ব-উপদেশ শ্রবণ করে চিত্রকেতু এবং তাঁর পত্নী বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই জড় জগতে সমস্ত সম্পর্কই দুঃখের কারণ। যে মহিষীরা কৃতদ্যুতির পুত্রকে বিষ প্রদান করেছিলেন, তাঁরা অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছিলেন। তাঁরা শিশুহত্যা-জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন এবং পুত্রকামনা পরিত্যাগ করেছিলেন। তারপর নারদ মুনি চতুর্ব্যূহাত্মক নারায়ণী স্তব করে চিত্রকেতুকে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের একমাত্র কারণ এবং প্রকৃতির প্রভু ভগবান সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেছিলেন। এইভাবে রাজা চিত্রকেতুকে উপদেশ দেওয়ার পর তিনি ব্রহ্মলোকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। এই ভগবৎ-তত্ত্ব উপদেশের নাম মহাবিদ্যা। রাজা চিত্রকেতু নারদ মুনি কর্তৃক দীক্ষিত হয়ে মহাবিদ্যা জপ করেছিলেন এবং সাতদিন পর চতুঃসন পরিবৃত সঙ্কর্ষণের দর্শন লাভ করেছিলেন। ভগবান সঙ্কর্ষণ নীলাম্বর পরিহিত, স্বর্ণমুকুট এবং অলঙ্কারে বিভূষিত ছিলেন। তাঁর মুখমণ্ডল অত্যন্ত প্রসন্ন ছিল। তাঁকে দর্শন করে চিত্রকেতু তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করে স্তব করতে শুরু করেছিলেন।

চিত্রকেতু তাঁর প্রার্থনায় বলেছিলেন যে, সঙ্কর্ষণের রোমকূপে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করে। তিনি অসীম এবং তাঁর কোন আদি ও অন্ত নেই। ভগবানের ভক্তেরা জানেন যে, তিনি অনাদি। ভগবান এবং দেব-দেবীদের উপাসনার পার্থক্য এই যে, যাঁরা ভগবানের আরাধনা করেন, তাঁরা নিত্যত্ব প্রাপ্ত হন, কিন্তু দেব-দেবীদের কাছ থেকে যে আশীর্বাদ লাভ হয়, তা অনিত্য। ভগবানের ভক্ত না হলে ভগবানকে জানা যায় না।

চিত্রকেতুর প্রার্থনা সমাপ্ত হলে, ভগবান স্বয়ং চিত্রকেতুর কাছে তাঁর নিজের তত্ত্ব বিশেষভাবে বর্ণনা করেছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

অথ দেবঋষী রাজন্ সম্পরেতং নৃপাত্মজম্ ।
দর্শয়িত্বেতি হোবাচ জ্ঞাতীনামনুশোচতাম্ ॥ ১ ॥

শ্রী-বাদরায়ণিঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **অথ**—এইভাবে; **দেব-ঋষিঃ**—দেবর্ষি নারদ; **রাজন্**—হে রাজন্; **সম্পরেতম্**—মৃত; **নৃপ-আত্মজম্**—রাজপুত্রকে; **দর্শয়িত্বা**—প্রত্যক্ষ-গোচর করিয়ে; **ইতি**—এইভাবে; **হ**—বস্তুতপক্ষে; **উবাচ**—বলেছিলেন; **জ্ঞাতীনাম্**—সমস্ত আত্মীয়স্বজনদের; **অনুশোচতাম্**—যাঁরা শোক করছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, দেবর্ষি নারদ যোগবলে মৃত রাজপুত্রকে শোকাকুল আত্মীয়স্বজনদের প্রত্যক্ষগোচর করিয়ে বলেছিলেন।

শ্লোক ২

শ্রীনারদ উবাচ

জীবাত্মন্ পশ্য ভদ্রং তে মাতরং পিতরং চ তে ।
সুহৃদো বান্ধবাস্তপ্তাঃ শুচা ত্বৎকৃতয়া ভৃশম্ ॥ ২ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—শ্রীনারদ মুনি বললেন; **জীব-আত্মন্**—হে জীবাত্মা; **পশ্য**—দেখ; **ভদ্রম্**—মঙ্গল; **তে**—তোমার; **মাতরম্**—মাতা; **পিতরম্**—পিতা; **চ**—এবং; **তে**—

তোমার; **সুহৃদঃ**—বন্ধু; **বান্ধবাঃ**—আত্মীয়স্বজন; **তপ্তাঃ**—সন্তপ্ত; **শুচা**—শোকের দ্বারা; **ত্বৎ-কৃতয়া**—তোমার জন্য; **ভৃশম্**—অত্যন্ত।

অনুবাদ

শ্রীনারদ মুনি বললেন—হে জীবাত্মা, তোমার মঙ্গল হোক। তোমার শোকে অত্যন্ত পরিতপ্ত তোমার মাতা-পিতা, সুহৃদ ও আত্মীয়স্বজনদের দর্শন কর।

শ্লোক ৩

কলেবরং স্বমাবিশ্য শেষমায়ুঃ সুহৃদ্‌বৃতঃ ।
ভুঙ্‌ক্ষ্ব ভোগান্ পিতৃপ্রত্তানধিতিষ্ঠ নৃপাসনম্ ॥ ৩ ॥

কলেবরম্—দেহ; **স্বম্**—তোমার নিজের; **আবিশ্য**—প্রবেশ করে; **শেষম্**—অবশিষ্ট; **আয়ুঃ**—আয়ু; **সুহৃৎ-বৃতঃ**—তোমার বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজন দ্বারা পরিবৃত হয়ে; **ভুঙ্‌ক্ষ্ব**—ভোগ কর; **ভোগান্**—ভোগ করার সমস্ত ঐশ্বর্য; **পিতৃ**—তোমার পিতার দ্বারা; **প্রত্তান্**—প্রদত্ত; **অধিষ্ঠিত**—গ্রহণ কর; **নৃপ-আসনম্**—রাজসিংহাসন।

অনুবাদ

যেহেতু তোমার অকালমৃত্যু হয়েছে, তাই তোমার আয়ু এখনও অবশিষ্ট রয়েছে। অতএব তুমি পুনরায় তোমার দেহে প্রবেশ করে বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজন পরিবৃত হয়ে অবশিষ্ট আয়ুষ্কাল ভোগ কর। তোমার পিতৃপ্রদত্ত রাজসিংহাসন এবং সমস্ত ঐশ্বর্য গ্রহণ কর।

শ্লোক ৪

জীব উবাচ

কস্মিঞ্জন্মন্যমী মহ্যং পিতরো মাতরোঽভবন্ ।
কর্মভির্ভ্রাম্যমাণস্য দেবতির্যঙ্‌নৃযোনিষু ॥ ৪ ॥

জীবঃ উবাচ—জীবাত্মা বললেন; **কস্মিন্**—কোন; **জন্মনি**—জন্মে; **অমী**—সেই সব; **মহ্যম্**—আমাকে; **পিতরঃ**—পিতাগণ; **মাতরঃ**—মাতাগণ; **অভবন্**—ছিল; **কর্মভিঃ**—কর্মের দ্বারা; **ভ্রাম্যমাণস্য**—আমি ভ্রমণ করছি; **দেব-তির্যক্**—দেবতা এবং নিম্নস্তরের পশুদের; **নৃ**—এবং মনুষ্য; **যোনিষু**—যোনিতে।

অনুবাদ

নারদ মুনির যোগবলে জীবাত্মা কিছুকালের জন্য তাঁর মৃত শরীরে পুনঃপ্রবেশ করে, নারদ মুনির অনুরোধের উত্তরে বলেছিলেন—আমি আমার কর্মের ফলে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হচ্ছি। কখনও দেবযোনিতে, কখনও নিম্নস্তরের পশুযোনিতে, কখনও বৃক্ষলতারূপে এবং কখনও মনুষ্য-যোনিতে ভ্রমণ করছি। অতএব, কোন্ জন্মে এঁরা আমার মাতা-পিতা ছিলেন? প্রকৃতপক্ষে কেউই আমার মাতা-পিতা নন। আমি কিভাবে এই দুই ব্যক্তিকে আমার পিতা এবং মাতারূপে গ্রহণ করতে পারি?

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে বোঝানো হয়েছে যে, জীবাত্মা জড়া প্রকৃতির পাঁচটি স্থূল উপাদান (মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ) এবং তিনটি সূক্ষ্ম উপাদান (মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার) দ্বারা নির্মিত একটি যন্ত্রসদৃশ জড় দেহে প্রবেশ করে। *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, পরা এবং অপরা নামক দুটি প্রকৃতি রয়েছে, যা ভগবানের প্রকৃতি। জীব তার কর্মফল অনুসারে বিভিন্ন প্রকার দেহে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়।

এই জন্মে জীবাত্মাটি মহারাজ চিত্রকেতু এবং রাণী কৃতদ্যুতির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছে, কারণ প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে সে রাজা এবং রাণীর দ্বারা নির্মিত শরীরে প্রবিষ্ট হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে তাদের সন্তান নয়। জীবাত্মা ভগবানের সন্তান এবং যেহেতু সে জড় জগৎকে ভোগ করতে চায়, তাই ভগবান তাকে বিভিন্ন জড় শরীরে প্রবেশ করার মাধ্যমে তার সেই বাসনা পূর্ণ করার সুযোগ দিয়েছেন। জড় দেহের পিতা-মাতার কাছ থেকে জীব যে জড় দেহ প্রাপ্ত হয়, তার সঙ্গে তার বাস্তবিক কোন সম্পর্ক নেই। সে ভগবানের বিভিন্ন অংশ, কিন্তু তাকে বিভিন্ন শরীরে প্রবেশ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তথাকথিত পিতা-মাতার দ্বারা সৃষ্ট দেহটির সঙ্গেও তথাকথিত স্রষ্টাদের প্রকৃতপক্ষে কোন সম্পর্ক নেই। তাই জীবাত্মাটি মহারাজ চিত্রকেতু এবং তাঁর পত্নীকে তার পিতা এবং মাতারূপে গ্রহণ করতে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করেছে।

শ্লোক ৫

বন্ধুজ্ঞাত্যরিমধ্যস্থমিত্রোদাসীনবিদ্বিষঃ ।
সর্ব এব হি সর্বেষাং ভবন্তি ক্রমশো মিথঃ ॥ ৫ ॥

বন্ধু—সখা; **জ্ঞাতি**—কুটুম্ব; **অরি**—শত্রু; **মধ্যস্থ**—নিরপেক্ষ; **মিত্র**—শুভাকাঙ্ক্ষী; **উদাসীন**—উদাসীন; **বিদ্বিষঃ**—ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি; **সর্বে**—সকলেই; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **সর্বেষাম্**—সকলের; **ভবন্তি**—হয়; **ক্রমশঃ**—ক্রমশ; **মিথঃ**—পরস্পরের।

অনুবাদ

সমস্ত জীবদের নিয়ে নদীর মতো প্রবহমান এই জড় জগতে সকলেই কালের প্রভাবে পরস্পরে বন্ধু, আত্মীয়, শত্রু, নিরপেক্ষ, মিত্র, উদাসীন, বিদ্বেষী আদি বহু সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়। এই সমস্ত সম্পর্ক সত্ত্বেও কেউই প্রকৃতপক্ষে কারও সঙ্গে নিত্য সম্পর্কে সম্পর্কিত নয়।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে আমাদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই, আজ যে বন্ধু কাল সে শত্রুতে পরিণত হয়। শত্রু অথবা মিত্র, আপন অথবা পর, আমাদের এই সম্পর্কগুলি প্রকৃতপক্ষে আমাদের বিভিন্ন প্রকার আদান-প্রদানের ফল। মহারাজ চিত্রকেতু তাঁর মৃত পুত্রের জন্য শোক করছিলেন, কিন্তু তিনি এই পরিস্থিতিটি অন্যভাবে বিচার করতে পারতেন। তিনি ভাবতে পারতেন, "এই জীবাত্মাটি পূর্ব জীবনে আমার শত্রু ছিল, এবং এখন আমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে আমাকে দুঃখ দেওয়ার জন্য অসময়ে প্রয়াণ করছে।" তিনি বিবেচনা করেননি যে, তাঁর মৃত পুত্রটি ছিল তাঁর পূর্বেকার শত্রু এবং কেন একজন শত্রুর মৃত্যুতে তিনি শোকগ্রস্ত হওয়ার পরিবর্তে আনন্দিত হননি? *ভগবদ্গীতায়* (৩/২৭) বলা হয়েছে, *প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণিঃ সর্বশঃ*—প্রকৃতপক্ষে জড়া প্রকৃতির গুণের সঙ্গে সম্পর্কের ফলে সব কিছু ঘটছে। তাই সত্ত্বগুণের প্রভাবে যে আজ আমার বন্ধু, কাল সে রজ এবং তমোগুণের প্রভাবে আমার শত্রুতে পরিণত হতে পারে। জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন প্রকার আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা অন্যদের বন্ধু, শত্রু, পুত্র অথবা পিতা বলে মনে করি।

শ্লোক ৬

যথা বস্তুনি পণ্যানি হেমাদীনি ততস্ততঃ ।
পর্যটন্তি নরেষ্বেবং জীবো যোনিষু কর্তৃষু ॥ ৬ ॥

যথা—যেমন; **বস্তূনি**—বস্তু; **পণ্যানি**—ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য; **হেমাদীনি**—স্বর্ণের মতো; **ততঃ ততঃ**—এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়; **পর্যটন্তি**—পরিভ্রমণ করে; **নরেষু**—মানুষদের মধ্যে; **এবম্**—এইভাবে; **জীবঃ**—জীব; **যোনিষু**—বিভিন্ন যোনিতে; **কর্তৃষু**—বিভিন্ন পিতারূপে।

অনুবাদ

স্বর্ণ আদি ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য বস্তু যেমন একজনের কাছ থেকে আর এক জনের কাছে স্থানান্তরিত হয়, তেমনই জীব তার কর্মফলের প্রভাবে একের পর এক বিভিন্ন প্রকার পিতার দ্বারা বিভিন্ন যোনিতে সঞ্চারিত হয়ে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র পরিভ্রমণ করছে।

তাৎপর্য

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, চিত্রকেতুর পুত্র পূর্ব জীবনে রাজার শত্রু ছিল এবং এখন তাঁকে গভীর বেদনা দেওয়ার জন্য তাঁর পুত্ররূপে এসেছে। বস্তুতই, পুত্রের অকাল মৃত্যু পিতার শোকের কারণ হয়। কেউ হয়তো বলতে পারে, "চিত্রকেতুর পুত্র যদি সত্যিই তাঁর শত্রু হয়ে থাকে, তা হলে রাজা তার প্রতি এত স্নেহাসক্ত হলেন কি করে?" তার উত্তরে বলা হয়েছে যে, শত্রুর ধন নিজের ঘরে এলে, সেই ধন বন্ধুতে পরিণত হয়। তখন তা নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করা যায়। এমন কি সেই ধন যে শত্রুর কাছ থেকে এসেছে, তারই ক্ষতিসাধন করার জন্য ব্যবহার করা যায়। অতএব ধন এই পক্ষ বা ঐপক্ষ কোন পক্ষেরই নয়। ধন সর্বদাই ধন, কিন্তু বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তা শত্রু এবং মিত্ররূপে ব্যবহার করা যায়।

ভগবদ্গীতায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, কোন পিতা বা মাতা থেকে কোন জীবের জন্ম হয় না। জীব তথাকথিত পিতা-মাতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন সত্তা। প্রকৃতির নিয়মে জীব কোন পিতার বীর্যে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়, এবং তারপর মাতার গর্ভে তা প্রবিষ্ট হয়। পিতা-মাতা মনোনয়নের ব্যাপারে তার কোন স্বাতন্ত্র্য নেই। *প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি*—প্রকৃতির নিয়ম তাকে বিভিন্ন পিতা এবং মাতার কাছে যেতে বাধ্য করে, ঠিক যেমন ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে পণ্যবস্তু বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে যায়। তাই পিতা-পুত্রের তথাকথিত সম্পর্ক প্রকৃতির আয়োজন। তার কোন অর্থ নেই এবং তাই তাকে বলা হয় মায়া।

সেই জীবাত্মা কখনও কখনও পশু পিতা-মাতা আবার কখনও মানুষ পিতা-মাতার আশ্রয় গ্রহণ করে। কখনও সে পক্ষী পিতা-মাতার আশ্রয় গ্রহণ করে,

কখনও সে দেবতা পিতা-মাতার আশ্রয় গ্রহণ করে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই বলেছেন—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব ।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥

প্রকৃতির নিয়মে বার বার হয়রানি হতে হতে জীব ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করে। কোন ভাগ্যে যদি সে ভগবদ্ভক্তের সান্নিধ্যে আসে, তা হলে তার জীবনের আমূল পরিবর্তন হয়। তখন জীব তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যায়। তাই বলা হয়েছে—

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায় ।
কৃষ্ণ গুরু নাহি মিলে, ভজহ হিয়ায় ॥

মানুষ, পশু, বৃক্ষ, দেবতা আদি বিভিন্ন যোনিতে দেহান্তরিত হতে হতে আত্মা বিভিন্ন পিতা-মাতা পায়। সেটি খুব একটি কঠিন ব্যাপার নয়। কিন্তু সদ্‌গুরু এবং কৃষ্ণকে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। তাই মানুষের কর্তব্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেবের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য হলে, সেই সুযোগ তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করা। আধ্যাত্মিক পিতা শ্রীগুরুদেবের পরিচালনায় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়।

শ্লোক ৭

নিত্যস্যার্থস্য সম্বন্ধো হ্যনিত্যো দৃশ্যতে নৃষু ।
যাবদ্‌যস্য হি সম্বন্ধো মমত্বং তাবদেব হি ॥ ৭ ॥

নিত্যস্য—নিত্য; **অর্থস্য**—বস্তুর; **সম্বন্ধঃ**—সম্পর্ক; **হি**—নিঃসন্দেহে; **অনিত্যঃ**—অনিত্য; **দৃশ্যতে**—দেখা যায়; **নৃষু**—মানব-সমাজে; **যাবৎ**—যতক্ষণ পর্যন্ত; **যস্য**—যার; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **সম্বন্ধঃ**—সম্পর্ক; **মমত্বম্**—মমত্ব; **তাবৎ**—ততক্ষণ পর্যন্ত; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **হি**—নিশ্চিতভাবে।

অনুবাদ

অল্প কিছু সংখ্যক জীব মনুষ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং বহু জীব পশু যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। যদিও উভয়েই জীব, তবুও তাদের সম্পর্ক অনিত্য। একটি পশু কিছুকালের জন্য কোন মানুষের অধিকারে থাকতে পারে, এবং তারপর সেই পশুটি অন্য কোন মানুষের অধিকারে হস্তান্তরিত হতে পারে। যখন পশুটি

চলে যায়, তখন আর পূর্বের মালিকের তার উপর মমত্ব থাকে না। যতক্ষণ পর্যন্ত পশুটি তার অধিকারে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার প্রতি তার মমত্ব থাকে, কিন্তু পশুটি বিক্রি করে দেওয়ার পরে, সেই মমত্ব শেষ হয়ে যায়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের দৃষ্টান্তটি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হওয়া ছাড়াও, এই জীবনেই জীবের মধ্যে যে সম্পর্ক তা অনিত্য। চিত্রকেতুর পুত্রের নাম ছিল হর্ষশোক। জীব অবশ্য নিত্য, কিন্তু যেহেতু সে তার দেহের অনিত্য আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত, তাই তার নিত্যত্ব দর্শন করা যায় না। *দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা*—"দেহী আত্মা নিরন্তর এই দেহে কৌমার থেকে যৌবনে এবং যৌবন থেকে বৃদ্ধ অবস্থায় দেহান্তরিত হয়।" অতএব দেহরূপী এই পরিধান অনিত্য। কিন্তু জীব নিত্য। পশু যেমন একজন মালিক থেকে অন্য আর এক মালিকের কাছে হস্তান্তরিত হয়, চিত্রকেতুর পুত্র জীবটিও তেমনই কিছু দিন তাঁর পুত্ররূপে ছিল, কিন্তু অন্য একটি শরীরে দেহান্তরিত হওয়া মাত্রই তাঁর স্নেহের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। পূর্ববর্তী শ্লোকের দৃষ্টান্তটি অনুসারে, কারও হাতে যখন কোন বস্তু থাকে, তখন সে তাকে তার সম্পত্তি বলে মনে করে, কিন্তু যখনই তা অন্যের হাতে হস্তান্তরিত হয়, তৎক্ষণাৎ সেই বস্তু অন্যের সম্পত্তি হয়ে যায়। তখন এর সঙ্গে তার আর কোন সম্পর্ক থাকে না; এর প্রতি তার মমত্ব থাকে না এবং তার জন্য সে শোকও করে না।

শ্লোক ৮

এবং যোনিগতো জীবঃ স নিত্যো নিরহঙ্কৃতঃ ।
যাবদ্‌যত্রোপলভ্যেত তাবৎ স্বত্বং হি তস্য তৎ ॥ ৮ ॥

এবম্—এইভাবে; **যোনি-গতঃ**—কোন বিশেষ যোনিতে গিয়ে; **জীবঃ**—জীব; **সঃ**—সে; **নিত্যঃ**—নিত্য; **নিরহঙ্কৃতঃ**—দেহ অভিমানশূন্য; **যাবৎ**—যতক্ষণ; **যত্র**—যেখানে; **উপলভ্যেত**—তাকে পাওয়া যায়; **তাবৎ**—ততক্ষণ পর্যন্ত; **স্বত্বম্**—নিজের বলে ধারণা; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **তস্য**—তার; **তৎ**—তা।

অনুবাদ

এক জীব যদিও দেহের ভিত্তিতে অন্য জীবের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত হয়, তবু সেই সম্পর্ক নশ্বর, কিন্তু জীব নিত্য। প্রকৃতপক্ষে দেহের জন্ম হয় অথবা মৃত্যু হয়,

জীবের হয় না। কখনও মনে করা উচিত নয় যে, জীবের জন্ম হয়েছে অথবা মৃত্যু হয়েছে। তথাকথিত পিতা-মাতার সঙ্গে জীবের প্রকৃত কোন সম্পর্ক নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার পূর্বকৃত কর্মের ফলস্বরূপ কোন বিশেষ পিতা এবং মাতার পুত্র বলে নিজেকে মনে করে, ততক্ষণ পর্যন্তই সেই পিতা-মাতা প্রদত্ত শরীরের সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকে। এইভাবে সে ভ্রান্তভাবে নিজেকে তাদের পুত্র বলে মনে করে তাদের প্রতি স্নেহপূর্ণ আচরণ করে। কিন্তু তার মৃত্যুর পর সেই সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। তাই এই সম্পর্কের ভিত্তিতে ভ্রান্তভাবে হর্ষ এবং বিষাদে জড়িয়ে পড়া উচিত নয়।

তাৎপর্য

জীব যখন জড় দেহে থাকে, তখন সে ভ্রান্তভাবে তার দেহটিকে তার স্বরূপ মনে করে, যদিও প্রকৃতপক্ষে তা নয়। তার দেহ এবং তথাকথিত পিতা-মাতার সঙ্গে তার সম্পর্ক ভ্রান্ত অর্থাৎ মায়িক ধারণা। জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে যতক্ষণ পর্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান লাভ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত জীবকে এই মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন থাকতে হয়।

শ্লোক ৯

**এষ নিত্যোঽব্যয়ঃ সূক্ষ্ম এষ সর্বাশ্রয়ঃ স্বদৃক্ ।
আত্মমায়াগুণৈর্বিশ্বমাত্মানং সৃজতে প্রভুঃ ॥ ৯ ॥**

এষঃ—এই জীব; **নিত্যঃ**—নিত্য; **অব্যয়ঃ**—অবিনশ্বর; **সূক্ষ্মঃ**—অত্যন্ত সূক্ষ্ম (জড় চক্ষুর দ্বারা তাকে দেখা যায় না); **এষঃ**—এই জীব; **সর্ব-আশ্রয়ঃ**—বিভিন্ন প্রকার দেহের কারণ; **স্বদৃক্**—স্বতঃপ্রকাশ; **আত্ম-মায়া-গুণৈঃ**—ভগবানের মায়ার গুণের দ্বারা; **বিশ্বম্**—এই জড় জগৎ; **আত্মানম্**—নিজেকে; **সৃজতে**—প্রকাশ করেন; **প্রভুঃ**—প্রভু।

অনুবাদ

জীব নিত্য এবং অবিনশ্বর, কারণ তার আদি নেই এবং অন্ত নেই। তার কখনও জন্ম হয় না অথবা মৃত্যু হয় না। সে সর্বপ্রকার দেহের মূল কারণ, তবু সে কোন দেহের অন্তর্ভুক্ত নয়। জীব এতই মহিমান্বিত যে, সে গুণগতভাবে ভগবানের সমান। কিন্তু যেহেতু সে অত্যন্ত ক্ষুদ্র, তাই সে ভগবানের

বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার দ্বারা মোহিত হতে পারে, এবং তার ফলে সে তার বাসনা অনুসারে নিজের জন্য বিভিন্ন প্রকার দেহ সৃষ্টি করে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *অচিন্ত্য-ভেদাভেদ* দর্শন বর্ণিত হয়েছে। জীব ভগবানের মতো নিত্য, কিন্তু জীব এবং ভগবানে ভেদ এই যে, ভগবান মহত্তম, কেউই তাঁর সমান অথবা তাঁর থেকে বড় নয়, কিন্তু জীব অত্যন্ত সূক্ষ্ম বা অত্যন্ত ক্ষুদ্র। শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে জীবের আয়তন কেশাগ্রের দশ সহস্র ভাগের এক ভাগের সমান। ভগবান সর্বব্যাপ্ত (*অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থম্*)। তুলনামূলকভাবে জীব যদি সব চাইতে ক্ষুদ্র হয়, তা হলে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে, সব চাইতে মহৎ কে। পরম মহৎ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং জীব হচ্ছে ক্ষুদ্রতম।

জীবের আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, জীব মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত হয়। *আত্মমায়াগুণৈঃ*—সে ভগবানের মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত হতে পারে। জীব জড় জগতে তার বদ্ধ জীবনের জন্য দায়ী, এবং তাই তাকে এখানে প্রভু বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সে যদি চায় তা হলে সে জড় জগতে আসতে পারে, এবং সে যদি ইচ্ছা করে তা হলে সে তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। যেহেতু সে এই জড় জগৎকে ভোগ করতে চায়, তাই ভগবান তাকে জড়া প্রকৃতির মাধ্যমে একটি জড় দেহ দান করেছেন। সেই সম্বন্ধে ভগবান স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬১) বলেছেন—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥

"হে অর্জুন, পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবকে দেহরূপ যন্ত্রে আরোহণ করিয়ে মায়ার দ্বারা ভ্রমণ করান।" ভগবান জীবকে তার বাসনা অনুসারে এই জড় জগৎকে ভোগ করার সুযোগ দেন, কিন্তু তিনি নিজেই মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, জীব যেন তার সমস্ত জড় বাসনা পরিত্যাগ করে সর্বতোভাবে তাঁর শরণাগত হয় এবং তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যায়।

জীবাত্মা অত্যন্ত সূক্ষ্ম। শ্রীল জীব গোস্বামী এই সম্পর্কে বলেছেন যে, জড় বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে দেহের অভ্যন্তরে জীবাত্মাকে খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন, যদিও মহাজনদের কাছ থেকে আমরা জানতে পারি যে, দেহের অভ্যন্তরে জীবাত্মা রয়েছে। জড় দেহ জীবাত্মা থেকে ভিন্ন।

শ্লোক ১০

ন হ্যস্যাস্তি প্রিয়ঃ কশ্চিন্নাপ্রিয়ঃ স্বঃ পরোঽপি বা ।
একঃ সর্বধিয়াং দ্রষ্টা কর্তৃণাং গুণদোষয়োঃ ॥ ১০ ॥

ন—না; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অস্য**—জীবাত্মার; **অস্তি**—রয়েছে; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়; **কশ্চিৎ**—কেউ; **ন**—না; **অপ্রিয়ঃ**—অপ্রিয়; **স্বঃ**—স্বীয়; **পরঃ**—অন্য; **অপি**—ও; **বা**—অথবা; **একঃ**—এক; **সর্ব-ধিয়াম্**—বিভিন্ন প্রকার বুদ্ধির; **দ্রষ্টা**—দ্রষ্টা; **কর্তৃণাম্**—অনুষ্ঠানকারীর; **গুণ-দোষয়োঃ**—গুণ এবং দোষের, উচিত এবং অনুচিত কর্মের।

অনুবাদ

এই আত্মার কেউই প্রিয় বা অপ্রিয় নয়। সে আপন এবং পরের পার্থক্য দর্শন করে না। সে এক; অর্থাৎ সে শত্রু অথবা মিত্র, শুভাকাঙ্ক্ষী অথবা অনিষ্টকারীর দ্বৈত ভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। সে কেবল অন্যদের গুণের দ্রষ্টা অর্থাৎ সাক্ষী।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, জীব গুণগতভাবে ভগবানের সঙ্গে এক, কিন্তু তার মধ্যে সেই গুণগুলি অত্যন্ত সূক্ষ্ম পরিমাণে রয়েছে, কিন্তু ভগবান হচ্ছেন সর্বব্যাপ্ত এবং বিভু। ভগবানের কেউই বন্ধু নয়, শত্রু নয় বা আত্মীয় নয়, তিনি বদ্ধ জীবের অবিদ্যা-জনিত অসৎ গুণের অতীত। পক্ষান্তরে, তিনি তাঁর ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাময় এবং অনুকূল, এবং যারা তাঁর ভক্তদের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ, তাদের প্রতি তিনি একটুও প্রসন্ন নন। *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৯) ভগবান স্বয়ং প্রতিপন্ন করেছেন—

সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥

"আমি সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন। কেউই আমার প্রিয় নয় এবং অপ্রিয়ও নয়। কিন্তু যাঁরা ভক্তিপূর্বক আমাকে ভজনা করেন, তাঁরা স্বভাবতই আমাতে অবস্থান করেন এবং আমিও স্বভাবতই তাঁদের হৃদয়ে অবস্থান করি।" কেউই ভগবানের শত্রু নন অথবা মিত্র নন, কিন্তু যে ভক্ত সর্বদা তার প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, তিনি তার প্রতি অত্যন্ত প্রীতিপরায়ণ। তেমনই, *ভগবদ্গীতায়* অন্যত্র (১৬/১৯) ভগবান বলেছেন—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥

"সেই বিদ্বেষী, ক্রূর নরাধমদের আমি এই সংসারেই অশুভ আসুরী যোনিতে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করি।" ভগবদ্ভক্তদের প্রতি যারা বিদ্বেষ-পরায়ণ, ভগবান তাদের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ। তাঁর ভক্তদের রক্ষা করার জন্য ভগবান কখনও কখনও এই ভক্ত বিদ্বেষীদের সংহার করেন। যেমন, প্রহ্লাদ মহারাজকে রক্ষা করার জন্য তিনি হিরণ্যকশিপুকে সংহার করেছিলেন। ভগবানের হস্তে নিহত হওয়ার ফলে, হিরণ্যকশিপু অবশ্যই মুক্তি লাভ করেছিল। ভগবান যেহেতু সমস্ত কার্যকলাপের সাক্ষী, তাই তিনি তাঁর ভক্তের শত্রুদের কার্যকলাপেরও সাক্ষী হয়ে তাদের দণ্ডদান করেন। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে তিনি কেবল জীবদের কার্যকলাপের সাক্ষী থেকে তাদের পাপ অথবা পুণ্যকর্মের ফল প্রদান করেন।

শ্লোক ১১

নাদত্ত আত্মা হি গুণং ন দোষং ন ক্রিয়াফলম্ ।
উদাসীনবদাসীনঃ পরাবরদৃগীশ্বরঃ ॥ ১১ ॥

ন—না; **আদত্তে**—গ্রহণ করে; **আত্মা**—পরমেশ্বর ভগবান; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **গুণম্**—সুখ; **ন**—না; **দোষম্**—দুঃখ; **ন**—না; **ক্রিয়াফলম্**—কোন কর্মের ফল; **উদাসীনবৎ**—উদাসীন ব্যক্তির মতো; **আসীনঃ**—অবস্থান করে (হৃদয়ে); **পর-অবরদৃক্**—কার্য এবং কারণ দর্শন করছেন; **ঈশ্বরঃ**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

পরম ঈশ্বর (আত্মা) কার্য ও কারণের স্রষ্টা, কর্মফল-জনিত সুখ এবং দুঃখ গ্রহণ করেন না। জড় দেহ গ্রহণ করার ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র, এবং যেহেতু তাঁর জড় শরীর নেই, তাই তিনি সর্বদা নিরপেক্ষ। জীব তাঁর বিভিন্ন অংশ হওয়ার ফলে, তাঁর গুণগুলি অত্যন্ত অল্পমাত্রায় জীবের মধ্যেও রয়েছে। তাই শোকের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীবের শত্রু এবং মিত্র রয়েছে। সে তার স্থিতির ফলে গুণ এবং দোষের দ্বারা প্রভাবিত হয়। কিন্তু ভগবান সর্বদাই জড়াতীত চিন্ময় স্তরে বিরাজ করেন।

যেহেতু তিনি ঈশ্বর, পরম নিয়ন্তা, তাই তিনি দ্বৈত ভাবের দ্বারা প্রভাবিত হন না। তাই বলা যেতে পারে যে, তিনি জীবের ভাল এবং মন্দ আচরণের কার্য এবং কারণের উদাসীন সাক্ষীরূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন। আমাদের মনে রাখা উচিত *উদাসীন* শব্দটির অর্থ এই নয় যে, তিনি কোন কার্য করেন না। পক্ষান্তরে, এই শব্দটির অর্থ হচ্ছে যে, তিনি স্বয়ং প্রভাবিত হন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, দুই বিরোধীপক্ষ যখন আদালতে বিচারকের সম্মুখে আসে, তখন বিচারক নিরপেক্ষ থাকেন, কিন্তু তিনি মামলা অনুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। জড়-জাগতিক কার্যকলাপের প্রতি সম্পূর্ণরূপে উদাসীন হতে হলে, আমাদের পরম উদাসীন পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে।

মহারাজ চিত্রকেতুকে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল যে, পুত্রের মৃত্যুর মতো মর্মান্তিক পরিস্থিতিতে উদাসীন থাকা অসম্ভব, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভগবান যেহেতু জানেন কিভাবে সব কিছুর সমন্বয় সাধন করতে হয়, তাই তাঁর উপর নির্ভর করে ভগবদ্ভক্তির কর্তব্য সম্পাদন করাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। সমস্ত পরিস্থিতিতেই দ্বৈত ভাবের দ্বারা অবিচলিত থাকা উচিত। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (২/৪৭) বলা হয়েছে—

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন ।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি ॥

"স্বধর্ম বিহিত কর্মে তোমার অধিকার আছে, কিন্তু কোন কর্মফলে তোমার অধিকার নেই। কখনও নিজেকে কর্মফলের হেতু বলে মনে করো না, এবং কখনও স্বধর্ম আচরণ থেকে বিরত হয়ো না।" মানুষের উচিত ভগবদ্ভক্তিরূপ কর্তব্য সম্পাদন করা এবং কর্মের ফলের জন্য ভগবানের উপর নির্ভর করা।

শ্লোক ১২

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

ইত্যুদীর্য গতো জীবো জ্ঞাতয়স্তস্য তে তদা ।
বিস্মিতা মুমুচুঃ শোকং ছিত্ত্বাত্মস্নেহশৃঙ্খলাম্ ॥ ১২ ॥

শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **উদীর্য**—বলে; **গতঃ**—গিয়েছিলেন; **জীবঃ**—জীব (মহারাজ চিত্রকেতুর পুত্ররূপে যে এসেছিল); **জ্ঞাতয়ঃ**—আত্মীয়স্বজন; **তস্য**—তার; **তে**—তাঁরা; **তদা**—তখন; **বিস্মিতাঃ**—আশ্চর্য

হয়েছিলেন; **মুমুচুঃ**—পরিত্যাগ করেছিলেন; **শোকম্**—শোক; **ছিত্বা**—ছেদন করে; **আত্ম-স্নেহ**—সম্পর্ক-জনিত স্নেহের; **শৃঙ্খলাম্**—লৌহনিগড়।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—মহারাজ চিত্রকেতুর পুত্ররূপী জীব এইভাবে বলে চলে গেলে, চিত্রকেতু এবং মৃত বালকের অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনেরা অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন। এইভাবে তাঁরা তাঁদের স্নেহরূপ শৃঙ্খল ছেদন করে শোক পরিত্যাগ করেছিলেন।

শ্লোক ১৩

নির্হৃত্য জ্ঞাতয়ো জ্ঞাতের্দেহং কৃত্বোচিতাঃ ক্রিয়াঃ ।
তত্যজুর্দুস্ত্যজং স্নেহং শোকমোহভয়ার্তিদম্ ॥ ১৩ ॥

নির্হৃত্য—দূর করে; **জ্ঞাতয়ঃ**—রাজা চিত্রকেতু এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনেরা; **জ্ঞাতেঃ**—পুত্রের; **দেহম্**—দেহ; **কৃত্বা**—অনুষ্ঠান করে; **উচিতাঃ**—উপযুক্ত; **ক্রিয়াঃ**—ক্রিয়া; **তত্যজুঃ**—ত্যাগ করেছিলেন; **দুস্ত্যজম্**—যা ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন; **স্নেহম্**—স্নেহ; **শোক**—শোক; **মোহ**—মোহ; **ভয়**—ভয়; **অর্তি**—এবং দুঃখ; **দম্**—প্রদানকারী।

অনুবাদ

আত্মীয়স্বজনেরা মৃত বালকের দেহটির দাহ সংস্কার সম্পন্ন করে শোক, মোহ, ভয় এবং দুঃখ প্রাপ্তির কারণ-স্বরূপ স্নেহ পরিত্যাগ করেছিলেন। এই প্রকার স্নেহ পরিত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু তাঁরা অনায়াসে তা করেছিলেন।

শ্লোক ১৪

বালঘ্ন্যো ব্রীড়িতাস্তত্র বালহত্যাহতপ্রভাঃ ।
বালহত্যাব্রতং চেরুর্ব্রাহ্মণৈর্যন্নিরূপিতম্ ।
যমুনায়াং মহারাজ স্মরন্ত্যো দ্বিজভাষিতম্ ॥ ১৪ ॥

বালঘ্ন্যঃ—শিশু-হত্যাকারিণী; **ব্রীড়িতাঃ**—অত্যন্ত লজ্জিতা হয়ে; **তত্র**—সেখানে; **বালহত্যা**—শিশু হত্যা করার ফলে; **হত**—বিহীন; **প্রভাঃ**—দেহের কান্তি; **বাল-হত্যা-ব্রতম্**—শিশুহত্যার প্রায়শ্চিত্ত; **চেরুঃ**—সম্পন্ন করেছিল; **ব্রাহ্মণৈঃ**—

ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **যৎ**—যা; **নিরূপিতম্**—বর্ণিত হয়েছে; **যমুনায়াম্**—যমুনার কূলে; **মহারাজ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **স্মরন্ত্যঃ**—স্মরণ করে; **দ্বিজ-ভাষিতম্**—ব্রাহ্মণের বাণী।

অনুবাদ

মহারাণী কৃতদ্যুতির সপত্নীরা যারা শিশুটিকে বিষ প্রদান করেছিল, তারা অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছিল, এবং সেই পাপের ফলে হতপ্রভ হয়েছিল। হে রাজন্, অঙ্গিরার উপদেশ স্মরণ করে তারা পুত্র কামনা পরিত্যাগ করেছিল। ব্রাহ্মণদের নির্দেশ অনুসারে তারা যমুনার জলে স্নান করে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *বালহত্যাহতপ্রভাঃ* শব্দটি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। বালহত্যার প্রথা যদিও মানব-সমাজে অনাদিকাল ধরে চলে আসছে, তবে পুরাকালে তা অত্যন্ত বিরল ছিল। কিন্তু বর্তমান কলিযুগে ভ্রূণহত্যা—মাতৃজঠরে শিশুকে হত্যা ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এমন কি কখনও কখনও শিশুকে জন্মের পরেও হত্যা করা হচ্ছে। কোন স্ত্রী যদি এই প্রকার জঘন্য কার্য করে, তা হলে সে তার দেহের কান্তি হারিয়ে ফেলে (*বালহত্যাহতপ্রভাঃ*)। এখানে এই বিষয়টিও লক্ষ্যণীয় যে, শিশুকে বিষ প্রদান করেছিল যে সমস্ত রমণীরা তারা অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছিল, এবং ব্রাহ্মণদের নির্দেশ অনুসারে তারা শিশুহত্যা-জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছিল। কোন নারী যদি কখনও এই প্রকার নিন্দনীয় পাপকর্ম করে, তার অবশ্য কর্তব্য সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা, কিন্তু আজকাল কেউই তা করছে না। তাই সেই রমণীদের এই জীবনে এবং পরবর্তী জীবনে তার ফল ভোগ করতে হবে। যাঁরা নিষ্ঠাপরায়ণ, তাঁরা এই ঘটনা শ্রবণ করার পর শিশুহত্যারূপ পাপ থেকে বিরত হবেন, এবং অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করে তাঁদের সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবেন। কেউ যদি নিরপরাধে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন, তা হলে নিঃসন্দেহে তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যায়। কিন্তু তারপর আর পাপ করা উচিত নয়, কারণ সেটি একটি অপরাধ।

শ্লোক ১৫

স ইত্থং প্রতিবুদ্ধাত্মা চিত্রকেতুর্দ্বিজোক্তিভিঃ ।
গৃহান্ধকূপান্নিষ্ক্রান্তঃ সরঃপঙ্কাদিব দ্বিপঃ ॥ ১৫ ॥

সঃ—তিনি; **ইত্থম্**—এইভাবে; **প্রতিবুদ্ধ-আত্মা**—পূর্ণরূপে আত্মজ্ঞান লাভ করে; **চিত্রকেতুঃ**—রাজা চিত্রকেতু; **দ্বিজঃ-উক্তিভিঃ**—(অঙ্গিরা এবং নারদ মুনি) এই দুইজন ব্রাহ্মণের উপদেশ দ্বারা; **গৃহ-অন্ধ-কূপাৎ**—গৃহরূপ অন্ধকূপ থেকে; **নিষ্ক্রান্তঃ**—নির্গত হয়েছিলেন; **সরঃ**—সরোবরের; **পঙ্কাৎ**—পঙ্ক থেকে; **ইব**—সদৃশ; **দ্বিপঃ**—হস্তী।

অনুবাদ

ব্রহ্মজ্ঞানী অঙ্গিরা এবং নারদ মুনির উপদেশে রাজা চিত্রকেতু পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করেছিলেন। হস্তী যেমন সরোবরের পঙ্ক থেকে নির্গত হয়, রাজা চিত্রকেতুও তেমন গৃহরূপ অন্ধকূপ থেকে নির্গত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৬

কালিন্দ্যাং বিধিবৎ স্নাত্বা কৃতপুণ্যজলক্রিয়ঃ ।
মৌনেন সংযতপ্রাণো ব্রহ্মপুত্রাববন্দত ॥ ১৬ ॥

কালিন্দ্যাম্—যমুনা নদীতে; **বিধিবৎ**—বিধিপূর্বক; **স্নাত্বা**—স্নান করে; **কৃত**—অনুষ্ঠান করে; **পুণ্য**—পুণ্য; **জল-ক্রিয়ঃ**—তর্পণ; **মৌনেন**—মৌন; **সংযত-প্রাণঃ**—মন এবং ইন্দ্রিয় সংযত করে; **ব্রহ্ম-পুত্রৌ**—ব্রহ্মার দুই পুত্রকে (অঙ্গিরা এবং নারদকে); **অবন্দত**—বন্দনা করেছিলেন এবং প্রণাম করেছিলেন।

অনুবাদ

তারপর রাজা যমুনার জলে বিধিপূর্বক স্নান করে দেবতা এবং পিতৃদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করেছিলেন। তারপর অত্যন্ত গম্ভীরভাবে তাঁর মন এবং ইন্দ্রিয় সংযত করে ব্রহ্মার দুই পুত্র অঙ্গিরা এবং নারদের বন্দনা করেছিলেন এবং প্রণাম করেছিলেন।

শ্লোক ১৭

অথ তস্মৈ প্রপন্নায় ভক্তায় প্রযতাত্মনে ।
ভগবান্ নারদঃ প্রীতো বিদ্যামেতামুবাচ হ ॥ ১৭ ॥

অথ—তারপর; **তস্মৈ**—তাঁকে; **প্রপন্নায়**—শরণাগত; **ভক্তায়**—ভক্ত; **প্রযত-আত্মনে**—জিতেন্দ্রিয়; **ভগবান্**—পরম শক্তিশালী; **নারদঃ**—নারদ; **প্রীতঃ**—অত্যন্ত

প্রসন্ন হয়ে; **বিদ্যাম্**—দিব্য জ্ঞান; **এতাম্**—এই; **উবাচ**—উপদেশ দিয়েছিলেন; **হ**—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

তারপর, ভগবান নারদ শরণাগত জিতেন্দ্রিয় ভক্ত চিত্রকেতুর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, তাঁকে এই দিব্য জ্ঞান উপদেশ করেছিলেন।

শ্লোক ১৮-১৯

ওঁ নমস্তুভ্যং ভগবতে বাসুদেবায় ধীমহি ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ ॥ ১৮ ॥
নমো বিজ্ঞানমাত্রায় পরমানন্দমূর্তয়ে ।
আত্মারামায় শান্তায় নিবৃত্তদ্বৈতদৃষ্টয়ে ॥ ১৯ ॥

ওঁ—হে ভগবান; **নমঃ**—নমস্কার; **তুভ্যম্**—আপনাকে; **ভগবতে**—ভগবান; **বাসুদেবায়**—বসুদেব তনয় শ্রীকৃষ্ণ; **ধীমহি**—আমি ধ্যান করি; **প্রদ্যুম্নায়**—প্রদ্যুম্নকে; **অনিরুদ্ধায়**—অনিরুদ্ধকে; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণাম; **সঙ্কর্ষণায়**—ভগবান সঙ্কর্ষণকে; **চ**—ও; **নমঃ**—সর্বতোভাবে প্রণাম; **বিজ্ঞান-মাত্রায়**—জ্ঞানময় মূর্তিকে; **পরম-আনন্দ-মূর্তয়ে**—আনন্দময় মূর্তিকে; **আত্মারামায়**—আত্মারামকে; **শান্তায়**—শান্ত; **নিবৃত্ত-দ্বৈত-দৃষ্টয়ে**—যাঁর দৃষ্টি দ্বৈতভাব রহিত অথবা যিনি এক এবং অদ্বিতীয়।

অনুবাদ

(নারদ মুনি চিত্রকেতুকে এই মন্ত্রটি প্রদান করেছিলেন।) হে প্রণবাত্মক ভগবান, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে বাসুদেব, আমি আপনার ধ্যান করি, হে প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এবং সঙ্কর্ষণ, আমি আপনাদের আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে চিৎ-শক্তির উৎস, হে পরম আনন্দময়, হে আত্মারাম, হে শান্ত, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে পরম সত্য, হে এক এবং অদ্বিতীয়, আপনি ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানরূপে উপলব্ধ হন, এবং তাই আপনি সমস্ত জ্ঞানের উৎস। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, তিনি হচ্ছেন *প্রণবঃ সর্ববেদেষু,* তিনি বৈদিক মন্ত্রের মধ্যে ওঁকার। দিব্য জ্ঞানে ভগবানকে প্রণব বা ওঁকার বলে সম্বোধন করা হয়, যা নাদরূপে ভগবানের প্রতীক। *ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।* নারায়ণের প্রকাশ বাসুদেব নিজেকে প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এবং সঙ্কর্ষণরূপে বিস্তার করেন। সঙ্কর্ষণ থেকে দ্বিতীয় নারায়ণের প্রকাশ হয়, এবং সেই নারায়ণ থেকে বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, সঙ্কর্ষণ এবং অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহের বিস্তার হয়। এই চতুর্ব্যূহের সঙ্কর্ষণ কারণোদকশায়ী বিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু এবং ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু—এই তিন পুরুষ অবতারের মূল কারণ। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু শ্বেতদ্বীপ নামক একটি বিশেষ লোকে অবস্থান করেন। সেই কথা *ব্রহ্মসংহিতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে—*অণ্ডান্তরস্থ* । অণ্ড মানে ব্রহ্মাণ্ড। এই ব্রহ্মাণ্ডে শ্বেতদ্বীপ নামক একটি লোক রয়েছে, যেখানে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু অবস্থান করেন। তাঁর থেকে এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত অবতারেরা আসেন।

ব্রহ্মসংহিতায় প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ভগবানের এই সমস্ত রূপ *অদ্বৈত* অর্থাৎ অভিন্ন, এবং *অচ্যুত*; তাঁরা বদ্ধ জীবের মতো পতনশীল নয়। সাধারণ জীবেরা মায়ার বন্ধনে পতিত হতে পারে, কিন্তু ভগবান তাঁর বিভিন্ন অবতারে এবং রূপে *অচ্যুত*। তাই তাঁর দেহ বদ্ধ জীবের জড় দেহ থেকে ভিন্ন।

মেদিনী অভিধানে *মাত্রা* শব্দটি বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে—*মাত্রা কর্ণবিভূষায়াং বিত্তে মানে পরিচ্ছদে* । *মাত্রা* শব্দের অর্থ কর্ণভূষণ, বিত্ত, মান এবং পরিচ্ছদ। *ভগবদ্‌গীতায়* (২/১৪) বলা হয়েছে—

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥

"হে কৌন্তেয়, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগের ফলে অনিত্য সুখ এবং দুঃখের অনুভব হয়, সেগুলি ঠিক যেন শীত এবং গ্রীষ্ম ঋতুর গমনাগমনের মতো। হে ভরতকুল-প্রদীপ, সেই ইন্দ্রিয়জাত অনুভূতির দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সেগুলি সহ্য করার চেষ্টা কর।" বদ্ধ জীবনে দেহটি একটি পোশাকের মতো, এবং শীত ও গ্রীষ্মে যেমন বিভিন্ন ধরনের পোশাকের প্রয়োজন হয়, তেমনই বদ্ধ জীবের বাসনা অনুসারে দেহের পরিবর্তন হয়। কিন্তু, যেহেতু ভগবানের দেহ পূর্ণ জ্ঞানময়, তাই তাঁর দেহের আর কোন আবরণের প্রয়োজন হয় না। আমাদের মতো কৃষ্ণেরও দেহ এবং আত্মা ভিন্ন বলে যে ধারণা, সেটি ভুল। শ্রীকৃষ্ণে এই ধরনের কোন

দ্বৈতভাব নেই, কারণ তাঁর দেহ জ্ঞানময়। আমরা অজ্ঞানের ফলে এখানে জড় দেহ ধারণ করি, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বা বাসুদেব যেহেতু পূর্ণ জ্ঞানময়, তাই তাঁর দেহ এবং আত্মার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। শ্রীকৃষ্ণ চার কোটি বছর আগে সূর্যদেবকে কি বলেছিলেন তা তিনি স্মরণ করতে পারেন, কিন্তু একজন সাধারণ জীব গতকাল কি বলেছিল তাও মনে রাখতে পারে না। এটিই শ্রীকৃষ্ণের দেহ এবং আমাদের দেহের মধ্যে পার্থক্য। তাই ভগবানকে *বিজ্ঞান মাত্রায় পরমানন্দ মূর্তয়ে* বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

ভগবানের দেহ যেহেতু পূর্ণ জ্ঞানময়, তাই তিনি সর্বদা দিব্য আনন্দ আস্বাদন করেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর স্বরূপই পরমানন্দ। সেই কথা *বেদান্ত-সূত্রে* প্রতিপন্ন হয়েছে—*আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ* । ভগবান স্বভাবতই আনন্দময়। আমরা যখন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করি, তখন দেখতে পাই তিনি সর্ব অবস্থাতেই আনন্দময়। কেউ তাঁকে নিরানন্দ করতে পারে না। *আত্মারামায়*—তাঁকে বাহ্যিক আনন্দের অন্বেষণ করতে হয় না, কারণ তিনি আত্মারাম। *শান্তায়*—তাঁর কোন উৎকণ্ঠা নেই। যাকে অন্য কোথাও আনন্দের অন্বেষণ করতে হয়, সে সর্বদাই উৎকণ্ঠায় পূর্ণ। কর্মী, জ্ঞানী এবং যোগীরা সকলেই অশান্ত কারণ তারা কিছু না কিছু কামনা করে, কিন্তু ভক্ত কিছুই চান না; তাই তিনি আনন্দময় ভগবানের সেবা করেই সন্তুষ্ট থাকেন।

নিবৃত্ত-দ্বৈত-দৃষ্টয়ে—আমাদের বদ্ধ জীবনে আমাদের দেহে বিভিন্ন অঙ্গ রয়েছে, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের দেহের বিভিন্ন অঙ্গ থাকলেও তাঁর দেহের একটি অঙ্গ অন্য অঙ্গ থেকে ভিন্ন নয়। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চক্ষু দিয়ে দর্শন করতে পারেন এবং শ্রীকৃষ্ণ চক্ষু ছাড়াও দর্শন করতে পারেন। তাই *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে* বলা হয়েছে, *পশ্যত্যচক্ষুঃ* । তিনি তাঁর হাত এবং পা দিয়ে দেখতে পান। কোন বিশেষ কার্য সম্পাদন করার জন্য তাঁর দেহের কোন বিশেষ অঙ্গের প্রয়োজন হয় না। *অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি*—তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তাঁর দেহের যে কোন অঙ্গ দিয়ে যে কোন কার্য করতে পারেন, এবং তাই তাঁকে বলা হয় সর্বশক্তিমান।

শ্লোক ২০

আত্মানন্দানুভূত্যৈব ন্যস্তশক্ত্যূর্ময়ে নমঃ ।
হৃষীকেশায় মহতে নমস্তেঽনন্তমূর্তয়ে ॥ ২০ ॥

আত্ম-আনন্দ—স্বরূপানন্দের; **অনুভূত্যা**—অনুভূতির দ্বারা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ন্যস্ত**—পরিত্যক্ত; **শক্তি-ঊর্ময়ে**—জড়া প্রকৃতির তরঙ্গ; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণাম; **হৃষীকেশায়**—ইন্দ্রিয়ের পরম নিয়ন্তাকে; **মহতে**—পরমেশ্বরকে; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণাম; **তে**—আপনাকে; **অনন্ত**—অন্তহীন; **মূর্তয়ে**—যাঁর প্রকাশ।

অনুবাদ

আপনি আপনার স্বরূপভূত আনন্দের অনুভূতির দ্বারা সর্বদা মায়ার তরঙ্গের অতীত। তাই, হে প্রভু, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আপনি সমগ্র ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা হৃষীকেশ, আপনি অনন্ত মূর্তি ও মহান, এবং তাই আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে জীবাত্মা এবং পরমাত্মার পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবানের রূপ এবং বদ্ধ জীবের রূপ ভিন্ন, কারণ ভগবান সর্বদা আনন্দময়, কিন্তু বদ্ধ জীব সর্বদাই জড় জগতের ত্রিতাপ দুঃখের অধীন। ভগবান সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। তিনি তাঁর স্বীয় স্বরূপে আনন্দময়। ভগবানের দেহ চিন্ময়, কিন্তু বদ্ধ জীবের দেহ যেহেতু জড়, তাই তা দৈহিক এবং মানসিক ক্লেশে পূর্ণ। বদ্ধ জীব সর্বদা আসক্তি এবং বিরক্তির দ্বারা উদ্বিগ্ন, কিন্তু ভগবান সর্বদা এই প্রকার দ্বৈত ভাব থেকে মুক্ত। ভগবান সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর, কিন্তু বদ্ধ জীব তার ইন্দ্রিয়ের বশীভূত। ভগবান মহত্তম, কিন্তু জীব ক্ষুদ্রতম। জীব জড়া প্রকৃতির তরঙ্গের দ্বারা প্রভাবিত, কিন্তু ভগবান সমস্ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অতীত। ভগবানের বিস্তার অসংখ্য (*অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপম্*), কিন্তু বদ্ধ জীব কেবল একটি রূপেই সীমিত। ঐতিহাসিক তথ্য থেকে জানতে পারি যে, যোগ শক্তির প্রভাবে বদ্ধ জীব কখনও কখনও আটটি রূপে নিজেকে বিস্তার করতে পারে, কিন্তু ভগবানের বিস্তার অনন্ত। অর্থাৎ, ভগবানের দেহের কোন আদি নেই এবং অন্ত নেই।

শ্লোক ২১

বচস্যুপরতেঽপ্রাপ্য য একো মনসা সহ ।
অনামরূপশ্চিন্মাত্রঃ সোঽব্যান্নঃ সদসৎপরঃ ॥ ২১ ॥

বচসি—বাণী যখন; **উপরতে**—বিরত হয়; **অপ্রাপ্য**—লক্ষ্যপ্রাপ্ত না হয়ে; **যঃ**—যিনি; **একঃ**—এক; **মনসা**—মন; **সহ**—সঙ্গে; **অনাম**—জড় নামরহিত; **রূপঃ**—অথবা জড়

রূপ; **চিৎ-মাত্রঃ**—সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়; **সঃ**—তিনি; **অভ্যাৎ**—কৃপাপূর্বক রক্ষা করুন; **নঃ**—আমাদের; **সৎ-অসৎ-পরঃ**—যিনি সর্বকারণের পরম কারণ।

অনুবাদ

বদ্ধ জীবের বাণী এবং মন ভগবানকে প্রাপ্ত হতে পারে না, কারণ জড় নাম এবং রূপ সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় ভগবানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তিনি সমস্ত স্থূল এবং সূক্ষ্ম ধারণার অতীত। নির্বিশেষ ব্রহ্ম তাঁর আর একটি রূপ। তিনি আমাদের রক্ষা করুন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা নির্বিশেষ ব্রহ্মের বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ২২

যস্মিন্নিদং যতশ্চেদং তিষ্ঠত্যপ্যেতি জায়তে ।
মৃন্ময়েষ্বিব মৃজ্জাতিস্তস্মৈ তে ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ২২ ॥

যস্মিন্—যাতে; **ইদম্**—এই (জগৎ); **যতঃ**—যাঁর থেকে; **চ**—ও; **ইদম্**—এই (জগৎ); **তিষ্ঠতি**—স্থিত; **অপ্যেতি**—বিলীন হয়ে যায়; **জায়তে**—উৎপন্ন হয়; **মৃৎ-ময়েষু**—মৃত্তিকা থেকে তৈরি; **ইব**—সদৃশ; **মৃৎ-জাতিঃ**—মৃত্তিকা থেকে জন্ম; **তস্মৈ**—তাঁকে; **তে**—আপনি; **ব্রহ্মণে**—পরম কারণ; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণাম।

অনুবাদ

মৃন্ময় পাত্র যেমন মৃত্তিকা থেকে উৎপন্ন হয়ে মৃত্তিকাতেই অবস্থান করে এবং ভেঙে গেলে পুনরায় মৃত্তিকাতেই লীন হয়, তেমনই এই জগৎ পরমব্রহ্মের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে, পরমব্রহ্মে অবস্থান করছে এবং সেই পরমব্রহ্মেই বিলীন হয়ে যাবে। অতএব, ভগবান যেহেতু সেই ব্রহ্মেরও কারণ, আমরা তাঁকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান জগতের কারণ, এই জগৎ সৃষ্টি করার পর তিনি তা পালন করেন এবং বিনাশের পর ভগবানই হচ্ছেন সব কিছুর আশ্রয়।

শ্লোক ২৩

যন্ন স্পৃশন্তি ন বিদুর্মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াসবঃ ।
অন্তর্বহিশ্চ বিততং ব্যোমবত্তন্নতোঽস্ম্যহম্ ॥ ২৩ ॥

যৎ—যাঁকে; **ন**—না; **স্পৃশন্তি**—স্পর্শ করতে পারে; **ন**—না; **বিদুঃ**—জানতে পারে; **মনঃ**—মন; **বুদ্ধি**—বুদ্ধি; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়; **অসবঃ**—প্রাণ; **অন্তঃ**—অন্তরে; **বহিঃ**—বাইরে; **চ**—ও ; **বিততম্**—ব্যাপ্ত; **ব্যোমবৎ**—আকাশের মতো; **তৎ**—তাঁকে; **নতঃ**—প্রণত; **অস্মি**—হই; **অহম্**—আমি।

অনুবাদ

ব্রহ্ম ভগবান থেকে উদ্ভূত এবং আকাশের মতো ব্যাপ্ত। যদিও জড় পদার্থের সঙ্গে তার কোন সংস্পর্শ নেই, তবু তা সব কিছুর অন্তরে এবং বাইরে বিরাজ করে। মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় এবং প্রাণ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না বা জানতে পারে না। তাঁকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ২৪

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়োঽমী
যদংশবিদ্ধাঃ প্রচরন্তি কর্মসু ।
নৈবান্যদা লৌহমিবাপ্রতপ্তং
স্থানেষু তদ্ দ্রষ্ট্রপদেশমেতি ॥ ২৪ ॥

দেহ—শরীর; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়; **প্রাণ**—প্রাণ; **মনঃ**—মন; **ধিয়ঃ**—এবং বুদ্ধি; **অমী**—সেই সব; **যৎ-অংশ-বিদ্ধাঃ**—ব্রহ্মজ্যোতি বা ভগবানের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে; **প্রচরন্তি**—বিচরণ করে; **কর্মসু**—বিভিন্ন কর্মে; **ন**—না; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **অন্যদা**—অন্য সময়ে; **লৌহম্**—লৌহ; **ইব**—সদৃশ; **অপ্রতপ্তম্**—অগ্নির দ্বারা তপ্ত হয় না; **স্থানেষু**—সেই সমস্ত পরিস্থিতিতে; **তৎ**—তা; **দ্রষ্টৃ-অপদেশম্**—বিষয়বস্তুর নাম; **এতি**—প্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ

লৌহ যেমন অগ্নির সংস্পর্শে তপ্ত হয়ে অন্য বস্তুকে দহন করার সামর্থ্য লাভ করে, তেমনই দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন এবং বুদ্ধি, জড় হলেও ভগবানের চৈতন্য

অংশের দ্বারা আবিষ্ট হয়ে নিজ নিজ কর্মে প্রবৃত্ত হয়। অগ্নির দ্বারা তপ্ত না হলে লৌহ যেমন দহন করতে পারে না, দেহের ইন্দ্রিয়গুলিও তেমন পরমব্রহ্মের দ্বারা অনুগৃহীত না হলে কর্ম করতে পারে না।

তাৎপর্য

উত্তপ্ত লৌহ অন্য বস্তুকে দহন করতে পারে, কিন্তু অগ্নিকে দহন করতে পারে না। তেমনই ব্রহ্মের কণা সম্পূর্ণরূপে পরমব্রহ্মের শক্তির উপর নির্ভরশীল। তাই *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন, *মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*—"বদ্ধ জীব আমার থেকে স্মৃতি, জ্ঞান এবং বিস্মৃতি প্রাপ্ত হয়।" কার্য করার ক্ষমতা আসে ভগবান থেকে, এবং ভগবান যখন সেই শক্তি সম্বরণ করে নেন, তখন বদ্ধ জীবের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কার্য করার আর কোন ক্ষমতা থাকে না। দেহে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় এবং মন রয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলি কেবল জড় পদার্থ। যেমন মস্তিষ্ক জড় পদার্থ ছাড়া আর কিছুই নয়, কিন্তু তা যখন ভগবানের শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয় তখন মস্তিষ্ক ক্রিয়া করে, ঠিক যেমন লৌহ আগুনের প্রভাবে উত্তপ্ত হয়ে দহন করতে সমর্থ হয়। জাগ্রত অবস্থায় এবং স্বপ্নাবস্থায়ও মস্তিষ্ক কার্য করে, কিন্তু আমরা যখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকি, অথবা অচেতন হয়ে পড়ি, তখন মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। মস্তিষ্ক যেহেতু জড় পদার্থের পিণ্ড, তাই কর্ম করার স্বতন্ত্র শক্তি তার নেই। ব্রহ্ম বা পরমব্রহ্ম ভগবানের কৃপায় তাঁর শক্তিতে প্রভাবিত হওয়ার ফলেই কেবল তা সক্রিয় হতে পারে। সর্বব্যাপ্ত পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করার এটিই হচ্ছে পন্থা। সূর্যমণ্ডলস্থ সূর্যদেবের কিরণ যেমন সর্বত্র বিকীর্ণ হচ্ছে, তেমনই ভগবানের চিন্ময় শক্তি সারা জগৎ জুড়ে চেতনা বিস্তার করছে। ভগবানকে বলা হয় হৃষীকেশ; তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের একমাত্র সঞ্চালক। তাঁর শক্তির দ্বারা আবিষ্ট না হলে, ইন্দ্রিয়গুলি সক্রিয় হতে পারে না। অর্থাৎ, তিনিই একমাত্র দ্রষ্টা, তিনিই একমাত্র কর্তা, তিনিই একমাত্র শ্রোতা, এবং তিনিই একমাত্র সক্রিয় তত্ত্ব বা পরম নিয়ন্তা।

শ্লোক ২৫

ওঁ নমো ভগবতে মহাপুরুষায় মহানুভাবায় মহাবিভূতিপতয়ে সকলসাত্বতপরিবৃঢ়নিকরকরকমলকুড্মলোপলালিতচরণারবিন্দযুগল পরমপরমেষ্ঠিন্ নমস্তে ॥ ২৫ ॥

ওঁ—পরমেশ্বর ভগবান; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণাম; **ভগবতে**—ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান আপনাকে; **মহা-পুরুষায়**—পরম পুরুষকে; **মহা-অনুভাবায়**—পরম আত্মাকে; **মহা-বিভূতিপতয়ে**—সমস্ত যোগশক্তির ঈশ্বর; **সকল-সাত্বত-পরিবৃঢ়**—সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তদের; **নিকর**—সমূহ; **কর-কমল**—পদ্মসদৃশ হস্তের; **কুড্‌মলো**—মুকুলের দ্বারা; **উপলালিত**—সেবিত; **চরণ-অরবিন্দ-যুগল**—যাঁর পাদপদ্ম-যুগল; **পরম**—সর্বোচ্চ; **পরমেষ্ঠিন্**—যিনি চিন্ময় লোকে অবস্থিত; **নমঃ তে**—আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি।

অনুবাদ

হে গুণাতীত ভগবান, আপনি চিৎ-জগতের সর্বোচ্চ লোকে বিরাজ করেন। আপনার পাদপদ্ম-যুগল সর্বদা সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তদের কমলকলি-সদৃশ হস্তের দ্বারা সেবিত। আপনি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান। পুরুষসূক্ত স্তবে আপনাকে পরমপুরুষ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আপনি পরম পূর্ণ এবং সমস্ত যোগ-বিভূতির অধিপতি। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

বলা হয় যে পরম সত্য এক, কিন্তু তিনি ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবানরূপে প্রকাশিত হন। পূর্ববর্তী শ্লোকগুলিতে পরম সত্যের ব্রহ্ম এবং পরমাত্মা রূপের বর্ণনা করা হয়েছে। এই শ্লোকে ভক্তিযোগে পরম পুরুষোত্তমকে প্রার্থনা নিবেদন করা হয়েছে। এই শ্লোকে *সকল-সাত্বত-পরিবৃঢ়* শব্দগুলির উল্লেখ করা হয়েছে। *সাত্বত* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'ভক্ত' এবং *সকল* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'সকলে মিলিতভাবে'। ভক্তদের চরণ কমলসদৃশ এবং তাঁরা তাঁদের করকমলের দ্বারা ভগবানের পদকমলের সেবা করেন। ভক্তেরা কখনও কখনও ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবা করার যোগ্য না হতে পারেন, তবু ভগবান তাঁকে তাঁর সেবা করার সুযোগ দেন, এবং ভগবানকে *পরম-পরমেষ্ঠিন্* বলে সম্বোধন করা হয়েছে। তিনি পরম পুরুষ, তবু তিনি তাঁর ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। কেউই ভগবানের সেবা করার যোগ্য নন, কিন্তু ভক্ত যদি যোগ্য নাও হন, তবু ভগবান তাঁর সেবার বিনীত প্রয়াস অঙ্গীকার করেন।

শ্লোক ২৬

শ্রীশুক উবাচ

ভক্তায়ৈতাং প্রপন্নায় বিদ্যামাদিশ্য নারদঃ ।
যযাবঙ্গিরসা সাকং ধাম স্বায়ম্ভুবং প্রভো ॥ ২৬ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ভক্তায়**—ভক্তকে; **এতাম্**—এই; **প্রপন্নায়**—পূর্ণরূপে শরণাগত; **বিদ্যাম্**—দিব্য জ্ঞান; **আদিশ্য**—উপদেশ করে; **নারদঃ**—দেবর্ষি নারদ; **যযৌ**—প্রস্থান করেছিলেন; **অঙ্গিরসা**—মহর্ষি অঙ্গিরা; **সাকম্**—সহ; **ধাম**—সর্বোচ্চ লোকে; **স্বায়ম্ভুবম্**—ব্রহ্মার; **প্রভো**—হে রাজন্।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—চিত্রকেতু সর্বতোভাবে তাঁর শরণাগত হয়েছিলেন বলে, নারদ মুনি তাঁকে শিষ্যত্বে বরণ করে, তাঁর গুরুরূপে এই বিদ্যা উপদেশ দিয়ে মহর্ষি অঙ্গিরার সঙ্গে ব্রহ্মার লোকে গমন করেছিলেন।

তাৎপর্য

অঙ্গিরা যখন প্রথমে রাজা চিত্রকেতুর কাছে এসেছিলেন, তখন তিনি তাঁর সঙ্গে নারদ মুনিকে নিয়ে আসেননি, কিন্তু চিত্রকেতুর পুত্রের মৃত্যুর পর, অঙ্গিরা নারদ মুনিকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন রাজা চিত্রকেতুকে ভক্তিযোগের উপদেশ দেওয়ার জন্য। তার কারণ প্রথমে চিত্রকেতুর চিত্তে বিষয়ের প্রতি অনাসক্তি ছিল না, কিন্তু পরে তাঁর পুত্রের মৃত্যুতে তিনি যখন শোকাচ্ছন্ন হয়েছিলেন, তখন জড় জগতের অনিত্যতা সম্বন্ধে উপদেশ শ্রবণ করে তাঁর হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয় হয়েছিল। এই স্তরেই কেবল ভক্তিযোগের উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। মানুষ যতক্ষণ জড় সুখের প্রতি আসক্ত থাকে, ততক্ষণ সে ভক্তিযোগের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (২/৪৪) প্রতিপন্ন হয়েছে—

ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্ ।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥

"যারা ভোগ ও ঐশ্বর্যসুখে একান্ত আসক্ত, সেই সমস্ত বিবেকবর্জিত মূঢ় ব্যক্তিদের বুদ্ধি সমাধি অর্থাৎ ভগবানে একনিষ্ঠতা লাভ করে না।" মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত জড় সুখের প্রতি আসক্ত থাকে, ততক্ষণ সে ভক্তিযোগের বিষয়বস্তুতে তার মনকে একাগ্র করতে পারে না।

বর্তমানে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে প্রসার লাভ করছে, কারণ পাশ্চাত্যের যুবক-সম্প্রদায় বৈরাগ্যের স্তর প্রাপ্ত হয়েছে। তারা প্রকৃতপক্ষে জড় সুখভোগের প্রতি বিরক্ত হয়েছে এবং তার ফলে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে ছেলে-মেয়েরা হিপি হয়ে যাচ্ছে। এখন তারা যদি

ভক্তিযোগের অর্থাৎ কৃষ্ণভাবনামৃতের উপদেশ লাভ করে, তা হলে সেই উপদেশ অবশ্যই কার্যকরী হবে।

চিত্রকেতু বৈরাগ্য-বিদ্যার দর্শন হৃদয়ঙ্গম করা মাত্রই ভক্তিযোগের পন্থা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্য বলেছেন, *বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজ-ভক্তিযোগ* । বৈরাগ্য বিদ্যা এবং ভক্তিযোগ সমান্তরাল। একটিকে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য অন্যটি অপরিহার্য। আরও বলা হয়েছে, *ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/২/৪২)। ভগবদ্ভক্তি বা কৃষ্ণভাবনামৃতের উন্নতির লক্ষণ হচ্ছে জড় সুখভোগের প্রতি বিরক্তি। নারদ মুনি হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির জনক, এবং তাই চিত্রকেতুর উপর অহৈতুকী কৃপা বর্ষণ করার জন্য অঙ্গিরা নারদ মুনিকে নিয়ে এসেছিলেন রাজাকে উপদেশ দেওয়ার জন্য। তাঁর সেই উপদেশ অত্যন্ত কার্যকরী হয়েছিল। যে ব্যক্তি নারদ মুনির পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তিনি অবশ্যই শুদ্ধ ভক্ত।

শ্লোক ২৭

চিত্রকেতুস্তু তাং বিদ্যাং যথা নারদভাষিতাম্ ।
ধারয়ামাস সপ্তাহমব্ভক্ষঃ সুসমাহিতঃ ॥ ২৭ ॥

চিত্রকেতুঃ—রাজা চিত্রকেতু; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **তাম্**—তা; **বিদ্যাম্**—দিব্য জ্ঞান; **যথা**—যেমন; **নারদ-ভাষিতাম্**—দেবর্ষি নারদ কর্তৃক উপদিষ্ট; **ধারয়ামাস**—জপ করেছিলেন; **সপ্ত-অহম্**—এক সপ্তাহ ধরে; **অপ-ভক্ষঃ**—কেবল জল পান করে; **সু-সমাহিতঃ**—অত্যন্ত সাবধানতা সহকারে।

অনুবাদ

চিত্রকেতু কেবল জলপান করে, অতি সাবধানতা সহকারে নারদ মুনির দেওয়া সেই মন্ত্র এক সপ্তাহ ধরে জপ করেছিলেন।

শ্লোক ২৮

ততঃ স সপ্তরাত্রান্তে বিদ্যয়া ধার্যমাণয়া ।
বিদ্যাধরাধিপত্যং চ লেভেঽপ্রতিহতং নৃপ ॥ ২৮ ॥

ততঃ—তার ফলে; **সঃ**—তিনি; **সপ্ত-রাত্র-অন্তে**—সাত রাত্রির পর; **বিদ্যয়া**—সেই স্তবের দ্বারা; **ধার্যমাণয়া**—সাবধানতার সঙ্গে অনুশীলন করার ফলে; **বিদ্যাধর-**

অধিপত্যম্—(গৌণ ফলরূপে) বিদ্যাধরদের আধিপত্য; **চ**—ও; **লেভে**—লাভ করেছিলেন; **অপ্রতিহতম্**—শ্রীগুরুদেবের উপদেশ থেকে বিচলিত না হয়ে; **নৃপ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, চিত্রকেতু তাঁর গুরুদেবের কাছ থেকে প্রাপ্ত সেই মন্ত্র কেবলমাত্র সাত দিন জপ করার ফলে, সেই মন্ত্রজপের গৌণ ফলস্বরূপ বিদ্যাধর-লোকের আধিপত্য লাভ করেছিলেন।

তাৎপর্য

দীক্ষা লাভের পর ভক্ত যদি নিষ্ঠা সহকারে শ্রীগুরুদেবের উপদেশ পালন করেন, তা হলে তিনি স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যাধর-লোকের আধিপত্যরূপ জড়-জাগতিক ঐশ্বর্য গৌণ ফলস্বরূপ লাভ করেন। ভক্তকে সাফল্য লাভের জন্য যোগ, কর্ম অথবা জ্ঞানের সাধনা করতে হয় না। ভক্তকে সমস্ত জড় ঐশ্বর্য প্রদানের জন্য ভগবদ্ভক্তিই যথেষ্ট। শুদ্ধ ভক্ত কিন্তু কখনও জড় ঐশ্বর্যের প্রতি আসক্ত হন না, যদিও কোন রকম ব্যক্তিগত প্রয়াস ব্যতীত অনায়াসেই তিনি তা লাভ করেন। চিত্রকেতু নিষ্ঠা সহকারে নারদ মুনির উপদেশ অনুসারে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করেছিলেন বলে, তার গৌণ ফলস্বরূপ তা লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ২৯

ততঃ কতিপয়াহোভির্বিদ্যয়েদ্ধমনোগতিঃ ।
জগাম দেবদেবস্য শেষস্য চরণান্তিকম্ ॥ ২৯ ॥

ততঃ—তারপর; **কতিপয়-অহোভিঃ**—কয়েক দিনের মধ্যে; **বিদ্যয়া**—দিব্য মন্ত্রের দ্বারা; **ইদ্ধ-মনঃ-গতিঃ**—তাঁর মনের গতি জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হওয়ায়; **জগাম**—গিয়েছিলেন; **দেব-দেবস্য**—সমস্ত দেবতাদের দেবতা; **শেষস্য**—ভগবান শেষের; **চরণ-অন্তিকম্**—শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ে।

অনুবাদ

তারপর, কয়েক দিনের মধ্যে সেই মন্ত্র সাধনের ফলে, চিত্রকেতুর মন দিব্য জ্ঞানের প্রভাবে প্রদীপ্ত হয়েছিল, এবং তিনি দেবদেব অনন্তদেবের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভক্তের চরম গতি হচ্ছে চিদাকাশে কোন লোকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করা। নিষ্ঠা সহকারে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের ফলে, যদি প্রয়োজন হয়, ভক্ত সমস্ত জড় ঐশ্বর্য লাভ করতে পারেন; অন্যথায় ভক্ত জড় ঐশ্বর্যের প্রতি আগ্রহী নন এবং ভগবানও তাঁকে তা প্রদান করেন না। ভক্ত যখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তখন তাঁর আপাত জড় ঐশ্বর্য প্রকৃতপক্ষে জড় নয়; সেগুলি চিন্ময় ঐশ্বর্য। যেমন, কোন ভক্ত যদি বহু অর্থ ব্যয় করে ভগবানের জন্য এক সুন্দর মন্দির তৈরি করেন, তা হলে সেটি জড় নয়, চিন্ময় (*নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে*)। ভক্তের মন কখনও মন্দিরের জড় দিকে যায় না। ভগবানের শ্রীবিগ্রহ পাথর দিয়ে তৈরি হলেও যেমন তা পাথর নয়, পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং, তেমনই মন্দির নির্মাণে যে ইট, কাঠ, পাথর ব্যবহার হয় তা চিন্ময়। আধ্যাত্মিক চেতনায় যতই উন্নতি সাধন হয়, ভক্তির তত্ত্ব ততই তাঁর কাছে স্পষ্ট হতে থাকে। ভগবদ্ভক্তিতে কোন কিছুই জড় নয়; সব কিছুই চিন্ময়। তাই ভক্ত আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য তথাকথিত জড় ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হন। এই ঐশ্বর্য ভক্তের ভগবদ্ধামে উন্নীত হওয়ার সহায়ক-স্বরূপ। তাই মহারাজ চিত্রকেতু বিদ্যাধরপতি-রূপে জড় ঐশ্বর্য লাভ করেছিলেন, এবং ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের দ্বারা কয়েক দিনের মধ্যে ভগবান অনন্তশেষের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করে ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়েছিলেন।

কর্মীর জড় ঐশ্বর্য এবং ভক্তের জড় ঐশ্বর্য একই স্তরের নয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য মন্তব্য করেছেন—

অন্যান্তর্যামিণং বিষ্ণুম্ উপাস্যান্যসমীপগঃ ।
ভবেদ্ যোগ্যতয়া তস্য পদং বা প্রাপ্নুয়ান্ নরঃ ॥

ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনার দ্বারা যে কোন বাঞ্ছিত বস্তু লাভ করা যায়। কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত কখনও ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কাছে কোন জড়-জাগতিক বিষয় প্রার্থনা করেন না। পক্ষান্তরে তিনি নিষ্কামভাবে শ্রীবিষ্ণুর সেবা করেন এবং তাই চরমে তিনি ভগবদ্ধামে উন্নীত হন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল বীররাঘব আচার্য মন্তব্য করেছেন, *যথেষ্টগতিরিত্যর্থঃ*—শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করার দ্বারা ভক্ত যা বাসনা করেন, তাই পেতে পারেন। মহারাজ চিত্রকেতু কেবল ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন, এবং তাই তিনি সেই সাফল্য লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ৩০

মৃণালগৌরং শিতিবাসসং স্ফুরৎ-
কিরীটকেয়ূরকটিত্রকঙ্কণম্ ।
প্রসন্নবক্ত্রারুণলোচনং বৃতং
দদর্শ সিদ্ধেশ্বরমণ্ডলৈঃ প্রভুম্ ॥ ৩০ ॥

মৃণাল-গৌরম্—শ্বেতপদ্মের মতো শুভ্র; **শিতি-বাসসম্**—নীল রেশমের বস্ত্র পরিহিত; **স্ফুরৎ**—উজ্জ্বল; **কিরীট**—মুকুট; **কেয়ূর**—বাহুভূষণ; **কটিত্র**—কটিসূত্র; **কঙ্কণম্**—হস্তভূষণ; **প্রসন্ন-বক্ত্র**—হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল; **অরুণ-লোচনম্**—আরক্তিম নয়ন; **বৃতম্**—পরিবৃত; **দদর্শ**—তিনি দেখেছিলেন; **সিদ্ধ-ঈশ্বর-মণ্ডলৈঃ**—পরম সিদ্ধ ভক্তদের দ্বারা; **প্রভুম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে।

অনুবাদ

ভগবান অনন্ত শেষের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ে উপনীত হয়ে চিত্রকেতু দেখেছিলেন যে, তাঁর অঙ্গকান্তি শ্বেতপদ্মের মতো শুভ্র, তিনি নীলাম্বর পরিহিত এবং অতি উজ্জ্বল মুকুট, কেয়ূর, কটিসূত্র এবং কঙ্কণে সুশোভিত। তাঁর মুখমণ্ডল প্রসন্ন হাসিতে উদ্ভাসিত এবং তাঁর নয়ন অরুণবর্ণ। তিনি সনৎকুমার আদি মুক্ত পুরুষ দ্বারা পরিবৃত।

শ্লোক ৩১

তদ্দর্শনধ্বস্তসমস্তকিল্বিষঃ
স্বস্থামলান্তঃকরণোঽভ্যয়ান্মুনিঃ ।
প্রবৃদ্ধভক্ত্যা প্রণয়াশ্রুলোচনঃ
প্রহৃষ্টরোমানমদাদিপুরুষম্ ॥ ৩১ ॥

তৎ-দর্শন—ভগবানের সেই দর্শনের দ্বারা; **ধ্বস্ত**—বিনষ্ট; **সমস্ত-কিল্বিষঃ**—সমস্ত পাপ; **স্বস্থ**—সুস্থ; **অমল**—এবং শুদ্ধ; **অন্তঃকরণঃ**—যাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল; **অভ্যয়াৎ**—তাঁর সম্মুখে এসে; **মুনিঃ**—রাজা, যিনি পূর্ণ মানসিক প্রসন্নতার ফলে মৌন হয়েছিলেন; **প্রবৃদ্ধ-ভক্ত্যা**—ভক্তি বৃদ্ধির প্রবণতার ফলে; **প্রণয়-অশ্রু-লোচনঃ**—প্রণয়জনিত অশ্রুপূর্ণ নেত্রে; **প্রহৃষ্ট-রোম**—হর্ষজনিত রোমাঞ্চ; **অনমৎ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন; **আদি-পুরুষম্**—আদি পুরুষকে।

অনুবাদ

ভগবানকে দর্শন করা মাত্রই মহারাজ চিত্রকেতুর সমস্ত পাপ বিধৌত হয়েছিল এবং তাঁর অন্তঃকরণ নির্মল হওয়ার ফলে তিনি তাঁর স্বরূপগত কৃষ্ণভক্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তখন তিনি মৌনভাবে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করতে করতে হর্ষে রোমাঞ্চিত হয়ে, ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে আদি পুরুষ সঙ্কর্ষণকে প্রণাম করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *তদ্-দর্শন-ধ্বস্ত-সমস্ত-কিল্বিষঃ* শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেউ যদি মন্দিরে নিয়মিতভাবে ভগবানকে দর্শন করেন, তা হলে তিনি কেবল শ্রীমন্দিরে গমন এবং ভগবানের শ্রীবিগ্রহ দর্শনের ফলে ধীরে ধীরে সমস্ত জড় বাসনার কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন। সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র হলে মন সুস্থ হয় ও নির্মল হয় এবং কৃষ্ণভক্তির পথে অগ্রসর হওয়া যায়।

শ্লোক ৩২

স উত্তমশ্লোকপদাব্জবিষ্টরং
প্রেমাশ্রুলেশৈরুপমেহয়ন্মুহুঃ ।
প্রেমোপরুদ্ধাখিলবর্ণনির্গমো
নৈবাশকৎ তং প্রসমীড়িতুং চিরম্ ॥ ৩২ ॥

সঃ—তিনি; **উত্তমশ্লোক**—ভগবানের; **পদাব্জ**—শ্রীপাদপদ্মের; **বিষ্টরম্**—আসন; **প্রেমাশ্রু**—শুদ্ধ প্রেমের অশ্রু; **লেশৈঃ**—বিন্দুর দ্বারা; **উপমেহয়ন্**—সিক্ত করে; **মুহুঃ**—বার বার; **প্রেম-উপরুদ্ধ**—প্রেম গদ্‌গদ কণ্ঠে; **অখিল**—সমস্ত; **বর্ণ**—অক্ষরের; **নির্গমঃ**—উচ্চারণ করতে; **ন**—না; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **অশকৎ**—সক্ষম হয়েছিলেন; **তম্**—তাঁকে; **প্রসমীড়িতুম্**—প্রার্থনা নিবেদন করতে; **চিরম্**—অনেকক্ষণ ধরে।

অনুবাদ

চিত্রকেতু তাঁর প্রেমাশ্রু ধারায় ভগবানের পাদপদ্ম-তলের আসন বার বার অভিষিক্ত করতে লাগলেন। প্রেমে গদ্‌গদ-কণ্ঠে ভগবানের উপযুক্ত প্রার্থনার বর্ণ উচ্চারণ করতে অসমর্থ হওয়ায়, অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁর স্তব করতে পারলেন না।

তাৎপর্য

সমস্ত অক্ষর এবং সেই অক্ষর দ্বারা নির্মিত শব্দগুলি ভগবানের স্তব করার নিমিত্ত। মহারাজ চিত্রকেতু অক্ষর দিয়ে সুন্দর শ্লোক তৈরি করে ভগবানের স্তব করার সুযোগ পেয়েছিলেন, কিন্তু ভগবৎ প্রেমানন্দে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হওয়ার ফলে, অনেকক্ষণ পর্যন্ত তিনি সেই সমস্ত অক্ষরগুলির সমন্বয়ে ভগবানকে প্রার্থনা নিবেদন করতে পারেননি। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/৫/২২) বলা হয়েছে—

ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা
স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধিদত্তয়োঃ ।
অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো
যদুত্তমশ্লোকগুণানুবর্ণনম্ ॥

যদি কারও বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অথবা অন্য কোন যোগ্যতা থাকে এবং তিনি যদি জ্ঞানের পূর্ণতা লাভ করতে চান, তা হলে অতি সুন্দর কবিতা রচনা করে তাঁর ভগবানের প্রার্থনা করা উচিত অথবা তাঁর প্রতিভা ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করা উচিত। চিত্রকেতু তা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ভগবৎ প্রেমানন্দের ফলে তা করতে অসমর্থ হয়েছিলেন। তাই ভগবানকে প্রার্থনা নিবেদন করতে তাঁকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

শ্লোক ৩৩

ততঃ সমাধায় মনো মনীষয়া
বভাষ এতৎ প্রতিলব্ধবাগসৌ ।
নিয়ম্য সর্বেন্দ্রিয়বাহ্যবর্তনং
জগদ্গুরুং সাত্বতশাস্ত্রবিগ্রহম্ ॥ ৩৩ ॥

ততঃ—তারপর; **সমাধায়**—সংযত করে; **মনঃ**—মন; **মনীষয়া**—তাঁর বুদ্ধির দ্বারা; **বভাষ**—বলেছিলেন; **এতৎ**—এই; **প্রতিলব্ধ**—ফিরে পেয়ে; **বাক্**—বাণী; **অসৌ**—তিনি (রাজা চিত্রকেতু); **নিয়ম্য**—নিয়ন্ত্রিত করে; **সর্ব-ইন্দ্রিয়**—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের; **বাহ্য**—বাহ্য; **বর্তনম্**—বিচরণের; **জগৎ-গুরুম্**—যিনি সকলের গুরু; **সাত্বত**—ভগবদ্ভক্তির; **শাস্ত্র**—শাস্ত্রের; **বিগ্রহম্**—মূর্তরূপ।

অনুবাদ

তারপর, তাঁর বুদ্ধির দ্বারা মনকে বশীভূত করে এবং ইন্দ্রিয়সমূহের বাহ্যবৃত্তি নিরোধপূর্বক পুনরায় বাক্‌শক্তি লাভ করে সেই চিত্রকেতু ব্রহ্মসংহিতা,

নারদপঞ্চরাত্র আদি ভক্তিশাস্ত্রের (সাত্বত সংহিতার) মূর্তরূপ জগদ্‌গুরু ভগবানের স্তব করে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

জড় শব্দের দ্বারা ভগবানের স্তব করা যায় না। ভগবানের স্তব করতে হলে, মন এবং ইন্দ্রিয় সংযত করে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করা অবশ্য কর্তব্য। তখন ভগবানের স্তব করার উপযুক্ত শব্দ খুঁজে পাওয়া যায়। *পদ্মপুরাণ* থেকে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রামাণিক ভক্তের দ্বারা গীত হয়নি যে গান তা গাইতে নিষেধ করেছেন।

অবৈষ্ণবমুখোদ্‌গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্ ।
শ্রবণং নৈব কর্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ ॥

যারা নিষ্ঠা সহকারে বিধি-নিষেধ পালন করে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে না, সেই অবৈষ্ণবের বাণী অথবা সঙ্গীত শুদ্ধ ভক্তদের গ্রহণ করা উচিত নয়। *সাত্বতশাস্ত্রবিগ্রহম্* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, ভগবানের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহকে কখনও মায়িক বলে মনে করা উচিত নয়। ভগবদ্ভক্তেরা কখনও ভগবানের কল্পিত রূপের স্তুতি করেন না। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে ভগবানের রূপের সমর্থন করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৪

চিত্রকেতুরুবাচ
অজিত জিতঃ সমমতিভিঃ
সাধুভির্ভবান্ জিতাত্মভির্ভবতা ।
বিজিতাস্তেঽপি চ ভজতা-
মকামাত্মনাং য আত্মদোঽতিকরুণঃ ॥ ৩৪ ॥

চিত্রকেতুঃ উবাচ—রাজা চিত্রকেতু বললেন; **অজিত**—হে অজিত ভগবান; **জিতঃ**—বিজিত; **সম-মতিভিঃ**—যাঁরা তাঁদের মনকে সংযত করেছেন; **সাধুভিঃ**—ভক্তদের দ্বারা; **ভবান্**—আপনি; **জিত-আত্মভিঃ**—যিনি তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্ণভাবে সংযত করেছেন; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **বিজিতাঃ**—বিজিত; **তে**—তাঁরা; **অপি**—ও; **চ**—এবং; **ভজতাম্**—যাঁরা সর্বদা আপনার সেবায় যুক্ত; **অকাম-আত্মনাম্**—যাঁদের জড়-জাগতিক লাভের কোন বাসনা নেই; **যঃ**—যিনি; **আত্মদঃ**—নিজেকে দান করেন; **অতি-করুণঃ**—অত্যন্ত দয়ালু।

অনুবাদ

চিত্রকেতু বললেন—হে অজিত ভগবান, যদিও আপনি অন্যের দ্বারা অজিত, তবু আপনার যে ভক্ত তাঁর মন এবং ইন্দ্রিয় সংযত করেছেন, তাঁর দ্বারা আপনি বিজিত হন। তাঁরা আপনাকে তাঁদের অধীনে রাখতে পারেন, কারণ যে ভক্তেরা আপনার কাছে কোন জড়-জাগতিক লাভের বাসনা করেন না, তাঁদের প্রতি আপনি অহৈতুকী কৃপাপরায়ণ। প্রকৃতপক্ষে সেই নিষ্কাম ভক্তদের আপনি আত্মদান করেন, সেই জন্য আপনিও আপনার সেই ভক্তদের সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করেছেন।

তাৎপর্য

ভগবান এবং ভক্ত উভয়েরই জয় হয়। ভগবান ভক্তের দ্বারা এবং ভক্ত ভগবানের দ্বারা বিজিত হন। পরস্পরের দ্বারা বিজিত হওয়ার ফলে, তাঁরা উভয়েই তাঁদের সেই সম্পর্কের মাধ্যমে অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন করেন। পরস্পরের বিজয় হওয়ার পরম সিদ্ধি শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপীদের দ্বারা প্রদর্শিত হয়েছে। গোপীরা কৃষ্ণকে জয় করেছিলেন এবং কৃষ্ণ গোপীদের জয় করেছিলেন। এইভাবে যখন কৃষ্ণ তাঁর বাঁশী বাজাতেন, তিনি গোপীদের মন জয় করতেন, এবং গোপীদের না দেখে কৃষ্ণ সুখী হতে পারতেন না। জ্ঞানী, যোগী আদি অন্যান্য পরমার্থবাদীরা কখনও ভগবানকে জয় করতে পারে না; শুদ্ধ ভক্তেরাই কেবল ভগবানকে জয় করতে পারেন।

শুদ্ধ ভক্তদের *সমমতি* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ তাঁরা কখনও কোন পরিস্থিতিতে ভগবদ্ভক্তি থেকে বিচলিত হন না। এমন নয় যে ভক্তেরা যখন সুখে থাকে, তখনই কেবল ভগবানের আরাধনা করে; তাঁরা দুঃখেও ভগবানের আরাধনা করেন। সুখ এবং দুঃখ ভগবদ্ভক্তির পথে কখনও বাধা সৃষ্টি করে না। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* ভগবদ্ভক্তিকে *অহৈতুকী* এবং *অপ্রতিহতা* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবদ্ভক্ত যখন অন্যাভিলাষ-শূন্য হয়ে ভগবানের সেবা করেন, তখন তাঁর সেই সেবা কোন জড়-জাগতিক পরিস্থিতির দ্বারা প্রতিহত হতে পারে না (*অপ্রতিহতা*)। এইভাবে যে ভক্ত জীবনের সর্ব অবস্থাতেই ভগবানের সেবা করেন, তিনি ভগবানকে জয় করতে পারেন।

ভক্ত এবং জ্ঞানী, যোগী আদি অন্যান্য পরমার্থবাদীদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, জ্ঞানী এবং যোগীরা কৃত্রিমভাবে ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায়, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত কখনও সেই প্রকার অসম্ভব কার্য সাধনের বাসনা করেন না। ভগবদ্ভক্তেরা জানেন যে, তাঁরা হচ্ছেন ভগবানের নিত্য দাস এবং তাই তাঁরা কখনও ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চান না। তাই তাঁদের বলা হয় *সমমতি* বা

জিতাত্মা। ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার অভিলাষকে তাঁরা অত্যন্ত জঘন্য বলে মনে করেন। ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার কোন বাসনা তাঁদের নেই; পক্ষান্তরে তাঁরা সমস্ত জড়-জাগতিক আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত হতে চান। তাই তাঁদের বলা হয় নিষ্কাম। জীব বাসনা না করে থাকতে পারে না, কিন্তু যে বাসনা কখনই পূর্ণ হবার নয়, তাকে বলা হয় কাম। *কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ*—কাম-বাসনার ফলে অভক্তেরা তাদের বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। তাই তারা ভগবানকে জয় করতে পারে না, কিন্তু ভক্তেরা এই প্রকার অবান্তর বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানকে জয় করতে পারেন। এই প্রকার ভক্তেরাও ভগবানের দ্বারা বিজিত হন। যেহেতু তাঁরা জড় বাসনা থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে শুদ্ধ, তাই তাঁরা সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হন, এবং তাই ভগবান তাঁদের জয় করেন। এই প্রকার ভক্ত কখনও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করেন না। তাঁরা কেবল ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবা করতে চান। যেহেতু তাঁরা কোন্ প্রকার পুরস্কারের আকাঙ্ক্ষা করেন না, তাই তাঁরা ভগবানের কৃপা লাভ করতে পারেন। ভগবান স্বভাবতই অত্যন্ত দয়ালু, এবং যখন তিনি দেখেন যে, তাঁর ভৃত্য কোন রকম জড়-জাগতিক লাভের আশা না নিয়ে তাঁর সেবা করছেন, তখন তিনি স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কাছে পরাজয় স্বীকার করেন।

ভগবদ্ভক্তেরা সর্বদাই ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন।

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।

তাঁদের ইন্দ্রিয়ের সমস্ত কার্যকলাপ ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকে। এই প্রকার ভক্তির ফলে ভগবান তাঁর ভক্তের কাছে নিজেকে দান করেন, যেন তাঁরা তাঁকে যেভাবে ইচ্ছা সেইভাবে ব্যবহার করতে পারেন। ভগবদ্ভক্তের অবশ্য ভগবানের সেবা করা ছাড়া আর অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে না। ভক্ত যখন সম্পূর্ণরূপে ভগবানের শরণাগত হন, তখন তিনি আর কোন রকম জড়-জাগতিক লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন না, তখন ভগবান তাঁকে নিশ্চিতভাবে সেবা করার সমস্ত সুযোগ দেন। এইভাবে ভগবান ভক্তের দ্বারা বিজিত হন।

শ্লোক ৩৫

তব বিভবঃ খলু ভগবন্
জগদুদয়স্থিতিলয়াদীনি।
বিশ্বসৃজস্তেঽংশাংশা-
স্তত্র মৃষা স্পর্ধন্তি পৃথগভিমত্যা ॥ ৩৫ ॥

তব—আপনার; **বিভবঃ**—ঐশ্বর্য; **খলু**—বস্তুতপক্ষে; **ভগবন্**—হে পরমেশ্বর ভগবান; **জগৎ**—জগতের; **উদয়**—সৃষ্টি; **স্থিতি**—পালন; **লয়াদীনি**—সংহার ইত্যাদি; **বিশ্ব-সৃজঃ**—জগৎস্রষ্টা; **তে**—তাঁরা; **অংশ-অংশাঃ**—আপনার অংশের অংশ-স্বরূপ; **তত্র**—তাতে; **মৃষা**—বৃথা; **স্পর্ধন্তি**—স্পর্ধা করে; **পৃথক্**—পৃথক; **অভিমত্যা**—ভ্রান্ত ধারণার বশে।

অনুবাদ

হে ভগবান, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ইত্যাদি আপনারই বৈভব। ব্রহ্মা আদি অন্যান্য স্রষ্টারা আপনারই অংশের অংশ। তাঁদের মধ্যে যে সৃষ্টি করার আংশিক শক্তি রয়েছে, তা তাঁদের ঈশ্বরে পরিণত করে না। স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলে তাঁদের যে অভিমান, তা বৃথা।

তাৎপর্য

যে ভক্ত সর্বতোভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হয়েছেন, তিনি ভালভাবেই জানেন যে, ব্রহ্মা থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র পিপীলিকা পর্যন্ত জীবের মধ্যে যে সৃজনী শক্তি রয়েছে, তার কারণ জীব ভগবানের বিভিন্ন অংশ। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/৭) ভগবান বলেছেন, *মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ*—"এই জড় জগতে জীবেরা আমারই শাশ্বত অংশ।" স্ফুলিঙ্গ যেমন আগুনের অংশ, তেমনই জীবও ভগবানের অতি ক্ষুদ্র অংশ। যেহেতু তারা ভগবানের অংশ, তাই জীবের মধ্যেও অত্যন্ত স্বল্প পরিমাণে সৃষ্টি করার শক্তি রয়েছে।

আধুনিক জড় জগতের তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরা এরোপ্লেন ইত্যাদি তৈরি করেছে বলে অত্যন্ত গর্বিত, কিন্তু এরোপ্লেন তৈরি করার প্রকৃত কৃতিত্ব ভগবানের, তথাকথিত বৈজ্ঞানিকদের নয়। প্রথম বিচার্য বিষয় হচ্ছে বৈজ্ঞানিকের বুদ্ধিমত্তা; সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) ভগবানের উক্তি আমাদের মনে রাখতে হবে, *মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানম্ অপোহনং চ*—"আমার থেকেই স্মৃতি, জ্ঞান এবং বিস্মৃতি আসে।" পরমাত্মারূপে ভগবান প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজ করেন বলে তাঁরই অনুপ্রেরণায় তারা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভ করে অথবা কোন কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। অধিকন্তু, এরোপ্লেন আদি আশ্চর্যজনক যন্ত্রগুলি তৈরি করতে যে সমস্ত উপাদানগুলি ব্যবহার করা হয়, সেগুলিও ভগবানই সরবরাহ করেন, বৈজ্ঞানিকেরা নয়। বিমান সৃষ্টির পূর্বে, ভগবানেরই প্রভাবে সেই উপাদানগুলি ছিল। কিন্তু বিমানটি বিনষ্ট হয়ে যাবার পর, তার ধ্বংসাবশেষ তথাকথিত স্রষ্টাদের কাছে সমস্যা

হয়ে দাঁড়ায়। আর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে যে, পাশ্চাত্যে বহু গাড়ি তৈরি করা হচ্ছে। এই গাড়ির উপাদানগুলি অবশ্যই ভগবান সরবরাহ করেছেন। অবশেষে যখন সেই গাড়িগুলি ফেলে দেওয়া হয়, তখন তথাকথিত স্রষ্টাদের কাছে সেই উপাদানগুলি নিয়ে তারা কি করবেন সেটা একটি মস্ত বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃত স্রষ্টা বা মূল স্রষ্টা হচ্ছেন ভগবান। মধ্যবর্তী অবস্থায় কেবল কেউ ভগবানেরই প্রদত্ত বুদ্ধির দ্বারা ভগবানের দেওয়া উপাদানগুলিকে কোন রূপ প্রদান করে, এবং তারপর সেই সৃষ্টি আবার তাদের কাছে এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। অতএব তথাকথিত স্রষ্টাদের সেই সৃষ্টিকার্যে কোন কৃতিত্ব নেই। সমস্ত কৃতিত্বই ভগবানেরই প্রাপ্য। এখানে যথাযথভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে সৃষ্টি, পালন এবং সংহারের সমস্ত কৃতিত্ব ভগবানের, জীবের নয়।

শ্লোক ৩৬

পরমাণুপরমমহতো-
স্ত্বমাদ্যন্তান্তরবর্তী ত্রয়বিধুরঃ ।
আদাবন্তেঽপি চ সত্ত্বানাং
যদ্ ধ্রুবং তদেবান্তরালেঽপি ॥ ৩৬ ॥

পরম-অণু—পরমাণুর; **পরম-মহতোঃ**—(পরমাণুর সমন্বয়ের ফলে রচিত) বৃহত্তমের; **ত্বম্**—আপনি; **আদি-অন্ত**—আদি এবং অন্ত উভয়েই; **অন্তর**—এবং মধ্যে; **বর্তী**—বিরাজ করে; **ত্রয়-বিধুরঃ**—আদি, মধ্য ও অন্ত বিহীন হওয়া সত্ত্বেও; **আদৌ**—আদিতে; **অন্তে**—অন্তে; **অপি**—ও; **চ**—এবং; **সত্ত্বানাম্**—সমস্ত অস্তিত্বের; **যৎ**—যা; **ধ্রুবম্**—স্থির; **তৎ**—তা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অন্তরালে**—মধ্যে; **অপি**—ও।

অনুবাদ

এই জগতে পরমাণু থেকে শুরু করে বিশাল ব্রহ্মাণ্ড এবং মহত্তত্ত্ব পর্যন্ত সব কিছুরই আদি, মধ্য এবং অন্তে আপনি বর্তমান রয়েছেন। অথচ, আপনি আদি, অন্ত এবং মধ্য রহিত সনাতন। এই তিনটি অবস্থাতেই আপনার অবস্থা উপলব্ধি করা যায় বলে আপনি নিত্য। যখন জগতের অস্তিত্ব থাকে না, তখন আপনি আদি শক্তিরূপে বিদ্যমান থাকেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৩) বলা হয়েছে—

অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপ-
মাদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ ।
বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি আদি পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করি। তিনি অদ্বৈত, অচ্যুত, অনাদি এবং অনন্তরূপে প্রকাশিত, তবু তাঁর আদি রূপে সেই পুরাণ পুরুষ সর্বদা নবযৌবন-সম্পন্ন। ভগবানের এই নিত্য আনন্দময় এবং জ্ঞানময় রূপ বৈদিক শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতেরাও হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না, কিন্তু শুদ্ধ ভক্তদের হৃদয়ে তা সর্বদা বিরাজমান।" পরমেশ্বর ভগবান সর্বকারণের পরম কারণ, তাই তাঁর কোন কারণ নেই। ভগবান কার্য এবং কারণের অতীত। তিনি নিত্য। *ব্রহ্মসংহিতায়* অন্য আর একটি শ্লোকে বলা হয়েছে, *অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থম্*— ভগবান বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরেও রয়েছেন আবার ক্ষুদ্র পরমাণুতেও রয়েছেন। পরমাণুতে এবং ব্রহ্মাণ্ডে ভগবানের আবির্ভাব ইঙ্গিত করে যে, তাঁর উপস্থিতি ব্যতীত কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকতে পারে না। বৈজ্ঞানিকেরা বলে যে, জল হচ্ছে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের সমন্বয়, কিন্তু তারা যখন বিশাল মহাসাগরগুলি দর্শন করে, তখন তারা এই কথা ভেবে বিস্ময়ে হতবাক হয় যে, এত হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন এল কোথা থেকে। তারা মনে করে সব কিছুরই উদ্ভব হয়েছে রাসায়নিক পদার্থ থেকে। কিন্তু রাসায়নিক পদার্থগুলি এল কোথা থেকে? তা তারা বলতে পারে না। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ, তাই তিনি রাসায়নিক বিকাশের জন্য প্রচুর মাত্রায় রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদন করতে পারেন। আমরা প্রকৃতপক্ষে দেখতে পাই যে, রাসায়নিক পদার্থগুলি জীব থেকে উৎপন্ন হচ্ছে। যেমন একটা লেবু গাছ বহু টন সাইট্রিক অ্যাসিড তৈরি করে। সাইট্রিক অ্যাসিড বৃক্ষটির কারণ নয়। পক্ষান্তরে বৃক্ষটি হচ্ছে সাইট্রিক অ্যাসিডের কারণ। তেমনই, ভগবান সর্ব কারণের কারণ। যে বৃক্ষটি সাইট্রিক অ্যাসিড উৎপাদন করে তিনি তার কারণ (*বীজং মাং সর্বভূতানাম্*)। ভক্তরা দেখতে পান জগৎ প্রকাশকারী আদি শক্তি রাসায়নিক পদার্থগুলি নয়, পরমেশ্বর ভগবান, কারণ তিনি সমস্ত রাসায়নিক পদার্থেরও কারণ।

সব কিছুরই সৃষ্টি হয়েছে বা প্রকাশ হয়েছে ভগবানেরই শক্তির দ্বারা, এবং যখন সব কিছুর লয় হয়, তখন আদি শক্তি ভগবানের দেহে প্রবেশ করে। তাই এই শ্লোকে বলা হয়েছে, *আদাবন্তেঽপি চ সত্ত্বানাং যদ্ ধ্রুবং তদেবান্তরালেঽপি*। *ধ্রুবম্*

শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'স্থির বা অবিচল'। অবিচল সত্য হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, এই জড় জগৎ নয়। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে, *অহম্ আদির্হি দেবানাম্* এবং *মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে*—শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সব কিছুর আদি কারণ। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে আদি পুরুষরূপে চিনতে পেরেছিলেন *(পুরুষং শাশ্বতং দিব্যম্ আদিদেবম্ অজং বিভুম্)*, এবং *ব্রহ্মসংহিতায়* তাঁকে *গোবিন্দম্ আদিপুরুষম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি সর্বকারণের পরম কারণ, তা আদিতেই হোক, অন্তে হোক অথবা মধ্যে হোক।

শ্লোক ৩৭

ক্ষিত্যাদিভিরেষ কিলাবৃতঃ
সপ্তভির্দশগুণোত্তরৈরণ্ডকোশঃ ।
যত্র পতত্যণুকল্পঃ
সহাণ্ডকোটিকোটিভিস্তদনন্তঃ ॥ ৩৭ ॥

ক্ষিতি-আদিভিঃ—মৃত্তিকা আদি জড় জগতের উপাদানের দ্বারা; **এষঃ**—এই; **কিল**—বস্তুতপক্ষে; **আবৃতঃ**—আচ্ছাদিত; **সপ্তভিঃ**—সাত; **দশ-গুণ-উত্তরৈঃ**—প্রত্যেকটি তার পূর্বটির থেকে দশগুণ অধিক; **অণ্ডকোশঃ**—ব্রহ্মাণ্ড; **যত্র**—যাতে; **পততি**—পতিত হয়; **অণুকল্পঃ**—পরমাণুর মতো; **সহ**—সঙ্গে; **অণ্ড-কোটি-কোটিভিঃ**—কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড; **তৎ**—অতএব; **অনন্তঃ**—আপনাকে অনন্ত বলা হয়।

অনুবাদ

প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ড মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, মহত্তত্ত্ব এবং অহঙ্কার—এই সাতটি আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত, এবং প্রতিটি আবরণ পূর্ববর্তীটির থেকে দশগুণ অধিক। এই ব্রহ্মাণ্ডটি ছাড়া আরও কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, এবং সেগুলি আপনার মধ্যে পরমাণুর মতো পরিভ্রমণ করছে। তাই আপনি অনন্ত নামে প্রসিদ্ধ।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৪৮) বলা হয়েছে—

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলোজা জগদণ্ডনাথাঃ ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

জড় সৃষ্টির মূল মহাবিষ্ণু, যিনি কারণ সমুদ্রে শয়ন করেন। তিনি যখন নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, তখন তাঁর সেই নিঃশ্বাসের ফলে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়, এবং তিনি যখন শ্বাস গ্রহণ করেন তখন সেগুলির বিনাশ হয়। এই মহাবিষ্ণু কৃষ্ণ বা গোবিন্দের অংশের অংশ কলা। *কলা* শব্দটির অর্থ অংশের অংশ। কৃষ্ণ বা গোবিন্দ থেকে বলরাম প্রকাশিত হন; বলরাম থেকে সঙ্কর্ষণ; সঙ্কর্ষণ থেকে নারায়ণ; নারায়ণ থেকে দ্বিতীয় সঙ্কর্ষণ; দ্বিতীয় সঙ্কর্ষণ থেকে মহাবিষ্ণু; মহাবিষ্ণু থেকে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু এবং গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু থেকে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু। ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করেন। এই বর্ণনাটি থেকে আমরা *অনন্ত* শব্দটির অর্থ অনুমান করতে পারি। তা হলে ভগবানের অনন্ত শক্তি এবং অস্তিত্বের সম্বন্ধে আর কি বলার আছে? এই শ্লোকে ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ বর্ণনা করা হয়েছে (*সপ্তভির্দশগুণোত্তরৈরণ্ডকোশঃ*)। প্রথম আবরণ মাটির, দ্বিতীয় জলের, তৃতীয় আগুনের, চতুর্থ বায়ুর, পঞ্চম আকাশের, ষষ্ঠ মহত্তত্ত্বের এবং সপ্তম অহঙ্কারের। মাটি থেকে শুরু করে প্রতিটি আবরণ উত্তরোত্তর দশগুণ অধিক। এইভাবে আমরা অনুমান করতে পারি এক-একটি ব্রহ্মাণ্ড কি বিশাল, এবং এই রকম কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে। এই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১০/৪২) প্রতিপন্ন হয়েছে—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন ।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥

"হে অর্জুন, অধিক আর কি বলব, এইমাত্র জেনে রাখ যে, আমি আমার এক অংশের দ্বারা সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছি।" সমগ্র জড় জগৎ ভগবানের শক্তির এক-চতুর্থাংশ মাত্র। তাই তাঁকে বলা হয় *অনন্ত* ।

শ্লোক ৩৮

বিষয়তৃষো নরপশবো
য উপাসতে বিভূতীর্ন পরং ত্বাম্ ।
তেষামাশিষ ঈশ
তদনু বিনশ্যন্তি যথা রাজকুলম্ ॥ ৩৮ ॥

বিষয়-তৃষঃ—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের তৃষ্ণা; **নরপশবঃ**—পশুসদৃশ মানুষেরা; **যে**—যারা; **উপাসতে**—অত্যন্ত আড়ম্বরের সঙ্গে উপাসনা করে; **বিভূতীঃ**—ভগবানের ক্ষুদ্র

কণাসদৃশ (দেবতাগণ); **ন**—না; **পরম্**—পরম; **ত্বাম্**—আপনি; **তেষাম্**—তাদের; **আশিষঃ**—আশীর্বাদ; **ঈশ**—হে পরমেশ্বর; **তৎ**—তাঁদের (দেবতাদের); **অনু**—পরে; **বিনশ্যন্তি**—বিনষ্ট হবে; **যথা**—যেমন; **রাজ-কুলম্**—সরকারের দ্বারা অনুগৃহীত ব্যক্তিদের ভোগ (যখন সরকারের পতনের পর নষ্ট হয়ে যায়)।

অনুবাদ

হে পরমেশ্বর ভগবান, যে সমস্ত বুদ্ধিহীন ব্যক্তিরা জড় সুখভোগের পিপাসু এবং দেব-দেবীদের উপাসনা করে, তারা নরপশুতুল্য। তাদের পাশবিক প্রবণতার ফলে, তারা আপনার আরাধনা না করে নগণ্য দেবতাদের উপাসনা করে, যাঁরা আপনার বিভূতির কণিকা-সদৃশ। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যখন লয় হয়ে যায়, তখন দেবতা সহ তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদও বিনষ্ট হয়ে যায়, ঠিক যেভাবে রাজা ক্ষমতাচ্যুত হলে, তাঁর অনুগৃহীত ব্যক্তিদের ভোগ্যসমূহও নষ্ট হয়ে যায়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৭/২০) বলা হয়েছে, *কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ*—"যাদের মনোবৃত্তি কামের দ্বারা বিকৃত হয়ে গেছে, তারাই দেবতাদের শরণাগত হয়।" তেমনই এই শ্লোকে দেবতাদের পূজার নিন্দা করা হয়েছে। দেব-দেবীদের আমরা শ্রদ্ধা করতে পারি, কিন্তু তাঁরা উপাস্য নন। যারা দেব-দেবীদের পূজা করে, তাদের বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে (*হৃতজ্ঞানা*), কারণ সেই সমস্ত উপাসকেরা জানে না যে, সমগ্র জড় জগৎ যখন লয় হয়ে যায়, তখন এই জড় জগতের বিভিন্ন বিভাগের অধিকর্তা-স্বরূপ দেবতারাও বিনষ্ট হয়ে যায়। দেবতাদের যখন বিনাশ হয়, তখন যে সমস্ত বুদ্ধিহীন মানুষেরা তাঁদের কাছ থেকে আশীর্বাদ লাভ করেছিল, সেগুলিও বিনষ্ট হয়ে যায়। তাই ভগবদ্ভক্তের দেবদেবীদের পূজা করে জড়-জাগতিক ঐশ্বর্য লাভের আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নয়। তাঁদের কর্তব্য ভগবানের সেবা করা, যিনি তাঁদের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করবেন।

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥

"যে ব্যক্তির বুদ্ধি উদার, তিনি সব রকম জড় কামনাযুক্তই হোন, অথবা সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্তই হোন, অথবা জড় জগতের বন্ধ থেকে মুক্তি লাভের প্রয়াসীই হোন, তাঁর কর্তব্য সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা।" *শ্রীমদ্ভাগবত* (২/৩/১০) এটিই আদর্শ মানুষের কর্তব্য। মানুষের আকৃতি লাভ

করলেও যাদের কার্যকলাপ পশুর মতো, তাদের বলা হয় *নরপশু* বা *দ্বিপদপশু*। যে সমস্ত মানুষ কৃষ্ণভক্তিতে আগ্রহী নয়, তাদের এখানে *নরপশু* বলে নিন্দা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৯

কামধিয়স্ত্বয়ি রচিতা
ন পরম রোহন্তি যথা করম্ভবীজানি ।
জ্ঞানাত্মন্যগুণময়ে
গুণগণতোঽস্য দ্বন্দ্বজালানি ॥ ৩৯ ॥

কাম-ধিয়ঃ—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনা; **ত্বয়ি**—আপনাতে; **রচিতাঃ**—অনুষ্ঠিত; **ন**—না; **পরম**—হে পরমেশ্বর ভগবান; **রোহন্তি**—বর্ধিত হয় (অন্য শরীর উৎপন্ন করে); **যথা**—যেমন; **করম্ভ-বীজানি**—দগ্ধ বীজ; **জ্ঞান-আত্মনি**—যাঁর অস্তিত্ব পূর্ণ জ্ঞানময় সেই আপনাতে; **অগুণ-ময়ে**—যিনি জড় গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না; **গুণ-গণতঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণ থেকে; **অস্য**—ব্যক্তির; **দ্বন্দ্ব-জালানি**—দ্বৈত ভাবের জাল বা সংসার-বন্ধন।

অনুবাদ

হে পরমেশ্বর, কেউ যদি জড় ঐশ্বর্যের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনার বশেও সমস্ত জ্ঞানের উৎস এবং নির্গুণ আপনার উপাসনা করে, তা হলে দগ্ধ বীজ থেকে যেমন অঙ্কুর জন্মায় না, তেমনই তাদেরও আর পুনরায় এই জড় জগতে জন্মগ্রহণ করতে হয় না। জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলেই জীবকে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে হয়। কিন্তু আপনি যেহেতু জড়া প্রকৃতির অতীত, তাই যে নির্গুণ স্তরে আপনার সঙ্গ করে সেও জড়া প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়।

তাৎপর্য

এই সত্য *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) প্রতিপন্ন হয়েছে, যেখানে ভগবান বলেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার

নিত্য ধাম লাভ করেন।" কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণকে জানার জন্য কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণ হন, তা হলে তিনি অবশ্যই জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত হতে পারবেন। *ভগবদ্গীতায়* স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, *ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি*—কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত হওয়ার ফলে অথবা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানার ফলে, ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্যতা লাভ হয়। এমন কি ঘোর বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরাও ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের আরাধনা করতে পারেন। বহু জড় বাসনা থাকা সত্ত্বেও কেউ যদি কৃষ্ণভক্তির স্তরে আসেন, তা হলে তিনিও ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করার মাধ্যমে ভগবানের সঙ্গ করার ফলে, ক্রমশ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের প্রতি আকৃষ্ট হবেন। ভগবান এবং তাঁর পবিত্র নাম অভিন্ন। তাই ভগবানের নাম কীর্তনের ফলে বিষয়াসক্তি দূর হয়ে যায়। জীবনের পরম সিদ্ধি হচ্ছে জড় সুখভোগের প্রতি অনীহা এবং কৃষ্ণের প্রতি দৃঢ় আসক্তি। কেউ যদি কোন না কোন মতে কৃষ্ণভক্তি লাভ করেন, এমন কি তা যদি জড়-জাগতিক লাভের জন্যও হয়, তার ফলে তিনি মুক্ত হবেন। *কামাদ্ দ্বেষাদ্ ভয়াৎ স্নেহাৎ*। এমন কি কাম, দ্বেষ, ভয়, স্নেহ অথবা অন্য কোন কারণের বশেও যদি কেউ শ্রীকৃষ্ণের কাছে আসেন, তা হলেও তাঁর জীবন সার্থক হয়।

শ্লোক ৪০

জিতমজিত তদা ভবতা
যদাহ ভাগবতং ধর্মমনবদ্যম্ ।
নিষ্কিঞ্চনা যে মুনয়
আত্মারামা যমুপাসতেঽপবর্গায় ॥ ৪০ ॥

জিতম্—বিজিত; **অজিত**—হে অজিত; **তদা**—তখন; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **যদা**—যখন; **আহ**—বলেছিলেন; **ভাগবতম্**—ভগবানের সমীপবর্তী হতে ভক্তকে যা সাহায্য করে; **ধর্মম্**—ধর্ম; **অনবদ্যম্**—অনবদ্য (নিষ্কলুষ); **নিষ্কিঞ্চনাঃ**—জড় ঐশ্বর্যের মাধ্যমে সুখী হওয়ার বাসনা যাদের নেই; **যে**—যাঁরা; **মুনয়ঃ**—মহান দার্শনিক এবং ঋষিগণ; **আত্ম-আরামাঃ**—(সম্পূর্ণরূপে ভগবানের নিত্য দাসরূপে তাঁদের স্বরূপ অবগত হওয়ার ফলে) যাঁরা আত্মতৃপ্ত; **যম্**—যাঁকে; **উপাসতে**—আরাধনা করে; **অপবর্গায়**—জড়-জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য।

অনুবাদ

হে অজিত, আপনি যখন আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভের পন্থাস্বরূপ নিষ্কলুষ ভাগবত-ধর্ম বলেছিলেন, তখন আপনার বিজয় হয়েছিল। চতুঃসনদের মতো জড় বাসনামুক্ত আত্মারামেরাও জড় কলুষ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আপনার আরাধনা করেন। অর্থাৎ, আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভের জন্য তাঁরা ভাগবত-ধর্মের পন্থা অবলম্বন করেন।

তাৎপর্য

শ্রীল রূপ গোস্বামী *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে* বলেছেন—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্ ।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

"সকাম কর্ম অথবা দার্শনিক জ্ঞানের মাধ্যমে কোন রকম জড়-জাগতিক লাভের বাসনা না করে ভগবানের প্রতি যে দিব্য প্রেমময়ী সেবা, তাকে বলা হয় উত্তমা ভক্তি।"

নারদ-পঞ্চরাত্রেও বলা হয়েছে—

সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্ ।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥

"সব রকম জড় উপাধি এবং সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে, যখন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর হৃষীকেশের সেবা করা হয়, তাকে বলা হয় ভগবদ্ভক্তি।" তাকে ভাগবত-ধর্মও বলা হয়। নিষ্কামভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা উচিত। সেই উপদেশ *ভগবদ্গীতা, নারদ-পঞ্চরাত্র* এবং *শ্রীমদ্ভাগবতে* দেওয়া হয়েছে। নারদ, শুকদেব গোস্বামী এবং গুরু-পরম্পরার ধারায় তাঁদের বিনীত সেবকেরা যাঁরা ভগবানের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি, তাঁদের দ্বারা যে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির পন্থা নিরূপিত হয়েছে, তাকে বলা হয় ভাগবত-ধর্ম। এই ভাগবত-ধর্ম হৃদয়ঙ্গম করার ফলে মানুষ তৎক্ষণাৎ সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হতে পারেন। ভগবানের বিভিন্ন অংশ জীবেরা এই জড় জগতে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করছে। তাঁরা যখন স্বয়ং ভগবান কর্তৃক উপদিষ্ট ভাগবত-ধর্মের পন্থা অবলম্বন করেন, তখন ভগবানের বিজয় হয়, কারণ তিনি তখন সেই সমস্ত অধঃপতিত জীবদের পুনরায় তাঁর অধিকারে নিয়ে আসেন। ভাগবত-ধর্ম অনুশীলনকারী ভক্তেরা ভগবানের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা অনুভব করেন। তিনি ভাগবত-ধর্মবিহীন জীবন এবং ভাগবত-ধর্ম সমন্বিত জীবনের

মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারেন এবং তাই তিনি চিরকাল ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকেন। কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করলে এবং অধঃপতিত জীবদের কৃষ্ণভক্তিতে নিয়ে আসা হলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জয় হয়।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

"সমস্ত মানুষের পরম ধর্ম হচ্ছে সেই ধর্ম, যার দ্বারা ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের অতীত শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী এবং অপ্রতিহতা ভক্তি লাভ করা যায়। সেই ভক্তিবলে অনর্থ নিবৃত্তি হয়ে আত্মা যথার্থ প্রসন্নতা লাভ করে।" *শ্রীমদ্ভাগবত* (১/২/৬) তাই *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে শুদ্ধ চিন্ময় ধর্মের পন্থা।

শ্লোক ৪১

বিষমমতির্ন যত্র নৃণাং
ত্বমহমিতি মম তবেতি চ যদন্যত্র ।
বিষমধিয়া রচিতো যঃ
স হ্যবিশুদ্ধঃ ক্ষয়িষ্ণুরধর্মবহুলঃ ॥ ৪১ ॥

বিষম—বিভেদ (তোমার ধর্ম, আমার ধর্ম; তোমার বিশ্বাস, আমার বিশ্বাস); **মতিঃ**—চেতনা; **ন**—না; **যত্র**—যাতে; **নৃণাম্**—মানব-সমাজের; **ত্বম্**—তুমি; **অহম্**—আমি; **ইতি**—এই প্রকার; **মম**—আমার; **তব**—তোমার; **ইতি**—এই প্রকার; **চ**—ও; **যৎ**—যা; **অন্যত্র**—অন্যখানে (ভাগবত ধর্ম ব্যতীত অন্য ধর্মে); **বিষম-ধিয়া**—এই প্রকার ভেদ বুদ্ধির দ্বারা; **রচিতঃ**—নির্মিত; **যঃ**—যা; **সঃ**—সেই ধর্মের পন্থা; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অবিশুদ্ধঃ**—অশুদ্ধ; **ক্ষয়িষ্ণুঃ**—নশ্বর; **অধর্ম-বহুলঃ**—অধর্মে পূর্ণ।

অনুবাদ

ভাগবত-ধর্ম ব্যতীত অন্য সমস্ত ধর্ম বিরুদ্ধ ভাবনায় পূর্ণ হওয়ার ফলে, সকাম কর্ম এবং "তুমি ও আমি" এবং "তোমার ও আমার" এই প্রকার বিরুদ্ধ ধারণা সমন্বিত। শ্রীমদ্ভাগবতের অনুগামীদের এই প্রকার বিষম বুদ্ধি নেই। তাঁরা সকলেই কৃষ্ণভাবনাময় এবং তাঁরা সব সময় মনে করেন যে, তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের। যে সমস্ত নিম্নস্তরের ধর্ম শত্রু-সংহার এবং যোগশক্তি লাভের জন্য সাধিত

হয়, তা কাম এবং বিদ্বেষে পূর্ণ হওয়ার ফলে অশুদ্ধ এবং নশ্বর। যেহেতু সেগুলি হিংসাপরায়ণ, তাই সেগুলি অধর্মে পূর্ণ।

তাৎপর্য

ভাগবত-ধর্মে কোন বিরোধ নেই। "তোমার ধর্ম" এবং "আমার ধর্ম" এই মনোভাব ভাগবত-ধর্মে সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। ভাগবত-ধর্মের অর্থ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ পালন করা, যে সম্বন্ধে তিনি *ভগবদ্গীতায়* বলেছেন—*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*। ভগবান এক, এবং ভগবান সকলের। তাই সকলের অবশ্য কর্তব্য ভগবানের শরণাগত হওয়া। সেটিই বিশুদ্ধ ধর্ম। ভগবানের নির্দেশই হচ্ছে ধর্ম (*ধর্মং তু সাক্ষাদ্ ভগবৎ-প্রণীতম্*)। ভাগবত-ধর্মে "তুমি কি বিশ্বাস কর" এবং "আমি কি বিশ্বাস করি" এই ধরনের কোন প্রশ্ন নেই। সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে বিশ্বাস করা এবং তাঁর আদেশ পালন করা। *আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্*—কৃষ্ণ যা বলেছেন, ভগবান যা বলেছেন, তাই পালন করতে হবে। সেটিই হচ্ছে ধর্ম।

কেউ যদি প্রকৃতই কৃষ্ণভক্ত হন, তা হলে তাঁর কোন শত্রু থাকতে পারে না। যেহেতু তাঁর একমাত্র কাজ হচ্ছে সকলকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হতে অনুপ্রাণিত করা, তা হলে তাঁর শত্রু থাকে কি করে? যদি কেউ হিন্দু ধর্ম, মুসলমান ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম, এই ধর্ম অথবা ঐ ধর্মের পক্ষ অবলম্বন করে, তা হলে সংঘর্ষ হতে পারে। ইতিহাসে দেখা যায় যে, ভগবান সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণাবিহীন বিভিন্ন ধর্মমতের অনুগামীরা পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। মানব-সমাজের ইতিহাসে তার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, কিন্তু যে ধর্ম ভগবৎ-সেবোন্মুখ নয়, সেই ধর্ম অনিত্য এবং বিদ্বেষ-ভাবপূর্ণ হওয়ার ফলে তা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। এই প্রকার ধর্মের বিরুদ্ধে মানুষের বিদ্বেষ তাই ক্রমশ বর্ধিত হতে থাকে। তাই মানুষের কর্তব্য "আমার বিশ্বাস" "তোমার বিশ্বাস" এই মনোভাব পরিত্যাগ করা। সকলেরই কর্তব্য ভগবানকে বিশ্বাস করা এবং তাঁর শরণাগত হওয়া। সেটিই ভাগবত-ধর্ম।

ভাগবত-ধর্ম কোন মনগড়া সংকীর্ণ বিশ্বাস নয়, কারণ এতে গবেষণা করা হয় কিভাবে সব কিছু শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত (*ঈশাবাস্যম্ ইদং সর্বম্*)। বৈদিক নির্দেশ অনুসারে *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—ব্রহ্মন্* বা পরম সব কিছুতে বিদ্যমান। ভাগবত-ধর্ম সর্বত্র ভগবানের উপস্থিতি স্বীকার করে। ভাগবত-ধর্ম মনে করে না যে, এই জগতে সব কিছুই মিথ্যা। যেহেতু সব কিছুই ভগবান থেকে উদ্ভূত, তাই কোন কিছু মিথ্যা হতে পারে না। ভগবানের সেবায় সব কিছুরই কিছু না কিছু উপযোগিতা রয়েছে। যেমন, আমি এখন ডিকটেটিং মেসিনের মাইক্রোফোনে

কথা বলছি, এবং এইভাবে এই মেসিনটিও ভগবানের সেবায় যুক্ত হচ্ছে। যেহেতু আমরা এটিকে ভগবানের সেবায় ব্যবহার করছি, তার ফলে এটিও *ব্রহ্ম*। *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্মের* এই অর্থ। সব কিছুই *ব্রহ্মন্* কারণ সব কিছুই ভগবানের সেবায় ব্যবহার করা যেতে পারে। কোন কিছুই মিথ্যা নয়, সব কিছুই সত্য।

ভাগবত-ধর্মকে সর্বোৎকৃষ্ট বলা হয়, কারণ যারা এই ভাগবত-ধর্ম অনুসরণ করেন, তাঁরা কারও প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ নন। শুদ্ধ ভাগবত বা শুদ্ধ ভক্তেরা নির্মৎসর হয়ে সকলকে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে যোগদান করতে নিমন্ত্রণ করেন। ভক্ত তাই ঠিক ভগবানের মতো। *সুহৃদং সর্বভূতানাম্*—তিনি সমস্ত জীবের বন্ধু। তাই এটিই সমস্ত ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তথাকথিত সমস্ত ধর্মগুলি বিশেষ পন্থায় বিশ্বাসী বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য। ভাগবত-ধর্ম বা কৃষ্ণভক্তিতে এই ধরনের ভেদভাবের কোন অবকাশ নেই। ভগবানকে বাদ দিয়ে অন্য সমস্ত দেব-দেবীদের বা অন্য কারোর উপাসনা করার যে সমস্ত ধর্ম, সেগুলি যদি আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করে দেখি, তা হলে দেখতে পাব সেগুলি বিদ্বেষে পূর্ণ; তাই সেগুলি অশুদ্ধ।

শ্লোক ৪২

কঃ ক্ষেমো নিজপরয়োঃ
কিয়ান্ বার্থঃ স্বপরদ্রুহা ধর্মেণ ।
স্বদ্রোহাৎ তব কোপঃ
পরসংপীড়য়া চ তথাধর্মঃ ॥ ৪২ ॥

কঃ—কি; **ক্ষেমঃ**—লাভ; **নিজ**—নিজের; **পরয়োঃ**—এবং অন্যের; **কিয়ান্**—কতখানি; **বা**—অথবা; **অর্থঃ**—উদ্দেশ্য; **স্ব-পরদ্রুহা**—যা অনুষ্ঠানকারী এবং অন্যের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ; **ধর্মেণ**—ধর্মে; **স্বদ্রোহাৎ**—নিজের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ; **তব**—আপনার; **কোপঃ**—ক্রোধ; **পর-সংপীড়য়া**—অন্যদের কষ্ট দিয়ে; **চ**—ও; **তথা**—এবং; **অধর্মঃ**—অধর্ম।

অনুবাদ

যে ধর্ম নিজের প্রতি এবং অন্যের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি করে, সেই ধর্ম কিভাবে নিজের অথবা অন্যের মঙ্গলজনক হতে পারে? এই প্রকার ধর্ম অনুশীলন করার ফলে কি কল্যাণ হতে পারে? তার ফলে কি কখনও কোন লাভ হতে পারে?

আত্মদ্রোহী হয়ে নিজের আত্মাকে কষ্ট দিয়ে এবং অন্যদের কষ্ট দিয়ে, তারা আপনার ক্রোধ উৎপাদন করে এবং অধর্ম আচরণ করে।

তাৎপর্য

ভগবানের নিত্য দাসরূপে ভগবানের সেবা করার ভাগবত-ধর্ম ব্যতীত অন্য সমস্ত ধর্মের পন্থা হচ্ছে নিজের প্রতি এবং অন্যের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ হওয়ার পন্থা। যেমন অনেক ধর্মে পশুবলির প্রথা রয়েছে। এই প্রকার পশুবলি ধর্ম-অনুষ্ঠানকারী এবং পশু উভয়েরই প্রতি অমঙ্গলজনক। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে কসাইখানা থেকে মাংস কিনে না খাওয়ার পরিবর্তে কালীর কাছে পশু বলি দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কালীর কাছে পশু বলি দিয়ে মাংস খাওয়ার অনুমতি ভগবানের আদেশ নয়। যারা মাংস না খেয়ে থাকতে পারে না, সেই সমস্ত দুর্ভাগাদের জন্য এটি একটি ছাড় মাত্র। এইভাবে পশুবলি দেওয়ার অনুমতির উদ্দেশ্য হচ্ছে অসংযতভাবে মাংস আহার করার প্রবৃত্তি সংযত করা। চরমে এই প্রকার ধর্মের নিন্দা করা হয়েছে। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*—"অন্য সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও।" সেটিই ধর্মের শেষ কথা।

কেউ তর্ক উত্থাপন করতে পারে যে, পশুবলি দেবার বিধান *বেদে* দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই বিধানটি প্রকৃতপক্ষে নিয়ন্ত্রণ। এই বৈদিক নিয়ন্ত্রণটি না থাকলে মানুষ বাজার থেকে মাংস কিনবে, এবং তার ফলে বাজারগুলি মাংসের দোকানে পূর্ণ হবে এবং কসাইখানার সংখ্যা বাড়তে থাকবে। তা নিয়ন্ত্রণের জন্য বেদে কখনও কখনও কালীর কাছে পাঁঠা আদি নগণ্য পশু বলি দিয়ে তার মাংস আহার করার কথা বলা হয়েছে। সে যাই হোক, যে ধর্মে পশুবলির বিধান দেওয়া হয় তা অনুষ্ঠাতা এবং বলির পশু উভয়েরই পক্ষে অশুভ। যে সমস্ত মাৎসর্য-পরায়ণ ব্যক্তিরা মহা আড়ম্বরে পশু বলি দেয়, *ভগবদ্গীতায়* (১৬/১৭) তাদের এইভাবে নিন্দা করা হয়েছে—

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্বকম্ ॥

"সেই আত্মাভিমানী, অনম্র এবং ধন, মান ও মদান্বিত ব্যক্তিরা অবিধিপূর্বক দম্ভ সহকারে নামমাত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে।" কখনও কখনও মহা আড়ম্বরে কালীপূজা করে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে পশু বলি দেওয়া হয়, কিন্তু এই প্রকার উৎসব যজ্ঞ বলে অনুষ্ঠিত হলেও তা প্রকৃতপক্ষে যজ্ঞ নয়, কারণ যজ্ঞের উদ্দেশ্য ভগবানের সন্তুষ্টি

বিধান করা। তাই এই যুগের জন্য বিশেষ করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে,*যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ*—যাঁরা সুমেধা-সম্পন্ন বা বুদ্ধিমান তাঁরা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুর সন্তুষ্টি বিধান করবেন। ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিরা কিন্তু ভগবান কর্তৃক নিন্দিত হয়েছে—

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥

"অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের দ্বারা বিমোহিত হয়ে, অসুরস্বভাব ব্যক্তিরা স্বীয় দেহে এবং পরদেহে অবস্থিত পরমেশ্বর-স্বরূপ আমাকে দ্বেষ করে এবং প্রকৃত ধর্মের নিন্দা করে। সেই বিদ্বেষী, ক্রূর নরাধমদের আমি এই সংসারেই অশুভ আসুরী যোনিতে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করি।" (*ভগবদ্গীতা* ১৬/১৮-১৯) এই সমস্ত ব্যক্তিদের ভগবান নিন্দা করেছেন, যে সম্বন্ধে *তব কোপঃ* শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। হত্যাকারী নিজের এবং যাকে সে হত্যা করে তার উভয়েরই ক্ষতি করে। কারণ হত্যা করার অপরাধে তাকে গ্রেপ্তার করা হবে এবং ফাঁসী দেওয়া হবে। কেউ যদি মানুষের তৈরি সরকারি আইন ভঙ্গ করে, তা হলে সে রাষ্ট্রের আইন এড়াতে পারে, পালিয়ে গিয়ে প্রাণদণ্ড এড়াতে পারে, কিন্তু ভগবানের আইন কখনও এড়ানো যায় না। যারা পশু হত্যা করে, পরবর্তী জীবনে তারা সেই সমস্ত পশুদের দ্বারা নিহত হবে। প্রকৃতির এটিই নিয়ম। পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ—*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ,* সকলেরই পালন করা কর্তব্য। কেউ যদি অন্য কোন ধর্ম অনুসরণ করে, তা হলে সে বিভিন্নভাবে ভগবান কর্তৃক দণ্ডিত হবে। তাই কেউ যদি মনগড়া ধর্মমত অনুসরণ করে, তা হলে সে কেবল পরদ্রোহী নয়, নিজের প্রতিও দ্রোহ করে। তার ফলে সেই ধর্মের পন্থা সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/২/৮) বলা হয়েছে—

ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

"স্বীয় বৃত্তি অনুসারে বর্ণাশ্রম পালন রূপ স্ব-ধর্ম অনুষ্ঠান করার ফলেও যদি পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা শ্রবণ-কীর্তনে আসক্তির উদয় না হয়, তা হলে তা বৃথা শ্রম মাত্র।" যে ধর্মের পন্থা অনুশীলনের ফলে কৃষ্ণভক্তি বা ভগবৎ-চেতনার উদয় হয় না, তা কেবল ব্যর্থ পরিশ্রম মাত্র।

শ্লোক ৪৩

ন ব্যভিচরতি তবেক্ষা
যয়া হ্যভিহিতো ভাগবতো ধর্মঃ ।
স্থিরচরসত্ত্বকদম্বে-
ষ্বপৃথগ্ধিয়ো যমুপাসতে ত্বার্যাঃ ॥ ৪৩ ॥

ন—না; **ব্যভিচরতি**—ব্যর্থ হয়; **তব**—আপনার; **ঈক্ষা**—দৃষ্টিভঙ্গি; **যয়া**—যার দ্বারা; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অভিহিতঃ**—কথিত; **ভাগবতঃ**—আপনার উপদেশ এবং কার্যকলাপ সম্পর্কে ; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **স্থির**—স্থির; **চর**—গতিশীল; **সত্ত্ব-কদম্বেষু**—জীবদের মধ্যে; **অপৃথক্-ধিয়ঃ**—ভেদভাব রহিত; **যম্**—যা; **উপাসতে**—অনুসরণ করে; **তু**—নিশ্চিতভাবে; **আর্যাঃ**—যাঁরা সভ্যতায় উন্নত।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনার যে দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে শ্রীমদ্ভাগবত এবং ভগবদ্গীতায় মানুষের ধর্ম উপদিষ্ট হয়েছে, সেই দৃষ্টি কখনও জীবনের চরম উদ্দেশ্য থেকে বিচলিত হয় না। যাঁরা আপনার পরিচালনায় সেই ধর্ম অনুশীলন করেন, তাঁরা স্থাবর এবং জঙ্গম সমস্ত জীবের প্রতিই সমদৃষ্টি-সম্পন্ন, এবং তাঁরা কখনও উচ্চ-নিচ বিচার করেন না। তাঁদের বলা হয় আর্য। এই প্রকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা পরমেশ্বর ভগবান আপনারই উপাসনা করেন।

তাৎপর্য

ভাগবত-ধর্ম এবং *কৃষ্ণকথা* একই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চেয়েছিলেন যে, সকলেই যেন গুরু হয়ে *ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, বেদান্ত-সূত্র* আদি বৈদিক শাস্ত্র থেকে কৃষ্ণ-উপদেশ সর্বত্র প্রচার করেন। সভ্যতায় অগ্রণী আর্যেরা ভাগবত-ধর্ম অনুসরণ করেন। প্রহ্লাদ মহারাজ পাঁচ বছর বয়স্ক বালক হওয়া সত্ত্বেও উপদেশ দিয়েছেন—

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্মান্ ভাগবতানিহ ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্ ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৬/১)

প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর পাঠশালায় শিক্ষকদের অনুপস্থিতিতে যখনই সুযোগ পেতেন, তখনই তাঁর সহপাঠীদের ভাগবত-ধর্ম উপদেশ দিতেন। তিনি তাদের বলেছিলেন

জীবনের শুরু থেকেই, পাঁচ বছর বয়স থেকে ভাগবত-ধর্ম আচরণ করা উচিত, কারণ মনুষ্য জন্ম অত্যন্ত দুর্লভ এবং এই মনুষ্য জন্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই বিষয়টি যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করা।

ভাগবত-ধর্মের অর্থ হচ্ছে ভগবানের উপদেশ অনুসারে জীবন যাপন করা। *ভগবদ্‌গীতায়* আমরা দেখতে পাই যে, ভগবান মনুষ্য-সমাজকে চারটি বর্ণে (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র) বিভক্ত করেছেন। পুনরায় পুরাণ আদি বৈদিক শাস্ত্রে আমরা দেখতে পাই যে, মানুষের পারমার্থিক জীবনও চারটি আশ্রমে বিভক্ত করা হয়েছে। অতএব ভাগবত-ধর্মের অর্থ হচ্ছে বর্ণাশ্রম-ধর্ম।

মানুষের কর্তব্য ভগবানের নির্দেশ অনুসারে এই ভাগবত-ধর্ম অনুসরণ করে জীবন যাপন করা, এবং যাঁরা তা করেন তাঁদের বলা হয় আর্য। আর্য সভ্যতা নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের নির্দেশ পালন করে এবং কখনও সেই পরম পবিত্র নির্দেশ থেকে বিচলিত হয় না। এই প্রকার সভ্য মানুষেরা গাছপালা, পশুপক্ষী, মানুষ এবং অন্যান্য জীবদের মধ্যে কোন ভেদ দর্শন করেন না। *পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ*—যেহেতু তাঁরা কৃষ্ণভাবনায় সম্পূর্ণরূপে শিক্ষিত, তাই তাঁরা সমস্ত জীবদের সমদৃষ্টিতে দর্শন করেন। আর্যেরা অকারণে একটি গাছের চারাকে পর্যন্ত হত্যা করেন না, অতএব ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য গাছ কাটা তো দূরের কথা। বর্তমানে সারা পৃথিবী জুড়ে সর্বত্র ব্যাপকভাবে হত্যা হচ্ছে। মানুষেরা তাদের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য অকাতরে গাছপালা, পশুপক্ষী এবং অন্যান্য মানুষদেরও হত্যা করছে। এটি আর্য সভ্যতা নয়। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, *স্থিরচরসত্ত্বকদম্বেষু অপৃথগ্ধিয়ঃ*। *অপৃথগ্ধিয়ঃ* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, আর্যেরা উচ্চতর এবং নিম্নতর জীবনের মধ্যে ভেদ দর্শন করেন না। সমস্ত জীবনই রক্ষা করা উচিত। প্রতিটি জীবের বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে, এমন কি গাছপালারও। এটিই আর্য সভ্যতার মূল ভাবধারা। নিম্নস্তরের জীবদের বাদ দিয়ে, যাঁরা সভ্য মানুষের স্তরে এসেছেন, তাঁদের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চারটি বর্ণে বিভক্ত করা কর্তব্য। ব্রাহ্মণদের কর্তব্য *ভগবদ্‌গীতা* এবং অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রে ভগবান যে সমস্ত উপদেশ দিয়েছেন, সেগুলি অনুসরণ করা। এই বর্ণবিভাগের ভিত্তি অবশ্যই গুণ এবং কর্ম হওয়া উচিত। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের গুণাবলী অনুসারে এই বর্ণবিভাগ হওয়া কর্তব্য। এটিই আর্য সভ্যতা। কেন তাঁরা তা গ্রহণ করেন? তাঁরা তা গ্রহণ করেন কারণ তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানে অত্যন্ত আগ্রহী। এটিই হচ্ছে আদর্শ সভ্যতা।

আর্যেরা শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ থেকে বিচলিত হন না অথবা শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা সম্বন্ধে কোন রকম সন্দেহ প্রকাশ করেন না; কিন্তু অনার্যেরা এবং আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষেরা *ভগবদ্গীতার* এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* নির্দেশ পালন করতে পারে না। তার কারণ তারা অন্য জীবের জীবনের বিনিময়ে তাদের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের শিক্ষা লাভ করেছে। *নূনং প্রমত্তঃ কুরুতে বিকর্ম*—তাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য সব রকম নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হওয়া। *যদ্ ইন্দ্রিয়প্রীতয় আপৃণোতি*—তারা এইভাবে বিপথগামী হয় কারণ তারা তাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করতে চায়। তাদের অন্য কোন বৃত্তি বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। পূর্ববর্তী শ্লোকে তাদের এই প্রকার সভ্যতার নিন্দা করা হয়েছে। *কঃ ক্ষেমো নিজপরয়োঃ কিয়ান্ বার্থঃ স্বপরদ্রুহা ধর্মেণ*—"যে সভ্যতায় অন্যদের হত্যা করা হয়, সেই সভ্যতার কি প্রয়োজন?"

তাই এই শ্লোকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, সকলেই যেন আর্য সভ্যতার অনুগামী হয়ে ভগবানের নির্দেশ পালন করেন। মানুষের কর্তব্য ভগবানের নির্দেশ অনুসারে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় কার্যকলাপ অনুষ্ঠান করা। আমরা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের আদর্শে একটি সমাজ গড়ে তোলার চেষ্টা করছি। এটিই কৃষ্ণভাবনামৃতের অর্থ। তাই আমরা *ভগবদ্গীতার* জ্ঞান যথাযথভাবে উপস্থাপন করছি এবং সব রকম মনগড়া জল্পনা-কল্পনা ঝেঁটিয়ে বিদায় করছি। মূর্খ এবং পাষণ্ডেরা *ভগবদ্গীতার* মনগড়া অর্থ তৈরি করে। শ্রীকৃষ্ণ যখন বলেন, *মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু*—"সর্বদা আমার কথা চিন্তা কর, আমার ভক্ত হও, আমার পূজা কর এবং আমাকে নমস্কার কর"—তার কদর্থ করে তারা বলে কৃষ্ণের শরণাগত হতে হবে না। এইভাবে তারা *ভগবদ্গীতার* মনগড়া অর্থ তৈরি করে। কিন্তু এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সমগ্র মানব-সমাজের কল্যাণের জন্য *ভগবদ্গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* নির্দেশ অনুসারে নিষ্ঠা সহকারে ভাগবত-ধর্ম পালন করছে। যারা তাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য *ভগবদ্গীতার* কদর্থ করে, তারা অনার্য। তাই সেই ধরনের মানুষদের দেওয়া *ভগবদ্গীতার* ভাষ্য তৎক্ষণাৎ বর্জন করা উচিত। *ভগবদ্গীতার* উপদেশ যথাযথভাবে পালন করার চেষ্টা করা উচিত। *ভগবদ্গীতায়* (১২/৬-৭) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥
তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥

"হে পার্থ, যারা সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণ করে, মৎপরায়ণ হয়ে অনন্য ভক্তিযোগের দ্বারা আমার উপাসনা ও ধ্যান করে, সেই সমস্ত ভক্তদের আমি মৃত্যুময় সংসার-সাগর থেকে অচিরেই উদ্ধার করি।"

শ্লোক ৪৪

ন হি ভগবন্নঘটিতমিদং
ত্বদ্দর্শনান্নৃণামখিলপাপক্ষয়ঃ ।
যন্নামসকৃচ্ছ্রবণাৎ
পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ ॥ ৪৪ ॥

ন—না; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **ভগবন্**—হে ভগবান; **অঘটিতম্**—যা কখনও ঘটেনি; **ইদম্**—এই; **ত্বৎ**—আপনার; **দর্শনাৎ**—দর্শনের দ্বারা; **নৃণাম্**—সমস্ত মানুষের; **অখিল**—সমস্ত; **পাপ**—পাপের; **ক্ষয়ঃ**—ক্ষয়; **যৎ-নাম**—যাঁর নাম; **সকৃৎ**—কেবল একবার মাত্র; **শ্রবণাৎ**—শ্রবণের ফলে; **পুক্কশঃ**—অত্যন্ত নিকৃষ্ট চণ্ডাল; **অপি**—ও; **বিমুচ্যতে**—মুক্ত হয়; **সংসারাৎ**—সংসার-বন্ধন থেকে।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনার দর্শনে যে মানুষের অখিল পাপ নাশ হয়, তা অসম্ভব নয়। আপনার দর্শনের কি কথা, কেবল একবার মাত্র আপনার পবিত্র নাম শ্রবণ করলে, সব চাইতে নিকৃষ্ট চণ্ডাল পর্যন্ত জড় জগতের সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হয়। অতএব, আপনাকে দর্শন করে কে না জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হবে?

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (৯/৫/১৬) বর্ণনা করা হয়েছে, *যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্মলঃ*—কেবলমাত্র ভগবানের পবিত্র নাম শ্রবণের ফলে মানুষ তৎক্ষণাৎ নির্মল হয়ে যায়। অতএব এই কলিযুগে যখন সকলেই অত্যন্ত কলুষিত, তখন ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তনই ভববন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায় বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

"কলহ এবং কপটতার এই যুগে উদ্ধার লাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন। এ ছাড়া আর কোন গতি নেই, আর কোন গতি নেই, আর কোন গতি নেই।"(*বৃহন্নারদীয় পুরাণ*) আজ থেকে প্রায় পাঁচ শত বছর আগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই নাম সংকীর্তন প্রবর্তন করেছেন এবং এখন কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যাদের সব চাইতে নিম্নস্তরের মানুষ বলে মনে করা হত, তারা ভগবানের এই পবিত্র নাম শ্রবণ করার ফলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হচ্ছে। পাপকর্মের পরিণাম *সংসার*। এই জড় জগতে সকলেই অত্যন্ত অধঃপতিত, তবু কারাগারে যেমন বিভিন্ন স্তরের কয়েদি রয়েছে, তেমনই এই জগতেও বিভিন্ন স্তরের মানুষ রয়েছে। জীবনের সমস্ত পরিস্থিতিতে, তারা সকলেই দুঃখকষ্ট ভোগ করছে। এই সংসার-দুঃখ দূর করতে হলে, হরিনাম সংকীর্তনরূপ হরেকৃষ্ণ আন্দোলন বা কৃষ্ণভাবনাময় জীবন অবলম্বন করতে হবে।

এখানে বলা হয়েছে, *যন্নামসকৃচ্ছ্রবণাৎ*—ভগবানের পবিত্র নাম এতই শক্তিশালী যে, তা নিরপরাধে একবার মাত্র শ্রবণ করার ফলে, সব চাইতে নিকৃষ্ট স্তরের মানুষেরাও (*কিরাত-হূণান্ধ্র-পুলিন্দ-পুল্কশাঃ*) পর্যন্ত পবিত্র হয়ে যায়। এই ধরনের মানুষদের, যাদের বলা হয় চণ্ডাল, তারা শূদ্রদের থেকেও অধম; কিন্তু তারাও পর্যন্ত ভগবানের পবিত্র নাম শ্রবণ করার ফলে নির্মল হতে পারে, অতএব ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শনের আর কি কথা। আমরা আমাদের বর্তমান স্থিতিতে মন্দিরে শ্রীবিগ্রহরূপে ভগবানকে দর্শন করতে পারি। ভগবানের শ্রীবিগ্রহ ভগবান থেকে অভিন্ন। যেহেতু আমরা আমাদের জড় চক্ষুর দ্বারা ভগবানকে দর্শন করতে পারি না, তাই ভগবান কৃপা করে নিজেকে এমনভাবে প্রকাশ করেছেন যাতে আমরা তাঁকে দর্শন করতে পারি। তাই মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে জড় পদার্থ বলে মনে করা উচিত নয়। শ্রীবিগ্রহকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে, ভোগ নিবেদন করে সেবা করার ফলে, বৈকুণ্ঠে সাক্ষাৎভাবে ভগবানের সেবা করার ফল লাভ করা যায়।

শ্লোক ৪৫

অথ ভগবন্ বয়মধুনা
ত্বদবলোকপরিমৃষ্টাশয়মলাঃ ।
সুরঋষিণা যৎ কথিতং
তাবকেন কথমন্যথা ভবতি ॥ ৪৫ ॥

অথ—অতএব; **ভগবন্**—হে ভগবান; **বয়ম্**—আমরা; **অধুনা**—এখন; **ত্বৎ-অবলোক**—আপনাকে দর্শনের দ্বারা; **পরিমৃষ্ট**—ধৌত হয়েছে; **আশয়-মলাঃ**—হৃদয়ের কলুষিত বাসনা; **সুর-ঋষিণা**—দেবর্ষি নারদের দ্বারা; **যৎ**—যা; **কথিতম্**—উক্ত; **তাবকেন**—যিনি আপনার ভক্ত; **কথম্**—কিভাবে; **অন্যথা**—অন্যথা; **ভবতি**—হতে পারে।

অনুবাদ

অতএব, হে ভগবান, আপনাকে দর্শন করেই আমার অন্তরের সমস্ত পাপ এবং তার ফলস্বরূপ জড় আসক্তি ও কামবাসনা অপসারিত হয়েছে। আপনার ভক্ত দেবর্ষি নারদ যা বলেছিলেন তার কখনও অন্যথা হতে পারে না। অর্থাৎ তাঁর শিক্ষার ফলেই আমি আপনার দর্শন পেলাম।

তাৎপর্য

এটিই আদর্শ পন্থা। নারদ, ব্যাস, অসিত প্রমুখ মহাজনদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত এবং তাঁদের আদর্শ অনুসরণ করা উচিত। তা হলে স্বচক্ষে ভগবানকে দর্শন করা যাবে। সেই জন্য কেবল শিক্ষার প্রয়োজন। *অতঃ শ্রীকৃষ্ণ-নামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ*। জড় চক্ষুর দ্বারা এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানকে উপলব্ধি করা যায় না, কিন্তু আমরা যদি মহাজনদের উপদেশ অনুসারে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করি, তা হলে আমাদের পক্ষে তাঁকে দর্শন করা সম্ভব হবে। ভগবানকে দর্শন করা মাত্রই অন্তরের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়ে যায়।

শ্লোক ৪৬

বিদিতমনন্ত সমস্তং
তব জগদাত্মনো জনৈরিহাচরিতম্ ।
বিজ্ঞাপ্যং পরমগুরোঃ
কিয়দিব সবিতুরিব খদ্যোতৈঃ ॥ ৪৬ ॥

বিদিতম্—সুবিদিত; **অনন্ত**—হে অনন্ত; **সমস্তম্**—সব কিছু; **তব**—আপনাকে; **জগৎ-আত্মনঃ**—যিনি সমস্ত জীবের পরমাত্মা; **জনৈঃ**—জনসমূহ বা সমস্ত জীবের দ্বারা; **ইহ**—এই জড় জগতে; **আচরিতম্**—অনুষ্ঠিত; **বিজ্ঞাপ্যম্**—প্রকাশনীয়;

পরম-গুরোঃ—পরম গুরু ভগবানকে; **কিয়ৎ**—কতখানি; **ইব**—নিশ্চিতভাবে; **সবিতুঃ**—সূর্যকে; **ইব**—সদৃশ; **খদ্যোতৈঃ**—জোনাকির দ্বারা।

অনুবাদ

হে অনন্ত, এই সংসারে জীবেরা যা আচরণ করে তা আপনার সুবিদিত, কারণ আপনি পরমাত্মা। সূর্যের উপস্থিতিতে জোনাকি পোকা যেমন কিছুই প্রকাশ করতে পারে না, তেমনই, আপনি যেহেতু সব কিছুই জানেন, তাই আপনার উপস্থিতিতে আমার পক্ষে জানাবার মতো কিছুই নেই।

শ্লোক ৪৭

নমস্তুভ্যং ভগবতে
সকলজগৎস্থিতিলয়োদয়েশায় ।
দুরবসিতাত্মগতয়ে
কুযোগিনাং ভিদা পরমহংসায় ॥ ৪৭ ॥

নমঃ—নমস্কার; **তুভ্যম্**—আপনাকে; **ভগবতে**—হে ভগবান; **সকল**—সমস্ত; **জগৎ**—জগতের; **স্থিতি**—পালন; **লয়**—বিনাশ; **উদয়**—এবং সৃষ্টির; **ঈশায়**—পরমেশ্বরকে; **দুরবসিত**—জানা অসম্ভব; **আত্ম-গতয়ে**—যাঁর স্বীয় স্থিতি; **কুযোগিনাম্**—যারা ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের প্রতি আসক্ত; **ভিদা**—ভেদ ভাবের দ্বারা; **পরম-হংসায়**—পরম পবিত্রকে।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি সমস্ত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কর্তা, কিন্তু যারা অত্যন্ত বিষয়াসক্ত এবং সর্বদা ভেদ দৃষ্টি সমন্বিত, আপনাকে দর্শন করার চক্ষু তাদের নেই। তারা আপনার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হতে পারে না, এবং তাই তারা মনে করে যে, এই জড় জগৎ আপনার ঐশ্বর্য থেকে স্বতন্ত্র। হে ভগবান, আপনি পরম পবিত্র এবং ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ। তাই আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

নাস্তিকেরা মনে করে যে, জড় পদার্থের আকস্মিক সমন্বয়ের ফলে এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, এবং ভগবান বলে কেউ নেই। জড়বাদী তথাকথিত বৈজ্ঞানিক এবং নাস্তিক দার্শনিকেরা সর্বদা সৃষ্টির ব্যাপারে ভগবানের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করতে

চায় না। তারা ঘোর জড়বাদী বলে তাদের কাছে ভগবানের সৃষ্টির তত্ত্ব জানা অসম্ভব। পরমেশ্বর ভগবান পরমহংস বা পরম পবিত্র, কিন্তু ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হওয়ার ফলে যারা পাপী, এবং তাই গর্দভের মতো জড়-জাগতিক কার্যকলাপে সর্বদা ব্যস্ত থাকে, তারা সব চাইতে নিকৃষ্ট স্তরের মানুষ। নাস্তিক মনোভাবের জন্য তাদের তথাকথিত সমস্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন। তাই তারা ভগবানকে জানতে পারে না।

শ্লোক ৪৮

যং বৈ শ্বসন্তমনু বিশ্বসৃজঃ শ্বসন্তি
যং চেকিতানমনু চিত্তয় উচ্চকন্তি ।
ভূমণ্ডলং সর্ষপায়তি যস্য মূর্ধ্নি
তস্মৈ নমো ভগবতেঽস্তু সহস্রমূর্ধ্নে ॥ ৪৮ ॥

যম্—যাঁকে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **শ্বসন্তম্**—প্রয়াস করে; **অনু**—পরে; **বিশ্ব-সৃজঃ**—জড় সৃষ্টির অধ্যক্ষগণ; **শ্বসন্তি**—চেষ্টা করেন; **যম্**—যাঁকে; **চেকিতানম্**—দর্শন করে; **অনু**—পরে; **চিত্তয়ঃ**—সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়; **উচ্চকন্তি**—উপলব্ধি করে; **ভূমণ্ডলম্**—বিশাল ব্রহ্মাণ্ড; **সর্ষপায়তি**—সর্ষপের মতো; **যস্য**—যাঁর; **মূর্ধ্নি**—মস্তকে; **তস্মৈ**—তাঁকে; **নমঃ**—নমস্কার; **ভগবতে**—ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবানকে; **অস্তু**—হোক; **সহস্র-মূর্ধ্নে**—সহস্র ফণাবিশিষ্ট।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি চেষ্টা যুক্ত হলে তারপর ব্রহ্মা, ইন্দ্র আদি জড় জগতের অন্যান্য অধ্যক্ষেরা তাঁদের নিজ নিজ কার্যে যুক্ত হয়। জড়া প্রকৃতিকে আপনি দর্শন করার পর জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি অনুভব করতে শুরু করে। আপনার শিরোদেশে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সর্ষপের মতো বিরাজ করে। সেই সহস্রশীর্ষ ভগবান আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ৪৯

শ্রীশুক উবাচ

সংস্তুতো ভগবানেবমনন্তস্তমভাষত ।
বিদ্যাধরপতিং প্রীতশ্চিত্রকেতুং কুরূদ্বহ ॥ ৪৯ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **সংস্তুতঃ**—পূজিত হয়ে; **ভগবান**—পরমেশ্বর ভগবান; **এবম্**—এইভাবে; **অনন্তঃ**—অনন্তদেব; **তম্**—তাঁকে; **অভাষত**—উত্তর দিয়েছিলেন; **বিদ্যাধর-পতিম্**—বিদ্যাধরদের রাজা; **প্রীতঃ**—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **চিত্রকেতুম্**—রাজা চিত্রকেতুকে; **কুরু-উদ্বহ**—হে কুরুশ্রেষ্ঠ মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে কুরুশ্রেষ্ঠ মহারাজ পরীক্ষিৎ, বিদ্যাধরপতি চিত্রকেতুর স্তবে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে ভগবান অনন্তদেব তাঁকে বলেছিলেন।

শ্লোক ৫০

শ্রীভগবানুবাচ

যন্নারদাঙ্গিরোভ্যাং তে ব্যাহৃতং মেঽনুশাসনম্ ।
সংসিদ্ধোঽসি তয়া রাজন্ বিদ্যয়া দর্শনাচ্চ মে ॥ ৫০ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—শ্রীভগবান সঙ্কর্ষণ উত্তর দিলেন; **যৎ**—যা; **নারদ-অঙ্গিরোভ্যাম্**—নারদ ও অঙ্গিরা ঋষিদ্বয়ের দ্বারা; **তে**—তোমাকে; **ব্যাহৃতম্**—বলেছেন; **মে**—আমার; **অনুশাসনম্**—আরাধনা; **সংসিদ্ধঃ**—সর্বতোভাবে সিদ্ধ; **অসি**—হও; **তয়া**—তার দ্বারা; **রাজন্**—হে রাজন্; **বিদ্যয়া**—মন্ত্র; **দর্শনাৎ**—প্রত্যক্ষ দর্শনের ফলে; **চ**—ও; **মে**—আমার।

অনুবাদ

ভগবান অনন্তদেব বললেন—হে রাজন্, দেবর্ষি নারদ এবং অঙ্গিরা তোমাকে আমার সম্বন্ধে যে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিয়েছেন, সেই দিব্য জ্ঞানের ফলে এবং আমার দর্শন প্রভাবে তুমি সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয়েছ।

তাৎপর্য

ভগবানের অস্তিত্ব এবং কিভাবে তিনি জগতের সৃষ্টি, পালন এবং সংহার-কার্য সাধন করেন, সেই দিব্য জ্ঞান লাভের ফলেই মানব-জীবনের সিদ্ধি লাভ হয়। কেউ যখন পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেন, তখন তিনি নারদ, অঙ্গিরা এবং তাঁদের পরম্পরায় সিদ্ধ মহাত্মাদের সঙ্গ প্রভাবে ভগবৎ-প্রেম লাভ করতে পারেন। তখন অনন্ত ভগবানকে সাক্ষাৎভাবে দর্শন করা যায়। ভগবান যদিও অনন্ত, তবু তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তিনি তাঁর ভক্তের গোচরীভূত হন, এবং ভক্ত তখন তাঁকে

সাক্ষাৎভাবে দর্শন করতে পারেন। আমাদের বর্তমান বদ্ধ জীবনে আমরা ভগবানকে দর্শন করতে পারি না বা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি না।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥

"শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ এবং লীলা কেউই তার জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করতে পারে না। কেবল যখন কেউ ভগবানের প্রেমময়ী সেবার দ্বারা চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হন, তখন ভগবানের দিব্য নাম, রূপ, গুণ এবং লীলা তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়।" (*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ১/২/২৩৪)। কেউ যদি নারদ মুনি এবং তাঁর প্রতিনিধির নির্দেশ অনুসারে আধ্যাত্মিক জীবন গ্রহণ করেন এবং তাঁর সেবায় যুক্ত হন, তখন তিনি সাক্ষাৎভাবে ভগবানকে দর্শন করার যোগ্যতা অর্জন করেন। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৮) বলা হয়েছে—

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি ।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"ভক্তেরা প্রেমরূপ অঞ্জনের দ্বারা রঞ্জিত নয়নে সর্বদা যাঁকে দর্শন করেন, আমি সেই আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি। ভক্ত তাঁর হৃদয়ে ভগবানের শাশ্বত শ্যামসুন্দর স্বরূপে তাঁকে দর্শন করেন।" মানুষের কর্তব্য শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ পালন করা। তার ফলে যোগ্যতা অর্জন করে ভগবানকে দর্শন করা যায়, মহারাজ চিত্রকেতুর দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আমরা যা এখানে দেখতে পেয়েছি।

শ্লোক ৫১

অহং বৈ সর্বভূতানি ভূতাত্মা ভূতভাবনঃ ।
শব্দব্রহ্ম পরং ব্রহ্ম মমোভে শাশ্বতী তনূ ॥ ৫১ ॥

অহম্—আমি; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **সর্ব-ভূতানি**—জীবাত্মাদের বিভিন্ন রূপে বিস্তার করে; **ভূত-আত্মা**—সমস্ত জীবের পরমাত্মা (পরম পরিচালক এবং তাদের ভোক্তা); **ভূত-ভাবনঃ**—সমস্ত জীবের প্রকাশের কারণ; **শব্দ-ব্রহ্ম**—দিব্য শব্দ (হরেকৃষ্ণ মন্ত্র); **পরম্-ব্রহ্ম**—পরম সত্য; **মম**—আমার; **উভে**—উভয় (যথা, শব্দব্রহ্ম এবং পরমব্রহ্ম); **শাশ্বতী**—নিত্য; **তনূ**—দুটি শরীর।

অনুবাদ

স্থাবর এবং জঙ্গম সমস্ত জীব আমারই প্রকাশ, এবং তারা আমার থেকে ভিন্ন। আমিই সমস্ত জীবের পরমাত্মা, এবং আমি প্রকাশ করি বলে তাদের অস্তিত্ব রয়েছে। আমিই ওঁকার এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্ররূপে শব্দব্রহ্ম, এবং আমিই পরমব্রহ্ম। আমার এই দুটি রূপ—যথা শব্দব্রহ্ম এবং বিগ্রহরূপে আমার সচ্চিদানন্দঘন তনু আমার শাশ্বত স্বরূপ; সেগুলি জড় নয়।

তাৎপর্য

নারদ এবং অঙ্গিরা চিত্রকেতুকে ভগবদ্ভক্তির বিজ্ঞান উপদেশ দিয়েছিলেন। এখন, চিত্রকেতু তাঁর ভক্তির প্রভাবে ভগবানকে দর্শন করেছেন। ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের ফলে ক্রমশ উন্নতি সাধন করে কেউ যখন ভগবৎ-প্রেম লাভ করেন (*প্রেমা পুমর্থো মহান্*), তখন তিনি সর্বক্ষণ ভগবানকে দর্শন করেন। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে, কেউ যখন শ্রীগুরুদেবের উপদেশ অনুসারে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন (*তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্*), তখন তাঁর ভক্তিতে ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হন। তখন অন্তরের অন্তঃস্থলে বিরাজমান ভগবান সেই ভক্তের সঙ্গে কথা বলেন (*দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে*)। মহারাজ চিত্রকেতুকে প্রথমে তাঁর গুরুদেব অঙ্গিরা এবং নারদ মুনি উপদেশ দিয়েছিলেন, এবং এখন তাঁদের উপদেশ অনুসরণ করার ফলে তিনি প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে দর্শন করার স্তর প্রাপ্ত হয়েছেন। তাই ভগবান এখন তাঁকে দিব্য জ্ঞানের সারমর্ম উপদেশ দিচ্ছেন।

জ্ঞানের সারমর্ম হচ্ছে যে দুই প্রকার বস্তু রয়েছে। একটি বাস্তব এবং অন্যটি মায়িক বা ক্ষণস্থায়ী হওয়ার ফলে অবাস্তব। এই দুটি অস্তিত্বই বোঝা উচিত। প্রকৃত তত্ত্ব ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/১১) বলা হয়েছে—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্ ।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

"যা অদ্বয় জ্ঞান, অর্থাৎ এক এবং অদ্বিতীয় বাস্তব বস্তু, জ্ঞানীগণ তাকেই পরমার্থ বলেন। সেই তত্ত্ববস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান—এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত বা কথিত হন।" পরম সত্য এই তিনরূপে নিত্য বিরাজমান। অতএব ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান একত্রে বাস্তব বস্তু।

অবাস্তব বস্তুর দুটি ধারা—কর্ম এবং বিকর্ম। কর্ম বলতে সেই পুণ্যকর্ম বা শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে অনুষ্ঠিত কর্ম, যা দিনের বেলা জাগ্রত অবস্থায় এবং রাত্রে স্বপ্নে অনুষ্ঠিত হয়। এগুলি অল্পাধিক বাঞ্ছিত কর্ম। কিন্তু বিকর্ম হচ্ছে মায়িক কার্যকলাপ, যা অনেকটা আকাশ-কুসুমের মতো। এই সমস্ত কার্যকলাপের কোন অর্থ নেই। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা কল্পনা করছে যে, রাসায়নিক পদার্থের সমন্বয়ের ফলে জীবনের উদ্ভব হয়েছে এবং তারা পৃথিবীর সর্বত্র তাদের গবেষণাগারে তা প্রমাণ করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে, যদিও ইতিহাসে জড় পদার্থ থেকে জীবন সৃষ্টি করার কোন নজির কখনও দেখা যায়নি। এই প্রকার কার্যকলাপকে বলা হয় বিকর্ম।

সমস্ত জড়-জাগতিক কার্যকলাপই প্রকৃতপক্ষে মায়িক এবং মায়িক উন্নতি কেবল সময়ের অপচয় মাত্র। এই সমস্ত মায়িক কার্যকলাপকে বলা হয় অকার্য, এবং ভগবানের উপদেশের মাধ্যমে তা জানা অবশ্য কর্তব্য। *ভগবদ্গীতায়* (৪/১৭) বলা হয়েছে—

কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যং চ বিকর্মণঃ ।
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ ॥

"কর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন। তাই কর্ম, বিকর্ম এবং অকর্ম সম্বন্ধে যথাযথভাবে জানা কর্তব্য।" ভগবানের কাছ থেকে তা জানা অবশ্য কর্তব্য, যিনি অনন্তদেব রূপে মহারাজ চিত্রকেতুকে এই উপদেশ দিচ্ছেন, কারণ নারদ এবং অঙ্গিরার উপদেশ অনুসরণ করে চিত্রকেতু ভগবদ্ভক্তির উন্নত স্তর প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

এখানে বলা হয়েছে *অহং বৈ সর্বভূতানি*—জীব এবং জড় পদার্থ সহ ভগবানই সব কিছু *(সর্ব-ভূতানি)*। *ভগবদ্গীতায়* (৭/৪-৫) ভগবান বলেছেন—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥

"ভূমি, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার—এই অষ্ট প্রকারে আমার ভিন্না জড়া প্রকৃতি বিভক্ত। হে মহাবাহো, এই নিকৃষ্টা প্রকৃতি ব্যতীত আমার আর একটি উৎকৃষ্টা প্রকৃতি রয়েছে। সেই প্রকৃতি চৈতন্য-স্বরূপা ও জীবভূতা; সেই শক্তি থেকে সমস্ত জীব নিঃসৃত হয়ে এই জড় জগৎকে ধারণ করে আছে।" জীব জড় জগতের উপর আধিপত্য করতে চায়, কিন্তু চিৎস্ফুলিঙ্গ জীব এবং জড়

পদার্থ উভয়ই ভগবানেরই শক্তির প্রকাশ। তাই ভগবান বলেছেন, *অহং বৈ সর্বভূতানি*—"আমিই সব কিছু।" তাপ এবং আলোক যেমন অগ্নি থেকে উদ্ভূত হয়, তেমনই এই দুটি শক্তি—জড় পদার্থ এবং জীব ভগবান থেকে উদ্ভূত। তাই ভগবান বলেছেন, *অহং বৈ সর্বভূতানি*—"আমিই জড় এবং চেতনরূপে নিজেকে বিস্তার করি।"

পুনরায়, ভগবান পরমাত্মারূপে জড়া প্রকৃতির দ্বারা বদ্ধ জীবদের পরিচালিত করেন। তাই তাঁকে বলা হয়েছে *ভূতাত্মা ভূতভাবনঃ*। তিনিই জীবদের বুদ্ধি প্রদান করেন, যার দ্বারা তারা তাদের পরিস্থিতির উন্নতি সাধন করে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে, আর তারা যদি ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে না চায়, তা হলে ভগবান তাদের বুদ্ধি প্রদান করেন, যার দ্বারা তারা তাদের জড়-জাগতিক পরিস্থিতির উন্নতি সাধন করতে পারে। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) ভগবান স্বয়ং প্রতিপন্ন করেছেন, *সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*—"আমি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করি, এবং আমার থেকেই স্মৃতি, জ্ঞান ও বিস্মৃতি আসে।" ভগবান জীবের অন্তরে তাকে বুদ্ধি প্রদান করেন, যার দ্বারা সে কর্ম করতে পারে। তাই পূর্ববর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে যে, ভগবান প্রচেষ্টা করার পর আমাদের প্রচেষ্টা শুরু হয়। আমরা স্বতন্ত্রভাবে প্রচেষ্টা করতে পারি না অথবা কার্য করতে পারি না। তাই ভগবান হচ্ছেন *ভূতভাবনঃ*।

এই শ্লোকে জ্ঞানের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়েছে যে, শব্দব্রহ্মও ভগবানেরই একটি রূপ। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের নিত্য আনন্দময় রূপকে পরমব্রহ্ম বলে স্বীকার করেছেন। জীব বদ্ধ অবস্থায় মায়াকে বাস্তব বস্তু বলে গ্রহণ করেছে। একে বলা হয় অবিদ্যা। তাই বৈদিক নির্দেশ অনুসারে মানুষের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে ভগবদ্ভক্ত হওয়া এবং অবিদ্যা ও বিদ্যার পার্থক্য নিরূপণ করা, যা *ঈশোপনিষদে* বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। কেউ যখন প্রকৃতপক্ষে বিদ্যার স্তরে থাকেন, তখন তিনি শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, সংকর্ষণ ইত্যাদিরূপে ভগবানের সবিশেষ রূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। বৈদিক জ্ঞানকে পরমেশ্বর ভগবানের নিঃশ্বাস বলে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং বৈদিক জ্ঞানের ভিত্তিতে কার্য শুরু হয়। তাই ভগবান বলেছেন যখন তিনি প্রয়াস করেন বা নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, তখন ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়, এবং ক্রমশ বিভিন্ন কার্যকলাপের প্রকাশ হয়। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন, *প্রণবঃ সর্ববেদেষু*—"আমি সমস্ত বৈদিক মন্ত্রের মধ্যে ওঁকার। প্রণব বা ওঁকাররূপ দিব্য শব্দতরঙ্গ উচ্চারণের মাধ্যমে বৈদিক জ্ঞান শুরু হয়। সেই দিব্য শব্দতরঙ্গ হচ্ছে—**হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম**

হরে রাম রাম রাম হরে হরে। *অভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ*—ভগবানের পবিত্র নাম এবং স্বয়ং ভগবানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

শ্লোক ৫২

লোকে বিততমাত্মানং লোকং চাত্মনি সন্ততম্ ।
উভয়ং চ ময়া ব্যাপ্তং ময়ি চৈবোভয়ং কৃতম্ ॥ ৫২ ॥

লোকে—এই জড় জগতে; **বিততম্**—ব্যাপ্ত (জড় সুখভোগের আশায়); **আত্মানম্**—জীব; **লোকম্**—জড় জগৎ; **চ**—ও; **আত্মনি**—জীবে; **সন্ততম্**—ব্যাপ্ত; **উভয়ম্**—উভয় (জড় জগৎ এবং জীব); **চ**—এবং; **ময়া**—আমার দ্বারা; **ব্যাপ্তম্**—ব্যাপ্ত; **ময়ি**—আমাতে; **চ**—ও; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **উভয়ম্**—উভয়ই; **কৃতম্**—রচিত।

অনুবাদ

বদ্ধ জীব এই জড় জগৎকে সুখভোগের সাধন বলে মনে করে এই জড় জগতে ভোক্তারূপে ব্যাপ্ত। তেমনই, জড় জগৎ জীবাত্মাতে ভোগ্যরূপে ব্যাপ্ত। কিন্তু যেহেতু তারা উভয়েই আমার শক্তি, তাই তারা আমার দ্বারা ব্যাপ্ত। পরমেশ্বররূপে আমি এই উভয় কার্যেরই কারণ। তাই জানা উচিত তারা উভয়েই আমাতে অবস্থিত।

তাৎপর্য

মায়াবাদীরা সব কিছুকেই ভগবান বা পরমব্রহ্মের সমান বলে মনে করে, এবং তাই তারা সব কিছুকেই পূজনীয় বলে দর্শন করে। তাদের এই ভয়ঙ্কর মতবাদটি সাধারণ মানুষকে নাস্তিকে পরিণত করেছে। এই মতবাদের বলে মানুষ নিজেদের ভগবান বলে মনে করে। কিন্তু তা সত্য নয়। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে (*ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা*), প্রকৃত সত্য হচ্ছে সমগ্র জগৎ ভগবানের শক্তির বিস্তার, যা জড় পদার্থ এবং চেতন জীবরূপে প্রকাশিত হয়। ভ্রান্তিবশত জীবেরা মনে করে যে, জড় উপাদানগুলি তার ভোগের সামগ্রী, এবং তারা নিজেদের ভোক্তা বলে অভিমান করে। কিন্তু, তারা কেউই স্বতন্ত্র নয়; তারা উভয়েই ভগবানের শক্তি। জড়া প্রকৃতি এবং পরা প্রকৃতি উভয়েরই মূল কারণ হচ্ছেন ভগবান। যদিও ভগবানের শক্তি হচ্ছে মূল কারণ, কিন্তু তা বলে মনে করা উচিত নয় যে, ভগবান স্বয়ং বিভিন্নরূপে নিজেকে বিস্তার করেছেন। মায়াবাদীদের এই মতবাদকে ধিক্কার

দিয়ে ভগবান স্পষ্টভাবে *ভগবদ্গীতায়* বলেছেন, *মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেম্ববস্থিতঃ*—"যদিও সমস্ত জীবেরা আমার মধ্যে স্থিত, কিন্তু আমি তাদের মধ্যে অবস্থিত নই।" সব কিছু তাঁকেই আশ্রয় করে বিরাজ করে এবং সব কিছুই তাঁর শক্তির বিস্তার, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সব কিছুই ভগবানের মতো পূজনীয়। জড় বিস্তার অনিত্য, কিন্তু ভগবান অনিত্য নন। জীবেরা ভগবানের বিভিন্ন অংশ, কিন্তু তারা স্বয়ং ভগবান নয়। এই জড় জগতে জীবেরা অচিন্ত্য নয়, কিন্তু ভগবান অচিন্ত্য। ভগবানের শক্তি ভগবানের বিস্তার বলে ভগবানেরই সমতুল্য, এই মতবাদটি ভ্রান্ত।

শ্লোক ৫৩-৫৪

যথা সুষুপ্তঃ পুরুষো বিশ্বং পশ্যতি চাত্মনি ।
আত্মানমেকদেশস্থং মন্যতে স্বপ্ন উত্থিতঃ ॥ ৫৩ ॥
এবং জাগরণাদীনি জীবস্থানানি চাত্মনঃ ।
মায়ামাত্রাণি বিজ্ঞায় তদ্‌দ্রষ্টারং পরং স্মরেৎ ॥ ৫৪ ॥

যথা—যেমন; **সুষুপ্তঃ**—নিদ্রিত; **পুরুষঃ**—ব্যক্তি; **বিশ্বম্**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড; **পশ্যতি**—দর্শন করে; **চ**—ও; **আত্মনি**—নিজের মধ্যে; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **এক-দেশস্থম্**—এক স্থানে শায়িত; **মন্যতে**—মনে করে; **স্বপ্নে**—স্বপ্নাবস্থায়; **উত্থিতঃ**—জেগে উঠে; **এবম্**—এইভাবে; **জাগরণ-আদীনি**—জাগ্রত আদি অবস্থা; **জীব-স্থানানি**—জীবের অস্তিত্বের বিভিন্ন অবস্থা; **চ**—ও; **আত্মনঃ**—ভগবানের; **মায়া-মাত্রাণি**—মায়াশক্তির প্রদর্শন; **বিজ্ঞায়**—জেনে; **তৎ**—তাদের; **দ্রষ্টারম্**—এই প্রকার অবস্থার স্রষ্টা বা দ্রষ্টা; **পরম্**—পরমেশ্বর; **স্মরেৎ**—সর্বদা স্মরণ করা উচিত।

অনুবাদ

কোন ব্যক্তি যখন গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হয়, তখন সে গিরি, নদী, এমন কি সমগ্র বিশ্ব দূরস্থ হলেও নিজের মধ্যে দর্শন করে, কিন্তু জেগে উঠলে দেখতে পায় যে, সে একটি মানুষরূপে তার শয্যায় এক স্থানে শায়িত রয়েছে। তখন সে নিজেকে কোন বিশেষ জাতি, পরিবার ইত্যাদির অন্তর্ভুক্তরূপে বিভিন্ন অবস্থায় দেখতে পায়। সুষুপ্তি, স্বপ্ন এবং জাগরণ—এই অবস্থাগুলি ভগবানেরই মায়া মাত্র। মানুষের সর্বদা মনে রাখা উচিত, এই সমস্ত অবস্থার আদি স্রষ্টা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, যিনি সেগুলির দ্বারা প্রভাবিত হন না।

তাৎপর্য

সুষুপ্তি, স্বপ্ন এবং জাগরণ—জীবের এই অবস্থাগুলির কোনটিই বাস্তব নয়। সেগুলি কেবল বদ্ধ জীবনের বিভিন্ন অবস্থার প্রদর্শন মাত্র। অনেক দূরে বহু পর্বত, নদী, বৃক্ষ, ব্যাঘ্র, সর্প আদি থাকতে পারে, কিন্তু স্বপ্নে সেগুলিকে নিকটে কল্পনা করা হয়। তেমনই, মানুষ যেমন রাত্রে সূক্ষ্ম স্বপ্ন দেখে, কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় সে জাতি, সমাজ, সম্পত্তি, গগনচুম্বী অট্টালিকা, ব্যাঙ্কের টাকা, পদ, সম্মান ইত্যাদি স্থূল স্বপ্নে মগ্ন থাকে। এইরূপ অবস্থায়, মানুষের মনে রাখা উচিত যে, তার এই স্থিতি হচ্ছে জড় জগতের সঙ্গে সংস্পর্শের ফলে। মানুষ বিভিন্ন জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় অবস্থিত, যেগুলি মায়ার সৃষ্টি এবং যা ভগবানের পরিচালনায় কার্যরত হয়। তাই পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম কর্তা, এবং জীবদের সেই আদি কর্তা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ রাখা উচিত। জীবরূপে আমরা প্রকৃতির তরঙ্গে ভেসে যাচ্ছি, যা ভগবানের নির্দেশনায় কার্য করে (*ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*)। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গেয়েছেন—*(মিছে) মায়ার বশে, যাচ্ছ ভেসে', খাচ্ছ হাবুডুবু, ভাই*। আমাদের একমাত্র কর্তব্য এই মায়ার একমাত্র পরিচালক শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করা। সেই জন্য শাস্ত্রে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, *হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্*—কেবল ভগবানের পবিত্র নাম ***হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে*** নিরন্তর কীর্তন করা কর্তব্য। পরমেশ্বর ভগবানকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান—এই তিনটি স্তরে উপলব্ধি করা যায়, কিন্তু ভগবান হচ্ছেন চরম উপলব্ধি। যিনি ভগবানকে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পেরেছেন, তিনিই হচ্ছেন আদর্শ মহাত্মা (*বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ*)। মনুষ্য-জীবনে ভগবানকে জানা কর্তব্য, কারণ তা হলে অন্য সব কিছুই জানা হয়ে যাবে। *যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বমেবং বিজ্ঞাতং ভবতি*। এই বৈদিক নির্দেশ অনুসারে, কেবল শ্রীকৃষ্ণকে জানার ফলে ব্রহ্ম, পরমাত্মা, প্রকৃতি, মায়াশক্তি, চিৎ-শক্তি এবং অন্য সব কিছু জানা হয়ে যায়। সব কিছুই প্রকাশিত হবে। জড়া প্রকৃতি ভগবানের নির্দেশনায় কার্য করে, এবং আমরা অর্থাৎ জীবেরা প্রকৃতির বিভিন্ন স্তরে ভেসে চলেছি। অধ্যাত্ম উপলব্ধির জন্য সর্বদা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করা কর্তব্য। *পদ্মপুরাণে* সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুঃ*—সর্বদা ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করা কর্তব্য। *বিস্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ*—আমাদের কখনও তাঁকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। এটিই জীবনের পরম সিদ্ধি।

শ্লোক ৫৫

যেন প্রসুপ্তঃ পুরুষঃ স্বাপং বেদাত্মনস্তদা ।
সুখং চ নির্গুণং ব্রহ্ম তমাত্মানমবেহি মাম্ ॥ ৫৫ ॥

যেন—যাঁর দ্বারা (পরমব্রহ্ম); **প্রসুপ্তঃ**—নিদ্রিত; **পুরুষঃ**—ব্যক্তি; **স্বাপম্**—স্বপ্নের বিষয়ে; **বেদ**—জানে; **আত্মনঃ**—নিজের; **তদা**—তখন; **সুখম্**—সুখ; **চ**—ও; **নির্গুণম্**—জড় পরিবেশের সম্পর্ক-রহিত; **ব্রহ্ম**—পরম চেতনা; **তম্**—তাঁকে; **আত্মানম্**—সর্বব্যাপ্ত; **অবেহি**—জেনো; **মাম্**—আমাকে।

অনুবাদ

যে সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মার মাধ্যমে নিদ্রিত ব্যক্তি তার স্বপ্নাবস্থা এবং অতীন্দ্রিয় সুখ জানতে পারে, আমাকেই সেই পরমব্রহ্ম বলে জেনো। অর্থাৎ, আমিই সুপ্ত জীবাত্মার কার্যকলাপের কারণ।

তাৎপর্য

জীব যখন অহঙ্কার থেকে মুক্ত হয়, তখন সে ভগবানের বিভিন্ন অংশ আত্মারূপে তার শ্রেষ্ঠ স্থিতি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। অতএব, ব্রহ্মের প্রভাবেই, সুপ্ত অবস্থাতেও জীব সুখ উপভোগ করতে পারে। ভগবান বলেছেন, "সেই ব্রহ্ম, সেই পরমাত্মা এবং সেই ভগবান আমিই।" শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর *ক্রমসন্দর্ভ* গ্রন্থে সেই কথা উল্লেখ করেছেন।

শ্লোক ৫৬

উভয়ং স্মরতঃ পুংসঃ প্রস্বাপপ্রতিবোধয়োঃ ।
অন্বেতি ব্যতিরিচ্যেত তজ্জ্ঞানং ব্রহ্ম তৎ পরম্ ॥ ৫৬ ॥

উভয়ম্—(নিদ্রিত এবং জাগ্রত) উভয় প্রকার চেতনা; **স্মরতঃ**—স্মরণ করে; **পুংসঃ**—পুরুষের; **প্রস্বাপ**—নিদ্রাকালীন চেতনার; **প্রতিবোধয়োঃ**—এবং জাগ্রত অবস্থার চেতনা; **অন্বেতি**—বিস্তৃত হয়; **ব্যতিরিচ্যেত**—অতিক্রম করতে পারে; **তৎ**—তা; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **ব্রহ্ম**—পরমব্রহ্ম; **তৎ**—তা; **পরম্**—দিব্য।

অনুবাদ

নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নে দৃষ্ট বিষয় যদি কেবল পরমাত্মাই দেখে থাকেন, তা হলে পরমাত্মা থেকে ভিন্ন জীবাত্মা কিভাবে সেই স্বপ্নের বিষয় স্মরণ রাখে? এক ব্যক্তির অভিজ্ঞতা অন্য ব্যক্তি বুঝতে পারে না। অতএব জ্ঞাতা জীব, যে স্বপ্ন

এবং জাগ্রত অবস্থায় প্রকাশিত ঘটনাবলী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, সে কার্য থেকে পৃথক। সেই জ্ঞানই হচ্ছে ব্রহ্ম। অর্থাৎ, জানবার ক্ষমতা জীব এবং পরমাত্মা উভয়ের মধ্যে রয়েছে। অতএব জীবও স্বপ্ন এবং জাগ্রত অবস্থার অভিজ্ঞতা উপলব্ধি করতে পারে। উভয় স্তরেই জ্ঞাতা অপরিবর্তিত, এবং গুণগতভাবে পরমব্রহ্মের সঙ্গে এক।

তাৎপর্য

জীবাত্মা গুণগতভাবে পরম ব্রহ্মের সঙ্গে এক কিন্তু আয়তনগতভাবে এক নয়, কারণ জীব পরমব্রহ্মের অংশ। যেহেতু জীব গুণগতভাবে ব্রহ্ম, তাই সে বিগত স্বপ্নের কার্যকলাপ স্মরণ করতে পারে এবং বর্তমান জাগ্রত অবস্থার কার্যকলাপ জানতে পারে।

শ্লোক ৫৭

যদেতদ্বিস্মৃতং পুংসো মদ্ভাবং ভিন্নমাত্মনঃ ।
ততঃ সংসার এতস্য দেহাদ্দেহো মৃতের্মৃতিঃ ॥ ৫৭ ॥

যৎ—যা; **এতৎ**—এই; **বিস্মৃতম্**—ভুলে যায়; **পুংসঃ**—জীবের; **মদ্ভাবম্**—আমার চিন্ময় স্থিতি; **ভিন্নম্**—ভিন্ন; **আত্মনঃ**—পরমাত্মা থেকে; **ততঃ**—তা থেকে; **সংসারঃ**—জড় বদ্ধ জীবন; **এতস্য**—জীবের; **দেহাৎ**—এক দেহ থেকে; **দেহঃ**—আর এক দেহ; **মৃতেঃ**—এক মৃত্যু থেকে; **মৃতিঃ**—আর এক মৃত্যু ।

অনুবাদ

জীবাত্মা যখন নিজেকে আমার থেকে ভিন্ন বলে মনে করে, সচ্চিদানন্দময় স্বরূপে সে যে আমার সঙ্গে গুণগতভাবে এক তা বিস্মৃত হয়, তখন তার জড়-জাগতিক সংসার-জীবন শুরু হয়। অর্থাৎ, আমার সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার পরিবর্তে সে স্ত্রী, পুত্র, বিত্ত ইত্যাদি দৈহিক সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়। এইভাবে সে তার কর্মের প্রভাবে এক দেহ থেকে আর এক দেহে এবং এক মৃত্যু থেকে আর এক মৃত্যুতে পরিভ্রমণ করে।

তাৎপর্য

সাধারণত মায়াবাদী বা মায়াবাদ দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিরা নিজেদের ভগবান বলে মনে করে। সেটিই তাদের বদ্ধ জীবনের কারণ। সেই সম্বন্ধে বৈষ্ণব কবি জগদানন্দ পণ্ডিত তাঁর *প্রেমবিবর্তে* বলেছেন—

কৃষ্ণ-বহির্মুখ হঞা ভোগ-বাঞ্ছা করে ।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে ॥

জীব যখনই তার স্বরূপ বিস্মৃত হয় এবং ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা করে, তখন তার বদ্ধ জীবন শুরু হয়। জীব পরমব্রহ্মের সঙ্গে কেবল গুণগতভাবেই নয়, আয়তনগত ভাবেও যে এক, সেই ধারণাই বদ্ধ জীবনের কারণ। কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবান এবং জীবের পার্থক্য ভুলে যায়, তখন তার বদ্ধ জীবন শুরু হয়। বদ্ধ জীবন মানে এক দেহ ত্যাগ করে আর এক দেহ গ্রহণ করা এবং এক মৃত্যুর পর আর এক মৃত্যু বরণ করা। মায়াবাদীরা শিক্ষা দেয় *তত্ত্বমসি*, অর্থাৎ, "তুমিই ভগবান।" সে ভুলে যায় যে, *তত্ত্বমসির* তত্ত্ব সূর্যকিরণ সদৃশ জীবের তটস্থ অবস্থা সম্পর্কে প্রযোজ্য। সূর্যের তাপ এবং আলোক রয়েছে, এবং সূর্য-কিরণেরও তাপ এবং আলোক রয়েছে, সেই সূত্রে তারা গুণগতভাবে এক। কিন্তু ভুলে যাওয়া উচিত নয় সূর্যকিরণ সূর্যের উপর আশ্রিত। *ভগবদ্‌গীতায়* সেই সম্বন্ধে ভগবান বলেছেন, *ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্*—"আমি ব্রহ্মের উৎস।" সূর্য-মণ্ডলের উপস্থিতির ফলে সূর্যকিরণের মাহাত্ম্য। এমন নয় যে সর্বব্যাপ্ত সূর্যকিরণের ফলে সূর্যমণ্ডল মহত্ত্বপূর্ণ হয়েছে। এই সত্য-বিস্মৃতি এবং বিভ্রান্তিকে বলা হয় মায়া। জীব তার নিজের স্বরূপ এবং ভগবানের স্বরূপ বিস্মৃত হওয়ার ফলে, মায়া বা সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই প্রসঙ্গে মধ্বাচার্য বলেছেন—

সর্বভিন্নং পরাত্মানং বিস্মরন্ সংসরেদিহ ।
অভিন্নং সংস্মরন্ যাতি তমো নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥

যে মনে করে, জীব সর্বতোভাবে ভগবান থেকে অভিন্ন, সে যে অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

শ্লোক ৫৮

লব্ধ্বেহ মানুষীং যোনিং জ্ঞানবিজ্ঞানসম্ভবাম্ ।
আত্মানং যো ন বুদ্ধ্যেত ন ক্বচিৎ ক্ষেমমাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৮ ॥

লব্ধ্বা—লাভ করে; **ইহ**—এই জড় জগতে (বিশেষ করে এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে); **মানুষীম্**—মনুষ্য; **যোনিম্**—যোনি; **জ্ঞান**—বৈদিক শাস্ত্রজ্ঞান; **বিজ্ঞান**—এবং জীবনে সেই জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ; **সম্ভবাম্**—সম্ভাবনা; **আত্মানম্**—জীবের প্রকৃত স্বরূপ; **যঃ**—যে; **ন**—না; **বুদ্ধ্যেত**—বুঝতে পারে; **ন**—না; **ক্বচিৎ**—কখনও; **ক্ষেমম্**—জীবনে সাফল্য; **আপ্নুয়াৎ**—লাভ করতে পারে।

অনুবাদ

বৈদিক জ্ঞান এবং তার ব্যবহারিক প্রয়োগের দ্বারা মানুষ সিদ্ধি লাভ করতে পারে। পুণ্য ভারত-ভূমিতে যারা মনুষ্যজন্ম লাভ করেছে, তাদের পক্ষে তা বিশেষভাবে সম্ভব। এই প্রকার অনুকূল অবস্থা লাভ করা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তার আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না, সে স্বর্গলোকে উন্নীত হলেও পরম সিদ্ধি লাভ করতে পারে না।

তাৎপর্য

এই উক্তিটি *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (*আদি* ৯/৪১) প্রতিপন্ন হয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার ।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার ॥

যাঁরা মনুষ্যজন্ম লাভ করেছেন, তাঁরা বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়নের মাধ্যমে এবং জীবনে সেই জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে পরম সিদ্ধি লাভ করতে পারেন। কেউ যখন সিদ্ধি লাভ করেন, তখন তিনি সমগ্র মানব-সমাজের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির জন্য সেবাকার্য সম্পাদন করতে পারেন। এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ পরোপকার।

শ্লোক ৫৯

স্মৃত্বেহায়াং পরিক্লেশং ততঃ ফলবিপর্যয়ম্ ।
অভয়ং চাপ্যনীহায়াং সঙ্কল্পাদ্বিরমেৎ কবিঃ ॥ ৫৯ ॥

স্মৃত্বা—স্মরণ করে; **ঈহায়াম্**—কর্মফলের উদ্দেশ্যে কর্মক্ষেত্রে; **পরিক্লেশম্**—শক্তির ক্ষয় এবং দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা; **ততঃ**—তা থেকে; **ফল-বিপর্যয়ম্**—বাঞ্ছিত ফলের বিপরীত অবস্থা; **অভয়ম্**—অভয়; **চ**—ও; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **অনীহায়াম্**—যখন কর্মফলের কোন বাসনা থাকে না; **সঙ্কল্পাৎ**—জড় বাসনা থেকে; **বিরমেৎ**—নিরস্ত হওয়া উচিত; **কবিঃ**—জ্ঞানীজন।

অনুবাদ

কর্মক্ষেত্রে সকাম কর্ম অনুষ্ঠান করার ফলে যে মহাক্লেশ প্রাপ্তি হয় সেই কথা মনে রেখে, এবং লৌকিক ও বৈদিক কাম্য কর্ম থেকে যে বিপরীত ফল লাভ

হয়, সেই কথা স্মরণ করে বুদ্ধিমান ব্যক্তি সকাম কর্মের বাসনা পরিত্যাগ করবেন, কারণ এই প্রকার প্রচেষ্টার ফলে জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। পক্ষান্তরে কেউ যদি নিষ্কামভাবে কর্ম করেন, অর্থাৎ ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তা হলে তিনি জড় জগতের সমস্ত ক্লেশ থেকে মুক্ত হয়ে জীবনের চরম সিদ্ধি লাভ করতে পারেন। সেই কথা স্মরণ করে জ্ঞানীজন জড় বাসনা পরিত্যাগ করবেন।

শ্লোক ৬০

সুখায় দুঃখমোক্ষায় কুর্বাতে দম্পতী ক্রিয়াঃ ।
ততোঽনিবৃত্তিরপ্রাপ্তির্দুঃখস্য চ সুখস্য চ ॥ ৬০ ॥

সুখায়—সুখের জন্য; **দুঃখ-মোক্ষায়**—দুঃখ থেকে মুক্তির জন্য; **কুর্বাতে**—অনুষ্ঠান করে; **দম্পতী**—পতি এবং পত্নী; **ক্রিয়াঃ**—কার্যকলাপ; **ততঃ**—তা থেকে; **অনিবৃত্তিঃ**—নিবৃত্তি হয় না; **অপ্রাপ্তিঃ**—লাভ হয় না; **দুঃখস্য**—দুঃখের; **চ**—ও; **সুখস্য**—সুখের; **চ**—ও।

অনুবাদ

পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েই সুখ লাভ এবং দুঃখ নিবৃত্তির জন্য নানা প্রকার কর্ম করে, কিন্তু তাদের সেই সমস্ত কার্যকলাপ সকাম বলে তা থেকে কখনও সুখ প্রাপ্তি হয় না এবং দুঃখের নিবৃত্তি হয় না। পক্ষান্তরে, সেগুলি মহা দুঃখেরই কারণ হয়।

শ্লোক ৬১-৬২

এবং বিপর্যয়ং বুদ্ধা নৃণাং বিজ্ঞাভিমানিনাম্ ।
আত্মনশ্চ গতিং সূক্ষ্মাং স্থানত্রয়বিলক্ষণাম্ ॥ ৬১ ॥
দৃষ্টশ্রুতাভির্মাত্রাভির্নির্মুক্তঃ স্বেন তেজসা ।
জ্ঞানবিজ্ঞানসন্তৃপ্তো মদ্ভক্তঃ পুরুষো ভবেৎ ॥ ৬২ ॥

এবম্—এইভাবে; **বিপর্যয়ম্**—বিপরীত; **বুদ্ধা**—উপলব্ধি করে; **নৃণাম্**—মানুষদের; **বিজ্ঞ-অভিমানিনাম্**—যারা নিজেদের অত্যন্ত বিজ্ঞ বলে অভিমান করে; **আত্মনঃ**—

আত্মার; **চ**—ও; **গতিম্**—প্রগতি; **সূক্ষ্মাম্**—বোঝা অত্যন্ত কঠিন; **স্থান-ত্রয়**—জীবনের তিনটি অবস্থা (সুষুপ্তি, স্বপ্ন এবং জাগরণ); **বিলক্ষণাম্**—তা ছাড়া; **দৃষ্ট**—প্রত্যক্ষ দর্শন; **শ্রুতাভিঃ**—অথবা মহাজনদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে হৃদয়ঙ্গম করার দ্বারা; **মাত্রাভিঃ**—বস্তুর থেকে; **নির্মুক্তঃ**—মুক্ত হয়ে; **স্বেন**—নিজে নিজে; **তেজসা**—বিবেকের বলে; **জ্ঞান-বিজ্ঞান**—জ্ঞান এবং জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের দ্বারা; **সন্তৃপ্তঃ**—সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হয়ে; **মদ্ভক্তঃ**—আমার ভক্ত; **পুরুষঃ**—পুরুষ; **ভবেৎ**—হওয়া উচিত।

অনুবাদ

মানুষের বোঝা উচিত যে, যারা তাদের জড়-জাগতিক অভিজ্ঞতার গর্বে গর্বিত হয়ে কর্ম করে, তাদের জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তির অবস্থায় তাদের যে ধারণা তার বিপরীত ফল লাভ হয়। অধিকন্তু তাদের জানা উচিত যে, জড়বাদীর পক্ষে আত্মাকে জানা অত্যন্ত কঠিন, এবং তা এই সমস্ত অবস্থার অতীত। বিবেক বলে বর্তমান জীবনে এবং পরবর্তী জীবনে সমস্ত ফলের আশা পরিত্যাগ করা উচিত। এইভাবে দিব্য জ্ঞান লাভ করে এবং উপলব্ধি করে আমার ভক্ত হওয়া উচিত।

শ্লোক ৬৩

এতাবানেব মনুজৈর্যোগনৈপুণ্যবুদ্ধিভিঃ।
স্বার্থঃ সর্বাত্মনা জ্ঞেয়ো যৎ পরাত্মৈকদর্শনম্ ॥ ৬৩ ॥

এতাবান্—এতখানি; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **মনুজৈঃ**—মানুষের দ্বারা; **যোগ**—ভক্তিযোগের মাধ্যমে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পন্থার দ্বারা; **নৈপুণ্য**—নৈপুণ্য; **বুদ্ধিভিঃ**—বুদ্ধি সমন্বিত; **স্ব-অর্থঃ**—জীবনের চরম উদ্দেশ্য; **সর্ব-আত্মনা**—সর্বতোভাবে; **জ্ঞেয়ঃ**—জ্ঞেয়; **যৎ**—যা; **পর**—পরমেশ্বর ভগবানের; **আত্ম**—এবং আত্মার; **এক**—একত্ব; **দর্শনম্**—হৃদয়ঙ্গম করে।

অনুবাদ

যাঁরা জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধন করতে চান, তাঁদের কর্তব্য পূর্ণ এবং অংশরূপে গুণগতভাবে এক পরমেশ্বর ভগবান এবং জীবের তত্ত্ব ভালভাবে নিরীক্ষণ করা। সেটিই জীবনের পরম পুরুষার্থ, তার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কোন পুরুষার্থ নেই।

শ্লোক ৬৪

ত্বমেতচ্ছ্রদ্ধয়া রাজন্নপ্রমত্তো বচো মম ।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো ধারয়ন্নাশু সিধ্যসি ॥ ৬৪ ॥

ত্বম্—তুমি; **এতৎ**—এই; **শ্রদ্ধয়া**—পরম শ্রদ্ধা সহকারে; **রাজন্**—হে রাজন্; **অপ্রমত্তঃ**—অন্য কোন সিদ্ধান্তের দ্বারা বিচলিত না হয়ে; **বচঃ**—উপদেশ; **মম**—আমার; **জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্নঃ**—জ্ঞান এবং বিজ্ঞান সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবগত হয়ে; **ধারয়ন্**—গ্রহণ করে; **আশু**—অতি শীঘ্র; **সিধ্যসি**—তুমি সিদ্ধি লাভ করবে।

অনুবাদ

হে রাজন্, তুমি যদি জড় সুখভোগের প্রতি অনাসক্ত হয়ে শ্রদ্ধা সহকারে আমার এই উপদেশ গ্রহণ কর, তা হলে জ্ঞান এবং বিজ্ঞান সম্পন্ন হয়ে আমাকে প্রাপ্ত হওয়ার পরম সিদ্ধি লাভ করবে।

শ্লোক ৬৫

শ্রীশুক উবাচ

আশ্বাস্য ভগবানিত্থং চিত্রকেতুং জগদ্‌গুরুঃ ।
পশ্যতস্তস্য বিশ্বাত্মা ততশ্চান্তর্দধে হরিঃ ॥ ৬৫ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **আশ্বাস্য**—আশ্বাস প্রদান করে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ইত্থম্**—এইভাবে; **চিত্রকেতুম্**—রাজা চিত্রকেতুকে; **জগৎ-গুরুঃ**—পরম গুরু; **পশ্যতঃ**—সমক্ষে; **তস্য**—তাঁর; **বিশ্বাত্মা**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পরমাত্মা; **ততঃ**—সেখান থেকে; **চ**—ও; **অন্তর্দধে**—অন্তর্হিত হয়েছিলেন; **হরিঃ**—ভগবান হরি।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—ভগবান জগদ্‌গুরু বিশ্বাত্মা সঙ্কর্ষণ এইভাবে চিত্রকেতুকে সিদ্ধি লাভের আশ্বাস প্রদান করে, তাঁর সমক্ষেই সেখান থেকে অন্তর্হিত হলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের 'ভগবানের সঙ্গে রাজা চিত্রকেতুর সাক্ষাৎকার' নামক ষোড়শ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

সপ্তদশ অধ্যায়

চিত্রকেতুর প্রতি পার্বতীর অভিশাপ

শিবকে উপহাস করার ফলে চিত্রকেতুর বৃত্রাসুররূপে আবির্ভাবের বৃত্তান্ত এই সপ্তদশ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে কথা বলার পর, রাজা চিত্রকেতু তাঁর বিমানে আরোহণ করে বিদ্যাধর রমণীগণের সঙ্গে ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে করতে বাহ্য অন্তরীক্ষে বিচরণ করছিলেন। একদিন এইভাবে ভ্রমণ করার সময় তিনি সুমেরু পর্বতে এক কুঞ্জে সিদ্ধ, চারণ এবং মহর্ষিগণ পরিবেষ্টিত মহাদেব পার্বতীকে আলিঙ্গন করে অবস্থান করছেন দেখতে পান। মহাদেবকে সেই অবস্থায় দর্শন করে চিত্রকেতু উচ্চস্বরে হেসেছিলেন। তার ফলে পার্বতী তাঁর প্রতি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁকে অভিশাপ দেন। সেই অভিশাপের ফলে চিত্রকেতু বৃত্রাসুররূপে আবির্ভূত হন।

চিত্রকেতু কিন্তু পার্বতীর অভিশাপে একটুও ভীত না হয়ে বলেছিলেন, "মানব-সমাজে সকলেই তার পূর্বকৃত কর্মফল অনুসারে সুখ এবং দুঃখ ভোগ করতে করতে জড় জগতে বিচরণ করে। সুতরাং কেউই কারও সুখ-দুঃখের হেতু নয়। জড় জগতে জীব জড়া প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তবু সে নিজেকে সব কিছুর কর্তা বলে অভিমান করে। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা রচিত এই জড় জগতে কেউ কখনও অভিশাপ প্রাপ্ত হয়, আবার কখনও আশীর্বাদ লাভ করে, এবং এইভাবে সে কখনও স্বর্গলোকে সুখভোগ করে এবং কখনও নরকে দুঃখভোগ করে। কিন্তু সমস্ত অবস্থাই সমান, কারণ তা সবই এই জড় জগতের স্থিতি। তাদের কোনটিরই বাস্তব সত্তা নেই, কারণ সেগুলি অনিত্য। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম নিয়ন্তা, কারণ তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীনে জড় জগতের সৃষ্টি হয়, পালন হয় এবং সংহার হয়, অথচ তিনি স্থান এবং কালের পরিপ্রেক্ষিতে জড় জগতের বিভিন্ন পরিবর্তনের প্রতি সম্পূর্ণরূপে উদাসীন। ভগবানের বহিরঙ্গা প্রকৃতি মায়া জড় জগতের অধ্যক্ষা। এই জড় জগতে জীবদের বিভিন্ন অবস্থা সৃষ্টি করে ভগবান এই জগৎকে সাহায্য করেন।"

চিত্রকেতুর এই প্রকার জ্ঞানগর্ভ বাণী শ্রবণ করে, শিব এবং পার্বতী সহ সেই মহতী সভার সভাসদবর্গ বিস্ময়াপন্ন হয়েছিলেন। তখন শিব ভগবদ্ভক্তের মহিমা বর্ণনা করেছিলেন। ভগবদ্ভক্ত স্বর্গ, নরক, মুক্তি, বন্ধন, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি জীবনের অবস্থার প্রতি সমদৃষ্টি-সম্পন্ন। এগুলি কেবল মায়াসৃষ্ট দ্বৈতভাব। বহিরঙ্গা প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জীব স্থূল এবং সূক্ষ্ম জড় শরীর গ্রহণ করে, এবং এইভাবে দেহাত্মবুদ্ধি সমন্বিত হওয়ার ফলে তার মায়িক পরিস্থিতিতে সে আপাতদৃষ্টিতে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে, যদিও সকলেই ভগবানের বিভিন্ন অংশ। তথাকথিত দেবতারা নিজেদের ভগবান থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করে, এবং তার ফলে তারা বুঝতে পারে না যে, প্রতিটি জীব ভগবানের বিভিন্ন অংশ। এইভাবে ভক্ত এবং ভগবানের মহিমা কীর্তন করে এই অধ্যায় সমাপ্ত হয়েছে।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

যতশ্চান্তর্হিতোঽনন্তস্তস্যৈ কৃত্বা দিশে নমঃ ।
বিদ্যাধরশ্চিত্রকেতুশ্চচার গগনেচরঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **যতঃ**—যেই (দিকে); **চ**—এবং; **অন্তর্হিতঃ**—অন্তর্ধান করেছিলেন; **অনন্তঃ**—ভগবান অনন্ত; **তস্যৈ**—সেই; **কৃত্বা**—নিবেদন করে; **দিশে**—দিকে; **নমঃ**—প্রণাম; **বিদ্যাধরঃ**—বিদ্যাধরলোকের রাজা; **চিত্রকেতুঃ**—চিত্রকেতু; **চচার**—ভ্রমণ করেছিলেন; **গগনে**—অন্তরীক্ষে; **চরঃ**—বিচরণ করে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—যেদিকে ভগবান অনন্তদেব অন্তর্হিত হয়েছিলেন, সেই দিকে প্রণতি নিবেদন করে রাজা চিত্রকেতু বিদ্যাধর-পতিরূপে বিচরণ করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ২-৩

স লক্ষং বর্ষলক্ষাণামব্যাহতবলেন্দ্রিয়ঃ ।
স্তূয়মানো মহাযোগী মুনিভিঃ সিদ্ধচারণৈঃ ॥ ২ ॥
কুলাচলেন্দ্রদ্রোণীষু নানাসঙ্কল্পসিদ্ধিষু ।
রেমে বিদ্যাধরস্ত্রীভির্গাপয়ন্ হরিমীশ্বরম্ ॥ ৩ ॥

সঃ—তিনি (চিত্রকেতু); **লক্ষম্**—এক লক্ষ; **বর্ষ**—বৎসর; **লক্ষাণাম্**—লক্ষ লক্ষ; **অব্যাহত**—অপ্রতিহত; **বল-ইন্দ্রিয়ঃ**—ইন্দ্রিয়ের বল; **স্তূয়মানঃ**—সংস্তুত হয়ে; **মহা-যোগী**—মহান যোগী; **মুনিভিঃ**—মুনিদের দ্বারা; **সিদ্ধ-চারণৈঃ**—সিদ্ধ এবং চারণদের দ্বারা; **কুলাচলেন্দ্র-দ্রোণীষু**—কুলাচল বা সুমেরু পর্বতের উপত্যকায়; **নানা-সঙ্কল্প-সিদ্ধিষু**—যেখানে সর্বপ্রকার যোগসিদ্ধি লাভ হয়; **রেমে**—উপভোগ করেছিলেন; **বিদ্যাধর-স্ত্রীভিঃ**—বিদ্যাধর-রমণীগণ সহ; **গাপয়ন্**—কীর্তন করিয়ে; **হরিম্**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি; **ঈশ্বরম্**—নিয়ন্তা।

অনুবাদ

মুনি, সিদ্ধ ও চারণদের দ্বারা সংস্তুত হয়ে মহাযোগী চিত্রকেতু লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ভ্রমণ করতে লাগলেন। তাতে তাঁর বল ও ইন্দ্রিয় অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি বিবিধ যোগশক্তির সিদ্ধিস্থল সুমেরু পর্বতের উপত্যকায় ভ্রমণ করেছিলেন। সেখানে বিদ্যাধর-রমণীদের দ্বারা হরিনাম কীর্তন করিয়ে তিনি আনন্দ অনুভব করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে দ্রষ্টব্য যে, মহারাজ চিত্রকেতু অত্যন্ত সুন্দরী বিদ্যাধর-রমণীদের দ্বারা পরিবৃত হলেও ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করতে ভুলে যাননি। অনেক স্থলে প্রমাণিত হয়েছে যে, যিনি জড়-জাগতিক অবস্থার দ্বারা কলুষিত নন, যিনি ভগবানের মহিমা কীর্তনে সর্বতোভাবে যুক্ত, তিনি সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করেছেন বলে বুঝতে হবে।

শ্লোক ৪-৫

একদা স বিমানেন বিষ্ণুদত্তেন ভাস্বতা ।
গিরিশং দদৃশে গচ্ছন্ পরীতং সিদ্ধচারণৈঃ ॥ ৪ ॥
আলিঙ্গ্যাঙ্কীকৃতাং দেবীং বাহুনা মুনিসংসদি ।
উবাচ দেব্যাঃ শৃণ্বন্ত্যা জহাসোচ্চৈস্তদন্তিকে ॥ ৫ ॥

একদা—এক সময়; **সঃ**—তিনি (রাজা চিত্রকেতু); **বিমানেন**—তাঁর বিমানে; **বিষ্ণু-দত্তেন**—ভগবান বিষ্ণু প্রদত্ত; **ভাস্বতা**—দীপ্তিমান; **গিরিশম্**—শিব; **দদৃশে**—দর্শন করেছিলেন; **গচ্ছন্**—যাওয়ার সময়; **পরীতম্**—পরিবেষ্টিত; **সিদ্ধ**—সিদ্ধদের দ্বারা; **চারণৈঃ**—এবং চারণদের দ্বারা; **আলিঙ্গ্য**—আলিঙ্গন করে; **অঙ্কীকৃতাম্**—তাঁর কোলে

উপবিষ্ট; **দেবীম্**—তাঁর স্ত্রী পার্বতীকে; **বাহুনা**—তাঁর বাহুর দ্বারা; **মুনি-সংসদি**—মহান ঋষিদের সভায়; **উবাচ**—তিনি বলেছিলেন; **দেব্যাঃ**—পার্বতী দেবী; **শৃণ্বন্ত্যাঃ**—শ্রবণ করে; **জহাস**—তিনি হেসেছিলেন; **উচ্চৈঃ**—উচ্চস্বরে; **তদ্-অন্তিকে**—নিকটে।

অনুবাদ

এক সময় রাজা চিত্রকেতু যখন বিষ্ণু প্রদত্ত দীপ্তিমান বিমানে অন্তরীক্ষে বিচরণ করছিলেন, তখন তিনি সিদ্ধ এবং চারণগণ পরিবেষ্টিত মহাদেবকে দর্শন করেছিলেন। মহাদেব মহর্ষিদের সভায় পার্বতীকে অঙ্কে ধারণ করে তাঁর বাহুর দ্বারা তাঁকে আলিঙ্গন করে ছিলেন। তা দেখে চিত্রকেতু উচ্চস্বরে হাস্য করে যাতে পার্বতীর শ্রুতিগোচর হয়, এইভাবে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন,

ভক্তিং ভূতিং হরির্দত্ত্বা স্ববিচ্ছেদানুভূতয়ে ।
দেব্যাঃ শাপেন বৃত্রত্বং নীত্বা তং স্বান্তিকেঽনয়ৎ ॥

অর্থাৎ, চিত্রকেতুকে ভগবান যত শীঘ্র সম্ভব বৈকুণ্ঠলোকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। ভগবান চেয়েছিলেন পার্বতীর অভিশাপে চিত্রকেতু যেন বৃত্রাসুরে পরিণত হন, যাতে তাঁর পরবর্তী জীবনে তিনি শীঘ্রই ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন। ভগবদ্ভক্তের অসুররূপে আচরণ করে ভগবানের কৃপায় ভগবদ্ধামে নীত হওয়ার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। মহাদেবের পক্ষে পার্বতীকে আলিঙ্গন করা ছিল পতি-পত্নীর স্বাভাবিক সম্পর্ক, চিত্রকেতুর পক্ষে তা অস্বাভাবিক বলে মনে করা উচিত ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও মহাদেবকে সেই অবস্থায় দেখে চিত্রকেতু উচ্চস্বরে হেসেছিলেন, যদিও তা করা তাঁর পক্ষে উচিত ছিল না। তার ফলে তিনি অভিশপ্ত হয়েছিলেন এবং সেই অভিশাপ তাঁর ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার কারণ হয়েছিল।

শ্লোক ৬

চিত্রকেতুরুবাচ

এষ লোকগুরুঃ সাক্ষাদ্ধর্মং বক্তা শরীরিণাম্ ।
আস্তে মুখ্যঃ সভায়াং বৈ মিথুনীভূয় ভার্যয়া ॥ ৬ ॥

চিত্রকেতুঃ উবাচ—রাজা চিত্রকেতু বলেছিলেন; **এষঃ**—এই; **লোক-গুরুঃ**—বৈদিক নির্দেশ পালনকারী ব্যক্তিদের গুরু; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **ধর্মম্**—ধর্মের; **বক্তা**—বক্তা; **শরীরিণাম্**—দেহধারী সমস্ত জীবদের; **আস্তে**—উপবেশন করেন; **মুখ্যঃ**—প্রধান; **সভায়াম্**—সভায়; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **মিথুনীভূয়**—আলিঙ্গন করে; **ভার্যয়া**—তাঁর পত্নীকে।

অনুবাদ

চিত্রকেতু বললেন—মহাদেব সাক্ষাৎ লোকগুরু, দেহধারী জীবদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও ধর্মের বক্তা। কিন্তু কী আশ্চর্য, তিনি মহর্ষিদের সভায় তাঁর ভার্যা পার্বতীকে আলিঙ্গন করে অবস্থান করছেন!

শ্লোক ৭

জটাধরস্তীব্রতপা ব্রহ্মবাদি সভাপতিঃ ।
অঙ্কীকৃত্য স্ত্রিয়ং চাস্তে গতহ্রীঃ প্রাকৃতো যথা ॥ ৭ ॥

জটা-ধরঃ—জটাধারী; **তীব্র-তপাঃ**—মহা-তপস্বী; **ব্রহ্মবাদী**—বৈদিক সিদ্ধান্তের নিষ্ঠাপরায়ণ অনুগামী; **সভাপতিঃ**—সভাপতি; **অঙ্কীকৃত্য**—আলিঙ্গন করে; **স্ত্রিয়ম্**—একজন রমণীকে; **চ**—এবং; **আস্তে**—উপবেশন করেছেন; **গতহ্রীঃ**—নির্লজ্জ; **প্রাকৃতঃ**—প্রকৃতির দ্বারা বদ্ধ জীব; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

জটাধারী মহা-তপস্বী শিব ব্রহ্মবাদী ঋষিদের সভার সভাপতি, অথচ তিনি একজন নির্লজ্জ সাধারণ মানুষের মতো তাঁর স্ত্রীকে আলিঙ্গন করে সভার মধ্যে অবস্থান করছেন।

তাৎপর্য

চিত্রকেতু মহাদেবের উচ্চপদের প্রশংসা করেছিলেন, এবং তাই তিনি মন্তব্য করেছেন এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, মহাদেব একজন সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করছেন। তিনি শিবের উচ্চপদের প্রশংসা করেছিলেন, কিন্তু তিনি যখন দেখলেন মহর্ষিদের সভায় একজন নির্লজ্জ সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করে শিব অবস্থান করছেন, তখন তিনি আশ্চর্য হয়েছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ ঠাকুর মন্তব্য করেছেন

যে, চিত্রকেতু যদিও মহাদেবের সমালোচনা করেছিলেন কিন্তু তিনি দক্ষের মতো তাঁর নিন্দা করেননি। দক্ষ শিবকে নগণ্য বলে মনে করেছিলেন, কিন্তু চিত্রকেতু শিবকে সেই অবস্থায় দর্শন করে আশ্চর্য হয়েছিলেন।

শ্লোক ৮

প্রায়শঃ প্রাকৃতাশ্চাপি স্ত্রিয়ং রহসি বিভ্রতি ।
অয়ং মহাব্রতধরো বিভর্তি সদসি স্ত্রিয়ম্ ॥ ৮ ॥

প্রায়শঃ—সাধারণত; **প্রাকৃতাঃ**—বদ্ধ জীব; **চ**—ও; **অপি**—যদিও; **স্ত্রিয়ম্**—একজন রমণী; **রহসি**—নির্জন স্থানে; **বিভ্রতি**—আলিঙ্গন করে; **অয়ম্**—এই (মহাদেব); **মহা-ব্রত-ধরঃ**—মহান ব্রত এবং তপস্যার অধিকারী; **বিভর্তি**—উপভোগ করেন; **সদসি**—মহান ঋষিদের সভায়; **স্ত্রিয়ম্**—তাঁর পত্নীকে।

অনুবাদ

সাধারণ মানুষেরাও নির্জন স্থানে তাদের পত্নীকে আলিঙ্গন করে তাদের সঙ্গ-সুখ উপভোগ করে। কিন্তু মহাদেব মহা-তপস্বী হওয়া সত্ত্বেও মহর্ষিদের সভায় তাঁর পত্নীকে আলিঙ্গন করছেন, এটি বড় আশ্চর্যের বিষয়।

তাৎপর্য

মহাব্রতধরঃ শব্দটির অর্থ ব্রহ্মচারী, যার কখনও অধঃপতন হয়নি। মহাদেবকে শ্রেষ্ঠ যোগীদের মধ্যে গণনা করা হয়, তবু তিনি মহর্ষিদের সভায় তাঁর পত্নীকে আলিঙ্গন করেছেন। চিত্রকেতু প্রকৃতপক্ষে মহাদেবের স্থিতির প্রশংসা করেছিলেন যে তিনি কত মহান যে এই রকম পরিস্থিতিতেও তিনি অপ্রভাবিত থাকেন। তাই চিত্রকেতু অপরাধী ছিলেন না; তিনি কেবল তাঁর বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন।

শ্লোক ৯

শ্রীশুক উবাচ

ভগবানপি তচ্ছ্রুত্বা প্রহস্যাগাধধীর্নৃপ ।
তূষ্ণীং বভূব সদসি সভ্যাশ্চ তদনুব্রতাঃ ॥ ৯ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ভগবান্**—মহাদেব; **অপি**—ও; **তৎ**—তা; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **প্রহস্য**—হেসে; **অগাধধীঃ**—যাঁর বুদ্ধি অত্যন্ত গভীর;

নৃপ—হে রাজন্; **তূষ্ণীম্**—মৌন; **বভূব**—হয়েছিলেন; **সদসি**—সভায়; **সভ্যাঃ**—সমস্ত সদস্যগণ; **চ**—ও; **তৎ-অনুব্রতাঃ**—মহাদেবকে অনুসরণ করে (মৌন ছিলেন)।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, চিত্রকেতুর উক্তি শ্রবণ করে, অগাধ জ্ঞানসম্পন্ন মহাদেব ঈষৎ হেসে নীরব রইলেন, এবং তাঁর অনুচর সভাসদেরাও কিছু না বলে তাঁর অনুসরণ করলেন।

তাৎপর্য

চিত্রকেতু যে মহাদেবের সমালোচনা করেছিলেন তার উদ্দেশ্য রহস্যময় এবং সাধারণ মানুষের পক্ষে তা বোঝা সম্ভব নয়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর কিন্তু তার বিশ্লেষণ এইভাবে করেছেন—মহাদেব শিব পরম বৈষ্ণব এবং পরম শক্তিশালী দেবতা হওয়ার ফলে যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। যদিও বাহ্যত তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করেছিলেন এবং সদাচার পালন করেননি, কিন্তু এই প্রকার কার্য তাঁর অতি উন্নত পদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেনি। অসুবিধা অবশ্য হচ্ছে এই যে, সাধারণ মানুষ মহাদেবের আচরণ দেখে তাঁর অনুকরণ করতে পারে। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৩/২১) বলা হয়েছে—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ ।
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥

"শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেভাবে আচরণ করেন, সাধারণ মানুষেরাও তাঁর অনুকরণ করেন। তিনি যা প্রমাণ বলে স্বীকার করেন, অন্য লোকে তাঁরই অনুসরণ করে।" সাধারণ মানুষ শিবের সমালোচনাও করতে পারে, দক্ষ যেমন করেছিল, এবং তাকে তার ফলও ভোগ করতে হয়েছিল। রাজা চিত্রকেতু চেয়েছিলেন যে, মহাদেব যেন এই ধরনের বাহ্য আচরণ না করেন যাতে অন্যেরা তাঁর সমালোচনা করে অপরাধের ভাগী না হয়। কেউ যদি মনে করে যে, ভগবান বিষ্ণুই আদর্শ পুরুষ, এবং দেবতারা, এমন কি মহাদেব পর্যন্ত অশোভন কার্য করতে পারেন, তা হলে সে অপরাধী। এই সব বিচার করে রাজা চিত্রকেতু মহাদেবের প্রতি কিছুটা কঠোর ব্যবহার করেছিলেন।

চিত্রকেতুর উদ্দেশ্য মহাজ্ঞানী মহাদেব বুঝতে পেরেছিলেন, এবং তাই তিনি তাঁর প্রতি মোটেই ক্রুদ্ধ হননি; পক্ষান্তরে, তিনি ঈষৎ হেসে নীরব ছিলেন। সেই সভার যে সমস্ত সদস্যেরা শিবকে বেষ্টন করে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরাও চিত্রকেতুর

উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিলেন। তাই মহাদেবের আচরণ অনুসরণ করে তাঁরা কোন প্রতিবাদ করেননি। পক্ষান্তরে তাঁদের প্রভুকে অনুসরণ করে তাঁরা নীরব ছিলেন। সভার সদস্যেরা যদি মনে করতেন যে, চিত্রকেতু মহাদেবের নিন্দা করেছেন, তা হলে তাঁরা তৎক্ষণাৎ তাঁদের হস্তের দ্বারা কর্ণ আচ্ছাদিত করে সেই স্থান ত্যাগ করতেন।

শ্লোক ১০

ইত্যতদ্বীর্যবিদুষি ব্রুবাণে বহ্বশোভনম্ ।
রুষাহ দেবী ধৃষ্টায় নির্জিতাত্মাভিমানিনে ॥ ১০ ॥

ইতি—এইভাবে; **অতৎ-বীর্য-বিদুষি**—শিবের প্রভাব সম্বন্ধে অজ্ঞ চিত্রকেতু; **ব্রুবাণে**—বলেছিল; **বহু-অশোভনম্**—অত্যন্ত অশোভন (মহেশ্বর শিবের সমালোচনা); **রুষা**—ক্রোধ সহকারে; **আহ**—বলেছিলেন; **দেবী**—পার্বতী দেবী; **ধৃষ্টায়**—নির্লজ্জ চিত্রকেতুকে; **নির্জিত-আত্ম**—জিতেন্দ্রিয়; **অভিমানিনে**—নিজেকে মনে করে।

অনুবাদ

শিব এবং পার্বতীর প্রভাব সম্বন্ধে অজ্ঞ চিত্রকেতু কঠোর বাক্যে তাঁদের সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর উক্তি মোটেই শ্রুতিমধুর ছিল না, এবং তাই পার্বতী দেবী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সেই জিতাত্মা-অভিমানী চিত্রকেতুকে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

চিত্রকেতু যদিও মহাদেবকে অপমান করতে চাননি, কিন্তু মহাদেব সামাজিক শিষ্টাচার লঙ্ঘন করলেও তাঁর পক্ষে তাঁর সমালোচনা করা উচিত ছিল না। বলা হয় যে, *তেজীয়সাং ন দোষায়*—অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যক্তিদের কার্যে কখনও দোষ দর্শন করা উচিত নয়। যেমন, সূর্য ভূপৃষ্ঠ থেকে মূত্র শোষণ করলেও তা দোষণীয় নয়। সাধারণ মানুষ এমন কি মহান ব্যক্তিরাও কখনও অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যক্তির সমালোচনা করতে পারেন না। চিত্রকেতুর জানা উচিত ছিল যে, শিব সেইভাবে আচরণ করলেও তাঁর সমালোচনা করা ঠিক নয়। ভুল এই হয়েছিল যে, সঙ্কর্ষণের কৃপা লাভ করার ফলে চিত্রকেতুর গর্ব হয়েছিল এবং তাই তিনি মনে করেছিলেন

যে, তিনি যে কোন ব্যক্তির, এমন কি মহেশ্বর শিবেরও সমালোচনা করতে পারেন। ভক্তের এইভাবে গর্বিত হওয়া অনুচিত। বৈষ্ণবের কর্তব্য সর্বদা অত্যন্ত বিনম্র থাকা এবং অন্যদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা ।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

"নিজেকে পথের পাশে পড়ে থাকা একটি তৃণের থেকেও দীনতর বলে মনে করে এবং বৃক্ষের থেকেও সহিষ্ণু হয়ে সর্বতোভাবে অভিমানশূন্য হওয়া উচিত এবং অন্যদের সমস্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে অত্যন্ত বিনীতভাব অবলম্বন করা উচিত। মন এইভাবে নির্মল হলে, তবেই নিরন্তর ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা যায়।" বৈষ্ণবের পক্ষে কখনও অন্যকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য চেষ্টা করা উচিত নয়। বিনীত ভাব অবলম্বন করে কেবল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করাই শ্রেয়স্কর। *নির্জিতাত্মাভিমানিনে* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, চিত্রকেতু মনে করেছিলেন তিনি মহাদেবের থেকেও জিতেন্দ্রিয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি তা ছিলেন না। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে পার্বতী চিত্রকেতুর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।

শ্লোক ১১

শ্রীপার্বত্যুবাচ

অয়ং কিমধুনা লোকে শাস্তা দণ্ডধরঃ প্রভুঃ ।
অস্মদ্বিধানাং দুষ্টানাং নির্লজ্জানাং চ বিপ্রকৃৎ ॥ ১১ ॥

শ্রী-পার্বতী উবাচ—পার্বতী দেবী বললেন; **অয়ম্**—এই; **কিম্**—কি; **অধুনা**—এখন; **লোকে**—জগতে; **শাস্তা**—পরম নিয়ন্তা; **দণ্ড-ধরঃ**—শাসন করার দণ্ডধারী; **প্রভুঃ**—প্রভু; **অস্মৎ-বিধানাম্**—আমাদের মতো ব্যক্তিদের; **দুষ্টানাম্**—দুর্বৃত্তদের; **নির্লজ্জানাম্**—নির্লজ্জদের; **চ**—এবং; **বিপ্রকৃৎ**—শাসনকারী।

অনুবাদ

পার্বতী দেবী বললেন—আহা, এই ভুঁইফোড় ব্যক্তি এখন আমাদের মতো নির্লজ্জ ব্যক্তিদের দণ্ডদাতার পদ প্রাপ্ত হয়েছে নাকি? এ কি শাসনকর্তা রূপে দণ্ডধারী হয়েছে? এ কি সব কিছুর একমাত্র প্রভু?

শ্লোক ১২

ন বেদ ধর্মং কিল পদ্মযোনি-
র্ন ব্রহ্মপুত্রা ভৃগুনারদাদ্যাঃ ।
ন বৈ কুমারঃ কপিলো মনুশ্চ
যে নো নিষেধন্ত্যতিবর্তিনং হরম্ ॥ ১২ ॥

ন—না; **বেদ**—জানে; **ধর্মম্**—ধর্মতত্ত্ব; **কিল**—বস্তুতপক্ষে; **পদ্ম-যোনিঃ**—ব্রহ্মা; **ন**—না; **ব্রহ্ম-পুত্রাঃ**—ব্রহ্মার পুত্রগণ; **ভৃগু**—ভৃগু; **নারদ**—নারদ; **আদ্যাঃ**—প্রভৃতি; **ন**—না; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **কুমারঃ**—চতুঃসন (সনক, সনৎকুমার, সনন্দন এবং সনাতন); **কপিলঃ**—ভগবান কপিলদেব; **মনুঃ**—মনু স্বয়ং; **চ**—এবং; **যে**—যিনি; **নো**—না; **নিষেধন্তি**—নিষেধ করেন; **অতি-বর্তিনম্**—আইন এবং শাসনের অতীত; **হরম্**—মহাদেবকে।

অনুবাদ

আহা, পদ্মযোনি ব্রহ্মা, ভৃগু, নারদ, সনৎকুমার প্রমুখ চতুঃসন, এঁদের কারোরই ধর্মজ্ঞান নেই। মনু এবং কপিলও ধর্মতত্ত্ব ভুলে গেছেন। আমার মনে হয় সেই জন্যই তাঁরা দেবাদিদেব মহাদেবকে এই প্রকার অশোভন আচরণ থেকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা করেননি।

শ্লোক ১৩

এষামনুধ্যেয়পদাব্জযুগ্মং
জগদ্‌গুরুং মঙ্গলমঙ্গলং স্বয়ম্ ।
যঃ ক্ষত্রবন্ধুঃ পরিভূয় সূরীন্
প্রশাস্তি ধৃষ্টস্তদয়ং হি দণ্ড্যঃ ॥ ১৩ ॥

এষাম্—এই সমস্ত মহাপুরুষদের; **অনুধ্যেয়**—নিরন্তর ধ্যান করার যোগ্য; **পদাব্জ-যুগ্মম্**—যাঁর শ্রীপাদপদ্ম-যুগল; **জগৎ-গুরুম্**—সমগ্র জগতের গুরু; **মঙ্গল-মঙ্গলম্**—পরম ধর্মমূর্তি; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **যঃ**—যিনি; **ক্ষত্রবন্ধুঃ**—ক্ষত্রিয়াধম; **পরিভূয়**—অতিক্রম করে; **সূরীন্**—ব্রহ্মা আদি দেবতাদের; **প্রশাস্তি**—শাসন করছে; **ধৃষ্টঃ**—উদ্ধত; **তৎ**—অতএব; **অয়ম্**—এই ব্যক্তি; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **দণ্ড্যঃ**—দণ্ডণীয়।

অনুবাদ

এই ক্ষত্রিয়াধম চিত্রকেতু ধৃষ্টতাপূর্বক ব্রহ্মা আদি দেবতাদেরও অতিক্রম করে, তাঁরা যাঁর চরণকমল-যুগল ধ্যান করেন, সেই জগদ্‌পূজ্য পরম ধর্মমূর্তি শিবকে শাসন করেছে, অতএব তাকে অবশ্যই দণ্ড দেওয়া উচিত।

তাৎপর্য

সেই সভায় সমবেত সদস্যেরা সকলেই আত্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু তাঁরা পার্বতী দেবীকে অঙ্কে ধারণ করে আলিঙ্গন করার জন্য শিবকে কিছুই বলেননি। অথচ চিত্রকেতু শিবের সমালোচনা করেছিলেন, এবং তাই পার্বতী মনে করেছিলেন যে, তাঁকে দণ্ড দেওয়া উচিত।

শ্লোক ১৪

নায়মর্হতি বৈকুণ্ঠপাদমূলোপসর্পণম্ ।
সম্ভাবিতমতিঃ স্তব্ধঃ সাধুভিঃ পর্যুপাসিতম্ ॥ ১৪ ॥

ন—না; **অয়ম্**—এই ব্যক্তি; **অর্হতি**—যোগ্য; **বৈকুণ্ঠ-পাদ-মূল-উপসর্পণম্**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভের; **সম্ভাবিত-মতিঃ**—নিজেকে অত্যন্ত মহৎ বলে মনে করে; **স্তব্ধঃ**—দুর্বিনীত; **সাধুভিঃ**—মহাত্মাদের দ্বারা; **পর্যুপাসিতম্**—পূজনীয়।

অনুবাদ

এই ব্যক্তি তার সাফল্যের গর্বে গর্বিত হয়ে নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করছে। সে সাধুদের দ্বারা পূজিত ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভের অযোগ্য, কারণ সে দুর্বিনীত এবং অহঙ্কারে মত্ত।

তাৎপর্য

ভক্ত যদি নিজেকে ভক্তিমার্গে অত্যন্ত উন্নত বলে মনে করে গর্বোদ্ধত হয়, তা হলে সে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ে অবস্থান করার অযোগ্য হয়। পুনরায়, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই উপদেশ স্মরণ রাখা উচিত—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা ।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

"নিজেকে পথের পাশে পড়ে থাকা তৃণের থেকেও দীনতর বলে মনে করে এবং বৃক্ষের থেকেও সহিষ্ণু হয়ে সর্বতোভাবে অভিমানশূন্য হওয়া উচিত এবং অন্যদের

সমস্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, অত্যন্ত বিনীতভাব অবলম্বন করা উচিত। মন এইভাবে নির্মল হলেই কেবল নিরন্তর ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা যায়।" বিনীত এবং নম্র না হলে, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে অবস্থান করার যোগ্য হওয়া যায় না।

শ্লোক ১৫

অতঃ পাপীয়সীং যোনিমাসুরীং যাহি দুর্মতে ।
যথেহ ভূয়ো মহতাং ন কর্তা পুত্র কিলিষ্বম্ ॥ ১৫ ॥

অতঃ—অতএব; **পাপীয়সীম্**—অত্যন্ত পাপী; **যোনিম্**—যোনির; **আসুরীম্**—আসুরিক; **যাহি**—যাও; **দুর্মতে**—হে গর্বোদ্ধত; **যথা**—যাতে; **ইহ**—এই সংসারে; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **মহতাম্**—মহাপুরুষদের; **ন**—না; **কর্তা**—করবে; **পুত্র**—হে পুত্র; **কিলিষ্বম্**—কোন অপরাধ।

অনুবাদ

হে উদ্ধত পুত্র, এখন তুমি পাপপূর্ণ অসুরকুলে জন্মগ্রহণ কর, যাতে ভবিষ্যতে আর এই সংসারে সাধুদের প্রতি এই প্রকার অপরাধ না কর।

তাৎপর্য

বৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে যাতে কখনও অপরাধ না হয়, সেই জন্য অত্যন্ত সাবধান থাকা উচিত, এবং শিব হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব। শ্রীল রূপ গোস্বামীকে শিক্ষা দেওয়ার সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৈষ্ণব-অপরাধকে *হাতী মাতা* বলে বর্ণনা করেছেন। মত্ত হস্তী যখন সুন্দর বাগানে প্রবেশ করে, তখন সে সমস্ত বাগানটিকে তচনচ করে দেয়। তেমনই কেউ যদি বৈষ্ণবের চরণ-কমলে অপরাধ করে, তা হলে সেই অপরাধ মত্ত হস্তীর মতো ভক্তিলতাকে ছিন্নভিন্ন করে দেয় এবং তার ফলে তার পারমার্থিক উন্নতি সম্পূর্ণরূপে স্তব্ধ হয়ে যায়। অতএব বৈষ্ণবের চরণ-কমলে যাতে অপরাধ না হয়, সেই জন্য অত্যন্ত সাবধান থাকা উচিত।

মাতা পার্বতী চিত্রকেতুকে দণ্ড দিয়ে ঠিকই করেছিলেন, কারণ চিত্রকেতু পরম পিতা মহাদেবকে ধৃষ্টতাপূর্বক অপমান করেছিলেন, যিনি হচ্ছেন এই জড় জগতের সমস্ত বদ্ধ জীবের পিতা। দুর্গা দেবীকে বলা হয় মাতা এবং শিবকে বলা হয় পিতা। অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে অন্যের সমালোচনা না করে, শুদ্ধ বৈষ্ণবের নিজের কর্তব্য সম্পাদন করা উচিত। সেটিই সব চাইতে নিরাপদ অবস্থা। তা না হলে যদি অন্যদের সমালোচনা করার প্রবণতা থাকে, তা হলে বৈষ্ণবের সমালোচনা করে মহা অপরাধ হয়ে যেতে পারে।

চিত্রকেতু যেহেতু বৈষ্ণব ছিলেন, সেই জন্য পার্বতী দেবীর এইভাবে অভিশাপ দেওয়ার ফলে তিনি নিশ্চয়ই আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। তাই পার্বতী দেবী তাঁকে পুত্র বলে সম্বোধন করেছেন। সকলেই মা দুর্গার পুত্র, কিন্তু তিনি কোনও সাধারণ মাতা নন। কোনও অসুর যখন অন্যায় আচরণ করে, মা দুর্গা তখনই সেই অসুরকে দণ্ডদান করেন যাতে সে চেতনা ফিরে পায়। সেই কথা বিশ্লেষণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্‌গীতায়* (৭/১৪) বলেছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

"আমার এই দৈবী মায়া ত্রিগুণাত্মিকা এবং তা দুরতিক্রমণীয়া। কিন্তু যারা আমাতে প্রপত্তি করেন, তাঁরাই এই মায়া উত্তীর্ণ হতে পারেন।" শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়ার অর্থ হচ্ছে তাঁর ভক্তেরও শরণাগত হওয়া, কারণ ভক্তের উপযুক্ত দাস না হলে শ্রীকৃষ্ণের উপযুক্ত দাস হওয়া যায় না। *ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা নিস্তার পাএগছে কেবা*—শ্রীকৃষ্ণের সেবকের সেবা না করে, কখনও শ্রীকৃষ্ণের সেবক হওয়া যায় না। তাই মা পার্বতী, ঠিক একজন মা তাঁর দুষ্টু ছেলেকে যেভাবে শাসন করেন, সেইভাবে শাসন করে বলেছেন, "হে পুত্র, আমি তোমাকে দণ্ড দিচ্ছি যাতে তুমি ভবিষ্যতে আর কখনও এভাবে আচরণ না কর।" সন্তানকে শাসন করার মায়ের এই প্রবণতা মা যশোদার মধ্যেও দেখা যায়, যিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মাতারূপে কৃষ্ণকে বেঁধে তাঁকে দণ্ড দেখিয়ে শাসন করেছিলেন। মায়ের কর্তব্য হচ্ছে তাঁর প্রিয় পুত্রকে শাসন করা, এমন কি পরমেশ্বর ভগবানের ক্ষেত্রেও। এখানে বুঝতে হবে যে, মা দুর্গা চিত্রকেতুকে শাসন করে ঠিকই করেছিলেন। চিত্রকেতুর পক্ষে এই শাসন একটি আশীর্বাদ হয়েছিল, কারণ বৃত্রাসুররূপে জন্মগ্রহণ করার পর তিনি সরাসরিভাবে বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৬

শ্রীশুক উবাচ

এবং শপ্তশ্চিত্রকেতুর্বিমানাদবরুহ্য সঃ ।
প্রসাদয়ামাস সতীং মূর্ধ্না নম্রেণ ভারত ॥ ১৬ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **শপ্তঃ**—অভিশপ্ত হয়ে; **চিত্রকেতুঃ**—রাজা চিত্রকেতু; **বিমানাৎ**—তাঁর বিমান থেকে; **অবরুহ্য**—

অবতরণ করে; **সঃ**—তিনি; **প্রসাদয়াম্ আস**—সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হয়েছিলেন; **সতীম্**—পার্বতীকে; **মূর্ধ্না**—তাঁর মস্তকের দ্বারা; **নম্রেণ**—প্রণত হয়ে; **ভারত**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, এইভাবে পার্বতী কর্তৃক অভিশপ্ত হয়ে মহারাজ চিত্রকেতু তাঁর বিমান থেকে অবতরণ করে অত্যন্ত বিনীতভাবে পার্বতীকে প্রণাম করেছিলেন এবং তার ফলে পার্বতী দেবী পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৭

চিত্রকেতুরুবাচ

প্রতিগৃহ্ণামি তে শাপমাত্মনোঽঞ্জলিনাম্বিকে ।
দেবৈর্মর্ত্যায় যৎ প্রোক্তং পূর্বদিষ্টং হি তস্য তৎ ॥ ১৭ ॥

চিত্রকেতুঃ উবাচ—রাজা চিত্রকেতু বললেন; **প্রতিগৃহ্ণামি**—আমি গ্রহণ করি; **তে**—আপনার; **শাপম্**—অভিশাপ; **আত্মনঃ**—আমার নিজের; **অঞ্জলিনা**—অঞ্জলির দ্বারা; **অম্বিকে**—হে মাতঃ; **দেবৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **মর্ত্যায়**—মানুষদের; **যৎ**—যা; **প্রোক্তম্**—নির্দিষ্ট; **পূর্বদিষ্টম্**—পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **তস্য**—তার; **তৎ**—তা।

অনুবাদ

চিত্রকেতু বললেন—হে মাতঃ, আপনি যে আমাকে অভিশাপ প্রদান করলেন, তা আমি আমার অঞ্জলির দ্বারা গ্রহণ করছি। এই অভিশাপে আমি বিচলিত নই, কারণ মানুষকে তার পূর্বজন্মের কর্মফল অনুসারে দেবতারা সুখ বা দুঃখ প্রদান করেন।

তাৎপর্য

যেহেতু চিত্রকেতু ছিলেন ভগবানের ভক্ত, তাই পার্বতীর অভিশাপে তিনি একটুও বিচলিত হননি। তিনি ভালভাবেই জানতেন যে, সুখ অথবা দুঃখ পূর্বকৃত কর্মের ফলস্বরূপ দৈবনেত্রের দ্বারা বা ভগবানের প্রতিনিধির দ্বারা নির্ধারিত হয়। তিনি জানতেন যে, তিনি শিব বা পার্বতীর চরণে কোন অপরাধ করেননি তবুও তিনি

দণ্ডিত হয়েছেন, অতএব তাঁর সেই দণ্ড পূর্বনির্ধারিত ছিল। তাই রাজা তাতে কিছু মনে করেননি। ভক্ত স্বাভাবিকভাবেই এত বিনীত এবং নম্র যে, জীবনের যে কোন অবস্থাকেই তিনি ভগবানের আশীর্বাদ বলে মনে করেন। *তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/১৪/৮)। ভক্ত সর্বদাই যে কোন দণ্ডকে ভগবানের কৃপা বলে মনে করেন। কেউ যদি এই প্রকার চেতনায় থাকেন, তা হলে তিনি সমস্ত প্রতিকূলতাগুলিকে তাঁর পূর্বকৃত পাপকর্মের ফল বলে মনে করেন, এবং তাই তিনি কখনও কাউকে দোষারোপ করেন না, পক্ষান্তরে তিনি তাঁর দুঃখকষ্টের দ্বারা নির্মল হওয়ার ফলে ভগবানের প্রতি অধিক আসক্ত হন। তাই দুঃখকষ্ট পবিত্র হওয়ারই উপায় স্বরূপ।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, যিনি তাঁর কৃষ্ণভক্তি বিকশিত করেছেন এবং কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেছেন, তাঁকে কর্মের প্রভাবে সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করতে হয় না। বস্তুত তিনি কর্মের অতীত। *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে, *কর্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাম্*—ভগবদ্ভক্তি অবলম্বন করার ফলে ভক্ত কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত। সেই তত্ত্ব *ভগবদ্গীতাতেও* (১৪/২৬) প্রতিপন্ন হয়েছে, *স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে*—যিনি ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত, তিনি ইতিমধ্যেই কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছেন, এবং তার ফলে তিনি ব্রহ্মভূত স্তরে অবস্থিত। *শ্রীমদ্ভাগবতেও* (১/২/২১) বলা হয়েছে, *ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি*—ভগবৎ-প্রেমের স্তর লাভ করার পূর্বে ভক্ত সমস্ত কর্মফল থেকে মুক্ত হয়ে যান।

ভগবান তাঁর ভক্তের প্রতি অত্যন্ত কৃপাময়। তাই ভক্তকে কোন অবস্থাতেই কর্মফল ভোগ করতে হয় না। ভক্ত কখনও স্বর্গলোকের অভিলাষ করেন না। স্বর্গ, মুক্তি এবং নরক ভক্তের কাছে সমান, কারণ তিনি জড় জগতের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য দর্শন করেন না। ভগবদ্ভক্ত ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়ে ভগবানের সঙ্গ লাভেরই কেবল আকাঙ্ক্ষা করেন। তাঁর হৃদয়ে এই অভিলাষ এতই প্রবল হয়ে ওঠে যে, তিনি তাঁর জীবনের জড়-জাগতিক পরিবর্তনের প্রতি সম্পূর্ণরূপে উদাসীন থাকেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, মহারাজ চিত্রকেতু পার্বতীর অভিশাপকে ভগবানের কৃপা বলে মনে করেছিলেন। ভগবান চেয়েছিলেন চিত্রকেতু যেন যত শীঘ্র সম্ভব তাঁর কাছে ফিরে আসেন, এবং তাই তিনি তাঁর পূর্বকৃত কর্মের সমস্ত ফল সমাপ্ত করে দিয়েছিলেন। সর্বান্তর্যামী ভগবান, চিত্রকেতুর সমস্ত কর্মফল সমাপ্ত করার জন্য পার্বতীর হৃদয় থেকে তাঁকে অভিশাপ দিতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। এইভাবে চিত্রকেতু তাঁর পরবর্তী জীবনে বৃত্রাসুর হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৮

সংসারচক্র এতস্মিন্ জন্তুরজ্ঞানমোহিতঃ ।
ভ্রাম্যন্ সুখং চ দুঃখং চ ভুঙ্ক্তে সর্বত্র সর্বদা ॥ ১৮ ॥

সংসার-চক্রে—সংসার-চক্রে; **এতস্মিন্**—এই; **জন্তুঃ**—জীব; **অজ্ঞান-মোহিতঃ**—অজ্ঞানের দ্বারা মোহিত হয়ে; **ভ্রাম্যন্**—ভ্রমণ করতে করতে; **সুখম্**—সুখ; **চ**—এবং; **দুঃখম্**—দুঃখ; **চ**—ও; **ভুঙ্ক্তে**—ভোগ করেন; **সর্বত্র**—সর্বত্র; **সর্বদা**—সর্বদা।

অনুবাদ

অবিদ্যার প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন জীব সংসাররূপ অরণ্যে, তার পূর্বকৃত কর্মের ফলে সর্বত্র সর্বদা সুখ এবং দুঃখ ভোগ করে। (অতএব, হে মাতঃ, এই শাপ প্রদান সম্বন্ধে আমার বা আপনার কোন দোষ নেই।)

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৩/২৭) প্রতিপন্ন হয়েছে—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥

"মোহাচ্ছন্ন জীব প্রাকৃত অহঙ্কারবশত জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ দ্বারা ক্রিয়মান সমস্ত কার্যকে স্বীয় কার্য বলে মনে করে 'আমি কর্তা'—এই রকম অভিমান করে।" প্রকৃতপক্ষে বদ্ধ জীব সম্পূর্ণরূপে জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন। সর্বত্র, সর্বদা ইতস্তত ভ্রমণ করতে করতে সে তার পূর্বকৃত কর্মের ফল ভোগ করে। তা সম্পাদিত হয় প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা, কিন্তু মূর্খতাবশত সে নিজেকে কর্তা বলে মনে করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়। কর্মচক্র থেকে মুক্ত হতে হলে, ভক্তিমার্গ বা ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করা কর্তব্য। সেটিই একমাত্র উপায়। *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*।

শ্লোক ১৯

নৈবাত্মা ন পরশ্চাপি কর্তা স্যাৎ সুখদুঃখয়োঃ ।
কর্তারং মন্যতেঽত্রাজ্ঞ আত্মানং পরমেব চ ॥ ১৯ ॥

ন—না; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **আত্মা**—আত্মা; **ন**—না; **পরঃ**—অন্য কেউ (শত্রু বা মিত্র); **চ**—ও; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **কর্তা**—কর্তা; **স্যাৎ**—হতে পারে; **সুখ-দুঃখয়োঃ**—সুখ এবং দুঃখের; **কর্তারম্**—কর্তা; **মন্যতে**—মনে করে; **অত্র**—এই সম্পর্কে; **অজ্ঞঃ**—বাস্তব সত্য সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি; **আত্মানম্**—নিজেকে; **পরম্**—অন্য; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **চ**—ও।

অনুবাদ

এই সংসারে স্বয়ং বা শত্রু-মিত্র প্রভৃতি অন্য কেউই সুখ-দুঃখের কর্তা নয়। কিন্তু যারা অজ্ঞ তারা নিজেকে এবং অন্যকে এই সুখ-দুঃখের কর্তা বলে মনে করে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে অজ্ঞ শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জড় জগতে সমস্ত জীবেরাই বিভিন্ন মাত্রায় অজ্ঞ। এই অজ্ঞান জড়া প্রকৃতিজাত তমোগুণে অত্যন্ত প্রবলভাবে থাকে। তাই মানুষের কর্তব্য তার চরিত্র এবং আচরণের দ্বারা সত্ত্বগুণে উন্নীত হয়ে, তারপর ধীরে ধীরে দিব্য স্তরে বা অধোক্ষজ স্তরে উন্নীত হওয়া, যেই স্তরে তিনি নিজের এবং অন্যের উভয়ের স্থিতিই উপলব্ধি করতে পারেন। সব কিছুই সম্পাদিত হয় ভগবানের অধ্যক্ষতায়। যেই বিধির দ্বারা কর্মফল নিশ্চিত হয় তাকে বলা হয় *নিয়তম্*, বা সর্বদা কার্যশীল।

শ্লোক ২০

গুণপ্রবাহ এতস্মিন্ কঃ শাপঃ কো ন্বনুগ্রহঃ ।
কঃ স্বর্গো নরকঃ কো বা কিং সুখং দুঃখমেব বা ॥ ২০ ॥

গুণ-প্রবাহে—জড়া প্রকৃতির গুণের প্রবাহে; **এতস্মিন্**—এই; **কঃ**—কি; **শাপঃ**—অভিশাপ; **কঃ**—কি; **নু**—বস্তুতপক্ষে; **অনুগ্রহঃ**—কৃপা; **কঃ**—কি; **স্বর্গঃ**—স্বর্গ; **নরকঃ**—নরক; **কঃ**—কি; **বা**—অথবা; **কিম্**—কি; **সুখম্**—সুখ; **দুঃখম্**—দুঃখ; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **বা**—অথবা।

অনুবাদ

এই সংসার মায়াময় গুণপ্রবাহ-স্বরূপ। সুতরাং শাপই বা কি আর অনুগ্রহই বা কি? স্বর্গই বা কি আর নরকই বা কি? প্রকৃত সুখই বা কি আর দুঃখই বা

কি? কারণ তরঙ্গের মতো সেগুলি নিয়ত প্রবহমান। তাদের কোন বাস্তবিক সত্তা নেই।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গেয়েছেন—*(মিছে) মায়ার বশে, যাচ্ছ ভেসে', খাচ্ছ হাবুডুবু, ভাই। (জীব) কৃষ্ণদাস, এই বিশ্বাস, করলে ত' আর দুঃখ নাই।* শ্রীকৃষ্ণ চান, আমরা যেন অন্য সমস্ত কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে কেবল তাঁর শরণাগত হই। আমরা যদি তা করি, তা হলে এই সংসারের কার্য-কারণ আমাদের কি করতে পারবে? শরণাগত আত্মার কাছে কার্য-কারণ বলে কিছু নেই। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, জড় জগতে পতিত হওয়া লবণের খনিতে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতো। কেউ যদি লবণের খনিতে পতিত হয়, তা হলে সে কেবল লবণই আস্বাদন করবে। তেমনই, এই জড় জগৎ দুঃখময়। এখানকার তথাকথিত সুখও দুঃখময়, কিন্তু অজ্ঞানাচ্ছন্ন হয়ে জীব সেই কথা বুঝতে পারে না। সেটিই বদ্ধ জীবের অবস্থা। কেউ যখন প্রকৃতিস্থ হয়ে কৃষ্ণভক্ত হন, তখন তিনি আর এই জড় জগতের বিভিন্ন পরিস্থিতির দ্বারা বিচলিত হন না। তখন সুখ অথবা দুঃখ, অভিশাপ অথবা অনুগ্রহ, স্বর্গ অথবা নরক তাঁর কাছে একাকার হয়ে যায়। তিনি তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য দর্শন করেন না।

শ্লোক ২১

একঃ সৃজতি ভূতানি ভগবানাত্মমায়য়া।
এষাং বন্ধং চ মোক্ষং চ সুখং দুঃখং চ নিষ্কলঃ ॥ ২১ ॥

একঃ—এক; **সৃজতি**—সৃষ্টি করেন; **ভূতানি**—বিভিন্ন প্রকার জীবদের; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **আত্ম-মায়য়া**—তাঁর নিজের শক্তির দ্বারা; **এষাম্**—সমস্ত বদ্ধ জীবদের; **বন্ধম্**—বদ্ধ জীবন; **চ**—এবং; **মোক্ষম্**—মুক্তি; **চ**—ও; **সুখম্**—সুখ; **দুঃখম্**—দুঃখ; **চ**—এবং; **নিষ্কলঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত নয়।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান এক। জড়া প্রকৃতির পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে তিনি তাঁর মায়ার দ্বারা প্রাণীদের সৃষ্টি করেন। মায়ার দ্বারা কলুষিত হওয়ার ফলে তারা অজ্ঞানাচ্ছন্ন হয় এবং বিভিন্ন প্রকার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কখনও কখনও

জ্ঞানের প্রভাবে জীব মুক্ত হয়। সত্ত্বগুণে তারা সুখভোগ করে এবং রজোগুণে দুঃখভোগ করে।

তাৎপর্য

এখানে প্রশ্ন হতে পারে জীবাত্মা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কেন থাকে এবং কে তা আয়োজন করে। তার উত্তর হচ্ছে যে, অন্য কারও সহায়তা ব্যতীত ভগবানই তা করেছেন। ভগবানের নিজের শক্তি রয়েছে (*পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে*), এবং তাদের মধ্যে একটি হচ্ছে বহিরঙ্গা শক্তি, যা জড় জগৎ সৃষ্টি করে এবং ভগবানের অধ্যক্ষতায় বদ্ধ জীবদের জন্য বিভিন্ন প্রকার সুখ-দুঃখের আয়োজন করে। জড় জগৎ ত্রিগুণাত্মিকা—সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণ। সত্ত্বগুণের দ্বারা ভগবান এই জড় জগৎকে পালন করেন, রজোগুণের দ্বারা তিনি তা সৃষ্টি করেন এবং তমোগুণের দ্বারা তিনি তা সংহার করেন। বিভিন্ন প্রকার প্রাণী সৃষ্টি করার পর, গুণের সঙ্গ প্রভাবে তারা সুখ এবং দুঃখ ভোগ করে। তারা যখন সত্ত্বগুণে থাকে, তখন তারা সুখভোগ করে, যখন তারা রজোগুণে থাকে, তখন তারা দুঃখভোগ করে আর যখন তারা তমোগুণে থাকে, তখন তাদের ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখের কোন বোধ থাকে না।

শ্লোক ২২

ন তস্য কশ্চিদ্দয়িতঃ প্রতীপো
ন জ্ঞাতিবন্ধুর্ন পরো ন চ স্বঃ ।
সমস্য সর্বত্র নিরঞ্জনস্য
সুখে ন রাগঃ কুত এব রোষঃ ॥ ২২ ॥

ন—না; **তস্য**—তাঁর (ভগবানের); **কশ্চিৎ**—কেউ; **দয়িতঃ**—প্রিয়; **প্রতীপঃ**—অপ্রিয়; **ন**—না; **জ্ঞাতি**—আত্মীয়; **বন্ধুঃ**—বন্ধু; **ন**—না; **পরঃ**—অন্য; **ন**—না; **চ**—ও; **স্বঃ**—নিজের; **সমস্য**—সমান; **সর্বত্র**—সর্বত্র; **নিরঞ্জনস্য**—জড়া প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে; **সুখে**—সুখে; **ন**—না; **রাগঃ**—আসক্তি; **কুতঃ**—কোথা থেকে; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **রোষঃ**—ক্রোধ।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবের প্রতি সমদৃষ্টি-সম্পন্ন। তাই কেউই তাঁর প্রিয় বা অপ্রিয়, জ্ঞাতি বা বন্ধু এবং পর বা আত্মীয় নয়। জড়া প্রকৃতির প্রতি আসক্তি-

রহিত হওয়ার ফলে তাঁর তথাকথিত সুখের প্রতি অনুরাগ অথবা দুঃখের প্রতি রোষ নেই। সুখ এবং দুঃখ উভয়ই আপেক্ষিক। ভগবান যেহেতু সর্বদা আনন্দময়, তাই তাঁর দুঃখের কোন প্রশ্নই উঠে না।

শ্লোক ২৩

তথাপি তচ্ছক্তিবিসর্গ এষাং
সুখায় দুঃখায় হিতাহিতায় ।
বন্ধায় মোক্ষায় চ মৃত্যুজন্মনোঃ
শরীরিণাং সংসৃতয়েঽবকল্পতে ॥ ২৩ ॥

তথাপি—তবুও; **তৎ-শক্তি**—ভগবানের শক্তি; **বিসর্গঃ**—সৃষ্টি; **এষাম্**—এই সমস্ত (বদ্ধ জীবদের); **সুখায়**—সুখের জন্য; **দুঃখায়**—দুঃখের জন্য; **হিত-অহিতায়**—লাভ এবং ক্ষতির জন্য; **বন্ধায়**—বন্ধনের জন্য; **মোক্ষায়**—মুক্তির জন্য; **চ**—ও; **মৃত্যু**—মৃত্যুর; **জন্মনোঃ**—জন্মের; **শরীরিণাম্**—যারা জড় শরীর ধারণ করেছে তাদের; **সংসৃতয়ে**—সংসারে; **অবকল্পতে**—কর্ম করে।

অনুবাদ

ভগবান যদিও আমাদের কর্মফল অনুসারে প্রাপ্ত সুখ-দুঃখের প্রতি অনাসক্ত, এবং যদিও কেউই তাঁর শত্রু নয় অথবা বন্ধু নয়, তবু তিনি তাঁর মায়াশক্তির দ্বারা পাপ-পুণ্য প্রভৃতি কর্ম সৃষ্টি করে সুখ এবং দুঃখ, মঙ্গল এবং অমঙ্গল, বন্ধন এবং মুক্তি, জন্ম এবং মৃত্যুরূপ সংসারের কারণ হন।

তাৎপর্য

ভগবান যদিও সব কিছুর মূল কর্তা, তবু তাঁর চিন্ময় স্থিতিতে তিনি জীবের সুখ এবং দুঃখ অথবা বন্ধন এবং মুক্তির জন্য দায়ী নন। বদ্ধ জীব তার সকাম কর্মের ফলস্বরূপ সেগুলি প্রাপ্ত হয়। বিচারকের আদেশে কেউ কারাগার থেকে মুক্ত হয় আবার অন্য কেউ কারারুদ্ধ হয়, কিন্তু বিচারক সেজন্য দায়ী নন। বিভিন্ন মানুষ তাদের কর্ম অনুসারে সুখ এবং দুঃখ ভোগ করে। সরকার যদিও রাষ্ট্রের চরম অধ্যক্ষ, কিন্তু বিচার নিষ্পন্ন হয় সরকারের বিশেষ বিভাগের দ্বারা, এবং সরকার বিচারের জন্য দায়ী নন। তাই সরকার সমস্ত নাগরিকদের প্রতি সমভাবাপন্ন। তেমনই ভগবান সকলের ক্ষেত্রেই নিরপেক্ষ, তবে আইন এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখার

জন্য তাঁর বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে, যা জীবের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। এই সম্পর্কে আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে যে, সূর্য-কিরণের প্রভাবে পদ্মফুল বিকশিত হয় এবং বন্ধ হয়ে যায়, এবং তার ফলে ভ্রমরেরা সুখ অথবা দুঃখ অনুভব করে, কিন্তু ভ্রমরের সুখ-দুঃখের জন্য সূর্যকিরণ অথবা সূর্যমণ্ডল দায়ী নয়।

শ্লোক ২৪

অথ প্রসাদয়ে ন ত্বাং শাপমোক্ষায় ভামিনি ।
যন্মন্যসে হ্যসাধূক্তং মম তৎ ক্ষম্যতাং সতি ॥ ২৪ ॥

অথ—অতএব; **প্রসাদয়ে**—প্রসন্ন করার চেষ্টা করছি; **ন**—না; **ত্বাম্**—আপনি; **শাপ-মোক্ষায়**—আপনার শাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য; **ভামিনি**—হে ক্রুদ্ধা; **যৎ**—যা; **মন্যসে**—মনে করেন; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অসাধু-উক্তম্**—অসঙ্গত বাক্য; **মম**—আমার; **তৎ**—তা; **ক্ষম্যতাম্**—ক্ষমা করুন; **সতি**—হে সতী।

অনুবাদ

হে মাতঃ, আপনি আমার প্রতি অনর্থক ক্রুদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু যেহেতু আমার সমস্ত সুখ এবং দুঃখ আমার পূর্বকৃত কর্মের দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে, তাই আমি শাপমুক্তির জন্য আপনার কাছে অনুরোধ করছি না। আমার বাক্য সঙ্গত হলেও আপনি যে তা অসঙ্গত বলে মনে করছেন, সেই জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন।

তৎপর্য

চিত্রকেতু ভালভাবেই জানতেন যে, প্রকৃতির নিয়মে কর্মের ফল লাভ হয়, তাই তিনি পার্বতীর শাপ থেকে মুক্ত হওয়ার ইচ্ছা করেননি। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন, কারণ তাঁর বাক্য সমীচীন হলেও তিনি তাঁর প্রতি অপ্রসন্ন হয়েছিলেন। স্বাভাবিক শিষ্টাচার অনুসারে তিনি পার্বতীর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছিলেন।

শ্লোক ২৫

শ্রীশুক উবাচ

ইতি প্রসাদ্য গিরিশৌ চিত্রকেতুররিন্দম ।
জগাম স্ববিমানেন পশ্যতোঃ স্ময়তোস্তয়োঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **প্রসাদ্য**—প্রসন্ন করে; **গিরিশৌ**—মহেশ্বর শিব এবং তাঁর পত্নী পার্বতী; **চিত্রকেতুঃ**—রাজা চিত্রকেতু; **অরিন্দম্**—হে শত্রুনিসূদন মহারাজ পরীক্ষিৎ; **জগাম**—চলে গিয়েছিলেন; **স্ব-বিমানেন**—তাঁর বিমানের দ্বারা; **পশ্যতোঃ**—দেখছিলেন; **স্ময়তোঃ**—হাসছিলেন; **তয়োঃ**—মহেশ্বর শিব এবং পার্বতী।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে অরিনিসূদন মহারাজ পরীক্ষিৎ, শিব এবং পার্বতীকে সন্তুষ্ট করে চিত্রকেতু তাঁর বিমানে আরোহণপূর্বক তাঁদের সমক্ষে সেখান থেকে চলে গেলেন। শিব এবং পার্বতী যখন দেখলেন যে, শাপ শ্রবণ করা সত্ত্বেও চিত্রকেতু ভীত হলেন না, তখন তাঁর আচরণে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে তাঁরা হেসেছিলেন।

শ্লোক ২৬

ততস্তু ভগবান্ রুদ্রো রুদ্রাণীমিদমব্রবীৎ ।
দেবর্ষিদৈত্যসিদ্ধানাং পার্ষদানাং চ শৃণ্বতাম্ ॥ ২৬ ॥

ততঃ—তারপর; **তু**—তখন; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **রুদ্রঃ**—শিব; **রুদ্রাণীম্**—তাঁর পত্নী পার্বতীকে; **ইদম্**—এই; **অব্রবীৎ**—বলেছিলেন; **দেবর্ষি**—দেবর্ষি নারদ; **দৈত্য**—দৈত্য; **সিদ্ধানাম্**—এবং সিদ্ধদের; **পার্ষদানাম্**—তাঁর পার্ষদদের; **চ**—ও; **শৃণ্বতাম্**—শুনছিলেন।

অনুবাদ

তারপর, দেবর্ষি নারদ, দৈত্য, সিদ্ধ এবং পার্ষদদের সমক্ষে পরম শক্তিমান শিব তাঁর পত্নী পার্বতীকে বলেছিলেন।

শ্লোক ২৭

শ্রীরুদ্র উবাচ

দৃষ্টবত্যসি সুশ্রোণি হরেরদ্ভুতকর্মণঃ ।
মাহাত্ম্যং ভৃত্যভৃত্যানাং নিঃস্পৃহাণাং মহাত্মনাম্ ॥ ২৭ ॥

শ্রী-রুদ্রঃ উবাচ—শ্রীরুদ্রদেব বললেন; **দৃষ্টবতী-অসি**—তুমি দেখেছ; **সুশ্রোণি**—হে সুন্দরী পার্বতী; **হরেঃ**—ভগবানের; **অদ্ভুত-কর্মণঃ**—যাঁর কার্যকলাপ অত্যন্ত অদ্ভুত; **মাহাত্ম্যম্**—মাহাত্ম্য; **ভৃত্য-ভৃত্যানাম্**—দাসের অনুদাস; **নিস্পৃহাণাম্**—বিষয়সুখে নিস্পৃহ; **মহাত্মনাম্**—মহাত্মাগণ।

অনুবাদ

শ্রীরুদ্রদেব বললেন—হে সুন্দরী পার্বতী, তুমি বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য দর্শন করলে তো? ভগবান শ্রীহরির দাসানুদাস হওয়ার ফলে তাঁরা যথার্থই মহাত্মা এবং তাঁরা বিষয়সুখে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ।

তাৎপর্য

রুদ্রদেব তাঁর পত্নী পার্বতীকে বলেছিলেন, "হে পার্বতী, তোমার দৈহিক সৌন্দর্যে তুমি অত্যন্ত সুন্দরী। তুমি অবশ্যই যশস্বী, কিন্তু ভগবানের দাসানুদাস ভক্তদের সৌন্দর্য এবং মহিমার সঙ্গে তুমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না।" রুদ্রদেব যখন তাঁর পত্নীর সঙ্গে এইভাবে পরিহাস করছিলেন তখন তিনি হেসেছিলেন, কারণ ভক্ত ছাড়া অন্য কেউ এইভাবে বলতে পারেন না। শিব বলেছিলেন, "ভগবানের কার্যকলাপ মহান, এবং তাঁর ভক্ত চিত্রকেতুর উপর তাঁর বিচিত্র প্রভাব তার একটি দৃষ্টান্ত। দেখ, যদিও তুমি তাঁকে অভিশাপ দিয়েছ, তবু তিনি একটুও ভীত হননি বা বিষণ্ণ হননি। পক্ষান্তরে, তিনি তোমাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন, তোমাকে মা বলে সম্বোধন করেছেন এবং নিজেকে দোষী বলে মনে করে তোমার শাপ গ্রহণ করেছেন। তিনি তাঁর প্রতিবিধানের জন্য কোন কিছু বলেননি। এটিই ভক্তের মাহাত্ম্য। বিনীতভাবে তোমার শাপ সহ্য করে তিনি তোমার সৌন্দর্য এবং অভিশাপ দেওয়ার ক্ষমতার মহিমা অতিক্রম করেছেন। আমি নিরপেক্ষভাবে বিচার করে বলতে পারি, চিত্রকেতু ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হওয়ার প্রভাবে তোমাকে এবং তোমার মহিমাকে পরাজিত করেছেন।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, *তরোরপি সহিষ্ণুনা*। একটি বৃক্ষের মতো, ভক্ত সমস্ত অভিশাপ এবং প্রতিকূলতা সহ্য করতে পারেন। এটিই ভক্তের মহিমা। পরোক্ষভাবে চিত্রকেতুর মতো ভক্তকে অভিশাপ দিতে পার্বতীকে শিব নিষেধ করেছিলেন। তিনি ইঙ্গিত করেছিলেন যে, পার্বতী অত্যন্ত শক্তিশালিনী হলেও, রাজা তাঁর শক্তি প্রদর্শন না করেই, কেবল পার্বতীর শক্তিকে সহ্য করার মাধ্যমে তাঁকে পরাজিত করেছেন।

শ্লোক ২৮

**নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি ।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥ ২৮ ॥**

নারায়ণ-পরাঃ—কেবল ভগবান নারায়ণের সেবায় আগ্রহশীল শুদ্ধ ভক্ত; **সর্বে**—সমস্ত; **ন**—না; **কুতশ্চন**—কোথাও; **বিভ্যতি**—ভীত হন; **স্বর্গ**—স্বর্গলোকে; **অপবর্গ**—মুক্তিতে; **নরকেষু**—এবং নরকে; **অপি**—ও; **তুল্য**—সমান; **অর্থ**—মূল্য; **দর্শিনঃ**—দর্শন করেন।

অনুবাদ

ভগবান নারায়ণের সেবায় সর্বতোভাবে যুক্ত ভক্তেরা কখনও জীবনের কোন অবস্থা থেকেই ভীত হন না। তাঁদের কাছে স্বর্গ, মুক্তি এবং নরক সমান, কারণ এই প্রকার ভক্তেরা কেবল ভগবানের সেবাতেই আগ্রহশীল।

তাৎপর্য

পার্বতী হয়তো স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন করেছিলেন, ভক্তেরা এত মহৎ হন কি করে। তাই এই শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, তাঁরা *নারায়ণপর,* তাঁরা কেবল নারায়ণের উপর নির্ভর করেন। তাঁরা জীবনের ব্যর্থতায় কখনও বিচলিত হন না, কারণ নারায়ণের সেবায় তাঁরা সমস্ত দুঃখকষ্ট সহ্য করার শিক্ষা লাভ করেছেন। তাঁরা স্বর্গে থাকেন অথবা নরকে থাকেন তাতে তাঁদের কিছু যায় আসে না; তাঁরা কেবল ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকতে চান। সেটিই তাঁদের মহিমা। *আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্*—তাঁরা অনুকূলভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন, এবং তাই তাঁরা মহান। *ভৃত্যভৃত্যানাম্* শব্দটির দ্বারা মহাদেব ইঙ্গিত করেছেন যে, চিত্রকেতু যদিও সহনশীলতা এবং মাহাত্ম্যের একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছেন, কিন্তু যে সমস্ত ভক্তেরা নিত্য দাসরূপে ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তারা সকলেই মহান। তাঁরা স্বর্গসুখ ভোগে আগ্রহী নন, মুক্তি বা ব্রহ্মসাযুজ্য লাভে আগ্রহী নন, এই সমস্ত লাভের প্রতি তাঁরা নিস্পৃহ। তাঁরা কেবল ভগবানের সেবাতেই আগ্রহী।

শ্লোক ২৯

**দেহিনাং দেহসংযোগাদ্ দ্বন্দ্বানীশ্বরলীলয়া ।
সুখং দুঃখং মৃতির্জন্ম শাপোঽনুগ্রহ এব চ ॥ ২৯ ॥**

দেহিনাম্—জীবদের; **দেহ-সংযোগাৎ**—জড় দেহের সম্পর্কের ফলে; **দ্বন্দ্বানি**—দ্বন্দ্ব; **ঈশ্বর-লীলয়া**—ভগবানের পরম ইচ্ছার দ্বারা; **সুখম্**—সুখ; **দুঃখম্**—দুঃখ; **মৃতিঃ**—মৃত্যু; **জন্ম**—জন্ম; **শাপঃ**—অভিশাপ; **অনুগ্রহঃ**—কৃপা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **চ**—এবং।

অনুবাদ

ভগবানের মায়ার প্রভাবেই জীব জড় দেহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, অভিশাপ-অনুগ্রহ, এই সমস্ত দ্বন্দ্বভাব জড় জগতের সঙ্গে সংস্পর্শের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় আমরা দেখতে পাই, *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*—জড়া প্রকৃতি ভগবানের মায়াশক্তি দুর্গাদেবীর অধ্যক্ষতায় পরিচালিত হয়, কিন্তু তিনি ভগবানের নির্দেশনায় কার্য করেন। সেই কথা *ব্রহ্মসংহিতাতেও* (৫/৪৪) প্রতিপন্ন হয়েছে—

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা ।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

দুর্গা বা পার্বতীদেবী হচ্ছেন শিবের পত্নী, তিনি অত্যন্ত শক্তিশালিনী। তিনি তাঁর ইচ্ছার প্রভাবে সৃষ্টি করতে পারেন, পালন করতে পারেন এবং সংহার করতে পারেন, কিন্তু তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশনায় কার্য করেন, স্বতন্ত্রভাবে নয়। শ্রীকৃষ্ণ নিরপেক্ষ, কিন্তু যেহেতু এই জড় জগৎ দ্বৈতভাব সমন্বিত, তাই সুখ-দুঃখ, অভিশাপ, অনুগ্রহ, ইত্যাদি আপেক্ষিক পদগুলি ভগবানের ইচ্ছায় সৃষ্টি হয়েছে। যাঁরা *নারায়ণপর* শুদ্ধ ভক্ত নন, তাঁরা জড় জগতের দ্বৈতভাবের দ্বারা বিচলিত হতে বাধ্য, কিন্তু কেবলমাত্র ভগবানের সেবায় আসক্ত ভগবদ্ভক্তেরা কখনই সেগুলির দ্বারা বিচলিত হন না। যেমন, হরিদাস ঠাকুরকে বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি তাতে একটুও বিচলিত হননি; পক্ষান্তরে তিনি হাসিমুখে সেই প্রহার সহ্য করেছিলেন। জড় জগতের দ্বৈতভাব ভক্তদের একটুও বিচলিত করতে পারে না। যেহেতু তাঁরা তাঁদের মন ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নিবদ্ধ করেন এবং ভগবানের দিব্যনাম কীর্তনে একাগ্র করেন, তাই তাঁরা এই জড় জগতের দ্বন্দ্বভাব-জনিত তথাকথিত সুখ এবং দুঃখ অনুভব করেন না।

শ্লোক ৩০

অবিবেককৃতঃ পুংসো হ্যর্থভেদ ইবাত্মনি ।
গুণদোষবিকল্পশ্চ ভিদেব স্রজিবৎকৃতঃ ॥ ৩০ ॥

অবিবেক-কৃতঃ—অজ্ঞানতা-বশত কৃত; **পুংসঃ**—জীবের; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অর্থ-ভেদঃ**—ভিন্ন অর্থ; **ইব**—সদৃশ; **আত্মনি**—নিজের মধ্যে; **গুণ-দোষ**—গুণ এবং দোষের; **বিকল্পঃ**—কল্পনা; **চ**—এবং; **ভিৎ**—পার্থক্য; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **স্রজি**—মালায়; **বৎ**—সদৃশ; **কৃতঃ**—করা হয়।

অনুবাদ

ভ্রান্তিবশত যেমন একটি ফুলের মালাকে সর্প বলে মনে হয়, অথবা স্বপ্নে সুখ-দুঃখের অনুভব হয়, তেমনই, এই জড় জগতে অবিবেক-বশত সুখ এবং দুঃখকে ভাল এবং মন্দ বলে মনে করে তাদের মধ্যে পার্থক্য দর্শন করা হয়।

তাৎপর্য

দ্বৈতভাব সমন্বিত জড় জগতে সুখ এবং দুঃখ উভয়ই ভ্রান্ত ধারণা। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (অন্ত্য ৪/১৭৬) বলা হয়েছে—

'দ্বৈতে' ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান, সব—'মনোধর্ম' ।
'এই ভাল, এই মন্দ,'—এই সব 'ভ্রম' ॥

দ্বৈতভাব সমন্বিত এই জড় জগতে সুখ এবং দুঃখের যে পার্থক্য তা কেবল মনের ভ্রম মাত্র, কারণ তথাকথিত সুখ এবং দুঃখ প্রকৃতপক্ষে এক। সেগুলি স্বপ্নের সুখ-দুঃখের মতো। নিদ্রিত অবস্থায় মানুষ যে সুখ এবং দুঃখ সৃষ্টি করে, প্রকৃতপক্ষে তাদের কোন অস্তিত্ব নেই।

এই শ্লোকে অন্য আর একটি উদাহরণ হচ্ছে ফুলের মালা যা প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত সুন্দর, কিন্তু পরিণত জ্ঞানের অভাবে তা সর্প বলে ভ্রম হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন—*বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে*। এই জড় জগতে সকলেই শোচনীয় পরিস্থিতির ফলে দুর্দশাগ্রস্ত, কিন্তু শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী বলছেন যে, এই জগৎ সুখে পূর্ণ। তা কি করে সম্ভব? তার উত্তরে তিনি বলেছেন, *যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ*। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অহৈতুকী কৃপার ফলেই কেবল ভগবদ্ভক্ত এই জড় জগতের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশাকে সুখ বলে মনে করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ব্যক্তিগত আচরণের দ্বারা প্রদর্শন

করেছেন যে, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে সর্বদা আনন্দমগ্ন থাকা যায়, তখন আর দুঃখের লেশমাত্র থাকে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিরন্তর **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে**—এই মহামন্ত্র কীর্তন করা উচিত। তা হলে জড় জগতের দ্বৈতভাব-জনিত কোন ক্লেশ আর থাকবে না। জীবনের যে কোন অবস্থাতেই ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করে আনন্দে মগ্ন থাকা যায়।

স্বপ্নে আমরা কখনও কখনও পায়েস খাওয়ার সুখভোগ করি আবার কখনও কোন আত্মীয়ের মৃত্যুতে দুঃখভোগ করি। কিন্তু যেহেতু জাগ্রত অবস্থায় সেই একই মন এবং শরীর থাকে, তাই সংসারের তথাকথিত সুখ এবং দুঃখ স্বপ্নদৃষ্ট সুখ এবং দুঃখেরই মতো। স্বপ্ন এবং জাগরণ উভয় অবস্থাতেই মনই হচ্ছে মাধ্যম, এবং সংকল্প ও বিকল্পের পরিপ্রেক্ষিতে মন যা সৃষ্টি করে তাকে বলা হয় মনোধর্ম।

শ্লোক ৩১

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিমুদ্বহতাং নৃণাম্ ।
জ্ঞানবৈরাগ্যবীর্যাণাং ন হি কশ্চিদ্ ব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ৩১ ॥

বাসুদেবে—ভগবান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবান; **ভক্তিম্**—প্রেম এবং শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের সেবা; **উদ্বহতাম্**—যাঁরা বহন করছেন; **নৃণাম্**—মানুষ; **জ্ঞান-বৈরাগ্য**—প্রকৃত জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের; **বীর্যাণাম্**—শক্তি সমন্বিত; **ন**—না; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **কশ্চিৎ**—কোন কিছু; **ব্যপাশ্রয়ঃ**—আগ্রহ বা আশ্রয়রূপে।

অনুবাদ

যাঁরা ভক্তি সহকারে ভগবান শ্রীবাসুদেবের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই পূর্ণজ্ঞান লাভ করেন এবং এই জড় জগতের প্রতি বিরক্ত হন। তাই তাঁরা এই জগতের তথাকথিত সুখ বা দুঃখের প্রতি আগ্রহশীল হন না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ভগবদ্ভক্ত এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ে জল্পনা-কল্পনাকারী দার্শনিকের মধ্যে পার্থক্য নিরূপিত হয়েছে। জড় জগতের অসত্যতা বা অনিত্যতা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য ভগবদ্ভক্তকে কখনও জ্ঞানের অনুশীলন করতে হয় না। বাসুদেবের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক ভক্তির প্রভাবে এই জ্ঞান এবং বৈরাগ্য তাঁর মধ্যে আপনা থেকেই

প্রকাশিত হয়। এই *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/৭) প্রতিপন্ন হয়েছে—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং চ যদহৈতুকম্ ॥

যিনি বাসুদেবের প্রতি ঐকান্তিকভাবে ভক্তিপরায়ণ হয়েছেন, তিনি আপনা থেকেই এই জড় জগতের প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করতে পারেন, এবং তার ফলে তিনি স্বাভাবিকভাবেই অনাসক্ত হন। অতি উন্নত স্তরের জ্ঞানের প্রভাবেই এই অনাসক্তি সম্ভব হয়। মনোধর্মী দার্শনিকেরা জ্ঞানের অনুশীলনের দ্বারা এই জড় জগতের অসত্যতা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করে। কিন্তু কোন রকম পৃথক প্রচেষ্টা ব্যতীতই ভগবদ্ভক্ত আপনা থেকেই তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। মায়াবাদীরা তাদের তথাকথিত জ্ঞানের গর্বে অত্যন্ত গর্বিত হতে পারে, কিন্তু যেহেতু তারা বাসুদেবকে জানে না (*বাসুদেবঃ সর্বমিতি*), তাই তারা দ্বৈতভাব সমন্বিত জগৎকেও জানতে পারে না, যা বাসুদেবের বহিরঙ্গা শক্তির প্রকাশ। তাই, তথাকথিত জ্ঞানীরা যদি বাসুদেবের শরণাগত না হয়, তা হলে তাদের কল্পনাপ্রসূত জ্ঞান চিরকাল অপূর্ণই থাকে। *যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনঃ*। তারা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছে বলে মনে করে, কিন্তু যেহেতু তারা বাসুদেবের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেনি, তাই তাদের জ্ঞান অবিশুদ্ধ। তারা যখন প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধ হয়, তখন তারা বাসুদেবের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হয়। তাই কেবল জল্পনা-কল্পনার দ্বারা বাসুদেবকে জানতে চেষ্টা করছে যে সমস্ত জ্ঞানীরা, তাদের থেকে অনেক সহজে ভগবদ্ভক্তেরা পরমতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। মহাদেব সেই কথা পরবর্তী শ্লোকে প্রতিপন্ন করেছেন।

শ্লোক ৩২

নাহং বিরিঞ্চো ন কুমারনারদৌ
ন ব্রহ্মপুত্রা মুনয়ঃ সুরেশাঃ ।
বিদাম যস্যেহিতমংশকাংশকা
ন তৎস্বরূপং পৃথগীশমানিনঃ ॥ ৩২ ॥

ন—না; **অহম্**—আমি (শিব); **বিরিঞ্চঃ**—ব্রহ্মা; **ন**—না; **কুমার**—অশ্বিনীকুমারদ্বয়; **নারদৌ**—দেবর্ষি নারদ; **ন**—না; **ব্রহ্ম-পুত্রাঃ**—ব্রহ্মার পুত্রগণ; **মুনয়ঃ**—মহান ঋষিগণ; **সুর-ঈশাঃ**—সমস্ত মহান দেবতাগণ; **বিদাম**—জানে; **যস্য**—যাঁর; **ঈহিতম্**—

কার্যকলাপ; **অংশক-অংশকাঃ**—যাঁরা অংশের অংশ; **ন**—না; **তৎ**—তাঁর; **স্বরূপম্**—স্বরূপ; **পৃথক্**—ভিন্ন; **ঈশ**—ঈশ্বর; **মানিনঃ**—নিজেদের মনে করি।

অনুবাদ

আমি (শিব), ব্রহ্মা, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, নারদ আদি ব্রহ্মার পুত্র, ঋষিগণ এবং দেবতারা তাঁর অংশের অংশ হলেও, আমরা যদি স্বতন্ত্র ঈশ্বরাভিমান করি, তা হলে তাঁর স্বরূপ বুঝতে সমর্থ হব না।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৩) বলা হয়েছে—

অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপ-
মাদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ ।
বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি আদি পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দের ভজনা করি। তিনি অদ্বৈত, অচ্যুত, অনাদি এবং অনন্তরূপে প্রকাশিত, তবুও তাঁর আদি রূপে সেই পুরাণ পুরুষ সর্বদা নবযৌবন-সম্পন্ন। ভগবানের এই নিত্য আনন্দময় এবং জ্ঞানময় রূপ বৈদিক শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতেরাও হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না, কিন্তু শুদ্ধ ভক্তদের হৃদয়ে তা সর্বদা বিরাজমান।" শিব এখানে নিজেকে একজন অভক্ত বলে মনে করে বলেছেন যে তিনিও ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন না। ভগবান অনন্ত হওয়ার ফলে তাঁর অনন্ত রূপ রয়েছে। তাই, একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে তাঁকে জানা কি করে সম্ভব? শিব অবশ্যই কোন সাধারণ মানুষ নন, তবু তিনিও ভগবানকে জানতে অক্ষম। শিব একজন সাধারণ জীব নন, আবার তিনি বিষ্ণুতত্ত্বও নন। তিনি বিষ্ণুতত্ত্ব এবং জীবতত্ত্বের মধ্যবর্তী তত্ত্ব।

শ্লোক ৩৩

ন হ্যস্যাস্তি প্রিয়ঃ কশ্চিন্নাপ্রিয়ঃ স্বঃ পরোঽপি বা ।
আত্মত্বাৎ সর্বভূতানাং সর্বভূতপ্রিয়ো হরিঃ ॥ ৩৩ ॥

ন—না; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অস্য**—ভগবানের; **অস্তি**—রয়েছে; **প্রিয়ঃ**—অত্যন্ত প্রিয়; **কশ্চিৎ**—কেউ; **ন**—না; **অপ্রিয়ঃ**—অপ্রিয়; **স্বঃ**—আপন; **পরঃ**—পর; **অপি**—ও;

বা—অথবা; **আত্মত্বাৎ**—আত্মার আত্মা হওয়ার ফলে; **সর্ব-ভূতানাম্**—সমস্ত জীবের; **সর্বভূত**—সমস্ত জীবের; **প্রিয়ঃ**—অত্যন্ত প্রিয়; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীহরি।

অনুবাদ

তিনি কাউকেই প্রিয় বা অপ্রিয় বলে মনে করেন না। কেউই তাঁর আপন বা পর নয়। তিনি প্রকৃতপক্ষে সমস্ত জীবের আত্মার আত্মা। তাই তিনি সমস্ত জীবের মঙ্গলময় বন্ধু এবং তাঁদের সকলের অত্যন্ত প্রিয়।

তাৎপর্য

ভগবান তাঁর দ্বিতীয় স্বরূপে সমস্ত জীবের পরমাত্মা। আত্মা যেমন সকলের অত্যন্ত প্রিয়, তাই পরমাত্মা আত্মার থেকেও অধিক প্রিয়। সর্বভূতে সমদর্শী পরমাত্মার কেউই শত্রু হতে পারে না। ভগবান এবং জীবের মধ্যে যে শত্রুতা বা মিত্রতার সম্পর্ক তা মায়ার প্রভাব। যেহেতু জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ ভগবান এবং জীবের সম্পর্কের মধ্যে হস্তক্ষেপ করে, তাই এই সমস্ত বিভিন্ন সম্পর্কগুলি উৎপন্ন হয়। প্রকৃতপক্ষে জীব তার শুদ্ধ অবস্থায় সর্বদাই ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়, এবং ভগবানও তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। সেখানে পক্ষপাতিত্ব বা বৈরীভাবের কোন প্রশ্ন ওঠে না।

শ্লোক ৩৪-৩৫

তস্য চায়ং মহাভাগশ্চিত্রকেতুঃ প্রিয়োঽনুগঃ ।
সর্বত্র সমদৃক্ শান্তো হ্যহং চৈবাচ্যুতপ্রিয়ঃ ॥ ৩৪ ॥
তস্মান্ন বিস্ময়ঃ কার্যঃ পুরুষেষু মহাত্মসু ।
মহাপুরুষভক্তেষু শান্তেষু সমদর্শিষু ॥ ৩৫ ॥

তস্য—তাঁর (ভগবানের); **চ**—এবং; **অয়ম্**—এই; **মহাভাগঃ**—পরম ভাগ্যবান; **চিত্রকেতুঃ**—রাজা চিত্রকেতু; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়; **অনুগঃ**—অত্যন্ত অনুগত সেবক; **সর্বত্র**—সর্বত্র; **সমদৃক্**—সমদর্শী; **শান্তঃ**—অত্যন্ত শান্ত; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অহম্**—আমি; **চ**—ও; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অচ্যুত-প্রিয়ঃ**—অচ্যুত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়; **তস্মাৎ**—অতএব; **ন**—না; **বিস্ময়ঃ**—বিস্ময়; **কার্যঃ**—করণীয়; **পুরুষেষু**—পুরুষদের মধ্যে; **মহা-আত্মসু**—যাঁরা মহাত্মা; **মহা-পুরুষ-ভক্তেষু**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ভক্ত; **শান্তেষু**—শান্ত; **সমদর্শিষু**—সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন।

অনুবাদ

এই উদারচিত্ত চিত্রকেতু ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় ভক্ত। তিনি সমস্ত জীবের প্রতি সমদর্শী এবং রাগ-দ্বেষশূন্য। তেমনই, আমিও ভগবান নারায়ণের অত্যন্ত প্রিয়। অতএব এই সমস্ত মহাত্মা মহাপুরুষ, ভক্ত, রাগ-দ্বেষ রহিত, সর্বভূতে সমদর্শী পুরুষের কার্য দর্শন করে বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ নেই।

তাৎপর্য

বলা হয় *বৈষ্ণবের ক্রিয়া, মুদ্রা বিজ্ঞেহ না বুঝয়*—মুক্ত পুরুষ মহান বৈষ্ণবের কার্যকলাপ দর্শন করে আশ্চর্য হওয়া উচিত নয়। ভগবানের কার্যকলাপ দর্শন করে যেমন ভুল বোঝা উচিত নয়, তেমনই তাঁর ভক্তের কার্যকলাপ দর্শন করেও ভুল বোঝা উচিত নয়। ভগবান এবং তাঁর ভক্ত উভয়েই মুক্ত। তাঁরা উভয়েই সমস্তরভুক্ত। তাঁদের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য, ভগবান হচ্ছেন প্রভু এবং ভক্ত তাঁর সেবক। গুণগতভাবে তাঁরা এক। *ভগবদ্‌গীতায়* (৯/২৯) ভগবান বলেছেন—

সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥

"আমি সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন। কেউই আমার প্রিয় নয় এবং অপ্রিয়ও নয়। কিন্তু যাঁরা ভক্তিপূর্বক আমাকে ভজনা করেন, তাঁরা স্বভাবতই আমাতে অবস্থান করেন এবং আমিও স্বভাবতই তাঁদের হৃদয়ে বাস করি।" ভগবানের এই উক্তিটি থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, ভগবানের ভক্ত সর্বদাই ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। প্রকৃতপক্ষে শিব পার্বতীকে বলেছিলেন, "চিত্রকেতু এবং আমি, আমরা দুজনেই ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। অর্থাৎ, সে এবং আমি, আমরা দুজনেই ভগবানের সমস্তরের সেবক। আমরা পরস্পরের বন্ধু এবং আমরা কখনও কখনও পরস্পরের সঙ্গে পরিহাস করে আনন্দ উপভোগ করি। চিত্রকেতু যখন আমার আচরণ দেখে উচ্চস্বরে হেসেছিল, তখন সে তা বন্ধুভাবেই করেছিল, এবং তাই তাকে সেই জন্য অভিশাপ দেওয়ার কোন কারণ ছিল না।" এইভাবে শিব তাঁর পত্নী পার্বতীকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে, তাঁর পক্ষে চিত্রকেতুকে অভিশাপ দেওয়া ঠিক হয়নি।

এটিই স্ত্রী এবং পুরুষের পার্থক্য, এই পার্থক্য উচ্চস্তরের অস্তিত্বেও দেখা যায়, এমন কি শিব এবং পার্বতীর মধ্যেও। শিব চিত্রকেতুকে খুব ভালভাবে বুঝতে পেরেছিলেন কিন্তু পার্বতী পারেননি। এইভাবে দেখা যায় যে উচ্চস্তরের জীবনেও পুরুষ এবং স্ত্রীর বোধশক্তির পার্থক্য রয়েছে। স্পষ্টভাবে বলা যেতে পারে যে, স্ত্রীর বোধশক্তি পুরুষের থেকে সর্বদাই নিকৃষ্ট। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে এখন

স্ত্রী এবং পুরুষদের সমান বলে মনে করার আন্দোলন চলছে, কিন্তু এই শ্লোক থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, স্ত্রীলোকেরা সর্বদাই পুরুষদের থেকে কম বুদ্ধিমান।

এখানে স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে চিত্রকেতু তাঁর বন্ধু শিবের আচরণের সমালোচনা করেছিলেন, কারণ শিব তাঁর পত্নীকে কোলে করে বসেছিলেন। আর শিবও চিত্রকেতুর সমালোচনা করতে চেয়েছিলেন, কারণ বাহ্যিকভাবে একজন মহান ভক্তের ভাব দেখালেও তিনি বিদ্যাধরী রমণীদের সঙ্গসুখ উপভোগ করছিলেন। এগুলি বন্ধুসুলভ হাস্য পরিহাস; তা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ছিল না যাতে পার্বতীর চিত্রকেতুকে অভিশাপ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। শিবের উপদেশ শুনে পার্বতী নিশ্চয়ই চিত্রকেতুকে একজন অসুর হওয়ার অভিশাপ দেওয়ার জন্য অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছিলেন। চিত্রকেতুকে পার্বতী মাতা চিনতে পারেননি এবং তাই তিনি তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি যখন শিবের উপদেশে তা বুঝতে পেরেছিলেন, তখন তিনি লজ্জিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৬

শ্রীশুক উবাচ

ইতি শ্রুত্বা ভগবতঃ শিবস্যোমাভিভাষিতম্ ।
বভূব শান্তধী রাজন্ দেবী বিগতবিস্ময়া ॥ ৩৬ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **ভগবতঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালী দেবতা; **শিবস্য**—শিবের; **উমা**—পার্বতী; **অভিভাষিতম্**—উপদেশ; **বভূব**—হয়েছিলেন; **শান্তধীঃ**—অত্যন্ত শান্ত; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **দেবী**—দেবী; **বিগত-বিস্ময়া**—বিস্ময় পরিত্যাগ করে।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, পতির বাক্য শ্রবণপূর্বক দেবী উমা চিত্রকেতুর আচরণে বিস্ময় পরিত্যাগ করে তাঁর বুদ্ধি স্থির করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, *শান্তধীঃ* শব্দটির অর্থ *স্বীয়পূর্বস্বভাবস্মৃত্যা* । চিত্রকেতুকে অভিশাপ দেওয়ার আগের আচরণের কথা মনে করে, পার্বতী অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছিলেন এবং শাড়ির আঁচল দিয়ে তাঁর মুখ ঢেকেছিলেন। তিনি স্বীকার করেছিলেন যে, চিত্রকেতুকে অভিশাপ দিয়ে তিনি ভুল করেছেন।

শ্লোক ৩৭

ইতি ভাগবতো দেব্যাঃ প্রতিশপ্তুমলন্তমঃ ।
মূর্ধ্না স জগৃহে শাপমেতাবৎ সাধুলক্ষণম্ ॥ ৩৭ ॥

ইতি—এইভাবে; **ভাগবতঃ**—পরম ভক্ত; **দেব্যাঃ**—পার্বতীর; **প্রতিশপ্তুম্**—প্রতিশাপ; **অলন্তমঃ**—সর্বতোভাবে সমর্থ; **মূর্ধ্না**—তাঁর মস্তকের দ্বারা; **সঃ**—তিনি (চিত্রকেতু); **জগৃহে**—স্বীকার করেছিলেন; **শাপম্**—অভিশাপ; **এতাবৎ**—এটিই; **সাধু-লক্ষণম্**—ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ।

অনুবাদ

পরম ভক্ত চিত্রকেতু পার্বতী দেবীকে প্রতিশাপ দিতে সমর্থ হলেও তা দেননি; পক্ষান্তরে তিনি দেবী প্রদত্ত শাপই অবনত মস্তকে স্বীকার করেছিলেন, এবং শিব ও পার্বতীকে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। এটিই বৈষ্ণবের লক্ষণ বলে বুঝতে হবে।

তাৎপর্য

শিবের বাক্য শ্রবণ করে পার্বতী বুঝতে পেরেছিলেন যে, চিত্রকেতুকে অভিশাপ দিয়ে তিনি ভুল করেছেন। রাজা চিত্রকেতুর চরিত্র এতই মহান ছিল যে, অন্যায়ভাবে পার্বতীর দ্বারা অভিশপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর বিমান থেকে অবতরণ করে, তাঁর অভিশাপ স্বীকার করেছিলেন, এবং তাঁকে মা বলে সম্বোধন করে তাঁর সম্মুখে তাঁর মস্তক অবনত করেছিলেন। ইতিপূর্বেই তা বর্ণনা করা হয়েছে—*নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি* । চিত্রকেতু মনে করেছিলেন যে, তাঁর মা যেহেতু তাঁকে অভিশাপ দিতে চেয়েছেন, তাঁর প্রসন্নতা বিধানের জন্য তিনি সেই অভিশাপ গ্রহণ করবেন। একে বলা হয় *সাধুলক্ষণম্*, প্রকৃত সাধু বা ভক্তের লক্ষণ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, *তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা* । ভক্তের কর্তব্য সর্বদা অত্যন্ত বিনীত এবং নম্র হওয়া, এবং অন্যদের, বিশেষ করে গুরুজনদের সমস্ত সম্মান প্রদর্শন করা। ভগবান সর্বদা রক্ষা করেন বলে ভক্ত অত্যন্ত শক্তিশালী, কিন্তু ভক্ত কখনও অনর্থক তাঁর শক্তি প্রদর্শন করতে চান না। কিন্তু, অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষ যখন একটু ক্ষমতা লাভ করে, তখন সে তার ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য তা ব্যবহার করতে চায়। সেটি ভক্তের আচরণ নয়।

শ্লোক ৩৮

জজ্ঞে ত্বষ্টুর্দক্ষিণাগ্নৌ দানবীং যোনিমাশ্রিতঃ ।
বৃত্র ইত্যভিবিখ্যাতো জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুতঃ ॥ ৩৮ ॥

জজ্ঞে—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **ত্বষ্টুঃ**—ত্বষ্টা নামক ব্রাহ্মণের; **দক্ষিণ-অগ্নৌ**—দক্ষিণাগ্নি নামক যজ্ঞাগ্নিতে; **দানবীম্**—দানবী; **যোনিম্**—যোনি; **আশ্রিতঃ**—আশ্রয় গ্রহণ করে; **বৃত্রঃ**—বৃত্র; **ইতি**—এইভাবে; **অভিবিখ্যাতঃ**—প্রসিদ্ধ; **জ্ঞান-বিজ্ঞান-সংযুতঃ**—দিব্যজ্ঞান এবং জীবনে তার ব্যবহারিক প্রয়োগে সংযুক্ত।

অনুবাদ

দুর্গামাতা (শিবপত্নী ভবানী) কর্তৃক অভিশপ্ত হয়ে, সেই চিত্রকেতুই অসুরযোনিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দিব্যজ্ঞান ও জীবনে তার ব্যবহারিক প্রয়োগে সংযুক্ত হয়েই তিনি ত্বষ্টার অনুষ্ঠিত যজ্ঞাগ্নি থেকে এক অসুর রূপে আবির্ভূত হন, এবং তাই তিনি বৃত্রাসুর নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

যোনি শব্দটির অর্থ সাধারণত জাতি। বৃত্রাসুর যদিও আসুরিক পরিবারে আবির্ভূত হয়েছিলেন, কিন্তু এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞান সমন্বিত ছিলেন। *জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুতঃ*—তাঁর চিন্ময় জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষমতা তিনি হারাননি। তাই বলা হয়েছে যে, কোন কারণে যদি ভক্তের অধঃপতনও হয়, তবুও তিনি নষ্ট হন না।

যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্মতঃ ।

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/৫/১৭)

ভগবদ্ভক্তিরূপ সম্পদ একবার লাভ করলে, তা কখনও কোন অবস্থাতেই হারিয়ে যায় না। যে আধ্যাত্মিক উন্নতি তিনি লাভ করেন, তা সব সময় তাঁর সঙ্গেই থাকে। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে। এমন কি ভক্তিযোগীর অধঃপতন হলেও, তিনি ধনী অথবা ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, এবং যেই স্তরে তিনি ভক্তিযোগ ত্যাগ করেছিলেন, সেই স্তর থেকেই পুনরায় ভগবদ্ভক্তি শুরু করেন। বৃত্রাসুর যদিও অসুর নামে পরিচিত ছিলেন, তবু তিনি তাঁর কৃষ্ণভক্তি হারাননি।

শ্লোক ৩৯

এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ।
বৃত্রস্যাসুরজাতেশ্চ কারণং ভগবন্মতেঃ ॥ ৩৯ ॥

এতৎ—এই; **তে**—আপনাকে; **সর্বম্**—সমস্ত; **আখ্যাতম্**—বর্ণনা করেছি; **যৎ**—যা; **মাম্**—আমাকে; **ত্বম্**—আপনি; **পরিপৃচ্ছসি**—জিজ্ঞাসা করেছেন; **বৃত্রস্য**—বৃত্রাসুরের; **অসুর-জাতেঃ**—অসুরকুলে যার জন্ম হয়েছিল; **চ**—এবং; **কারণম্**—কারণ; **ভগবৎ-মতেঃ**—ভগবদ্ভক্তির উন্নত বুদ্ধি।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, আপনি যে মহান ভগবদ্ভক্ত বৃত্রের অসুর যোনিতে জন্মগ্রহণের কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তা আমি পূর্ণরূপে আপনাকে বলার চেষ্টা করেছি।

শ্লোক ৪০

ইতিহাসমিমং পুণ্যং চিত্রকেতোর্মহাত্মনঃ ।
মাহাত্ম্যং বিষ্ণুভক্তানাং শ্রুত্বা বন্ধাদ্বিমুচ্যতে ॥ ৪০ ॥

ইতিহাসম্—ইতিহাস; **ইমম্**—এই; **পুণ্যম্**—পরম পবিত্র; **চিত্রকেতোঃ**—চিত্রকেতুর; **মহাত্মনঃ**—পরম ভক্ত; **মাহাত্ম্যম্**—মহিমা সমন্বিত; **বিষ্ণু-ভক্তানাম্**—বিষ্ণুভক্তদের থেকে; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **বন্ধাৎ**—জড়-জাগতিক জীবনের বন্ধন থেকে; **বিমুচ্যতে**—মুক্ত হয়।

অনুবাদ

চিত্রকেতু ছিলেন একজন মহান ভক্ত (মহাত্মা)। কেউ যদি শুদ্ধ ভক্তের শ্রীমুখ থেকে চিত্রকেতুর এই ইতিহাস শ্রবণ করেন, তা হলে তিনি সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হন।

তাৎপর্য

পুরাণে বর্ণিত ঐতিহাসিক ঘটনা, যেমন *ভাগবত পুরাণে* বর্ণিত চিত্রকেতুর এই ইতিহাস অভক্তেরা অনেক সময় ভুল বোঝে। তাই শুকদেব গোস্বামী ভক্তের শ্রীমুখ থেকে চিত্রকেতুর ইতিহাস শ্রবণ করার উপদেশ দিয়েছেন। ভক্তি সম্বন্ধীয়

অথবা ভগবান এবং তাঁর ভক্তের চরিত অবশ্যই ভক্তের শ্রীমুখ থেকে শ্রবণ করা কর্তব্য, পেশাদারী পাঠকের কাছ থেকে নয়। সেই উপদেশ এখানে দেওয়া হয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবক স্বরূপদামোদরও ভক্তের কাছে *শ্রীমদ্ভাগবতের* জ্ঞান আহরণ করার পরামর্শ দিয়েছেন—*যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে*। পেশাদারী পাঠকদের কাছে *শ্রীমদ্ভাগবতের* কথা শ্রবণ করা উচিত নয়। তা হলে কোন লাভ হবে না। *পদ্মপুরাণ* থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে শ্রীল সনাতন গোস্বামী অভক্তের মুখে ভগবান এবং তাঁর ভক্তের কার্যকলাপ শ্রবণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন—

অবৈষ্ণব-মুখোদ্‌গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্ ।
শ্রবণং নৈব কর্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ ॥

"ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় কোন কথা অবৈষ্ণবের মুখ থেকে শ্রবণ করা উচিত নয়। সর্পের উচ্ছিষ্ট দুধ যেমন বিষে পরিণত হয়, তেমনই অবৈষ্ণবের মুখনিঃসৃত কৃষ্ণকথাও বিষাক্ত।" ভগবদ্ভক্তই কেবল তাঁর শ্রোতাদের ভক্তি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে প্রভাবিত করতে পারেন।

শ্লোক ৪১

য এতৎ প্রাতরুত্থায় শ্রদ্ধয়া বাগ্‌যতঃ পঠেৎ ।
ইতিহাসং হরিং স্মৃত্বা স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ৪১ ॥

যঃ—যে ব্যক্তি; **এতৎ**—এই; **প্রাতঃ**—প্রাতঃকালে; **উত্থায়**—গাত্রোত্থান করে; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **বাক্-যতঃ**—মন এবং বাক্য সংযত করে; **পঠেৎ**—পাঠ করেন; **ইতিহাসম্**—ইতিহাস; **হরিং**—ভগবান শ্রীহরিকে; **স্মৃত্বা**—স্মরণ করে; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **যাতি**—যান; **পরমাম্ গতিম্**—ভগবানের ধামে।

অনুবাদ

যিনি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করে তাঁর বাণী এবং মন সংযত করেন, এবং ভগবানকে স্মরণ করে চিত্রকেতুর এই ইতিহাস পাঠ করেন, তিনি অনায়াসে ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের 'চিত্রকেতুর প্রতি পার্বতীর অভিশাপ' নামক সপ্তদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

অষ্টাদশ অধ্যায়

দেবরাজ ইন্দ্রকে বধ করার জন্য দিতির ব্রত

এই অধ্যায়ে ইন্দ্রহন্তা পুত্রকামনায় কশ্যপপত্নী দিতির ব্রত ধারণ, এবং ইন্দ্রের দ্বারা দিতির গর্ভস্থ পুত্রকে ছেদন বর্ণনা করা হয়েছে।

ত্বষ্টার বংশ বর্ণনা প্রসঙ্গে আদিত্য (অদিতির পুত্রগণ) এবং অন্যান্য দেবতাদের বংশ-বিবরণ বর্ণিত হয়েছে। অদিতির পঞ্চম পুত্র সবিতার পত্নী পৃশ্নি সাবিত্রী, ব্যাহৃতি এবং ত্রয়ী নামক তিনটি কন্যা এবং অগ্নিহোত্র, পশু, সোম, চাতুর্মাস্য এবং পঞ্চ মহাযজ্ঞ নামক পুত্র উৎপাদন করেন। ভগের পত্নী সিদ্ধির গর্ভে মহিমা, বিভু ও প্রভু—এই তিনটি পুত্র এবং আশী নামক একটি কন্যার জন্ম হয়। ধাতার চার পত্নী—কুহূ, সিনীবালী, রাকা এবং অনুমতির চার পুত্র হচ্ছেন যথাক্রমে—সায়ম্, দর্শ, প্রাতঃ এবং পূর্ণমাস। বিধাতার পত্নী ক্রিয়ার গর্ভে পুরীষ্য নামক পঞ্চ অগ্নি দেবতাদের জন্ম হয়। ব্রহ্মার মানসপুত্র ভৃগু পুনরায় বরুণের পত্নী চর্ষণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, এবং বরুণের বীর্য থেকে মহর্ষি বাল্মীকি আবির্ভূত হন। অগস্ত্য ও বসিষ্ঠ হচ্ছেন মিত্র ও বরুণের দুই পুত্র। উর্বশীর রূপসৌন্দর্য দর্শন করে মিত্র এবং বরুণের বীর্যপাত হলে তা কুম্ভের মধ্যে রক্ষিত হয় এবং তা থেকে অগস্ত্য ও বসিষ্ঠের উৎপত্তি হয়। মিত্রের রেবতী নাম্নী ভার্যার গর্ভে উৎসর্গ, অরিষ্ট ও পিপ্পল নামক তিন পুত্রের জন্ম হয়। অদিতির দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে একাদশ পুত্র হচ্ছেন ইন্দ্র। ইন্দ্র তাঁর পৌলমী (শচীদেবী) নাম্নী পত্নীর গর্ভে জয়ন্ত, ঋষভ এবং মীঢুষ—এই তিনটি পুত্র উৎপাদন করেন। ভগবান তাঁর নিজের শক্তির প্রভাবে বামনদেবরূপে আবির্ভূত হন। তাঁর পত্নী কীর্তির গর্ভে বৃহৎশ্লোক নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বৃহৎশ্লোকের প্রথম পুত্র সৌভগ। এটিই অদিতির পুত্রদের বর্ণনা। ভগবানের অবতার আদিত্য উরুক্রমের কাহিনী অষ্টম স্কন্ধে বর্ণিত হবে।

দিতির গর্ভজাত দৈত্যদের বর্ণনাও এই অধ্যায়ে করা হয়েছে। এই দিতির বংশে পরম ভাগবত প্রহ্লাদ ও বলির আবির্ভাব হয়। বলি মহারাজ ছিলেন প্রহ্লাদের পৌত্র। হিরণ্যকশিপু এবং হিরণ্যাক্ষ ছিলেন দিতির প্রথম দুই পুত্র। হিরণ্যকশিপুর পত্নী কয়াধুর গর্ভে সংহ্লাদ, অনুহ্লাদ, হ্লাদ এবং প্রহ্লাদ নামক চার পুত্র এবং সিংহিকা নাম্নী এক কন্যার জন্ম হয়। সিংহিকা বিপ্রচিৎ দানব থেকে রাহুকে

পুত্ররূপে প্রাপ্ত হয়। ভগবান শ্রীহরি এই রাহুর মস্তক ছিন্ন করেছিলেন। সংহ্লাদের পত্নী কৃতির গর্ভে পঞ্চজন নামক পুত্রের জন্ম হয়। হ্লাদের পত্নী ধমনির গর্ভে বাতাপি এবং ইল্বল নামক দুই পুত্রের জন্ম হয়। এই ইল্বল মেষরূপী বাতাপিকে নিয়ে অগস্ত্যকে ভোজন করতে দিয়েছিল। অনুহ্লাদের পত্নী সূর্যার গর্ভে বাষ্কল এবং মহিষ নামক দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। প্রহ্লাদের পুত্র হচ্ছেন বিরোচন এবং পৌত্র বলি মহারাজ। বলি মহারাজের এক শত পুত্রের মধ্যে বাণ জ্যেষ্ঠ।

আদিত্য এবং অন্যান্য দেবতাদের বংশ বর্ণনা করার পর, শ্রীল শুকদেব গোস্বামী দিতির গর্ভে মরুৎদের উৎপত্তি এবং তাঁদের দেবত্ব লাভের বিষয় বর্ণনা করেছেন। ইন্দ্রকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে ভগবান বিষ্ণু হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুকে সংহার করেছিলেন। তার ফলে দিতি অত্যন্ত ঈর্ষান্বিতা হন এবং ইন্দ্রকে বধ করার জন্য একটি পুত্র কামনা করেন। তিনি তাঁর পতি কশ্যপকে সেবার দ্বারা মুগ্ধ করে তাঁর কাছে ইন্দ্র-বধকারী একটি পুত্র কামনা করেন। *বিদ্বাংসমপি কর্যতি* বেদবাক্য অনুসারে, কশ্যপ মুনি তাঁর সুন্দরী পত্নীর রূপে আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে যে কোন বর দিতে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু দিতি যখন ইন্দ্র-বধকারী পুত্র প্রার্থনা করেন, তখন তিনি নিজেকে ধিক্কার দিয়েছিলেন, এবং তাঁর পত্নীকে উপদেশ দেন বৈষ্ণব-ব্রত পালন করে নিজেকে পবিত্র করতে। কশ্যপ মুনির উপদেশ অনুসারে দিতি যখন ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত ছিলেন, তখন ইন্দ্র তাঁর অভিপ্রায় জানতে পারেন, এবং ব্রতছিদ্র অন্বেষণ করতে থাকেন। একদিন ছিদ্র পেয়ে ইন্দ্র দিতির গর্ভে প্রবিষ্ট হয়ে গর্ভস্থ সন্তানকে ঊনপঞ্চাশ খণ্ডে খণ্ডিত করেন। এইভাবে ঊনপঞ্চাশ প্রকার বায়ুরূপে মরুৎগণের উৎপত্তি হয়। কিন্তু দিতি যেহেতু বৈষ্ণব-ব্রত অনুষ্ঠান করেছিলেন, তাই তাঁর সমস্ত পুত্রেরাও বৈষ্ণব হয়েছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

পৃশ্নিস্তু পত্নী সবিতুঃ সাবিত্রীং ব্যাহৃতিং ত্রয়ীম্ ।
অগ্নিহোত্রং পশুং সোমং চাতুর্মাস্যং মহামখান্ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **পৃশ্নিঃ**—পৃশ্নি; **তু**—তখন; **পত্নী**—পত্নী; **সবিতুঃ**—সবিতার; **সাবিত্রীম্**—সাবিত্রী; **ব্যাহৃতিম্**—ব্যাহৃতি; **ত্রয়ীম্**—ত্রয়ী; **অগ্নিহোত্রম্**—অগ্নিহোত্র; **পশুম্**—পশু; **সোমম্**—সোম; **চাতুর্মাস্যম্**—চাতুর্মাস্য; **মহা-মখান্**—পঞ্চ মহাযজ্ঞ।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—অদিতির দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে পঞ্চম পুত্র সবিতার পত্নী পৃশ্নির গর্ভে সাবিত্রী, ব্যাহৃতি ও ত্রয়ী, এই তিন কন্যা এবং পাঁচজন মহাযজ্ঞ, অগ্নিহোত্র, পশু, সোম ও চাতুর্মাস্য নামক পুত্র সকলের জন্ম হয়।

শ্লোক ২

সিদ্ধির্ভগস্য ভার্যাঙ্গ মহিমানং বিভুং প্রভুম্ ।
আশিষং চ বরারোহাং কন্যাং প্রাসূত সুব্রতাম্ ॥ ২ ॥

সিদ্ধিঃ—সিদ্ধি; **ভগস্য**—ভগের; **ভার্যা**—পত্নী; **অঙ্গ**—হে রাজন্; **মহিমানম্**—মহিমা; **বিভুম্**—বিভু; **প্রভুম্**—প্রভু; **আশিষম্**—আশী; **চ**—এবং; **বরারোহাম্**—অত্যন্ত সুন্দরী; **কন্যাম্**—কন্যা; **প্রাসূত**—প্রসব করেন; **সুব্রতাম্**—সদাচারিণী।

অনুবাদ

হে রাজন্, অদিতির ভগ নামক ষষ্ঠ পুত্রের পত্নী সিদ্ধির গর্ভে মহিমা, বিভু এবং প্রভু নামক তিন পুত্র, এবং আশী নাম্নী এক অতি সুশীলা পরমা সুন্দরী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।

শ্লোক ৩-৪

ধাতুঃ কুহূঃ সিনীবালী রাকা চানুমতিস্তথা ।
সায়ং দর্শমথ প্রাতঃ পূর্ণমাসমনুক্রমাৎ ॥ ৩ ॥
অগ্নীন্ পুরীষ্যানাধত্ত ক্রিয়ায়াং সমনন্তরঃ ।
চর্ষণী বরুণস্যাসীদ্ যস্যাং জাতো ভৃগুঃ পুনঃ ॥ ৪ ॥

ধাতুঃ—ধাতার; **কুহূঃ**—কুহূ; **সিনীবালী**—সিনীবালী; **রাকা**—রাকা; **চ**—এবং; **অনুমতিঃ**—অনুমতি; **তথা**—ও; **সায়ম্**—সায়ম্; **দর্শম্**—দর্শ; **অথ**—ও; **প্রাতঃ**—প্রাতঃ; **পূর্ণমাসম্**—পূর্ণমাস; **অনুক্রমাৎ**—যথাক্রমে; **অগ্নীন্**—অগ্নিদেব; **পুরীষ্যান্**—পুরীষ্য নামক; **অধত্ত**—উৎপাদন করেছিলেন; **ক্রিয়ায়াম্**—ক্রিয়া থেকে; **সমনন্তরঃ**—পরবর্তী পুত্র বিধাতা; **চর্ষণী**—চর্ষণী; **বরুণস্য**—বরুণের; **আসীৎ**—ছিল; **যস্যাম্**—যাতে; **জাতঃ**—জন্মগ্রহণ করেছিল; **ভৃগুঃ**—ভৃগু; **পুনঃ**—পুনরায়।

অনুবাদ

অদিতির সপ্তম পুত্র ধাতার কুহূ, সিনীবালী, রাকা ও অনুমতি নাম্নী চার পত্নী ছিলেন। তাঁরা যথাক্রমে সায়ম্, দর্শ, প্রাতঃ ও পূর্ণমাস নামক চার পুত্র প্রসব করেছিলেন। অদিতির অষ্টম পুত্র বিধাতার ক্রিয়া নাম্নী ভার্যার গর্ভে পুরীষ্য নামক পাঁচজন অগ্নিদেবের জন্ম হয়। অদিতির নবম পুত্র বরুণের পত্নীর নাম ছিল চর্ষণী। ব্রহ্মার পুত্র ভৃগু তাঁর গর্ভে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন।

শ্লোক ৫

বাল্মীকিশ্চ মহাযোগী বল্মীকাদভবৎ কিল ।
অগস্ত্যশ্চ বসিষ্ঠশ্চ মিত্রাবরুণয়োর্ঋষী ॥ ৫ ॥

বাল্মীকিঃ—বাল্মীকি; **চ**—এবং; **মহা-যোগী**—মহান যোগী; **বল্মীকাৎ**—বল্মীক থেকে; **অভবৎ**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **কিল**—বস্তুতপক্ষে; **অগস্ত্যঃ**—অগস্ত্য; **চ**—এবং; **বসিষ্ঠঃ**—বসিষ্ঠ; **চ**—ও; **মিত্রা-বরুণয়োঃ**—মিত্র এবং বরুণের; **ঋষী**—দুইজন ঋষি।

অনুবাদ

বরুণের বীর্যে একটি বল্মীক থেকে মহাযোগী বাল্মীকি জন্মগ্রহণ করেন। ভৃগু ও বাল্মীকি বরুণের বিশিষ্ট পুত্র, কিন্তু অগস্ত্য এবং বসিষ্ঠ ঋষি ছিলেন মিত্র (অদিতির দশম পুত্র) এবং বরুণের সাধারণ পুত্র।

শ্লোক ৬

রেতঃ সিষিচতুঃ কুম্ভে উর্বশ্যাঃ সন্নিধৌ দ্রুতম্ ।
রেবত্যাং মিত্র উৎসর্গমরিষ্টং পিপ্পলং ব্যধাৎ ॥ ৬ ॥

রেতঃ—বীর্য; **সিষিচতুঃ**—স্খলিত; **কুম্ভে**—মাটির কলসিতে; **উর্বশ্যাঃ**—উর্বশীর; **সন্নিধৌ**—উপস্থিতিতে; **দ্রুতম্**—প্রবাহিত; **রেবত্যাম্**—রেবতীতে; **মিত্রঃ**—মিত্র; **উৎসর্গম্**—উৎসর্গ; **অরিষ্টম্**—অরিষ্ট; **পিপ্পলম্**—পিপ্পল; **ব্যধাৎ**—উৎপাদন করেন।

অনুবাদ

স্বর্গের অপ্সরা উর্বশীকে দর্শন করে মিত্র এবং বরুণের বীর্য স্খলিত হলে, তাঁরা সেই বীর্য একটি কুম্ভের মধ্যে স্থাপন করেন। সেই কুম্ভ থেকে অগস্ত্য এবং

বসিষ্ঠ—এই দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাই তাঁরা মিত্র এবং বরুণের সাধারণ পুত্র। মিত্র তাঁর পত্নী রেবতীর গর্ভে উৎসর্গ, অরিষ্ট এবং পিপ্পল নামক তিন পুত্র উৎপাদন করেন।

তাৎপর্য

আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা টেস্ট টিউবে বীর্য সংরক্ষণের দ্বারা সন্তান উৎপাদন করার চেষ্টা করছে। কিন্তু বহুকাল পূর্বেও পাত্রে বীর্য সংরক্ষণের দ্বারা সন্তান উৎপাদন সম্ভব ছিল।

শ্লোক ৭

পৌলোম্যামিন্দ্র আধত্ত ত্রীন্ পুত্রানিতি নঃ শ্রুতম্ ।
জয়ন্তমৃষভং তাত তৃতীয়ং মীঢুষং প্রভুঃ ॥ ৭ ॥

পৌলোম্যাম্—পৌলোমী (শচীদেবী); **ইন্দ্রঃ**—ইন্দ্র; **আধত্ত**—উৎপাদন করেছিলেন; **ত্রীন্**—তিন; **পুত্রান্**—পুত্র; **ইতি**—এই প্রকার; **নঃ**—আমরা; **শ্রুতম্**—শুনেছি; **জয়ন্তম্**—জয়ন্ত; **ঋষভম্**—ঋষভ; **তাত**—হে রাজন্; **তৃতীয়ম্**—তৃতীয়; **মীঢুষম্**—মীঢুষ; **প্রভুঃ**—দেবরাজ।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, অদিতির একাদশতম পুত্র দেবরাজ ইন্দ্রের পৌলোমী নাম্নী পত্নীর গর্ভে জয়ন্ত, ঋষভ, মীঢুষ—এই তিন পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। সেই কথা আমরা শুনেছি।

শ্লোক ৮

উরুক্রমস্য দেবস্য মায়াবামনরূপিণঃ ।
কীর্তৌ পত্ন্যাং বৃহচ্ছ্লোকস্তস্যাসন্ সৌভগাদয়ঃ ॥ ৮ ॥

উরুক্রমস্য—উরুক্রমের; **দেবস্য**—ভগবান; **মায়া**—তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে; **বামন-রূপিণঃ**—বামনরূপে; **কীর্তৌ**—কীর্তি নামক; **পত্ন্যাম্**—পত্নীতে; **বৃহচ্ছ্লোকঃ**—বৃহৎশ্লোক; **তস্য**—তাঁর; **আসন্**—ছিল; **সৌভগ-আদয়ঃ**—সৌভগ আদি পুত্রগণ।

অনুবাদ

অনন্ত শক্তি সমন্বিত ভগবান তাঁর স্বীয় শক্তির প্রভাবে বামনরূপে অদিতির দ্বাদশতম পুত্র উরুক্রম নামে আবির্ভূত হন। তাঁর পত্নী কীর্তির গর্ভে বৃহৎশ্লোক নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বৃহৎশ্লোকের সৌভগ আদি বহু পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৪/৬) ভগবান বলেছেন—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্ ।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥

"যদিও আমি জন্মরহিত এবং আমার চিন্ময় দেহ অব্যয়, এবং যদিও আমি সর্বভূতের ঈশ্বর, তবুও আমার অন্তরঙ্গা শক্তিকে আশ্রয় করে আমি স্বীয় মায়ার দ্বারা আমার আদি চিন্ময় রূপে যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।" ভগবান যখন অবতরণ করেন, তখন তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির সাহায্যের প্রয়োজন হয় না; কারণ তিনি তাঁর স্বীয় শক্তি বা আত্মমায়ার দ্বারা আবির্ভূত হন। চিন্ময় শক্তিকেও বলা হয়, মায়া। তাই বলা হয়, *অতো মায়াময়ং বিষ্ণুং প্রবদন্তি মনীষিণঃ*—ভগবান যে শরীর গ্রহণ করেন তাঁকে বলা হয় *মায়াময়* । তার অর্থ এই নয় যে, তিনি তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা নির্মিত; এই মায়া তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি।

শ্লোক ৯

তৎকর্মগুণবীর্যাণি কাশ্যপস্য মহাত্মনঃ ।
পশ্চাদ্বক্ষ্যামহেঽদিত্যাং যথৈবাবততার হ ॥ ৯ ॥

তৎ—তাঁর, **কর্ম**—কার্যকলাপ; **গুণ**—গুণাবলী; **বীর্যাণি**—এবং শক্তি; **কাশ্যপস্য**—কশ্যপের পুত্রের; **মহা-আত্মনঃ**—মহাত্মা; **পশ্চাৎ**—পরে; **বক্ষ্যামহে**—আমি বর্ণনা করব; **অদিত্যাম্**—অদিতির গর্ভে; **যথা**—কিভাবে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অবততার**—অবতরণ করেছিলেন; **হ**—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

পরে (শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধে) আমি বর্ণনা করব উরুক্রম বা ভগবান বামনদেব কিভাবে মহর্ষি কশ্যপের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং কিভাবে তিন পদ-

বিক্ষেপের দ্বারা তিনি ত্রিভুবন আচ্ছাদিত করেছিলেন। তাঁর অসাধারণ কার্যকলাপ, তাঁর গুণাবলী, তাঁর শক্তি এবং কিভাবে তিনি অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা আমি বর্ণনা করব।

শ্লোক ১০

অথ কশ্যপদায়াদান্ দৈতেয়ান্ কীর্তয়ামি তে ।
যত্র ভাগবতঃ শ্রীমান্ প্রহ্লাদো বলিরেব চ ॥ ১০ ॥

অথ—এখন; **কশ্যপ-দায়াদান্**—কশ্যপের পুত্রগণ; **দৈতেয়ান্**—দিতির থেকে উৎপন্ন; **কীর্তয়ামি**—আমি বর্ণনা করব; **তে**—তোমার কাছে; **যত্র**—যেখানে; **ভাগবতঃ**—পরম ভক্ত; **শ্রীমান্**—যশস্বী; **প্রহ্লাদঃ**—প্রহ্লাদ; **বলিঃ**—বলি; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **চ**—ও।

অনুবাদ

এখন আমি দিতির গর্ভজাত এবং কশ্যপের পুত্র দৈত্যদের সম্বন্ধে তোমার কাছে বর্ণনা করব। এই দৈত্যবংশে পরম ভাগবত প্রহ্লাদ মহারাজ এবং বলি মহারাজও আবির্ভূত হন। দিতির গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করার ফলে অসুরদের দৈত্য বলা হয়।

শ্লোক ১১

দিতের্দ্বাবেব দায়াদৌ দৈত্যদানববন্দিতৌ ।
হিরণ্যকশিপুর্নাম হিরণ্যাক্ষশ্চ কীর্তিতৌ ॥ ১১ ॥

দিতেঃ—দিতির; **দ্বৌ**—দুই; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **দায়াদৌ**—পুত্র; **দৈত্য-দানব**—দৈত্য এবং দানবদের দ্বারা; **বন্দিতৌ**—পূজিত; **হিরণ্যকশিপুঃ**—হিরণ্যকশিপু; **নাম**—নামক; **হিরণ্যাক্ষঃ**—হিরণ্যাক্ষ; **চ**—ও; **কীর্তিতৌ**—বিখ্যাত।

অনুবাদ

প্রথমে দিতির গর্ভে হিরণ্যকশিপু এবং হিরণ্যাক্ষ নামক দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তারা উভয়েই অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল এবং দৈত্য ও দানবদের দ্বারা পূজিত হয়েছিল।

শ্লোক ১২-১৩

হিরণ্যকশিপোর্ভার্যা কয়াধুর্নাম দানবী ।
জম্ভস্য তনয়া সা তু সুষুবে চতুরঃ সুতান্ ॥ ১২ ॥
সংহ্রাদং প্রাগনুহ্রাদং হ্রাদং প্রহ্রাদমেব চ ।
তৎস্বসা সিংহিকা নাম রাহুং বিপ্রচিতোঽগ্রহীৎ ॥ ১৩ ॥

হিরণ্যকশিপোঃ—হিরণ্যকশিপুর; **ভার্যা**—পত্নী; **কয়াধুঃ**—কয়াধু; **নাম**—নাম্নী; **দানবী**—দনুর বংশধর; **জম্ভস্য**—জম্ভর; **তনয়া**—কন্যা; **সা**—তিনি; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **সুষুবে**—জন্ম দিয়েছিল; **চতুরঃ**—চার; **সুতান্**—পুত্র; **সংহ্রাদম্**—সংহ্লাদ; **প্রাক্**—প্রথম; **অনুহ্রাদম্**—অনুহ্লাদ; **হ্রাদম্**—হ্লাদ; **প্রহ্রাদম্**—প্রহ্লাদ; **এব**—ও; **চ**—এবং; **তৎ-স্বসা**—তাঁর ভগ্নী; **সিংহিকা**—সিংহিকা; **নাম**—নামক; **রাহুম্**—রাহু; **বিপ্রচিতঃ**—বিপ্রচিৎ থেকে; **অগ্রহীৎ**—প্রাপ্ত হয়েছিল।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপুর পত্নীর নাম ছিল কয়াধু। তিনি ছিলেন জম্ভ দানবের কন্যা। তাঁর গর্ভে যথাক্রমে সংহ্লাদ, অনুহ্লাদ, হ্লাদ এবং প্রহ্লাদ নামক চার পুত্রের জন্ম হয়। এই চার পুত্রের ভগ্নীর নাম সিংহিকা। তার সঙ্গে বিপ্রচিৎ দানবের বিবাহ হয় এবং রাহু নামক এক পুত্রের জন্ম হয়।

শ্লোক ১৪

শিরোঽহরদ্‌যস্য হরিশ্চক্রেণ পিবতোঽমৃতম্ ।
সংহ্রাদস্য কৃতির্ভার্যাসূত পঞ্চজনং ততঃ ॥ ১৪ ॥

শিরঃ—মস্তক; **অহরৎ**—ছেদন করেছিল; **যস্য**—যার; **হরিঃ**—হরি; **চক্রেণ**—চক্রের দ্বারা; **পিবতঃ**—পান করার সময়; **অমৃতম্**—অমৃত; **সংহ্রাদস্য**—সংহ্লাদের; **কৃতিঃ**—কৃতি; **ভার্যা**—পত্নী; **অসূত**—জন্মদান করেছিল; **পঞ্চজনম্**—পঞ্চজন; **ততঃ**—তার থেকে।

অনুবাদ

রাহু যখন ছদ্মবেশ ধারণ করে দেবতাদের মধ্যে অমৃত পান করছিল, তখন ভগবান শ্রীহরি তার শিরশ্ছেদ করেন। সংহ্লাদের পত্নী কৃতির গর্ভে পঞ্চজন নামক পুত্রের জন্ম হয়।

শ্লোক ১৫

হ্রাদস্য ধমনির্ভার্যাসূত বাতাপিমিল্বলম্ ।
যোঽগস্ত্যায় ত্বতিথয়ে পেচে বাতাপিমিল্বলঃ ॥ ১৫ ॥

হ্রাদস্য—হ্রাদের; **ধমনিঃ**—ধমনি; **ভার্যা**—পত্নী; **অসূত**—প্রসব করেছিলেন; **বাতাপিম্**—বাতাপি; **ইল্বলম্**—ইল্বল; **যঃ**—যে; **অগস্ত্যায়**—অগস্ত্যকে; **তু**—কিন্তু; **অতিথয়ে**—তার অতিথি; **পেচে**—পাক করে; **বাতাপিম্**—বাতাপিকে; **ইল্বলঃ**—ইল্বল।

অনুবাদ

হ্রাদের পত্নী ধমনি। তার দুই পুত্রের নাম বাতাপি এবং ইল্বল। ইল্বল মেষরূপী বাতাপিকে পাক করে অতিথি অগস্ত্যকে ভোজন করতে দিয়েছিল।

শ্লোক ১৬

অনুহ্রাদস্য সূর্যায়াং বাষ্কলো মহিষস্তথা ।
বিরোচনস্তু প্রাহ্রাদির্দেব্যাং তস্যাভবদ্বলিঃ ॥ ১৬ ॥

অনুহ্রাদস্য—অনুহ্রাদের; **সূর্যায়াম্**—সূর্যা থেকে; **বাষ্কলঃ**—বাষ্কল; **মহিষঃ**—মহিষ; **তথা**—ও; **বিরোচনঃ**—বিরোচন; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **প্রাহ্রাদিঃ**—প্রহ্লাদের পুত্র; **দেব্যাম্**—তাঁর পত্নী থেকে; **তস্য**—তাঁর; **অভবৎ**—হয়েছিল; **বলিঃ**—বলি।

অনুবাদ

অনুহ্লাদের পত্নীর নাম সূর্যা। তার গর্ভে বাষ্কল এবং মহিষ নামক দুই পুত্রের জন্ম হয়। প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন, তাঁর পত্নী দেবীর গর্ভে বলি মহারাজের জন্ম হয়।

শ্লোক ১৭

বাণজ্যেষ্ঠং পুত্রশতমশনায়াং ততোঽভবৎ ।
তস্যানুভাবং সুশ্লোক্যং পশ্চাদেবাভিধাস্যতে ॥ ১৭ ॥

বাণ-জ্যেষ্ঠম্—সর্বজ্যেষ্ঠ বাণ; **পুত্র-শতম্**—এক শত পুত্র; **অশনায়াম্**—অশনা থেকে; **ততঃ**—তার থেকে; **অভবৎ**—হয়েছিল; **তস্য**—তাঁর; **অনুভাবম্**—চরিত্র; **সুশ্লোক্যম্**—প্রশংসনীয়; **পশ্চাৎ**—পরে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অভিধাস্যতে**—বর্ণনা করা হবে।

অনুবাদ

তারপর বলি মহারাজ অশনার গর্ভে এক শত পুত্র উৎপাদন করেন। তাদের মধ্যে বাণ ছিল সর্বজ্যেষ্ঠ। বলি মহারাজের প্রশংসনীয় কার্যকলাপ পরে (অষ্টম স্কন্ধে) বর্ণিত হবে।

শ্লোক ১৮

বাণ আরাধ্য গিরিশং লেভে তদ্গণমুখ্যতাম্ ।
যৎপার্শ্বে ভগবানাস্তে হ্যদ্যাপি পুরপালকঃ ॥ ১৮ ॥

বাণঃ—বাণ; **আরাধ্য**—আরাধনা করে; **গিরিশম্**—মহাদেবের; **লেভে**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **তৎ**—তাঁর (শিবের); **গণ-মুখ্যতাম্**—তাঁর মুখ্য পার্ষদদের অন্যতম; **যৎ-পার্শ্বে**—যার পাশে; **ভগবান্**—দেবাদিদেব মহাদেব; **আস্তে**—থাকেন; **হি**—যার ফলে; **অদ্য**—এখন; **অপি**—ও; **পুর-পালকঃ**—তার রাজধানীর রক্ষক।

অনুবাদ

বাণ শিবের আরাধনা করে তাঁর শ্রেষ্ঠ পার্ষদ্দের অন্যতম হয়েছিলেন। এখনও শিব বাণের রাজধানী রক্ষা করেন এবং সর্বদা তার পাশে থাকেন।

শ্লোক ১৯

মরুতশ্চ দিতেঃ পুত্রাশ্চত্বারিংশন্নবাধিকাঃ ।
ত আসন্নপ্রজাঃ সর্বে নীতা ইন্দ্রেণ সাত্মতাম্ ॥ ১৯ ॥

মরুতঃ—মরুৎগণ; **চ**—এবং; **দিতেঃ**—দিতির; **পুত্রাঃ**—পুত্র; **চত্বারিংশৎ**—চল্লিশ; **নব-অধিকাঃ**—আরও নয়জন; **তে**—তারা; **আসন্**—ছিলেন; **অপ্রজাঃ**—অপুত্রক; **সর্বে**—সকলে; **নীতাঃ**—নীত হয়েছিলেন; **ইন্দ্রেণ**—ইন্দ্রের দ্বারা; **স-আত্মতাম্**—দেবত্ব।

অনুবাদ

উনপঞ্চাশজন মরুতেরাও দিতির পুত্র। তাঁরা অপুত্রক ছিলেন। দিতির পুত্র হওয়া সত্ত্বেও ইন্দ্র তাঁদের দেবত্ব দান করেছিলেন।

তাৎপর্য

নাস্তিকদের যখন চরিত্রের পরিবর্তন হয়, তখন দৈত্যেরাও দেবতার পদে উন্নীত হতে পারেন। সারা ব্রহ্মাণ্ডে দুই প্রকার মানুষ রয়েছে। এক দেবতা নামক বিষ্ণুভক্ত, এবং তাঁদের ঠিক বিপরীত যারা তাদের বলা হয় অসুর। এই শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে অসুরেরাও দেবতায় পরিণত হতে পারে।

শ্লোক ২০

শ্রীরাজোবাচ

কথং ত আসুরং ভাবমপোহ্যৌৎপত্তিকং গুরো ।
ইন্দ্রেণ প্রাপিতাঃ সাত্ম্যং কিং তৎ সাধু কৃতং হি তৈঃ ॥ ২০ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন; **কথম্**—কেন; **তে**—তারা; **আসুরম্**—আসুরিক; **ভাবম্**—মনোবৃত্তি; **অপোহ্য**—পরিত্যাগ করে; **ঔৎপত্তিকম্**—জন্মের ফলে; **গুরো**—গুরুদেব; **ইন্দ্রেণ**—ইন্দ্রের দ্বারা; **প্রাপিতাঃ**—পরিবর্তিত হয়েছিল; **স-আত্ম্যম্**—দেবতায়; **কিম্**—কেন; **তৎ**—সুতরাং; **সাধু**—পুণ্যকর্ম; **কৃতম্**—অনুষ্ঠান করেছিলেন; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **তৈঃ**—তাঁদের দ্বারা।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—হে গুরুদেব, সেই উনপঞ্চাশজন মরুৎ তাঁদের জন্মের ফলে নিশ্চয়ই আসুরিক-ভাবাপন্ন ছিল। দেবরাজ ইন্দ্র কেন তাঁদের অসুরভাব পরিত্যাগ করিয়ে দেবত্ব প্রদান করেছিলেন? তাঁরা কি কোন পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠান করেছিলেন?

শ্লোক ২১

ইমে শ্রদ্দধতে ব্রহ্মন্নৃষয়ো হি ময়া সহ ।
পরিজ্ঞানায় ভগবংস্তন্নো ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ২১ ॥

ইমে—এই সমস্ত; **শ্রদ্দধতে**—উৎসুক; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **ঋষয়ঃ**—ঋষিগণ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **ময়া সহ**—আমার সঙ্গে; **পরিজ্ঞানায়**—জানবার জন্য; **ভগবন্**—হে মহাত্মন্; **তৎ**—অতএব; **নঃ**—আমাদের; **ব্যাখ্যাতুম্ অর্হসি**—দয়া করে ব্যাখ্যা করুন।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ, আমি এবং আমার সঙ্গে এখানে উপস্থিত সমস্ত ঋষিরা এই বিষয়ে জানবার জন্য উৎসুক। অতএব হে মহাত্মন্, দয়া করে আমাদের তার কারণ বিশ্লেষণ করুন।

শ্লোক ২২

শ্রীসূত উবাচ

তদ্বিষ্ণুরাতস্য স বাদরায়ণি-
র্বচো নিশম্যাদৃতমল্পমর্থবৎ ।
সভাজয়ন্ সংনিভৃতেন চেতসা
জগাদ সত্রায়ণ সর্বদর্শনঃ ॥ ২২ ॥

শ্রী-সূতঃ উবাচ—শ্রীসূত গোস্বামী বললেন; **তৎ**—সেই সমস্ত; **বিষ্ণুরাতস্য**—মহারাজ পরীক্ষিতের; **সঃ**—তিনি; **বাদরায়ণিঃ**—শুকদেব গোস্বামী; **বচঃ**—বলেছিলেন; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **আদৃতম্**—শ্রদ্ধাশীল; **অল্পম্**—সংক্ষিপ্ত; **অর্থবৎ**—অর্থযুক্ত; **সভাজয়ন্ সন্**—প্রশংসা করে; **নিভৃতেন চেতসা**—পরম আনন্দ সহকারে; **জগাদ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **সত্রায়ণ**—হে শৌনক; **সর্ব-দর্শনঃ**—যিনি সর্বজ্ঞ।

অনুবাদ

শ্রী সূত গোস্বামী বললেন—হে মহর্ষি শৌনক, মহারাজ পরীক্ষিতের শ্রদ্ধাপূর্ণ এবং সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ বচন শ্রবণপূর্বক সর্বজ্ঞ শ্রীল শুকদেব গোস্বামী সানন্দে তাঁর প্রশংসা করে উত্তর দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজের প্রশ্নের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন, কারণ তা সংক্ষিপ্ত হলেও, দিতির পুত্রেরা দৈত্য হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে দেবতায়

পরিণত হয়েছিলেন, সেই সম্বন্ধে এটি ছিল এক সারগর্ভ প্রশ্ন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, দিতি যদিও অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তির মনোভাব অবলম্বন করার ফলে তাঁর হৃদয় পবিত্র হয়েছিল। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে, কশ্যপ মুনি মহাজ্ঞানী এবং আধ্যাত্মিক চেতনায় অত্যন্ত উন্নত হওয়া সত্ত্বেও, তাঁর সুন্দরী পত্নীর রূপের শিকার হয়েছিলেন। এই প্রশ্নগুলি মহারাজ পরীক্ষিৎ অত্যন্ত সংক্ষেপে করেছিলেন এবং তাই শুকদেব গোস্বামী তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৩

শ্রীশুক উবাচ

হতপুত্রা দিতিঃ শক্রপার্ষ্ণিগ্রাহেণ বিষ্ণুনা ।
মন্যুনা শোকদীপ্তেন জ্বলন্তী পর্যচিন্তয়ৎ ॥ ২৩ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **হত-পুত্রা**—যাঁর পুত্রদের হত্যা করা হয়েছে; **দিতিঃ**—দিতি; **শক্র-পার্ষ্ণি-গ্রাহেণ**—যিনি ইন্দ্রকে সাহায্য করছিলেন; **বিষ্ণুনা**—শ্রীবিষ্ণুর দ্বারা; **মন্যুনা**—ক্রোধান্বিতা হয়ে; **শোক-দীপ্তেন**—শোকের দ্বারা উদ্দীপ্ত; **জ্বলন্তী**—প্রজ্বলিত; **পর্যচিন্তয়ৎ**—চিন্তা করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—ইন্দ্রকে সাহায্য করার জন্যই ভগবান শ্রীবিষ্ণু হিরণ্যাক্ষ এবং হিরণ্যকশিপু নামক দুই ভ্রাতাকে হত্যা করেছিলেন। তাদের মৃত্যুতে তাদের মাতা দিতি শোকপ্রদীপ্ত ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন।

শ্লোক ২৪

কদা নু ভ্রাতৃহন্তারমিন্দ্রিয়ারামমুল্বণম্ ।
অক্লিন্নহৃদয়ং পাপং ঘাতয়িত্বা শয়ে সুখম্ ॥ ২৪ ॥

কদা—কখন; **নু**—বস্তুতপক্ষে; **ভ্রাতৃ-হন্তারম্**—ভ্রাতৃঘাতক; **ইন্দ্রিয়-আরামম্**—ইন্দ্রিয়-সুখের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত; **উল্বণম্**—নিষ্ঠুর; **অক্লিন্ন-হৃদয়ম্**—কঠিন হৃদয়; **পাপম্**—পাপী; **ঘাতয়িত্বা**—হত্যা করিয়ে; **শয়ে**—নিদ্রা যাব; **সুখম্**—সুখে।

অনুবাদ

ইন্দ্রিয়সুখ-পরায়ণ ইন্দ্র তাঁর দুই ভাই হিরণ্যাক্ষ এবং হিরণ্যকশিপুকে বিষ্ণুর দ্বারা বধ করিয়েছে। অতএব ইন্দ্র অত্যন্ত নিষ্ঠুর, কঠিন হৃদয় এবং পাপিষ্ঠ। কবে আমি তাকে হত্যা করে সুখে নিদ্রা যাব?

শ্লোক ২৫

কৃমিবিড়্ভস্মসংজ্ঞাসীদ্‌যস্যেশাভিহিতস্য চ ।
ভূতধ্রুক্ তৎকৃতে স্বার্থং কিং বেদ নিরয়ো যতঃ ॥ ২৫ ॥

কৃমি—কৃমি; **বিট্**—বিষ্ঠা; **ভস্ম**—ভস্ম; **সংজ্ঞা**—নাম; **আসীৎ**—হয়েছিল; **যস্য**—যার (দেহের); **ঈশ-অভিহিতস্য**—রাজা নামে অভিহিত হওয়া সত্ত্বেও; **চ**—ও; **ভূত-ধ্রুক্**—যে অন্যদের ক্ষতি করে; **তৎ-কৃতে**—সেই জন্য; **স্ব-অর্থম্**—তার ব্যক্তিগত স্বার্থ; **কিম্ বেদ**—সে কি জানে; **নিরয়ঃ**—নরক-যন্ত্রণা; **যতঃ**—যার থেকে।

অনুবাদ

রাজা বা অধীশ্বর নামে খ্যাত ব্যক্তিদের দেহ মৃত্যুর পর কৃমি, বিষ্ঠা অথবা ভস্মে পরিণত হবে। সেই দেহ রক্ষার জন্য কেউ যদি হিংসা-পরায়ণ হয়ে অন্যদের হত্যা করে, সে কি জীবনের প্রকৃত স্বার্থ সম্বন্ধে অবগত? অবশ্যই নয়, কারণ জীব-হিংসার ফলে তাকে নিশ্চিতভাবে নরকে যেতে হবে।

তাৎপর্য

জড় দেহ, এমন কি মহান রাজাদের দেহও চরমে বিষ্ঠা, কৃমি বা ভস্মে পরিণত হয়। কেউ যখন দেহাত্ম-বুদ্ধির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়, সে নিশ্চয় যথেষ্ট বুদ্ধিমান নয়।

শ্লোক ২৬

আশাসানস্য তস্যেদং ধ্রুবমুন্নদ্ধচেতসঃ ।
মদশোষক ইন্দ্রস্য ভূয়াদ্ যেন সুতো হি মে ॥ ২৬ ॥

আশাসানস্য—চিন্তা করে; **তস্য**—তার; **ইদম্**—এই (শরীর); **ধ্রুবম্**—নিত্য; **উন্নদ্ধ-চেতসঃ**—যার মন বশীভূত নয়; **মদ-শোষক**—যে মদমত্ততা দূর করতে পারে;

ইন্দ্রস্য—ইন্দ্রের; **ভূয়াৎ**—হতে পারে; **যেন**—যার দ্বারা; **সুতঃ**—পুত্র; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **মে**—আমার।

অনুবাদ

দিতি চিন্তা করেছিলেন—ইন্দ্র মনে করে যে তার শরীর নিত্য, এবং তার ফলে সে উচ্ছৃঙ্খল হয়েছে। তাই আমি এমন এক পুত্র কামনা করি যে ইন্দ্রের মদমত্ততা দূর করবে। সেই জন্য আমাকে কোন উপায় স্থির করতে হবে।

তাৎপর্য

যারা দেহে আত্মবুদ্ধি করে, তাদের শাস্ত্রে গরু এবং গাধার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই প্রকার নিকৃষ্ট স্তরের পশুর মতো চেতনা সমন্বিত ইন্দ্রকে দিতি দণ্ডদান করতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ২৭-২৮

ইতি ভাবেন সা ভর্তুরাচচারাসকৃৎ প্রিয়ম্ ।
শুশ্রূষয়ানুরাগেণ প্রশ্রয়েণ দমেন চ ॥ ২৭ ॥
ভক্ত্যা পরময়া রাজন্ মনোজ্ঞৈর্বল্গুভাষিতৈঃ ।
মনো জগ্রাহ ভাবজ্ঞা সস্মিতাপাঙ্গবীক্ষণৈঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি—এই প্রকার; **ভাবেন**—অভিপ্রায় সহকারে; **সা**—তিনি; **ভর্তুঃ**—পতির; **আচচার**—অনুষ্ঠান করেছিলেন; **অসকৃৎ**—নিরন্তর; **প্রিয়ম্**—প্রিয় কার্য; **শুশ্রূষয়া**—সেবার দ্বারা; **অনুরাগেণ**—প্রেম সহকারে; **প্রশ্রয়েণ**—বিনম্রতা সহকারে; **দমেন**—আত্ম-সংযম সহকারে; **চ**—ও; **ভক্ত্যা**—ভক্তি সহকারে; **পরময়া**—মহান; **রাজন্**—হে রাজন্; **মনোজ্ঞৈঃ**—মনোহর; **বল্গুভাষিতৈঃ**—মধুর বাক্যের দ্বারা; **মনঃ**—তাঁর মন; **জগ্রাহ**—তাঁর বশীভূত করেছিলেন; **ভাবজ্ঞা**—তাঁর প্রকৃতি জেনে; **সস্মিত**—হাস্যযুক্ত; **অপাঙ্গ-বীক্ষণৈঃ**—কটাক্ষের দ্বারা।

অনুবাদ

এই ভেবে (ইন্দ্রহন্তা পুত্র কামনা করে), দিতি নিরন্তর তাঁর মনোহর আচরণের দ্বারা কশ্যপের প্রসন্নতা বিধান করতে লাগলেন। হে রাজন্, দিতি সর্বদা কশ্যপের সমস্ত বাসনা অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে পূর্ণ করতে লাগলেন। তাঁর সেবা, প্রেম,

বিনয়, আত্মসংযম, মৃদুহাস্য এবং মনোমুগ্ধকর দৃষ্টিপাতের দ্বারা তাঁর পতির মন আকৃষ্ট করে তাঁকে তাঁর বশীভূত করেছিলেন।

তাৎপর্য

যখন কোন স্ত্রী তাঁর পতির প্রিয় হতে চান, তখন তাঁকে নিষ্ঠা সহকারে তাঁর আদেশ পালন করতে হয় এবং সর্বতোভাবে তাঁর প্রসন্নতা বিধানের চেষ্টা করতে হয়। পতি যখন পত্নীর প্রতি প্রসন্ন হন, তখন পত্নী তাঁর কাছ থেকে অলঙ্কার আদি সমস্ত আবশ্যকতাগুলি প্রাপ্ত হতে পারেন এবং সর্বতোভাবে ইন্দ্রিয়-সুখ প্রাপ্ত হতে পারেন। এখানে দিতির আচরণে তা সূচিত হয়।

শ্লোক ২৯

এবং স্ত্রিয়া জড়ীভূতো বিদ্বানপি মনোজ্ঞয়া ।
বাঢ়মিত্যাহ বিবশো ন তচ্চিত্রং হি যোষিতি ॥ ২৯ ॥

এবম্—এইভাবে; **স্ত্রিয়া**—স্ত্রীর দ্বারা; **জড়ীভূতঃ**—মোহিত হয়ে; **বিদ্বান্**—অত্যন্ত জ্ঞানবান; **অপি**—যদিও; **মনোজ্ঞয়া**—অত্যন্ত দক্ষ; **বাঢ়ম্**—হ্যাঁ; **ইতি**—এই প্রকার; **আহ**—বলেছিলেন; **বিবশঃ**—তার নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে; **ন**—না; **তৎ**—তা; **চিত্রম্**—আশ্চর্যজনক; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **যোষিতি**—স্ত্রীলোকের ব্যাপারে।

অনুবাদ

কশ্যপ যদিও ছিলেন অত্যন্ত বিদ্বান, তবু তিনি কপটাচার-নিপুণা স্ত্রীর শুশ্রূষায় মোহিত হয়ে তাঁর বশীভূত হয়েছিলেন। তাই তিনি তাঁর পত্নীকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তাঁর মনোবাঞ্ছা তিনি পূর্ণ করবেন। দিতির প্রতি তাঁর এই উক্তি কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নয়।

শ্লোক ৩০

বিলোক্যৈকান্তভূতানি ভূতান্যাদৌ প্রজাপতিঃ ।
স্ত্রিয়ং চক্রে স্বদেহার্ধং যয়া পুংসাং মতির্হৃতা ॥ ৩০ ॥

বিলোক্য—দর্শন করে; **একান্ত-ভূতানি**—বিরক্ত; **ভূতানি**—জীবেরা; **আদৌ**—প্রারম্ভে; **প্রজাপতিঃ**—ব্রহ্মা; **স্ত্রিয়ম্**—স্ত্রী; **চক্রে**—সৃষ্টি করেছিলেন; **স্ব-দেহ**—তার দেহের; **অর্ধম্**—অর্ধ; **যয়া**—যার দ্বারা; **পুংসাম্**—পুরুষদের; **মতিঃ**—মন; **হৃতা**—অপহৃত হয়।

অনুবাদ

সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজাপতি ব্রহ্মা দেখেছিলেন যে, সমস্ত জীবেরা অনাসক্ত। তাই প্রজাবৃদ্ধির জন্য তিনি পুরুষের দেহের অর্ধাঙ্গ দিয়ে স্ত্রী সৃষ্টি করেছিলেন। সেই স্ত্রীদের দ্বারাই পুরুষের চিত্ত অপহৃত হয়।

তাৎপর্য

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড মৈথুন আসক্তির দ্বারা মোহিত, যা ব্রহ্মা প্রজাবৃদ্ধির জন্য, কেবল মনুষ্য সমাজেই নয়, অন্য সমস্ত যোনিতেও সৃষ্টি করেছিলেন। পঞ্চম স্কন্ধে ঋষভদেব সেই সম্বন্ধে বলেছেন, *পুংসঃ স্ত্রিয়া মিথুনীভাবমেতম্*—সমগ্র জগৎ পুরুষ এবং স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি মৈথুন আসক্তির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। পুরুষ এবং স্ত্রীর মিলনের ফলে এই আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল হয় এবং তার ফলে মানুষ সংসার-বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে। এটিই জড় জগতের মোহ। কশ্যপ মুনি অত্যন্ত বিদ্বান এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানে উন্নত হওয়া সত্ত্বেও এই মায়ার দ্বারা মোহিত হয়েছিলেন। *মনুসংহিতা* (২/২১৫) এবং *শ্রীমদ্ভাগবত* (৯/১৯/১৭) উভয় শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে—

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥

"কোন নির্জন স্থানে স্ত্রীলোকের সঙ্গে মেলামেশা করা উচিত নয়, এমন কি নিজের মা, ভগিনী অথবা কন্যার সঙ্গেও নয়, কারণ ইন্দ্রিয়গুলি এতই বলবান যে, মহাজ্ঞানী ব্যক্তিদেরও ভ্রষ্ট করতে পারে।" কোন পুরুষ যখন নির্জন স্থানে কোন স্ত্রীর সঙ্গে থাকে, তখন নিঃসন্দেহে তার কামবাসনা বর্ধিত হয়। তাই *একান্ত-ভূতানি* শব্দটি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে কামবাসনা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য যতদূর সম্ভব স্ত্রীসঙ্গ বর্জন করা উচিত। কামবাসনা এতই প্রবল যে, যদি মানুষ নির্জন স্থানে কোন স্ত্রীর সঙ্গে থাকে, এমন কি তার মা, ভগ্নী বা কন্যাও যদি হয়, তা হলেও সে কামবাসনার দ্বারা অভিভূত হবে।

শ্লোক ৩১

এবং শুশ্রূষিতস্তাত ভগবান্ কশ্যপঃ স্ত্রিয়া ।
প্রহস্য পরমপ্রীতো দিতিমাহাভিনন্দ্য চ ॥ ৩১ ॥

এবম্—এইভাবে; **শুশ্রূষিতঃ**—সেবিত হয়ে; **তাত**—হে প্রিয়; **ভগবান্**—শক্তিমান; **কশ্যপঃ**—কশ্যপ; **স্ত্রিয়া**—স্ত্রীর দ্বারা; **প্রহস্য**—হেসে; **পরম-প্রীতঃ**—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **দিতিম্**—দিতির প্রতি; **আহ**—বলেছিলেন; **অভিনন্দ্য**—স্বীকৃতি দিয়ে; **চ**—ও।

অনুবাদ

হে প্রিয়, অত্যন্ত শক্তিশালী ঋষি কশ্যপ তাঁর পত্নী দিতির মধুর আচরণে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে মৃদু হেসে বলেছিলেন।

শ্লোক ৩২

শ্রীকশ্যপ উবাচ

বরং বরয় বামোরু প্রীতস্তেঽহমনিন্দিতে ।
স্ত্রিয়া ভর্তরি সুপ্রীতে কঃ কাম ইহ চাগমঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রী-কশ্যপঃ উবাচ—কশ্যপ মুনি বলছিলেন; **বরম্**—বর; **বরয়**—প্রার্থনা কর; **বামোরু**—হে সুন্দরী; **প্রীতঃ**—প্রসন্ন; **তে**—তোমার প্রতি; **অহম্**—আমি; **অনিন্দিতে**—হে অনিন্দনীয়া; **স্ত্রিয়াঃ**—স্ত্রীর জন্য; **ভর্তরি**—পতি যখন; **সুপ্রীতে**—প্রসন্ন হন; **কঃ**—কি; **কামঃ**—বাসনা; **ইহ**—এখানে; **চ**—এবং; **অগমঃ**—দুর্লভ।

অনুবাদ

কশ্যপ মুনি বললেন—হে সুন্দরী, হে অনিন্দিতে, আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি, অতএব তুমি যে কোন বর প্রার্থনা করতে পার। পতি যদি প্রসন্ন হন, তা হলে স্ত্রীর ইহকালে অথবা পরকালে কোন্ কামনা দুর্লভ হতে পারে?

শ্লোক ৩৩-৩৪

পতিরেব হি নারীণাং দৈবতং পরমং স্মৃতম্ ।
মানসঃ সর্বভূতানাং বাসুদেবঃ শ্রিয়ঃ পতিঃ ॥ ৩৩ ॥
স এব দেবতালিঙ্গৈর্নামরূপবিকল্পিতৈঃ ।
ইজ্যতে ভগবান্ পুম্ভিঃ স্ত্রীভিশ্চ পতিরূপধৃক্ ॥ ৩৪ ॥

পতিঃ—পতি; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **নারীণাম্**—স্ত্রীদের; **দৈবতম্**—দেবতা; **পরমম্**—পরম; **স্মৃতম্**—মনে করা হয়; **মানসঃ**—হৃদয়স্থিত; **সর্ব-ভূতানাম্**—সমস্ত জীবদের; **বাসুদেবঃ**—বাসুদেব; **শ্রিয়ঃ**—লক্ষ্মীদেবীর; **পতিঃ**—পতি; **সঃ**—তিনি; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **দেবতালিঙ্গৈঃ**—দেবমূর্তিতে; **নাম**—নাম; **রূপ**—রূপ; **বিকল্পিতৈঃ**—কল্পিত; **ইজ্যতে**—পূজিত হন; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **পুম্ভিঃ**—মানুষদের দ্বারা; **স্ত্রীভিঃ**—স্ত্রীদের দ্বারা; **চ**—ও; **পতি-রূপ-ধৃক্**—পতিরূপে।

অনুবাদ

নারীদের পতিই পরম দেবতা। লক্ষ্মীপতি ভগবান বাসুদেব যেমন সকলের অন্তঃকরণে অবস্থান করে ভিন্ন ভিন্ন নাম এবং রূপের দ্বারা বিভিন্ন দেবমূর্তিতে কর্মীদের পূজার পাত্র হন, তেমনই, সেই ভগবানই পতিরূপে স্ত্রীদের পূজার বিষয় হন।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় (৯/২৩) ভগবান বলেছেন—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥

"হে কৌন্তেয়, যাঁরা ভক্তিপূর্বক অন্য দেবতাদের পূজা করেন, তাঁরাও অবিধিপূর্বক আমারই পূজা করেন।" দেবতারা ভগবানের বিভিন্ন সহকারী, যাঁরা তাঁর হাত এবং পায়ের মতো কার্য করে। যাদের ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্ক নেই এবং যারা তাঁর পরম পদ বুঝতে পারে না, তাদের কখনও কখনও ভগবানের অঙ্গস্বরূপ দেবতাদের পূজা করার উপদেশ দেওয়া হয়। স্ত্রীলোকেরা, যাঁরা সাধারণত পতির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হন, যদি বাসুদেবের প্রতিনিধিরূপে পতির পূজা করেন, তা হলে তাঁরা লাভবান হন, ঠিক যেভাবে অজামিল তাঁর পুত্র নারায়ণের নাম ধরে ডাকার ফলে লাভবান হয়েছিলেন। অজামিল তাঁর পুত্রের প্রতি আসক্ত ছিলেন, কিন্তু সেই নারায়ণ নামের প্রতি আসক্তির ফলে, তিনি সেই নাম উচ্চারণের প্রভাবে মুক্তিলাভ করেছিলেন। ভারতবর্ষে পতিকে এখনও পতিগুরু বলা হয়। পতি এবং পত্নী যদি কৃষ্ণভক্তিতে উন্নতি লাভের জন্য পরস্পরের প্রতি আসক্ত হন, তা হলে তাঁদের সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক তাঁদের এই উন্নতির জন্য অত্যন্ত অনুকূল হয়। যদিও ইন্দ্র, অগ্নি আদি নাম কখনও কখনও বৈদিক মন্ত্রে উচ্চারিত হয় (*ইন্দ্রায়*

স্বাহা, অগ্নয়ে স্বাহা), কিন্তু বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধান করা। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত থাকে, ততক্ষণ দেবতাদের অথবা পতির পূজা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ৩৫

তস্মাৎ পতিব্রতা নার্যঃ শ্রেয়স্কামাঃ সুমধ্যমে ।
যজন্তেঽনন্যভাবেন পতিমাত্মানমীশ্বরম্ ॥ ৩৫ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **পতিব্রতাঃ**—পতিপরায়ণা; **নার্যঃ**—নারী; **শ্রেয়ঃ-কামাঃ**—বিবেকবতী; **সু-মধ্যমে**—হে সুমধ্যমে; **যজন্তে**—পূজা করে; **অনন্যভাবেন**—ভক্তিপূর্বক; **পতিম্**—পতিকে; **আত্মানম্**—পরমাত্মা; **ঈশ্বরম্**—ভগবানের প্রতিনিধি।

অনুবাদ

হে সুমধ্যমে, বিবেকবতী পত্নীর কর্তব্য পতিব্রতা হয়ে পতির আদেশ পালন করা। পতিকে বাসুদেবের প্রতিনিধিরূপে জেনে, পরম ভক্তি সহকারে পতির পূজা করাই স্ত্রীর কর্তব্য।

শ্লোক ৩৬

সোঽহং ত্বয়ার্চিতো ভদ্রে ঈদৃগ্‌ভাবেন ভক্তিতঃ ।
তং তে সম্পাদয়ে কামমসতীনাং সুদুর্লভম্ ॥ ৩৬ ॥

সঃ—সেই প্রকার ব্যক্তি; **অহম্**—আমি; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **অর্চিতঃ**—পূজিত; **ভদ্রে**—হে কল্যাণী; **ঈদৃক্-ভাবেন**—এইভাবে; **ভক্তিতঃ**—ভক্তি সহকারে; **তম্**—তা; **তে**—তোমার; **সম্পাদয়ে**—পূর্ণ করব; **কামম্**—বাসনা; **অসতীনাম্**—অসতীদের; **সুদুর্লভম্**—অত্যন্ত দুর্লভ।

অনুবাদ

হে ভদ্রে, যেহেতু তুমি আমাকে ভগবানের প্রতিনিধি বলে মনে করে পরম ভক্তি সহকারে পূজা করেছ, তাই আমি তোমার বাসনা পূর্ণ করে তোমাকে পুরস্কৃত করব, যা অসতী পত্নীদের পক্ষে দুর্লভ।

শ্লোক ৩৭

দিতিরুবাচ

বরদো যদি মে ব্রহ্মন্ পুত্রমিন্দ্রহণং বৃণে ।
অমৃত্যুং মৃতপুত্রাহং যেন মে ঘাতিতৌ সুতৌ ॥ ৩৭ ॥

দিতিঃ উবাচ—দিতি বললেন; **বর-দঃ**—বর প্রদানকারী; **যদি**—যদি; **মে**—আমাকে; **ব্রহ্মন্**—হে মহাত্মা; **পুত্রম্**—পুত্র; **ইন্দ্র-হণম্**—যে ইন্দ্রকে বধ করতে পারবে; **বৃণে**—আমি প্রার্থনা করি; **অমৃত্যুম্**—অমর; **মৃতপুত্রা**—যার পুত্রেরা মারা গেছে; **অহম্**—আমি; **যেন**—যার দ্বারা; **মে**—আমার; **ঘাতিতৌ**—হত্যা করা হয়েছে; **সুতৌ**—দুই পুত্র।

অনুবাদ

দিতি উত্তর দিলেন—হে মহাত্মা পতিদেব, আমি আমার পুত্রদের হারিয়েছি। আপনি যদি আমাকে বর দিতে চান, তা হলে এক অমর পুত্র প্রার্থনা করি, যে ইন্দ্রকে হত্যা করতে পারবে। কারণ বিষ্ণুর সাহায্যে ইন্দ্র আমার দুই পুত্র হিরণ্যাক্ষ এবং হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করেছে।

তাৎপর্য

ইন্দ্রহণম্ শব্দটির অর্থ 'যে ইন্দ্রকে হত্যা করতে পারে' কিন্তু তার আর একটি অর্থ হতে পারে 'যে ইন্দ্রকে অনুসরণ করে'। *অমৃত্যুম্* শব্দটি দেবতাদের বোঝায়, যাঁদের আয়ু অত্যন্ত দীর্ঘ হওয়ার ফলে সাধারণ মানুষের মতো মৃত্যু হয় না। যেমন ব্রহ্মার আয়ু বর্ণনা করে *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে—*সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ*। ব্রহ্মার একদিন বা বারো ঘণ্টায় এক হাজার চতুর্যুগ বা ১০০০×৪৩,২০,০০০ বছর। এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে, ব্রহ্মার আয়ু সাধারণ মানুষের কল্পনার অতীত। দেবতাদের তাই বলা হয় অমর অর্থাৎ মৃত্যু হয় না। এই জড় জগতে কিন্তু সকলকেই মরতে হয়। তাই *অমৃত্যুম্* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, দিতি দেবতাদের সমতুল্য একটি পুত্র চেয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৮

নিশম্য তদ্বচো বিপ্রো বিমনাঃ পর্যতপ্যত ।
অহো অধর্মঃ সুমহানদ্য মে সমুপস্থিতঃ ॥ ৩৮ ॥

নিশম্য—শ্রবণ করে; **তৎ-বচঃ**—তার কথা; **বিপ্রঃ**—ব্রাহ্মণ; **বিমনাঃ**—বিষণ্ণ হয়েছিলেন; **পর্যতপ্যত**—অনুতাপ করেছিলেন; **অহো**—হায়; **অধর্মঃ**—অধর্ম; **সুমহান্**—অত্যন্ত মহান; **অদ্য**—আজ; **মে**—আমার; **সমুপস্থিতঃ**—উপস্থিত হয়েছে।

অনুবাদ

দিতির অনুরোধ শুনে কশ্যপ মুনি অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে অনুতাপ করেছিলেন, "আহা, আজ আমার ইন্দ্রহত্যারূপ মহা অধর্ম উপস্থিত হয়েছে।"

তাৎপর্য

কশ্যপ মুনি তাঁর পত্নী দিতির ইচ্ছা পূর্ণ করতে যদিও আগ্রহী ছিলেন, তবু তিনি যখন শুনলেন যে সে ইন্দ্রহন্তা পুত্র চায়, তখন তাঁর সমস্ত আনন্দ দূর হয়ে গিয়েছিল, কারণ তিনি দিতির সেই বাসনার বিরোধী ছিলেন।

শ্লোক ৩৯

অহো অর্থেন্দ্রিয়ারামো যোষিন্ময্যেহ মায়য়া ।
গৃহীতচেতাঃ কৃপণঃ পতিষ্যে নরকে ধ্রুবম্ ॥ ৩৯ ॥

অহো—হায়; **অর্থ-ইন্দ্রিয়-আরামঃ**—জড় সুখের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত; **যোষিৎ-ময্যা**—স্ত্রীরূপে; **ইহ**—এখানে; **মায়য়া**—মায়ার দ্বারা; **গৃহীত-চেতাঃ**—আমার মন মোহিত হয়েছে; **কৃপণঃ**—হতভাগ্য; **পতিষ্যে**—আমি পতিত হব; **নরকে**—নরকে; **ধ্রুবম্**—নিশ্চিতভাবে।

অনুবাদ

কশ্যপ মুনি ভাবলেন—হায়, আমি এখন জড় সুখের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়েছি। তাই আমার মন স্ত্রীরূপিনী ভগবানের মায়ার দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছে। হতভাগ্য আমি নিশ্চয় নরকে পতিত হব।

শ্লোক ৪০

কোঽতিক্রমোঽনুবর্তন্ত্যাঃ স্বভাবমিহ যোষিতঃ ।
ধিঙ্ মাং বতাবুধং স্বার্থে যদহং ত্বজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৪০ ॥

কঃ—কি; **অতিক্রমঃ**—অপরাধ; **অনুবর্তন্ত্যাঃ**—অনুসরণ করে; **স্বভাবম্**—তার প্রকৃতি; **ইহ**—এখানে; **যোষিতঃ**—রমণীর; **ধিক্**—ধিক্কার; **মাম্**—আমাকে; **বত**—হায়; **অবুধম্**—অনভিজ্ঞ; **স্বার্থে**—আমার হিত সাধনে; **যৎ**—যেহেতু; **অহম্**—আমি; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **অজিত-ইন্দ্রিয়ঃ**—আমার ইন্দ্রিয়-সংযমে অক্ষম।

অনুবাদ

আমার এই পত্নী তার স্বভাব অনুসারেই উপায় উদ্ভাবন করেছে, এবং তাই তাকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু আমি পুরুষ। তাই আমাকেই ধিক্! যেহেতু আমি অজিতেন্দ্রিয়, তাই আমার প্রকৃত হিত সম্বন্ধে আমি অনভিজ্ঞ।

তাৎপর্য

স্ত্রীর সহজাত প্রবৃত্তি হচ্ছে জড় জগৎকে ভোগ করা। সে তার পতির জিহ্বা, উদর এবং উপস্থের তুষ্টি সাধন করে জড় সুখভোগে প্রবৃত্ত করায়। নারী সুস্বাদু আহার্য রন্ধনে অত্যন্ত নিপুণ হয়, যাতে তারা অনায়াসে তাদের পতিকে সুস্বাদু আহার্য ভোজন করানোর দ্বারা প্রসন্ন করতে পারে। কেউ যখন সুস্বাদু খাদ্য আহার করে, তখন তার উদর তৃপ্ত হয়, এবং উদর তৃপ্ত হলে উপস্থ অত্যন্ত প্রবল হয়। বিশেষ করে মানুষ যখন মাংস আহার, সুরাপান ইত্যাদি রাজসিক দ্রব্য সেবনে অভ্যস্ত হয়, তখন সে নিশ্চিতভাবে মৈথুন-পরায়ণ হয়। মানুষের বোঝা উচিত যে, মৈথুনের প্রবণতা আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য নয়, নরকে অধঃপতিত হওয়ার জন্য। তাই কশ্যপ মুনি তাঁর অবস্থা বিবেচনা করে অনুতাপ করেছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যায়, পতি যদি উপযুক্ত শিক্ষা না পায় এবং পত্নীর যদি পতির অনুগামিনী হওয়ার শিক্ষা না থাকে, তা হলে গৃহস্থ-আশ্রম অবলম্বন করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। পতিকে জীবনের শুরু থেকেই সেই শিক্ষা লাভ করা কর্তব্য। *কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্মান্ ভাগবতানিহ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৬/১)। ব্রহ্মচর্য জীবনে বা শিক্ষার্থী অবস্থায় ভাগবত-ধর্ম শিক্ষা লাভ করা উচিত। তার পর যখন তিনি বিবাহ করেন, তখন তাঁর পত্নী যদি তাঁকে অনুসরণ করেন, তা হলে পতি-পত্নীর সেই সম্পর্ক অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় হয়। কিন্তু আধ্যাত্মিক চেতনা ব্যতীত ইন্দ্রিয়-সুখের জন্য যে পতি-পত্নী সম্পর্ক, তা মোটেই মঙ্গলজনক নয়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১২/২/৩) বিশেষ করে এই কলিযুগে পতি-পত্নীর সম্পর্কের বর্ণনা করে বলা হয়েছে, *দাম্পত্যেঽভিরুচির্হেতুঃ*—পতি-পত্নীর সম্পর্ক কেবল মৈথুন ক্ষমতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তাই এই কলিযুগে পতি-পত্নী যদি কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন না করে, তা হলে গার্হস্থ্য-জীবন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর।

শ্লোক ৪১

শরৎপদ্মোৎসবং বক্ত্রং বচশ্চ শ্রবণামৃতম্ ।
হৃদয়ং ক্ষুরধারাভং স্ত্রীণাং কো বেদ চেষ্টিতম্ ॥ ৪১ ॥

শরৎ—শরৎকালীন; **পদ্ম**—পদ্মফুল; **উৎসবম্**—বিকশিত; **বক্ত্রম্**—মুখ; **বচঃ**—বাণী; **চ**—এবং; **শ্রবণ**—কর্ণের; **অমৃতম্**—প্রীতিদায়ক; **হৃদয়ম্**—হৃদয়; **ক্ষুর-ধারা**—ক্ষুরের ধারা; **আভম্**—সদৃশ; **স্ত্রীণাম্**—স্ত্রীদের; **কঃ**—কে; **বেদ**—জানে; **চেষ্টিতম্**—আচরণ।

অনুবাদ

স্ত্রীলোকের মুখ শরৎকালের প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো সুন্দর, তাদের বাণী অত্যন্ত মধুর এবং তা কর্ণকে আনন্দ প্রদান করে, কিন্তু তাদের হৃদয় ক্ষুরধারার মতো তীক্ষ্ণ, অতএব তাদের আচরণ কে বুঝতে পারে?

তাৎপর্য

কশ্যপ মুনি জাগতিক দৃষ্টিতে নারীর এক অত্যন্ত সুন্দর চিত্র অঙ্কন করেছেন। রমণীরা সাধারণত তাদের সৌন্দর্যের জন্য প্রসিদ্ধ, বিশেষ করে যৌবনে, ষোল অথবা সতের বছর বয়সে তারা পুরুষদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়। তাই নারীর মুখকে শরৎকালের বিকশিত পদ্মের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। শরৎকালে পদ্ম যেমন অত্যন্ত সুন্দর, তেমনই নবযৌবনে নারী অত্যন্ত আকর্ষণীয়। সংস্কৃত ভাষায় নারীর কণ্ঠস্বরকে বলা হয় *নারী-স্বর*, কারণ নারীরা সাধারণত গান করে, এবং বিশেষ করে তারা যখন গান গায় তখন তা অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। বর্তমান সময়ে চিত্রতারকাদের, বিশেষ করে সংগীতশিল্পীদের অত্যন্ত জনপ্রিয়তা দেখা যায়। তাদের অনেকেই কেবল গান গেয়ে বহু টাকা রোজগার করে। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়েছেন যে, স্ত্রীলোকের কণ্ঠে সংগীত অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, কারণ তার ফলে সন্ন্যাসীরা তাদের শিকার হতে পারে। সন্ন্যাসের অর্থ হচ্ছে স্ত্রীসঙ্গ বর্জন করা, কিন্তু সন্ন্যাসী যদি স্ত্রীলোকের কণ্ঠ শ্রবণ করে এবং স্ত্রীলোকের সুন্দর মুখমণ্ডল দর্শন করে, তা হলে সে অবশ্যই তাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং তখন তার পতন অবশ্যম্ভাবী। তার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। মহান ঋষি বিশ্বামিত্র পর্যন্ত মেনকার শিকার হয়েছিল। তাই যাঁরা আধ্যাত্মিক মার্গে উন্নতি সাধন করতে চান, তাঁদের স্ত্রীমুখ দর্শন না করার এবং স্ত্রীর কণ্ঠ শ্রবণ না করার ব্যাপারে বিশেষভাবে

সাবধান থাকা উচিত। স্ত্রীর মুখ দর্শন করে তার সৌন্দর্যের প্রশংসা করা অথবা স্ত্রীর কণ্ঠ শ্রবণ করে তার সংগীতের প্রশংসা করা ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসীর পক্ষে সূক্ষ্মস্তরের অধঃপতন। তাই কশ্যপ মুনির দ্বারা স্ত্রীর এই বর্ণনা অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ।

যদি নারীর শরীর আকর্ষণীয় হয়, মুখমণ্ডল সুন্দর হয় এবং কণ্ঠস্বর মধুর হয়, তা হলে সে পুরুষের পক্ষে স্বাভাবিকভাবে একটি ফাঁদের মতো। শাস্ত্রে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, এই ধরনের কোন নারী যখন পুরুষের সেবা করতে আসে, তখন তাকে তৃণাচ্ছাদিত একটি অন্ধকূপ বলে বিবেচনা করা উচিত। মাঠে এই ধরনের অনেক কূপ আছে, এবং যে মানুষ তা জানে না, সে ঘাসের মধ্যে দিয়ে সেই কূপে পতিত হয়। তার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেহেতু জড় জগতের আকর্ষণ নারীর প্রতি আকর্ষণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তাই কশ্যপ মুনি বিচার করেছেন, "সুতরাং নারীর হৃদয় কে বুঝতে পারে?" চাণক্য পণ্ডিতও উপদেশ দিয়েছেন, *বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ*—"দুইধরনের মানুষকে কখনও বিশ্বাস করা উচিত নয়। রাজনীতিবিদ এবং নারী।" এগুলি শাস্ত্রের প্রামাণিক উপদেশ। তাই নারীদের সঙ্গে লেনদেন করার সময় অত্যন্ত সাবধান থাকা উচিত।

কখনও কখনও আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে স্ত্রী এবং পুরুষদের মেলামেশা রয়েছে বলে সমালোচনা করা হয়। কিন্তু কৃষ্ণভক্তি তো সকলেরই জন্য। তা সে পুরুষ হোক অথবা স্ত্রী-ই হোক তাতে কিছু যায় আসে না। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন, *স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্*—স্ত্রী, শূদ্র অথবা বৈশ্য, যে কেউ সদ্‌গুরু এবং শাস্ত্রের নির্দেশ নিষ্ঠা সহকারে অনুসরণ করার মাধ্যমে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন, সুতরাং ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দের আর কি কথা। তাই আমরা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সমস্ত সদস্যদের অনুরোধ করি, তাঁরা যেন দেহের সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হন। তা হলেই সব কিছু ঠিক থাকবে। তা না হলে বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে।

শ্লোক ৪২

ন হি কশ্চিৎ প্রিয়ঃ স্ত্রীণামঞ্জসা স্বাশিষাত্মনাম্ ।
পতিং পুত্রং ভ্রাতরং বা ঘ্নন্ত্যর্থে ঘাতয়ন্তি চ ॥ ৪২ ॥

ন—না; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **কশ্চিৎ**—কেউ; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়; **স্ত্রীণাম্**—স্ত্রীদের; **অঞ্জসা**—প্রকৃতপক্ষে; **স্ব-আশিষা**—তাদের নিজেদের স্বার্থে; **আত্মনাম্**—সর্বাধিক

প্রিয়; **পতিম্**—পতি; **পুত্রম্**—পুত্র; **ভ্রাতরম্**—ভ্রাতা; **বা**—অথবা; **ঘ্নন্তি**—হত্যা করে; **অর্থে**—তাদের নিজেদের স্বার্থে; **ঘাতয়ন্তি**—হত্যা করায়; **চ**—ও।

অনুবাদ

স্ত্রীলোকেরা তাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য পুরুষদের সঙ্গে এমনভাবে আচরণ করে যে, পুরুষেরা যেন তাদের সব চাইতে প্রিয়, কিন্তু কেউই তাদের প্রিয় নয়। মনে হয় যেন স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত সাধু প্রকৃতির, কিন্তু তাদের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য তারা তাদের পতি, পুত্র অথবা ভ্রাতাকে পর্যন্ত হত্যা করতে পারে অথবা অন্যদের দিয়ে হত্যা করাতে পারে।

তাৎপর্য

কশ্যপ মুনি খুব ভালভাবে স্ত্রীচরিত্র অধ্যয়ন করেছেন। স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতই স্বার্থপর, তাই তাদের খুব ভালভাবে রক্ষা করা উচিত যাতে তাদের সেই স্বাভাবিক প্রবণতা প্রকাশিত না হতে পারে। স্ত্রীদের পুরুষদের দ্বারা সুরক্ষার প্রয়োজন। কুমারী অবস্থায় তাদের পিতার তত্ত্বাবধানে, যৌবনে পতির এবং বার্ধক্যে প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের তত্ত্বাবধানে থাকা উচিত। সেটিই মনুর নির্দেশ, যিনি বলেছেন, কোন অবস্থাতেই স্ত্রীদের স্বাধীনতা দেওয়া উচিত নয়। স্ত্রীদের এই জন্য রক্ষা করা উচিত যাতে তাদের স্বার্থপরতার স্বাভাবিক প্রবণতা প্রকাশ হতে না পারে। বর্তমান সময়েও জীবন-বিমার সুযোগ গ্রহণ করার জন্য পত্নীর পতিকে হত্যা করার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। এটি স্ত্রীলোকদের সমালোচনা নয়, তাদের স্বভাবের একটি ব্যবহারিক পর্যবেক্ষণ। দেহাত্মবুদ্ধিতেই কেবল স্ত্রী-পুরুষের এই প্রকার স্বাভাবিক প্রবণতা প্রকাশ পায়। স্ত্রী অথবা পুরুষ উভয়েই যখন আধ্যাত্মিক চেতনায় উন্নতি লাভ করেন, তখন তাদের দেহাত্মবুদ্ধি প্রকৃতপক্ষে দূর হয়ে যায়। আমাদের কর্তব্য সমস্ত স্ত্রীদের চিন্ময় সত্তা (*অহং ব্রহ্মাস্মি*) রূপে দর্শন করা, যাদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা বিধান করা। তখন জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণগুলি, যার প্রভাবে আমাদের এই জড় শরীর ধারণ করতে হয়েছে, তা আর কার্যকরী হবে না।

জড়া প্রকৃতির কলুষের ফলে আমাদের জড় দেহ ধারণ করতে হয়েছে, কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন এতই মঙ্গলজনক যে, সেই কলুষ অনায়াসে দূর করা যায়। তাই *ভগবদ্গীতার* শুরুতেই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই জানা উচিত যে, তাদের স্বরূপে তারা দেহ নয়, চিন্ময় আত্মা। সকলেরই আত্মার কার্যকলাপে আগ্রহশীল হওয়া উচিত, দেহের কার্যকলাপে নয়। যতক্ষণ

পর্যন্ত মানুষ দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত থাকে, ততক্ষণ স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই ভ্রান্তপথে পরিচালিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আত্মাকে কখনও কখনও পুরুষ বলে বর্ণনা করা হয়। কারণ জীব পুরুষের বেশেই থাকুক আর স্ত্রীর বেশেই থাকুক, তার প্রবণতা হচ্ছে এই জড় জগৎকে ভোগ করার। যার এই ভোগ করার প্রবণতা রয়েছে, তাকে পুরুষ বলে বর্ণনা করা হয়, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে কেউই অন্যের সেবা করতে আগ্রহী নয়; প্রত্যেকেই তাদের নিজেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে আগ্রহী। কিন্তু এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন স্ত্রী অথবা পুরুষদের সর্বোত্তম স্তরের শিক্ষা লাভের সুযোগ দিচ্ছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত হওয়ার শিক্ষা দেওয়া উচিত, এবং স্ত্রীদের অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে তাদের পতির অনুগামী হওয়ার শিক্ষা দেওয়া উচিত। তার ফলে তাদের উভয়ের জীবনই সুখী হবে।

শ্লোক ৪৩

প্রতিশ্রুতং দদামীতি বচস্তন্ন মৃষা ভবেৎ ।
বধং নার্হতি চেন্দ্রোঽপি তত্রেদমুপকল্পতে ॥ ৪৩ ॥

প্রতিশ্রুতম্—অঙ্গীকার করেছি; **দদামি**—আমি দেব; **ইতি**—এই প্রকার; **বচঃ**—বাক্য; **তৎ**—তা; **ন**—না; **মৃষা**—মিথ্যা; **ভবেৎ**—হতে পারে; **বধম্**—হত্যা; **ন**—না; **অর্হতি**—উপযুক্ত; **চ**—এবং; **ইন্দ্রঃ**—ইন্দ্র; **অপি**—ও; **তত্র**—সেই প্রসঙ্গে; **ইদম্**—এই; **উপকল্পতে**—উপযুক্ত।

অনুবাদ

আমি তাকে বরদান করব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, এবং তা উল্লঙ্ঘন করা যাবে না, কিন্তু ইন্দ্রের বিনাশও উচিত নয়। এই প্রসঙ্গে আমি যে উপায় স্থির করেছি, তাই উপযুক্ত।

তাৎপর্য

কশ্যপ মুনি স্থির করেছিলেন, "দিতি এমন একটি পুত্র চায়, যে ইন্দ্রকে বধ করতে পারবে। কিন্তু যেহেতু সে স্ত্রী, তাই সে খুব একটা বুদ্ধিমতী নয়। আমি তাকে এমনভাবে শিক্ষা দেব যে, সর্বদা ইন্দ্রবধের কথা চিন্তা না করে, সে কৃষ্ণভক্ত বা বৈষ্ণবীতে পরিণত হবে। সে যদি বৈষ্ণববিধি পালন করতে সম্মত হয়, তা হলে তার কলুষিত হৃদয় নিশ্চয়ই নির্মল হবে। *চেতোদর্পণমার্জনম্* । এটিই ভগবদ্ভক্তির

পন্থা। ভগবদ্ভক্তির পন্থা অনুসরণ করার ফলে যে কেউ পবিত্র হতে পারে, কারণ কৃষ্ণভক্তির এমনই প্রভাব যে, তা সব চাইতে কলুষিত ব্যক্তিদেরও সর্বোচ্চ স্তরের বৈষ্ণবে পরিণত করতে পারে। সেটিই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলনের উদ্দেশ্য। নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন—

ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই,
বলরাম হইল নিতাই।
দীনহীন যত ছিল, হরিনামে উদ্ধারিল,
তা'র সাক্ষী জগাই-মাধাই ॥

জড় বিষয় সুখে মগ্ন অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করার জন্যই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই কলিযুগে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি এই যুগের মানুষদের হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে পরম পবিত্র হওয়ার সুযোগ প্রদান করেছেন। কেউ যখন একবার শুদ্ধ বৈষ্ণবে পরিণত হন, তখন তিনি সমস্ত জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হন। এইভাবে কশ্যপ মুনি তাঁর পত্নীকে একজন বৈষ্ণবীতে পরিণত করার চেষ্টা করেছিলেন, যাতে তিনি ইন্দ্রবধের বাসনা ত্যাগ করেন। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর পত্নী এবং তাঁর পুত্রেরা যেন শুদ্ধ হয়, যাতে তাঁরা বৈষ্ণব হওয়ার উপযুক্ত হতে পারেন। কখনও কখনও অবশ্য বৈষ্ণব পন্থা অনুশীলনকারী ভক্ত ভ্রষ্ট হতে পারেন, এবং তাঁর অধঃপতনের সম্ভাবনা থাকলেও, কশ্যপ মুনি বিচার করেছিলেন যে, বৈষ্ণব পন্থা অনুশীলন করার সময় অধঃপতন হলেও ক্ষতি নেই। ভ্রষ্ট বৈষ্ণবও উৎকৃষ্ট ফল লাভ করেন। *ভগবদ্গীতায়* সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ*—বৈষ্ণববিধি যদি অল্পমাত্রাতেও পালন করা হয়, তা হলে তা মানুষকে সংসারের মহাভয় থেকে রক্ষা করতে পারে। তাই কশ্যপ মুনি ইন্দ্রের জীবন রক্ষা করার জন্য তাঁর পত্নী দিতিকে বৈষ্ণব হওয়ার উপদেশ দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন।

শ্লোক ৪৪

ইতি সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ মারীচঃ কুরুনন্দন।
উবাচ কিঞ্চিৎ কুপিত আত্মানং চ বিগর্হয়ন্ ॥ ৪৪ ॥

ইতি—এইভাবে; **সঞ্চিন্ত্য**—চিন্তা করে; **ভগবান্**—শক্তিমান; **মারীচঃ**—কশ্যপ মুনি; **কুরু-নন্দন**—হে কুরুনন্দন; **উবাচ**—বলেছিলেন; **কিঞ্চিৎ**—কিছু; **কুপিতঃ**—ক্রুদ্ধ; **আত্মানম্**—নিজের প্রতি; **চ**—ও; **বিগর্হয়ন্**—নিন্দা করে।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে কুরুনন্দন মহারাজ পরীক্ষিৎ, এইভাবে চিন্তা করে কশ্যপ মুনি কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হয়ে নিজেকে নিন্দা করে দিতিকে বলেছিলেন।

শ্লোক ৪৫

শ্রীকশ্যপ উবাচ

পুত্রস্তে ভবিতা ভদ্রে ইন্দ্রহাদেববান্ধবঃ ।
সংবৎসরং ব্রতমিদং যদ্যঞ্জো ধারয়িষ্যসি ॥ ৪৫ ॥

শ্রী-কশ্যপঃ উবাচ—কশ্যপ মুনি বললেন; **পুত্রঃ**—পুত্র; **তে**—তোমার; **ভবিতা**—হবে; **ভদ্রে**—হে কল্যাণী; **ইন্দ্রহা**—ইন্দ্রহন্তা বা ইন্দ্রের অনুগামী; **অদেব-বান্ধবঃ**—অসুরদের বন্ধু (অথবা *দেব-বান্ধবঃ*—দেবতাদের বন্ধু); **সংবৎসরম্**—এক বছর ধরে; **ব্রতম্**—ব্রত; **ইদম্**—এই; **যদি**—যদি; **অঞ্জঃ**—যথাযথভাবে; **ধারয়িষ্যসি**—পালন কর।

অনুবাদ

কশ্যপ মুনি বললেন—হে ভদ্রে, তুমি যদি এক বছর ধরে আমার উপদিষ্ট এই ব্রত পালন কর, তা হলে তুমি অবশ্যই এক পুত্র লাভ করবে যে ইন্দ্রকে হত্যা করতে সক্ষম হবে। কিন্তু, এই বৈষ্ণবব্রত পালনে যদি তোমার কোন ত্রুটি হয়, তা হলে তুমি ইন্দ্রের পক্ষপাতী এক পুত্র লাভ করবে।

তাৎপর্য

ইন্দ্রহা শব্দটি সেই অসুরকে ইঙ্গিত করে যে সর্বদা ইন্দ্রকে হত্যা করতে উৎসুক। ইন্দ্রের শত্রু স্বাভাবিকভাবেই অসুরদের বন্ধু। কিন্তু *ইন্দ্রহা* শব্দটি ইন্দ্রের আজ্ঞানুবর্তী বা অনুগামীকেও বোঝায়। কেউ যখন ইন্দ্রের ভক্ত হন, তখন তিনি স্বাভাবিকভাবেই দেবতাদের বন্ধু হন। তাই *ইন্দ্রহাদেববান্ধবঃ* শব্দগুলি দ্ব্যর্থবাচক। কারণ তার অর্থ হচ্ছে, "তোমার পুত্র ইন্দ্রকে হত্যা করবে, কিন্তু সে দেবতাদের বন্ধু হবে।" কেউ যদি সত্যিই দেবতাদের বন্ধু হন, তা হলে তিনি নিশ্চয় ইন্দ্রকে বধ করতে পারবেন না।

শ্লোক ৪৬

দিতিরুবাচ

ধারয়িষ্যে ব্রতং ব্রহ্মন্ ব্রূহি কার্যাণি যানি মে ।
যানি চেহ নিষিদ্ধানি ন ব্রতং ঘ্নন্তি যান্যুত ॥ ৪৬ ॥

দিতিঃ উবাচ—দিতি বললেন; **ধারয়িষ্যে**—আমি গ্রহণ করব; **ব্রতম্**—ব্রত; **ব্রহ্মন্**—হে প্রিয় ব্রাহ্মণ; **ব্রূহি**—দয়া করে বলুন; **কার্যাণি**—অবশ্য করণীয়; **যানি**—যা; **মে**—আমাকে; **যানি**—যা; **চ**—এবং; **ইহ**—এখানে; **নিষিদ্ধানি**—নিষিদ্ধ; **ন**—না; **ব্রতম্**—ব্রত; **ঘ্নন্তি**—ভঙ্গ করে; **যানি**—যা; **উত**—ও।

অনুবাদ

দিতি বললেন—হে ব্রহ্মন্, আমি অবশ্যই আপনার উপদেশ অনুসারে সেই ব্রত পালন করব। এখন আপনি আমাকে বলুন আমার কি করা কর্তব্য, কি করা অনুচিত এবং কি করলে ব্রত ভঙ্গ হবে না। দয়া করে আমাকে স্পষ্টভাবে সেই সমস্ত বলুন।

তাৎপর্য

পূর্বে বলা হয়েছে যে, স্ত্রীলোকেরা সাধারণত তাদের নিজেদের স্বার্থ সাধন করতে চায়। কশ্যপ মুনি দিতির বাসনা পূর্ণ করার জন্য এক বছর ধরে তাঁকে সুশিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন, এবং দিতি যেহেতু ইন্দ্রকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মত হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আপনি দয়া করে আমাকে বলুন সেই ব্রতটি কি এবং কিভাবে তা পালন করতে হয়। আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, যা কিছু প্রয়োজন তা-ই আমি করব এবং ব্রত ভঙ্গ করব না।" নারী-চরিত্রের এটি আর একটি দিক। যদিও সে তার পরিকল্পনা পূর্ণ করতে অত্যন্ত আগ্রহী, তবু কেউ যখন তাকে উপদেশ দেয়, বিশেষ করে তার পতি, তখন সে সরলভাবে তা পালন করে। এইভাবে তাকে সৎপথে পরিচালিত হওয়ার শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। নারীর স্বভাব হচ্ছে পুরুষের অনুগামিনী হওয়া; তাই পুরুষ যদি ভাল হন, তা হলে তিনি নারীকে সৎপথে পরিচালিত হওয়ার শিক্ষা দিতে পারেন।

শ্লোক ৪৭

শ্রীকশ্যপ উবাচ

ন হিংস্যাদ্ভূতজাতানি ন শপেন্নানৃতং বদেৎ ।
নছিন্দ্যান্নখরোমাণি ন স্পৃশেদ্‌যদমঙ্গলম্ ॥ ৪৭ ॥

শ্রী-কশ্যপঃ উবাচ—কশ্যপ মুনি বললেন; **ন হিংস্যাৎ**—হিংসা করো না; **ভূতজাতানি**—জীবদের; **ন শপেৎ**—অভিশাপ দিয়ো না; **ন**—না; **অনৃতম্**—মিথ্যা কথা; **বদেৎ**—বলো; **ন ছিন্দ্যাৎ**—কেটো না; **নখ-রোমাণি**—নখ এবং লোম; **ন স্পৃশেৎ**—স্পর্শ করো না; **যৎ**—যা; **অমঙ্গলম্**—অপবিত্র।

অনুবাদ

কশ্যপ মুনি বললেন—হে প্রিয়ে, এই ব্রত পালন করার সময় জীবহিংসা করো না, কাউকে অভিশাপ দিয়ো না, মিথ্যা কথা বলো না, নখ এবং লোম কেটো না, এবং খুলি ও অস্থি আদি অশুভ বস্তু স্পর্শ করো না।

তাৎপর্য

তাঁর স্ত্রীর প্রতি কশ্যপ মুনির প্রথম উপদেশ ছিল তিনি যেন কাউকে হিংসা না করেন। এই জগতে জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হচ্ছে হিংসা করা, এবং তাই কৃষ্ণভক্ত হতে হলে আমাদের সেই প্রবৃত্তিটি দমন করা অবশ্য কর্তব্য। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে *পরমো নির্মৎসরাণাম্* । কৃষ্ণভক্ত সর্বদাই নির্মৎসর, কিন্তু অন্যেরা সর্বদা মৎসর। তাই কাউকে হিংসা না করার জন্য স্ত্রীর প্রতি কশ্যপ মুনির উপদেশ ইঙ্গিত করে যে, কৃষ্ণভক্তির পথে উন্নতি সাধনে এটিই হচ্ছে প্রথম সোপান। কশ্যপ মুনি তাঁর স্ত্রীকে কৃষ্ণভক্তে পরিণত করার শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, যাতে তাঁর এবং ইন্দ্রের উভয়েরই রক্ষা হয়।

শ্লোক ৪৮

নাপ্সু স্নায়ান্ন কুপ্যেত ন সম্ভাষেত দুর্জনৈঃ ।
ন বসীতাধৌতবাসঃ স্রজং চ বিধৃতাং ক্বচিৎ ॥ ৪৮ ॥

ন—না; **অপ্সু**—জলে; **স্নায়াৎ**—স্নান করো; **ন কুপ্যেত**—কখনও ক্রুদ্ধ হয়ো না; **ন সম্ভাষেত**—সম্ভাষণ করবে না; **দুর্জনৈঃ**—দুষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে; **ন বসীত**—পরিধান

করবে না; **অধৌতবাসঃ**—অধৌত বস্ত্র; **স্রজম্**—ফুলের মালা; **চ**—এবং; **বিধৃতাম্**—যা পূর্বে ধারণ করা হয়েছে; **ক্বচিৎ**—কখনও।

অনুবাদ

কশ্যপ মুনি বললেন—হে ভদ্রে, কখনও জলের মধ্যে প্রবেশ করে স্নান করো না, কখনও ক্রুদ্ধ হয়ো না, দুর্জনের সঙ্গে সম্ভাষণ করো না, অধৌত বস্ত্র পরিধান করো না, পূর্বধৃত মালা কখনও পুনরায় ধারণ করো না।

শ্লোক ৪৯

নোচ্ছিষ্টং চণ্ডিকান্নং চ সামিষং বৃষলাহৃতম্ ।
ভুঞ্জীতোদক্যয়া দৃষ্টং পিবেন্নাঞ্জলিনা ত্বপঃ ॥ ৪৯ ॥

ন—না; **উচ্ছিষ্টম্**—উচ্ছিষ্ট; **চণ্ডিকা-অন্নম্**—ভদ্রকালী প্রভৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত অন্ন; **চ**—এবং; **স-আমিষম্**—আমিষযুক্ত; **বৃষল-আহৃতম্**—শূদ্রের দ্বারা আনীত; **ভুঞ্জীত**—ভোজন করবে; **উদক্যয়া**—রজঃস্বলা নারীর দ্বারা; **দৃষ্টম্**—দৃষ্ট; **পিবেৎ ন**—পান করবে না; **অঞ্জলিনা**—দুই হাত যুক্ত করে অঞ্জলির দ্বারা; **তু**—ও; **অপঃ**—জল।

অনুবাদ

কখনও উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন করবে না, ভদ্রকালী প্রভৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত অন্ন অথবা মাংস বা মাছযুক্ত অপবিত্র অন্ন, কিংবা শূদ্রের দ্বারা আনীত অন্ন অথবা রজঃস্বলা রমণীদৃষ্ট অন্ন ভোজন করবে না, এবং অঞ্জলির দ্বারা জলপান করবে না।

তাৎপর্য

সাধারণত কালীকে মাংস এবং মাছযুক্ত নৈবেদ্য নিবেদন করা হয়, এবং তাই কশ্যপ মুনি তাঁর পত্নীকে সেই ধরনের খাদ্য গ্রহণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণবেরা দেব-দেবীর প্রসাদ গ্রহণ করেন না। বৈষ্ণবেরা সর্বদা কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করেন। এইভাবে কশ্যপ মুনি বিবিধ নিষেধের মাধ্যমে তাঁর স্ত্রী দিতিকে বৈষ্ণবী হওয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৫০

নোচ্ছিষ্টাস্পৃষ্টসলিলা সন্ধ্যায়াং মুক্তমূর্ধজা ।
অনর্চিতাসংযতবাক্ নাসংবীতা বহিশ্চরেৎ ॥ ৫০ ॥

ন—না; **উচ্ছিষ্টা**—উচ্ছিষ্ট; **অস্পৃষ্ট-সলিলা**—জল দিয়ে না ধুয়ে; **সন্ধ্যায়াম্**—সন্ধ্যায়; **মুক্ত-মূর্ধজা**—কেশমুক্ত অবস্থায়; **অনর্চিতা**—অলঙ্কার-বিহীন হয়ে; **অসংযত-বাক্**—বাক্‌সংযম না করে; **ন**—না; **অসংবীতা**—আবৃত না হয়ে; **বহিঃ**—বাইরে; **চরেৎ**—ভ্রমণ করা উচিত।

অনুবাদ

আহারের পর মুখ, হাত এবং পা না ধুয়ে, সন্ধ্যাবেলা কেশ মুক্ত করে, অলঙ্কার রহিত হয়ে, বাকসংযত না হয়ে এবং সর্বাঙ্গ আবৃত না করে কখনও বাইরে যাওয়া উচিত নয়।

তাৎপর্য

কশ্যপ মুনি তাঁর পত্নীকে যথাযথভাবে অলঙ্কৃত না হয়ে এবং বস্ত্রভূষিত না হয়ে বাইরে না যেতে উপদেশ দিয়েছিলেন। এখন যে মেয়েদের অর্ধনগ্ন পোশাকে ঘুরে বেড়ানোর ফ্যাশন হয়েছে তা তিনি অনুমোদন করেননি। প্রাচ্য সভ্যতায় যখন কোন স্ত্রী বাইরে বেরোন, তখন তাঁকে এমনভাবে আবৃত থাকা উচিত যাতে কেউ তাঁকে চিনতে না পারে। পবিত্রীকরণের জন্য এই সমস্ত বিধি স্বীকার করা উচিত। কেউ যদি কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন, তা হলে তিনি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হন এবং সর্বদা জড় জগতের কলুষের অতীত থাকেন।

শ্লোক ৫১

নাধৌতপাদাপ্রয়তা নার্দ্রপাদা উদক্‌শিরাঃ ।
শয়ীত নাপরাঙ্‌নান্যৈর্ন নগ্না ন চ সন্ধ্যয়োঃ ॥ ৫১ ॥

ন—না; **অধৌত-পাদা**—পা না ধুয়ে; **অপ্রয়তা**—পবিত্র না হয়ে; ন—না; **অর্দ্র-পাদা**—ভিজা পায়ে; **উদক্-শিরাঃ**—উত্তর দিকে মাথা রেখে; **শয়ীত**—শয়ন করা উচিত; **ন**—না; **অপরাক্**—পশ্চিম দিকে মাথা রেখে; **ন**—না; **অন্যৈঃ**—অন্য স্ত্রীলোকদের সঙ্গে; **ন**—না; **নগ্না**—উলঙ্গ; ন—না; **চ**—এবং; **সন্ধ্যয়োঃ**—সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময়।

অনুবাদ

পা না ধুয়ে অথবা ভিজা পায়ে, উত্তর দিকে বা পশ্চিম দিকে মাথা রেখে অথবা অন্য স্ত্রীলোকের সঙ্গে কিংবা নগ্ন অবস্থায়, অথবা সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সময় কখনও শয়ন করবে না।

শ্লোক ৫২

ধৌতবাসা শুচির্নিত্যং সর্বমঙ্গলসংযুতা ।
পূজয়েৎ প্রাতরাশাৎ প্রাগ্‌গোবিপ্রাঞ্ শ্রিয়মচ্যুতম্ ॥ ৫২ ॥

ধৌতবাসা—ধৌত বস্ত্র পরিধান করে; **শুচিঃ**—শুদ্ধ হয়ে; **নিত্যম্**—সর্বদা; **সর্ব-মঙ্গল**—সমস্ত শুভ সামগ্রী সহ; **সংযুতা**—সজ্জিত হয়ে; **পূজয়েৎ**—পূজা করবে; **প্রাতঃ-আশাৎ প্রাক্**—প্রাতঃরাশ করার পূর্বে; **গো-বিপ্রান্**—গাভী এবং ব্রাহ্মণদের; **শ্রিয়ম্**—লক্ষ্মীদেবী; **অচ্যুতম্**—পরমেশ্বর ভগবানের।

অনুবাদ

ধৌত বস্ত্র পরিধান করে, সর্বদা পবিত্র এবং হরিদ্রা-চন্দন আদি মঙ্গল দ্রব্যযুক্ত হয়ে, প্রাতঃরাশের পূর্বে গো, বিপ্র, লক্ষ্মী ও অচ্যুতের পূজা করবে।

তাৎপর্য

কেউ যখন গাভী এবং ব্রাহ্মণদের শ্রদ্ধা এবং পূজা করার শিক্ষা প্রাপ্ত হন, তখন তিনি প্রকৃতপক্ষে সভ্য হন। ভগবানের পূজা করার বিধান দেওয়া হয়েছে, এবং গাভী ও ব্রাহ্মণ ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় (*নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ*)। অর্থাৎ যে সভ্যতায় গাভী এবং ব্রাহ্মণদের শ্রদ্ধা করা হয় না, সেই সভ্যতার নিন্দা করা হয়েছে। ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী অর্জন না করে এবং গোরক্ষা না করে কখনও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করা যায় না। গোরক্ষার ফলে যথেষ্ট দুগ্ধজাত খাদ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, যা উন্নত সভ্যতার জন্য অত্যন্ত আবশ্যক। গোমাংস আহার করে সভ্যতাকে দূষিত করা উচিত নয়। উন্নত সভ্যতাকে বলা হয় আর্য সভ্যতা। গোহত্যা করে গোমাংস খাওয়ার পরিবর্তে সভ্য মানুষদের কর্তব্য নানা প্রকার দুগ্ধজাত খাদ্য তৈরি করা, যার ফলে সমাজের উন্নতি সাধন হবে। কেউ যখন ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির অনুসরণ করেন, তখন তিনি কৃষ্ণভক্তি লাভের যোগ্যতা অর্জন করেন।

শ্লোক ৫৩

স্ত্রিয়ো বীরবতীশ্চার্চেৎ স্রগ্গন্ধবলিমণ্ডনৈঃ ।
পতিং চার্চ্যোপতিষ্ঠেত ধ্যায়েৎ কোষ্ঠগতং চ তম্ ॥ ৫৩ ॥

স্ত্রিয়ঃ—স্ত্রীগণ; **বীরবতীঃ**—পতি-পুত্রবতী; **চ**—এবং; **অর্চেৎ**—পূজা করা উচিত; **স্রক্**—ফুলের মালা; **গন্ধ**—চন্দন; **বলি**—উপহার; **মণ্ডনৈঃ**—এবং অলঙ্কার সহকারে; **পতিম্**—পতি; **চ**—এবং; **আর্চ্য**—পূজা করে; **উপতিষ্ঠেত**—প্রার্থনা নিবেদন করে; **ধ্যায়েৎ**—ধ্যান করা উচিত; **কোষ্ঠ-গতম্**—গর্ভে অবস্থিত; **চ**—ও; **তম্**—তাকে।

অনুবাদ

পতি-পুত্রবতী স্ত্রীদের মালা, চন্দন, উপহার ও অলঙ্কার দ্বারা পূজা করবে, আর পতিকে সম্যক্‌রূপে অর্চনা করে তাঁর স্তব করবে এবং পতিকে গর্ভে অবস্থিত মনে করে ধ্যান করবে।

তাৎপর্য

গর্ভস্থ শিশু পতির শরীরের অংশ। তাই পতি তাঁর প্রতিনিধির মাধ্যমে পরোক্ষভাবে তাঁর গর্ভবতী স্ত্রীর গর্ভে থাকেন।

শ্লোক ৫৪

সাংবৎসরং পুংসবনং ব্রতমেতদবিপ্লুতম্ ।
ধারয়িষ্যসি চেৎ তুভ্যং শক্রহা ভবিতা সুতঃ ॥ ৫৪ ॥

সাংবৎসরম্—এক বছর ধরে; **পুংসবনম্**—পুংসবন নামক; **ব্রতম্**—ব্রত; **এতৎ**—এই; **অবিপ্লুতম্**—নির্বিঘ্নে; **ধারয়িষ্যসি**—অনুষ্ঠান করবে; **চেৎ**—যদি; **তুভ্যম্**—তোমার; **শক্রহা**—ইন্দ্রঘাতী; **ভবিতা**—হবে; **সুতঃ**—পুত্র।

অনুবাদ

কশ্যপ মুনি বললেন—তুমি যদি এক বছর ধরে পুংসবন নামক এই ব্রত নির্বিঘ্নে শ্রদ্ধা সহকারে ধারণ করতে পার, তবে তোমার ইন্দ্রঘাতী একটি পুত্র উৎপন্ন হবে। কিন্তু এই ব্রত ধারণে যদি কোন বিঘ্ন হয়, তা হলে সেই পুত্র ইন্দ্রের বন্ধু হবে।

শ্লোক ৫৫

বাঢ়মিত্যভ্যুপেত্যাথ দিতী রাজন্ মহামনাঃ ।
কাশ্যপাদ্ গর্ভমাধত্ত ব্রতং চাঞ্জো দধার সা ॥ ৫৫ ॥

বাঢ়ম্—হ্যাঁ, আমি তাই করব; **ইতি**—এইভাবে; **অভ্যুপেত্য**—অঙ্গীকার করে; **অথ**—তারপর; **দিতিঃ**—দিতি; **রাজন্**—হে রাজন্; **মহা-মনাঃ**—প্রফুল্লচিত্ত; **কশ্যপাৎ**—কশ্যপ থেকে; **গর্ভম্**—বীর্য; **আধত্ত**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **ব্রতম্**—ব্রত; **চ**—এবং; **অঞ্জঃ**—যথাযথভাবে; **দধার**—পালন করেছিলেন; **সা**—তিনি।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, কশ্যপের পত্নী দিতি পুংসবন নামক সংস্কার অনুষ্ঠান করতে সম্মত হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "হ্যাঁ, আপনার উপদেশ অনুসারে আমি তাই করব।" তারপর তিনি প্রফুল্লচিত্তে কশ্যপ থেকে গর্ভ ধারণ করেছিলেন এবং যত্ন সহকারে ব্রত পালন করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ৫৬

মাতৃষ্বসুরভিপ্রায়মিন্দ্র আজ্ঞায় মানদ ।
শুশ্রূষণেনাশ্রমস্থাং দিতিং পর্যচরৎ কবিঃ ॥ ৫৬ ॥

মাতৃষ্বসুঃ—তাঁর মায়ের ভগ্নীর; **অভিপ্রায়ম্**—উদ্দেশ্য; **ইন্দ্রঃ**—ইন্দ্র; **আজ্ঞায়**—জানতে পেরে; **মানদ**—সকলকে সম্মান প্রদর্শনকারী হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **শুশ্রূষণেন**—সেবার দ্বারা; **আশ্রমস্থাম্**—আশ্রমে বাস করে; **দিতিম্**—দিতির; **পর্যচরৎ**—পরিচর্যা করেছিলেন; **কবিঃ**—নিজের স্বার্থ দর্শন করে।

অনুবাদ

হে মানদ রাজন্, দিতির অভিপ্রায় ইন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন, এবং তাই তিনি নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য, আত্মরক্ষাই প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ নিয়ম, এই নীতি অনুসারে দিতির ব্রত ভঙ্গ করতে চেয়েছিলেন। এইভাবে তিনি স্বয়ং তাঁর মাতৃষ্বসা আশ্রমবাসিনী দিতির সেবা করতে লাগলেন।

শ্লোক ৫৭

নিত্যং বনাৎ সুমনসঃ ফলমূলসমিৎকুশান্ ।
পত্রাঙ্কুরমৃদোঽপশ্চ কালে কাল উপাহরৎ ॥ ৫৭ ॥

নিত্যম্—প্রতিদিন; **বনাৎ**—বন থেকে; **সুমনসঃ**—ফুল; **ফল**—ফল; **মূল**—মূল; **সমিৎ**—যজ্ঞকাষ্ঠ; **কুশান্**—কুশঘাস; **পত্র**—পাতা; **অঙ্কুর**—অঙ্কুর; **মৃদঃ**—মৃত্তিকা; **অপঃ**—জল; **চ**—এবং; **কালে কালে**—নির্দিষ্ট সময়ে; **উপাহরৎ**—নিয়ে এসেছিলেন।

অনুবাদ

ইন্দ্র প্রতিদিন বন থেকে ফুল, ফল, মূল, যজ্ঞকাষ্ঠ, কুশ, পত্র, অঙ্কুর, মৃত্তিকা ও জল ইত্যাদি নির্দিষ্ট সময়ে নিয়ে এসে তাঁর মাতৃষ্বসার সেবা করতে লাগলেন।

শ্লোক ৫৮

এবং তস্যা ব্রতস্থায়া ব্রতচ্ছিদ্রং হরির্নৃপ ।
প্রেপ্সুঃ পর্যচরজ্জিহ্মো মৃগহেব মৃগাকৃতিঃ ॥ ৫৮ ॥

এবম্—এইভাবে; **তস্যাঃ**—তাঁর; **ব্রত-স্থায়াঃ**—নিষ্ঠা সহকারে ব্রত পালনকারিণী; **ব্রত-ছিদ্রম্**—ব্রত পালনের ত্রুটি; **হরিঃ**—ইন্দ্র; **নৃপ**—হে রাজন্; **প্রেপ্সুঃ**—অন্বেষণের বাসনায়; **পর্যচরৎ**—পরিচর্যা করেছিলেন; **জিহ্মঃ**—কুটিল; **মৃগহা**—ব্যাধ; **ইব**—সদৃশ; **মৃগাকৃতিঃ**—মৃগের রূপ ধারণ করে।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, মৃগহন্তা ব্যাধ যেমন মৃগচর্মের দ্বারা তার শরীর আচ্ছাদনপূর্বক মৃগরূপ ধারণ করে মৃগের সেবা করে, তেমনই ইন্দ্র অন্তরে দিতিপুত্রের শত্রু হওয়া সত্ত্বেও বাইরে বন্ধুভাব প্রদর্শন করে দিতির সেবা করেছিলেন। ইন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল দিতির ব্রত পালনে কোন ত্রুটি পাওয়া মাত্রই দিতিকে প্রতারণা করা। কিন্তু তিনি সেই ভাব গোপন রেখে, অত্যন্ত সাবধানতা সহকারে তাঁর সেবা করে যেতে লাগলেন।

শ্লোক ৫৯

নাধ্যগচ্ছদ্‌ব্রতচ্ছিদ্রং তৎপরোঽথ মহীপতে ।
চিন্তাং তীব্রাং গতঃ শক্রঃ কেন মে স্যাচ্ছিবং ত্বিহ ॥ ৫৯ ॥

ন—না; **অধ্যগচ্ছৎ**—পেয়ে; **ব্রত-ছিদ্রম্**—ব্রত পালনে ত্রুটি; **তৎ-পরঃ**—তাতে অত্যন্ত ব্যগ্র; **অথ**—তারপর; **মহীপতে**—হে পৃথিবীর পতি; **চিন্তাম্**—উৎকণ্ঠা; **তীব্রাম্**—তীব্র; **গতঃ**—প্রাপ্ত; **শক্রঃ**—ইন্দ্র; **কেন**—কিভাবে; **মে**—আমার; **স্যাৎ**—হবে; **শিবম্**—মঙ্গল; **তু**—তখন; **ইহ**—এখানে।

অনুবাদ

হে মহীপতে, এইভাবে ইন্দ্র যখন দিতির ব্রত পালনে কোন ত্রুটি খুঁজে পেলেন না, তখন তিনি ভাবতে লাগলেন, "কিভাবে আমার মঙ্গল হবে?" এইভাবে তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়েছিলেন।

শ্লোক ৬০

একদা সা তু সন্ধ্যায়ামুচ্ছিষ্টা ব্রতকর্শিতা ।
অস্পৃষ্টবার্যধৌতাঙ্ঘ্রিঃ সুষ্বাপ বিধিমোহিতা ॥ ৬০ ॥

একদা—এক সময়; **সা**—তিনি (দিতি); **তু**—কিন্তু; **সন্ধ্যায়াম্**—সন্ধ্যাকালে; **উচ্ছিষ্টা**—আহারের পর; **ব্রত**—ব্রত থেকে; **কর্শিতা**—দুর্বল এবং কৃশ; **অস্পৃষ্ট**—স্পর্শ না করে; **বারি**—জল; **অধৌত**—না ধুয়ে; **অঙ্ঘ্রিঃ**—তাঁর পা; **সুষ্বাপ**—নিদ্রিত হয়েছিলেন; **বিধি**—দুর্দৈববশত; **মোহিতা**—মোহিত হয়ে।

অনুবাদ

কঠোর ব্রত পালন করার ফলে দুর্বল এবং ক্ষীণ হয়ে, দিতি এক সময় আহারের পর দুর্ভাগ্যবশত মুখ, হাত এবং পা না ধুয়ে সন্ধ্যাবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

শ্লোক ৬১

লব্ধ্বা তদন্তরং শক্রো নিদ্রাপহৃতচেতসঃ ।
দিতেঃ প্রবিষ্ট উদরং যোগেশো যোগমায়য়া ॥ ৬১ ॥

লব্ধ্বা—পেয়ে; **তদন্তরম্**—তারপর; **শক্রঃ**—ইন্দ্র; **নিদ্রা**—নিদ্রার দ্বারা; **অপহৃত-চেতসঃ**—অচেতন; **দিতেঃ**—দিতির; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করে; **উদরম্**—গর্ভে; **যোগেশঃ**—যোগেশ্বর; **যোগ**—যোগসিদ্ধির; **মায়য়া**—শক্তির দ্বারা।

অনুবাদ

এই ছিদ্র পেয়ে (অণিমা, লঘিমা আদি) যোগসিদ্ধির অধীশ্বর ইন্দ্র যোগবলে গভীর নিদ্রায় অচেতন দিতির উদরে প্রবেশ করলেন।

তাৎপর্য

সিদ্ধ যোগী যোগের অষ্টসিদ্ধি লাভ করেন। তাদের একটিকে বলা হয় অণিমা সিদ্ধি, যার ফলে যোগী পরমাণুর মতো ছোট হয়ে যেতে পারেন, এবং সেই অবস্থায় তিনি যে কোন স্থানে প্রবেশ করতে পারেন। এই যোগসিদ্ধির বলে ইন্দ্র গর্ভবতী দিতির উদরে প্রবেশ করেছিলেন।

শ্লোক ৬২

চকর্ত সপ্তধা গর্ভং বজ্রেণ কনকপ্রভম্ ।
রুদন্তং সপ্তধৈকৈকং মা রোদীরিতি তান্ পুনঃ ॥ ৬২ ॥

চকর্ত—তিনি কেটেছিলেন; **সপ্তধা**—সাত খণ্ডে; **গর্ভম্**—গর্ভকে; **বজ্রেণ**—তাঁর বজ্রের দ্বারা; **কনক**—স্বর্ণের; **প্রভম্**—প্রভাশালী; **রুদন্তম্**—ক্রন্দন; **সপ্তধা**—সাত খণ্ডে; **এক-একম্**—প্রত্যেকটিকে; **মা রোদীঃ**—রোদন করো না; **ইতি**—এইভাবে; **তান্**—তাদের; **পুনঃ**—পুনরায়।

অনুবাদ

দিতির গর্ভে প্রবেশ করে ইন্দ্র স্বর্ণের মতো প্রভাশালী সেই গর্ভকে বজ্রের দ্বারা সাত খণ্ডে কেটেছিলেন। সাতটি খণ্ডে সাতটি জীব রোদন করতে থাকলে, ইন্দ্র তাদের "রোদন করো না" বলে আশ্বাস দিয়ে পুনরায় প্রতিটি খণ্ডকে সাত ভাগে কেটেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর টীকায় লিখেছেন যে, ইন্দ্র তাঁর যোগশক্তির প্রভাবে এক মরুতের দেহ সাতটি ভাগে বিস্তৃত করেছিলেন, এবং তারপর মূল

শরীরের সেই সাতটি ভাগের প্রত্যেকটিকে সাত ভাগে কেটেছিলেন, তার ফলে ঊনপঞ্চাশটি ভাগ হয়েছিল। প্রতিটি শরীরকে সাত ভাগে কাটা হলে অন্য জীবাত্মারা সেই শরীরে প্রবেশ করেছিলেন। গাছের অংশ কেটে পর্বতে রোপণ করলে সেগুলি যেমন অন্য একটি গাছে পরিণত হয়, তেমনই তারা পৃথক সত্তা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। প্রথম শরীর একটি ছিল কিন্তু যখন তাদের বহু খণ্ডে কাটা হয়, তখন অন্যান্য জীবেরা সেই সমস্ত নতুন শরীরে প্রবেশ করেছিল।

শ্লোক ৬৩

তমূচুঃ পাট্যমানাস্তে সর্বে প্রাঞ্জলয়ো নৃপ ।
কিং ন ইন্দ্র জিঘাংসসি ভ্রাতরো মরুতস্তব ॥ ৬৩ ॥

তম্—তাঁকে; **ঊচুঃ**—বলেছিলেন; **পাট্যমানাঃ**—পীড়িত হয়ে; **তে**—তাঁরা; **সর্বে**—সকলে; **প্রাঞ্জলয়ঃ**—কৃতাঞ্জলি হয়ে; **নৃপ**—হে রাজন্; **কিম্**—কেন; **নঃ**—আমাদের; **ইন্দ্র**—হে ইন্দ্র; **জিঘাংসসি**—হত্যা করতে ইচ্ছা করছ; **ভ্রাতরঃ**—ভ্রাতা; **মরুতঃ**—মরুৎ; **তব**—তোমার।

অনুবাদ

হে রাজন্, এইভাবে পীড়িত হয়ে তাঁরা কৃতাঞ্জলিপূর্বক ইন্দ্রকে বললেন, "হে ইন্দ্র, আমরা মরুৎ, তোমারই ভ্রাতা, অতএব কেন তুমি আমাদের হত্যা করার চেষ্টা করছ?"

শ্লোক ৬৪

মা ভৈষ্ট ভ্রাতরো মহ্যং যূয়মিত্যাহ কৌশিকঃ ।
অনন্যভাবান্ পার্ষদানাত্মনো মরুতাং গণান্ ॥ ৬৪ ॥

মা ভৈষ্ট—ভয় করো না; **ভ্রাতরঃ**—ভ্রাতাগণ; **মহ্যম্**—আমার; **যূয়ম্**—তোমরা; **ইতি**—এইভাবে; **আহ**—বলেছিলেন; **কৌশিকঃ**—ইন্দ্র; **অনন্য-ভাবান্**—অনুগতভাবে; **পার্ষদান্**—অনুগামীদের; **আত্মনঃ**—তাঁর; **মরুতাম্ গণান্**—মরুৎদের।

অনুবাদ

ইন্দ্র যখন দেখলেন যে তাঁরা তাঁর অনুগত ভক্ত, তখন তিনি তাঁদের বললেন, "যদি তোমরা আমার ভ্রাতা হও, তা হলে তোমাদের আর কোন ভয় নেই।"

শ্লোক ৬৫

**ন মমার দিতের্গর্ভঃ শ্রীনিবাসানুকম্পয়া ।
বহুধা কুলিশক্ষুণ্ণো দ্রৌণ্যস্ত্রেণ যথা ভবান্ ॥ ৬৫ ॥**

ন—না; **মমার**—মৃত; **দিতেঃ**—দিতির; **গর্ভঃ**—গর্ভ; **শ্রীনিবাস**—শ্রী বা লক্ষ্মীদেবীর নিবাস স্থান ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **অনুকম্পয়া**—কৃপার দ্বারা; **বহুধা**—বহু খণ্ডে; **কুলিশ**—বজ্রের দ্বারা; **ক্ষুণ্ণঃ**—খণ্ড-বিখণ্ড; **দ্রৌণি**—অশ্বত্থামার; **অস্ত্রেণ**—অস্ত্রের দ্বারা; **যথা**—যেমন; **ভবান্**—আপনি।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, আপনি যেমন অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা দগ্ধ হলেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাতৃগর্ভে আপনাকে রক্ষা করেছিলেন, তেমনই দিতির গর্ভও ইন্দ্রের বজ্রের দ্বারা উনপঞ্চাশ ভাগে খণ্ড-বিখণ্ড হলেও শ্রীনিবাসের কৃপায় তা বিনষ্ট হয়নি।

শ্লোক ৬৬-৬৭

**সকৃদিষ্ট্বাদিপুরুষং পুরুষো যাতি সাম্যতাম্ ।
সংবৎসরং কিঞ্চিদূনং দিত্যা যদ্ধরিরর্চিতঃ ॥ ৬৬ ॥
সজূরিন্দ্রেণ পঞ্চাশদ্দেবাস্তে মরুতোঽভবন্ ।
ব্যপোহ্য মাতৃদোষং তে হরিণা সোমপাঃ কৃতাঃ ॥ ৬৭ ॥**

সকৃৎ—একবার; **ইষ্ট্বা**—পূজা করে; **আদি-পুরুষম্**—আদি পুরুষ ভগবানকে; **পুরুষঃ**—জীব; **যাতি**—যায়; **সাম্যতাম্**—ভগবানের সমান রূপ প্রাপ্ত হয়ে; **সংবৎসরম্**—এক বছর; **কিঞ্চিৎ উনম্**—একটু কম; **দিত্যা**—দিতির দ্বারা; **যৎ**—যেহেতু; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীহরি; **অর্চিতঃ**—পূজিত; **সজূঃ**—সহ; **ইন্দ্রেণ**—ইন্দ্র; **পঞ্চাশৎ**—পঞ্চাশ; **দেবাঃ**—দেবতা; **তে**—তারা; **মরুতঃ**—মরুৎগণ; **অভবন্**—হয়েছিলেন; **ব্যপোহ্য**—দূর করে; **মাতৃ-দোষম্**—তাঁদের মায়ের দোষ; **তে**—তাঁরা; **হরিণা**—ভগবান শ্রীহরির দ্বারা; **সোম-পাঃ**—সোমরস পানকারী; **কৃতাঃ**—করা হয়েছিল।

অনুবাদ

যে আদি পুরুষ ভগবানকে একবার মাত্র পূজা করলে জীব তাঁর সমান রূপতা লাভ করে, মহান ব্রতপরায়ণ হয়ে দিতি প্রায় এক বছর ধরে সেই ভগবানকে পূজা করেছিলেন। তার ফলে উনপঞ্চাশ মরুতের জন্ম হয়েছিল। পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় দিতির গর্ভে জন্ম হওয়া সত্ত্বেও মরুতেরা যে দেবতাদের সমকক্ষ হয়েছিলেন তাতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে?

শ্লোক ৬৮

দিতিরুত্থায় দদৃশে কুমারাননলপ্রভান্ ।
ইন্দ্রেণ সহিতান্ দেবী পর্যতুষ্যদনিন্দিতা ॥ ৬৮ ॥

দিতিঃ—দিতি; **উত্থায়**—উঠে; **দদৃশে**—দেখেছিলেন; **কুমারান্**—সন্তানদের; **অনল-প্রভান্**—অগ্নির মতো উজ্জ্বল; **ইন্দ্রেণ সহিতান্**—ইন্দ্র সহ; **দেবী**—দেবী; **পর্যতুষ্যৎ**—প্রসন্ন হয়েছিলেন; **অনিন্দিতা**—পবিত্র হয়ে।

অনুবাদ

ভগবানের আরাধনা করার ফলে দিতি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়েছিলেন। তিনি যখন শয্যা থেকে গাত্রোত্থান করলেন, তখন তিনি ইন্দ্রের সঙ্গে তাঁর উনপঞ্চাশজন পুত্রকে দেখতে পেলেন। তাঁর সেই উনপঞ্চাশজন পুত্র অগ্নির মতো উজ্জ্বল এবং ইন্দ্রের সঙ্গে বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন; তা দেখে তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন।

শ্লোক ৬৯

অথেন্দ্রমাহ তাতাহমাদিত্যানাং ভয়াবহম্ ।
অপত্যমিচ্ছন্ত্যচরং ব্রতমেতৎ সুদুষ্করম্ ॥ ৬৯ ॥

অথ—তারপর; **ইন্দ্রম্**—ইন্দ্রকে; **আহ**—বলেছিলেন; **তাত**—হে বৎস; **অহম্**—আমি; **আদিত্যানাম্**—আদিত্যদের; **ভয়-আবহম্**—ভয় উৎপাদনকারী; **অপত্যম্**—একটি পুত্র; **ইচ্ছন্তী**—বাসনা করেছিলাম; **অচরম্**—সম্পাদন করেছিলাম; **ব্রতম্**—ব্রত; **এতৎ**—এই; **সুদুষ্করম্**—অত্যন্ত দুষ্কর।

অনুবাদ

তারপর দিতি ইন্দ্রকে বলেছিলেন—হে বৎস, তোমাদের দ্বাদশ আদিত্যদের বধ করার জন্য একটি পুত্র লাভের উদ্দেশ্যে আমি এই অতি দুষ্কর ব্রত পালন করেছিলাম।

শ্লোক ৭০

একঃ সঙ্কল্পিতঃ পুত্রঃ সপ্ত সপ্তাভবন্ কথম্ ।
যদি তে বিদিতং পুত্র সত্যং কথয় মা মৃষা ॥ ৭০ ॥

একঃ—এক; **সঙ্কল্পিতঃ**—প্রার্থনা করেছিলাম; **পুত্রঃ**—পুত্র; **সপ্ত সপ্ত**—উনপঞ্চাশ; **অভবন্**—হয়েছে; **কথম্**—কিভাবে; **যদি**—যদি; **তে**—তোমার দ্বারা; **বিদিতম্**—জ্ঞাত; **পুত্র**—হে পুত্র; **সত্যম্**—সত্য; **কথয়**—বল; **মা**—বলো না; **মৃষা**—মিথ্যা।

অনুবাদ

আমি কেবল এক পুত্র প্রার্থনা করেছিলাম, কিন্তু উনপঞ্চাশ জন পুত্র কিভাবে হল? হে বৎস ইন্দ্র, তুমি যদি তা জান, তা হলে সত্যি করে বল। মিথ্যা বলার চেষ্টা করো না।

শ্লোক ৭১

ইন্দ্র উবাচ

অম্ব তেঽহং ব্যবসিতমুপধার্যাগতোঽন্তিকম্ ।
লব্ধান্তরোঽচ্ছিদং গর্ভমর্থবুদ্ধির্ন ধর্মদৃক্ ॥ ৭১ ॥

ইন্দ্রঃ উবাচ—ইন্দ্র বললেন; **অম্ব**—হে মাতঃ; **তে**—আপনার; **অহম্**—আমি; **ব্যবসিতম্**—ব্রত; **উপধার্য**—জানতে পেরে; **আগতঃ**—এসেছিলাম; **অন্তিকম্**—নিকটে; **লব্ধ**—পেয়ে; **অন্তরঃ**—একটি ত্রুটি; **অচ্ছিদম্**—আমি কেটেছি; **গর্ভম্**—গর্ভ; **অর্থ-বুদ্ধিঃ**—স্বার্থপর হয়ে; **ন**—না; **ধর্ম-দৃক্**—ধর্মদৃষ্টি সমন্বিত।

অনুবাদ

ইন্দ্র উত্তর দিয়েছিলেন—হে মাতঃ, আমি স্বার্থান্ধ হয়ে ধর্মদৃষ্টি হারিয়েছিলাম। আমি যখন জানতে পেরেছিলাম যে আপনি মহান ব্রত পালন করছিলেন, তখন

আমি আপনার ত্রুটি অন্বেষণ করছিলাম। সেই ত্রুটি পেয়ে আমি আপনার উদরে প্রবেশ করে গর্ভ ছেদন করেছি।

তাৎপর্য

ইন্দ্রের মাতৃষ্বসা দিতি যখন ইন্দ্রকে নিষ্কপটে তাঁর অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন, তখন ইন্দ্রও তাঁর অভিপ্রায় তাঁর কাছে বর্ণনা করেছিলেন। এইভাবে উভয়েই শত্রু না হয়ে নিঃসঙ্কোচে সত্য কথা বলেছিলেন। এটিই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গ প্রভাবের ফল। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৫/১৮/১২) বলা হয়েছে—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ ॥

কেউ যদি ভক্তিপরায়ণ হয়ে ভগবানের আরাধনা করার ফলে পবিত্র হন, তখন সমস্ত সদ্‌গুণগুলি তাঁর মধ্যে প্রকাশিত হয়। বিষ্ণুপূজার প্রভাবে দিতি এবং ইন্দ্র উভয়েই পবিত্র হয়েছিলেন।

শ্লোক ৭২

কৃত্তো মে সপ্তধা গর্ভ আসন্ সপ্ত কুমারকাঃ ।
তেঽপি চৈকৈকশো বৃক্ণাঃ সপ্তধা নাপি মম্রিরে ॥ ৭২ ॥

কৃত্তঃ—কেটেছিলাম; **মে**—আমি; **সপ্তধা**—সাত ভাগে; **গর্ভঃ**—গর্ভ; **আসন্**—হয়েছিল; **সপ্ত**—সাত; **কুমারকাঃ**—শিশু; **তে**—তারা; **অপি**—যদিও; **চ**—ও; **এক-একশঃ**—প্রত্যেকটিকে; **বৃক্ণাঃ**—কাটা হয়েছিল; **সপ্তধা**—সাত ভাগে; **ন**—না; **অপি**—তবু; **মম্রিরে**—মৃত্যু হয়েছিল।

অনুবাদ

প্রথমে আমি গর্ভস্থ শিশুটিকে সাত খণ্ডে কেটেছিলাম। তার ফলে সাতজন কুমার হয়। তারপর আমি সেই প্রত্যেকটি শিশুকে সাত খণ্ডে আবার কাটি। কিন্তু ভগবানের কৃপায় তাদের কারও মৃত্যু হয়নি।

শ্লোক ৭৩

ততস্তৎ পরমাশ্চর্যং বীক্ষ্য ব্যবসিতং ময়া ।
মহাপুরুষপূজায়াঃ সিদ্ধিঃ কাপ্যানুষঙ্গিণী ॥ ৭৩ ॥

ততঃ—তারপর; **তৎ**—তা; **পরম-আশ্চর্যম্**—অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **ব্যবসিতম্**—স্থির করেছিলাম; **ময়া**—আমার দ্বারা; **মহা-পুরুষ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **পূজায়াঃ**—পূজার; **সিদ্ধিঃ**—ফল; **কাপি**—কিছু; **আনুষঙ্গিণী**—আনুষঙ্গিক।

অনুবাদ

হে মাতঃ, আমি যখন উনপঞ্চাশটি পুত্রকেই জীবিত দেখলাম, তখন আমি অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলাম। তখন আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, এটি নিশ্চয়ই আপনার ভক্তি সহকারে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনার আনুষঙ্গিক ফল।

তাৎপর্য

যিনি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনায় যুক্ত, তাঁর কাছে কিছুই আশ্চর্যজনক নয়। এটি বাস্তব সত্য। *ভগবদ্‌গীতায়* (১৮/৭৮) বলা হয়েছে—

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥

"যেখানে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এবং যেখানে ধনুর্ধর পার্থ, সেখানেই শ্রী, বিজয়, ভূতি ও ন্যায় বর্তমান—এটিই আমার অভিমত।" যোগেশ্বর হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, যিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। এটিই ভগবানের সর্বশক্তিমত্তা। যিনি ভগবানকে প্রসন্ন করেন, তাঁর জন্য কোন কিছুই অসম্ভব নয়। তাঁর পক্ষে সব কিছুই সম্ভব।

শ্লোক ৭৪

আরাধনং ভগবত ঈহমানা নিরাশিষঃ ।
যে তু নেচ্ছন্ত্যপি পরং তে স্বার্থকুশলাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৭৪ ॥

আরাধনম্—আরাধনা; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **ঈহমানাঃ**—অভিলাষী হয়ে; **নিরাশিষঃ**—নিষ্কাম; **যে**—যাঁরা; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **ন ইচ্ছন্তি**—কামনা করেন না; **অপি**—এমন কি; **পরম্**—মুক্তি; **তে**—তাঁরা; **স্ব-অর্থ**—নিজের স্বার্থে; **কুশলাঃ**—দক্ষ; **স্মৃতাঃ**—মনে করা হয়।

অনুবাদ

যাঁরা কেবল ভগবানের আরাধনার অভিলাষী তাঁরা ভগবানের কাছে জড় বিষয় কামনা করেন না, এমন কি তাঁরা মুক্তিও কামনা করেন না, কিন্তু ভগবান তাঁদের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেন।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজ যখন ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে দর্শন করেছিলেন, তখন তিনি তাঁর কাছ থেকে কোন বর প্রার্থনা করতে চাননি, কারণ তিনি ভগবানকে দর্শন করে সম্পূর্ণরূপে তুষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভগবান এতই কৃপাময় যে ধ্রুব মহারাজ যেহেতু প্রথমে তাঁর পিতার থেকেও শ্রেষ্ঠ রাজ্য কামনা করেছিলেন, তাই তিনি তাঁকে এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক ধ্রুবলোকে উন্নীত করেছিলেন। তাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥

"যে ব্যক্তির বুদ্ধি উদার, তিনি সব রকম জড় কামনাযুক্তই হোন, অথবা সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্তই হোন, অথবা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের প্রয়াসীই হোন, তাঁর কর্তব্য সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ২/৩/১০) মানুষের কর্তব্য পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া। তার ফলে তার যদি কোন বাসনা নাও থাকে, তা হলেও পূর্বের যে কোন বাসনা যা তার ছিল, তা সবই ভগবানের আরাধনা করার ফলে পূর্ণ হতে পারে। প্রকৃত ভক্ত ভগবানের কাছ থেকে কোন কিছু বাসনা করেন না, এমন কি মুক্তিও নয় (*অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্*)। কিন্তু ভগবান তাঁর ভক্তকে অক্ষয় ঐশ্বর্য প্রদান করে তাঁর কামনা পূর্ণ করেন। কর্মীর ঐশ্বর্য নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু ভক্তের ঐশ্বর্য অবিনশ্বর। ভক্তের ভক্তি যত বৃদ্ধি হয়, তাঁর ঐশ্বর্যও তত বর্ধিত হতে থাকে।

শ্লোক ৭৫

আরাধ্যাত্মপ্রদং দেবং স্বাত্মানং জগদীশ্বরম্ ।
কো বৃণীত গুণস্পর্শং বুধঃ স্যান্নরকেঽপি যৎ ॥ ৭৫ ॥

আরাধ্য—আরাধনা করার পর; **আত্ম-প্রদম্**—যিনি নিজেকে দান করেন; **দেবম্**—ভগবান; **স্ব-আত্মানম্**—পরম প্রিয়; **জগদীশ্বরম্**—জগতের ঈশ্বর; **কঃ**—কি; **বৃণীত**—

বাসনা করবে; **গুণ-স্পর্শম্**—জড় সুখ; **বুধঃ**—বুদ্ধিমান ব্যক্তি; **স্যাৎ**—হয়; **নরকে**—নরকে; **অপি**—ও; **যৎ**—যা।

অনুবাদ

সমস্ত অভিলাষের চরম লক্ষ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সেবক হওয়া। বুদ্ধিমান ব্যক্তি যদি পরম প্রিয় ভগবানের সেবা করেন, যিনি তাঁর ভক্তের কাছে নিজেকে পর্যন্ত দান করেন, তা হলে যে জড় সুখ নরকেও লাভ হয়, তা কেন তিনি বাসনা করবেন?

তাৎপর্য

বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনও জড় সুখ লাভের জন্য ভগবানের ভক্ত হবেন না। সেটিই ভক্তের পরীক্ষা। সেই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়েছেন—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে ।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

"হে ভগবান, আমি ধন সঞ্চয় করতে চাই না, সুন্দরী রমণী কামনা করি না, বহু অনুগামী লাভের বাসনাও আমার নেই। আমি কেবল চাই জন্ম-জন্মান্তরে আপনার প্রতি যেন অহৈতুকী ভক্তি লাভ করতে পারি।" শুদ্ধ ভক্ত কখনও ভগবানের কাছে ধন, জন, সুন্দরী স্ত্রী, এমন কি মুক্তি পর্যন্ত প্রার্থনা করেন না। কিন্তু ভগবান প্রতিজ্ঞা করেছেন *যোগক্ষেমং বহাম্যহম্*—"আমার সেবায় যা কিছু প্রয়োজন তা সবই আমি তাঁর জন্য নিজে বহন করি।"

শ্লোক ৭৬

তদিদং মম দৌর্জন্যং বালিশস্য মহীয়সি ।
ক্ষন্তুমর্হসি মাতস্ত্বং দিষ্ট্যা গর্ভো মৃতোত্থিতঃ ॥ ৭৬ ॥

তৎ—তা; **ইদম্**—এই; **মম**—আমার; **দৌর্জন্যম্**—কুকার্য; **বালিশস্য**—**মূর্খের**; **মহীয়সি**—হে শ্রেষ্ঠ রমণী; **ক্ষন্তুম্ অর্হসি**—দয়া করে ক্ষমা করুন; **মাতঃ**—**হে** মাতঃ; **ত্বম্**—আপনি; **দিষ্ট্যা**—সৌভাগ্যের ফলে; **গর্ভঃ**—গর্ভস্থ শিশু; **মৃতঃ**—**মৃত**; **উত্থিতঃ**—জীবিত হয়েছে।

অনুবাদ

হে মহীয়সী মাতঃ, আমি মূর্খ। দয়া করে আমার সমস্ত অপরাধ আপনি ক্ষমা করুন। আপনার ভগবদ্ভক্তির বলে আপনার উনপঞ্চাশজন পুত্রই অক্ষত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছে। শত্রুরূপে আমি তাদের খণ্ড খণ্ড করেছিলাম, কিন্তু আপনার মহান ভক্তির বলে তাদের মৃত্যু হয়নি।

শ্লোক ৭৭

শ্রীশুক উবাচ

ইন্দ্রস্তয়াভ্যনুজ্ঞাতঃ শুদ্ধভাবেন তুষ্টয়া ।
মরুদ্ভিঃ সহ তাং নত্বা জগাম ত্রিদিবং প্রভুঃ ॥ ৭৭ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইন্দ্রঃ**—ইন্দ্র; **তয়া**—তাঁর দ্বারা; **অভ্যনুজ্ঞাতঃ**—অনুমতি পেয়ে; **শুদ্ধ-ভাবেন**—শুদ্ধ আচরণের দ্বারা; **তুষ্টয়া**—প্রসন্ন হয়েছিলেন; **মরুদ্ভিঃ সহ**—মরুৎগণ সহ; **তাম্**—তাঁকে; **নত্বা**—প্রণতি নিবেদন করে; **জগাম**—গিয়েছিলেন; **ত্রি-দিবম্**—স্বর্গলোকে; **প্রভুঃ**—প্রভু।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—ইন্দ্রের এই উত্তম আচরণে দিতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। তারপর ইন্দ্র তাঁর মাতৃষ্বসাকে শ্রদ্ধাভরে প্রণাম করে, তাঁর অনুমতিক্রমে ভ্রাতা মরুৎগণ সহ স্বর্গে গমন করেছিলেন।

শ্লোক ৭৮

এবং তে সর্বমাখ্যাতং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ।
মঙ্গলং মরুতাং জন্ম কিং ভূয়ঃ কথয়ামি তে ॥ ৭৮ ॥

এবম্—এইভাবে; **তে**—আপনাকে; **সর্বম্**—সমস্ত; **আখ্যাতম্**—বর্ণনা করলাম; **যৎ**—যা; **মাম্**—আমাকে; **ত্বম্**—আপনি; **পরিপৃচ্ছসি**—জিজ্ঞাসা করেছিলেন; **মঙ্গলম্**—মঙ্গলজনক; **মরুতাম্**—মরুৎদের; **জন্ম**—জন্ম; **কিম্**—কি; **ভূয়ঃ**—অধিকন্তু; **কথয়ামি**—আমি বলব; **তে**—আপনাকে।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, আপনি আমাকে যা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বিশেষ করে এই শুদ্ধ মরুৎদের সম্বন্ধে, তা আমি যথাসাধ্য আপনার কাছে বর্ণনা করলাম। এখন আপনার আর কি প্রশ্ন আছে তা জিজ্ঞাসা করুন, তা হলে আমি তা বর্ণনা করব।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের 'দেবরাজ ইন্দ্রকে বধ করার জন্য দিতির ব্রত' নামক অষ্টাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

ঊনবিংশতি অধ্যায়

পুংসবন-ব্রত অনুষ্ঠান বিধি

এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে কশ্যপ মুনির পত্নী দিতি কিভাবে কশ্যপ মুনির উপদেশ অনুসারে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য ব্রত অনুষ্ঠান করেছিলেন। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা প্রতিপদে স্ত্রীগণ দিতির পদাঙ্ক অনুসরণ করে এবং পতির আজ্ঞায় এই পুংসবন-ব্রত আরম্ভ করবেন। সকাল বেলায় দাঁত মেজে, স্নান করে, শুচি হয়ে মরুৎদের জন্ম বিবরণ শ্রবণ করবেন, পরে শুক্ল বসন পরিহিতা ও অলঙ্কৃতা হয়ে প্রাতঃকালীন ভোজনের পূর্বে বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মীদেবী সহ দয়া, ধৈর্য, তেজ, সামর্থ্য ও মহিমাদি গুণ সমন্বিত এবং সমস্ত যোগসিদ্ধি দানে সমর্থ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অর্চনা করতে হবে। তারপর অলঙ্কার, উপবীত, গন্ধ, সুন্দর ফুল, ধূপ, দীপ, স্নানের জল ইত্যাদি পূজোপকরণ ভগবানকে নিবেদন করে, *ওঁ নমো ভগবতে মহাপুরুষায় মহানুভাবায় মহাবিভূতিপতয়ে সহ মহাবিভূতিভির্বলিম্ উপহরামি*—এই মন্ত্রের দ্বারা ভগবানকে আবাহন করতে হবে। তারপর *ওঁ নমো ভগবতে মহাপুরুষায় মহাবিভূতিপতয়ে স্বাহা* এই মন্ত্রে অগ্নিতে দ্বাদশটি আহুতি প্রদানপূর্বক দশবার মন্ত্র জপ করে লক্ষ্মী-নারায়ণের স্তব পাঠ করা উচিত। তারপর নিবেদিত উপচারসমূহ অপসারিত করে, আচমনীয় প্রদান করে পুনরায় লক্ষ্মী-নারায়ণের অর্চনা করতে হবে।

এই পুংসবন-ব্রত পতি অথবা সন্তানসম্ভবা পত্নী যে কোন একজন করলেও উভয়েই ফল লাভ করবেন। এক বছর পর্যন্ত এইভাবে পূজার দ্বারা ব্রতের অনুষ্ঠান করে কার্তিক মাসের পূর্ণিমায় সতী স্ত্রী উপবাস করবেন। তার পরের দিন পতি পূর্বের মতো ভগবানের আরাধনা করবেন, এবং নানা প্রকার সুস্বাদু ভোগ ভগবানকে নিবেদনপূর্বক সেই প্রসাদ ব্রাহ্মণদের বিতরণ করে মহোৎসব পালন করবেন। তারপর ব্রাহ্মণদের অনুমতি নিয়ে স্বামী এবং স্ত্রী প্রসাদ গ্রহণ করবেন। পুংসবন-ব্রত অনুষ্ঠানের মহিমা বর্ণনা করে এই অধ্যায় সমাপ্ত হয়েছে।

শ্লোক ১

শ্রীরাজোবাচ

ব্রতং পুংসবনং ব্রহ্মন্ ভবতা যদুদীরিতম্ ।
তস্য বেদিতুমিচ্ছামি যেন বিষ্ণুঃ প্রসীদতি ॥ ১ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন; **ব্রতম্**—ব্রত; **পুংসবনম্**—পুংসবন নামক; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **যৎ**—যা; **উদীরিতম্**—কথিত হয়েছে; **তস্য**—সেই বিষয়ে; **বেদিতুম্**—জানতে; **ইচ্ছামি**—ইচ্ছা করি; **যেন**—যার দ্বারা; **বিষ্ণুঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **প্রসীদতি**—প্রসন্ন হন।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—হে প্রভু, আপনি যে পুংসবন-ব্রত সম্বন্ধে বলেছেন, সেই বিষয়ে আমি বিস্তারিতভাবে শুনতে চাই, কারণ আমি বুঝতে পেরেছি যে, সেই ব্রত অনুষ্ঠানের ফলে ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে প্রসন্ন করা যায়।

শ্লোক ২-৩

শ্রীশুক উবাচ

শুক্লে মার্গশিরে পক্ষে যোষিদ্ভর্তুরনুজ্ঞয়া ।
আরভেত ব্রতমিদং সার্বকামিকমাদিতঃ ॥ ২ ॥
নিশম্য মরুতাং জন্ম ব্রাহ্মণাননুমন্ত্র্য চ ।
স্নাত্বা শুক্লদতী শুক্লে বসীতালঙ্কৃতাম্বরে ।
পূজয়েৎ প্রাতরাশাৎ প্রাগ্ভগবন্তং শ্রিয়া সহ ॥ ৩ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **শুক্লে**—শুক্ল; **মার্গশিরে**—অগ্রহায়ণ মাসে; **পক্ষে**—পক্ষে; **যোষিৎ**—স্ত্রী; **ভর্তুঃ**—পতির, **অনুজ্ঞয়া**—অনুমতি গ্রহণ করে; **আরভেত**—আরম্ভ করবে; **ব্রতম্**—ব্রত; **ইদম্**—এই; **সার্ব-কামিকম্**—যা সমস্ত বাসনা পূর্ণ করে; **আদিতঃ**—প্রথম দিন থেকে; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **মরুতাম্**—মরুৎদের; **জন্ম**—জন্ম; **ব্রাহ্মণান্**—ব্রাহ্মণদের; **অনুমন্ত্র্য**—উপদেশ গ্রহণ করে; **চ**—এবং; **স্নাত্বা**—স্নান করে; **শুক্ল-দতী**—দন্তধাবন করে; **শুক্লে**—শ্বেত; **বসীত**—পরিধান

করে; **অলঙ্কৃতা**—অলঙ্কারে ভূষিতা হয়ে; **অম্বরে**—বস্ত্র; **পূজয়েৎ**—পূজা করবে; **প্রাতঃ-আশাৎ প্রাক্**—প্রাতরাশের পূর্বে; **ভগবন্তম্**—ভগবানকে; **শ্রিয়া সহ**—লক্ষ্মীদেবী সহ।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল পক্ষের প্রথম দিনে পতির আজ্ঞা অনুসারে স্ত্রী সর্বকামনা পূরণকারী এই ব্রত আরম্ভ করবেন। ব্রত আরম্ভের পূর্বে মরুৎদের জন্ম-বিবরণ শ্রবণ করবেন। তারপর ব্রাহ্মণদের জিজ্ঞাসা করে, দন্তধাবন-পূর্বক স্নান করে শুক্ল বস্ত্র পরিধান করবেন, এবং অলঙ্কৃতা হয়ে প্রাতরাশের পূর্বে লক্ষ্মীদেবী সহ বিষ্ণুকে পূজা করবেন।

শ্লোক ৪

অলং তে নিরপেক্ষায় পূর্ণকাম নমোহস্তু তে ।
মহাবিভূতিপতয়ে নমঃ সকলসিদ্ধয়ে ॥ ৪ ॥

অলম্—পর্যাপ্ত; **তে**—আপনাকে; **নিরপেক্ষায়**—উদাসীন; **পূর্ণকাম**—হে পূর্ণকাম ভগবান; **নমঃ**—নমস্কার; **অস্তু**—হোক; **তে**—আপনাকে; **মহা-বিভূতি**—লক্ষ্মীদেবীর; **পতয়ে**—পতিকে; **নমঃ**—নমস্কার; **সকল-সিদ্ধয়ে**—সমস্ত সিদ্ধির অধীশ্বরকে।

অনুবাদ

(তারপর তিনি এইভাবে ভগবানের প্রার্থনা করবেন—)হে পূর্ণকাম, আপনি সর্ব ঐশ্বর্য সমন্বিত, কিন্তু আমি আপনার কাছে কোন ঐশ্বর্য প্রার্থনা করি না। আমি কেবল আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আপনি মহাবিভূতি স্বরূপিণী লক্ষ্মীদেবীর পতি। তাই আপনি সমস্ত সিদ্ধির ঈশ্বর। আমি কেবল আপনাকে আমার প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

কিভাবে ভগবানের স্তব করতে হয় তা ভক্ত জানেন।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে ।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

"পরমেশ্বর ভগবান পরম পূর্ণ, এবং যেহেতু তিনি পরম পূর্ণ, তাই তাঁর থেকে যা কিছু প্রকাশিত হয়েছে, যেমন এই জড় জগৎ, তাও পূর্ণ। পূর্ণের থেকে যা

উৎপন্ন হয় তাও পূর্ণ। যেহেতু তিনি পরম পূর্ণ, তাই বহু পূর্ণ প্রকাশ তাঁর থেকে উদ্ভূত হলেও তিনি পূর্ণই থাকেন।" তাই ভগবানের শরণ গ্রহণ করা প্রয়োজন। ভক্তের যা কিছু প্রয়োজন তা পরম পূর্ণ ভগবান সরবরাহ করবেন (*তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্*)। তাই শুদ্ধ ভক্ত কখনও ভগবানের কাছে কোন কিছু প্রার্থনা করেন না। তিনি কেবল ভগবানকে তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেন, এবং ভক্ত ভগবানকে যা কিছু অর্পণ করেন, এমন কি *পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ম্* পর্যন্ত ভগবান গ্রহণ করেন। কৃত্রিমভাবে পরিশ্রম করার কোন প্রয়োজন হয় না। সাদাসিধেভাবে যা কিছু সংগ্রহ করা যায়, তা দিয়ে শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের সেবা করা শ্রেয়। ভগবান তাঁর ভক্তকে সমস্ত ঐশ্বর্য প্রদান করতে পূর্ণরূপে সক্ষম।

শ্লোক ৫

যথা ত্বং কৃপয়া ভূত্যা তেজসা মহিমৌজসা ।
জুষ্ট ঈশ গুণৈঃ সর্বৈস্ততোঽসি ভগবান্ প্রভুঃ ॥ ৫ ॥

যথা—যেমন; **ত্বম্**—আপনি; **কৃপয়া**—কৃপা দ্বারা; **ভূত্যা**—ঐশ্বর্য; **তেজসা**—তেজ; **মহিম-ওজসা**—মহিমা এবং শক্তি; **জুষ্টঃ**—সমন্বিত; **ঈশ**—হে ভগবান; **গুণৈঃ**—দিব্য গুণাবলী সহ; **সর্বৈঃ**—সমস্ত; **ততঃ**—অতএব; **অসি**—আপনি হন; **ভগবান্**—ভগবান; **প্রভুঃ**—প্রভু।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি কৃপা, ঐশ্বর্য, তেজ, মহিমা, বল এবং অন্যান্য সমস্ত দিব্য গুণে বিভূষিত, তাই আপনি ভগবান ও সকলের প্রভু।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *ততোঽসি ভগবান্ প্রভুঃ* শব্দগুলির অর্থ 'অতএব আপনি ভগবান এবং সকলের প্রভু।' ভগবান ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ, এবং অধিকন্তু তিনি তাঁর ভক্তের প্রতি অত্যন্ত কৃপালু। যদিও তিনি পূর্ণ, তবু তিনি চান সমস্ত জীবেরা যেন তাঁর শরণাগত হয়ে তাঁর সেবা করে। তার ফলে তিনি প্রসন্ন হন। যদিও তিনি পূর্ণ, তবু তাঁর ভক্ত যখন তাঁকে *পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ম্*—একটি পাতা, ফুল, ফল, অথবা জল ভক্তি সহকারে নিবেদন করেন, তখন তিনি প্রসন্ন হন। কখনও কখনও মা যশোদার

শিশুপুত্ররূপে ভগবান তাঁর ভক্তের কাছে একটু খাবার ভিক্ষা করেন, যেন তিনি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত। কখনও তিনি স্বপ্নে তাঁর ভক্তকে বলেন যে, তাঁর মন্দির এবং বাগান অত্যন্ত জীর্ণ হয়ে গেছে, তাই তিনি আর তা উপভোগ করতে পারছেন না। এইভাবে তিনি তাঁর ভক্তদের সেইগুলি সংস্কার করতে বলেন। কখনও তিনি মাটির নিচে থাকার ফলে, যেন স্বয়ং বেরিয়ে আসতে অক্ষম হয়ে তাঁর ভক্তকে অনুরোধ করেন তাঁকে উদ্ধার করতে। কখনও তিনি তাঁর ভক্তকে সারা পৃথিবী জুড়ে তাঁর মহিমা প্রচার করতে অনুরোধ করেন, যদিও তিনি স্বয়ং একাই এই সমস্ত কার্যগুলি সম্পাদন করতে পারেন। ভগবান সমস্ত সম্পদ সমন্বিত এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ভক্তের উপর নির্ভর করেন। তাই ভক্তের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক অত্যন্ত গোপনীয়। ভক্তই কেবল অনুভব করতে পারেন, ভগবান সর্বতোভাবে পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে তিনি তাঁর ভক্তের উপর বিশেষ কোন সেবাকার্যের জন্য নির্ভর করেন। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (১১/৩৩) অর্জুনের প্রতি ভগবানের উক্তির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, *নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্*— "হে অর্জুন, এই যুদ্ধে তুমি কেবল নিমিত্ত মাত্র হও।" ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ জয় করতে পারতেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর ভক্ত অর্জুনকে যুদ্ধ করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন এবং যুদ্ধ জয়ের গৌরব তাঁকে প্রদান করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর নাম এবং বাণী নিজেই সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচার করতে পারতেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সেই কার্য সম্পাদন করার জন্য তাঁর ভক্তের উপর নির্ভর করেছেন। তা থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, ভগবানের স্বয়ং সম্পূর্ণতার সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে তাঁর ভক্তের উপর নির্ভরশীলতা। একে বলা হয় তাঁর অহৈতুকী কৃপা। যে ভক্ত ভগবানের এই অহৈতুকী কৃপা উপলব্ধি করেছেন, তিনি প্রভু এবং ভৃত্যের সম্পর্ক হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

শ্লোক ৬

বিষ্ণুপত্নি মহামায়ে মহাপুরুষলক্ষণে ।
প্রীয়েথা মে মহাভাগে লোকমাতর্নমোঽস্তু তে ॥ ৬ ॥

বিষ্ণু-পত্নি—হে বিষ্ণুপত্নী; **মহা-মায়ে**—হে বিষ্ণুশক্তি; **মহা-পুরুষ-লক্ষণে**—ভগবান বিষ্ণুর গুণ এবং ঐশ্বর্য সমন্বিতা; **প্রীয়েথাঃ**—প্রসন্ন হোন; **মে**—আমার প্রতি; **মহা-ভাগে**—হে লক্ষ্মীদেবী; **লোক-মাতঃ**—হে জগন্মাতা; **নমঃ**—নমস্কার; **অস্তু**—হোক; **তে**—আপনাকে।

অনুবাদ

(ভগবান বিষ্ণুকে উত্তমরূপে প্রণতি নিবেদন করবার পরে, ভক্ত লক্ষ্মীদেবীকে প্রণতি নিবেদন করে এইভাবে প্রার্থনা করবেন।) হে বিষ্ণুপত্নী, হে বিষ্ণুশক্তি স্বরূপিণী, আপনি বিষ্ণুরই তুল্য, কারণ আপনি তাঁরই সমান গুণ এবং ঐশ্বর্যশালিনী। হে লক্ষ্মীদেবী, দয়া করে আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। হে জগন্মাতা, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ভগবান বিবিধ শক্তি সমন্বিত (*পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে*)। লক্ষ্মীদেবী যেহেতু ভগবানের শক্তি স্বরূপিণী, তাই তাঁকে এখানে *মহামায়ে* বলে সম্বোধন করা হয়েছে। *মায়া* শব্দটির অর্থ শক্তি। ভগবান তাঁর মুখ্য শক্তি ব্যতীত তাঁর শক্তি সর্বত্র প্রদর্শন করতে পারেন না। বলা হয়েছে, *শক্তি শক্তিমান্ অভেদ।* তাই লক্ষ্মীদেবী বিষ্ণুর নিত্যসঙ্গিনী; তাঁরা দুজন সর্বদা একত্রে থাকেন। নারায়ণকে ছাড়া লক্ষ্মীকে কেউ ঘরে রাখতে পারে না। কেউ যদি মনে করে যে তা সম্ভব, তা হলে তা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। লক্ষ্মী বা ভগবানের সম্পদকে ভগবানের সেবায় না লাগিয়ে যদি নিজের সেবার জন্য ব্যবহার করা হয়, তা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, কারণ তখন লক্ষ্মীদেবী মায়াতে পরিণত হন। কিন্তু ভগবানের সঙ্গে থাকলে লক্ষ্মীদেবী হচ্ছেন পরাশক্তি।

শ্লোক ৭

ওঁ নমো ভগবতে মহাপুরুষায় মহানুভাবায় মহাবিভূতিপতয়ে সহ মহাবিভূতিভির্বলিমুপহরামীতি। অনেনাহরহর্মন্ত্রেণ বিষ্ণোরাবাহনার্ঘ্য-পাদ্যোপস্পর্শনস্নানবাসউপবীতবিভূষণগন্ধপুষ্পধূপদীপোপহারাদ্যুপচারান্ সুসমাহিতোপাহরেৎ ॥ ৭ ॥

ওঁ—হে ভগবান; **নমঃ**—নমস্কার; **ভগবতে**—ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান; **মহা-পুরুষায়**—পুরুষোত্তম; **মহা-অনুভাবায়**—পরম শক্তিমান; **মহা-বিভূতি**—লক্ষ্মীদেবীর; **পতয়ে**—পতিকে; **সহ**—সঙ্গে; **মহা-বিভূতিভিঃ**—পার্ষদগণ; **বলিম্**—উপহার; **উপহরামি**—আমি নিবেদন করি; **ইতি**—এইভাবে; **অনেন**—এর দ্বারা; **অহঃ-অহঃ**—প্রতিদিন; **মন্ত্রেণ**—মন্ত্রের দ্বারা; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান বিষ্ণুর; **আবাহন**—আবাহন; **অর্ঘ্য-পাদ্য-উপস্পর্শন**—হস্ত, পদ এবং মুখ প্রক্ষালনের জল; **স্নান**—স্নানের জল; **বাস**—

বস্ত্র; **উপবীত**—যজ্ঞোপবীত; **বিভূষণ**—অলঙ্কার; **গন্ধ**—গন্ধ দ্রব্য; **পুষ্প**—ফুল; **ধূপ**—ধূপ; **দীপ**—দীপ; **উপহার**—উপহার; **আদি**—ইত্যাদি; **উপচারান্**—নিবেদন; **সু-সমাহিতা**—সমাহিত চিত্তে; **উপাহরেৎ**—সমর্পণ করবেন।

অনুবাদ

"হে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান বিষ্ণু, আপনি পুরুষোত্তম এবং পরম শক্তিমান। হে লক্ষ্মীপতি, বিশ্বক্সেন আদি পার্ষদগণ সহ সর্বদা বিরাজমান আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আমি আপনাকে সমস্ত পূজোপহার সমর্পণ করি।" প্রতিদিন সমাহিত চিত্তে এই মন্ত্রের দ্বারা পা ধোয়ার জল, হাত এবং মুখ ধোয়ার জল, স্নানের জল, বস্ত্র, উপবীত, অলঙ্কার, গন্ধ, পুষ্প, দীপ আদি উপহার নিবেদন করে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করবেন।

তাৎপর্য

এই মন্ত্রটি অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ। যাঁরা ভগবানের শ্রীবিগ্রহের পূজা করেন, তাঁদের উপরোক্ত এই মন্ত্রটি জপ করা উচিত।

শ্লোক ৮

হবিঃশেষং চ জুহুয়াদনলে দ্বাদশাহুতীঃ ।
ওঁ নমো ভগবতে মহাপুরুষায় মহাবিভূতিপতয়ে স্বাহেতি ॥ ৮ ॥

হবিঃ-শেষম্—নৈবেদ্যের অবশিষ্ট; **চ**—এবং; **জুহুয়াৎ**—নিবেদন করবে; **অনলে**—অগ্নিতে; **দ্বাদশ**—দ্বাদশ; **আহুতীঃ**—আহুতি; **ওঁ**—হে ভগবান; **নমঃ**—নমস্কার; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **মহা-পুরুষায়**—পরম ভোক্তা; **মহা-বিভূতি**—লক্ষ্মীদেবীর; **পতয়ে**—পতি; **স্বাহা**—স্বাহা; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—উপরোক্ত উপচার সহকারে ভগবানের পূজা করার পর, 'ওঁ নমো ভগবতে মহাপুরুষায় মহাবিভূতিপতয়ে স্বাহা' এই মন্ত্রে অগ্নিতে দ্বাদশটি আহুতি প্রদান করবেন।

শ্লোক ৯

শ্রিয়ং বিষ্ণুং চ বরদাবাশিষাং প্রভবাবুভৌ ।
ভক্ত্যা সম্পূজয়েন্নিত্যং যদীচ্ছেৎ সর্বসম্পদঃ ॥ ৯ ॥

শ্রিয়ম্—লক্ষ্মীদেবী; **বিষ্ণুম্**—শ্রীবিষ্ণু; **চ**—এবং; **বরদৌ**—বর প্রদানকারী; **আশিষাম্**—আশীর্বাদের; **প্রভবৌ**—উৎস; **উভৌ**—উভয়; **ভক্ত্যা**—ভক্তি সহকারে; **সম্পূজয়েৎ**—পূজা করবে; **নিত্যম্**—প্রতিদিন; **যদি**—যদি; **ইচ্ছেৎ**—বাসনা করে; **সর্ব**—সমস্ত; **সম্পদঃ**—ঐশ্বর্য।

অনুবাদ

যদি কেউ সমস্ত সম্পদ কামনা করেন, তা হলে তিনি প্রতিদিন ভক্তি সহকারে লক্ষ্মী ও নারায়ণের পূজা করবেন। উপরোক্ত মন্ত্রে পরম ভক্তি সহকারে তাঁর পূজা করা উচিত। লক্ষ্মী এবং নারায়ণ একত্রে অত্যন্ত শক্তিশালী সংযোগ। তাঁরা সমস্ত বর প্রদান করেন এবং সমস্ত সৌভাগ্যের উৎস। তাই সকলের কর্তব্য লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা করা।

তাৎপর্য

লক্ষ্মী-নারায়ণ সকলেরই হৃদয়ে সর্বদা বিরাজমান (*ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি*)। কিন্তু, অভক্তেরা যেহেতু জানে না যে, নারায়ণ সর্বদা তাঁর নিত্য সঙ্গিনী লক্ষ্মীদেবী সহ সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন, তাই তাঁরা বিষ্ণুর ঐশ্বর্য লাভ করতে পারে না। পাষণ্ডীরা কখনও কখনও দরিদ্রদের নারায়ণ বলে সম্বোধন করে। এই ধরনের উক্তি চরম মূর্খতার পরিচায়ক। লক্ষ্মী এবং নারায়ণ সর্বদাই সকলের হৃদয়ে বিরাজমান, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সকলেই নারায়ণ, বিশেষ করে যারা দারিদ্র্যগ্রস্ত। নারায়ণ সম্বন্ধে এই ধরনের উক্তি অত্যন্ত জঘন্য মনোবৃত্তির পরিচায়ক। নারায়ণ কখনও দরিদ্র হন না, এবং তাই তাঁকে কখনও দরিদ্র-নারায়ণ বলা যায় না। নারায়ণ অবশ্যই সকলের হৃদয়ে বিরাজমান, কিন্তু তা বলে তিনি দরিদ্র বা ধনী নন। নারায়ণের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে অজ্ঞ পাষণ্ডীরাই কেবল তাঁকে দরিদ্র বলে প্রচার করার চেষ্টা করে।

শ্লোক ১০

প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমৌ ভক্তিপ্রহ্বেণ চেতসা ।
দশবারং জপেন্মন্ত্রং ততঃ স্তোত্রমুদীরয়েৎ ॥ ১০ ॥

প্রণমেৎ—প্রণাম করা উচিত; **দণ্ডবৎ**—দণ্ডের মতো; **ভূমৌ**—ভূমিতে; **ভক্তি**—ভক্তি সহকারে; **প্রহ্বেণ**—বিনম্র; **চেতসা**—চিত্তে; **দশ-বারম্**—দশবার; **জপেৎ**—জপ করা উচিত; **মন্ত্রম্**—মন্ত্র; **ততঃ**—তারপর; **স্তোত্রম্**—স্তোত্র; **উদীরয়েৎ**—পাঠ করা উচিত।

অনুবাদ

ভক্তিনম্র চিত্তে ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করে দশবার সেই মন্ত্র জপ করতে হবে এবং তারপর নিম্নলিখিত স্তোত্রটি পাঠ করা উচিত।

শ্লোক ১১

যুবাং তু বিশ্বস্য বিভূ জগতঃ কারণং পরম্ ।
ইয়ং হি প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা মায়াশক্তির্দুরত্যয়া ॥ ১১ ॥

যুবাম্—আপনারা দুজনে; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **বিশ্বস্য**—জগতের; **বিভূ**—প্রভু; **জগতঃ**—জগতের; **কারণম্**—কারণ; **পরম্**—পরম; **ইয়ম্**—এই; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **প্রকৃতিঃ**—শক্তি; **সূক্ষ্মা**—দুর্বোধ্য; **মায়াশক্তিঃ**—অন্তরঙ্গা শক্তি; **দুরত্যয়া**—দুরতিক্রম্য।

অনুবাদ

হে নারায়ণ, হে লক্ষ্মী, আপনারা উভয়েই বিশ্বের অধিপতি এবং এই জগতের মুখ্য কারণ। লক্ষ্মীদেবীকে জানা অত্যন্ত কঠিন, কারণ তিনি এতই শক্তিশালিনী যে, তাঁর শক্তি অতিক্রম করা দুষ্কর। তিনি এই জড় জগতে বহিরঙ্গা শক্তিরূপে প্রতিনিধিত্ব করলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি সর্বদাই ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি।

শ্লোক ১২

তস্যা অধীশ্বরঃ সাক্ষাৎ ত্বমেব পুরুষঃ পরঃ ।
ত্বং সর্বযজ্ঞ ইজ্যেয়ং ক্রিয়েয়ং ফলভুগ্‌ভবান্ ॥ ১২ ॥

তস্যাঃ—তাঁর; **অধীশ্বরঃ**—প্রভু; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **ত্বম্**—আপনি; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **পুরুষঃ**—পুরুষ; **পরঃ**—পরম; **ত্বম্**—আপনি; **সর্ব-যজ্ঞঃ**—যজ্ঞমূর্তি; **ইজ্যা**—পূজা; **ইয়ম্**—এই (লক্ষ্মী); **ক্রিয়া**—কার্যকলাপ; **ইয়ম্**—এই; **ফল-ভুক্**—ফলের ভোক্তা; **ভবান্**—আপনি।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি প্রকৃতির অধীশ্বর, এবং তাই আপনিই সাক্ষাৎ পরম পুরুষ। আপনি যজ্ঞমূর্তি। চিন্ময় কার্যকলাপের প্রতিমূর্তি লক্ষ্মীদেবী আপনার উপাসনার আদি রূপ, কিন্তু আপনি সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা।

শ্লোক ১৩

**গুণব্যক্তিরিয়ং দেবী ব্যঞ্জকো গুণভুগ্‌ভবান্ ।
ত্বং হি সর্বশরীর্যাত্মা শ্রীঃ শরীরেন্দ্রিয়াশয়াঃ ।
নামরূপে ভগবতী প্রত্যয়স্ত্বমপাশ্রয়ঃ ॥ ১৩ ॥**

গুণ-ব্যক্তিঃ—সমস্ত গুণের উৎস; **ইয়ম্**—এই; **দেবী**—দেবী; **ব্যঞ্জকঃ**—প্রকাশক; **গুণ-ভুক্**—গুণের ভোক্তা; **ভবান্**—আপনি; **ত্বম্**—আপনি; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **সর্ব-শরীরী আত্মা**—সমস্ত জীবের পরমাত্মা; **শ্রীঃ**—লক্ষ্মীদেবী; **শরীর**—শরীর; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়; **আশয়াঃ**—এবং মন; **নাম**—নাম; **রূপে**—এবং রূপ; **ভগবতী**—লক্ষ্মীদেবী; **প্রত্যয়ঃ**—প্রকাশের কারণ; **ত্বম্**—আপনি; **অপাশ্রয়ঃ**—আধার।

অনুবাদ

এই লক্ষ্মীদেবী সমস্ত চিন্ময় গুণের উৎস, আর আপনি গুণের প্রকাশক এবং ভোক্তা। প্রকৃতপক্ষে আপনিই সব কিছুর পরম ভোক্তা। আপনিই সমস্ত জীবের পরমাত্মা এবং লক্ষ্মীদেবী তাঁদের শরীর, ইন্দ্রিয় এবং মনরূপা। তিনি নাম ও রূপযুক্তা এবং আপনি সেই নাম এবং রূপের আশ্রয় এবং তাঁদের প্রকাশের কারণ।

তাৎপর্য

তত্ত্ববাদীদের আচার্য শ্রীল মধ্বাচার্য এই শ্লোকটির বর্ণনা করে বলেছেন—"বিষ্ণুকে যজ্ঞস্বরূপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং লক্ষ্মীদেবীকে চিন্ময় কার্যকলাপ এবং উপাসনা স্বরূপিনী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা যজ্ঞস্বরূপ বা আধ্যাত্মিক ক্রিয়া ও উপাসনা স্বরূপিনী নন, তাঁরা যজ্ঞ, ক্রিয়া ও উপাসনার অন্তর্যামী ও অন্তর্যামিনী। শ্রীবিষ্ণু লক্ষ্মীদেবীরও অন্তর্যামী, কিন্তু বিষ্ণুর অন্তর্যামী কেউ নন, তিনি **সর্বান্তর্যামী**।"

শ্রীমধ্বাচার্যের মতে দুটি তত্ত্ব রয়েছে—স্বতন্ত্র এবং পরতন্ত্র। তাদের মধ্যে প্রথমটি পরমেশ্বর বিষ্ণু ও দ্বিতীয়টি জীবতত্ত্ব। লক্ষ্মীদেবী বিষ্ণুর পরতন্ত্র বলে কখনও কখনও তাঁকেও জীবের মধ্যে গণনা করা হয়। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব

মতে লক্ষ্মীদেবীকে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের *প্রমেয়-রত্নাবলীর* নিম্নলিখিত দুটি শ্লোক অনুসারে বর্ণনা করা হয়। প্রথম শ্লোকটি *বিষ্ণুপুরাণ* থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী ।
যথা সর্বগতো বিষ্ণুস্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তম ॥
বিষ্ণোঃ স্যুঃ শক্তয়স্তিস্রস্তাসু যা কীর্তিতা পরা ।
সৈব শ্রীস্তদভিন্নেতি প্রাহ শিষ্যান্ প্রভুর্মহান্ ॥

" 'হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, লক্ষ্মীদেবী ভগবান শ্রীবিষ্ণুর নিত্যসঙ্গিনী, এবং তাই তাঁকে বলা হয় *অনপায়িনী* । তিনি জগতের মাতা। বিষ্ণু যেমন সর্বব্যাপ্ত, তাঁর চিন্ময় শক্তি লক্ষ্মীদেবীও তেমন সর্বব্যাপিনী।' শ্রীবিষ্ণুর তিনটি প্রধান শক্তি হচ্ছে— অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা এবং তটস্থা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবানের সেই পরাশক্তি লক্ষ্মীদেবীকে শক্তিমান ভগবান থেকে অভিন্ন বলে স্বীকার করেছেন। তাই তিনিও বিষ্ণুতত্ত্বের অন্তর্গত।"

প্রমেয়-রত্নাবলীর কান্তিমালা টীকায় এই শ্লোকের অর্থ এইভাবে বিবৃত হয়েছে— *ননু ক্বচিৎ নিত্যমুক্তজীবত্বং লক্ষ্ম্যাঃ স্বীকৃতং, তত্রাহ,—প্রাহেতি। নিত্যৈবেতি পদ্যে সর্বব্যাপ্তিকথনেন কলাকাষ্ঠেত্যাদিপদ্যদ্বয়ে, শুদ্ধোঽপীত্যুক্তা চ মহাপ্রভুনা স্বশিষ্যান্ প্রতি লক্ষ্ম্যা ভগবদদ্বৈতমুপদষ্টম্। ক্বচিদ্ যত্তস্যাস্তু দ্বৈতমুক্তং, তত্তু তদাবিষ্ট-নিত্যমুক্তজীবমাদায় সঙ্গতমস্তু।* অর্থাৎ "যদিও কোনও কোনও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে লক্ষ্মীদেবীকে বৈকুণ্ঠের নিত্যমুক্ত জীব বলে গণনা করা হয়েছে, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু *বিষ্ণুপুরাণের* বাক্য অনুসারে লক্ষ্মীদেবীকে বিষ্ণুতত্ত্ব থেকে অভিন্ন বলে বর্ণনা করেছেন। তবে যে, কোন কোন মতে লক্ষ্মীদেবীকে বিষ্ণু থেকে ভিন্ন বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তা লক্ষ্মীদেবীর গুণাবলীতে আবিষ্ট নিত্যমুক্ত জীবের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে; ভগবান শ্রীবিষ্ণুর নিত্য সহচরী লক্ষ্মীদেবীর সম্পর্কে নয়।"

শ্লোক ১৪

যথা যুবাং ত্রিলোকস্য বরদৌ পরমেষ্ঠিনৌ ।
তথা ম উত্তমশ্লোক সন্তু সত্যা মহাশিষঃ ॥ ১৪ ॥

যথা—যেহেতু; **যুবাম্**—আপনারা উভয়ে; **ত্রি-লোকস্য**—ত্রিভুবনের; **বর-দৌ**—বর প্রদানকারী; **পরমেষ্ঠিনৌ**—পরমেশ্বর; **তথা**—অতএব; **মে**—আমার; **উত্তম-শ্লোক**—হে উত্তম শ্লোকে বন্দিত ভগবান; **সন্তু**—হোক; **সত্যাঃ**—পূর্ণ; **মহা-আশিষঃ**—মহান অভিলাষ।

অনুবাদ

আপনারা উভয়ে ত্রিলোকের বরদাতা এবং পরমেশ্বর, অতএব হে উত্তমশ্লোক ভগবান, আপনার কৃপায় আমার মহান অভিলাষসমূহ পূর্ণ হোক।

শ্লোক ১৫

ইত্যভিষ্টূয় বরদং শ্রীনিবাসং শ্রিয়া সহ ।
তন্নিঃসার্যোপহরণং দত্ত্বাচমনমর্চয়েৎ ॥ ১৫ ॥

ইতি—এইভাবে; **অভিষ্টূয়**—প্রার্থনা নিবেদন করে; **বর-দম্**—বর প্রদানকারী; **শ্রীনিবাসম্**—লক্ষ্মীদেবীর নিবাস স্থান ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে; **শ্রিয়া সহ**—লক্ষ্মীদেবী সহ; **তৎ**—তারপর; **নিঃসার্য**—অপসারণ করে; **উপহরণম্**—পূজার উপকরণ; **দত্ত্বা**—নিবেদন করার পর; **আচমনম্**—আচমন; **অর্চয়েৎ**—পূজা করবেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে শ্রীনিবাস ও লক্ষ্মীদেবীকে প্রার্থনা নিবেদন করে, পূজার উপকরণ সরিয়ে আচমন দান করে, পুনরায় তাঁদের পূজা করবেন।

শ্লোক ১৬

ততঃ স্তুবীত স্তোত্রেণ ভক্তিপ্রহ্বেণ চেতসা ।
যজ্ঞোচ্ছিষ্টমবঘ্রায় পুনরভ্যর্চয়েদ্ধরিম্ ॥ ১৬ ॥

ততঃ—তারপর; **স্তুবীত**—স্তব করবে; **স্তোত্রেণ**—স্তোত্র সহকারে; **ভক্তি**—ভক্তি সহকারে; **প্রহ্বেণ**—বিনম্র; **চেতসা**—চিত্তে; **যজ্ঞ-উচ্ছিষ্টম্**—যজ্ঞাবশেষ; **অবঘ্রায়**—ঘ্রাণ গ্রহণ করে; **পুনঃ**—পুনরায়; **অভ্যর্চয়েৎ**—পূজা করবেন; **হরিম্**—ভগবান শ্রীহরিকে।

অনুবাদ

তারপর ভক্তিবিনম্র চিত্তে পুনরায় লক্ষ্মী-নারায়ণের স্তব করবেন এবং যজ্ঞোচ্ছিষ্টের ঘ্রাণ গ্রহণ করে পুনরায় লক্ষ্মী সহ ভগবানের পূজা করবেন।

শ্লোক ১৭

পতিং চ পরয়া ভক্ত্যা মহাপুরুষচেতসা ।
প্রিয়ৈস্তৈস্তৈরুপনমেৎ প্রেমশীলঃ স্বয়ং পতিঃ ।
বিভৃয়াৎ সর্বকর্মাণি পত্ন্যা উচ্চাবচানি চ ॥ ১৭ ॥

পতিম্—পতি; **চ**—এবং; **পরয়া**—পরম; **ভক্ত্যা**—ভক্তি সহকারে; **মহা-পুরুষ-চেতসা**—পরম পুরুষরূপে স্বীকার করে; **প্রিয়ৈঃ**—প্রিয়; **তৈঃ তৈঃ**—সেই সমস্ত নৈবেদ্যর দ্বারা; **উপনমেৎ**—উপাসনা করবে; **প্রেম-শীলঃ**—প্রেমপূর্বক; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **পতিঃ**—পতি; **বিভৃয়াৎ**—সম্পাদন করবেন; **সর্ব-কর্মাণি**—সমস্ত কার্যকলাপ; **পত্ন্যাঃ**—পত্নীর; **উচ্চ-অবচানি**—উচ্চ এবং নিচ; **চ**—ও।

অনুবাদ

ভগবানের প্রতিনিধিরূপে পতিকে প্রসাদ নিবেদনপূর্বক পত্নী তাঁকে ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে পূজা করবেন। পতিও তাঁর পত্নীর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে পারিবারিক কর্মে যুক্ত হবেন।

তাৎপর্য

উপরোক্ত বিধি অনুসারে পতি-পত্নীর পারিবারিক সম্পর্ক ভগবদ্ভক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।

শ্লোক ১৮

কৃতমেকতরেণাপি দম্পত্যোরুভয়োরপি ।
পত্ন্যাং কুর্যাদনর্হায়াং পতিরেতৎ সমাহিতঃ ॥ ১৮ ॥

কৃতম্—সম্পাদন করে; **একতরেণ**—একজনের দ্বারা; **অপি**—ও; **দম্পত্যোঃ**—পতি-পত্নীর; **উভয়োঃ**—উভয়ের; **অপি**—সত্ত্বেও; **পত্ন্যাম্**—পত্নী যখন; **কুর্যাৎ**—করা উচিত; **অনর্হায়াম্**—অক্ষম; **পতিঃ**—পতি; **এতৎ**—এই; **সমাহিতঃ**—ঐকান্তিকভাবে।

অনুবাদ

পতি ও পত্নীর মধ্যে একজন এই ভক্তিপরায়ণ ব্রত অনুষ্ঠান করলেই যথেষ্ট। কারণ তাঁদের পরস্পরের প্রীতির সম্পর্কের ফলে, তাঁরা উভয়েই তার ফল ভোগ

করতে পারবেন। তাই পত্নী যদি এই ব্রত অনুষ্ঠানে অসমর্থা হন, তা হলে পতি নিষ্ঠা সহকারে এই ব্রত অনুষ্ঠান করতে পারেন, এবং পতিপরায়ণা পত্নী তা হলে তার ফলভাগী হবেন।

তাৎপর্য

পত্নী যখন পতিব্রতা হন এবং পতি ঐকান্তিক হন, তখন তাঁদের সম্পর্ক মধুর হয়। তখন পত্নী যদি দুর্বল হওয়ার ফলে পতির সঙ্গে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনে অক্ষম হন, তা হলেও তিনি তাঁর পতির কার্যের অর্ধাংশ লাভ করতে পারবেন।

শ্লোক ১৯-২০

বিষ্ণোর্ব্রতমিদং বিভ্রন্ন বিহন্যাৎ কথঞ্চন ।
বিপ্রান্ স্ত্রিয়ো বীরবতীঃ স্রগ্‌গন্ধবলিমণ্ডনৈঃ ।
অর্চেদহরহর্ভক্ত্যা দেবং নিয়মমাস্থিতা ॥ ১৯ ॥
উদ্বাস্য দেবং স্বে ধাম্নি তন্নিবেদিতমগ্রতঃ ।
অদ্যাদাত্মবিশুদ্ধ্যর্থং সর্বকামসমৃদ্ধয়ে ॥ ২০ ॥

বিষ্ণোঃ—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **ব্রতম্**—ব্রত; **ইদম্**—এই; **বিভ্রৎ**—সম্পাদন করে; **ন**—না; **বিহন্যাৎ**—ভঙ্গ করবে; **কথঞ্চন**—কোন কারণে; **বিপ্রান্**—ব্রাহ্মণগণ; **স্ত্রিয়ঃ**—স্ত্রীগণ; **বীর-বতীঃ**—পতি-পুত্রবতী; **স্রক্**—মালা; **গন্ধ**—চন্দন; **বলি**—উপহার; **মণ্ডনৈঃ**—এবং অলঙ্কার সহকারে; **অর্চেৎ**—পূজা করবে; **অহঃ-অহঃ**—প্রতিদিন; **ভক্ত্যা**—ভক্তি সহকারে; **দেবম্**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **নিয়মম্**—বিধিবিধান; **আস্থিতা**—পালন করে; **উদ্বাস্য**—স্থাপন করে; **দেবম্**—ভগবান; **স্বে**—তাঁর নিজের; **ধাম্নি**—ধামে; **তৎ**—তাঁকে; **নিবেদিতম্**—যা নিবেদন করা হয়েছে; **অগ্রতঃ**—প্রথমে অন্যদের বিতরণ করে; **অদ্যাৎ**—ভক্ষণ করবেন; **আত্ম-বিশুদ্ধি-অর্থম্**—আত্মশুদ্ধির জন্য; **সর্ব-কাম**—সমস্ত বাসনা; **সমৃদ্ধয়ে**—পূর্ণ করার জন্য।

অনুবাদ

ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ এই বিষ্ণুব্রত ধারণ করা উচিত, এবং কখনও অন্য কোন কার্যবশত এই ব্রত থেকে বিচলিত হওয়া উচিত নয়। প্রসাদ, ফুলের মালা, চন্দন এবং অলঙ্কার আদির দ্বারা প্রতিদিন ব্রাহ্মণ এবং পতি-পুত্রবতী স্ত্রীদের পূজা করবেন। পত্নীর কর্তব্য অত্যন্ত ভক্তি সহকারে বিধিপূর্বক প্রত্যহ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর

পূজা করা। তারপর, বিষ্ণুকে স্বধামে স্থাপনপূর্বক তাঁকে নিবেদিত বস্তুর অগ্রভাগ অন্যদের মধ্যে বিতরণ করে স্বয়ং ভক্ষণ করবেন। তার ফলে পতি এবং পত্নী শুদ্ধ হবেন, এবং তাঁদের সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ হবে।

শ্লোক ২১

এতেন পূজাবিধিনা মাসান্ দ্বাদশ হায়নম্ ।
নীত্বাথোপরমেৎ সাধ্বী কার্তিকে চরমেঽহনি ॥ ২১ ॥

এতেন—এই; **পূজা-বিধিনা**—পূজাবিধি অনুসারে; **মাসান্ দ্বাদশ**—বারো মাস; **হায়নম্**—এক বৎসর; **নীত্বা**—অতিবাহিত করে; **অথ**—তারপর; **উপরমেৎ**—উপবাস করবে; **সাধ্বী**—পতিব্রতা স্ত্রী; **কার্তিকে**—কার্তিক মাসে; **চরমে অহনি**—চরম দিনে, পূর্ণিমা তিথিতে।

অনুবাদ

সাধ্বী স্ত্রী এইভাবে এক বছর এই পূজাবিধি অনুষ্ঠান করবেন। এক বছর অতিক্রম হওয়ার পর, তিনি কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে উপবাস করবেন।

শ্লোক ২২

শ্বোভূতেঽপ উপস্পৃশ্য কৃষ্ণমভ্যর্চ্য পূর্ববৎ ।
পয়ঃশৃতেন জুহুয়াচ্চরুণা সহ সর্পিষা ।
পাকযজ্ঞবিধানেন দ্বাদশৈবাহুতীঃ পতিঃ ॥ ২২ ॥

শ্বঃ-ভূতে—পরদিন প্রভাতে; **অপঃ**—জল; **উপস্পৃশ্য**—স্পর্শ করে; **কৃষ্ণম্**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে; **অভ্যর্চ্য**—পূজা করে; **পূর্ববৎ**—পূর্বের মতো; **পয়ঃ-শৃতেন**—জ্বাল দেওয়া দুধের সঙ্গে; **জুহুয়াৎ**—নিবেদন করবে; **চরুণা**—পায়স সহকারে; **সহ**—সঙ্গে; **সর্পিষা**—ঘি; **পাক-যজ্ঞ-বিধানেন**—গৃহ্যসূত্র বিধান অনুসারে; **দ্বাদশ**—দ্বাদশ; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **আহুতীঃ**—আহুতি; **পতিঃ**—পতি।

অনুবাদ

পরের দিন সকালে স্নান এবং আচমন করে পূর্ববৎ শ্রীকৃষ্ণের অর্চনা করার পর, গৃহ্যসূত্রে উক্ত পার্বণের পাকবিধান অনুসারে ঘৃতের সঙ্গে পক্ক পায়স দ্বারা পতি অগ্নিতে বারোটি আহুতি দেবেন।

শ্লোক ২৩

**আশিষঃ শিরসাদায় দ্বিজৈঃ প্রীতৈঃ সমীরিতাঃ ।
প্রণম্য শিরসা ভক্ত্যা ভুঞ্জীত তদনুজ্ঞয়া ॥ ২৩ ॥**

আশিষঃ—আশীর্বাদ; **শিরসা**—মস্তকের দ্বারা; **আদায়**—গ্রহণ করে; **দ্বিজৈঃ**—ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **প্রীতৈঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **সমীরিতাঃ**—উচ্চারিত; **প্রণম্য**—প্রণাম করে; **শিরসা**—মস্তকের দ্বারা; **ভক্ত্যা**—ভক্তি সহকারে; **ভুঞ্জীত**—ভোজন করবে; **তৎ-অনুজ্ঞয়া**—তাঁদের অনুমতি অনুসারে।

অনুবাদ

তারপর ব্রাহ্মণদের প্রসন্নতা বিধান করবেন। ব্রাহ্মণেরা যখন প্রীত হয়ে আশীর্বাদ প্রদান করবেন, তখন তা মস্তক দ্বারা গ্রহণপূর্বক ভক্তি সহকারে অবনত মস্তকে তাঁদের প্রণাম করে, তাঁদের অনুমতি অনুসারে স্বয়ং প্রসাদ গ্রহণ করবেন।

শ্লোক ২৪

**আচার্যমগ্রতঃ কৃত্বা বাগ্‌যতঃ সহ বন্ধুভিঃ ।
দদ্যাৎ পত্ন্যৈ চরোঃ শেষং সুপ্রজাস্ত্বং সুসৌভগম্ ॥ ২৪ ॥**

আচার্যম্—আচার্যকে; **অগ্রতঃ**—প্রথমে; **কৃত্বা**—যথাযথভাবে সম্মান প্রদান করে; **বাক্-যতঃ**—বাক্‌সংযম; **সহ**—সঙ্গে; **বন্ধুভিঃ**—বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজন; **দদ্যাৎ**—দান করবে; **পত্ন্যৈ**—পত্নীকে; **চরোঃ**—পায়েসের আহুতির; **শেষম্**—অবশিষ্ট; **সুপ্রজাস্ত্বম্**—সৎপুত্রপ্রদ; **সু-সৌভগম্**—সৌভাগ্যজনক।

অনুবাদ

ভোজন করার পূর্বে পতি প্রথমে আচার্যকে সুখাসনে উপবেশন করিয়ে, আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব সহ বাকসংযত হয়ে শ্রীগুরুদেবকে প্রসাদ নিবেদন করবেন। তারপর ঘৃতপক্ক পায়েসের অবশেষ পত্নী ভোজন করবেন। এই যজ্ঞাবশেষ সৎপুত্র প্রদানকারী এবং সৌভাগ্যজনক।

শ্লোক ২৫

এতচ্চরিত্বা বিধিবদ্‌ব্রতং বিভো
রভীপ্সিতার্থং লভতে পুমানিহ ।
স্ত্রী চৈতদাস্থায় লভেত সৌভগং
শ্রিয়ং প্রজাং জীবপতিং যশো গৃহম্ ॥ ২৫ ॥

এতৎ—এই; **চরিত্বা**—অনুষ্ঠান করে; **বিধি-বৎ**—শাস্ত্রবিধি অনুসারে; **ব্রতম্**—ব্রত; **বিভোঃ**—ভগবান থেকে; **অভীপ্সিত**—বাঞ্ছিত; **অর্থম্**—অর্থ; **লভতে**—প্রাপ্ত হয়; **পুমান্**—মানুষ; **ইহ**—এই জীবনে; **স্ত্রী**—স্ত্রী; **চ**—এবং; **এতৎ**—এই; **আস্থায়**—অনুষ্ঠান করে; **লভেত**—লাভ করতে পারে; **সৌভগম্**—সৌভাগ্য; **শ্রিয়ম্**—ঐশ্বর্য; **প্রজাম্**—সন্তান; **জীব-পতিম্**—দীর্ঘজীবী পতি; **যশঃ**—যশ; **গৃহম্**—গৃহ।

অনুবাদ

এই ব্রত যদি শাস্ত্রবিধি অনুসারে পালন করা হয়, তা হলে মানুষ এই জীবনেই ভগবানের কাছ থেকে বাঞ্ছিত অর্থ লাভ করতে পারে। এই ব্রত পালনকারিণী স্ত্রী নিশ্চিতভাবে সৌভাগ্য, ঐশ্বর্য, পুত্র, দীর্ঘজীবী পতি, যশ, গৃহ, ইত্যাদি লাভ করবে।

তাৎপর্য

বঙ্গদেশে আজও যদি কোন স্ত্রী দীর্ঘকাল তাঁর পতির সঙ্গে জীবিত থাকেন, তা হলে তাঁকে অত্যন্ত ভাগ্যবতী বলে মনে করা হয়। স্ত্রী সাধারণত সৎ পতি, সুসন্তান, সুখী গৃহ, উন্নতি, ঐশ্বর্য ইত্যাদি কামনা করেন। এই শ্লোক অনুসারে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েই ভগবানের কাছ থেকে তাঁদের মনোবাঞ্ছিত বর প্রাপ্ত হতে পারেন। এইভাবে এই ব্রত অনুষ্ঠান করার ফলে, স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েই কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ হয়ে সুখে এই জড় জগতে বাস করতে পারবেন, এবং তারপর তাঁরা তাঁদের কৃষ্ণভক্তির প্রভাবে চিৎ-জগতে উন্নীত হবেন।

শ্লোক ২৬-২৮

কন্যা চ বিন্দেত সমগ্রলক্ষণং
পতিং ত্ববীরা হতকিল্বিষাং গতিম্ ।
মৃতপ্রজা জীবসুতা ধনেশ্বরী
সুদুর্ভগা সুভগা রূপমগ্র্যম্ ॥ ২৬ ॥

বিন্দেদ্ বিরূপা বিরুজা বিমুচ্যতে
য আময়াবীন্দ্রিয়কল্যদেহম্ ।
এতৎ পঠন্নভ্যুদয়ে চ কর্ম
ণ্যনন্ততৃপ্তিঃ পিতৃদেবতানাম্ ॥ ২৭ ॥
তুষ্টাঃ প্রযচ্ছন্তি সমস্তকামান্
হোমাবসানে হুতভুক্ শ্রীহরিশ্চ ।
রাজন্ মহন্মরুতাং জন্ম পুণ্যং
দিতের্ব্রতং চাভিহিতং মহত্তে ॥ ২৮ ॥

কন্যা—অবিবাহিতা বালিকা; **চ**—এবং; **বিন্দেত**—প্রাপ্ত হতে পারে; **সমগ্র-লক্ষণম্**—সমস্ত সদ্গুণ-সম্পন্ন; **পতিম্**—পতি; **তু**—এবং; **অবীরা**—পতি-পুত্রহীনা রমণী; **হত-কিল্বিষাম্**—দোষরহিত; **গতিম্**—গতি; **মৃত-প্রজা**—মৃতবৎসা রমণী; **জীব-সুতা**—দীর্ঘজীবী পুত্রবতী রমণী; **ধন-ঈশ্বরী**—ধন সমন্বিতা; **সুদুর্ভগা**—দুর্ভাগা; **সুভগা**—সৌভাগ্যশালিনী; **রূপম্**—সৌন্দর্য; **অগ্র্যম্**—অপূর্ব; **বিন্দেৎ**—প্রাপ্ত হতে পারে; **বিরূপা**—কুৎসিত রমণী; **বিরুজা**—রোগ থেকে; **বিমুচ্যতে**—মুক্ত; **যঃ**—যে; **আময়াবী**—রোগগ্রস্ত ব্যক্তি; **ইন্দ্রিয়-কল্য-দেহম্**—সক্ষম দেহ; **এতৎ**—এই; **পঠন্**—পাঠ করেন; **অভ্যুদয়ে চ কর্মণি**—যে যজ্ঞে পিতৃ এবং দেবতাদের উদ্দেশ্যে আহুতি দেওয়া হয়; **অনন্ত**—অসীম; **তৃপ্তিঃ**—তৃপ্তি; **পিতৃ-দেবতানাম্**—পিতা এবং দেবতাদের; **তুষ্টাঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **প্রযচ্ছন্তি**—তাঁরা প্রদান করেন; **সমস্ত**—সমস্ত; **কামান্**—বাসনা; **হোম-অবসানে**—অনুষ্ঠান পূর্ণরূপে সম্পন্ন হওয়ার পর; **হুত-ভুক্**—যজ্ঞের ভোক্তা; **শ্রীহরিঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **চ**—ও; **রাজন্**—হে রাজন্; **মহৎ**—মহান; **মরুতাম্**—মরুৎগণের; **জন্ম**—জন্ম; **পুণ্যম্**—পুণ্য; **দিতেঃ**—দিতির; **ব্রতম্**—ব্রত; **চ**—ও; **অভিহিতম্**—বর্ণিত; **মহৎ**—মহান; **তে**—আপনার কাছে।

অনুবাদ

অবিবাহিতা কন্যা যদি এই ব্রত পালন করে, তা হলে সে সমস্ত সদ্গুণযুক্ত পতি লাভ করতে পারে। অবীরা রমণী অর্থাৎ পতি-পুত্রহীনা রমণী যদি এই ব্রত পালন করেন, তা হলে তিনি বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হতে পারেন। মৃতবৎসা রমণী আয়ুষ্মান পুত্র লাভ করতে পারেন এবং বহু ধন ও সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেন। দুর্ভাগা রমণী সৌভাগ্যবতী হতে পারেন, এবং কুরূপা রমণী অত্যন্ত সুন্দরী হতে

পারেন। এই ব্রত পালনের ফলে রোগী রোগমুক্ত হয়ে কর্মক্ষম দেহ লাভ করতে পারে। কেউ যদি পিতৃ এবং দেবতাদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করার সময়, বিশেষ করে শ্রাদ্ধের সময় এই আখ্যায়িকা পাঠ করেন, তা হলে দেবতা এবং পিতৃগণ তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁর সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেন। এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পর বিষ্ণু এবং লক্ষ্মীদেবী যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারীর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, দিতি কিভাবে এই ব্রত অনুষ্ঠানপূর্বক পুণ্যবান পুত্র মরুৎদের লাভ করেছিলেন এবং সুখী হয়েছিলেন, তা আমি পূর্ণরূপে আপনার কাছে বর্ণনা করলাম। যতখানি বিস্তারিতভাবে সম্ভব আমি তা আপনার কাছে বর্ণনা করার চেষ্টা করেছি।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের 'পুংসবনব্রত অনুষ্ঠান বিধি' নামক ঊনবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

ষষ্ঠ স্কন্ধ সমাপ্ত